আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আঞ্চলিক
বাংলা ভাষার অভিধান

প্রথম খণ্ড
(অ-ই)

প্রধান সম্পাদক
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান
প্রথম খণ্ড (অ-ই)
A Dictionary of Dialectal Bengali Language
Vol-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯১

প্রকাশক শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ
সুপারিনটেনডেন্ট ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
প্রথম সংস্করণ ১৯৯১
Publisher Pradip Kumar Ghosh
Superintendent. Calcutta University Press

ফটো টাইপ সেটিং
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ
৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩

মুদ্রণ
বিমান সাহা
হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোং
পি ২৫৩ সি আই টি স্কীম ৬ কলিকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ তপন কর

দাম . এক শত টাকা মাত্র
Price Rs. One hundred only

উৎসর্গ

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান

উপদেষ্টা

ডঃ সুকুমার সেন

সম্পাদক মণ্ডলী

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত
ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ সুভদ্রকুমার সেন
ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার
ডঃ রামেশ্বর শ
ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক
ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী

গবেষকমণ্ডলী

সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিপ্লব চক্রবর্তী
কেশব আড়ু
মায়াদীপা চক্রবর্তী
ডঃ দীপ্তি জানা
বাসুদেব মোশেল
সুজাতা রায়

সূচিপত্র

PROF. BHASKAR RAY CHAUDHURI
M.D. (Cal.), Ph.D. (Edin.), F.R.C.P
VICE CHANCELLOR

Phones : 31-1288, 31-1536
31-5250, 38-0071
SENATE HOUSE
CALCUTTA-700 073

শুভেচ্ছা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত গবেষণা পরিষদ থেকে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা বলে তার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা, বিশেষত আদর্শ বাংলা ভাষার অনেকটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একটু সচেতন হলেই দেখা যাবে, গ্রামীণ ভাষার মধ্যে বাঙালির প্রাচীন কালের ভাষার অনেক স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে। এখনই সংগৃহীত না হলে সেগুলি অতি দ্রুত লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই এই অভিধান প্রকল্প সাধুবাদের যোগ্য। অভিধানটি শুধু অভিধান নয়, এর মধ্যে বাঙালির সমাজজীবনের অনেক তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা বিভাগ ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা বহু পরিশ্রমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ রীতিতে এই সমস্ত শব্দ সংগ্রহ করেছেন, যার সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ছয় খণ্ডে এই অভিধান সমাপ্ত হবে। প্রথম খণ্ডটি দেখলেই বোঝা যাবে এটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ওপর প্রতিষ্ঠিত—বিদেশের যে-কোনো Dialectal Dictionary-র সমকক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অভিধান প্রকল্পের সমুদয় ব্যয় এতাবৎ বহন করে এই শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাছাড়া শব্দসংগ্রহে গিয়ে গবেষকরা পূর্ত, সেচ ও আরক্ষা বিভাগের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভে কখনো বঞ্চিত হয় নি। সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই অভিধান যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে, এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ভাস্কর রায়চৌধুরী

এপ্রিল ১৯৯১

উপাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত গবেষণা পরিষদের গবেষক, শব্দসংগ্রাহক ও ক্ষেত্রসমীক্ষকদের অক্লান্ত প্রয়াস ও সতর্ক অনুসন্ধানের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রচলিত 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান'-এর প্রথম খণ্ড (অ—ই) নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে প্রকাশিত হল। মুদ্রণ যন্ত্রের অকারণ দীর্ঘসূত্রতা এবং দুরতিক্রমণীয় অসহযোগিতা না ঘটলে এটি হয়তো আরো পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারত। পলাতক বিদ্যুতের রহস্যময় আচরণও এই বিলম্বের অন্যতম কারণ। সুতরাং ছাপাখানার 'দেবতাদের' পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। সে যাই হোক, কোনোপ্রকারে সে সমস্ত বাধা দূর হয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ডের সম্পাদনাও দ্রুতবেগে চলেছে এইটি আশার কথা।

প্রসঙ্গক্রমে এই অভিধান পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন প্রয়োজন। যে-কাজ সম্পন্ন করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অকৃপণ সহায়তা প্রয়োজন, সে-কাজ প্রথমে আমাদের শূন্য হাতেই আরম্ভ করতে হয়েছিল। কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এবং পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের কতিপয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও গবেষক যেভাবে একাজে যোগ দিয়েছেন, একালের বিপর্যস্ত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তা একপ্রকার অবিশ্বাস্য বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মনীষী ও ভাষাপ্রেমিকগণ বাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের জন্য বাঙালি শিক্ষিতসমাজকে আহ্বান করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই বাংলার গ্রামীণ, আঞ্চলিক ও উপভাষার শব্দ সংগ্রহের কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য তখনও এদেশে আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহের কোনো বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয়নি। কীভাবে লোকমুখ থেকে গ্রামীণ শব্দ সংগ্রহ করতে হয়, সংগৃহীত শব্দের উচ্চারণ নির্ধারণ করতে হয়, মৌখিক উচ্চারণকে রেখার বাঁধনে বাঁধতে হয়, ব্যুৎপত্তি সন্ধান করতে হয়—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান য়ুরোপেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে পুরোপুরি অনুসৃত হতে পারেনি। আমাদের দেশে যে আরো বিলম্বিত হবে তাতে আর সন্দেহ কী?

এই শতাব্দীর সূচনাপর্বে ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে লোকসাহিত্য, লোকভাষা, লোকজীবন ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার অবকাশে গ্রামীণ শব্দ সংগ্রহের প্রচেষ্টা ক্ষীণাকারে আরম্ভ হলেও সাম্প্রতিক কালেই এবিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রদেশে আঞ্চলিক শব্দের অভিধান সংকলনেরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তির (Bh. Krishnamurthi) সম্পাদনায় প্রকাশিত তেলুগু উপভাষার বিশাল শব্দকোষের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীদের উপদেশ অনুসরণে আমরাও আঞ্চলিক বাংলা শব্দ সংগ্রহ ও অভিধান প্রণয়নের কথা অনেক দিন ধরে চিন্তা করেছিলাম। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই হয়েছে। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশিত হয়। যদিও এটি একান্তভাবে পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) উপভাষার অভিধান, তবু

এটি আমাদের হস্তগত হলে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহ করে এই জাতীয় অভিধান প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে উৎসাহিত করে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সম্পাদিত অভিধানে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুতরাং কেবল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সীমার মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার একটি অভিধান সংকলনে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু প্রারম্ভেই এই দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হওয়া নিরাপদ নয়.বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে অগ্রসর হওয়া মনস্থ করি। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন উপাচার্য পরম শ্রদ্ধেয় ড· সত্যেন্দ্রনাথ সেন (প্রয়াত) মহাশয়ের উৎসাহ ও আনুকূল্যে আমি বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও কয়েকজন গবেষককে নিয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের ভিত্তিভূমি ও ইমারত পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য ছোট ছোট পাঁচটি প্রকল্প নিয়ে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করি : ১· বাংলা উপন্যাসের পাঠকসমীক্ষা (১৯৭৩), ২· দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি লেখকদের মনোভূমি সমীক্ষা (১৯৭৪), ৩· বাংলা ছন্দসমীক্ষা (১৯৭৪), ৪· দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকায় নারী-নিরক্ষরতার কারণ সমীক্ষা, ৫· গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ সমীক্ষা। এর মধ্যে প্রথমটি 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স' সংস্থার সঙ্গে যুক্তভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম তিনটি প্রকল্পের জন্য তৎকালীন উপাচার্য ড· সত্যেন্দ্রনাথ সেনের চেষ্টায় কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি ও দু-একটি সংস্থার কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্যলাভও সম্ভব হয়। শেষোক্ত দুটি প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার মোট সাড়ে চার হাজার টাকা অনুদান দেন। অবশ্য আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ ও অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা সব সময়ে চিন্তায় ছিল এবং তা থেকে আমরা এক বিন্দুও বিচ্যুত হইনি।

অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদে'র নতুন নামকরণ হয়—'গবেষণা পরিষদ' (১৯৭৪)। এই অভিধান প্রকল্প শুধু ভাষাতাত্ত্বিকের এলাকাভুক্ত নয়, ভাষা, সমাজ—এমন কি, মনোবিজ্ঞানেরও বিশেষ সহায়তা না পেলে এই কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। এই সময়ে যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গবেষণা পরিষদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (প্রয়াত), সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপিকা ড· বেলা দত্তগুপ্ত এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড· রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত তাঁদের সহায়তা ও উপদেশ-নির্দেশ না পেলে এ অভিধান প্রকল্প মাঝপথেই খঞ্জ হয়ে পড়ে থাকত।

১৯৭৭ সালে 'A Survey of Bengali Language In India' নামে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : ১· পশ্চিমবঙ্গ ও প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে গ্রামীণ শব্দ ও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সংকলন এবং তার ভিত্তিতে একটি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন, ২· এই প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রামীণ শব্দ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালির লোকায়ত জীবনের পরিচয়-সূচক একটি অভিধান সংকলন।

সরেজমিনে তদন্ত করে বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষকদের দ্বারা শব্দ সংগ্রহ ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করা যায় না, তা কাজে নেমেই বুঝতে পেরেছিলাম। বিদেশে, বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলেছিল। তার কিছু কিছু ইতিহাস আমাদের জানা ছিল। উক্ত অভিধান সংকলনের পদ্ধতি বহুপরীক্ষিত। তাই সেই আদর্শ অনুসরণই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। অবিভক্ত বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে নানা জনে একক প্রচেষ্টায় যে গ্রামীণ শব্দ সংগ্রহ শুরু করেছিলেন, বা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত এ ধরনের কাজে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসৃত হয়নি। তবু এই সংকলনগুলির গুরুত্ব এবং কিছু কিছু ত্রুটি—দুইই কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিল।

গবেষক ও ক্ষেত্র সমীক্ষকদের অভিধান সংকলন সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড· বেলা দত্তগুপ্ত। পরবর্তীকালে বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের যে অধ্যাপকবৃন্দ একাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তাঁদের মধ্যে বাংলা বিভাগের ড· পরেশচন্দ্র মজুমদার, ড· রামেশ্বর শ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ড· সুভদ্রকুমার সেন, ড· সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ড· জগন্নাথ চক্রবর্তীর এবং ড· সুহৃদকুমার ভৌমিকের নামও উল্লেখ করি। সাঁওতালি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ড· ভৌমিক অজানা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি শীর্ষদেশে ছিলেন ড· শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়। কোনো শব্দ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি বার বার, এবং কখনো শূন্যহস্তে ফিরতে হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আঞ্চলিক ভাষা ও জীবনধারা সম্পর্কিত নিত্যব্যবহৃত গ্রামীণ শব্দের অভিধানের তথ্য সংকলনে প্রথমে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বাঙালির গ্রামীণ সমাজের অভিধানের কাজও প্রথম পর্যায়ের কাজের সঙ্গে অনেক দূর এগিয়েছে। যথাসময়ে তার সচিত্র বিবরণ অভিধানের আকারে প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধানপ্রকল্পের সংকলনপদ্ধতি নির্দিষ্ট হল—বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক শব্দ, উচ্চারণ প্রয়োগ, উৎস ও ব্যুৎপত্তি, পদপরিচয় বাক্যের দৃষ্টান্ত, ব্যাখ্যা ও তার ইংরেজি ভাষান্তর, কোন শ্রেণী বা সমাজে সেই শব্দের ব্যবহার, এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সমশ্রেণীর শব্দের উচ্চারণ ও অর্থগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি তথ্যের অনুপুঙ্খ পরিচয় দান। গ্রামীণ সমাজজীবনের অভিধানে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদ, অশনবসন, আচারবিচার, খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন [জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, মৃতের সংস্কার ইত্যাদি], গ্রামীণ চিকিৎসাপদ্ধতি, লোকশিল্প ও লোকযান প্রভৃতি সমাজ ও পরিবার ঘটিত বিবিধ বিষয় গ্রামীণ সমাজবোধের অন্তর্ভুক্ত করা হবে স্থির হয়।

ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং ড· বেলা দত্তগুপ্ত গবেষকদের উপদেশ-নির্দেশ দেওয়ার পর প্রথমে নমুনা প্রকল্প গ্রহণের অভিলাষে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া গ্রামে শব্দসংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেই অভিজ্ঞতা মূল অভিধান সংকলনের সময়ে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। গবেষক ও সংগ্রাহকগণ এইভাবে হাতেকলমে কাজ শিখে নিজেদের প্রস্তুত করেন।

ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (প্রয়াত) মহাশয় গবেষকদের সহায়তার জন্য এইভাবে কাজের ছক বেঁধে দেন—উপভাষাগত ভূসংস্থান (Dialect Geography), ক্ষেত্রগবেষণা (Field Investigation), উপভাষা সংক্রান্ত মানচিত্র অঙ্কনপদ্ধতি (Cartography), প্রশ্নমালা (Questionaire), উপভাষা জরিপ (Dialect Analysis), সমশব্দ গণ্ডীরেখা (Isogloss), সমধ্বনি গণ্ডীরেখা (Isophone), সমরূপ গণ্ডীরেখা (Isomorph) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক রীতির শব্দসংগ্রহ ও বিন্যাসপদ্ধতি। আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet)—সংক্ষেপে I. P. A. প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও গবেষক ও শব্দ সংগ্রাহকদের নির্দেশ দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য উদ্যোগ, আয়োজন ও উৎসাহে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু অর্থাভাবহেতু পরিকল্পনাটিকে পুরো কাজে লাগানো গেল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে কোনো আর্থিক অনুদান পাওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ তাঁদেরও উদ্বৃত্ত অর্থের অভাব। অবশ্য অর্থসাহায্য বাদ দিলে অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট আনুকূল্য পাওয়া গেল, স্বল্পপরিসর একটু স্থানও মিলল। বাংলা বিভাগের দক্ষিণের বারান্দার একধারে কাঠের ব্যবধান রচনা করে একটি ছোট টেবিল পেতে খানকতক চেয়ার সাজিয়ে ১৫জন গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক অভিধান প্রণয়নের সূচনা করলেন। যখন পরিচালক উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাজকর্মের তদারক করতেন তখন স্থানাভাববশত ছাত্রছাত্রীরা বড়োই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতেন।

এমতবস্থায় আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়া গেল। আশার কথা স্বল্পায়াসেই তাঁদের সহযোগিতালাভ সম্ভব হল। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বরে রাজ্যসরকার 'অ্যাডহক' ভিত্তিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করলেন। এই পর্যায়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সরকার প্রদত্ত স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কীভাবে এই পরিশ্রমসাধ্য কর্ম নির্বাহ হবে তাই নিয়েও কম চিন্তা ছিল না। অ্যাডহক ভিত্তিতে বছর তিনেক টাকা দেওয়ার পর রাজ্য সরকার ১৯৮০-তে সঙ্গত কারণেই জানালেন যে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্পের এভাবে কেবল অ্যাডহক অনুদান-নির্ভর হয়ে চলা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি) কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সেই অনুসারে মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি-র) দ্বারস্থ হওয়া গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের প্রতি তাঁদের দিক থেকে কোনো সাহায্য বা সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেল না। উক্ত কমিশনের Language Panel-এ দুবার সদস্যভুক্ত হয়েও আমি তাঁদের অটল গাম্ভীর্য একটুও টলাতে পারিনি। তাঁদের যুক্তিটি বড়ো বিচিত্র। ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং কলকাতা থেকে আবার আর একটি আঞ্চলিক অভিধান প্রকাশের আবশ্যকতা কী? ঢাকার অভিধানে শুধু পূর্ব

পাকিস্তানের [অধুনা বাংলাদেশ] আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। তাতে স্বাভাবিক কারণেই ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই সাধারণ কথাটা ইউ জি সি-র কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করা গেলেও মনোগোচর করা গেল না। বাংলাভাষার অভিধানের প্রতি তাঁদের অনীহার কী কারণ থাকতে পারে তা আমার কাছে এখনও দুর্জ্ঞেয়। ইউ জি সি-র মানোযোগ আকর্ষণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহকারী উপাচার্যগণও দিল্লিতে বহুবার আবেদন নিবেদন করেছেন, কিন্তু তাতেও ইন্দ্রপ্রস্থের দেবতাদের অটল গাম্ভীর্যে একটুও ফাটল ধরানো যায় নি।

ইতিমধ্যে রাজ্যসরকারের ইচ্ছানুসারে তদানীন্তন উপাচার্য ড· রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং সরকারি অনুদানের উপযোগিতা বিচারের জন্য একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। তার সদস্য হলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড· দেবীপদ ভট্টাচার্য (প্রয়াত), চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন এবং যাদবপুর রিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড· কৃষ্ণপদ গোস্বামী। তাঁরা এই প্রকল্পের কাজকর্ম ও অগ্রগতি দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিষদকে অচিরে স্থায়িরূপ দেবার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত IX All India Conference of Linguistics-এর Rural Culture and Language Survey বিষয়ক সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সেমিনারের সভাপতি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ড· এইচ· এস· অনন্তনারায়ণ এই প্রকল্পের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং এই ধরনের কোষগ্রন্থের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। আনন্দের কথা, রাজ্যসরকার উপাচার্য-গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পটির জন্য পূর্বের মতোই অনুদান দিয়ে যেতে লাগলেন। আজও সেই উদার দাক্ষিণ্য অব্যাহত। প্রথমে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৫ জন গবেষক এবং ক্ষেত্রসন্ধানী শব্দসংগ্রাহক,[১] স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকেরা যেভাবে আর্থিক সহায়তা গৌণ করে শুধু অন্তরের প্রেরণায় এই কাজে যুক্ত থেকেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল।

কিন্তু অন্তরের যত প্রেরণাই থাক, অন্নচিন্তা চমৎকারা। সুতরাং কেউ কেউ স্থায়ী জীবিকার সন্ধানে কার্যান্তরে যোগ দিলেও দোষ দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ৭ জন গবেষক এই কাজে, বেতন ভাতাদি উপেক্ষা করে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে রইলেন[২]। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ পরিষেবা আজকের মুদ্রাতন্ত্রের জগতে দুর্লভ। এখানে সানন্দে স্বীকার করি, এই কয়জন নিষ্ঠাবান গবেষক ও কর্মীর সহায়তা না পেলে এই অভিধান প্রকল্প থেকে খঞ্জত্বের অভিশাপ ঘুচত না। একই সঙ্গে তাঁদের গ্রামে মফস্বলে ঘুরে ঘুরে অভিলষিত শব্দ সংগ্রহ করতে হয়েছে, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত মাথার উপর দিয়ে গেছে, কলকাতায় ফিরে টেপরেকর্ডার অবলম্বনে সংগৃহীত শব্দ যাচাই করতে হয়েছে, অভিধানের জন্য শব্দ সম্পাদনা করতে হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের অসহযোগিতা দূর করার জন্য ছুটোছুটির বিরাম ছিল না। কখনো কখনো মহাকরণে গিয়ে লাল ফিতের বন্ধন থেকে সামান্য ভাতা সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাই তাঁরা বাংলা ভাষা প্রেমিকদের ধন্যবাদের পাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু আর্থিক অনুদানই নয়, আরো নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। যানবাহন ও গাড়ির জন্য জ্বালানির ব্যবস্থা অনেক সময়ে সহজলভ্য হয়েছে, এতগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষকদের [তাঁদের প্রায় অর্ধেক মহিলা] নিরাপত্তা ও থাকবার ব্যবস্থাপনায় তাঁদের সাহায্য কখনো ভোলা যাবে না। কোথাও কোথাও উচ্চ পদাধিকারী সরকারি কর্মচারীরাও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, আতিথেয়তার উদার হস্ত প্রসারিত করেছেন। মোট কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আনুকূল্য পাওয়া না গেলে অনেক প্রকল্পের মতো আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। এই জন্য তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

১। এই প্রকল্পে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা ঃ

ড· বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, ড· রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, ড· কল্পনা চক্রবর্তী, প্রদীপ মিশ্র, চন্দন হাজরা, ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সেন, ড· অখিল মজুমদার, বিমলকুমার পাল, তপন কর (শিল্পী), নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, ড· জয়ন্তকুমার ঘোষাল, রঞ্জিত কুমার বাগ।

২। এই অভিধান প্রকল্পের কাজে আজও যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের নাম ঃ

বিপ্লব চক্রবর্তী, কেশব আড়ু, মায়াদীপা চক্রবর্তী, সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মোশেল, ড· দীপ্তি জানা, সুজাতা রায় এবং চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য (কর্মী ও টাইপিস্ট)। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং কেউ কেউ ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। তদুপরি ভাষাবিজ্ঞান, শব্দসংগ্রহ ও অভিধান সংকলনে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

কাজটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রসমীক্ষাকেন্দ্রিক বলে এই প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। শব্দ সংগ্রহ ও লোকজীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্যসন্ধানের কাজ আরম্ভ করার আগে জেলা, থানা, গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার পরিমণ্ডল সম্বন্ধে ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। জেলা, থানা ও ব্লক থেকেও সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতায় সাধারণ গ্রামবাসী ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হত। পল্লীবাংলায় স্ত্রীসমাজ অচেনা পুরুষের সামনে সাধারণত আত্মপ্রকাশ করতে চায় না। মুখ খুলতেও চায় না। তাই মহিলা-গবেষকেরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রথমে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতেন, তার পর পূর্বে-প্রস্তুত বিষয় তালিকা ধরে কখনো নকশা ও ছবির সাহায্যে তাঁদের আলাপ থেকে শব্দ সংগ্রহ করতেন। নিখুঁত উচ্চারণ নির্ধারণের জন্য প্রায়ই টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হত, প্রয়োজন হলে অনেক ফটোগ্রাফও নেওয়া হত। এইখণ্ডে যে রঙিন ও সাদাকালো ফটো মুদ্রিত হয়েছে আমাদের আলোকচিত্রী সেই সমস্ত গ্রামে গিয়ে ছবি তুলেছেন। কিছু কিছু ছবি তিনি এঁকেও দিয়েছেন। গ্রামগুলি নির্বাচিত হত জেলা ও ব্লক স্তরের কার্যালয় থেকে। বেশ কয়েকদিন এক একটি গ্রামে সাময়িক আস্তানা তৈরি হত, স্থানীয় ব্যক্তিরা আশ্রয়, আহার ও নিরাপত্তা দিয়ে গবেষকদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য একটু আধটু বিড়ম্বনা যে ঘটত না, তা নয়। এক দল তরুণ তরুণী যদি টেপরেকর্ডার ক্যামেরা খাতা পেনসিল নিয়ে সুদূর গ্রামে গিয়ে শব্দ সংগ্রহ করতে থাকেন এবং তার জন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা শুরু করেন, তা হলে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরল গ্রামবাসীদের মনে কিছু সন্দেহ সংশয় জাগাই স্বাভাবিক। তাঁরা আশঙ্কা করতেন এগুলি বোধহয় সরকারি প্রচারযন্ত্রের নাগপাশ, হয়তো আয়কর বিভাগ বা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গবেষকের ছদ্মবেশে এসে গ্রামে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁদের আশঙ্কার অবসান হল, তাঁরা গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষকদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করলেন। গ্রাম্যবৃদ্ধারা মাতৃস্নেহ নিয়ে এগিয়ে এলেন। যে কাজ পূর্বে অসহযোগিতার জন্য দুষ্কর মনে হয়েছিল, সে কাজই ক্রমে গ্রামবাসীদের আত্মীয়তার রসে আর্দ্র হয়ে সহজ হয়ে গেল। অবশ্য দু একবার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। কখনো জনমানবশূন্য অরণ্যপথে গাড়ি বিকল হয়ে যেত, জ্বালানি ফুরিয়ে যেত, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত। হয়তো সেখান থেকে নিকটতম গ্রামও যথেষ্ট নিকটবর্তী ছিল না। আবার কোথাও কোথাও চোর ডাকাতের ভয়ও ছিল। দারুণ গ্রীষ্ম ও ঘোর বর্ষার সময়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাধ্য হয়ে কয়েকমাস বাইরের কাজ বন্ধ রাখতে হত, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে সংগৃহীত শব্দের বর্গীকরণ, I.P.A. অনুসারে বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হত, সমস্যা উঠলে সমাধানের জন্য ভাষাবিশেষজ্ঞদের সহায়তা প্রার্থনা করা হত। আবার শীতের প্রারম্ভে গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করা হত। হয়তো কখনো গ্রাম্যপথ চলাচলের উপযুক্ত হয়নি, কোথাও কোথাও দিনে মাত্র দু বার বাস যাতায়াত করত, যথাসময়ে আহার জুটত না, পানীয় জল সর্বত্র সুলভ ছিল না। অনেক সময়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে। পথে ছোটখাট দুর্ঘটনাও হয়েছে। ফলে দু-একজনকে কয়েকদিন হাসপাতালেও কাটাতে হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার সময়ে কাছে পিঠে সব সময়ে ডাক্তার মিলত না, তাই দলপতির কাছে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রভৃতি থাকত। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রায় ছয় বছর ধরে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে আমাদের গবেষক, ক্ষেত্রসমীক্ষক এবং শব্দ-সংগ্রাহকগণ প্রায় তিনলক্ষ আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করেছেন। তার পর প্রায় সাত বছর ধরে অভিধান সম্পাদনার কাজ চলেছে। এই পর্বে লক্ষ্য করা গেল কিছু কিছু সংগৃহীত শব্দের ক্ষেত্রে আরও তথ্য অত্যাবশ্যক। চিঠিপত্রের যোগাযোগের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করতেও কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হয়েছে। কারো কারো মনে হতে পারে, এই অভিধান সংকলনে বোধহয় একটু বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু এই ধরনের অভিধান সংকলন যা একান্তভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা-নির্ভর, তাতে বেশি সময় লাগবেই। ইংরাজি, স্কচ, ফরাসি ও জার্মান আঞ্চলিক শব্দের অভিধান সংকলনে কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল, কত সহায়ক প্রয়োজন হয়েছিল এবং কী পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার সামান্য সন্ধান নিলেই বোঝা যাবে। নানা বাধা বিপত্তির (প্রধান বাধা আর্থিক) মধ্য দিয়ে আমাদের এই দুরূহ কাজে অগ্রসর হতে হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে কাজের অগ্রগতি আদৌ মন্থরগতি নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় The Oxford English Dictionary সম্পূর্ণ হতে চুয়াল্লিশ বছর (১৮৮৪-১৯২৮) লেগেছিল। আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান-এর প্রথম খণ্ডটি (অ—ই) মূল কাজের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সমস্ত খণ্ডের আকার আয়তন ভবিষ্যতে কোন্ রূপ গ্রহণ করবে তা প্রথম খণ্ডটি থেকেই বোঝা যাবে। অবশ্য দুর্লঙ্ঘ্য বাধাগুলি অপসারিত হয়েছে, সুতরাং আশা করা যায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য খণ্ড আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান কীভাবে য়ুরোপে সংগৃহীত হয়েছে তা জানবার জন্য পাঠক হয়তো কৌতূহলী হতে পারেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে ইংলিশ ডায়ালেক্ট সোসাইটি বহু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ও আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে বহু তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করেন। সেই সমস্ত গবেষণাপত্র ও তথ্য অবলম্বন করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্কিট (Skeat) ইংরেজি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৯৮)। তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট (Wright)। এই রাইট সাহেব সর্বপ্রথম ইংরেজি উপভাষাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং ফনোগ্রাফের সাহায্যে লোকমুখ থেকে শব্দ তুলে নেন। ফলে শব্দের যথার্থ উচ্চারণ, ধ্বনিতরঙ্গ ও প্রস্বর সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খুব বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। অধ্যাপক মারে সাহেবও (J.A.H. Murray) স্কটল্যাণ্ডের উপভাষার উপর ১৮৭৩ সালে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত এলিস সাহেবের (A.J. Ellis) Existing Phonology of English Dialects ইংরেজি উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এঁরা সকলেই ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের কৃষক সমাজের কাছ থেকেই অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, তাঁদের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সর্ববিধ সাহায্য তাঁরা পেয়েছিলেন। ব্যয়নির্বাহের জন্য আমাদের মতো ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়নি। আমাদের একটি অতি স্বল্পায়তন স্থানের (২৮′×১০′) মধ্যে, স্বল্পতম আর্থিক অনুদানে এই বৃহৎ কাজে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ কার্ড, টেপ রেকর্ডার, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এবং ১৫ জন কর্মী—উক্ত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কোনো প্রকারে ধরাতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য, অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সহযোগিতা এবং গবেষক, শব্দসংগ্রহকারী ও ক্ষেত্রসমীক্ষকদের নিষ্ঠা এই অভিধান প্রকল্পকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা—যা যথাসময়ে না পাওয়া গেলে এ অভিধান প্রকল্প কল্পনার জগতেই রয়ে যেত।

কীভাবে মানুষের ভাষার বিবর্তন হল তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির নানা শাখায় আলোচনা হয়েছে। অবশ্য দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনা, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ চললেও এ সম্পর্কে কদাচিৎ একমত হওয়া গেছে। প্রাগিতিহাস, প্রত্ন ইতিহাস এবং সনতারিখযুক্ত ইতিহাসের আলোচনা অনেক সময়েই অনুমানমূলক এবং কল্পনারঞ্জিত। প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত, ঈশ্বরই মানুষের ভাষা সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলের ব্যাবেল মিনারের গল্প থেকে মনে হচ্ছে, মূলে এক ভাষা ছিল, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ যখন "খোদার ওপর খোদকারি" করবার বাসনায় ব্যাবেল মিনার গাঁথতে শুরু করল, তখন তাদের সেই অভিসন্ধি বানচাল করার জন্য ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে কেউ কারো কথা বুঝতে না পারে। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, এবং হলোও তাই। এই উপাখ্যান থেকে মনে হচ্ছে, সেকালের মানুষ বিশ্বাস করত, ভাষাও ঈশ্বরের সৃষ্টি, ভাষার বিভিন্নতাও ঐশী ইচ্ছার ফল। প্রাচীন মিশরে মনে করা হত, জ্ঞান ও যাদুবিদ্যার দেবতা থঠ (Thoth) মানুষের ভাষা সৃষ্টি করেন। প্রাচীন ভারতে ইন্দ্রকে ভাষাস্রষ্টা বলা হয়েছে। পুরাতন চীনা আখ্যানে আছে, কোনো-এক উপদেবতা ভাষার প্রাথমিক রূপ নির্মাণ করেন। গ্রীক মতে জুপিটারের পুত্র হার্মিস (Hermes) ভাষার জনক। স্ক্যান্ডিনোভিয়ার রূপকথায় আছে, "বর" (Borr) নামক এক দেবপুত্র ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৬৬ সালে সুস্‌মিলশ্‌ (Sussmilch)-ও এই মতে বিশ্বাস করতেন, এমন কি এযুগেও তার রেশ মিলিয়ে যায় নি। ১৯৪৮ সালেও হর্মেয়ার (Hormeyer) এই অভিমত পোষণ করেছেন। সুতরাং প্রাচীন যুগের মানুষ যে ভাষাকে ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? অবশ্য পরবর্তীযুগে বলা হয়েছে, ভাষা মানবপ্রকৃতির স্বতোৎসারিত সৃষ্টি। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক উইলসন (Richard A. Wilson) বলেছেন, মানুষের বুদ্ধি ও প্রয়োজনের তাড়নাই ভাষা সৃষ্টির প্রধান কারণ। কেউ কেউ অনুমান করেন, আদিম মানব পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশক ইঙ্গিতময় কণ্ঠধ্বনির আবিষ্কার করে। ভাষা-উৎপত্তির মূলে কখনো একবিধ কারণ (monogenitism) কখনো বা বহুবিধ কারণ (polygenitism) থাকতে পারে। দূর অতীতের কোনো একটি ভাষা থেকে কি বিবর্তিত হতে হতে বহু সহস্র ভাষা ও উপভাষার জন্ম হয়েছে? এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার কী ধরনের সম্পর্ক বর্তমান? স্থূলভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে পৃথিবীর পরিচিত ভাষার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ভারতেও ছোটবড়ো মিলিয়ে ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা প্রায় পাঁচশ। এর কোনোটির লোকসংখ্যা অযুত-নিযুত-অর্বুদকেও ছাড়িয়ে গেছে, কোনো কোনোটিতে করাঙ্গুলিগণনীয় লোকে

কথা বলে, কোনোটির বর্ণমালা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান পৃথিবীর যে-কোনো পরিণত-গঠন ভাষার সমকক্ষ, কোনোটির বর্ণমালাই নেই, ভাষা এখনও প্রাগৈতিহাসিক চিহ্ন ছাড়তে পারেনি—সাহিত্য তো দূরস্থান।

অনুমান হয় নানা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার মধ্যে সমধর্মী কোনো একটি ভাষা সৃষ্টিশক্তিতে সম্ভাবনাপূর্ণ হলে অন্যভাষাগুলিকে ছাড়িয়ে উঠে প্রাধান্য লাভ করত, সেটি হত মূল ভাষা, অপরগুলি উপভাষায় পরিণত হত। যেমন প্রাচীন গ্রীসের ভাষা। প্রাচীন গ্রীক ভাষার পাঁচটি উপভাষা ছিল—অ্যাটিক, ডোরিক, আইয়োনিক, ইয়োলিক, আক্কায়ি। আধুনিক গ্রীকভাষা অ্যাটিক উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ইংলণ্ডে বহু জাতি-উপজাতি বাস করত। স্থানচ্যুত কেল্ট জাতি পর্বতে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু স্যাকসন, জুট ও অ্যাংগল্স্ জনগোষ্ঠী সারা দেশে বিস্তার লাভ করে। মধ্য ইংল্যাণ্ডের যে উপভাষায় অ্যাংলিক গোষ্ঠী কথা বলত, আধুনিক ইংরেজি তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। পরে ইংল্যাণ্ডে অ্যাংলো স্যাকসন প্রভাব বিস্তার লাভ করলেও দেশটি মোটামুটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়—পশ্চিম, পূর্ব, মধ্য ও উত্তর ইংল্যাণ্ড। নিম্নভূমির স্কচ ভাষাও (Lowland Scot) অনেকগুলি উপভাষায় বিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু মূল ভাষার সঙ্গে উপভাষাগুলির বিশেষ পার্থক্য ছিল।

ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে চারটি প্রধান স্তর দেখা যায়—নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু, অষ্ট্রো এশিয়াটিক অর্থাৎ কোলগোষ্ঠী বা নিষাদ জাতি, দ্রাবিড়ভাষী জাতি, ভারতীয় আর্য এবং ভোটচীনীয় উপজাতির ভাষা। এদের মধ্যে অসংখ্য উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাবে। অতি প্রাচীনকালেও পাণিনি উদীচ্যের শিষ্ট ভাষার ধারক-বাহক হলেও প্রাচ্য ভাষার বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। অঞ্চলভেদে শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, ও মাগধী প্রাকৃত এবং তার থেকে যে অপভ্রংশ জন্মলাভ করে, পরে এই সমস্ত অপভ্রংশ থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার আবির্ভাব হয়—অনুমান দশম শতাব্দীতে। আঞ্চলিক ভাষা, প্রয়োগপদ্ধতি ও ধ্বনিতত্ত্বের পৃথক পৃথক প্রভাব এই সমস্ত ভাষায় লক্ষণীয়। বাংলাদেশ মিশ্রজাতির দেশ হলেও এবং বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় শব্দের প্রভাব স্বীকৃত হলেও, খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই পূর্বভারতে সংস্কৃত ভাষাবাহী আর্যসংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা—অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্রভাষা সংস্কৃত ভাষার বিশাল প্রাঙ্গণে মিলিত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনেক লক্ষণই হারিয়ে ফেলে। তবু এ ভাষার ভব্যজন ব্যবহৃত শিষ্ট শব্দ এবং ভদ্রেতর সমাজে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেও বহু বর্ণচোরা কোলগোষ্ঠী ও দ্রাবিড় ভাষার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। অঞ্চলভেদে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে নানা উপভাষার পৃথক অস্তিত্ব আছে। এই উপভাষাসমূহের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ, বর্গীকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর Linguistic Survey of India -র পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে। তাঁর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম শব্দের প্রচুর প্রভাব থাকলেও স্থানীয় অর্থাৎ আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাবও অল্প নয়। শব্দভাণ্ডার, ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অন্বয়, প্রস্বর প্রভৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে পুরাতন যুগ থেকেই বাংলাদেশের ভদ্র ও ভদ্রেতর সমাজে একটি সর্বজন ব্যবহার্য ভাষা ছিল। সেই ভাষাতেই পয়ার-ত্রিপদী ও ছড়ার ছন্দে মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা গান ও কবিতা লিখেছেন, ভদ্রজনে ঘরে বাইরে তারই গদ্যরূপ ব্যবহার করতেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন অঞ্চলভেদে একাধিক উপভাষা থাকলেও মধ্য ইংল্যাণ্ডের অ্যাংলিক্যান বংশধরেরা যে উপভাষায় কথা বলত, সেইটি আধুনিক ইংরেজি ভাষার মূল বনিয়াদ রূপে স্বীকৃত হয়, এবং অন্যান্য উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, তেমনি বাংলার অঞ্চলভেদে উপভাষার মৌখিক ব্যবহার থাকলেও, সাধুভাষা বলতে যা বোঝায় সেটির কোনোপ্রকার পূর্বরূপ আদি ও মধ্যযুগের বাংলাদেশের শিষ্টসমাজে ব্যবহৃত হত, বিশেষত সাহিত্য রচনায় ও লেখার ভাষায়। ক্রমে এই ভাষা বাঙালি সংস্কৃতির বাহনে পরিণত হল। এইটি হল সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা বা Standard Literary Dialect। অপরদিকে আর একটি ভাষারীতি, যা গাঙ্গেয় অঞ্চলের ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষার উপর গড়ে উঠল তা আদর্শ চলিত ভাষা বা Standard Colloquial Dialect নামে পরিচিত হল। দুটিই সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং কৃত্রিম ভাষা,—কারণ এটি অবিকল মুখের ভাষা নয়, কেউ এ ভাষায় হুবহু কথা বলে না, লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে ভেদ থাকাই স্বাভাবিক, এবং আছেও। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা, এই দুই রীতি বাংলাভাষী সমাজে সংস্কৃতির ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়—যদিও বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্টের অধিবাসীরা গ্রামে বাস করেন, তাঁদের ঘরের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা ও চলিত ভাষার

বিশেষ পার্থক্য আছে, এমন কি, এক অঞ্চলের কথ্যভাষা অন্য অঞ্চলে আদৌ বোধগম্য হয় না। বাঁকুড়া, বীরভূমের গ্রামবাসী ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্টের গ্রামের ভাষা আদৌ বুঝতে পারবেন না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত, নাটক ও প্রহসনে কৌতুকের তাগিদে কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হলেও শিষ্ট সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়নি, এবং সেই সীমাবদ্ধ উপভাষাকে সাহিত্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রয়োগ করাও লক্ষ্যগোচর হয় না। স্থানীয় শব্দ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের বাহন হিসেবে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রীয়ার্সন বাংলাভাষাকে প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল—দুভাগে বিভক্ত করেছেন। ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলার পূর্বসীমা হচ্ছে দুই ভাষার সীমারেখা। এ ভাষাপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্র থেকে রংপুর জেলা, তারপর জলপাইগুড়ি—এবং পরে হিমালয়ের তরাইভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম শাখার অন্তর্ভুক্ত—মধ্যবাংলার শিষ্টভাষা, দক্ষিণ পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরাংশ। দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার উপভাষায় কিছু কিছু ওড়িয়া প্রভাব আছে। পশ্চিমবাংলার একটি উপভাষা খাড়িয়াঠাড় মানভূমের পাহাড়িয়া লোকের দ্বারা ব্যবহৃত। আর একটি মালপাহাড়ি সাঁওতাল পরগনায় কথিত হয়। লোহারডাঙার জৈনেরা সরাকি নামে আর একটি উপভাষায় কথা বলে। উত্তরের উপভাষার দুটি উপশাখা—কোচ ও তিরপুরিয়া। ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চলে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাকে পূর্বাঞ্চলের শিষ্ট ভাষা বলা যেতে পারে। যথার্থ পূর্বী উপভাষা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে কথিত হয় না। অবশ্য রংপুর এবং উত্তর ও পূর্ব অংশের অঞ্চলে রাজবংশীদের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। এর একটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অঞ্চলের উপভাষা "বাহে" নামে পরিচিত—দার্জিলিং ও তরাইভূমির উপভাষা। যথার্থ পূর্বাঞ্চলের উপভাষা খুলনা যশোহর এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলের পূর্বার্ধে কথিত হয়। ভাষার নানা রূপান্তর ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট ও কাছাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ময়মনসিংহ জেলায় পূর্ববাংলা ও ভোটচীনীয় ভাষার সংমিশ্রণজনিত উপভাষা হাজোং নামে পরিচিত। খুলনা, যশোহর ও ফরিদপুরের কথ্যভাষার মধ্যে পারস্পরিক কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।[১]

লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড বাংলা ভাষাকে এইভাবে বিভক্ত করেছেন : ১। আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (Literary Standard), ২। আদর্শ চলিত ভাষা (Colloquial Standard), ৩। প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা (Provincial Standard), ৪। ইতরজনের ভাষা (Sub-standard), ৫। আঞ্চলিক উপভাষা (Local Dialect)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত Origin and Development of the Bengali Language-এ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাঢ়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও কামরূপী এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে রাঢ়, বরেন্দ্র ও কামরূপের উপভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে, সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) সঙ্গে ততটা আত্মীয়তা নেই। পূর্ববঙ্গের উপভাষার অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের কথ্যভাষার এমন কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণবৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য তিনটি আঞ্চলিক উপভাষায় প্রায় অজানা। এই পার্থক্যের মূল কারণ জাতিগত (racial) পার্থক্য। মানভূম ও ময়মনসিংহের কৃষক একে অপরের কথা আদৌ বুঝতে পারবে না। এই পার্থক্যের কারণ মানভূমের কৃষক কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের কৃষক বোড়ো অর্থাৎ ভোটচীনীয় গোষ্ঠীভুক্ত। উভয়ের উচ্চারণ, প্রস্বর, বাক্যগঠন ও শব্দবিন্যাস এতই পৃথক যে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভাষাগত মৈত্রী ঘটতে বিলম্ব হয়। অথচ সাহিত্যিক সাধুভাষা ও কলকাতার চলিতভাষায় লেখা গ্রন্থাদি ঐ সমস্ত অঞ্চলে কোনো ভাষাগত ব্যবধান সৃষ্টি করে না। এ কালের ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলাভাষার উপভাষাগত সীমারেখা এইভাবে নির্দেশ করেছেন :

১। রাঢ়ী (পশ্চিমবঙ্গ)—বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ।

২। বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ)—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম।

৩। বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গ)—মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা।

৪। ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিয়দংশ)—মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ।

৫। কামরূপী (উত্তর পূর্ববঙ্গ)—জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুরের উত্তরাংশ, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা।

১। দ্রষ্টব্য Linguistic Survey of India Vol. 5 Part I

ম্যাক্সমুলারের মতে, "The real and natural life of language is in its dialects"—উপভাষাই মূল ভাষার প্রধান সম্পদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিদেশে য়ুরোপ-আমেরিকায় বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে গত দু শতাব্দী ধরে উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার শব্দসংগ্রহ এবং গবেষণা বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। টমাস ও জোসেফ রাইটের Dictionary of Obsolete and Provincial English (6 Vols. 1898-1905) এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজের আদর্শ। এ সংকলনে লক্ষাধিক আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। মারে-র Dialects of Southern Countries of Scotland (1873), এলিস-এর Existing Phonology of English Dialects (1889), উইংক্লার-এর Low German Forms and Dialects (1878), ইল্‌ড্‌মানের Pennysylvania Dutch (1872), জুল লিলিয়ারোঁর Atlas Linguistique de laffrance (1902-12), হান্‌স কুরোথ-এর Linguistic Atlas of New England (1939-43), হ্যারল্ড ওরটোন এবং অন্যান্য গবেষক সম্পাদিত Survey of English Dialects (4 Vols, 1962-69), ক্যারোল রীড-এর Dialects of American English (1967), হ্যারল্ড হাঙ্গারফোর্ড, জে রবিনসন এবং জেমস স্লেড সম্পাদিত English Linguistics : An Introductory Reader (Dialectology অধ্যায়) প্রভৃতি সংকলন, সংগ্রহ ও গবেষণার অন্যান্য সংবাদ নিলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য জগতে উপভাষা ও আঞ্চলিক শব্দ নিয়ে কী পরিমাণে গবেষণা চলেছে। আমাদের দেশে গ্রীয়ার্সনের Bihar Peasant Life, Linguistic Survey of India, জে·ডি· এণ্ডার্সন সংগৃহীত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা সংগ্রহ, আজমগড় থেকে হরিপ্রসাদ গুপ্ত সংগৃহীত আড়াই হাজার লৌকিক শব্দ, আলিগড়ের গ্রাম্য সমাজ থেকে ডঃ অম্বাপ্রসাদ সংগৃহীত ব্রজভাষার আঞ্চলিক শব্দ, ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদের কৃষিকোষ, প্যাট্রিক কর্নেগী সংগৃহীত আইন আদালত ঘটিত কোষগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। একালে ভারতের নানা অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা সংগ্রহ ও অভিধান সংকলনের বিশেষ চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তি সম্পাদিত বিশাল তেলুগু লৌকিক শব্দকোষের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

নানা প্রাচীন উৎস থেকে মনে হচ্ছে, পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-তে প্রাচ্য ভাষার যে লক্ষণ বলেছেন, তা বোধ হয় উদীচ্যের বাইরে প্রাচ্য সংস্কৃতের উল্লেখ, যার মূলে হয়তো আঞ্চলিক ভাষার কিছু অদৃশ্য প্রভাব থাকতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীর হেমচন্দ্র সূরি সংকলিত 'রত্নাবলী' বা 'দেশী নামমালায়' চার হাজার গুজরাতি শব্দ সংগৃহীত হয়েছিল, যার অধিকাংশই তৎসম সীমাবহির্ভূত। এই একই শতাব্দীতে রচিত বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের (ইনি বাঙালি ব্রাহ্মণ) অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামে টীকায় প্রায় তিন শ দেশী অর্থাৎ সংস্কৃত বহির্ভূত শব্দের তালিকা আছে, যার অনেকগুলি কিছু পরিবর্তিত আকারে এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই :

সর্বানন্দী টীকাসর্বস্ব	আধুনিক বাংলা
বান্ধুলি	বাঁধুলি (ফুলবিশেষ)
রসাউন	রসুন
পগার	পগার
অম্বাড	আমড়া
তিন্তিলি	তেঁতুল
টোপর	টোপর
বদালি	বোয়াল
বাতিংগন	বেগুন
ওল্ল	ওল
ঘাট্‌ট	ঘাড়
দাম্বোডা	দামড়া
বোব	বোবা

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে আজ থেকে হাজার খানেক বছর আগে বাঙালি যে-সমস্ত অসংস্কৃত দেশী শব্দ ব্যবহার করত, পরবর্তীকালেও তা প্রচলিত আছে, অবশ্য কিছু ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। সন্ধান করলে চর্যাগীতিকোষ ও দোঁহাকোষেও অনেক দেশী শব্দ পাওয়া যাবে। বলাই বাহুল্য এগুলি ছিল সাধারণ লোকের মুখের ভাষা। সম্ভবত এর মূল প্রাগৈতিহাসিক কোলসমাজে নিহিত ছিল। গৌড়বঙ্গে সংস্কৃত অভিধানও জনপ্রিয় ছিল। যথা, সুভূতিচন্দ্রের কামধেনু (অমরকোষের টীকা), কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ, সারস্বত প্রভৃতি ব্যাকরণ। এগুলি

মধ্যযুগেও বাঙালি পণ্ডিতসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তাতে লৌকিক বা দেশী শব্দের উল্লেখ ছিল না, কারণ তা ছিল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীর ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থ। যথার্থ বলতে কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত কোনো বাংলা অভিধান পাওয়া যায় না। সংস্কৃত শিক্ষা নির্বাহ হত সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানের দ্বারা, সাধারণ লোকে বাংলা ভাষা শিখত মাতৃক্রোড়ে, পাঠশালা এবং পারস্পরিক বাচনিক আদানপ্রদানের মারফত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো বাঙালি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু মধ্যযুগে লেখা কাব্যকবিতার পয়ার ত্রিপদীর বিন্যাস এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ থেকে মনে হচ্ছে, কবি ও লেখকেরা বাংলা শব্দশাস্ত্র ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাজ চালাবার মতো জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা দিল পর্তুগীজ পাদ্রি সম্প্রদায় ও বণিকদের মধ্যে। বাঙালির সঙ্গে কথাবার্তার মারফতে বাংলা ভাষা শিক্ষা অসম্ভব না হলেও বহু সময়সাপেক্ষ। এইজন্য রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলনের জন্য সচেষ্ট হলেন। মার্কস আন্তোনিও সানতুচি (Marcos Antonio Santucci) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং ভূষণা অর্থাৎ ফরিদপুর-যশোহরে হিন্দু-মুসলমান সমাজে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ সংকলনের চেষ্টা করেন। মার্সডেন নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী সেই পাণ্ডুলিপি (ফুলস্ক্যাপ কাগজে ৫০৫ পৃষ্ঠা) সংগ্রহ করেন। সেটি এখন লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ Marsden Papers-এর মধ্যে আছে। লন্ডনে অবস্থানকালে আমি ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলাম। এর অভিধানের অংশে পর্তুগীজ ও তার বাংলা প্রতিশব্দের তালিকা আছে। এতেও বহু স্থানীয় শব্দ লক্ষ্য করা যায়। কারণ দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে অবস্থান করে সানতুচি বাংলা শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন, ফলে কিছু কিছু স্থানীয় শব্দ এই শব্দকোষে স্থান পেয়েছে। এই সংকলনটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রস্তুত হয়। ১৬৮৩ সালে সানতুচি ভূষণা থেকে গোয়ার পর্তুগীজ ধর্মাধ্যক্ষকে লিখছেন যে, পর্তুগীজ-বাংলা অভিধানের কাজ আরম্ভ করেছেন। সুতরাং মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই শব্দকোষ সংকলিত হয়। এর বাম দিকে পর্তুগীজ শব্দ এবং ডানদিকে তার বাংলা প্রতিশব্দ বাংলা টানা লেখায় (তাঁর হাতের লেখা?) আছে। এটি পাদ্রিদের জন্য সংকলিত। যাতে বাঙালিসমাজে ধর্মপ্রচারের জন্য পর্তুগীজ পাদ্রিরা বাংলা শিখতে পারেন এইজন্য সানতুচি এই দ্বিভাষিক অভিধান সংকলন করেছিলেন। এতে কিছু কিছু স্থানীয় শব্দ থাকলেও সানতুচি প্রতিশব্দ বা প্রতিশব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধুরীতিই ব্যবহার করেছেন। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, মধ্যযুগে লেখাপড়ার ভাষাই ছিল সাধুরীতি, গৌড়বঙ্গের সর্বত্র এই রীতি শিষ্টসমাজে প্রচলিত ছিল। ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট হয়নি, এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় এটি প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে এখন এটি কী অবস্থায় আছে জানি না। এর পর উল্লেখ করতে হয় আর একটি পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষের। ঢাকার জয়দেবপুরের নিকটবর্তী নাগোরী গ্রামের গির্জার পর্তুগীজ অধ্যক্ষ মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও বাঙালিসমাজে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য নিশ্চয় ভাষার বাধা পেয়েছিলেন। তাই নিজে বাংলা ভাষা শিখে এবং পাদ্রিদের এইভাষা শেখাবার জন্য Vocabulario em Idioma, Bengalla, E Portuguez নামে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। এতে কিন্তু বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থটি ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়। এতে বেশ কিছু স্থানীয় শব্দ আছে। এর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্য নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhead) ১৭৭৮ খ্রী. অব্দে A Grammer of the Bengal Language প্রকাশ করেন। এটি ইংরেজিতে লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ যাতে বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং" বাংলা ব্যাকরণ রচনা—যার সঙ্গে বাঙালিসমাজের কোনো সংযোগ ছিল না। তিনি কিন্তু প্রায় সমস্ত দৃষ্টান্তই মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি বৈষয়িক চিঠি (যাতে বাংলার চেয়ে ফার্সী শব্দই বেশি) শুধু বাংলা গদ্যে লেখা। ফলে এর দ্বারা কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল জানা যায় না। আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। বোধ হয় অভিজ্ঞতাও ছিল না। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক বিচারই ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁর পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী সংক্ষিপ্ত ইংরেজি বাংলা শব্দকোষ সংকলন করেন। যথা—আপজোনের An Extensive Vocabulary Bengalese and English (1793), ফর্স্টারের A Vocabulary (2 Vols, 1799—1800) এবং হেনরি মিলারের The Tutor or a New English and Bengali Work

(1797)* প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি নিতান্ত তুচ্ছ, কোথাও হাস্যকর ভুলভ্রান্তি আছে। কিন্তু এ সমস্ত শব্দকোষে আঞ্চলিক ভাষার কোনো চিহ্ন নেই। কারণ সাহেব সংগ্রাহকেরা সাধারণ লোকের মুখ থেকে শব্দ সংগ্রহ না করে শহরে ভদ্রসমাজের ভাষার উপর নির্ভর করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ঐ একই উদ্দেশ্যে A Vocabulary Bengali and English (1810) প্রণয়ন করেন, তাতেও আঞ্চলিক ভাষার স্থান ছিল না। উইলিয়ম কেরীর A Dictionary of Bengali Language (Vol. I,1818) এবং রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত A Dictionary in English and Bengali (1834)-তেও তৎসম, তদ্ভব ও কিছু পরিচিত দেশী শব্দ ছাড়া আঞ্চলিক শব্দ ছিল না। কিন্তু কেরীর "কথোপকথন"-এ সাধারণ স্ত্রীপুরুষের সংলাপে বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ ঠাঁই পেয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি লেখকেরা যত ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেছেন সবগুলির মূল প্রেরণা ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান। যদিও রামমোহন তাঁর গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণে (১৮৩৩) সেই প্রভাব অনেকটা কাটাতে পেরেছিলেন, তবু আঞ্চলিক ভাষার সংকলনের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এক সময়ে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তদ্ভব ও মুখের চলিত শব্দ ছাড়া তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেই চাননি। বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের সব অভিমত মেনে নিতে পারেননি, আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধেও কিছুই বলেননি।[১] উনিশ শতকের গল্প-আখ্যানে ও নাটক প্রহসনে বাস্তবতার খাতিরে বা কৌতুক সৃষ্টির জন্য অঞ্চল বিশেষের ভাষা ব্যবহৃত হত। কিন্তু অঞ্চলভেদে মুখের ভাষার যে একাধিক ভেদ আছে, তার শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণপদ্ধতি, ব্যাকরণ ও শব্দার্থ Standard Literary Dialect ও Standard Colloquial Dialect থেকে অনেকাংশে পৃথক, সে সম্বন্ধে বৈয়াকরণ ও কোষকারদের কোনো ধারণাই ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে স্বদেশী মনোভাব সঞ্চারিত হলে শিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ বাঙালিসমাজ অবহেলিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হলেন। আঞ্চলিক ভাষা, মঠমন্দির মসজিদ, পুরাতন লিপিলেখন, পুঁথিপত্র, শিল্পকলা সংরক্ষণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নায়কগণ নেতৃত্ব দিলেন। বাংলার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ বিশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গেল এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লৌকিক শব্দ সংগৃহীত হয়ে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজি উপভাষার অভিধান প্রকাশিত হলে ইংরেজ জাতি তার ভাষাগত আর একটি ঐশ্বর্যের খনি আবিষ্কার করল। বাংলা আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহের জন্য আমাদের আরো কয়েক বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যে-সমস্ত শব্দ সংগ্রাহকের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের শীর্ষ স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫ সালেই "দাসী" পত্রিকায় "প্রাদেশিক কথিত বাংলা" নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার অনেক পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ্য মাসে (১৯৪৩) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী আঞ্চলিক বাংলা ভাষার শব্দকোষ সংকলনের প্রস্তাব করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা বিষয়ে বহুলাংশে উদার ছিলেন। একমাত্র অশ্লীল শব্দ ছাড়া যে কোনো শ্রেণীর শব্দকেই সাহিত্যে স্বীকৃতি দিতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না। চলিত ও গ্রাম্যভাষার প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর সংগৃহীত দেশীয় শব্দকোষ, তাঁর তিরোধানের পর, দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৩০৮ সালের পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় "শব্দসংগ্রহ" নামে প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বিদ্যাসাগর আজড়ান, আড়্মাদ্লা, উসুখসু, কোঙা, তাঙড়ানো, সাউকরি প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। ১৯০৭ সালে রাণাঘাটের

---

* ১৭৮৮ সালে লন্ডন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত The Indian Vocabulary নামে একখানি বাংলা ব্যাকরণ লেখা হয়—অবশ্যই ইংরেজিতে। এর আখ্যাপত্রটি উল্লেখযোগ্য The/Indian Vocabulary/To which is prefixed/The Forms of Impeachments/London/Printed For John Stockdale/opposite Barlington House/Piccadilly/MDCCL XXXVIII যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় থেকে উদ্ধৃত।

১। এখানে এই সম্পর্কে তিনজনের অভিমত উল্লেখ করি :

বঙ্কিমচন্দ্র—"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"

রবীন্দ্রনাথ—"বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না।"

বিবেকানন্দ—"যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়। মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। ...দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"

রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' নামে একটি ক্ষুদ্রাকার বাংলা অভিধান সংকলন করেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত, দেশজ, আরবী, পার্সী, উর্দ্দু, হিন্দী পোর্তুগীজ, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী প্রভৃতি যাবতীয় শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, প্রত্যয়, অর্থ, শিষ্টপ্রয়োগ সম্বলিত বাঙালা অভিধান" সংকলন করে আজ থেকে চুরাশি বৎসর পূর্বে আদর্শ বাংলা অভিধানের যে প্রথম পর্বের খসড়া করেন, একালের অনেকে এই পুস্তিকার খোঁজ রাখেন না। এই অভিধানের মুখবন্ধে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী যথার্থ বলেছেন, "তিনি (রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ) খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া যে 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে।" এ ধরনের দু'চারটি দেশী শব্দের উল্লেখ করি—অগড়বগড়, আউচাউ, আখুটে (আক্‌খুটে ছেলে), এলাকাড়া, গল্লান, চ্যাগার, ফেফাতুড়া, বাদা, উলুতপুলুত, ব্যাদ্‌ড়া, বাঙোড়, হুমাহুমি ইত্যাদি। ১৩১৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি "রাঢ়ের ভাষা" নিবন্ধে বহু গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯০৬) ছাত্রদের সভায় বলেছিলেন, "আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।" তারপর ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেন, "দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।" ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও পরিষৎ-পত্রিকায় এ সম্পর্কে নানা আলোচনা চলতে থাকে, মফঃস্বল থেকে অনেক আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয়। যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গম অঞ্চল থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করি। সবার উপরে রবীন্দ্রনাথ। তিনিও আঞ্চলিক শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন এবং এই শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহে অনেককে প্রভাবিত করেছিলেন। নিম্নলিখিত ভাষাপ্রেমিকগণ অনেক আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করে পরিষৎ-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করেছিলেন ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমণীমোহন মল্লিক, সতীশচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পরমেশ রায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, হরিদাস পালিত, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ ঘোষ, কৃষ্ণনাথ সেন, রাখালরাজ রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মোল্লা রফীউদ্দিন আহ্‌মদ, গৌরহরি মিত্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, কামিনীকুমার রায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অমলেন্দু ঘোষ, নির্মলকুমার বসু, কল্যাণী দত্ত প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে পূর্বে উদাহৃত একটি বিদেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। English Dialect Society ৮০ খণ্ডে আঞ্চলিক ইংরেজি শব্দ সংগ্রহ করেছিল। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এক হাজার শব্দসংগ্রাহকের নিরন্তর সহায়তা এবং ২৫ বৎসর সময়। সেই বিপুল উপাদান অবলম্বনে রাইট সাহেব কয়েকটি খণ্ডে English Dialectal Dictionary সম্পাদনা করেন। স্কচ উপভাষা সংরক্ষণের জন্য Scotch Dialects Society-র গবেষকবর্গ ২০ বৎসর পরিশ্রম করেছিলেন (দ্রষ্টব্য ঃ 'Transactions of the Scottish Dialects Committee')। কিন্তু আমাদের মতো দীনদরিদ্র দেশে এ জাতীয় ভাষা-রাজসূয় যজ্ঞের কথা চিন্তাই করা যায় না। যেখানে বিপুল অর্থ, বহু বৎসরের নিরলস চেষ্টা এবং সহস্র সহস্র কর্মীর শ্রম প্রয়োজন, সেখানে আমাদের মতো হতভাগ্য দেশে তার স্বপ্ন দেখাও পাগলামি। তবু দু একজন 'পাগল' এই অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছিলেন, যেমন প্রয়াত ড. কামিনীকুমার রায়। তিনি একান্ত ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা লৌকিক শব্দকোষে (১ম খণ্ড ১৯৭৭, ২য় সংস্করণ; ২য় খণ্ড ১৯৭১ প্রথম সং) বহু গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করেছেন এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে উপাদান অবলম্বন করে নিজ ব্যয়ে লৌকিক কোষের দুটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। যাঁরা আঞ্চলিক শব্দ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার মারফতে বাঙালির যথার্থ মনঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান করেন তাঁরা কামিনীকুমার রায়ের সংকলন থেকে লাভবান হবেন। কামিনীকুমার সংগৃহীত শব্দকে অনেকগুলি বর্গে ভাগ করেছেন। যেমন—ঘরবাড়ি, গৃহসামগ্রী, চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, আত্মীয়-কুটুম্ব, নামাবলী, বিবাহের খুঁটিনাটি, লোক-উৎসব ও সংস্কার, দেবদেবী পীরফকিরের নাম ইত্যাদি। এখানে লোকভাষা, উপভাষা ও আঞ্চলিক শব্দ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত উল্লেখ করি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ভাষাবিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্যভাষা ও সাধুভাষা উভয়েরই সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রভৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায়, সাধুভাষা হইতে তেমন হয় না। এই জন্য গ্রাম্য Slang শব্দের সংগ্রহকার্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়– বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর কথা ইহাতে লিখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনের সত্য, পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে হইলে বাঙ্গালী যত প্রকার কার্য করে, এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়, সকলেরই কথা ইহাতে থাকা চাই। ...ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এমন কি এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে একই জিনিস, একই গাছ, একই প্রাণীর স্বতন্ত্র নাম 'প্রচলিত '। এই জন্য প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গালার একটি অভিধান প্রস্তুত করা উচিত।

(দাসী, ৪র্থ ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৮৯৫)

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—যদি বাংলা সাহিত্যদ্বারা বাঙালীর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা হইলে গ্রাম্য শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সাধুবাংলা ও প্রাকৃত বাংলার প্রভেদ কমাইতে হইবে, এবং কথিত ভাষার অনেকাংশ লিখিত ভাষা করিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা "ইতর" লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে "ভদ্র" লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই "ইতর" ভাষা লইয়া বাংলা ভাষার গৌরব করিতেছি না? ....যে জাতি নিজেকে অবজ্ঞা করে, নিজের ভাষাকে করে, নিজের আচার ব্যবহারকে করে, তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ। কারণ উন্নতির অর্থে নীচের সোপান হইতে উপরের সোপানে আরোহণ। আরোহণ করিবার শক্তি নিজের শক্তি। উন্নতির পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের তুল্য বলবান্ আর কিছু নাই।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫)

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—একখানি বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষের অভাব ও উপযোগিতা অনেকদিন হইতেই সাহিত্যিক সমাজ অনুভব করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু সুশৃংখল ও আশানুরূপ কার্য এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে সমস্ত সংকলন এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সম্পূর্ণাঙ্গ নহে—তাহা ছাড়া কোনো সুসম্মত নিয়ম অবলম্বন করিয়া এগুলি প্রস্তুত করা হয় নাই। ফলে এগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও কেবল ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া চলে না। একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রণয়ন করিতে হইলে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে বিভিন্ন স্থান হইতে শব্দ সংকলন করিতে হইবে—সেই সমস্ত সংকলন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। এজন্য চাই দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনা।

(প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি যখন 'উত্তরায়ণে' অসুস্থ ছিলেন, সেই সময় মধ্যে মধ্যে সুবিধামত তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে তাঁহার কাছে যাইতাম। একদিন সকালে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলে, তিনি ধীর মৃদু স্বরে আমার অভিধানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,— 'যদি তোমার জীবনের পরিধি বাড়ে, তা হলে অভিধান শেষ করে তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে।' 'আমি বিনীতভাবে জানাইলাম,— 'আদেশ করুন।' তখন তিনি বলিলেন— 'বাংলা ভাষায় প্রাদেশিক শব্দের ভাল অভিধান নেই, সকল প্রদেশের কথ্য ভাষার শব্দ সংগ্রহ করে একটা অভিধান করতে হবে।' আমি বলিলাম,— 'যদি আমার এই অভিধান জীবনে শেষ হয়, আর আমার কাজের শক্তি থাকে, তা হলে আমি আপনার এই আদেশ কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবো, ত্রুটি করবো না।'

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষায় গ্রাম্য শব্দ সংকলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য।. . . . পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সৃজ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই সকল শব্দের আশু সংগ্রহ করিয়া অভিধানজাত করিয়া ফেলা দরকার।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩৫)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—ভাষাতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে প্রাদেশিক বিভাষার (উপভাষার) সাহায্য লইতে হইবে।. . . The English Dialect Dictionary প্রায় তিনশত স্বেচ্ছা-সাহিত্য-সেবকের যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্য-সেবক পাইব না?

('ভাষা ও সাহিত্য')

উপরের মন্তব্যগুলি থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই বাংলা ভাষার অনুরাগী লেখক, গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন, গ্রামাঞ্চল থেকে লৌকিক বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে অবিলম্বে অভিধানে গ্রথিত করা প্রয়োজন। কারণ সেই সমস্ত শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির উপর বাঙালির পূর্বপরিচয় নিহিত আছে। কিন্তু যেভাবে আধুনিক নাগরিক জীবন গ্রামের মানুষকে গ্রাস করে ফেলছে, তাতে অল্পদিনের মধ্যেই এই সমস্ত গ্রাম্য আঞ্চলিক শব্দ লুপ্ত হয়ে যাবে, এবং শহরের 'ভদ্র' শব্দ সেই স্থানে জেঁকে বসবে। ইতিমধ্যেই শহুরে ভাষার চাপে গ্রামীণ শব্দ বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাদেশিক শব্দের অভিধানের জন্য অনেক পূর্বে প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রস্তাবের একটি আদর্শ তালিকাও প্রণয়ন করেছিলেন—"গোরুর গাড়ী, লাঙ্গল, রান্নাঘরে ব্যবহৃত নানাবিধ পাত্র প্রভৃতির ছবি এঁকে বঙ্গের সর্বত্র সেগুলি সহায়কদিগকে পাঠিয়ে

দিয়ে সকল জেলা ও মহকুমায় ব্যবহৃত সেগুলির নাম সঙ্কলন করতে হবে—গোরুর গাড়ীর ও তার চাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে তাদের নাম, লাঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে তাদের নাম, রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি, হাতা বেড়ি খুন্তি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতির নাম, খড়ের চালের ঘরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে তাদের নাম, নানারকম নৌকার নানা অংশের নাম, ইত্যাদি সঙ্কলন করতে হবে" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯)। তাঁর প্রস্তাবানুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন উক্ত প্রশ্নতালিকা বহুজনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র একজন উত্তর দিয়েছিলেন—বাঙালিচরিত্রের শিথিলতার এ এক উৎকট দৃষ্টান্ত। যাই হোক, পরে অনেকেই এ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন, কেউ কেউ সীমাবদ্ধ শক্তির সাহায্যে গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন এ-বিষয়ে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি। এর প্রধান কারণ যেমন বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহের অভাব, উদ্যমহীনতা ও শিথিলতা, অপরদিকে তেমনি অভাব লোকবল ও অর্থবল। একাজ কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা ছোট গোষ্ঠীর দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ভাষাতাত্ত্বিক, বৈয়াকরণ, নানা ভাষাবিৎ পণ্ডিত এবং তাঁদের সহায়ক হিসেবে প্রচুর গবেষক, ক্ষেত্রসমীক্ষক ও শব্দসংগ্রহকারী। লোকভাষাগত মানচিত্র তৈরি করে সেই অনুসারে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন জীবিকার স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে মিলে মিশে, তাদের বিশ্বাস অর্জন করে গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করা বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। সংগ্রহের জন্য শাসক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য-সাহায্য না পেলে এ ধরনের অভিধান সংকলন প্রায় অসম্ভব। তাই বহু দিন ব্যাপক আকারে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান সংকলনের বিশেষ কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। পার্জিটারের (F. E. Pargitar) "Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Words." (1923, Asiatic Society of Bengal) এবং এন্ডারসন সংগৃহীত পার্বত্য ত্রিপুরার স্থানীয় শব্দসংকলন বিদেশীর পক্ষ থেকে বাংলা আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তারও পূর্বে গ্রীয়ার্সনের Bihar Peasant Life (1885)-এ বিহারের কৃষকসমাজ থেকে শব্দ সংগ্রহের রীতি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ গ্রীয়ার্সন নানা পর্যায় ধরে এই সমস্ত শব্দের বিন্যাস করেন। তাঁর Linguistic Survey of India-র কথা আগেই বলেছি। শোনা যায়, হালহেডের অল্প পরে চন্দননগরের এক ফরাসি—ওগ্যুস্ত্যা ওস্সাঁ, নাকি স্থানীয় বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। দীর্ঘকালের এই অভাব দূর হয় পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) বাংলা একাডেমি থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় দুখণ্ডে (প্রথম খণ্ড-স্বরবর্ণ, ক—জৈ, ১৯৬৫ দ্বিতীয় সং ১৯৭৩; দ্বিতীয় খণ্ড ত—হ্যা, ১৯৬৫, দ্বিতীয় সং ১৯৭৪) 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রকাশিত হলে। অভিধান-উপদেষ্টা-উপসংঘের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান্ (পরিচালক বাংলা একাডেমি), সদস্য—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. কাজী দীন মহম্মদ।

প্রারম্ভে 'প্রসঙ্গ কথা'য় সৈয়দ আলী আহ্সান্ যে তথ্য দিয়েছেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের* আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে যতটা পার্থক্য, তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতসমাজে কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের ভাষাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের তেমন কোনো সর্বজনবোধ্য বা সর্বজনব্যবহার্য ভাষা গড়ে ওঠেনি। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা শিক্ষিতসমাজেও প্রচলিত আছে। তাই এই অভিধানের পরিকল্পকগণ সিদ্ধান্ত করলেন, "একান্ত স্বাভাবিক কারণে আজ পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যসৃষ্টিতে স্থানীয় ভাষাসম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। এই অনিবার্য চাহিদা পূরণের সহায়ক হিসাবেও বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দসংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, যাহাতে অতি সহজেই এক অঞ্চলের সাহিত্যিক অন্য অঞ্চলের শব্দ সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে উহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হন। সময়সাপেক্ষ হইলেও পরস্পরের এইরূপ ব্যবহারের ফলে সর্বাঞ্চলবোধ্য একটি ভাষারীতি গড়িয়া উঠা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।" অবশ্য পরবর্তীকালের ইতিহাসে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পেল, তখন সম্ভবত "সর্বাঞ্চলবোধ্য" ভাষারীতি গঠনের প্রতি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকগণ বিশেষ আস্থা রাখতে পারলেন না। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতঘেঁষা সাধুভাষা ও চলিতভাষাকে যথাসম্ভব ইসলামায়িত করবার জন্য

* তখনো বাংলাদেশের নবজন্ম হয়নি বলে আমরা এই অভিধান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বদলে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবহার করব।

পাকিস্তানের শাসকগণের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তারই বোধ হয় একটি অনুসিদ্ধান্ত হল শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকার আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে ঢেঁকিতে কুটে সর্বাঞ্চলবোধ্য এমন একটি ভাষা গড়ে তুলতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তানের ভাষায় পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতপ্রধান রীতি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। অবশ্য ফতোয়া জারি করে ভাষা সৃষ্টি করা যায় না, ভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো প্রাণের রসায়ন। সে যাইহোক, অধুনা বাংলাদেশে পশ্চিম বাংলার সাধুভাষা ও কলকাতার চলিত ভাষা সাহিত্য, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন, সভাসমিতি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অপ্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশের সাহিত্যরসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বলতে পারেন যে, সাধুরীতি ও চলিতরীতি পশ্চিম বাংলার একচেটিয়া অধিকারভুক্ত নয়; এভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—উভয়েরই এজমালী সম্পত্তি।

অধ্যাপক আলী আহসান পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৮ সালে এই অভিধান সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়। তার প্রাথমিক পর্ব হিসেবে ৯৬ জন শব্দসংগ্রাহক ২১,০০০ শব্দ সংগ্রহ করে ঢাকায় বাংলা একাডেমির অফিসে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় পরে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হয়, এবং ৪৫৩ জন সংগ্রাহক তিন বৎসরের মধ্যে মোট ১,৬৬,২৪৬ শব্দ সংগ্রহ করেন। প্রতি শব্দ পিছু সংগ্রাহককে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। সংগ্রাহকদের অর্ধেক ছিলেন অধ্যাপক ও স্কুলের শিক্ষক। বাকি অর্ধেকের সিকিভাগ ছাত্র ও আর সিকিভাগ বিভিন্ন জীবিকার ব্যক্তি। কিন্তু এই পদ্ধতি যে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের আদর্শ রীতি নয়, তা অচিরেই বোঝা গেল। দেখা গেল, সংগ্রাহকদের অনেকেই শহরবাসী, এবং শহরে অবস্থান করেই সম্ভবত লোকমারফতে গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করতেন। ফলে শব্দের অর্থ ও বানানে নানা ত্রুটি ঘটেছে। তা ছাড়া অধিকাংশ সংগ্রাহকই অভিধান সংকলন ও ধ্বনিতত্ত্বের কিছুই জানতেন না, শব্দের যথাযথ উচ্চারণও লিখে পাঠাতে পারেননি, কারণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত বর্ণমালা (I.P.A.) তাঁদের জানা থাকার কথা নয়, এবং উক্ত বর্ণমালা ব্যতিরেকে যথার্থ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা যায় না। মুদ্রিত অভিধানটিতে বোধ হয় সেইজন্য উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়নি। নানা অসুবিধা দূর করার জন্য প্রধান সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিভিন্ন জেলায় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭টি আলোচনা সভার পর উচ্চারণপদ্ধতি অনেকটা দুরস্ত করলেন, তবে সব ত্রুটি দূর হল এমন কথা বলা যায় না, এবং এ পদ্ধতিকে আঞ্চলিক অভিধান সংকলনের আদর্শ রীতি বলেও গ্রহণ করা যায় না। দেখা গেল, অনেক সংগ্রাহক সাধারণ অভিধান দেখে শব্দ পাঠিয়েছেন, কেউ বা আঞ্চলিক শব্দের ঠিক অর্থ ধরতে পারেন নি, কেউ কেউ অধিকতর কেরামত দেখাবার জন্য নিজেরাই শব্দ তৈরি করে আঞ্চলিক শব্দ বলে চালিয়ে দিয়ে অর্থের অপচয় করেছেন, অবশ্য নিজেদের পরিশ্রম বাঁচিয়েছেন—আরো নানা ত্রুটি আছে। কারো কারো হাতের লেখা এত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য যে প্রেসকপি তৈরি করার সময়েও ভুলভ্রান্তি ঘটেছে। ফলে অনেক শব্দ বাদ দিতে হয়, শেষ পর্যন্ত শব্দের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭৫,০০০। যেসমস্ত দৃষ্টান্তবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলি লোকমুখ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, অথবা সংগ্রাহকেরা নিজেরাই বানিয়ে দিয়েছেন তা বোঝা গেল না। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ[১] ১৯৬০ সাল থেকে সংকলনের কাজ আরম্ভ করেন, ১৯৬৫ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই অভিধান প্রথম প্রচেষ্টা বলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, বাংলা একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আহসানও তা স্বীকার করেছেন ("বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা-অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয় নাই")। তা হলেও তাঁর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত : "প্রয়োজনীয় সতর্কতা সত্ত্বেও অভিধানটিতে কিছু ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। অনিবার্য কারণবশতঃ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত না হইলেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে অভিধানটি সুধীসমাজের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।" সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ অভিধান সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন, "I can say that it is a great work the Bangla Academy has undertaken, and generations of Bengali speakers whether in India or in East Bengal will be grateful to Bangla Academy for having taken in hand what promises to be a monumental work. Nothing to this extent has so far appeared in the Bengali Language, and the Bangla Academy has set an example not only to the Bengali speaking people as a whole but also to the rest of India."

১। ড. এনামুল হক, অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. কাজী দীন মহম্মদ, অধ্যাপক, ঐ বিভাগ।

এই প্রসঙ্গে বলি, সরকারি প্রবর্তনায় ঢাকার বাংলা একাডেমি উদারহস্তে অর্থ ব্যয় করে এই অভিধানটি দু খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের দ্বারস্থ হই এবং তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তায় এ কাজে খানিকটা অগ্রসর হই। কীভাবে এই প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু উল্লেখ করি যে, ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রকাশিত "বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" এবং আমাদের "আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান"-এর মধ্যে রীতিপ্রকরণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে শুধু মাত্রাগত নয়, চরিত্রগত পার্থক্যও আছে। ড· মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় প্রকাশিত উক্ত অভিধানের উপাদান direct method বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুসারে সংকলিত হয়নি, আমাদের অভিধানের আগাগোড়াই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুসরণে সংকলিত। অর্থাৎ ঢাকার অভিধানের মূল উপাদান প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্থানভিত্তিক ক্ষেত্র-অনুসন্ধানের দ্বারা সংগৃহীত হয়নি, দক্ষিণার বিনিময়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন জীবিকাভুক্ত ব্যক্তিরা শব্দ সংগ্রহ করে অভিধান প্রকল্পের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; এবিষয়ে তাঁদের অধিকাংশেরই কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও অভিধান সংকলনের অভিজ্ঞতা ছিল না। ভাষাতত্ত্ব, উচ্চারণতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ গবেষক ভিন্ন একাজ কখনো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না—ফলে ঢাকার বহুব্যয়সাপেক্ষ অভিধানের গোড়াতেই কিছু কিছু ত্রুটি ঘটেছে, সে ত্রুটি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সচেতন। সেই ত্রুটি সম্বন্ধে আমরাও পূর্বাহ্ণে অবহিত হয়েছি। তাই ঐ পন্থা পরিত্যাগ করে আমরা ১৫ জন গবেষক ও উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ক্ষেত্রসমীক্ষকদের উপভাষাগত মানচিত্র ধরে ধরে গ্রামে পাঠিয়েছি। তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানে অতিশয় অভিজ্ঞ। তাঁরা বেশ কিছুদিন গ্রামে অবস্থান করে বিভিন্ন বৃত্তির জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ করেছেন, অন্তরঙ্গ হয়েছেন, টেপরেকর্ডারের সাহায্যে তাঁদের মুখের কথা উচ্চারণসহ গ্রহণ করেছেন এবং পরে টেপরেকর্ডার থেকে তা কার্ডে তুলে নিয়েছেন এবং উচ্চারণ নির্ণয়ে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার (I.P.A.) সাহায্য নিয়েছেন। অবশ্য এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, সমস্ত গ্রামীণ উচ্চারণকে যে এই বর্ণমালার দ্বারা পুরোপুরি নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে তা অবশ্য নয়। তবে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। টেপগুলি অভিধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে, কোথাও সন্দেহ হলে পুনর্বার টেপ থেকে তা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে। তাতেও সন্দেহের নিরসন না হলে গবেষকগণ আবার সেই সমস্ত গ্রামে গিয়ে শব্দগুলি মিলিয়ে নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আরো বক্তব্য, শুধু অভিধান সংকলনই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বাঙালির গ্রামীণ জীবনের সমাজভিত্তিক তথ্য সংগ্রহও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ শুধু শব্দ সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, প্রসঙ্গক্রমে গ্রামীণ মানুষের গৃহপরিবার ও সমাজসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করেছেন এবং তার জন্য বহু রঙিন ও সাদাকালো ফটোগ্রাফ নিয়েছেন। গ্রামের সাধারণ সমাজের নানাবিধ বিবাহপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। অভিধানের জন্য শব্দ সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজগত বিবরণও সংগ্রহ করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার শব্দাভিধান প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজ-অভিধান প্রকাশিত হলে সেই সকল সংগৃহীত তথ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। অনুমান হয়, বর্তমান অভিধানের আরো পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। শব্দসংগ্রহের পরিমাণ যেহেতু প্রায় তিন লক্ষ, সুতরাং সমস্ত প্রকল্পটি প্রকাশিত হতে ছটি খণ্ডের প্রয়োজন হতে পারে।

ঢাকার অভিধান ও আমাদের অভিধানের পার্থক্য কোথায়, তা নিম্নে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে।

ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬৫)

অ=[কুম, সি, রা, চট্ট]—অব্য· <হে, ওহে ॥ অ ব্যাডা হুনো হুনো।

২=[কুম, সি, রা, চট্ট]—অব্য· হাঁ, সম্মতি বা স্বীকৃতিজ্ঞাপক ॥ কাম করবানি ?—অ, করমু। [<হাঁ]।

৩=[ম]—অব্য· ইহা পদের অন্তে যুক্ত হইয়া আধিক্য, বিস্ময়, শোকদুঃখ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে ॥ মাইয়্যাডা শুন্দরি—অ ! [<ওঃ]।

অঅ=[কুম]—অব্য· (তুচ্ছার্থে) হাঁ ॥ অঅ হ্যাতাই কত রহম করে ! <হাঁ হাঁ]।

অঅগা=[বা]—বিণ· বোকা ॥ অঅগার মত চাইয়া থাহো ক্যা ? <অঅগ <অজ্ঞ সং]।

অঅদ্=[বা]—বি· গর্ত ॥ [<হদ<হ্রদ]।

অঅনা, অঅনি=[চট্ট]—বি· নিকট আত্মীয় ॥ [<আপনা, <আপনি]।

অঅন্=[কুম]—ক্রি· বিণ· <এখন ॥ অঅনে তুই কোইতন্ আইসত্ ?

অও=[কুম]—অব্য· হাঁ ॥ অও আমি আউয়্গা বাইত যামু। [<হাঁ হে]।

অ-ওক্ত=[য, খু]—বি· অসময় ॥ [অ (না অর্থে) + ওক্ত, রক্ত আং]।

অওড্যা=[চট্ট]—বিণ· এত বড় ॥ অওড্যা পোয়াডা অককরে অগা। [<এহ বডড=এই বড়]।

অওনা=[কুম]—ক্রি· বিণ· এখন ॥ হ্যায় অওনা যাইব।

[<অখন=এখন+আ <হ ম· বাং]।
অওন্=[চট্ট, কুম]—ক্রি· বিণ· এখন ॥ অওন্ ট্যাহা দেঅন লাগ্‌ব। [<এখন]।
২=[কুম]—বি· যে মেয়ের সন্তান হইয়াছে ॥ অওন্ মাইয়াডা নরম ঐ গেসে। [<হওন]
অওয়াতি=[খু]—বিণ· সঙ্গম-ইচ্ছুক ॥ অওয়াতি গাই ডাকে। [<অউঅতী< ঋতুমতী সং; তুং পোয়াতী <পুত্রবতী]।
অওরি=[সি]—বিণ· গর্ভবতী ॥ অওরি বেডি। [অও <হও+রা কর্তৃবাচক প্র·+ঈ স্ত্রী প্র·]।
অওর্ তওর্=[কুম]—বি· কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, বিপদ, মুশ্‌কিল ॥ যেদিক দেহি হেদিকই অওর্ তওর্। [<অহির-তহির হিং]।
অওর্‌পওর্=[ব]—বি· প্রহরাদি ॥ অওর্ পওর্ চ'াই, মা আর আয়ে না। [পওর <পহর <প্রহর সং; 'অওর' অনুঃ]।
অওস্‌থা=[চট্ট]—বি· অবস্থা ॥ [<অবস্থা]।
অং=[রং]—বি· রং, রকম, মত, বর্ণ ॥ [<রঙ]।
অংকা=[রং, দি]—বিণ· ঐ রকম ॥ অংকা ভাল মানুশটা মরি গেল। [<অমন· কা প্র·]।
২=[কুম]—ক্রি· বিণ— এখন ॥ আমি হ্যাব্‌লা খাই নাই, অংকা খায়াম। [<অমন=এখন+কা; তুং আজিকা]।
অংকার্=[কুম, সি, রং]—বি· অহংকার, দেমাক ॥ অংকার্ কৈর না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান (১৯৯১):

অক্‌খানু ɔkkʰɑnu ক্রিবিণ এখনই, এই মুহূর্তে at a particular moment অক্‌খানু আছি, অক্‌খানু নাই—এই আছি, এই নাই (মেদিনী ২০)
অক্‌টু ɔkṭu বিণ একটু, অল্প পরিমাণ a little (মেদিনী ৮) <একটু
অক্‌ড়া ɔkṛɑ বি এক প্রকার কণ্টকময় ফলের গুল্ম urena lobata (দার্জিলি ২) <*উৎকণ্টক (সেন)
অক্‌ত¹ ɔktɔ বি রক্ত blood [পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষর নরনারীর অধিকাংশের উচ্চারণে পাওয়া যায়] <সং রক্ত ~খান ~ বি রক্তটুকু a little blood (পদিনা ১) <সং রক্ত+খণ্ড
অক্‌ত² ɔktɔ বি সময় time (মেদিনী ২০) <ফা বক্ত
অক্‌তো ɔkto বি দ্র অক্‌ত² (মেদিনী ২০, হাওড়া ১)
অক্‌বকাঁই ɔkbɔkãi̯ ক্রিবিণ গোগ্রাসে to gobble (a hurried meal) উ অকবকাঁই খাছে—সে গোগ্রাসে গিলছে (পুরুলি ১২) দ্র অক্‌বকানো¹
☆**অক্‌বকানো¹ ɔkbɔkɑno** ক্রি ছটফট করা, ব্যস্ততা প্রকাশ করা to fidget অক্‌বকাছিস ক্যানে—ছটফট করছিস কেন (পুরুলি ১৪) তু আঁকুবাঁকু (সু সেন)
☆**অক্‌বকানো² ɔkbɔkɑno** ক্রি ব্যস্ত হওয়া to be busy (with) অক্‌বকিস্ না—ব্যস্ত হস্ না বা তাড়াহুড়ো করিস্ না (পুরুলি ১৪) তু আঁকুবাঁকু
অক্‌বকি ɔkbɔki বিণ অস্থির, ভারাক্রান্ত restless, encumbered মোর মনটা অক্‌বকি লাগেইসাহি—আমার মন বিবাদগ্রস্ত অথবা ভারাক্রান্ত লাগছে (পুরুলি ২)
অক্‌রা ɔkrɑ সর্ব তাকে him অক্‌রা আজ মারবে কোরবোই—তাকে আজ মারবই মারব (পুরুলি ৯) দ্র অক্²
☆**অক্‌লানো ɔklɑno** ক্রি আঁকড়ে ধরা to hold tightly

অকম্ম¹ ɔkɔmmɔ বি অপ্রয়োজনীয় কাজ a useless act অকম্ম কোইর‍্যা লাভটা কি?—প্রয়োজনহীন কাজ করে লাভ কি? (মেদিনী ২২) দ্র অকম্ম¹
অকম্মা ɔkɔmmɑ বিণ দ্র অকব্‌বা (কোচবি ৬)
অকম্মিয়া ɔkɔmmiɑ বি অকর্মণ্য ব্যক্তি a good for nothing fellow অকম্মিয়ার ধাড়ি—খুবই অপদার্থ (মেদিনী



অকড়া

৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৩৪, ৩৫) দ্র অকম্মা
অকম্মিয়্যা ɔkɔmmiæ দ্র অকম্মিয়া (মেদিনী ২৬)
অকর্ ɔkɔr সর্ব তার, ওর his, its (পুরুলি ২, ৫) তু উহার দ্র অক্¹
অকল্ খেলা ɔkɔl kʰælɑ বি পাঁচগুটি খেলা [পাঁচটি নুড়ি (পাথরের ছোট টুকরো) নিয়ে সাধারণত গ্রামের কিশোরীরা এই খেলা খেলে। দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিগত দক্ষতাই এই খেলায় বিচার্য হয়। খেলার প্রতিটি 'পাটি' চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে প্রতিযোগী পাঁচটি 'গুটি' (বা নুড়ি) হাতে নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। তারপর যে-কোনো একটিকে নিয়ে অন্তত ছ'ইঞ্চি উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতায় অন্য গুটি স্পর্শ না

এখানে লক্ষণীয় যে আমাদের অভিধানে মূল শব্দটি বাংলা হরফে মুদ্রিত হলেও তার যথার্থ উচ্চারণের জন্য I.P.A.-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে কারণ, উচ্চারণনির্ভর পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা আদর্শ চলিত ভাষার (Standard Colloquial Dialect)-এর প্রভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সংগ্রহকালে শব্দের যথার্থ রূপটি কি ছিল একমাত্র I.P.A.-এর সাহায্যেই তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া সম্ভব। অর্থ ও ব্যাখ্যাগুলির ইংরেজি রূপান্তরও দেওয়া হয়েছে, যাতে অবাঙালি ও বিদেশী জিজ্ঞাসুরা এর থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারেন। বন্ধনীর মধ্যে সংগ্রহের জেলা ও থানার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের অভিধানের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এতে অনেক রঙিন ও সাদাকালো ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে যিনি জিনিসটির রূপ মোটামুটি চাক্ষুষ করতে চান তিনি ছবিগুলি থেকে তার ধারণা করতে পারবেন। অবশ্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে আমাদেরও কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে এই খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও অন্যান্য খণ্ডগুলিতেও তাঁদের মতামত বিচার করা হবে। আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির সহযোগিতা আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

৫

আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে কতটা পার্থক্য থাকতে পারে তা গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India (Vol. V, Part I) থেকেই বোঝা যাবে।[১] এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল :

মেদিনীপুর

এক লোক্কার দুট্টা পো থাইল। তান্নেকার মাঝু কোচ্যা পো লিজের বাফুকে বল্ল বাফুহে ! বিষে আশের যে বাঁটী মুই পাব সেটা মোকে দ্যা। সে তান্নাকার মাঝু বিষে বাঁটী কোর‍্যা দিল। ভোৎ দিন যাই নি কোচ্যা পো সুমচ্যা গুটি লিয়া ভোৎ দূরে এক গাঁয়ে চোল্যা গ্যাল। সেঠী সে আকুত্তা খচ্চাপতর কোর‍্যা লিজের বিষে-আশে এক্কা-দমে ফুক্কা-প্যাল্ল। য্যাৎকে তার সুমচ্যা ফুরাইল সেঠী এক বড্ড আকাল পল্ল। আর তার বড্ড দুখ হোল্য। তোখনু সে সেউ গাঁর এক লোক্কার দ্বরে যায়্যা মূড় গুজ্‌ল। সে তাক্কে লিজের পোড়্যা ভূঞে সোর চরাতে ঠেক্কি দিল। সোর যে তুঁষ খাতন্ তাকুউ সে খায়্যা পেট পতা কত্তে হাব্‌লাস কল্ল ; কৈ তাকে দিলনিক। য্যাৎকে চ্যাতা তার জ্ঞাড় উদ্‌ল সে কইল, মোর বাফুর পাশে কত্ত দরমা খাউকা চাকর লফর কত খায়ঠে পেলায়ঠে মুই এঠি ভোক্কে মরিঠি। মুই এঠিনু মোর বাফুর পাশে যায়্যা তাঁকে কৈব বাফুহে ঠাক্কুরের ছামু আর তোম্যর ছামু কত্ত পাতক কোচ্ছিনি, মুই আর তোর পোর যগ্‌গি লয়। মোকে তুই তোর দরমা-খাউকা চাকরের ল্যায় পুষ। সেঠিনু সে তার বাফুর পাশকে গ্যাল। ভোৎদুননু তার বাপ তাকে দ্যাক্কে প্যায়্যা তার বড্ডা মাদ্রা হল। ধাঁয়্যা য্যায়া তার গলা জেড়িট্টি ধোর‍্যা তার চুম খেল। তৎবা তার পো কইল, বাফুহে মুই ঠাক্কুরের ছামু আর তোর ছামু কত্ত পাতক কচ্ছি। মুই আর তোর পোর যুগ্‌গি লয়। মোকে তুই তোর দরমা-খাউকা চাকরের মোতু পুষ। তার বাপ চাকরমনকে কইল মট্-কোর‍্যা একখন্ আচ্ছা লুগা আন্যা এ্যাকে পিন্‌তে দে আর হাতে একটা মুদি, পায় এক-জোড়া জুতা পোর‍্যা দ্যা। আয় মোন্নে খেয়ে দেয়ে খোস করি। জান্‌ছুনিক মুই মোর মরা পোকে জেঁতা পানি, হারাধন ফির‍্যা পানি। বোল্যা তান্নে খোস কত্তে লাগ্‌ল ॥

দিনাজপুর

এক জন মানুষের দুই ছাওয়া ছিল। তায়দের মধ্যে ছোট ছাওয়া আপন বাপকে কহিল্, বাপ্। সম্পতের যে ভাগ হামি পাম্, তা হামাক্ দেন। তাহাৎ সে তায়দের মধ্যে বিষয় ভাগ করে দিলেন। কিছু দিন পর ছোট ছাওয়া তাবৎ এক ঠাঁই করে দূর দেশৎ চলে গেল্, আর সেই ঠাঁই সে অপরিমিৎ বেভারে আপনার সম্পৎ উড়ায় দিলে। সে তাবৎ খরচ করে ফেল্লে সেই দেশৎ ভারী আকাল হইল্, আর সে কষ্টেৎ পড়্বা লাগিল্। তেখন সে গিয়া সেই দেশের এক জন গিরস্তের আশ্রা নিলে ; সে লোক তাহাক্ আপনার মাঠৎ শূওর চড়াবা পাঠায় দিলে। পাছৎ শূওর যে খোসা খায়, সেই দে সে পেট ভরিবা মন্ করিল্, কিন্তুক কেহ তাক্ দিলে না। পাছৎ চেতন পায় সে কহিল্, হামার বাপের কেত দরমাহাদার চাকর বেশী বেশী

১। এ সম্বন্ধে গ্রীয়ার্সনের অভিমত যুক্তিসঙ্গত : The dialect of the uneducated, or, to call it by another name, the colloquial dialect, on the contrary, is much more free from sanskritisms, while its grammar differs widely from that of the language which we meet in the books. It is much contracted, words which, in the literary language, pronounced *ore totundo*, have four syllables, are in this reduced to two, so that a mere knowledge of the former is of little assistance towards understanding or speaking the latter. This dialect is not explained in the usual grammars, and, an present, can only be learned by actual contact with the speakers. (Linguistic Survey of India).

জন বীম্‌সও তাঁর ব্যাকরণে impolite অর্থাৎ অসাধু গ্রাম্য শব্দের দৃষ্টান্ত দিতে কুণ্ঠিত হননি।

খাবার খায়, আর হামি হেথা ভুকে মরি ! হামি উঠে আপন বাপের কাছৎ যাম্, তাহাক্ বলিম্, বাপ্ ! হামি স্বর্গের বিরোধে আর তুমার সাক্ষাৎ পাপ্ করিছি, হামি আর তুমার ছাওয়া বলে বলাবার যোগ্ নাহি, হামাক্ তুমার এক জন দরমাহাদার চাকরের মত রাখেন । পাছৎ সে উঠে আপন বাপের নিকট গেল্ । কিন্তুক্ সে দূরে থাকতে তার বাপ্ তাক্ দেখ্‌বা পালে, আর দয়া করে দৌড়ে যায়, গলা ধরে চুমা খালে । ছাওয়া তাক্ কহিল্, বাপ্ ! হামি স্বর্গের বিরোধে ও তুমার সাক্ষাৎ পাপ করিছি ; হামি তুমার ছাওয়া বলে বলাবার যোগ্ নাহি । কিন্তুক বাপ্ আপন চাকরদেক্ কহিল্, জল্‌দি খুব্ ভাল কাপড় আনে ইহাক্ পিন্ধাও ; ইহার হাতৎ আঙ্গটী ও পায়েৎ জুতা পিন্ধাও ; আর হাম্‌রা খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ করি ; কারণ হামার এই ছাওয়া মরে গেইছিল্, বাঁচিছে ; হারায় গেইছিল্, পাওয়া গেইছে। পরে তারা আনন্দ্ কর্‌বা লাগিল্ ॥

সাঁওতাল পরগনা

এক জঁড়র দুইট বেটা আছ্‌লেক্ । উঁহিয়ার মধ্যে ছট বেটা আপ্‌ড়াঁর্ বোবাক্ বললঁ, ও বোবা, ধনের জাহায় বাখ্‌রা মুই ভেট্‌বো মোখে দে । তাতে উঁই ঘরকর্না উঁহিয়াক্ বাখ্‌রা কেরি দিলঁ । থড়্‌হে দিনেৎ ছট বেটা সভে গুটিয়াইহেনক দুর দেস গেলেক্, আর তাহায়ঠিন, নাং ছিনার্ চাল্ চলন হেনক আপ্‌ড়াঁর টাকা কোড়ি উড়িয়াই দিলেক্ । উঁই সভে ছার্‌খার্ কেরিকে উহায় দেসে বেজায় আকাল্ হইলেক্, আর উঁই কষ্টে পড়িৎ লাগ্‌লেক্ । তখড়্ উঁই গঁয়ে হেনক উহায় দেসের এক জঁড় গিরস্তর ভর্স নিলঁ, উহা মাড়ুঁস্ আপ্‌ড়ার মাঠে সুয়ার চারাইৎ পাঠাই দিলঁ । পেছু, সুয়ারে যে কুণ্ডা খইতা উহাৎহে পেট ভরিৎ খজলঁ, কিন্তু কেহ নাহায় দিলা । তখড়্ জাগিহেনক বল্‌লঁ, মহর বোবার কত মুড়িসের দরকার্ হইতে বেসি খইবার আছই, আর মুই হায়ঠিন ভখে মোরিওঁ । মুই উঠি হেনক্ আপ্‌ড়াঁর বোবাঠিন জইবোঁ, উহাক বল্‌বোঁ, ও বোবা, মুই সর্গের বিরূদ্ আর তহর ছামহুৎ পাপ্ কেরিছ, মুই আর তহর বেটা বিখাই জইবার লেখে নাহাই, মোখে তহর এক জড়্ মুড়িসের মতন রাখ্ । পেছু উঁই উঠি হেনক্ আপ্‌ড়াঁর বোবারঠিন গেলেক্ । উঁই দুরেৎ রহিতে উহার বোবা উহাক্ দেখিৎ ভেটলঁ, আর উহার ময়া হইলেক্, আর জিংঘাঁই গয়ে উহার টটিৎ ধরিহেনক উহাক্ চুমলঁ । বেটা উহাক্ বললঁ, ও বোবা, মুই সর্গের বিরূদ্ আর তহর ছামহুৎ পাপ্ কেরিছ ; মুই আর তহর বেটা বিখাই জইবার লেখে নাহাই । বোবা আপ্‌ড়াঁর্ ভাতুয়া গাক্ বলল্, হাপ্তকেরি সভে হইতে নিক কানি আড়িহেনক উহাক্ পিন্ধাই দে ; উহার হাতেৎ আংগুট্ আর টেংগেৎ জুতা পিন্ধাই দে ; আর আম্‌হি খয়েহেনক আনন্দ্ কেরিবা ; কারন মহর ইহাই বেটা মরিছেলেক, বাচিঁআছই, হারাইছেলেক, ভেটিল্ ॥

মালদহ

য়্যাক, ঝোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্‌লো । তার ঘোর বিচে ছোট্‌কা আপ্‌নার বাবাক্ কহ্‌লে, বাব ধন্ করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক্ দে । তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব্ বাঁট্যা দিলে । বহুঁৎ দিন্ না বিৎতে, ছোটো ছেল্যা সব্ য়্যাকঠে কর্য়া বিদেস্ চল্যা গ্যালো । আর্ সে বদ্‌চালে আপ্‌নার্ মাল্‌মাত্তা সব্ খুইয়া দিলে । যখুন্ সব্ সে খরচ্ কর্য়া ফেক্‌লে, তখুন সে দেসে বারা আকাল্ হোলো, আর্ সে বারা কঠিনে পোলো । তখুন তাঁই যায়্যা ওই দেসের য়্যাক্ সহোরিয়াক্ ধোল্‌লে । অঁই তাক্ ময়দানে সোর চরাতে পাঠালে । তাঁই সোরের ভুঁসি দিয়া প্যাট্ ভরাতে পালে খুসি হোতো, মতন্ সে ভুঁসিও তাক্ কেহু দিছ্‌লোনা । যখুন্ তাঁই চ্যাৎ হোলো, তখুন্ সে কহ্‌লে, হামার্ বাবার্ দরমাহা খাউকা চাকর্ বাকরের ঘরে য়্যাতো খাবার যে ফেল্যা ছর্য়া খায়, আর হামি ভোকে মর্‌ছি । হামি উঠ্যা হামার্ বাবার্ কাছে যামু আর তাক্ কহ্‌মু, বাবা, সরোগের কাছে আর তোর্ কাছে হামি পাপ কর্য়াছি, হামাক্ আর তোর ছেল্যা কহতে হয়্ না । হামাক্ তোর্ দরমাহাখাউকা চাকর্ কর্য়া রাখ্ । সে উঠ্যা বাবার্ কাছে আলো । মতন্ বহুৎ দূর রহ্‌তেই তার বাবা তাক্ দেখ্‌লে, আপ্‌সোস্ কোর্‌লে, আর্ দোর্য়া আস্যা তার্ ঘার সাপ্‌ট্যা ধর্য়া চুমা খালে । তখুন সেই ছেল্যা বাবাক্ কহ্‌লে, বাবা, হামি সরোগের কাছে আর তোর নজরে পাপ কর্য়াছি, হামি তোর্ আর পুৎ হোবার লায়েক্ লোহি । মগর্ বাবা চাকর সবাকু কহ্‌লে খুব জবর্ জবর্ পোসাক্ লিয়া আয়, তাক্ পিন্ধিয়া দে, তার্ হাতেৎ আঙ্গুট, পাঁয়ে জুত্তা দে । হাম্‌রা খাই দাই আর উচ্ছব করি । ক্যানেনা হামার্ ই ব্যাট্যা হারিয়া গিয়া ফের্ পাওয়া গ্যালো । অরা তখুন্ আনন্দ্ কোর্‌তে লাগ্‌লো ॥

মানভূম

এক লোকের দুটা বেটা ছিল ; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব তা আমাকে দাও । এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক । কথক দিন বাদ্ ছুটু বেটা আপন ধনকড়ি জড়করে লিয়েঁ বিদেশ গ্যাল । সেখানে যায়েঁ বাদে কুকাজ করেঁ সব উড়াঁই ফেল্লেক । যখনকে তামাম্ খরচা করে ফেল্লেক, তখন সেই মুলুকে বড়ি আকাল হয়, এতে তার বড়ি দুঃখ হতে লাগ্‌ল । তেখ্‌নে উ সে দেশের একজন শক্ত গারস্তের হিল্লা লিলেক । ঐ গারস্ত মাঠে শুয়র চরাবার লিয়ে উহাকে বাহাল কল্লেক । এতে সে শুয়রের খোরাক খোসা খাইয়াঁ পেট ভরাবার মতলব ভাঁজলেক কিন্তু কেহ তাকে কিছুই নাই দিলেক । তেখ্‌নে উহার চেঠা হোল সে বল্লেক আমার বাপের কত মান্দার মুনিশ রহেঁছে, আরো তারা ফিজন এত বেরূন পায় যে খায়েঁ ফুরাতে নাই পারে আর আমি ভোখে মর্‌চি । আমি বাপের পাশে যাঁয়া বল্‌ব বাপ্ আমি ভগমানের ঠাঁই আর তুমার ঠাঁই গুণা করেঁছি । তুমার বেটা বল্‌বার আমি

যোগ্গী লই, তুমি আমাকে মুনিশ রাখ। তার পর সে আপন বাপের ঠাঁই গেল। তার বাপ দূর হতে তাকে দেখে বড়ি দুঃখ পালেক, সে অমনি ধায়েঁ যায়্যাঁ উহার গলা জড়াঁই ধরে মুহে চুম খালেক। তখন উহার বেটা বল্লেক, বাপ্ হে আমি ভগমানের ঠাঁই ও তুমার ঠাঁই গুণা করেঁছি তুমার বেটা বল্বার আমি যোগ্গী লই। উহার বাপ্ মুনিশগুলাকে বল্লেক ভাল কাপড় আন্যে উহাকে পরা, আর উহার হাতে আঁগুটী দে, ও পায়ে যোঁতা দে, আর চল্ আমরা সক্লে খায়েঁ দাঁয়ে মজাদারি করি। আমার এ বেটাটা মরে গেল্ছিল আরো বাঁচ্লো; হারাঁই গেল্ছিল আরো মিল্ল। এত্না কহেঁ বাদে উহারা মজাদারি করতে লাগ্ল ॥

নদীয়ার সাধারণ সংলাপের ভাষা

পাঁচু।—ভুইকম্পটা পেরথম পশ্চিম দিক হতে এলো। তার পর ঘর দোর সব কাঁপতে নাগলো। তার পর কেরমেসে জল নড়তে নাগলো। তার পর গরু বাছুর জীব জানোয়ার সব কাঁপতে নাগলো। তুই কি কচ্ছিলি?

মালি।—আমি আমার মহাজনের বাড়ি ধানের জন্য গিয়াছিলাম। সেখানে খুঁটি হেলান দিয়া বসে ছিলাম। এমন ধারা ভুইকম্প আমার গেয়ানেতে দেখিনি কখন। তুই সে সময় কোথায় ছিলি?

পাঁচু।—আমি গোয়াড়ি হতে বাড়ি গিয়ে কাপড় ছেড়ে দাঁড়ায়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম ॥

মালি।—বাড়ি গিয়ে দেখলাম ছেলে পিলে ফারাকে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেব স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহায়তায় এই দৃষ্টান্তগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। হয়তো কেউ কেউ এর যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতায় কিছু সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। উপরন্তু উদ্ধৃতিগুলি জেলাভিত্তিক বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একই ভাষাভঙ্গিমা গোটা জেলায় ব্যবহৃত হয় না, দশ-বিশ মাইল অন্তর ভাষাভেদ হতে পারে, আমাদের গবেষকগণ গ্রামীণ ভাষার জরিপ করবার সময় তা লক্ষ্য করেছেন। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার, সর্বশেষে উল্লিখিত নদীয়া জেলার সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক লক্ষণ অনুপস্থিত, কলকাতার ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব এতে সহজেই লক্ষ্য করা যাবে—যদিও বক্তা দু'জন গ্রাম্যকৃষক। এইজন্য ক্ষেত্রসমীক্ষক দূরবর্তী গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন যেখানে নাগরিক সভ্যতা শিকড় বিস্তারের বিশেষ অবকাশ পায়নি। দু-দশ মাইলের গ্রামীণ ভাষার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে তা জানা যাবে নিম্নে-উদ্ধৃত এই দৃষ্টান্ত থেকে। হাওড়া জেলার আমতা থানার দুটি গ্রাম—হিওপ ও নতুন গাঁ, কয়েক মাইলের ব্যবধান। আমাদের গবেষকগণ দুটি গ্রামের অবিকল ভাষা তুলে দিয়েছেন।

হিওপ—শুন্দে বেলাতেও [উচ্চারণে ব্যালা নয়] ছেনাটার কি খেলা খেলা [উচ্চারণে খ্যালা নয়] ঝুঁক্ গো। খাবে নে, পোড়্বে নে, কাজ্ কোর্বে নে। অর্ জন্যে আর খাবুনি ই বেলা। কাল্ বাপ্কে দেখে পালি গেচ্লো। পাড়ার্ ছেনারা ঘেরে ধোরে এনেছিলো।

নতুন গাঁ—শোন্দে ব্যালাতেও ছ্যানাটার কি খ্যালা খ্যালা ঝোঁক্ গো! খাবে নে, পোড়্বে নে, কাজ্ কোর্বে নে। ওর জন্যে আমিও আর্ খাবুনি ই ব্যালা। কাল্ বাপ্কে দেখে পাইলে গেচ্লো। পাড়ার ছ্যানারা ঘিইরে ধোরে এনেছেলো।

৬

অভিধান প্রকল্পটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছে সে বিষয়ে দু-এক কথা বলি। প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অভিধানের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল ১৯৯১ সালে, অর্থাৎ শুধু (অ-ই)-র জন্যই লাগল প্রায় তের বছর। অবশ্য অন্যান্য খণ্ডের জন্য শব্দ সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত আছে, সুতরাং আশা করা যায় শীঘ্রই অন্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে। যেভাবে বিন্যাসপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে কিছু বেশি সময় লাগা স্বাভাবিক। সাধারণ আঞ্চলিক কোষগ্রন্থের মতো শব্দের অর্থ ও বাক্যের দৃষ্টান্ত দিয়েই গবেষকগণ ক্ষান্ত হননি, তাঁরা শব্দের উচ্চারণ (I.P.A.) অনুসারে স্থানীয় অর্থ, পদপরিচয়, স্থানে স্থানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, উৎপত্তি ও রূপান্তর, সংগ্রহস্থান (জেলা, থানা, ব্লক, প্রভৃতি) নির্দেশ করেছেন, পরিশিষ্টে সংগ্রাহকদের তালিকাও সরবরাহ করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষান্তরের জন্যও অনেক সময় লেগেছে। প্রথমে গ্রামে গিয়ে লোকমুখ থেকে শব্দ তুলে নেওয়া হয়েছে, যথাযথ উচ্চারণের জন্য টেপরেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ভাষাগত মানচিত্র অবলম্বনে গ্রামের তালিকা করে দিয়েছিলেন এবং কোন্ কোন্

বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে এইভাবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ ১· জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু, পারলৌকিক ক্রিয়া, ২· বিভিন্ন পূজা পার্বণ, হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব, লোকাচার, রান্নাবান্না, চাষবাস, ঘরগৃহস্থালি, পোশাকপরিচ্ছদ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া ইত্যাদি ; ৩· যানবাহন, হাটবাজার, দোকানপসার, সাধারণের বিভিন্ন উপজীবিকা (ছুতোর কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রী, গয়লা, বারুই, জেলে, নিকিরী, মুচি ইত্যাদি), জীবিকা নির্বাহের যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি, দালান কোঠা, চালাঘর মঠমন্দির। প্রয়োজনস্থলে শব্দসংগ্রাহকেরা তালিকা বহির্ভূত শব্দও সংগ্রহ করতেন। গবেষকেরা একজনের নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে গ্রামে গেছেন, পূর্বে সেইগ্রাম ও গ্রামবাসী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন, তাঁদের উদার আতিথেয়তাও লাভ করেছেন। অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কোনো সংগৃহীত শব্দ নিয়ে সংশয় দেখা দিলে এতদিন পরেও চিঠিতে যোগাযোগ করলে তাঁরা আমাদের সংশয় নিরসন করেছেন। তথ্য সংগ্রহে গ্রামের লোকের সাহায্য নেওয়া হলেও তার নিয়ন্ত্রণ রজ্জু গবেষকদের হাতেই থাকত। সমীক্ষা করতে যাওয়ার পূর্বে সেই জেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থ, মানচিত্র, জেলা গেজেটিয়ার, সরকারি তালিকা, আদমশুমারির প্রতিবেদন প্রভৃতি সামনে রেখে কাজে নামা হত। ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও ড· বেলা দত্তগুপ্ত গবেষকদের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে তৈরি করে দিতেন। সমীক্ষার দিন স্থির হলে সেই জেলার প্রশাসক এবং পুলিশ বিভাগকে চিঠি দিয়ে তাঁদের অনুরোধ করা হত, তাঁরা যেন সমীক্ষক, গবেষক-গবেষিকাদের উপযুক্ত যানবাহন দিয়ে সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। সানন্দে স্বীকার করি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে দূরবর্তী ও দুর্গম গ্রামে সমীক্ষা চালানো আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ত। কোন জেলায় কত দিন ব্যয় করতে হবে তা মানচিত্র দেখে পূর্বাহ্ণে স্থির করা হত এবং জেলার কতগুলি থানা এবং কোন থানায় কতদিন শব্দসংগ্রহ করতে হবে তা আগে থেকে নির্ধারিত হত এবং সময়সূচি প্রায়শই রক্ষা করা হত। অবশ্য কাজে নেমে প্রয়োজন মতো এই সময়সূচীর যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হত। চিঠির মারফতেই জেলার সরকারি বাসস্থান, ডাকবাংলো, সেচবিভাগ ও বনবিভাগের আবাসগুলি পাওয়া যেত। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রায় সর্বত্র আমাদের সমীক্ষক ও গবেষকেরা নিরাপদে কাজ করতে পেরেছেন। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ও সহৃদয়তা অর্জন করার পর দুরূহ কাজ অনেকটা সহজ মনে হত। তাঁরা ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন, আহার জুগিয়েছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে গ্রাম পর্যটন করেছেন, মূল্যবান তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হয়েছেন।

কোনো জেলায় সমীক্ষা করার সময়ে প্রথমে জেলা-সদর থেকে সমীক্ষা আরম্ভ করে ভাষাসংগ্রহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যতটা অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে চেষ্টাই করা হত। সেখান থেকে মহকুমায়, মহকুমা থেকে থানায়, থানা থেকে গ্রামে ঐ রীতি অবলম্বন করা হত। স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মচারী, বি·ডি·ও·, স্কুল-কলেজ বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে আমরা প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। গ্রাম ও ভাষাসমীক্ষায় তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লেগেছে। প্রথম সমীক্ষা শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। এ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় আমাদের গবেষকদের জন্য গাড়ি ও জ্বালানি তেলের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয় সমীক্ষা করা হয় কোচবিহার জেলায়। এখানেও জেলাশাসকের কাছ থেকে একই প্রকার সাহায্য পেয়েছি। তার পর একটু দীর্ঘস্থায়ী সমীক্ষা শুরু হয় মেদিনীপুর জেলায়, যেটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা—মোট ৩৩টি থানায় সমীক্ষা করা হয়েছে। এখানে আমাদের গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষকদের পুরো তিন মাস কাটাতে হয়। কিন্তু এত দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি গাড়ি ও জ্বালানি তেল পাওয়া সম্ভব নয়, যদিও কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য কিছুদিন ব্যয়সাধ্য গাড়ি ভাড়াও করা হয়। গাড়ির অভাবে অনেকটা পদব্রজে গিয়ে বাস ধরতে হত, কোথাও দিনে রাতে দু-তিনখানি বাস চলাচল করত। ফলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কাজে একটু শিথিলতা আসে, তাই গাড়ি ভাড়া করতে হয় এবং তখন কাজের গতি বেড়ে যায়। অনেক সময়ে অঞ্চলবিশেষের ভাষা গবেষকদের কাছে কিছু দুর্বোধ্য মনে হত, তখন স্থানীয় ব্যক্তিদের, বিশেষত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে নিয়ে শব্দ সংগ্রহ করতে হত। যেমন জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি অঞ্চল। এই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা গবেষকদের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। তখন দুজন গ্রামবাসী (দীনেশ রায় ও হরগোবিন্দ রায়) দক্ষ দোভাষীর মতো সেই সমস্ত অঞ্চলে গবেষকদের সাথী হয়েছিলেন। গ্রামজীবনে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় পূর্বে তার একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করা হত এবং গ্রামের যে-শিক্ষক আঞ্চলিক ভাষা উত্তমরূপে জানেন তাঁদের সাহায্যে (যেমন কোচবিহারের মহেশ বর্মা, মেদিনীপুরের গোপ কলেজের ছাত্রীরা) শব্দসংগ্রহ, উচ্চারণ নির্ণয় ও অর্থ ব্যাখ্যা করা হত, প্রায়ই গ্রামবাসীর মুখ থেকে এমন বাক্য সংগ্রহ করা হত যাতে

উদ্দেশ্য সফল হয়। গোপ কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের দ্বারা আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলাম। উক্ত ছাত্রী-নিবাসে, মেদিনীপুরের দূর দূর গ্রাম থেকে ছাত্রীরা আসেন, তাঁদের সাহায্যে সংগৃহীত শব্দগুলির উচ্চারণ ও অর্থ ঝালিয়ে নেওয়া হত। এই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষাও নানাভাবে আমাদের আনুকূল্য করেছিলেন। এখানে বলা দরকার যে, শব্দসংগ্রহের ব্যাপারে আমরা শিক্ষিত ও মার্জিত সমাজ যথাসম্ভব বর্জন করেছি। নিম্নবৃত্তির ব্যক্তিদের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল, তা নইলে যথার্থ আঞ্চলিক শব্দের স্বরূপ ধরা যেত না। সেই একই উদ্দেশ্যে সদরের চেয়ে মফস্বলের দিকেই কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারিত করতে হয়েছে। একালে যানবাহনাদির সুবিধা এবং বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সংবাদপত্রাদির দূর গ্রামেও প্রচার হয়েছে। ফলে দূর ও কাছের মানুষের ভাষা ও মানসিক ব্যবধান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এর ভালো মন্দ দুইই আছে। সভ্যতার অগ্রগতির একটা কুফল—গ্রামীণ জীবনধারার ব্যাপক পরিবর্তন, শহুরে শব্দের অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামের নিজস্ব শব্দ ও বাক্যপরম্পরা অতি দ্রুত মাটির গন্ধ হারিয়ে ফেলছে। আশঙ্কা হয়, সভ্যতার রথচক্র এইভাবে অগ্রসর হলে গ্রামজীবনের ভাষা ও মনের গড়ন অনেকাংশেই বিনষ্ট হবে। শ্যামল গ্রাম ক্রমেই কলকারখানার ধূমনিশ্বাসে মলিন হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জারুয়া, ওংগি, শম্পেন, সেন্টালিজ প্রভৃতি আদিবাসীরা এইভাবে সভ্যতার বলি হয়েছে। সভ্যতার ব্যাধি তাদের প্রজনন শক্তি নষ্ট করেছে। সহস্র থেকে শতক, শতক থেকে তারা ক্রমেই একক দশকে পরিণত হচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যেই তারা জীবনের মানচিত্র থেকে সরে গিয়ে ইতিহাসের পাদটীকায় ঠাঁই পাবে। সে যাই হোক, এখনও পশ্চিমবাংলার গ্রাম থেকে লোকব্যবহৃত শব্দসংগ্রহের সুযোগ আছে, আমরা সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে সেই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারলেও চেষ্টার ত্রুটি করিনি। পরবর্তী প্রজন্ম এই অপূর্ণতা পূর্ণতর করে তুলবে এই আমাদের বিশ্বাস।

বলাই বাহুল্য অর্থ লোকবলহীন গুটিকয়েক গবেষক এবং তিন চারজন উপদেষ্টার আন্তরিক চেষ্টার জন্য এই বিপুলায়তন প্রকল্পটিকে অনেকটা ঘাটে ভিড়ানো সম্ভব হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন এ কাজে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না। তাঁদের নির্দেশে গবেষকেরা এইভাবে সমস্ত প্রকল্পটিকে বিন্যস্ত করেছেন ঃ

১· যেখান থেকে শব্দগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেখানকার জেলার নাম তিনটি বর্ণ ও থানার নাম সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।[১]

২· উচ্চারণকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে তদনুযায়ী বানান রাখা হয়েছে। যথা—লেখা হয়েছে মরন, মরণ নয়।

৩· ক্রিয়াপদের যে রূপ পাওয়া গেছে সেইরূপই রক্ষা করা হয়েছে।

৪· যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তবে প্রচলিত শব্দকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

৫· মৌখিক ভাষা I.P.A.-তে সংগ্রহ করা হলেও নিখুঁতভাবে নির্দেশ করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হল না। কারণ ঠিক উচ্চারণটি I.P.A.-র সাহায্যে সর্বত্র দেখানো যায়নি। এখানে দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) ম় (m)—মেদিনীপুরের কিছু শব্দে যেমন ম়া (ma), ম়াউসি (mausi)

(খ) ণ (n)-এর উচ্চারণও লক্ষণীয়। যেমন, মেদিনীপুরের 'জাণলা', 'বণ' ইত্যাদি শব্দ।

(গ) উত্তরবঙ্গের 'স' এবং 'চ' এর রোমান হরফ ts ও cs হয়, তাও দেওয়া সম্ভব হয়নি।

(ঘ) 'ঙ' এবং 'ং' এর উচ্চারণ যেখানে একই, সেখানে আমরা মূল শব্দটিকে প্রচলিত বানানে রেখেছি।

(ঙ) 'ষ' এর আলাদা উদাহরণ নেই, তাই সেখানে 'শ' ব্যবহার করা হয়েছে।

(চ) মেদিনীপুরে (বোধহয় ওড়িয়ার প্রভাবে) কিছু কিছু এমন উচ্চারণ আছে যাকে I.P.A. হরফে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। যেমন আণ্লুনি (anluni) কেণি (keni) এই 'ণ'-এর উচ্চারণ 'ল' এবং 'ড়'-এর মাঝামাঝি (দ্রঃ "খ")।

(ছ) 'য' সবক্ষেত্রে 'জ'। যেমন যাওয়া>জাওয়া (jaoa)। উত্তরবঙ্গে জ বা জ z-র মতো উচ্চারিত হয় সেখানে মূল শব্দে 'জ়' এইভাবে লেখা হয়নি।

(জ) অনেক শব্দ পাওয়া গেছে যেগুলি বিভক্তিযুক্ত সেগুলো থেকে মূল শব্দ স্থির করা কিছু কঠিন। সেখানে মোটামুটি মূল শব্দ নির্ধারিত করে তার আগে তারকা চিহ্ন (☆) দেওয়া হয়েছে। যেমন

১। জেলা ও থানার সঙ্কেতের তালিকা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

"আখ্‌লানো" শব্দটি বাক্যসমেত পাওয়া গেছে ।—কাপড়টা আখ্‌লায়েঁ আন্ । আগ্‌রানো—ধান্ আগ্‌রিসা বা আগ্‌সানো—কাজ আগ্‌সায় না ।

কাদের কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহ করা হবে, পূর্বেই ক্ষেত্রসমীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । যাদের উচ্চারণে ত্রুটি আছে (যথা—জিহ্বার জড়তা, তোতলামি, অনুনাসিক স্বর) তাদের শব্দ সংগ্রহে নিযুক্ত কর হত না । যাদের কথায় 'হ'-কারের উচ্চারণ বেশি তাদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে । বাঙালি নয়, অথচ চৌদ্দ বছরাধিক বাঙালির আচার আচরণ ও ভাষার সঙ্গে যারা মিশে গেছে তাদের নেওয়া হয়েছে । যথা—রাজবংশী, সাঁওতাল ইত্যাদি । ব্যাকরণের বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজ গ্রামের শিক্ষককে দিয়ে করানো হয়েছে, পরে তা বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করেছেন । গ্রামের নিরক্ষর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখ থেকেই শব্দ সংগ্রহ করা হত, অর্থাৎ যাঁদের ভাষায় সভ্যতার পালিশ পড়েনি । পাঠশালা ও প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের কাছে সংগৃহীত শব্দকে অবহেলা করা হয়নি । পেশাগত ব্যক্তিদের (কামার, কুমোর, ইত্যাদি) শব্দের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । কোথাও ঝগড়া বাদানুবাদ হচ্ছে জানতে পারলে সেখানে গিয়েও শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে । যাঁরা গ্রামে গ্রামে লোকগীতি গেয়ে বেড়ান তাঁদের কাছ থেকেও অনেক শব্দ এসেছে । কীভাবে শব্দ সংগ্রহের কাজ হত তার আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দেখলেই পাঠক বুঝতে পারবেন ।

আমরা এমন অনেক শব্দ সংগ্রহ করেছি যাতে মনে হয়েছে, সেগুলি এক একটি অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে । বিশেষ উপসর্গ ও প্রত্যয়জনিত নূতনত্ব লক্ষ্য করা যাবে । যেমন অ>আ, অফলা>আফলা, আদেখিলা, আদেখা, অন্ডিম অর্থাৎ ডিম্বহীন । স্বার্থিক প্রত্যয়—অকুমারী>আকুমারী (কুমারী), আচ্ছিদ্দোর (ধূর্ত, অচ্ছিদ্র থেকে কি ? অকুমারীর সঙ্গে তুলনীয়) । পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও কিছু বাচনিক বিধি নিষেধ আছে । যেমন, আহারের সময় মেয়েরা পুরুষদের এইভাবে আহ্বান করে—আইস, অর্থাৎ খেতে এস । সরাসরি খেতে আসার কথা উত্তরবঙ্গের মেয়েলিসমাজে বড়ো একটা ব্যবহৃত হয় না । এই রকম বিচিত্র শব্দ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রায়শই আমাদের চোখে পড়েছে । আমাদের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি গ্রামের মানুষের মুখ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, কলকাতায় গবেষণা পরিষদের কক্ষে বসে তৈরি করা হয়নি । আমাদের আরো লক্ষ্য ছিল শব্দসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের একটি পূর্ণ চালচিত্র তুলে ধরা, কারণ এই অভিধানের সঙ্গে আঞ্চলিক সমাজজীবনের তথ্যসংগ্রহের প্রতি গবেষক ও শব্দসংগ্রহকারীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকত । অভিধানের শব্দ ব্যাখ্যার সঙ্গে সেই তথ্যগুলিও কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । শব্দসংগ্রহের ও বিন্যাসের রীতি এইভাবে অনুসরণ করা হয়েছে—প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত শব্দ ও তার I.P.A.-এ লিপ্যন্তরীকরণ, অর্থব্যাখ্যা, উদাহরণ, সংগ্রহস্থান জেলা ও থানা উল্লেখ করা হয়েছে । এর পর ঐ সব শব্দগুলিকে খাতায় লিখে সম্পাদনার পরবর্তী কাজ শুরু করা হয়েছে । ইংরেজি অর্থ, ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তি, তুলনীয় শব্দের cross reference এবং জেলা ও থানার সংকেত—এটি হল উদ্যোগপর্ব । তারপর ভাষাতাত্ত্বিক নির্দেশকগণ সমস্ত সংগ্রহটির পুনরায় পর্যালোচনা করেছেন । বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের পৃথক পৃথক ভাষা বৈশিষ্ট্য, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সংগৃহীত শব্দের উচ্চারণরীতি, ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে । বীরভূমে আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার, উত্তরবঙ্গে অধিকরণ কারকে "আৎ" প্রয়োগ, বাঁকুড়া জেলায় কথার মাত্রা হিসেবে "বটেক্" শব্দের বহু ব্যবহার, মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলের ভাষায় ওড়িয়ার প্রভাব, মালদহে "খোট্টা" ভাষা অর্থাৎ ভাঙাচোরা বাংলা হিন্দিশব্দের সংমিশ্রণ, বাঁকুড়ার কোনো কোনো অঞ্চলে কলিঙ্গ ব্রাহ্মণপরিবারের ওড়িয়া টান—ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ লক্ষ্য করেছেন । তাঁরা বিভিন্ন জেলার প্রান্ত ঘুরে দেখেছেন, পরিবেশ, শ্রেণীগত ও জীবনযাপনগত অভ্যাসে যে লোকজীবনে বড়ো রকমের পার্থক্য আছে তা নয় । তবে জীবনযাপনের প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক হলে আচারে-আচরণে ভাষা ও ভাবেভঙ্গিতে তার কিছু কিছু প্রভাব পড়তে পারে । ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে কাঁথি (মেদিনীপুর) অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়ি, উত্তরবঙ্গের বন্ধুর এলাকায় কাঠের বাড়ি, দক্ষিণবঙ্গে মাচার উপরে ঘরবাড়ি যেমন পৃথক, তেমনি এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে ভাষা ও বাক্যপ্রয়োগেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে । কোনো উৎসব বা মেলায়, যেখানে বহু দূর থেকে লোকজন আসে তাদের মধ্যে গিয়েও আমাদের গবেষক ও কর্মীরা শব্দ সংগ্রহ করেছেন, একের সঙ্গে অপরের ভাষাবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন । এইভাবে ভাগ্যক্রমে অল্প আয়াসে একই স্থানে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের ভাষাভঙ্গি, উচ্চারণরীতি ও জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র পাওয়া গেছে । অবশ্য মুখের উচ্চারণকে হুবহু তুলে ধরা গেছে এমন দাবি করি না । বিচিত্র উচ্চারণকে সবসময়ে I.P.A.-তে লিপ্যন্তরীকরণ করা যায় না । গ্রাম্য স্কুলের বালক-বালিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচ্চারণে নানা পার্থক্য আছে । আমাদের

গবেষকরা মাঝে মাঝে বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে শব্দ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। একবার দৈবাৎ তাঁদের মেয়েকোন্দলের সামনে পড়তে হয়েছিল। কলহ পটীয়সী গ্রাম্য বীরাঙ্গনাদের উত্তপ্ত বাগ্‌বিভূতি থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে তাঁরা বেশ কিছু ঝাঁঝালো শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। বোধ হয় ক্রোধের সময় ভাষার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে, তাই তাঁরা সে সুযোগ ছাড়তে পারেননি।

কাজটি সহজ ছিল না, সেকথা পূর্বেই বলেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এম· এ ক্লাসে পড়াতে পড়াতে সর্বানন্দের "টীকাসর্বস্ব" প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন, বাঙালির আঞ্চলিক অভিধান চাই, আঞ্চলিক শব্দের মধ্যেই বাঙালির প্রাচীন স্বরূপ লুকিয়ে আছে। তারই জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করা গেল, উপযুক্ত গবেষক ও দক্ষ কর্মীরা ভবিষ্যতে বিশাল ইমারত গড়ে তুলবেন, এইটুকুই আমাদের প্রত্যাশা।

এবার ধন্যবাদের পালা। আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার রীতি নিতান্ত কৃত্রিম প্রথাপালনমাত্র। তবু তারও প্রয়োজন আছে। পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, কত বাধা বিপত্তি ও অসুবিধের মধ্য দিয়ে আমাকে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বহুজনের কাছ থেকে যে আনুকূল্য লাভ করেছি, শুধু শুষ্ক ধন্যবাদ দিলেই যথেষ্ট হল না। প্রথমেই উল্লেখ করি দু জনের কথা, প্রাক্তন উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কাছে যখন পরিকল্পনাটি পেশ করি, তখনই তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেন, পরে নানা কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায়ই কাজটির অগ্রগতি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতেন। আর একজন—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ড· দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষকদের অভিধান সংকলনের রীতিপদ্ধতি যেন হাতে ধরে শিখিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর কতই না ভাবনাচিন্তা ছিল। পরিতাপের বিষয় অকালেই তাঁদের জীবনান্ত হয়েছে। আমাদের ক্ষোভ, উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর হাতে এ গ্রন্থ অর্পণ করতে পারলাম না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যগণের কাছ থেকে এই প্রকল্পটিকে রূপায়িত করার ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। বর্তমান উপাচার্য ড· ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয় প্রায়ই কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং প্রথম খণ্ডটি অবিলম্বে প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড· ভারতী রায় এবং সহ-উপাচার্য (অর্থ ও প্রশাসন) ড· সুনীলকুমার লাহিড়ী এই অভিধান সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণের কাছ থেকেও অভিধান সংকলন ও প্রকাশের ব্যাপারে যথাযোগ্য আনুকূল্য লাভ করেছি। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক ড· প্রণবরঞ্জন ঘোষ (সদ্যপ্রয়াত) এবং ড· উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের উৎসাহ ও সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি। এঁদের সকলের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভাগের অশিক্ষক কর্মিবৃন্দ, বিশেষভাবে শ্রী সুকুমার মিত্র ও শ্রী অরুণ বসুকেও তাঁদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মিবৃন্দের কাছ থেকে সব সময়েই প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছি। এ ব্যাপারে শ্রীরতন দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই অভিধানের জন্য শব্দ সংকলন ও অভিধান প্রকাশ সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁদের উদার হস্ত শুধু এই ক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড· অশোক মিত্র মহাশয় এই অভিধান সম্পর্কে শুধু আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, দু একটি প্রয়োজনীয় পরামর্শও দান করেছেন। তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয় গ্রামে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষণাকর্মীরা, যাদের অর্ধেকই মহিলা, যাতে রাত্রিবাসের অসুবিধায় না পড়ে সেজন্যে যথাযোগ্য নির্দেশাদি দিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা, আরক্ষা, অর্থ, পূর্ত, সেচ ও বনবিভাগ এবং জেলাস্তরে প্রশাসনবিভাগের কাছ থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ সব সময়ই প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন শিক্ষা সচিব শ্রীযুত গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ডি· আই· জি· শ্রী পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্যের আন্তরিক আচরণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তরের শ্রীভবতোষ রায় মহাশয় প্রশাসনিক ব্যাপারের সঙ্গে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অভিধান সংকলনেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের নামের তালিকা গ্রন্থশেষে সংযোজিত হয়েছে। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীদীনেশ রায়, শ্রীহরগোবিন্দ রায়, শ্রীমহেশচন্দ্র বর্মার অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি। সাংবাদিক শ্রীযুত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রকল্পটি রূপায়ণের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাঁরা সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা সমস্ত কাজটির পর্যালোচনা করেছেন, অসুবিধা দূর করেছেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। কলাবিভাগের সচিব ড· সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মতৎপরতার ফলে বাধাবিপত্তিসমূহ দূর হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিভাগীয় কাজগুলি তাঁর তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, সব সময়ে তাঁর কাছে যেতে হয়েছে এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। বাংলা পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশন বিভাগের সচিব ড· তুষারকান্তি মহাপাত্র এই প্রকল্প এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম, মুদ্রণ ও সম্পাদনায় সমস্ত উদ্বৃত্ত সময় প্রয়োগ করেছেন। এঁরা আমার সাক্ষাৎ ছাত্র, সুতরাং ধন্যবাদ দেওয়ার অবকাশ নেই।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ
গবেষণা পরিষদ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ১৯৯১

প্রতিবর্ণীকরণ
আন্তর্জাতিক ধ্বনিবর্ণমালা (I.P.A)

অ	আ	ই	উ	এ
ɔ	a	i	u	e
এ্য	এ্যা	ঐ	ও	ঔ
ɛ	æ	oi̯	o	ou̯

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
k	k^h	g	g^h	ŋ	c	c^h	j
ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ	ত	থ	দ
j^h	ʈ	ʈ^h	ɖ	ɖ^h	t	t^h	d
ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	র
d^h	n	p	p^h	b	b^h	m	r
ল	শ	স	হ	ড়	ঢ়	ং	ঁ
l	ʃ	s	h	ɽ	ɽ^h	ŋ	~

বর্তমান অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রম

অ আ ই উ এ এ্যা ঐ ও ঔ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ
ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম র ল
শ য স হ ড় ঢ় ঃ

* আনুনাসিকভাবে উচ্চারিত বর্ণের স্থান মূল বর্ণের পরে

সংকেত সূচি

ব্যাকরণ

অনুজ্ঞা—অনু
অব্যয়—অ
অসমাপিকা ক্রিয়া—অস ক্রি
ক্রিয়া—ক্রি
ক্রিয়াবিশেষণ—ক্রিবিণ
বিশেষণ—বিণ
বিশেষ্য—বি
সর্বনাম —সর্ব
অসমীয়া—অস
আদর্শবাংলা—আবা
আরবি—আ
ইংরাজি—ইং
ওড়িয়া—ও
তুর্কী—তুর্কী
দ্রাবিড়—দ্রা
পর্তুগীজ—প
পালি—পা
প্রাকৃত—প্রা
প্রাচীন বাংলা—প্রা বা
ফারসি—ফা
মধ্য বাংলা—ম বা
সাদরি— সাদরি
সাঁওতালি—সাঁও
অস্ট্রিক শব্দাবলী—অস্ট্রিক
আনুমানিক — ☆
তুলনীয়—তু

গ্রন্থ

উদ্ভিদ অভিধান—উ অ
কাঁচের কাঞ্চনমালা—কাঁচ
গোলকনাথ বসু
চর্যাপদ—চর্যা
চলন্তিকা—চল
রাজশেখর বসু
দোহাকোষ—দোহা
বাংলাদেশের আঞ্চলিক—আঞ্চলি
ভাষার অভিধান
লৌকিক শব্দকোষ—লৌকিক
কামিনীকুমার রায়
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীকৃষ্ণ
সোণার পাথরবাটি—সোণা
গোলকনাথ বসু

A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Language..
by R. L. Turner – Turner

Campbell's English-Santali Dictionary
Edited by R. M. Macphail
– Campbell

Campbell's Santali-English Dictionary
Edited by R. M. Macphail
– Mac

গ্রন্থকার

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—দাস
সুকুমার সেন (লিখিত বই)—সেন
সুকুমার সেন (মৌখিক অভিমত)-–সু সেন
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—চট্টো
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বন্দ্যো

জেলা নামের সংকেত

কোচবিহার	— কোচবি
চব্বিশপরগনা	— চব্বিশ
জলপাইগুড়ি	— জলপা
দার্জিলিং	— দার্জিলি
নদীয়া	— নদীয়া
পশ্চিমদিনাজপুর	— পদিনা
পুরুলিয়া	— পুরুলি
বর্ধমান	— বর্ধমা
বাঁকুড়া	— বাঁকুড়া
বীরভূম	— বীরভূ
মালদহ	— মালদা
মুর্শিদাবাদ	— মুর্শিদা
মেদিনীপুর	— মেদিনী
হাওড়া	— হাওড়া
হুগলি	— হুগলি

থানা নামের সংখ্যাসূচক সংকেত

কোচবিহার

কোচবিহার-১
তুফানগঞ্জ-২
দিনহাটা-৩
মাথাভাঙা-৪
মেখলিগঞ্জ-৫
শীতলকুচি-৬
সীতাই-৭
হলদিবাড়ি-৮

চব্বিশ পরগনা

আমডাঙ্গা-১
আমতলা-২
আলিপুর-৩
কাকদ্বীপ-৪
কাঁচড়াপাড়া-৫
কুলতলি-৬
কুলপি-৭
ক্যানিং-৮
খড়দহ-৯
গাইঘাটা-১০
গোসাবা-১১
জগদ্দল-১২
জয়নগর-১৩
টিটাগড়-১৪
ডায়মণ্ডহারবার-১৫
দেগঙ্গা-১৬
নামখানা-১৭
নৈহাটি-১৮
পাথরপ্রতিমা-১৯
ফলতা-২০
বনগাঁ-২১
বসিরহাট-২২
বাগদা-২৩
বাদুড়িয়া-২৪
বারাসাত-২৫
বারুইপুর-২৬
বাসন্তী-২৭
বিষ্ণুপুর-২৮
ব্যারাকপুর-২৯
ভাঙ্গড়-৩০
মগরাহাট-৩১
মথুরাপুর-৩২
মন্দিরবাজার-৩৩
সাগরদ্বীপ-৩৪
সোনারপুর-৩৫
স্বরূপনগর-৩৬
হাবড়া-৩৭
হাসনাবাদ-৩৮
হেলেঞ্চা-৩৯

জলপাইগুড়ি

আলিপুরদুয়ার-১
কুমারগ্রাম-২
জলপাইগুড়ি-৩
ধূপগুড়ি-৪
নাগরাকাটা-৫
ফালাকাটা-৬
ময়নাগুড়ি-৭
মাদারিহাট-৮
মালবাজার-৯
রাজগঞ্জ-১০

দার্জিলিং

খড়িবাড়ি-১
নকশালবাড়ি-২
ফাঁসিদেওয়া-৩
শিলিগুড়ি-৪

নদীয়া

করিমপুর-১
কালীগঞ্জ-২
কৃষ্ণগঞ্জ-৩
কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি-৪
চাকদহ-৫
চাপড়া-৬
তেহট্ট-৭
নবদ্বীপ-৮
নাকাশিপাড়া-৯
রানাঘাট-১০
শান্তিপুর-১১
হরিণঘাটা-১২
হাঁসখালি-১৩

পশ্চিম দিনাজপুর

ইটাহার-১
ইসলামপুর-২
করণদীঘি-৩
কালিয়াগঞ্জ-৪
কুমারগঞ্জ-৫
কুশমুণ্ডি-৬
গঙ্গারামপুর-৭
গোয়ালপুকুর-৮
চোপড়া-৯
তপন-১০
বংশীহারী-১১
বালুরঘাট-১২
রায়গঞ্জ-১৩
হিলি-১৪
হেমতাবাদ-১৫

পুরুলিয়া

আদ্রা-১
আরশা-২
কাশীপুর-৩
জয়পুর-৪
ঝালদা-৫
নিতুরিয়া-৬
পাড়া-৭
পুঞ্চা-৮
পুরুলিয়া-৯
বরাভূম বরাবাজার-১০
বলরামপুর-১১
বাঘমুণ্ডি-১২
বান্দোয়ান-১৩
মানবাজার-১৪
রঘুনাথপুর-১৫
সাঁতুড়ি-১৬
হুড়া-১৭

বর্ধমান

অণ্ডাল-১
আউসগ্রাম-২
আসানসোল-৩
কাঁকসা-৪
কাটোয়া-৫
কালনা-৬
কেতুগ্রাম-৭
কুলটি-৮
খণ্ডঘোষ-৯
গলসী-১০
চিত্তরঞ্জন-১১
জামালপুর-১২
জামুড়িয়া-১৩
পূর্বস্থলী-১৪
ফরিদপুর-১৫
বর্ধমান-১৬
বার্নপুর-১৭
বারাবনি-১৮
বুদবুদ-১৯
ভাতার-২০
মঙ্গলকোট-২১
মন্তেশ্বর-২২
মেমারি-২৩
রানীগঞ্জ-২৪
রায়না-২৫
সালানপুর-২৬

বাঁকুড়া

ইন্দপুর-১
ইন্দাস-২
ওন্দা-৩
কোতুলপুর-৪
খাতড়া-৫
গঙ্গাজলঘাটি-৬
ছাতনা-৭
জয়পুর-৮
তালডাংরা-৯
পাত্রসায়ার-১০
বড়জোড়া-১১
বাঁকুড়া-১২
বিষ্ণুপুর-১৩
মেজিয়া-১৪
রাইপুর-১৫
রানীবাঁধ-১৬
শালতোড়া-১৭
সিমলাপাল-১৮
সোনামুখী-১৯

বীরভূম

ইলামবাজার-১
খয়রাশোল-২
দুবরাজপুর-৩
নলহাটি-৪
নান্নুর-৫
বোলপুর-৬
ময়ূরেশ্বর-৭
মহম্মদবাজার-৮
মুরারই-৯
রাজনগর-১০
রামপুরহাট-১১
লাভপুর-১২
সাঁইথিয়া-১৩
সিউড়ি-১৪

মালদহ

ইংরেজবাজার-১
কালিয়াচক-২
খড়বা-৩
গাজল-৪
চাঁচল-৫
বামনগোলা-৬
মানিকচক-৭
মালদা (পুরানো মালদা)-৮
রতুয়া-৯
হবিবপুর-১০
হরিশ্চন্দ্রপুর-১১

মুর্শিদাবাদ

কাগ্রাম-১
কান্দি-২
খড়গ্রাম-৩
জঙ্গীপুর-৪
জলঙ্গী-৫
জিয়াগঞ্জ-৬
ধুলিয়ান-৭
ডোমকল-৮
নওদা-৯
নবগ্রাম-১০
ফরাক্কা-১১
বরঞা-১২
বহরমপুর-১৩
বেলডাঙা-১৪
ভগবানগোলা-১৫
ভরতপুর-১৬
রঘুনাথগঞ্জ-১৭
রানীনগর-১৮
লালগোলা-১৯
লালবাগ-২০
সাগরদীঘি-২১
সামসেরগঞ্জ-২২
সুতি-ঔরঙ্গাবাদ-২৩
হরিহরপাড়া-২৪

মেদিনীপুর

এগরা-১
কাঁথি-২
কেশপুর-৩
কেশিয়ারি-৪
খড়্গপুর-৫
খেজুরি-৬
গড়বেতা-৭
গোপীবল্লভপুর-৮
গোয়ালতোড়-৯
ঘাটাল-১০
চন্দ্রকোনা-১১
জামবনী-১২
ঝাড়গ্রাম-১৩
ডেবরা-১৪
তমলুক-১৫
দাঁতন-১৬
দাসপুর-১৭
দীঘা-১৮
নন্দীগ্রাম-১৯
নয়াগ্রাম-২০
নারায়ণগড়-২১
পটাশপুর-২২
পাঁশকুড়া-২৩
পিংলা-২৪
বিনপুর-২৫
ভগবানপুর-২৬
ময়না-২৭
মহিষাদল-২৮
মেদিনীপুর-২৯
মোহনপুর-৩০
রামনগর-৩১
শাঁকরাইল-৩২
শালবনি-৩৩
সবং-৩৪
সুতাহাটা-৩৫
হলদিয়া-৩৬

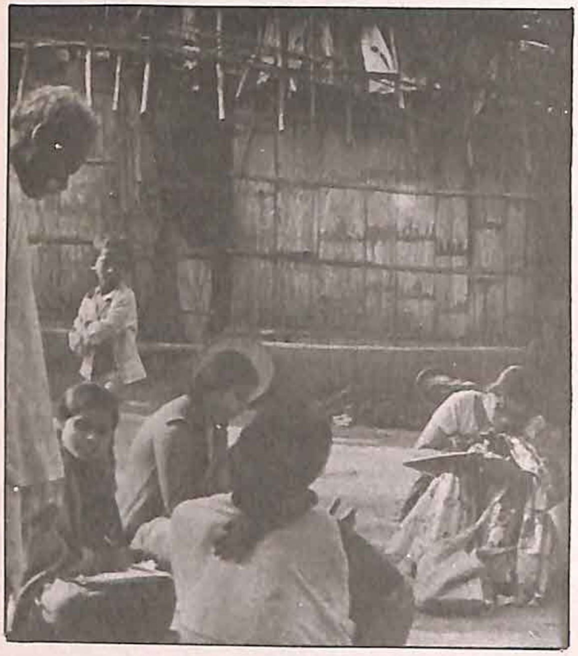
হাওড়া

আমতা-১
উদয়নারায়ণপুর-২
উলুবেড়িয়া-৩
জগাছা-৪
ডোমজুড়-৫
পাঁচলা-৬
বাউড়িয়া-৭
বাগনান-৮
বালি-৯
শ্যামপুর-১০
সাঁকরাইল-১১
হাওড়া-১২

হুগলি

আরামবাগ-১
উত্তরপাড়া-২
কোন্নগর-৩
খানাকুল-৪
গোঘাট-৫
চণ্ডীতলা-৬
চুঁচুড়া-৭
জাঙ্গীপাড়া-৮
তারকেশ্বর-৯
দাদপুর-১০
ধনিয়াখালি-১১
পাণ্ডুয়া-১২
পুড়শুড়া-১৩
পোলবা-১৪
বলাগড়-১৫
মগরা-১৬
শ্রীরামপুর-১৭
সিঙ্গুর-১৮
হরিপাল-১৯

ক্ষেত্র সমীক্ষার চিত্রাবলী










অংখিলি

অঁ ɔ̃ বি লোম fleece (বীরভূ ৭) <★রোঁ <সং লোমন্, রোমন্

অআ[১] ɔɑ ক্রি রোয়া, রোপণ করা to sow (জলপা ৩) <রোয়া <সং রোপ-

অআ[২] ɔɑ অ ওগো, প্রণয়সূচক সম্বোধন an address of endearment between husband and wife অআ অউমা আইস—ওগো এদিকে এস (মেদিনী ২২)

অই ɔi̯ সর্ব ওই that ~**গুলো** ওইগুলো those (চব্বিশ ২১) তু ওই <সং ★অবৎ+হি

অঁইঠা ɔ̃i̯ʈ^{h}ɑ বিণ এঁটো left over after eating (মেদিনী ৩১) <সং আমৃষ্ট-

অইদ্‌কে ɔi̯dke ক্রিবিণ ওইদিকে that way উ অইদ্‌কে গেল—সে ওইদিকে গেল (মেদিনী ২৬ মালদা ৯) <সং ★অবৎ +দিক্

অইদ্যাচারি ɔidæcɑri বি, বিণ অত্যাচারী tyrant, tyrannical অইদ্যাচারির টুটি টিপিয়া ধরির পারিবে কায়—অত্যাচারীর টুটি টিপে ধরতে কে পারবে (জলপা ৭) <সং অত্যাচারী

অইন্‌ন্যায় ɔinnæe̯ বি অন্যায় injustice (জলপা ৭) <সং অন্যায়

অইনং ɔi̯nɔŋ বিণ ওইরূপ like that অ্যালায় মুই অইনং বাড়ি তৈয়ার করবার না পারুম্—এখন আমি ওইরূপ বাড়ি তৈরি করতে পারব না (কোচবি ৮) <সং ★অব +আ রক্‌ম্ তু ওইরকম

অইল-থইল ɔi̯lɔ-t^{h}ɔi̯lɔ বিণ এলোমেলো dishevelled মাথাটা অইল-থইল হয়ে আছে—মাথাটা (মাথার চুলগুলো) এলোমেলো হয়ে আছে (মুর্শিদা ২১) <আলু +থালু (অনু শব্দ) (বন্দ্যো)

অইলো-মইলো ɔi̯lo-moi̯lo বিণ এলোমেলো unkempt চুলগুলো অইলো-মইলো হঁয়ে আছে—চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে (বীরভূ ৭) <সং আকুল- +★মেলাপিত

অউ ɔu সর্ব এই this (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪) অউ বইটা—এই বইটা (মেদিনী ২৬) <সং এতদ্+হি

অউমা ɔumɑ ক্রিবিণ দ্র অউমুআ (মেদিনী ৬, ২২, ২৬, ৩৪) অউমা আইস—এইদিকে এস (মেদিনী ২২)

অউমুআ ɔumuɑ ক্রিবিণ এইদিকে in this direction (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪) অউমুআ আইল কেনি—এদিকে এলে কেন ? (মেদিনী ৬) <এইমুখে

অউল্ ɔul ক্রি এলে have come হাতা কব্ অউল্ —এখানে কবে এলে (পদিনা ২) <আইল <সং আয়াত-

অঁএ ɔ̃e সর্ব উনি he অঁএ আইচ্যা—উনি এসেছেন (পদিনা ১০) <ওঁহি <সং ★অব- (সু সেন)

অওয়া ɔo̯ɑ বি রোয়া sowing (জলপা ৩) <সং রোপ-

অং[১] ɔŋ বি রঙ colour (বর্ধমা ৫ জলপা ৭ মুর্শিদা ১৪ মালদা ৪ পদিনা ১০ মেদিনী ২৩) <সং রঙ্গ

অং[২] ɔŋ বি প্রেম love অং লাগায়েছে দুজনাতে—দুজনে প্রেম হয়েছে (বীরভূ ১২) <সং রঙ্গ

অং[৩] ɔŋ বি আলতা lac-dye used by the Hindu women (excepting widows) to paint the borders of their feet (জলপা ৭ পদিনা ১০ বর্ধমা ৫ মালদা ৪ মুর্শিদা ১৪) দ্র অং[১]

অংওড়ি ɔŋoɽi বি আংটি a ring (নদীয়া ৭) <সং অঙ্গুষ্ঠ-

অংখিলি ɔŋk^{h}ili বিঁ কীলক [কাঠের বা ধাতুর গোঁজ যা গরুর গাড়ির চাকা আটকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়] a wedge used to fix a wheel of a bullock-cart (নদীয়া ৭) <সং অঙ্গকীলক

অংগা ɔŋgɑ বি জামা garment for the upper part of the body (মেদিনী ৯) <আঙ্গরাখা

অংঠ্যৈ ɔŋʈ^{h}ɛ̃ অসক্রি ঠেস দিয়ে (to sit) with some support অংঠ্যৈ বসা—ঠেস দিয়ে বসা (মেদিনী ৫ পুরুলি ৭) <সং অংস-স্থিত

অংঢং ɔŋɖ^{h}ɔŋ বি কৃত্রিম চালচলন affectation (কোচবি ৩) <সং রঙ্গ+ঢঙ্গ

অংদিশুলি ɔŋdiʃuli বি রঙিন দেশলাই a match-stick emitting different colour when lighted (মুর্শিদা ৯) <সং রঙ্গ+দীপশলাক-

অংসা ɔŋsɑ ক্রি খোঁজা to search (কোচবি ৮ জলপা ৭) <সং রংহস্ 'speed'

অক্[১] ɔk সর্ব ওকে to him (জলপা ১০) <সং ★অব-

অক্[২] ɔk বি রগ, শিরা vein (জলপা ১০) <ফা রগ্

অক্[৩] ɔk বি কপালের পার্শ্বভাগ temple (জলপা ১০) দ্র অক্[২]

অক্কর্ ɔkkɔr বি অক্ষর a letter of an alphabet (কোচবি ৬) <সং অক্ষর

অক্‌খড়্যা ɔkk^{h}ɔɽæ বিণ এবড়োখেবড়ো, বন্ধুর uneven অক্‌খড়্যা রাস্তা—এবড়োখেবড়ো পথ (মেদিনী ২০)

অক্‌খন্ ɔkk^{h}ɔn বি অসময়, অশুভ সময় inauspicious time (চব্বিশ ৩৮) <অ+ক্ষণ

অক্‌খন্ দিন ɔkk^{h}ɔn din বি মাসের প্রথম দিন the first day of a month [মাসের প্রথম দিন যাত্রা নিষিদ্ধ ; কারণ অগস্ত্য ঋষি পয়লা তারিখে (ভাদ্রের) যাত্রা করে আর ফেরেন নি] (চব্বিশ ৩৮) দ্র অক্‌খন্

অক্‌খয় তিতিয়া ɔkk^{h}ɔe̯ titiɑ বি অক্ষয় তৃতীয়া [বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব অনুসারে এইদিন



অক্শা

থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয় ; স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্ত্যে আগমনও ঘটে এই দিন। এই পুণ্যদিনে কর্মফলের কোনো ক্ষয় হয় না—এই লোকবিশ্বাসে দানাদি পুণ্যকর্ম এদিন প্রভূত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ব্যবসায়ী এই শুভদিনে নতুন খাতা করেন] the third day of the bright half of *Vaiśākha*, the first month of the Bengali calendar. As the *śatya-yuga* started on the day it ensures permanency to actions then performed (কোচবি ৬) <সং অক্ষয় তৃতীয়া

অক্খানু ɔkkʰɑnu ক্রিবিণ এখনই, এই মুহূর্তে at a particular moment অক্খানু আছি, অক্খানু নাই—এই আছি, এই নাই (মেদিনী ২০)

অক্টু ɔkṭu বিণ একটু, অল্প পরিমাণ a little (মেদিনী ৮) <একটু

অক্ড়া ɔkṛɑ বি এক প্রকার কণ্টকময় ফলের গুল্ম urena lobata (দার্জিলি ২) <*উৎকণ্টক (সেন)

অক্ত¹ ɔktɔ বি রক্ত blood [পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষর নরনারীর অধিকাংশের উচ্চারণে পাওয়া যায়] <সং রক্ত **~খান** ~ বি রক্তটুকু a little blood (পদিনা ১) <সং রক্ত+খণ্ড

অক্ত² ɔktɔ বি সময় time (মেদিনী ২০) <ফা বক্ত

অক্তো ɔkto বি দ্র অক্ত¹ (মেদিনী ২০, হাওড়া ১)

অক্বকাঁই ɔkbɔkãi̯ ক্রিবিণ গোগ্রাসে to gobble (a hurried meal) উ অকবকাঁই খাছে—সে গোগ্রাসে গিলছে (পুরুলি ১২) দ্র অক্বকানো¹

☆**অক্বকানো¹ ɔkbɔkɑno** ক্রি ছটফট করা, ব্যস্ততা প্রকাশ করা to fidget অক্বকাছিস ক্যানে—ছটফট করছিস কেন (পুরুলি ১৪) তু আঁকুবাঁকু (সু সেন)

☆**অক্বকানো² ɔkbɔkɑno** ক্রি ব্যস্ত হওয়া to be busy (with) অক্বকিস্ না—ব্যস্ত হস্ না বা তাড়াহুড়ো করিস্ না (পুরুলি ১৪) তু আঁকুবাঁকু

অক্বকি ɔkbɔki বিণ অস্থির, ভারাক্রান্ত restless, encumbered মোর মনটা অক্বকি লাগেইসাহি—আমার মন বিষাদগ্রস্ত অথবা ভারাক্রান্ত লাগছে (পুরুলি ২)

অক্রা ɔkrɑ সর্ব তাকে him অক্রা আজ মারবে কোর্বোই—তাকে আজ মারবই মারব (পুরুলি ৯) দ্র অক্¹

☆**অক্লানো ɔklɑno** ক্রি আঁকড়ে ধরা to hold tightly অক্লা—আঁকড়ে ধর্ (পদিনা ১) তু আগলানো <সং অর্গল-

অক্শা ɔkʃɑ বি গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরাবার কাজে ব্যবহৃত কামারের যন্ত্র [অনধিক তিন ফুট লম্বা একটি কাঠের লাঠিতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লোহার আংটা পরিয়ে এটি তৈরি হয়] an instrument used to fit the girth to the wheel of a bullock-cart (পদিনা ১০) তু আঁকশি <আকর্ষি

অক্সিজা¹ ɔksijɑ বিণ অল্প পাকা not properly ripe অক্সিজা আম—আধপাকা আম (মেদিনী ১৪) <সং রূক্ষ-সিধ্য-

অক্সিজা² ɔksijɑ বিণ দরকচা, ঠিকমতো সিদ্ধ হয় নি এবং হবে না এমন half-baked অক্সিজা বাগন—দরকচা বেগুন (মেদিনী ১৪) <সং রূক্ষ-সিধ্য-

অকন্ ɔkɔn ক্রিবিণ এখন at the present time অকন্ সে নাই—এখন সে নাই (বর্ধমা ২) তু এখন <সং এতৎ+ক্ষণ

অকব্বা ɔkɔbbɑ বিণ অকর্মণ্য inefficient (মেদিনী ২০) <সং অকর্মক-

অকম্ম¹ ɔkɔmmɔ বি অপকর্ম a mischief অকম্ম কোইর্যা ব্যাড়ায়—অপকর্ম করে বেড়ায় (মেদিনী ২৬) <সং অকর্মক-

অকম্ম² ɔkɔmmɔ বি অপ্রয়োজনীয় কাজ a useless act অকম্ম কোইর্যা লাভটা কি ?—প্রয়োজনহীন কাজ করে লাভ কি ? (মেদিনী ২২) দ্র অকম্ম¹

অকম্মা ɔkɔmmɑ বিণ দ্র অকব্বা (কোচবি ৬)

অকম্মিয়া ɔkɔmmiɑ বি অকর্মণ্য ব্যক্তি a good for nothing fellow অকম্মিয়ার ধাড়ি—খুবই অপদার্থ (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৩৪, ৩৫) দ্র অকম্মা



অকড়া

অকম্মিয়্যা ɔkɔmmiæ দ্র অকম্মিয়া (মেদিনী ২৬)

অকর্ ɔkɔr সর্ব তার, ওর his, its (পুরুলি ২, ৫) তু উহার দ্র অক্¹

অকল্ খেলা ɔkɔl kʰælɑ বি পাঁচগুটি খেলা [পাঁচটি নুড়ি (পাথরের ছোট টুকরো) নিয়ে সাধারণত গ্রামের কিশোরীরা এই খেলা খেলে। দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিগত দক্ষতাই এই খেলায় বিচার্য হয়। খেলার প্রতিটি 'পাটি' চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে প্রতিযোগী পাঁচটি 'গুটি' (বা নুড়ি) হাতে নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। তারপর যে-কোনো একটিকে নিয়ে অন্তত ছ'ইঞ্চি উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতায় অন্য গুটি স্পর্শ না

করে যে-কোনো একটিকে তুলে নিয়ে শূন্যে থাকা গুটিটিকে ধরে। এবার হাতে থাকা একটি গুটি ছুঁড়ে দিয়ে একই প্রক্রিয়ায় আর একটি গুটি তুলে নিয়ে শূন্যে থাকা গুটিটি ধরে। এইভাবে সবগুলি গুটিকে হাতে আনতে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি করে গুটি একসঙ্গে, তৃতীয় পর্যায়ে একসঙ্গে তিনটি ও পরে একটি এবং চতুর্থ পর্যায়ে চারটি গুটি একসঙ্গে তুলতে হয়। প্রতি পর্যায় তিনবার করে খেলে শেষ করলে একটি 'পাটি' (বাঁকুড়া ৪)।

অথবা আবার গুটিগুলিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরপর হাতের উল্টো ও সোজা দু পিঠে ধরতে হয়। যতগুলি গুটি এভাবে ধরা পড়ে সেই সংখ্যা প্রতিযোগী-বিশেষের অর্জন। খেলার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। খেলা শেষে 'পাটি'র সংখ্যা অথবা অর্জিত সংখ্যার যোগফল জয়-পরাজয় সূচিত করে। এই খেলায় গুটি তোলার সময় অন্য গুটি স্পর্শ করলে বা ছোঁড়া গুটি ধরতে না পারলে প্রতিযোগীর 'দান' নষ্ট হয় অর্থাৎ পরবর্তী প্রতিযোগী খেলার সুযোগ পায়। অথবা একটি 'দান' সম্পূর্ণ হলে অন্যে 'দান' পায়] a kind of sedentary game played by country girls with five pebbles (মেদিনী ২২)

অকল্ গ্যান্ ɔkɔl gæn বি ভালমন্দ বোধশক্তি sense of good and bad (পদিনা ৮) <আ অক্‌ল্+সং জ্ঞান

অকল্ চৌ ɔkɔl cou̯ বি আক্কেল দাঁত wisdom tooth (পদিনা ৯) <আ অক্‌ল্

অকাই ɔkai̯ বি বমি vomit (পুরুলি ১১, ১৫) <উদ্‌গতি ; ~ **আসা** বমনেচ্ছা অনুভব করা to feel nausea ~ **করা** বমি করা to vomit

অকাইট্ট ɔkaiṭṭɔ বিণ অকাট্য irrefutable (মেদিনী ২৭) <সং অকাট্য

অকাইতর্ ɔkai̯tɔr বিণ অকাতর unperturbed (মেদিনী ২৭) <সং অকাতর

অকাজি ɔkaji বিণ কাজের অনুপযুক্ত inefficient (মেদিনী ২৭ কোচবি ৬) <সং অকার্য-

অকাজিয়া ɔkajia বি কুকার্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি a mischief-monger (জলপা ৭ কোচবি ৬) দ্র অকাজি

অকাজ্জিয়া ɔkajjia দ্র অকাজি (জলপা ৪)

অকাজুয়া ɔkajua বিণ অকর্মণ্য inefficient (পদিনা ১০ জলপা ৭) <সং অকার্য-

অকাজ্জুয়া ɔkajjua বিণ দ্র অকাজুয়া (জলপা ৭)

অকাটা ɔkaṭa বিণ কাজের অনুপযুক্ত good-for-nothing (জলপা ৭) তু আকাট <অবহট্‌ঠ অক্কট্ট (ODBL)

অকাম্[১] ɔkam বি অপকর্ম a misdeed (জলপা ৭) <সং অকর্ম-

অকাম্[২] ɔkam বি অপ্রয়োজনীয় কাজ a redundant job (জলপা ৭) <সং অকর্ম-

অকামা[১] ɔkama বিণ দ্র অকাটা (পদিনা ৪) <সং অকর্মা ~ **কাজ** অপ্রয়োজনীয় কাজ an ineffectual act<সং অকর্ম



অকল্ খেলা

অকামা[২] ɔkama বিণ কামানো বা বিষ দাঁত ভাঙা হয় নি এমন (সাপ) (a snake) whose poisonous fang has not been taken out (হাওড়া ১)

অকায় ɔkae̯ বি বমি vomit (বাঁকুড়া ১, ৮) দ্র উগ্‌রি <সং উদ্‌গতি ; বা <অক্ (<ওয়াক্)+

অকারা ɔkara বিণ আকাঁড়া, তুষযুক্ত, পুরোপুরি তুষহীন নয় এমন (চাল) not fully husked (পদিনা ৯)<অ+কাঁড়া (<সং কাণ্ড)+আ তু মবা আকাণ্ডা <সং অখণ্ড+কাণ্ড (সেন)

অকির্‌শি ɔkirʃi বিণ অকর্ষিত unploughed (কোচবি ৭) <সং অকৃষি-

অকুম্‌টা ɔkumṭa বিণ অবিবাহিত [অবজ্ঞা প্রকাশক] unmarried (কোচবি ৩) <সং কুমারী+ –টীকা

অকুম্‌ঠা ছাওয়া ɔkumṭʰa cʰao̯a বি যে বালকের পিতৃত্ব অন্যে স্বীকার করেছে [কোনো অবিবাহিতা নারী অন্তঃসত্ত্বা হলে তার পিতাকে কন্যা ত্যাগ করতে হয় ; নতুবা তার সমাজচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সেই নারীকে বিবাহ করে ভাবী পুত্রের পিতৃত্ব স্বীকার করলে সেই পুত্রকে 'অকুম্‌ঠা ছাওয়া' বলা হয়] fatherhood of a child of an unwed mother accepted by one other than the real progenitor (কোচবি ৩) দ্র অকুম্‌টা

অকুম্‌ড়ি ɔkumṛi বি কুমারী a virgin (কোচবি ৩) <অ-কুমারী দ্র অকুমাড়্

অকুমাড়্ ɔkumaṛ বি অবিবাহিত a bachelor (জলপা ৭ বাঁকুড়া ৮ দার্জিলি ৪) <অ+সং কুমার

অকুমাড়ি ɔkumaṛi বি দ্র অকুম্‌ড়ি (বীরভূ ৮)

অকুমারি ɔkumari বি কুমারী [অবিবাহিতা দশম-দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা] an unmarried girl below teens (জলপা ১, ৩)

অকুমোড়ি ɔkumoṛi বি দ্র অকুম্‌ড়ি (কোচবি ৩)

অকুয়াড়া ɔkuaṛa বি দ্র অকুমাড়্ (পদিনা ২)

অকুয়াড়ি ɔkuaṛi বি কুমারী দ্র অকুম্‌ড়ি (পদিনা ২)

অকুস্যাৎ ɔkusæt ক্রিবিণ অকস্মাৎ suddenly (মেদিনী ১৭) <সং অকস্মাৎ

অকে ɔke সর্ব ওকে him (হুগলি ৪ বর্ধমা ২ মুর্শিদা ১০) <উহাকে

অকেজুয়া ɔkejua বি কাজের অনুপযুক্ত ব্যক্তি inefficient



অখ্‌রা

person (জলপা ৭) <সং অকার্য-, -উক

অঁকোবোঁকাই ɔ̃kobõkai̯ বিণ অস্থির restive (পুরুলি ১৩) দ্র অক্‌বকানো

অকোমারি ɔkomari বি দ্র অকুম্‌ড়ি (পদিনা ১৫)

অকোয়ারা ɔkoara বি দ্র অকুমাড়্ (পদিনা ২)

অকোয়ারি ɔkoari বি দ্র অকুম্‌ড়ি (পদিনা ২)

অকোল্-পাকোল্ ɔkol-pakol দৈহিক অস্বস্তি অনুভব, বমি-বমি ভাব feeling of nausea (বর্ধমা ২) <আকুল+ব্যাকুল

অকোল্‌লেয়ান্ ɔkollean বি অকল্যাণ misfortune (জলপা ৭) <সং অকল্যাণ

অখ্‌ড়া ɔkʰɽa বি ভাতের ফেন gruel (পদিনা ১) <সং উদ্‌গার

অখ্‌রা ɔkʰra বি চোরকাঁটা spear grass (কোচবি ৩) < সং কট 'grass, twist of straw'

অখঁ ɔkʰɔ̃ ক্রিবিণ এখন at the present time অখঁ আর সেদিন নাই—এখন আর সেদিন নেই (মেদিনী ১৯)

অখচ্চর্ ɔkʰɔccɔr বিণ একাকার, নোংরা, অপরিষ্কার not cleaned (কোচবি ৩) <সং কচ্চর

অখন্ ɔkʰɔn ক্রিবিণ এখন দ্র অখঁ অখন্ সে মহারাটা যাএটে—এখন সেই মেয়েছেলেটা যাচ্ছে (মেদিনী ৮, ২০, ৩৪) তু এখন <সং এতৎ+ক্ষণ ~ **কার্** বিণ এখনকার of the present time (মেদিনী ৬)

অখঁন্‌কার্ ɔkʰɔ̃nkar বিণ দ্র অখন্ (মেদিনী ২৬)

অখরা ɔkʰɔra বি দ্র অখ্‌রা (জলপা ৭)

অখঁল্ ɔkʰɔ̃l ক্রিবিণ দ্র অখন্ (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪) অখঁল্ কাইনু আইলু র‍্যা—এখন কোথা থেকে এলি রে ? (মেদিনী ২৩)

অখাইদ্দো ɔkʰaiddo বিণ অখাদ্য inedible (জলপা ৭) <সং অখাদ্য

অখাইল্ ɔkʰail বিণ দ্র অখাইদ্দো (জলপা ৭)

অখাইল্ দণ্ড[1] ɔkʰail dɔnɖɔ বি অকারণে শাস্তি undue punishment (জলপা ৭)

অখাইল্ দণ্ড[2] ɔkʰail dɔnɖɔ বি আক্কেল সেলামি price paid for folly (জলপা ৭) <আ অকল্+সং দণ্ড

অখুন্‌কাই ɔkʰunkai ক্রিবিণ এখনই forthwith (মালদা ১১) <সং এতৎ+ ক্ষণ+কৃত

অখেউকা ɔkʰeu̯ka বিণ সর্বভুক omnivorous (বাঁকুড়া ১০) তু পূর্বী আখাওক্কা <সং খাদক

অখেজো ɔkʰejo বিণ পাজি, দুষ্টবুদ্ধি, বদ wicked (চব্বিশ ৩১) <আ আখ্‌জ্

অখেব্বো ɔkʰebbo বিণ বিশ্রী uncouth (হাওড়া ১০) <আ খ·বীস

অগ্‌গোগড়া ɔggogɔɽa বি বুকের পাঁজরের হাড় ribs লাথি মেরে অগ্‌গোগড়া ভেঙে দুবো—লাথি মেরে বুকের পাঁজরের হাড় ভেঙে দেব (হাওড়া ৮) তু পূর্বী আগাগুড়া

অগ্‌গ্রাজ্জো ɔggrajjo বি অবজ্ঞা disregard (জলপা ৭) <সং অগ্রাহ্য

অগ্‌ঘান্ ɔggʰan বি অগ্রহায়ণ the eighth month of the Bengali calendar (মেদিনী ৮, ১২ বর্ধমা ৫) <সং অগ্রহায়ণ

অগ্‌ঘেন্ ɔggʰen বি দ্র অগ্‌ঘান্ (বর্ধমা ১৮)

☆**অগ্‌ড়ানো ɔgɽano** রগড়ানো to rub (নদীয়া ৯) <সং রঙ্গ+বৃত্ত-

অগ্‌রন্ ɔgrɔn বি দ্র অগ্‌ঘান্ (চব্বিশ ৩৭)

অগ্‌রা[1] ɔgra বি জাবনা, গরুর খাদ্য cattle-feed (পদিনা ২)

অগ্‌রা[2] ɔgra বি ভাতের ফেন gruel (পদিনা ২) দ্র অখ্‌ড়া

অগ্‌রাজ্জো ɔgrajjo বি অগ্রাহ্য disregard, neglect (জলপা ৭) <সং অগ্রাহ্য

অগ্‌রান্ ɔgran বি দ্র অগ্‌রন্ (কোচবি ৩)

অগ্‌রামেটে ɔgrameʈe বি একপ্রকার মোটা আমন ধান অথবা তার চাল a kind of course autumn rice (হাওড়া ১) তু অবহট্‌ঠ ওগ্গর <সং উগ্র+★মুট

অগ্‌লা ɔgla ক্রি বমি করা to vomit (জলপা ১) <সং উদ্‌গার

অগ্‌লে ɔgle অসক্রি বমি করে vomiting (কোচবি ৫) দ্র অগ্‌লা

অগড়ম্-বগড়ম্ ɔgɔɽɔm-bɔgɔɽɔm বি অপ্রাসঙ্গিক প্রচুর কথা, অর্থহীন অজস্র বাক্য a verbose speech (কোচবি ৮) <সং অকৃত+বিকৃত, বাগাড়ম্বর (বন্দ্যো)

অগত্ ɔgɔt ক্রিবিণ অগ্রে, আগে prior (পদিনা ৮) <সং অগ্র<-অন্ত

অগন্ ɔgɔn বি দ্র অগ্‌ঘান (দার্জিলি ২)

অগর্-বগর্ ɔgɔr-bɔgɔr বিণ অর্থহীন (কাজ) meaningless (job) (কোচবি ৪) তু হি অগড়-বগড় দ্র অগড়ম্-বগড়ম্

অগল্-বগল্ ɔgɔl-bɔgɔl বি আশপাশ surroundings (কোচবি ৮) <সং অগ্র·ল+ফা বঘ·ল

অগলা ɔgɔla বি বমি vomit (জলপা ৭) দ্র অগ্‌লা

অগা[1] ɔga বিণ অগ্রভাগ top, tip (মেদিনী ১৯, ৩১) <সং অগ্র-

অগা[2] ɔga সর্ব ওদের their অগা দোকানে—ওদের

দোকানে (চব্বিশ ২৭)

অগা[৩] **ɔga** বিণ অজ্ঞ gawk (কোচবি ১) <সং অজ্ঞ

অগা[৪] **ɑga** সর্ব ঐগুলো those অগা ফ্যালাইসি নি—ঐগুলো ফেলিস না (মেদিনী ২৬)

অগাইজ্জ **ɔgaijjɔ** বিণ দ্র অগ্‌রাজ্জো (কোচবি ১)

অগাজ্‌ঝি **ɔgajj^{h}i** বিণ দ্র অগ্‌রাঁজ্জো (মেদিনী ৭, ২৭)

অগাদ্‌ **ɔgad** বিণ অগাধ, প্রচুর immeasurable, profound, unlimited অগাদ্‌ টাকা—প্রভূত পরিমাণ টাকা (হাওড়া ১ মেদিনী ২৩, ২৭, ৩৫) <সং অগাধ

অগাধ্‌ **ɔgad^{h}** বিণ প্রচুর, প্রভূত পরিমাণ immeasureable ~ **দাম** চড়া দাম expensive মাদুরের অগাধ দাম (মেদিনী ৩৫ হাওড়া ১, ৮)

অগালি **ɔgali** বি বীজশূন্য ধান paddy without kernel (বীরভূ ২) তু আগড়া

অগিয়ান্‌ **ɔgian** বিণ অজ্ঞান senseless (জলপা ৭) <সং অজ্ঞান

অগিলা **ɔgila** বিণ পূর্বকালীন of the past অগিলা ভাষা পরিবরত্তন হোইচ্যা—পূর্বেকার ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে (মালদা ৬) <সং অগ্র-ল

অগুন্‌ **ɔgun** বি আগুন fire (জলপা ১) তু আবা আগুন

অগুয়ারি **ɔguari** বিণ আগেকার, পূর্বকালীন prior (পদিনা ৩) <সং অগ্র-, -কার

অগুর্‌ **ɔgur** বি ছাঁচতলা, চালের প্রান্তভাগের নিম্নস্থ ভূমি the space just below the eaves (পদিনা ১) <সং অগ্র+পুর

অগুরুপাক্‌ **ɔgurupak** বিণ গুরুপাক heavy to digest (চব্বিশ ১২) <গুরুপাক

অগেন্‌জি **ɔgenji** বিণ অগুন্‌তি countless (হুগলি ১৫) <সং গুণয়-

অগোস্টো দিন্‌ **ɔgosʈo din** বি বাংলা মাসের প্রথম দিন দ্র অক্‌খন্‌ দিন (বাঁকুড়া ৬, ৮)

অগোস্তি **ɔgosti** বি দ্র অগাস্টো দিন্‌ (মেদিনী ২৬)

অগ্গদানি **ɔggɔdani** বি অগ্রদানী ব্রাহ্মণ [অগ্রে দান গ্রহণ করেন বলে এঁদের এরূপ পরিচয়। এঁরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রেতের উদ্দেশে নিবেদিত দান গ্রহণ করেন। 'ভাট' নামেও পরিচিত এই ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাধিকারীর প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রণ করারও অধিকারী] a brahmin who receives offerings on behalf of the dead ancestors in a *Srāddha* ceremony. He is known also as a *'Bhāt'* and is authorised to invite the brahmins for a *Srāddha* ceremony as a representative of the person concerned (চব্বিশ ২০ হাওড়া ২) <সং অগ্রদানী

অগ্গাচি **ɔggaci** বি খুদ broken rice (বর্ধমা ৫) <অগ্র+★ছিতি (<সং ছিত্তি)

অগ্গারন্‌ **ɔggarɔn** বি দ্র অগ্‌রন্‌ (চব্বিশ ৩৬)

অগ্গেরে **ɔggere** ক্রিবিণ আগে, প্রথমে at first (চব্বিশ ৮)



অগুর্‌

অগ্গোগোড়া **ɔggogoɽa** বি দ্র অগ্‌গোগড়া (বর্ধমা ২)

অগ্গোদানি **ɔggodani** বি দ্র অগ্গদানি (মুর্শিদা ২৪ বর্ধমা ১৪ বীরভূ ৫)

অগ্গোরন্‌ **ɔggorɔn** বি দ্র অগ্‌রন্‌ (চব্বিশ ৩৬)

অগ্রাগাছা **ɔgragac^{h}a** বি সবুজ রঙের এক ধরনের জংলা ফল। গায়ে ছোট ছোট কাঁটা থাকে। ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয় a kind of green prickly fruits of a wild plant (হুগলি ১) তু আগাছা <অগ্র+★গ্রচ্ছক (সেন)

অঘন্‌ **ɔg^{h}ɔn** বি দ্র অগ্‌ঘান্‌ (পদিনা১, ৬ পুরুলি ৪ দার্জিলি ৩)

অঘা **ɔg^{h}a** বিণ অকর্মণ্য, কোনো কাজেরই যোগ্য নয় এমন good-for-nothing (মেদিনী ২০) <সং অজ্ঞ

অঘাট্‌[১] **ɔg^{h}at** বি অনুপযুক্ত ঘাট not a proper landing [pond, river] (জলপা ১, ১০)

অঘাট[২] **ɔg^{h}at** বি ঘাটহীন জলাশয় a pond without any proper landing place (জলপা ১, ১০)

অঘাট[৩] **ɔg^{h}at** বি বাজে জায়গা a bad place উতি অঘাট, না জাইম্‌—ওদিকে জায়গাটা খারাপ, যাব না (জলপা ১, ১০) <অ+ঘট্ট

অঘান্‌ **ɔg^{h}an** বি দ্র অগ্‌ঘান অঘান্‌ মাসের বিস্‌টি—অগ্রহায়ণ মাসের বৃষ্টি (মেদিনী ৫, ৩৪)

অঘাবগা **ɔg^{h}abɔga** বিণ হাবাগোবা, হাঁদা, নির্বোধ nincompoop (কোচবি ৩, ৮) দ্র অঘা

অঘামারা **ɔg^{h}amara** বিণ কোনো কাজই করতে পারে না এমন (ব্যক্তি) worthless কাইনু এ্যাকটা অঘামারা লোক জুট্‌ছ্যা—কোত্থেকে একটা অকর্মণ্য লোক জুটেছে (মেদিনী ৭, ২২, ২৬) দ্র অঘা

অঘেন্না **ɔg^{h}enna** বি ঘৃণা, বিরক্তি disgust কাজে অঘেন্না ধরে গ্যালো—কাজে বিরক্তি ধরে গেল (হাওড়া ৬) <সং ঘৃণা

অঘো **ɔg^{h}o** সর্ব ওদের their এইটা অঘো ভুঁই—এটা ওদের জমি (মুর্শিদা ১৭, ২৩) <উহাদিগ

অঘোর্‌ **ɔg^{h}or** বিণ গাঢ়, নিবিড় thickened মেগ্‌টা কিরকম্‌ অঘোর্‌ কর্‌যা আইসেঠে দ্যাখ্‌—মেঘটা কেমন গাঢ় হয়ে আসছে দেখ (মেদিনী ৭, ২২, ২৬)

অঙাফোঁড়া **ɔŋa p^{h}õɽa** বি লোম ফোঁড়া skin boil (নদীয়া ২) <সং অঙ্গস্ফোটক অথবা রোম-স্ফোটক

অঙ্খ **ɔŋk^{h}ɔ** বি অঙ্ক a sum (জলপা ৩) <সং অঙ্ক


অঁচনা

অঙ্গরি **ɔŋgɔri** বি আংটি a ring (মুর্শিদা ১৫ মেদিনী ৩) <সং অঙ্গুরীয়

অঙ্গোমারা **ɔŋgomɑrɑ** বিণ পঙ্গু decrepit অঙ্গোমারা লোক—পঙ্গু ব্যক্তি (বর্ধমা ৪) <সং অঙ্গ-, -মৃত

অচ্কায় **ɔckɑe̯** ক্রিবিণ আচম্কা, হেঁচকা মেরে to pull unawarely অচকায় কেনে টান্‌ল—হেঁচকা মেরে টানলে কেন ? (পদিনা ১) <সাঁ আচ্‌কা (Campbell)

অচ্পকা **ɔcpɔkɑ** বি শুঁয়োপোকা a caterpillar (পদিনা ৪) <অচ্ছ (<সং ঋক্ষ)+★পোক্ক

অঁচড়্ **ɔ̃cɔɽ** বি হোঁচট a stumble পায় অঁচড়্ লেগেছে—পায়ে হোঁচট লেগেছে (নদীয়া ৭) <সং উৎসৃত

অঁচনা **ɔ̃cɔnɑ** ক্রি মুড়ির চাল উনুনে মাটির পাত্রে বা 'খোলা'য় তপ্ত ও শুষ্ক করা preparation of parched rice in a special earthen pot (হাওড়া ৩) [ভাত ও মুড়ির চালের পার্থক্য দ্বিতীয়টি দুবার সিদ্ধ করা হয়। এই চাল মাটির 'খোলা'য় সম্পূর্ণ শুকনো ও গরম করে তারপর মাটির 'খুলি'তে বালির সঙ্গে ভাজলে মুড়ি হয়ে ওঠে] <সং অর্চিঃ

অচর্ **ɔcɔr** বি দ্র অঁচড় (নদীয়া ৭)

অচর্-মচর্ করা **ɔcɔr-mɔcɔr kɔrɑ** ক্রি আড়মোড়া ভাঙা to make bodily movement to shake off inertia অচর্-মচর্ করছিস ক্যানে—আড়মোড়া ভাঙছিস কেন ? (পুরুলি ৩) <সং অঞ্চ+ ★মুচ্যট তু আবা মোচড়

অঁচল্[1] **ɔ̃cɔl** বি আঁচল the fringe of a female dress [shari] (পুরুলি ১৪) <সং অঞ্চল

অঁচল্[2] **ɔ̃cɔl** বি পাঁজাকোলা lifting upon arms (বাঁকুড়া ১) <সং অঞ্চল

অচল্‌তি **ɔcɔlti** বিণ অপ্রচলিত not in vogue অচল্‌তি প্রথা—অচল প্রথা (মেদিনী ৬, ২৬) তু আবা অচলিত

অচানক্ **ɔcɑnɔk** অ হঠাৎ suddenly (জলপা ৭) <আ-চমৎকৃত তু হি আচানক্ আবা আচম্‌কা সাঁ আচ্‌কা

অচিনা **ɔcinɑ** বিণ অচেনা, অপরিচিত unfamiliar (জলপা ৭) লোক্‌টাকে অচিনা-অচিনা লাগ্‌থ্‌ল—লোকটাকে অচেনা-অচেনা লাগছিল (মেদিনী ১৯)<সং অচিহ্নিত

অচিনাফ্ **ɔcinɑp^{h}** বিণ অচেনা unknown (পুরুলি ৪) দ্র অচিনা

অচুটে-অচুটে **ɔcuʈe-ɔcuʈe** বিণ বিদ্‌ঘুটে peculiar, grotesque ~ বিদ্দে—জটিল বিদ্যা (হাওড়া ৬) <সং উঞ্ছ+বৃত্তি-

অচেঠা **ɔcet^{h}ɑ** বিণ ক্লান্ত tired তুই খুবেই অচেঠাই হয়ে আলি—তুই খুবই ক্লান্ত হয়ে এলি (পুরুলি ১২) <অচেষ্টা

অচ্চে **ɔcce** ক্রি আসছে is coming ভেল্লা ভেল্লা করে লোক অচ্চে—দলে দলে লোক আসছে (পদিনা ৯) তু আবা আস্-<সং আ-বিশ্

অচ্ছড়্ **ɔcc^{h}ɔɽ** বি অক্ষর a letter of an alphabet (পদিনা ২) <সং অক্ষর

অচ্ছার্ **ɔcc^{h}ɑr** বি আড়াল umbrage অচ্ছারে শুনছে—আড়াল থেকে শুনছে (মেদিনী ৩৪) <সং অবচ্ছাদ-

অচ্ছে **ɔcc^{h}e** ক্রি আছে is, are মাচ্‌লা ভাসে অচ্চে—মাছগুলো ভেসে আছে (পদিনা ২) <সং ★অচ্ছতি (ODBL)

অছ্ড়া[1] **ɔc^{h}ɽɑ** বিণ দুষ্ট naughty অছ্‌ড়া টকা—দুষ্টু ছেলে (মেদিনী ৩১) দ্র অছ

অছ্ড়া[2] **ɔc^{h}ɽɑ** বিণ এবড়ো খেবড়ো rough অছ্‌ড়া বাট—এবড়ো খেবড়ো পথ (মেদিনী ৩১)

অছ **ɔc^{h}ɔ** বিণ ওঁছা, পাজি wicked ওই অছ লোকটার ঠি না জাহিস্—ওই পাজি লোকটার কাছে যাস্ না (মালদা ১১) <সং অচ্ছিদ্র (সেন)

অছলা **ɔc^{h}ɔlɑ** বিণ আছোলা unscrapped ~ বাঁশ—আছোলা বাঁশ (কোচবি ৪) <সং★ছোল্ল

অছা **ɔc^{h}ɑ** বিণ ভাল সুন্দর good ফুলটা খুব অছা—ফুলটা খুব সুন্দর (পদিনা ২) <সং অচ্ছ (Turner)

অছাড়্[1] **ɔc^{h}ɑɽ** বি ছায়া shade এ্যামা খুব রোদ লাগ্যাঠ্যা, টুকু অছাড়ে দাঁড়ি র—এখানে খুব রোদ লাগছে একটু (ক্ষণ) ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাক (মেদিনী ৬, ১৬, ২২, ২৬)


অঁচল্[2]

অছাড়্[2] **ɔc^{h}ɑɽ** বি আড়াল umbrage বুদা অছাড়ে সাপ আছে—ঝোপের আড়ালে সাপ আছে (মেদিনী ৬, ১৯, ২৬, ৩৪) দ্র অচ্ছার্

অছুচি **ɔc^{h}uci** বিণ অশুচি unclean, impure (হুগলি ৫) <সং অশুচি

অছুত্[1] **ɔc^{h}ut** বিণ অচ্ছুৎ untouchable (বর্ধমা ১৮) <সং অচ্ছুৎ

অছুত্[2] **ɔc^{h}ut** অশৌচ days of ritual impurity (বর্ধমা ১৮) <সং অচ্ছুৎ

অছুত্[3] **ɔc^{h}ut** বি আঁতুড় the period to be spent in

lying-in room [for a mother of a newly born baby] (কোচবি ১) ~ **ঘর** বি আঁতুড় ঘর lying-in room (কোচবি ১)

অছোঁয়াচ্ ɔcʰõac বিণ দ্র অছুত্² (হুগলি ৫)

অজ্‌গেরাম্ ɔjgeram বি অজপাড়াগাঁ a grossly backward village (মেদিনী ১১) <সং অবদ্য (সু সেন) মতান্তরে <সং অজ্ঞ+

অজ্‌গোবি¹ ɔjgobi বিণ আজগুবী, অবিশ্বাস্য ধরনের strange, incredible গাছটায় অজ্‌গোবি কুল ধইরেঁচে—গাছটায় অবিশ্বাস্য রকমের [অজস্র] কুল হয়েছে (পুরুলি ১৪ কোচবি ২, ৪) <ফা অজ্‌· ঘ-ইবী

অজ্‌গোবি² ɔjgobi ক্রিবিণ অকস্মাৎ all on a sudden অজ্‌গোবিতে চম্‌কে গেসি—অকস্মাৎ চমকে গেছি (কোচবি ৪)

অজ্‌ঘুনি জাল্ ɔjgʰuni jal বি সুতোর তৈরি ছোট ফাঁক বিশিষ্ট মাছ ধরার হাত-জাল a kind of fishing net for catching small fry (চব্বিশ ২৭) <আ অ'রজ+সং ঘূর্ণিক+

অজ্‌জুন্‌গুটি ɔjjunguti বি আঞ্জনি sty (বাঁকুড়া ১০) <সং আঞ্জনিয়

অজ্‌জুনে ɔjjune বি দ্র অজ্‌জুনগুটি (বাঁকুড়া ১৯)

অজ্‌ঝড়্ ɔjjʰɔṛ বিণ অপরিষ্কার, নোংরা dirty, grimy কাইনু-এ্যাকটা অজ্‌ঝড়্ মার্কা লোক আসসে—কোত্থেকে একটা নোংরা [স্বভাবের] লোক এসেছে (মেদিনী ২৬, ৩৩)

অজ্‌ঝর্ ɔjjʰɔr বিণ দ্র অজ্‌ঝড় এরকুন্ অজ্‌ঝর্ হইয়াছু কেনি ?—এরকম নোংরা [জামাকাপড় অথবা শরীর] হয়েছিস্ কেন ? (মেদিনী ২২, ২৬)


অঁজুলা

অঁজড়া ɔ̃jṛa বি জঞ্জাল refuse (মেদিনী ১৯)

অজ্‌না ɔjna বি সজিনা (গাছ) drumstick (পদিনা ৩) <সং শোভাঞ্জন-

অজ্‌বোকা ɔjboka বিণ নির্বোধ, গণ্ডমূর্খ nincompoop, gawky (মেদিনী ৭) <তুর্কী উজবক

অঁজরা ɔ̃jra বি আঞ্জনি sty (পুরুলি ৪)

অজ্‌রাপ্যাটা ɔjrapæṭa বিণ বর্ধিত উদর (শিশু) pot-bellied (child) (বাঁকুড়া ১৮) <সং অজীর্ণ+পেট

অজ্‌কুমা ɔjɔkuma বিণ অকর্মণ্য inefficient (বীরভূ ৮) তুর্কী উজবক+সং অকর্ম-

অছোঁয়াচ্—অট


অজ্‌ঘুনি জাল্

অজা ɔja বি মাতামহ a maternal grandfather (মেদিনী ১, ২, ৩১) তু আজা (মেদিনী ২২) <সং আর্য-ক ~**হ্র** বি মামার বাড়ি maternal uncle's home (মেদিনী ৩১) <অজার ঘর

অজাগর্ ɔjagɔr বি অজগর python (কোচবি ৬) <সং অজগর

অজাগরি পুন্নিমা ɔjagɔri punnima বি কোজাগরী পূর্ণিমা [এই পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মী বলেন,'কে (কঃ) নারকেলের জল পান করে জাগ্রত<জাগ্রৎ] আছ, তাকে ধন দান করব'] the full-moon night of the month of *Āsvin* when the worship of the goddess Laxmi is being held (মেদিনী ২২) <কোজাগরী পূর্ণিমা

অজান্‌কর্ ɔjankɔr বি দ্র অজাগর্ (জলপা ৭)

অজানায় ɔganae ক্রিবিণ আকস্মিকভাবে suddenly (পদিনা ১০) <★অ-জানিত-(জ্ঞাত-)

অজিন্ন ɔjinnɔ বি বদহজম, অজীর্ণ indigestion (পদিনা ১১, ১৫) <সং অজীর্ণ

অজিন্নি ɔjinni বি দ্র অজিন্ন (চব্বিশ ৩৭)

অঁজুলা ɔ̃jula বি আঁজলা palms of one's hand cupped togather (মেদিনী ৩১) <সং অঞ্জলি

অজোইগ্‌গো ɔjoiggo বি অযোগ্য unfit (জলপা ৭) <সং অযোগ্য

অজ্জাইতে ɔjjaite অসক্রি অর্জন করতে to earn (মেদিনী ১৯) <সং অর্জন-

অঝর্ ɔjʰɔr বিণ অঝোর, ক্রমাগত ঝরছে এমন incessant (মেদিনী ১৯)

অঁট্ ɔ̃ṭ বি থুতনি the chin (পুরুলি ৫) <সং ওষ্ঠ

অট্‌কল্ ɔṭkɔl বি অনুমান supposition আমান্ন্যে অট্‌কলে বুজ্‌ছি—আমরা অনুমানে বুঝেছি (মেদিনী ১৯)

অট্‌কানিয়া ɔṭkania ক্রি আট্‌কে to keep in guard (মেদিনী ৩১)

অট্টা ɔṭṭa বিণ এত so much, so many অট্টা বোকিস্ না—এত বক্‌বক্ করিস না (মুর্শিদা ২) তু আবা এতটা <সং ইয়ত্তক 'very small'

অট্ঠা ɔṭṭʰa বি আঠা gum (মেদিনী ৮) <সং★আ-স্থাক (সেন)

অট ɔṭɔ বি আব a tumour (পুরুলি ১২) <সং অষ্ঠীব



অটল্

অটংকুলি ɔʈɔŋkuli বিণ ঘন, গভীর dense অটংকুলি জঙ্গল—গভীর অথবা নিবিড় জঙ্গল (বাঁকুড়া ৫) <সাঁ ★অটাং+কুল্হি

অটবঝ ɔʈɔbɔj^{h}ɔ বি ঝামেলা trouble আমাকে এ্যামোন্ অটবঝাই ফ্যালালো যে সব গোলমাল হোয়ে গ্যালো—আমাকে এমন ঝামেলায় ফেলল যে সব গোলমাল হয়ে গেল (পুরুলি ৭)

অটল্ ɔʈɔl বি বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি মাছ ধরার খাঁচা ; সাধারণ মাপ ২৭″ × ৩৬″ × ১৮″ ; ধানের জমিতে ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় creel made of very thin bamboo stick (নদীয়া ২) <আঁটোল (দাস)

অটল্ দাঁত্ ɔʈɔl dãt বি কুকুরে দাঁত the canine tooth [of human being] (পুরুলি ৯)

অটা[১] ɔʈɑ সর্ব ওইটা that (মেদিনী ২৮)

অটা[২] ɔʈɑ বি আটা coarse flour (মেদিনী ৮) <অট্ট (দাস)

অঁটা[১] ɔ̃ʈɑ বি কোঁচড় the lap-cloth (মেদিনী ১৬, ১৯,



অঁটা[১]

২২, ২৬, ৩৪ বাঁকুড়া ১৫) অঁটা পাত্ দুটা ভুজা দেই—কোমরের কাপড় মেলে ধর, দুটি মুড়ি দিই (মেদিনী ২১)

অঁটা[২] ɔ̃ʈɑ বি ট্যাক fob pocket (মেদিনী ১৬, ২০, ২৬, ৩০ বাঁকুড়া ১৫) অঁটানু পোইসাটা পোড়িছ্যা—ট্যাঁক থেকে পয়সাটা পড়ে গেছে (মেদিনী ২৭), অঁটার[অ] গুঁজি ল্যালা—ট্যাকে গুঁজে নিল (মেদিনী ২০, ২১)

অঁটা[৩] ɔ̃ʈɑ বি কোমর the waist (মেদিনী ১৬, ২০, ২৬, ৩০ বাঁকুড়া ১৫) অঁটার গুম্চি—কোমরের ঘুন্সি (মেদিনী ২৬)

অঁটা দড়ি ɔ̃ʈɑ dori বি ঘুন্সি a girdle with jingels worn around the waist সেঠিকে গ্যালে নাকি মা মেলেচ্ছি আইস্যা কর্যা অঁটাদড়ি কণ্ঠি আর চৈতন-চুট্কি ছিড়্যা লিয়া [লিআ] তুঁড়ে থুৎকুড়ি দিয়া জাইৎ মার্যা কিরিস্তান কর্যা দ্যায়—সেখানে [মিশনারী স্কুলে] গেলে নাকি মা, ম্লেচ্ছরা এসে ঘুনসি, কণ্ঠিমালা আর চৈতনচুটকি ছিঁড়ে নিয়ে মুখে থুতুর এঁটো দিয়ে জাত মেরে খৃশ্চান করে দেয় ('সোনার পাথরবাটি') (মেদিনী ১৯)

☆**অঁটানো ɔ̃ʈɑno** ক্রি ফুটানো to simmer, to boil দুদ্টা অঁটা—দুধটুকু ফুটিয়ে ফেল (মুর্শিদা ২২) <আউটানো

অটে ɔʈe সর্ব ওখানে there অটে জাইস্ না—ওখানে যাস্ না (কোচবি ৩, ৭) তু ওইস্থানে

অঠ্বার্ ɔʈ^{h}bar ক্রি তোলার, ওঠাবার lifting জমিত্ জল অঠ্বার্ ব্যবস্থা—জমিতে জল তোলার ব্যবস্থা (দার্জিলি ২) তু আবা উঠবার

অঠন্ ɔʈ^{h}ɔn বি উঠান courtyard (বীরভূ ৩) তু আবা উঠান <সং উৎস্থান

অঠ্র ɔʈ^{h}rɔ বিণ আঠার eighteen মায়্যাটার অঠ্র বছর বয়স—মেয়েটার আঠার বছর বয়স (মেদিনী ২৬) <সং অষ্টাদশ

অঠল্ ɔʈ^{h}ɔl বি অষ্টপদী লোমকীট যা পশুর গায়ে দেখা যায়, আঁটুলি a tick (পুরুলি ৪) তু আবা আঠা-

অঠা[১] ɔʈ^{h}ɑ বি দ্র অট্ঠা (মেদিনী ১৮)

অঠা[২] ɔʈ^{h}ɑ বি কষ exudation from the bark of a tree কলার অঠা—কলাগাছের আঠা (মেদিনী ৩১) তু আবা আঠা

অঠা[৩] ɔʈ^{h}ɑ ক্রি তোলা to lift মাল অঠানো—মাল তোলা (জলপা ৪)

অঠা[৪] ɔʈ^{h}ɑ ক্রি [ফটো ইত্যাদি] তোলা to take [a snap] ফটোক্ অঠে নিসে—ফটো তুলে নিয়েছে (জলপা ৪)

অঠাই লে জাওয়া ɔʈ^{h}ɑi̯ le jɑoɑ ক্রি বহন করা to carry কুলিটা মাল অঠাই লে জাছে—কুলিটা মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে (পদিনা ৯)

অঠুনো ɔʈ^{h}uno বিণ অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর unnecessary and disgusting ছেলেটা এমুন্ অঠুনো কাজ করে যে সইতে পারি নি—ছেলেটা এমন অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর কাজ করে যে সহ্য করতে পারি না (হাওড়া ১, ৮)

অঠুনো অঠুনো ɔʈ^{h}uno ɔʈ^{h}uno বিণ দুষ্টুমিতে ভরা full of wickedness ছেলেটার খুব অঠুনো-অঠুনো বুদ্ধি আছে—ছেলেটার খুব দুষ্টু বুদ্ধি আছে (হাওড়া ১, ৮)

অঠে ɔʈ^{h}e ক্রিবিণ ওখানে there অঠে থ—ওখানে রাখ (জলপা ৭) তু আবা ওইস্থানে

অঠেল্ ɔʈ^{h}el বিণ অঢেল, অজস্র abundant (মেদিনী ৫, ৭, ২৬) লোকটার অঠেল্ টাকা—লোকটার প্রভূত পরিমাণ অর্থ [আছে] (মেদিনী ২৬) তু আবা অঢেল

অঁড্র ɔ̃ɖrɔ বিণ হাঁদা, বোকা stupid, fool (পুরুলি ১৩) <সাঁ অডর (Campbell)

অডঠা ɔɖɔʈ^{h}ɑ বিণ কদাকার ugly (কোচবি ৩)

অডরংগা ɔɖɔrɔŋgɑ বিণ দ্র অডঠা (কোচবি ৩)

অডিগ্ডিগ্ ɔɖigɖig বি বমি বমি ভাব nausea (কোচবি ৮)

অড়[১] ɔɽ বি (খেজুর পাতায় তৈরি) চাটাই ইত্যাদি বোনার

সূচনা অংশ the initial stage of weaving mats etc. (with date-palm leaves) (নদীয়া ১১)

অড়[২] **ɔɽ** বি কুমোরের মাটি সংগ্রহের ফলে তৈরি হওয়া গর্ত [সাধারণত খাল অথবা কোনো জঙ্গলের ধার থেকে এই মাটি সংগৃহীত হয়] a pit formed while collecting clay for the pottery (বর্ধমা ২)

অড়[৩] **ɔɽ** বি বালিশ, লেপ ইত্যাদির আবরণ বা খোল case for pillow, quilt etc. (চব্বিশ ৭, ১৪, ৩৭ বর্ধমা ২ হাওড়া ৩) তু মবা ওহাড় <সং অববেষ্ট (ODBL)

অড়[৪] **ɔɽ** বি আড়ি to be in a state of antagonism ~ **করা** মিত্রতা অস্বীকার করা to withdraw friendly terms কিস্‌কে অমন অড় করুঠু—কেন এমন আড়ি করছ (কাঁচ) (মেদিনী ১৯)

অড়অড় **ɔɽɔɽ** অ অমসৃণতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দ an onomatopoeic word to indicate unevenness চোখে কি পড়িছ্যে অড়অড় করেঠ্যা—চোখে কি পড়েছে করকর করছে (মেদিনী ৬, ১৮, ২১)

অড়ওল্ **ɔɽol** বি অড়হর a kind of pulse, cajanus indicus (মুর্শিদা ৫) <সং আঢ়কী

অড়কস্ **ɔɽkɔs** বি আড়ি, একগুঁয়েমি obstinacy ~ **সাধা** ক্রি একগুঁয়েমি করা to become obstinate 'আরে ই অড়কস্ সাধবে বল্যা কবেনু সুগড়ি রাধার মনে থাইল রে—আরে এরকম বেঁকে বসবে বলে কবে থেকে গোঁয়ার রাধার মনে ছিল রে (কাঁচ) (মেদিনী ১৯)

অড়খন্ **ɔɽk^{h}ɔn** বি বাঁশের তৈরি দরজার খিল [দরজা আটকে রাখার জন্য মাটির দেওয়ালে দুটি গর্ত থাকে যেখানে খিলটি আড়াআড়িভাবে ঢোকানো হয়] a door bolt made of bamboo (পুরুলি ৭) <দ্রা ★অড্ড+(Turner)

অড়গড়া হওয়া **ɔɽgɔɽɑ hɔɑ** ক্রি হেলে যাওয়া to incline খুঁটাটা অড়গড়া হইচে—খুঁটিটা হেলে গিয়েছে বা কাত হয়ে গিয়েছে (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬, ৩৪)

অড়গড়ি **ɔɽgɔɽi** বি হাড়িকাঠ a special wooden framework for animal sacrifice (চব্বিশ ৪ মেদিনী ১৯)

অড়হাই দেওয়া **ɔɽhai̯ deoɑ** ক্রি ঢাকা দেওয়া to cover one's body, to drape তঁয় চাদেরটা অড়হাই দে—তুই চাদরটা ঢাকা (বা গায়ে) দে (পুরুলি ৪) দ্র অড়[৩]

অড়ক গাচ **ɔɽɔk gɑc** বি আকন্দ গাছ calotropis gigantea (চব্বিশ ১৯)

অড়কঁক **ɔɽɔkɔ̃kɔ** বি অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি a half-witted fellow উটা অড়কঁক লোক্ বট্যা—ওই লোকটা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অবশ্যই (বাঁকুড়া ৮)

অড়র্ **ɔɽor** বি দ্র অড়ওল্ (বাঁকুড়া ১ মেদিনী ৬, ২১, ২২, ২৬, ৩৪)

অড়ল্ **ɑɽɔl** বি দ্র অড়ওল্ (চব্বিশ ১২)

অড়া[১] **ɔɽɑ** বি একপ্রকার মোটা আমন ধান বেশি গভীর জমিতে এর ফলন হয়] a kind of coarse autumn



অড়[২]—অত্[১]

অড়[১]

paddy ডহরে অড়া ধান রুয়েচি—গভীর জমিতে অড়াধান রোপণ করেছি (হাওড়া ১, ৮)

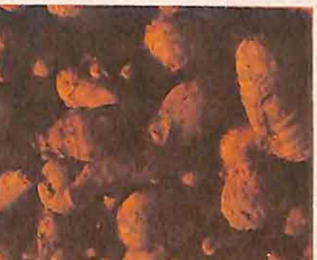
অড়া[২] **ɔɽɑ** বি চাল হয় নি এমন ধান, আগড়া a grain of paddy having no substance within (মেদিনী ২০)

অড়া[৩] **ɔɽɑ** বি ধান গাছের মতো একধরনের আগাছা [ধানের ফলনে খুব ক্ষতি করে] a weed alike paddy plant [harmful for production] (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪) আশি বছরের অড়া নব্বই বছরের গড়গড়া—জমিকে অড়া থেকে মুক্ত করতে খুব কষ্ট হয় (আশি বছর) তার চেয়েও কষ্ট (নব্বই বছর) গড়গড়া নামক আগাছার ক্ষেত্রে (মেদিনী ২২)

অড়াই কচু **ɔɽɑi̯ kocu** বি ছোট কচু small arum (কোচবি ৩)

অড়াঁধু **ɔɽɑ̃d^{h}u** বি ঝুল soot (মেদিনী ৮) <সাঁ অড়া+ধু<ধূম

অড়ালা **ɔɽɑlɑ** সর্ব ওরা they (পদিনা ২)



অড়াই কচু

অড়িমুড়ি ছাড়া **ɔɽimuɽi c^{h}ɑɽɑ** ক্রি আড়মোড়া ভাঙা making bodily movement to shake off inertia (বর্ধমা ১৮) <সং অর্ধ+★মোটয়-

অড়ুসি **ɔɽusi** বি অরুচি, আহারে অনিচ্ছা anorexia (জলপা ৭) ~**ধরা** ক্রি আহারে অনিচ্ছা দেখা দেওয়া to loose appetite তোর অত অড়ুসিধরছে কেনি—তোর এত আহারে অনিচ্ছা দেখা দিয়েছে কেন? (মেদিনী ২১)

অড়োর্ **ɔɽor** বি দ্র অড়ওল্ (বর্ধমা ১৫ হাওড়া ১০)

অড়োল্ **ɔɽol** বি দ্র অড়ওল্ (নদীয়া ১৩ হুগলি ১১, ১৫)

অঢ়া **ɔɽ^{h}ɑ** ক্রি পরিধান করা to wear চাদরটা অঢ়াই দে—চাদরটা গায়ে দে (পুরুলি ৪) দ্র অড়হাই দেওয়া

অত্[১] **ɔt** বিণ এত, অত so much, so many ~ **পহর্**



অতা

এত বেলা অত্ পহর্ আর কাজ কর্তে হবে নি—এত বেলা (পর্যন্ত) আর কাজ করতে হবে না (মেদিনী ২০) ~ **বা** এত বেলায় অত্বা কাইনু আইলু—এত বেলায় কোত্থেকে এলি (মেদিনী ২২) ~ **বেল্** এত বেলা বা ক্ষণ পর্যন্ত অত্ বেল্ জা—এত বেলা [হল এবার] যা (মেদিনী ২০) <সং এতৎ+

-অত্ -ɔt অধিকরণ কারকের বিভক্তি an inflexion to express locative case (দার্জিলি ১-৪ জলপা ১-১০ কোচবি ১-৮) দাঁতত্ পাথল্ লাগি গেল্—দাঁতে পাথর লেগে গেল (দার্জিলি ২) <সং -অন্ত

অঁত্ ɔ̃t বি আঁত, [সাধারণত] নাড়িভুঁড়ি entrails (মেদিনী ২) <সং অন্ত্র

অত্গা ɔtgɑ বিণ এতগুলো, অত পরিমাণ so many, so much অত্গা মাচ্ কাই পাইলু রে—অতগুলো মাছ কোথায় পেলি রে ? (মেদিনী ২২) অত্গা কথা কোইলে মু বথা হয়্যাবে—এত কথা বললে মুখ ব্যথা হয়ে যাবে (মেদিনী ২৬) <সং ★অবৎ+তক্

অত্জাত্তারা ɔtjɑttɑrɑ বি রথযাত্রা the car festival of Lord Jagannatha (কোচবি ৪) তু আবা রথযাত্রা

অত্তা ɔttɑ বি আতা custard-apple (মেদিনী ৩১) <প আতা

অত্তি ɔtti ক্রিবিণ ওইদিকে to that direction অত্তি নিগা—ওইদিকে নিয়ে যা (জলপা ১) <সং ★অবত্র

অত্দূর্ ɔtdur ক্রিবিণ এতদূরে so far সে অত্দূর তো যাবে নে—সে এতদূর তো যাবে না (হাওড়া১)

অত্না ɔtnɑ বিণ এত বেশি [পরিমাণ] so much, so many আমি অত্না নাই খাব—আমি এত [বেশি] খাব না (পুরুলি ৭) <সং ইয়ত্

অত্পহর্ ɔtpɔhɔr ক্রিবিণ এখন, এত বেলাতে in this late hour (মেদিনী ২০) <এতদ্+প্রহর

অত্পহরবি ɔtpɔhɔrbi ক্রিবিণ এখনও, এত বেলাতে till this time of the day সে অত্পহরবি আইলানি—সে এখনও [এত বেলা হল তবু] এল না (মেদিনী ১৩) দ্র অত্পহর

অত্বা ɔtbɑ ক্রিবিণ এখন now (মেদিনী ৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯) অত্বা মুই থকি জাইছঁ—এখন আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি (মেদিনী ৮) <সং এতদ্

অত্বাকার্ ɔtbɑkɑr ক্রিবিণ এখনকার as of now, of date অত্বাকার্ মোতু—এখনকার মতো (মেদিনী ২০)

অত্রি[1] ɔtri বিণ ব্যস্ত impatient অত অত্রি হউঠ্ ক্যান—এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? (মেদিনী ৮) <সং অস্থির

অত্রি[2] ɔtri বিণ অস্থির impatient অত অত্রি হইলে কি হয়—এত অস্থির হলে কি হয় [চলে] ? (মেদিনী ৮) <সং অস্থির

অত্লা[1] ɔtlɑ ক্রিবিণ এত বেলায়, এত দেরিতে now, in this late hour অত্লা কাই জাবু—এই অবেলায় কোথায় যাবি ? (মেদিনী ২২)

অত্লা[2] ɔtlɑ ক্রিবিণ এখন, এই অসময়ে now, in this late hour অতখলঁ খ্যাল্ল, অত্লা পড়তে বুস্ল—এতক্ষণ খেলল, এখন [অথবা এত বেলায়] পড়তে বসল (মেদিনী ২৬) তু আবা এত বেলা <সং এতদ্-

অতই ɔtɔi̯ অ ওতেই with that অতই হোয়ে যাবে—ওতেই হয়ে যাবে (মেদিনী ৩৩) <সং ★অবত্র

অতগিলা ɔtɔgilɑ বিণ অতিরিক্ত extra (জলপা ৭)

অতগেলা ɔtɔgelɑ বিণ এতগুলি so much, so many (জলপা ৭) <অতগুলি

অতটা ɔtɔṭɑ বিণ এতগুলি so many অতটা লোক ক্যানে ডাঁড়িহ্যা—এতগুলি লোক কেন দাঁড়িয়ে আছে ? ['টা' বহুবচনান্ত প্রত্যয় হয়েছে] (মুর্শিদা ২)

অতধুর্ ɔtɔdʰur বি এতদূর that far (মেদিনী ২২, ২৬) তুই অতধুর্ জা নি—তুই এতদূর যাস না (মেদিনী ১৬) <ইয়ত্+দূর

অতন্ত ɔtɔntɔ বিণ অত্যন্ত too much (মেদিনী ৬, ২৬) <সং অত্যন্ত

অতলা ɔtɔlɑ বিণ অতগুলি so much অতলা ভাত্—অতগুলি ভাত (জলপা ৭) তু আবা অতগুলা

অতহ ɔtɔhɔ ক্রি সরে যা step aside, keep out (পুরুলি ৮) <সং অতিবৃত্ত তু অতিবর্তয়তি

অতা ɔtɑ বি দ্র অত্তা (মেদিনী ৩১)

অতাল্ ɔtɑl বিণ অতল bottomless (জলপা ৭) <সং অতল

অতিলিকস্টে ɔtilikɔsṭe ক্রিবিণ অতিশয় কষ্টে with great difficulty (মেদিনী ১৯)

অতোবেল্জা ɔtobeljɑ ক্রিবিণ এত বেলা পর্যন্ত till that hour of the day অতোবেল্জা কি কর্থুলু, রাঁধা হয় নি—এত বেলা পর্যন্ত কি করছিলি, রান্না হয় নি ? (মেদিনী ১৯)

অতোর্সু ɔtorsu বি তরশু [আগামী পরশুর পরদিন অথবা গত পরশুর আগের দিন the fourth day before or after this day (মেদিনী ২২ বাঁকুড়া ১১) সে অতোর্সু আইস্বে কোইছ্যা—সে পরশুর পরদিন আসবে বলেছে (মেদিনী ২২)

অতোলা ɔtolɑ বিণ দ্র অতলা অতোলা ভাত খালু র‍্যা—এতগুলো [বা এত বেশি] ভাত খেলি রে ! (কোচবি ২) তু আবা অতগুলা

অত্ত[1] ɔttɔ বিণ অত, এতগুলো so much, so many অত্ত

মাছ ধরছ্যা—এতগুলো মাছ ধরেছে (মেদিনী ২১, ২২, ২৬)

অত্ত² **ɔttɔ** বিণ এত, এমন so, such অত্ত সুন্দর জিনিসটা হারি দিছ্যা—এত সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে দিয়েছে (মেদিনী ২২)

অত্ত অত্ত **ɔttɔ.ɔttɔ** বিণ এত এত so much অত্ত অত্ত টাকা লিয়াস্‌স্যা—এত এত টাকা নিয়ে এসেছে (মেদিনী ২২, ২৬)

অথপ্প **ɔtʰɔppɔ** বিণ অথর্ব infirm লোকটা অথপ্প হোয়ে পোড়ে আচে—লোকটা অথর্ব হয়ে পড়ে আছে (বর্ধমা ১৪) <সং অথর্ব

অথর্‌ **ɔtʰɔr** বিণ দ্র অথপ্প (মালদা ৯)

অথা **ɔtʰɑ** ক্রিবিণ ওখানে there (পুরুলি ৪) <সং *অবত্র

অথাও **ɑtʰɑo̯** বিণ অথৈ fathomless অথাও জল—অথৈ জল (কোচবি ৮ জলপা ৭) <সং অ-স্থায়

অথায়া **ɔtʰɑe̯ɑ** ক্রিবিণ ধরাধরি করে carrying together অক্‌ অথায়া ঘর্‌ ধোরি গেল্‌—ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল (কোচবি ৮) <সং উত্থাপয়-

অথে **ɔtʰe** ক্রিবিণ দ্র অথা অথে মুই না জাইম্‌—ওখানে আমি যাব না (জলপা ৭)

অথোল্‌ **ɔtʰol** বিণ অতল bottomless (মেদিনী ৭) <সং অতল

অদ্‌গা **ɔdgɑ** বিণ এতগুলো so many (মেদিনী ২০, ৩৪) অদ্‌গা চাউ এক্‌ঠি রাখিসি না—এতগুলো চাল একসঙ্গে রাখিস না (মেদিনী ২৬) তু আবা অতগুলা

অঁদ্‌ছি **ɔ̃dcʰi** ক্রি রাঁধছি [I am] cooking (চব্বিশ ২৭) <সং রন্ধ্‌-



অদ্দ চাদ্‌

অদ্দ **ɔddɔ** বিণ অর্ধ half, partial অদ্দ কানা—অংশত দৃষ্টিহীন (কোচবি ৪) <সং অর্ধ

অদ্দ চাদ্‌ **ɔddɔ cɑd** বি অর্ধচন্দ্রাকৃতি গহনা [ছোট মেয়েরা কালো ফিতায় বেঁধে চুলে পরে] a crescent moon shaped ornament for coiffure or bun (বর্ধমা ২৫) <সং অর্ধ+চন্দ্র

অদ্দম্‌ **ɔddʰɔm** বিণ পঙ্গু crippled (মুর্শিদা ২৩)

অদ্দুর্‌ **ɔddʰur** ক্রিবিণ দ্র অতদূর so far অদ্দুর্‌ যাব নি বাপ্‌—এতদূর যাব না (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

অদ্‌বা **ɔdbɑ** অ এখন now (মেদিনী ৬, ২২, ২৬) অদবা কাইনু আইলু—এখন কোথা থেকে এলি (মেদিনী ২২)



অঁদিয়া

<সং ইয়ৎ+বেলা

অদ্‌রক্‌ **ɔdrɔk** বি আদা ginger (পদিনা ২, ৩) <সং আর্দ্রক

অঁদগচ **ɔ̃dɔgɔcɔ** অ ইতস্তত hesitation কি অঁদগচ কোরেহিস—কি ইতস্তত করছিস (বাঁকুড়া ৫)

অঁদগঁচ হওয়া **ɔ̃dɔgɔ̃cɔ hoo̯ɑ** ক্রি নাস্তানাবুদ হওয়া, নাকাল হওয়া utterly harassed অঁদগঁচ হোয়ে মোচ্চি—নাস্তানাবুদ হয়ে মরছি (পুরুলি ১৩)

অদছিন্না **ɔdɔcʰinnɑ** বিণ অর্ধছিন্ন [গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত] half-torn [used as a swearword] (মেদিনী ১৯)

অদন্‌ **ɔdɔn** ক্রিবিণ এইরকম like this দাত ভ্যাড়া হইলে অদন্‌ হয়—দাঁত গজদন্ত হলে এইরকম হয় (কোচবি ৭)

অদা **ɔdɑ** বিণ ভিজা wet, damp (পুরুলি ৮, ১২, ১৩ মেদিনী ১৭, ২২) কাপড়টা অদা আছে—কাপড়টা ভিজা আছে (মেদিনী ২২) লুগাটা অদা—কাপড়টা ভিজা (পুরুলি ৮) <সং আর্দ্র

অদাতি **ɔdɑti** বি দাঁত নেই যার toothless (কোচবি ৪) <অ-দন্তিন্‌

অদিক্‌দিক্‌ **ɔdikdik** বি [শারীরিক] আইঢাই অবস্থা extremely uneasy [physical] feeling (জলপা ৭) দ্র অডিগ্‌ডিগ্‌

অঁদিয়া **ɔ̃diɑ** বি ষাঁড় ox (মেদিনী ৩০) <সং অণ্ড

অদ্দেককটা **ɔddekkɔʈɑ** বিণ অর্ধেকটা a half (হুগলি ১৫) <সং অর্ধ-

অদ্দোচাদ্‌ **ɔddocɑd** বি দ্র অদ্দ চাদ (বর্ধমা ২৫)

অদ্র **ɔdrɔ** বি আদা ginger (পদিনা ২) <সং আর্দ্রক

অদ্রক্‌ **ɔdrɔk** বি দ্র অদ্র (কোচবি ৩ পদিনা ২)

অধ্‌রা **ɔdʰrɑ** বিণ অসম্পূর্ণ incomplete কাম্‌ডা অধ্‌রা ছো—কাজটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল (পদিনা ৪) <সং অর্ধ+আকার

অধন্‌ **ɔdʰɔn** বি ভাত রান্নার জন্য প্রস্তুত উত্তপ্ত জল hot water for preparation of rice ভাতের অধন্‌টা দে—ভাতের জন্য গরম জলটা দে (পুরুলি ৮) জলটা অধন্‌ হইলা চাল্‌টা মেরায়েঁ দে—জলটা উপযুক্ত গরম হল, চালটা ঢেলে দে (পুরুলি ৩) <সং উদন্‌

অধপা **ɔdʰɔpɑ** বি কুমারী an unmarried girl



অন্‌তি

(বাঁকুড়া ৭) <★অধব, সধবার সাদৃশ্যে

অঁধা ɔ̃dʰɑ বিণ কানা blind in one eye] (মেদিনী ৩০) <সং অন্ধ

অঁন্ ɔ̃n বি গরুর গাড়ির 'নাহার'-এর অর্থাৎ চক্রনাভির মধ্যস্থলে অক্ষদণ্ডের রন্ধ্রের বাইরে লাগান লোহার গোল চাকতি বা বেড় the iron hub used in a wheel of bullock cart (পদিনা ২)

অনউভ্র্যা ɔnubʰræ বিণ অনুর্বর [জমি] unfertile [land] (মুর্শিদা ২৪) <সং অনুর্বর

অনকুল্ ɔnkul ক্রিবিণ এইমাত্র just now অনকুল্ আরম্ভ হৈল—এইমাত্র আরম্ভ হল (মেদিনী ১৯)

অনখিদে ɔnkʰide বি অক্ষুধা anorexia অনখিদে মতো, ভাত্ খাবনি এ্যাখন্—অখিদে মতো লাগছে, এখন ভাত খাব না (নদীয়া ১, ৫, ৬) <অন্+ক্ষুধা

অনগুতে ɔngute ক্রিবিণ ভোরে early in the morning অনগুতেই যাবো—ভোরেই যাব (পুরুলি ১২)

অনচিন্হা ɔncinhɑ বিণ অচেনা unknown অনচিন্হা মানুষটা কে বটে ?—অচেনা মানুষটা কে ? (মুর্শিদা ২৩) <সং অ-চিহ্নিত

অনছট্ করা ɔncʰɔʈ kɔrɑ ক্রি আনচান্ করা feeling uneasy গরমে গা অনছট্ কোরছে—গরমে শরীর আনচান্ করছে (বীরভূ ৪)

অনছবা ɔncʰɔbɑ অসক্রি খুঁজতে to search হামার্ দেশি ভাষা অনছবা আইচি—আমার দেশি ভাষা খুঁজতে এসেছে (দার্জিলি ২) <সং অন্বেষণ

অনছোট্ ɔncʰoʈ বিণ ব্যাকুল extremely anxious (চব্বিশ ৪)

অনজালা[১] ɔnjɑlɑ বিণ উত্ত্যক্ত, জ্বালাতন to pester অনজালা কোরে মারছে—জ্বালাতন করে মারছে (নদীয়া ১১) <আন+জ্বালা, আন—অধিক (সু সেন)

অনজালা[২] ɔnjɑlɑ বিণ আনচান feeling uneasy শরিলটা খুব অনজালা কোরচে—শরীরটা খুব আনচান করছে (নদীয়া ১৩)

অনজো ɔnjo বি আসবাব furniture ঘরে কতো অনজো আছে—ঘরে কত আসবাব আছে (মুর্শিদা ৬)

অনঝট্ ɔnjʰɔʈ বি আশপাশ surroundings (মেদিনী ১৮)

অনতন্ ɔntɔn বিণ ওইরকম like that অনতন্ কাপড় দিবে—ঐরকম কাপড় দেবে (কোচবি ৬)

অনতাশক্‌তি ɔntɑʃɔkti বি অন্তঃসত্ত্বা to be in the family way (বর্ধমা ১৪) <সং অন্তঃসত্ত্ব-

অনতি ɔnti বি কানের ছোট দুল [জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়] a kind of small earing (জলপা ৭)

অঁনদ্ ɔ̃nd বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি যাতে লাঙলের ঈশ লাগান হয় rope fastening the yoke and the plough (পুরুলি ১৪)

অনদক্ ɔndɔk বিণ অন্ধ blind (কোচবি ৪) <সং অন্ধ-ক

অনদন্-ঘগা ɔndɔn-gʰɔgɑ বি রান্নাঘর the kitchen (পদিনা ১) <রন্ধন+গৃহ

অনদরান্ ɔndɔrɑn বিণ অন্তর্গত laying within তুফানগঞ্জের অনদরান্ ফুলবাড়ি—তুফানগঞ্জের অন্তর্গত ফুলবাড়ি (কোচবি ৭)

অনদিশা ɔndiʃɑ বিণ দিশেহারা bewildered অনদিশা কেনে হারেয়া দিশা না পাইস্ দিশাকুল—দিশেহারা কেন হারিয়ে দিক, না পাস্ কুলকিনারা (জলপা ৭)

অনদো-পোক্‌খো ɔndo-pokkʰo বি কৃষ্ণপক্ষ the dark fortnight (মেদিনী ৩৩) <সং অন্ধ+পক্ষ

অনদো-বনদো ɔndo-bɔndo বি দমবন্ধ অবস্থা a state of suffocation অনদো-বনদো লাগছে আর থাকতে পারবো না—দমবন্ধ হয়ে আসছে আর থাকতে পারব না (বীরভূ ৮) <সং রন্ধ্র-বন্ধ

অনধক্ ɔndʰɔk বিণ দ্র অনদক্ (কোচবি ৪)

অনধো-কুমো ɔndʰo-kumo বি অন্ধকূপ a dark pit (মেদিনী ১১) <সং অন্ধকূপ

অননপর্‌সন্ ɔnnɔpɔrsɔn বি দ্র অননোপোর্‌সাদ্ (মেদিনী ২৯) <সং অন্নপ্রাশন

অননপশং ɔnnɔpɔʃɔŋ বি দ্র অননোপোর্‌সাদ্ (কোচবি ১) <সং অন্নপ্রাশন

অননপশন্ ɔnnɔpɔʃɔn বি দ্র অননোপোর্‌সাদ্ (হাওড়া ৬) <সং অন্নপ্রাশন

অননপোর্‌শাদ্ ɔnnɔporʃɑd বি দ্র অননোপোর্‌সাদ্ (চব্বিশ ১, ৯)

অননা[১] ɔnnɑ বি ঘোমটা veil (মেদিনী ৩) <সং অববেষ্টন

অননা[২] ɔnnɑ বিণ আলুনি free from saline taste (মেদিনী ৭, ৩১) <সং অলবণক

অননায় ɔnnɑe̯ বিণ দ্র অননা[২] (মেদিনী ১৭)

অননু ɔnnu ক্রি আনলাম [I have] brought জাসার্ কহ্যে অননু বইটা তামাক্ দে—যাদের জন্য বইটা আনলাম তাদের দে (মালদা ১১) <আ-নী-

অননে ɔnne সর্ব ওরা they অননে কাইনু আইল—ওরা কোথা থেকে এল ? (মেদিনী ২১, ২২) <সং ★অবানাম্

অন্নোপসন্নো ɔnnopɔsɔnno বি দ্র অন্নোপোর্‌সাদ্ (বর্ধমা ১৮) <সং অন্নপ্রাশন

অন্নোপোর্‌সাদ্ ɔnnoporsɑd বি অন্নপ্রাশন the first rice taking ceremony of a Hindu child (চব্বিশ ১) <সং অন্নপ্রসাদ

অন্‌পাঁজরে ɔnpɑ̃jɔre বিণ দুর্বল, হতভাগ্য [গালি অর্থে] a man without one rib [used as a swear word] (মুর্শিদা ২) <সং উন+পঞ্জর-

অন্‌প্রাশন্ ɔnprɑʃɔn বি দ্র অন্নোপোর্‌সাদ্ (কোচবি ১ জলপা ৭ দার্জিলি ৩ পদিনা ৮) <সং অন্নপ্রাশন

অন্‌প্রাশোন্ ɔnprɑʃon বি দ্র অন্নোপোর্‌সাদ্ (কোচবি ১ জলপা ৭ দার্জিলি ৩ পদিনা ৮)

অন্‌বু ɔnbu ক্রি আনব [I shall] bring (মালদা ১১) <সং আ+নী-

অন্‌রুচ্ ɔnruc বি অরুচি aversion to food হামার্ খেয়ে অন্‌রুচ হয়েচে—আমার খেয়ে অরুচি হয়েছে (মুর্শিদা ২২) <সং অরুচি

অন্‌শট্ ɔnʃɔʈ ক্রি [কোমর] ধরে যাওয়া to have a benumbing feeling in any limb [specially the waist] (পদিনা ১৩) ~ লাগা ক্রি বিরক্তি লাগা to feel vexed হামার অন্‌শট্ লাগছে—আমার বিরক্তি লাগছে (পদিনা ২)

অন্‌শট্ করা ɔnʃɔʈ kɔrɑ ক্রি উত্ত্যক্ত করা to pester মোক্ অন্‌শট্ করিস্ না—আমাকে জ্বালাতন করিস না (মালদা ৩)

অন্‌শন্ ɔnʃɔn বিণ অপ্রাসঙ্গিক irrelevant (পদিনা ৯)

☆**অন্‌শানো ɔnʃɑno** ক্রি অন্বেষণ করা to search (কোচবি ৮ জলপা ৭) তু অন্‌শা—তুই খোঁজ, তু অন্‌শালু—তুই খুঁজলি, হাম্‌রা অন্‌শাই—আমরা খুঁজি, হাম্‌রা অন্‌শাউ—আমরা খুঁজব, হাম্‌রা অন্‌শাস্‌শি—আমরা খুঁজছি, মুই অন্‌শাশু—আমি খুঁজছি, উআয় অন্‌শালে—সে খুঁজল, তুম্‌রা অন্‌শায়—তারা খোঁজে

অন্‌সটা ɔnʃɔʈɑ বি অসুবিধা inconvenience হামার এন্‌হাই থাক্‌বা খুব অন্‌সটা হচ্যা—আমার এখানে থাকার খুব অসুবিধা হচ্ছে (মালদা ১১)

অন্‌হার্ রাত ɔnhɑr rɑt বি অন্ধকার রাত dark night (মালদা ৯) <সং অন্ধকার

অন্‌হা-রোত্ ɔnhɑ-rot বি দ্র অন্‌হার রাত্ অন্‌হা-রোত্ অ্যাক্‌লাই যাবা নি পার্‌মু—অন্ধকার রাত্রে একলা যেতে পারব না (মালদা ১১)

অনক্কন্ ɔnɔkkɔn বি অলক্ষণ ill-omen (কোচবি ৬)

অনক্‌কি ɔnɔkki বি অলক্ষ্মী a woman or a girl who brings misfortune to the family (কোচবি ৬) <সং অলক্ষ্মী

অনঙ ɔnɔŋ অ ওইরকম, অমন like that তুই জ্যানং কোরে কোরবা কহ্যাচিস্ মুই অনঙ কোরিঅ্যা কোন্‌নু—তুই যেমন করে করতে বললি আমি ওইরকম করেই করলাম (পদিনা ৪) দ্র অইনং



অনা

অনন্‌ত ɔnɔntɔ বি কনুইয়ের উপরে পরার সর্পাকৃতি গহনা an armlet with a shape of snake (চব্বিশ ৩৭ মালদা ২ মেদিনী ২১, ২৬) <সং অনন্ত

অনন্‌তর্ কাল্ ɔnɔntɔr kɑl বি অনেক দিন a long period of time অনন্তর কাল সাদ্‌দি-সাধনা কোরিয়া উঁয়ায় বোইরাগি হোইল্—দীর্ঘকাল সাধ্য-সাধনা করে তিনি বৈরাগী হয়েছেন (কোচবি ৬) <সং অনন্ত কাল

অনন্‌তো ɔnɔnto বি দ্র অনন্‌ত (বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ৩, ১৩)

অনা ɔnɑ বি (ধান অথবা চাল রাখার স্থূলোদর বৃহৎ মৃৎপাত্রের নীচের) ছিদ্র [বৃহৎ আকৃতির জন্য পাত্রটি বা 'কোটা'র নীচে ছিদ্রটি রাখা হয় যাতে এই পথেই ধান বা চাল পাত্রটি থেকে সহজে বার করা যায়] an opening at the bottom of a big earthenware called 'Kotā' to take out paddy or rice from the vessel (মালদা ৯)

অঁনা ɔ̃nɑ বি আমলকি emblic myrobalam (মেদিনী ৭) আমরকার দুইটা অঁনা গছ অছি—আমাদের দুটো আমলকি গাছ আছে

অনাওনি ɔnɑoni বি অসদ্ভাব want of amity (পদিনা ১০) <অ-বনাবনি

অনাছিস্‌টি ɔnɑcʰisʈi বি অনাসৃষ্টি a disorderly state (মেদিনী ৬, ২৬) কাজের দায়িত্‌ত লিয়্যা অ্যাক্‌টা অনাছিস্‌টি পাকি ফ্যাল্‌ছ্যা—কাজের দায়িত্ব নিয়ে একটা অনাসৃষ্টি পাকিয়ে ফেলেছে (মেদিনী ২৬)

অনাপোকা ɔnɑpokɑ বি নখকুনি whitlow (মালদা ৩)

অনাবিস্‌টি ɔnɑbisʈi বি খুব জোরে ও একনাগাড়ে বৃষ্টি a continued torrential rain (নদীয়া ৪ বর্ধমা ৬)

অনামুকো ɔnɑmuko বি অলক্ষণে মানুষ [গালি অর্থে ব্যবহৃত] a man who brings misfortune [a swearword] (হুগলি ১৫)

অনার্‌বিস্‌টি ɔnɑrbisʈi বি দ্র অনাবিস্‌টি (নদীয়া ১) <সং অনবরত+বৃষ্টি

অনিত্ করা ɔnit kɔrɑ ক্রি অনিষ্ট করা to do harm to somebody ওরা আর এখন অনিত্ করে না—ওরা আর এখন অনিষ্ট করে না (নদীয়া ১০)

অনুক্‌টি ɔnukʈi বিণ অগুণতি countless অনুক্‌টি লোক্ ছো—অগুণতি লোক আছে (পদিনা ১) <অনেক + কয়টি



অনোন্ত

অনুদয় **ɔnudɔe̯** বি ভোর dawn ব্যালা অনুদয়—ভোরবেলা (বর্ধমা ২২)

অনুরাধা **ɔnurad^{h}ɑ** বি সোনার ফুলের নীচে ঝুমকা ও চারপাশে চেন লাগানো কানে পরার গহনা [পার্বত্য উপজাতীয় রমণীদের অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যবহৃত হয়] a kind of ear-ornament (বাঁকুড়া ১)

অ-নে **ɔ-ne** সর্ব দ্র অন্নে (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬)

অনেক্কটা **ɔnekkɔʈɑ** বিণ দ্র অনেক্গা (হুগলি ১৫)

অনেক্গা **ɔnekgɑ** বিণ অনেকগুলো many অনেক্গা লোক—অনেকগুলো লোক (মেদিনী ২৩) তু আবা অনেকগুলা

অনেক্গিলা **ɔnekgilɑ** বিণ দ্র অনেক্গা (জলপা ৭ মেদিনী ৫) অনেক্গিলা চ্যাংরা—অনেকগুলি যুবক (জলপা ৭) <সং অনেক

অনেক্টি **ɔnekʈi** বিণ দ্র অনেক্গা অনেক্টি লোক—অনেক লোক (পদিনা ১০) <অনেক-

অনেক্ পঁজা **ɔnek pɔ^{h}jɑ** বি অনেকক্ষণ long while (মেদিনী ১৯) <সং অনেক+

অনেক্লা **ɔneklɑ** বিণ দ্র অনেক্গা এইঠে অনেক্লা বাশ আছে—এখানে অনেকগুলো বাঁশ আছে (কোচবি ৪ দার্জিলি ২)

অনেগ্লা **ɑneglɑ** বিণ দ্র অনেক্গা অনেগ্লা মান্সি ওট্টি গোটা হোইসে—অনেকগুলো মানুষ ওখানে জড়ো হয়েছে (কোচবি ২) <অনেক

অনোক্খি **ɔnokk^{h}i** বি দ্র অনক্কি (জলপা ৭)

অনোন্ত **ɔnontɔ** বি দ্র অনন্ত (মুর্শিদা ১৬ বর্ধমা ২)

অপ্ঘাত্ **ɔpg^{h}ɑt** বি অপঘাত death by accident, unnatural death অপ্ঘাতে মিত্যু—অপঘাতে মৃত্যু (চব্বিশ ১৫) <সং অপঘাত

অপ্ঘ্যাত্ **ɔpg^{h}æt** বি দ্র অপ্ঘাত্ (হুগলি ১১)

*অপ্চান** **ɔpcɑnɔ** ক্রি কাচা to launder (পুরুলি ৪, ১৭ মেদিনী ২৯) জামাটা অপ্চি আন্—জামাটা কেচে আন (মেদিনী ২৯)

অপ্চানা **ɔpcɑnɑ** ক্রি দ্র অপ্চান (মেদিনী ২৯)

অপ্চে **ɔpce** বি অপচয় wastage (বর্ধমা ৬) <অপচয়

অপ্জস্ **ɔpjɔs** বি অগৌরব infamy তোন্ন্যা জদি অ্যাটা কোরু তোন্ন্যাক্যার অপ্জস্ হবে—তোরা যদি এটা করিস তবে তোদের অপযশ হবে (মেদিনী ৭) <সং অপযশ

অপ্জিন্নি **ɔpjinni** বি বদহজম, অজীর্ণ রোগ indigestion, dyspepsia আমাহারে টকাটা অপ্জিন্নিয়ে ভুগ্যাঠ্যা—আমাদের বাড়ির ছেলেটা অজীর্ণ রোগে ভুগছে (মেদিনী ১৯) <সং অপজীর্ণ

অঁপ্ড়া **ɔ̃pɽɑ** বি নাকের ভিতরের শুকনো সর্দি বা ময়লা dried-up phlegm in the nose (চব্বিশ ১৭ মেদিনী ২৬) নাক্নু অঁপ্ড়াগা বার্কি দে—নাক থেকে ময়লাগুলো বের করে দে (মেদিনী ২৬)

অপ্ড়া-খপ্ড়া **ɔpɽɑ-k^{h}ɔpɽɑ** বিণ উঁচুনীচু, বন্ধুর uneven, rough, rugged রাস্তাটা বেশ অপ্ড়া খপ্ড়া—রাস্তাটা বেশ উঁচুনীচু (মেদিনী ২৬) তু আবা এবড়ো-খেবড়ো

অপ্তঘাত্ **ɔptɔg^{h}ɑt** বি আত্মহত্যা suicide (মেদিনী ১৭) <সং অপঘাত+আত্মঘাত

অপ্তাঘাত্ **ɔptɑg^{h}ɑt** বি দ্র অপ্তঘাত্ (হুগলি ১)

অপ্তোঘাত **ɔptog^{h}ɑt** বি দ্র অপ্তঘাত্ (মেদিনী ১১)

অপ্শট্ **ɔpʃɔʈ** বি অসুবিধা inconvenience (পুরুলি ১৫)

অপ্সর্ **ɔpsɔr** বি অবসর leisure, respite কাজে অপ্সর্ নাই—কাজে অবকাশ নাই (মেদিনী ৭) <সং অবসর

অপগেরাজ্জো **ɔpɔgerɑjjo** বিণ অগ্রাহ্য ignore, disregard আমাকে অমুন্ অপগেরাজ্জো কর্তেছিস ক্যানো—আমাকে এমন অগ্রাহ্য করছিস কেন ? (হাওড়া ১, ১০) <সং অপগ্রাহ্য

অপছিন্ডো **ɔpɔc^{h}inɖo** বিণ অকালকুষ্মাণ্ড stupid person (কোচবি ৩) <সং অপ-ছিন্ন

অপছিনা **ɔpɔc^{h}inɑ** বিণ অপরিচ্ছন্ন [গালি হিসাবে ব্যবহৃত] dirty, filthy [a swear-word] কাইনু গটে অপছিনা টকা আস্সে—কোথা থেকে একটা অপরিচ্ছন্ন ছেলে এসেছে (মেদিনী ১৯) <সং অপ-ছিন্ন

অপড়্তি **ɔpɔɽti** বিণ পতিত (জায়গা) fallow land অপড়্তি জায়গা—পতিত জায়গা (মেদিনী ৩৪) <সং পতিত

অপড়া **ɔpɔɽɑ** বি দ্র অঁপ্ড়া (চব্বিশ ১৭)

অপমিত্ত মরা **ɔpɔmittɔ mɔrɑ** বি অপঘাতে মৃত্যু an unnatural death (মুর্শিদা ২৪) তু আবা অপমৃত্যু

অপর্সু **ɔpɔrsu** বি আগামী পরশুর পরের দিন বা গত পরশুর আগের দিন the second day after to-morrow or previous second day before yesterday অপর্সু আস্সি—পরশুর আগের দিন এসেছি (মেদিনী ৩৪) <সং ন-পরশ্ব

অপরে **ɔpɔre** ক্রিবিণ উপরে on the top (নদীয়া ৭ বীরভূ ৩) অপরে উঠিস্ না—উপরে উঠিস না (নদীয়া ৭) তু আবা উপর

অপশট্ **ɔpɔʃɔʈ** বিণ দ্র অপ্শট্ (পুরুলি ১৫)

অপশ্টা **ɔpɔʃʈɑ** বি অপমান dishonour (পুরুলি ১৩) <সং অপ+ইষ্ট

অপস্স **ɔpɔssɔ** বি দ্র অপর্সু (মেদিনী ১৯)

অপহত্যা **ɔpɔhɔttæ** বি দ্র অপ্তঘাত (মুর্শিদা ১৯)

অপাক্ ɔpak বিণ অরন্ধিত uncooked (কোচবি ৩) তু আবা অপাক

অপাত্ জাওয়া ɔpat jao̯a ক্রি বিপথে বা অধঃপাতে যাওয়া to go astray চ্যাঙড়াটা অপাত্ গেল্—ছেলেটো বিপথে গেল বা বখে গেল বা অধঃপাতে গেল (কোচবি ৬ জলপা ১) <অধঃপাত (আঞ্চলি)

অপাতে জাওয়া[১] ɔpate jao̯a ক্রি দ্র অপাত্ জাওয়া অপাতে গিসে—অধঃপাতে গেছে (কোচবি ১)

অপাতে জাওয়া[২] ɔpate jaoa ক্রি (খাবার) নষ্ট হয়ে যাওয়া to become inedible এই গুট্টা অপাতে গেইসে—এই গুড়টা খারাপ হয়ে গেছে (কোচবি ১) দ্র অপাত্ জাওয়া

অপুয়া রাত ɔpua rat বি ভোররাত, রাত্রির শেষভাগ before dawn (মেদিনী ১৯) < অ+পোহা

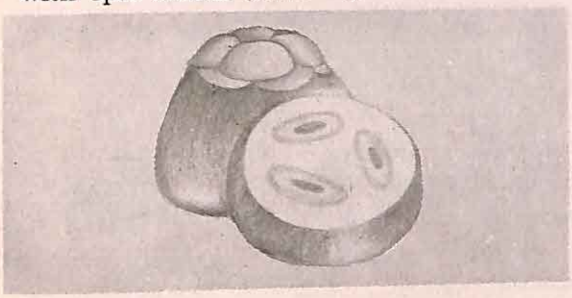
অপুরো [তাল] ɔpuro [tal] বিণ অপুষ্ট, নরম [তাল, যখন তালশাঁস খাওয়া হয়] soft kernel of palm] (পদিনা ১০) <অ-পুরু

অপুস্সি ɔpussi বি পরিবারের যে ব্যক্তি উপার্জনক্ষম নয় a dependent member of the family (মুর্শিদা ১৬) তু আবা পোষ্য

অপুহা সকাল ɔpuha sɔkal বি ভোরবেলার আলো ছায়ার সময়, morning twilight (মেদিনী ১২) <অ+সং প্রভ-

অপেত্তা দ্যাও ɔpetta dæo̯ বি অপদেবতা an evil spirit (কোচবি ৪) তু আবা অপদেবতা

অপেল্ পাথর্ ɔpel pat^{h}ɔr বি নাকছাবি [মহিলাদের নাকে পরার অলংকার, আকারে ছোট ফুলের মতো মাঝখানে পাথর দেওয়া] an ornament for the nose normally set with opal stones (চব্বিশ ৩৭)



অপুরো তাল

অপোমরোন্ ɔpomɔron বি অপমৃত্যু unnatural death অপোমরোনে মরা—অপমৃত্যু হওয়া (বর্ধমা ১, ৭)

অপোমিত্তু ɔpomittu বি দ্র অপোমরোন্ (কোচবি ৬ বর্ধমা ১৮)

অপোমিরিত্তু ɔpomirittu বি দ্র অপোমরোন্ (বর্ধমা ২১)

অপোর্সু ɔporsu বি দ্র অপর্সু (বাঁকুড়া ৭, মেদিনী ৩৪)

অপোসগ্গো ɔposɔggo বি অপদেবতার আবাসস্থল [লোক-বিশ্বাস যে, শনি মঙ্গলবারে মারা গেলে স্বর্গলাভের পরিবর্তে মানুষ অপদেবতায় পরিণত হয় এবং অপস্বর্গে যায়] abode of evil spirit, Cf. Hades. (মুর্শিদা ২৪)



অপেল পাথর

অপোহেলা ɔpohela বি অযত্ন insincere work (মেদিনী ১১) তু আবা অবহেলা

অফমৃত্তু ɔp^{h}ɔmrittu বি দ্র অপোমরোন্ (কোচবি ৬)

অফাবিল্ কাম্ ɔp^{h}abil kam বি ফাঁকিবাজির কাজ retarded due to insincerety অফাবিল্ কামাই মুই না করং—ফাঁকিবাজি কাজ আমি করব না (জলপা ১) [উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দক্ষ অর্থে 'ফাবা' শব্দ প্রচলিত] <অ+ফাবা+ইল

অফেল্ ɔp^{h}el বি দ্র অপেল্ পাথর (বীরভূ ৯ মুর্শিদা ১৪, ২২)

অফেলানি ɔp^{h}elani বিণ মূল্যহীন useless, unworthy (কোচবি ১, ৮) তু আবা ফেল্না

অব্ ɔb অ এখন now অব্ তড়িক্—এখনও পর্যন্ত (মেদিনী ১৯)

অব্গার্ ɔbgar বি অপকার harm, mischief (মেদিনী ১১) তু আবা অপকার

অব্গাস্ ɔbgas বি অবকাশ leisure, rest (মেদিনী ১১) তু আবা অবকাশ

অব্গুন্ করা ɔbgun kɔra ক্রি বদহজম হওয়া to suffer from acute indigestion অব্যালায় কড়্কোড়ে ভাত্ খেলি ক্যানো অব্গুন্ করবে—অবেলায় (ঠাণ্ডা) শুখনো ভাত খেলি কেন, বদহজম হবে (হাওড়া ১) তু অপগুণ

অব্ঘাত্ ɔbg^{h}at বি দ্র অপোমরোন্ (চব্বিশ ১৫, বর্ধমা ২৩, হাওড়া ৩)

অব্জাস্ ɔbjas বি নিন্দা backbiting, disparagement ইখান্ থেইকে গিয়ে আমাদের অব্জাস্ গাইছে—এখান থেকে গিয়ে আমাদের নিন্দা করছে (বীরভূ ৭) <সং অপযশ

অব্জিন্ন ɔbjinnɔ বি অজীর্ণ রোগ dyspepsia (মেদিনী ২) <সং অপজীর্ণ

অব্জিন্না ɔbjinna বি দ্র অব্জিন্ন মেদিনী ২৮)

অব্জির্নো ɔbjirno বি দ্র অপ্জিন্নি (পুরুলি ১৩)

অব্জিল্ ɔbjil বিণ অবুঝ not amenable to reason ছেলেটা কিছু বুঝে না, অব্জিল্ আছে—ছেলেটা কিছু বোঝে না, অবুঝ আছে (বাঁকুড়া ১১) <*অবুধ্য+ইল

অব্ড়া[১] ɔbɽa বিণ আইবুড়ো, অবিবাহিত bachelor maiden অব্ড়া মায়্যা—অবিবাহিত মেয়ে (মেদিনী ৩০)



অব্রাজিতে

<সং অব্যূঢ়

অব্ড়া[2] **ɔbɽa** বি বালিশ, লেপ ইত্যাদির খোল বা আবরণ দ্র অড়[3] (মালদা ১১)

অব্ড়া-খব্ড়া **ɔbɽa-kʰɔbɽa** বিণ উঁচুনীচু undulating অব্ড়া-খব্ড়া বাট—উঁচুনীচু রাস্তা (মেদিনী ১৬) তু আবা এব্ড়ো-খেব্ড়ো <সং অবট

অব্ঢ়া **ɔbɽʰa** বিণ আইবুড়ো unmarried girl, maiden অব্ঢ়া ঝিঅ—আইবুড়ো মেয়ে (মেদিনী ৩১) দ্র অবড়া[1]

অব্বা **ɔbba** ক্রিবিণ এখন now (মেদিনী ১৯) দ্র অতবা

অব্বোস্থান্ **ɔbbostʰan** বি অভ্যর্থনা reception আদোর অব্বোস্থান্—আদর অভ্যর্থনা (বীরভূ ১) <সং অভ্যর্থনা+

অব্র করা **ɔbrɔ kɔra** ক্রি অবশ করা to benumb ভূতটা জাকিয়েঁ অব্র করিয়েঁ দিল—ভূতটা চেপে অবশ করে দিল (পুরুলি ১৩) <সং অবল

অব্রাজিতে **ɔbrajite** বি অপরাজিতা ফুল the clitoria flower (হাওড়া ৮)

অব্রো **ɔbro** বি অভ্র mica (পুরুলি ৯)

অব্শেশ্ **ɔbʃeʃ** বি আপসোস repentance সে অব্শেশ্ কোরছে–সে আপসোস করছে (পুরুলি ১২)

অব্সর্ **ɔbsɔr** বি অবকাশ leisure, respite সোরিয়া জা, অখঁন আমার টুকুও অব্সর্ নাই—সরে যা, এখন আমার একটুও অবসর নেই (মেদিনী ৬, ২২, ২৩, ২৬, ২৭) তু আবা অবসর

অবখেত্ত মরন্ **ɔbɔkʰettɔmɔrɔn** বি অপমৃত্যু, আত্মহত্যা unnatural death, suicide (চব্বিশ ৩৭)

অবঙ্গ **ɔbɔŋgɔ** বিণ একবার বিবাহিত এমন ব্যক্তি a man married once (জলপা ১) <সং অভঙ্গ

অবর্ **ɔbɔr** বিণ অবশ benumed উয়াকে ঠেঙাই দিতেই অবর্ হঁয়ে গেল—ওকে লাঠি দিয়ে মারতেই সে অবশ হয়ে গেল (বীরভূ ১১)

অবরামনে **ɔbɔramɔne** অসক্রি ব্যর্থ হয়ে, ভগ্ন মনোরথ হয়ে being disappointed (কোচবি ৩)

অবল্ **ɔbɔl** বিণ অবশ benumbed হাতটা অবল্ হয়ে আছে—হাতটা অবশ হয়ে আছে (চব্বিশ ৮) দ্র অব্র করা

অবা **ɔba** ক্রিবিণ এখন now অবা মোর ঘরে রইজা—এখন আমার ঘরে থেকে যা (মেদিনী ৮) <★এতদ্বৎ

অবাক্ **ɔbak** বিণ বেশি, খুব too much, ample অবাক্ বোক্তে পারে—খুব বক্তে পারে (মেদিনী ১১) <সং অপার

অবাক্রকম্ **ɔbakrɔkɔm** বিণ অদ্ভুত ধরনের peculiar, uncommon কি অবাক্রকম্ কোরছে—কি অদ্ভুতরকম করছে (মেদিনী ৭)

অবাত্ **ɔbat** বিণ, বি জলের অভাব হেতু অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল জমায় কৃষিকাজের উপযুক্ত নয় এমন [জমি] [a land] not fit for cultivation owing to either excess or want of water (মেদিনী ২৯ হাওড়া ১, ৮). অবাত্ জমিতে ন্যাঙোল কোর্তে জেয়ে ন্যাঙোল ভেঙেছে—জলের অভাবে শক্ত আছে এমন জমিতে লাঙল করতে গিয়ে লাঙল ভেঙেছে (হাওড়া ১)। অবাতে আলু বোসিচিস্ তাই পোচে গ্যাচে—মাটিতে অধিক রস আছে এমন জমিতে আলু বসিয়েছিস তাই পচে গেছে (হাওড়া ১, ৮)

অবান্দা **ɔbanda** বিণ বাঁধা নয় এমন untied, unbound (কোচবি ২) <অ-বন্ধ

অবালা **ɔbala** বি দ্র অবেলা (পদিনা ১০) <সং অবেল-

অবাশ্ **ɔbaʃ** বিণ অবশ insensitive, benumbed (চব্বিশ ২১) <সং অবশ

অবিহিতা **ɔbihita** বিণ অবিবাহিতা maiden (মুর্শিদা ১৭) তু আবা অবিবাহিতা

অবু **ɔbu** বি আব্ tumour (পুরুলি ৯) <সং অর্বুদ

অবুজা **ɔbuja** বিণ অবুঝ not amenable to reason, unreasonable (জলপা ৭) <★অবুধ্যক-

অবুজি **ɔbuji** বিণ বোকা stupid, fool (বর্ধমা ১০) <সং অবুধ্য-, -ইক

অবুদ্দু **ɔbuddu** বিণ বোকা stupid (চব্বিশ ১৪) <সং বুদ্ধ

অবেলা **ɔbela** বি বেশি বেলা, অনুপযুক্ত কাল [সাধারণত কোনো বিশেষ কাজের পক্ষে দেরি হয়েছে এমন বোঝাতে] (আদর্শ কথ্যরীতির 'এ্যা' উচ্চারণ এখানে হয় না) untimely (বীরভূ ১০ হাওড়া ১, ৮) উ অবেলায় চান কোরচে—সে অবেলায় স্নান করছে (হাওড়া ১) <সং অবেল-

অবেশ্ **ɔbeʃ** বিণ দ্র অবাশ্ (পদিনা ৪)

অবোঘাতে মরা **ɔbogʰate mɔra** বি অপঘাতে মরা death by accident, unnatural death (বর্ধমা ১২) <সং অপঘাত+

অবোঘেত্তে মরা **ɔbogʰette mɔra** বি দ্র অপঘাতে মরা (বর্ধমা ১৪)

অবোট্ গোরু **ɔboṭ goru** বি যে গরু কাজ শেখে নি untrained cow (পুরুলি ৪) <অভৃত+গোরূপ

অবোদ্ **ɔbod** বিণ অবোধ dull (জলপা ৭) তু আবা অবোধ

অবোন্তি **ɔbonti** বি মনোমালিন্য, বিবাদ strained relations (মুর্শিদা ১৭) তু আবা বনাবনি <সং বর্ণয়-

অব্যায় **ɔbæe̯** বিণ অবিকল exact (হুগলি ১৫) <সং অব্যয়

অব্যালা **ɔbæla** বি দ্র অবেলা (বর্ধমা ২, মেদিনী ২২, ২৭ হুগলি ৫) অব্যালা হোঙ্গিছ্যা, শুকলা কড়্কড়্যা ভাতগুলা আর

খাবনি—অবেলা হয়ে গেছে [এখন] শুকনো কড়কড়ে ভাতগুলো আর খাব না (মেদিনী ২৩) <সং অবেলা

অব্যাশ্ **ɔbæʃ** বি অভ্যাস habit (হুগলি ১০) <সং অভ্যাস

অভ্ড়া **ɔbʰɽɑ** বিণ দ্র অবড়া¹ তু তো অভ্ড়া অছু—তুই তো আইবুড়ো আছিস (মেদিনী ৮, ৩১) <সং অব্যূঢ়

অভর্পেট্ **ɔbʰɔrpeʈ** বিণ পেটুক gluttonous (বর্ধমা ১৮) <অভরা+পেট

অভাজ্জন্ **ɔbʰɑjjɔn** বিণ নিষ্কর্মা worthless, incompetent, good-for-nothing (বাঁকুড়া ১) <সং অভাজন

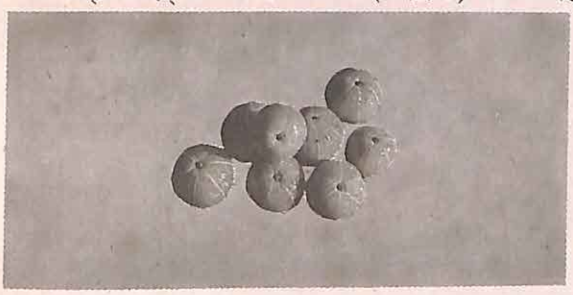
অভাবিয়া **ɔbʰɑbiɑ** বিণ অভাবগ্রস্ত needy (কোচবি ৮ জলপা ৭) অভাবিয়া লোকের সঙ্গে ভাব কোর্ছু অখন ঠক্—অভাবগ্রস্ত লোকের সঙ্গে ভাব করেছিস এখন ঠক (মেদিনী ২৩) <সং অভাব+ইক

অভোইক্কো **ɔbʰoikko** বি অভক্ষ্য খাদ্য [বিশেষ তিথিতে বিশেষ খাবার নিষিদ্ধ, কেউ তা খেয়ে ফেললে 'অভোইক্কো' খাওয়া হয়] prohibited food আইজ অভোইক্কো খাওয়া হোঁইচে—আজ অভক্ষ্য খাওয়া হয়ে গেছে (বাঁকুড়া ৭) <সং অভক্ষ্য

অম্ **ɔm** বি লোম দ্র অঁ (জলপা ৭)

অম্চে **ɔmce** ক্রিবিণ ওইরকম করে thus অম্চে ছাড়িয়া থুই—ওইরকম করে ছেড়ে দিই (কোচবি ৪) <*অবাদৃশ-

অম্নে **ɔmne** সর্ব ওদিকে, ওখানে, ঐদিকে to a particular direction (নদীয়া ৯ মেদিনী ১১ হাওড়া ১, ৩) অম্নে জাইস্ না—ওদিকে যাস না (নদীয়া ৯) <*অবমন্ত্



অম্লুকি

অম্ন্যা **ɔmnæ** ক্রিবিণ ওদিকে to a particular direction অম্ন্যা জা—ওদিকে যা (মুর্শিদা ১৪)

অম্ফোট্ **ɔmpʰoʈ** বি ফোঁড়া, লোমফোঁড়া a boil অম্ফোট্ আউলি গ্যালো—ফোঁড়া ফেটে গেল (পদিনা ৭) <সং রোমন্+স্ফোট

অম্র্হালা **ɔmrɔʰɑlɑ** সর্ব ওঁরা they (honorific) (পদিনা ৪) দ্র অম্রা

অম্রা **ɔmrɑ** সর্ব উনি he (honorific) অম্রা আসিল—উনি এলেন (পদিনা ১০) <সং অমু-+*অব-

অম্রাহ্লা **ɔmrɑʰɑlɑ** সর্ব দ্র অম্রহ্লা (পদিনা ৪)

অম্রুতমণ্ডা **ɔmrutɔmɔnɖɑ** বি পেঁপে the papaya (মেদিনী ৩১) <সং অমৃত+মণ্ড

অম্লুকি **ɔmluki** বি আমলকি the emblica myrobalan (হাওড়া ৩) <সং আমলক-

অম্হা **ɔmhɑ** সর্ব ওরা they অম্হা আসিল—ওরা এল (দার্জিলি ২) <সং অস্মাক-

অম্হাক **ɔmhɑkɔ** সর্ব ওদেরকে them অম্হাক কহবা হোবে—ওদেরকে বলতে হবে (পদিনা ৩)

অম্হার্ **ɔmhɑr** সর্ব ওদের their অম্হার্ গোরু—ওদের গরু (পদিনা ২, ৫)

অমন্ **ɔmɔn** বিণ এমন thus অমন (কথা) বল্যাই নাই—এমন (কথা) বলেই না (বাঁকুড়া ১৯) <*অবমন্ত্



অমর্খাড়া

অমর্খাড়া **ɔmɔrkʰɑɽɑ** বি বনকলমি [কলমির মতোই ফুল পাতা। লতানে নয়, শক্ত। সাধারণত বেড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়] ipomoea striata (পুরুলি ১৬)

অমস্সা **ɔmɔssɑ** বি অমাবস্যা the new moon (মেদিনী ২৮) <সং অমাবস্যা

অমা **ɔmɑ** বি দ্র অম্ (পদিনা ৬ মালদা ৪)

অমাঠা **ɔmɑʈʰɑ** বি অকালকুষ্মাণ্ড a stupid person [a swear word] (কোচবি ৩) <সং অমৃষ্ট-ক

অমাবইশ্যা **ɔmɑbɔiʃæ** বি দ্র অমস্সা (কোচবি ৬)

অমাবোইস্সা **ɔmɑboissɑ** বি দ্র অমস্সা (মেদিনী ২৬)

অমাবোতি **ɔmɑboti** বি অম্বুবাচী [অম্বু অথবা বারিবর্ষণ সূচনা করে ধারণা থেকে এই নাম। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে সূর্য যখন আর্দ্রার প্রথম পাদ ভোগ করে সেই সময় পরপর তিনদিনকে এই কালের অন্তর্গত ধরা হয়। মনে করা হয় এইসময় পৃথিবী ঋতুমতী (অথবা বৃষ্টির ফলে বীজধারণযোগ্যা) হয়। এই সময় হলকর্ষণ ও বীজবপন নিষিদ্ধ। অনুষ্ঠানাদির পক্ষেও এই কাল উপযুক্ত নয় এবং বিধবা, ব্রাহ্মণ ও ব্রতী এই সময় রন্ধন করা আহার্য গ্রহণ করেন না a period of ritual performed specially by the widows during consecuitive three days of the month of *Āsāda* when, it is believed, monsoon begins to ensure agricultural production (চব্বিশ ১০) <সং অম্বুবাচী

অমার্ **ɔmɑr** সর্ব ওর, ওদের his, her, their (পদিনা ৪, ১০) <সং অব-

অমাস্সা **ɔmɑssɑ** বি দ্র অমস্সা অমাস্সা লাগিছ্যা নাকি র‍্যা—অমাবস্যা শুরু হয়ে গেছে নাকি রে? (মেদিনী ৬)



অর্গোড়ি

অমুখা ɔmukʰɑ বিণ অপয়া ill-ominous (মেদিনী ১৩) <সং অমুখ+ক

অমুন্ ɔmun বিণ ঐরকম like that অমুন্ কোরে দাঁড়াও না—ঐরকম করে দাঁড়াও না (হাওড়া ১, ১০) <★অবমন্ত+

অমুয়া লাগা ɔmuɑ lɑgɑ ক্রি বিস্বাদ লাগা [শারীরিক অসুস্থতার কারণে] to become tasteless due to aversion অমুয়া লাগ্যাঠ্যা—বিস্বাদ লাগছে (মেদিনী ১৭) <সং অমুখ-ক

অমেক্খা ɔmekkʰɑ বি অবজ্ঞা neglect ও আমাকে অমেক্খা কোরলো—ও আমাকে অবজ্ঞা করল (নদীয়া ৫) <সং অবজ্ঞা+উপেক্ষা

অম্বপোতি ɔmb ɔ poti বি দ্র অমাবোতি (হাওড়া ৬)

অম্ববতি ɔmb ɔ b ɔ ti বি দ্র অমাবোতি (মেদিনী ৬, ১১)

অম্ববোতি ɔmbɔboti বি দ্র অমাবোতি (নদীয়া ১)

অম্বর্বোতি ɔmbɔrboti বি দ্র অমাবোতি (চব্বিশ ২১)

অম্বল্১ ɔmb ɔ l বি অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন a kind of sweet and sour broth taken as table delicacy (পদিনা ৬ বর্ধমা ২১ মেদিনী ২২, ২৩) মাছের মুড়াটা দিআ অম্বল্ পাকিছু কেনি—মাছের মাথাটা দিয়ে অম্বল পাক করেছ কেন ? (মেদিনী ২২) <সং অম্ল

অম্বল্২ ɔmb ɔl বি অম্লরোগ acidity (মেদিনী ২২, ২৩, ৩৫) খায়্যা রাত জাগ্থিলি, অম্বল্ হোইছ্যা—খেয়ে রাত জেগেছিলাম অম্লরোগ হয়েছে (মেদিনী ২৩) দ্র অম্বল১

অম্বলিয়া ɔmb ɔ liɑ বিণ টকো tasting sour অম্বলিয়া গন্ধ—টক গন্ধ (মেদিনী ৩) <সং ★অম্ল -ইক

অম্বাবাচি ɔmbɑbɑci বি দ্র অমাবোতি (মেদিনী ১১, ১৭)

অম্বোবতি ɔmbobɔti বি দ্র অমাবোতি (পুরুলি ১২)

অম্বোবতি পুজো ɔmbobɔti pujo বি আষাঢ় মাসের ৮ তারিখে ছাগবলি-সহ এই পুজো হয় a worship commences on the 8th day of *Āsāda* with a goat-sacrifice (বর্ধমা ১৪)

অম্বোবাসি ɔmbobɑsi বি দ্র অমাবোতি (হাওড়া ৬)

অম্বোবোতি ɔmboboti বি দ্র অমাবোতি (মেদিনী ৮)

অয়্১ ɔe̯ সর্ব সে he (জলপা ৫ দার্জিলি ৩ পদিনা ৭, ১০, ১৩ মালদা ৬) অয় কুদ্দিয়া জলৎ পোরলে—সে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ল (পদিনা ৭) অয় মোক্ ডাঙাইশে—সে আমাকে মেরেছে (জলপা ৫) অয় এ্যাখোন নিন্দাইসে—সে এখন ঘুমাচ্ছে (পদিনা ১০) অয় চুম্কায় দ্যাখেশে—সে উঁকি মেরে দেখছে (দার্জিলি ৩) অয় এ্যাংকায় গ্যাল—সে এইমাত্র গেল (মালদা ৬) <সং ★অব-

অয়্২ ɔe̯ সর্ব ওকে him অয় ডাকাতো—ওকে ডাক (জলপা ৫, ৬) <সং ★অব-

অঁয় ɔ̃e̯ সর্ব তিনি he (honorific) অঁয় এখ্নে আউলাক্ (পুং), অঁয় এখ্নে আউলি (স্ত্রী)—তিনি এইমাত্র এলেন (পুরুলি ৫) <সং ★অব-

-অয়্লা -ɔe̯lɑ বিণ -ওয়ালা, বৃত্তি ও অধিবাসী অর্থে a suffix denoting resident or agent দুধ অয়লা—দুধ ওয়ালা। পুরগুনো-অয়লা—পুরুগুনোর অধিবাসী (বর্ধমা ২২) <আ ওয়ালে

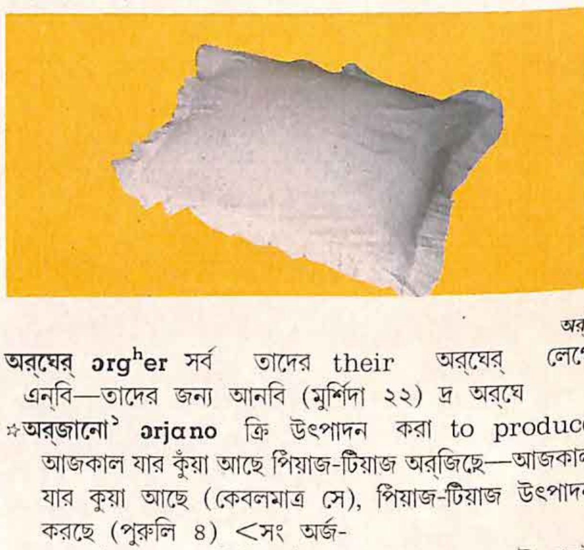
অর্১ ɔr বি ওয়াড় pillow-case (চব্বিশ ৩১)দ্র অড়্৩

অর্২ ɔr সর্ব তার, ওর his (জলপা ৭ দার্জিলি ২ পদিনা ২, হাওড়া ১, ৩, ৮) অর্ বড় ছোওয়া জোমিনোত্ কাম্ কোরিচিলো—তার বড় ছেলে মাঠে কাজ করছিল (দার্জিলি ২) <সং ★অব-

অর্গোড়ি ɔrgoṛi বি হাড়িকাঠ a wooden frame to which the neck of a sacrificial victim is fixed (মেদিনী ৮) <সং অর্গল

অর্গোলি ɔrgoli বি দ্র অর্গোড়ি (মেদিনী ৮)

অর্ঘে ɔrgʰe সর্ব ওদের, তাদের their অর্ঘে বাড়ির বেটি— ওদের বাড়ির মেয়ে (মুর্শিদা ১৯) অর্ঘেও বাড়িতে মান্শিলা আছে—ওদেরও বাড়িতে মানুষজন(অতিথিরা) আছে (মালদা ৯)



অর্১

অর্ঘের্ ɔrgʰer সর্ব তাদের their অর্ঘের্ লেগে এন্বি—তাদের জন্য আনবি (মুর্শিদা ২২) দ্র অর্ঘে

☆**অর্জানো১ ɔrjɑno** ক্রি উৎপাদন করা to produce আজকাল যার কুঁয়া আছে পিয়াজ-টিয়াজ অর্জিছে—আজকাল যার কুয়া আছে (কেবলমাত্র সে), পিয়াজ-টিয়াজ উৎপাদন করছে (পুরুলি ৪) <সং অর্জ-

☆**অর্জানো২ ɔrjɑno** বি উপার্জন act of earning উ ভালই অর্জিছে—সে ভালই উপার্জন করছে (পুরুলি ৪) <সং অর্জন-

অর্জেন্নি ɔrjenni বি বদহজম indigestion (নদীয়া ২) <সং অজীর্ণ

অর্দোক্ ɔrdok বি আদা ginger (পদিনা ৯) <সং আর্দ্রক

অরধঙ্গ **ɔrd^{h}ɔŋgɔ** বিণ পঙ্গু crippled লোকটা অরধঙ্গ হোয়ে গ্যাচে—লোকটা পঙ্গু হয়ে গেছে (মালদা ৬) <সং অর্ধাঙ্গ

অরনা ɔrnɑ বি ঘোমটা a veil (মেদিনী ৩) তু আবা ওড়না

অরশুদ্দু ɔrʃuddu বিণ অশুদ্ধ impure, inauspicious (কোচবি ৩) <সং অশুদ্ধ

অরশুল্ ɔrʃul বি আরশুলা the cockroach (বর্ধমা ৫)

অরহা ɔrhɑ সর্ব ওরা they অরহা কুহিন্ গেল্জে—ওরা কোথায় গেছে ? (পদিনা ৩) <সং ★অব-

অরঠ ɔrɔṭ^h বি চরকা [রথ নয় অথচ চাকাযুক্ত এই অর্থে] a spinning wheel (মেদিনী ১৯) <অ-রথ

অরন্ন ɔr ɔnnɔ বি অরন্ধন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের দ্বারা পালিত একটি বহুল প্রচলিত লোকাচার যার বৈশিষ্ট্য রন্ধন না করা [কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রাবণ সংক্রান্তি অথবা দশহরার দিন অনুষ্ঠিত হলেও প্রধানত ভাদ্র-সংক্রান্তি ও শীতল-ষষ্ঠীর (শ্রীপঞ্চমীর পরদিন) দিন এই প্রথাটি পালিত হয়। ভাদ্র মাসের যে-কোনো দিন পালিত হলে অরন্ধনকে বলে 'ইচ্ছে রান্না' (হাওড়া ১, ৩, ৮) আর ভাদ্র সংক্রান্তিতে পালিত হলে বলে 'বুড়ো রান্না' (হাওড়া ১, ৩, ৮) অথবা রান্না বা আন্না পুজো (চব্বিশ ৪, ৮, ১৭)। ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অরন্ধনের সঙ্গে এই পূজার কোনো যোগ নাই। পক্ষান্তরে সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে মনসা পূজার নিবিড় যোগ। অরন্ধনের পূর্বরাত্রে ভাত ও ভাজা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। এই রান্না, যা 'পান্না' নামে কথিত হয় অরন্ধনের দিন ভোজন করা হয়। উনানের ভিতর ও বাহির লেপা-মোছা ও অলংকৃত করে একটি সিজ-মনসার ডাল বসিয়ে মনসা পূজা করা হয়। অরন্ধনের দিনের উদ্বৃত্ত রান্নাকে পরের দিন বলে 'টক-পান্না'। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে



অর্জুনে

অনুষ্ঠিত অরন্ধনের নামান্তর নদীয়ায় 'পাতাল ফোঁড়', বর্ধমানে 'খইদই' বাঁকুড়ায় 'খইধারা'। শীতল ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত অরন্ধনের আহার্যকে 'গোটা সিদ্ধ' বলে ; কারণ, সবজিগুলিকে গোটা রেখে সিদ্ধ করা হয়] the Hindu festival of abstaining from cooking observed normally on the last day of *Bhādra* (মেদিনী ১১)

অরস্ পোস্সি ɔrɔs possi বি পাড়া প্রতিবেশী neighbour (মেদিনী ১৯)

অরা^{1} ɔrɑ সর্ব ওরা, তারা they (মালদা ৪, বর্ধমা ৯) অরা মোক্ মালে—তারা আমাকে মারল (পদিনা ২, ৯) অরা কখন্ আউলা—তারা কখন এল ? (পুরুলি ৫) ~ কে তাদেরকে, ওদেরকে them অরাকে ডাক—তাদেরকে ডাক (মুর্শিদা ২২, ২৩) <সং ★অব-



অর্শোগাচ

অরা^{2} ɔrɑ বি শেষ end (কোচবি ৮) <সং অপর-পার (সেন)

অরুচ্ ɔruc বি অরুচি distaste, anorexia অরুচ্ হইচে খেতে মন যায় নি—অরুচি হয়েছে খেতে ইচ্ছা করছে না (মেদিনী ২৯) শরীল্টা খারাপ্ অরুচ্ হোইচে—শরীরটা খারাপ অরুচি ধরেছে (মালদা ১০) <সং অরুচি

অরুচি হওয়া ɔruci hɔoɑ ক্রি ঘৃণার যোগ্য হওয়া, to become abominable ছেলেটা ভীষণ নোংরা একেবারে অরুচি হয়ে গেছে—ছেলেটা ভীষণ নোংরা দেখলে ঘৃণা হয় (বাঁকুড়া ১২) <সং অরুচি

অরোল্ ɔrol বি অড়হর a variety of pigeon-pea অরোলের ডাইল্—অড়হরের ডাল (চব্বিশ ১০, ২১) <সং আঢ়কী

অর্জুন্ নুড়ি ɔrjun nuṛi বি আঞ্জনি a sty (বাঁকুড়া ১, ৭)

অর্জুনে ɔrjune বি গিরগিটি সদৃশ একপ্রকার প্রাণী a kind of lizard like the chameleon (বর্ধমা ৪)

অর্শোগাচ্ ɔrʃogɑc বি আনারস গাছের মতো দেখতে এক ধরনের গাছ, এর পাতা রসযুক্ত ও কণ্টকহীন, শরৎকালে সাদা রঙের ফুল হয় [স্থানীয় লোকবিশ্বাস, ঠাকুরতলায় এই গাছ বসিয়ে প্রতিদিন জল ঢাললে অর্শ রোগ সেরে যায়, তাই এর নাম 'অর্শোগাচ'] a species of plant having leaf like pineapple, supposed to cure piles (হুগলি ১)

অল্ ɔl বি ওল the arum (পুরুলি ৪) <সং ওল

অল্অলিয়া হওয়া ɔlɔliɑ hɔoɑ ক্রি আলগা, শ্লথবন্ধন, ঢলঢলে হওয়া loose কাপড়টা ছিঁড়িয়া অল্অলিয়া হোইয়া গ্যাল—কাপড়টা ছিঁড়ে ঢলঢলে হয়ে গেল (বাঁকুড়া ১১) তু আবা ঢলঢল, হলহল ঝলঝল

অল্কশ্ ɔlkɔʃ বিণ দরকচা not properly ripe (পুরুলি ১২)

অল্কু ɔlku ক্রি এলি have come back (2nd person) বাস নি পল্কু, ঘুরা অল্কু—বাস পেলি না ফিরে এলি (মালদা ১১) <আয়াত-

অল্গা সিড়ি ɔlgɑ siṛi বি মই a ladder (মেদিনী ৩০) <সং অলগ্ন+শ্রেণী ★শ্রীঢি (Turner)

অল্ঝল্ করা ɔlj^{h}ɔl kɔrɑ ক্রি এলেমেলো করা to put things in disarray (পদিনা ১০)



অলতাপাটি শিম্

অল্ত ɔltɔ বি আলতা a lac-dye used by Hindu women to paint the borders of their feet (মালদা ১১) <সং অলক্তক

অল্তা ɔltɑ বি দ্র অল্ত (পদিনা ১)

অল্তা পাটি শিম্ ɔltɑpɑṭi ʃim বি একধারে লালচে রেখা আছে এমন সাদাটে অথবা সবুজ শিম a variety of kidney-bean with a reddish edge (পদিনা ১১) <সং শিম্ব

অল্ধা ɔldʰɑ বিণ আলাদা different অল্ধা কথা—আলাদা কথা (মেদিনী ৩১) <আ আলাহিদা

অল্ফাই ɔlpʰɑi̯ বিণ ইতর, শয়তান, সংকীর্ণমনা mean, rogue, narrow-minded (জলপা ৭ কোচবি ৮)

অল্ফো ɔlpʰo বিণ অল্প a little অল্ফো কোরি আন—অল্প পরিমাণে আন (জলপা ৭) <সং অল্প

অল্ফোটি লাগা ɔlpʰoṭi lɑgɑ ক্রি দেরি লাগা to take time (পদিনা ১)

অল্বোজিয়া ɔlbojiɑ বিণ লোভী greedy, avid (পদিনা ১০) দ্র অল্বজিয়া

অল্বোলিয়া ɔlboliɑ ক্রিবিণ এলোমেলো, ঢলঢলে করে loosely কাপড়টা খুব অল্বোলিয়া পোরেচে—কাপড়টা খুব এলোমেলো করে পরেছে (বাঁকুড়া ৩) দ্র অল্অলিয়া হওয়া

অল্বোলিয়া হওয়া ɔlboliɑ hɔoɑ বিণ দ্র অল্অলিয়া বস্তাটা ছিড়িয়া অল্বোলিয়া হোইছে—বস্তাটা ছিড়ে ঢলঢলে হয়ে গেছে (মেদিনী ২৬)

অল্লা ɔllɑ বি খড়কুটো pieces of dry straw (বাঁকুড়া ১২) <সং উলপ

অল্স ɔlsɔ বি আলস্য lethargy, langour অল্স ভাঙুচি—আলস্য ভাঙছি (মেদিনী ১৮) <সং আলস্য

☆**অল্হান ɔlhɑnɔ** ক্রি নামা to get down (জলপা ৭) তুই গাছনু অল্হেই আয়—তুই গাছ থেকে নেমে আয়। আমি অল্হিটি—আমি নামছি (মেদিনী ১৬) দ্র অলা[১]

অলবল ɔlɔbɔlɔ বিণ এলোমেলো, অবিন্যস্ত dishevelled, tousled চুলগিলা অলবল হোই আছে, আঁচুড়ি আয় না—চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে আঁচড়ে আয় না (বাঁকুড়া ১৮) <সং আকুল-ব্যাকুল

অলংঝলং ɔlɔŋjʰɔlɔŋ বিণ এলোমেলো, অসংবৃত (বেশ) untidy অলংঝলং করে কাপড়টা পোরেছিস্—এলোমেলো করে কাপড়টা পরেছিস (বাঁকুড়া ৭) দ্র অলবল

অলংবলং ɔlɔŋbɔlɔŋ বিণ দ্র অলংঝলং কাপড়টা অলংবলং কোরে পোরিচু, বাগায়ে পোর্তে জানুস্ নাই—কাপড়টা এলোমেলো করে পরেছিস গুছিয়ে পরতে জানিস না? (বাঁকুড়া ১২)

অলক্ ɔlɔk বিণ অল্প a little (কোচবি ১) <সং অল্প-ক

অলক্খনিয়া ɔlɔkkʰɔniɑ বিণ অলক্ষণে [সাধারণত গালাগালিতে ব্যবহৃত হয়] evil [swear word] কাইনু অ্যাক্টা অলক্খনিয়া মায়্যা আইসা জুট্ছ্যা—কোত্থেকে একটা অলক্ষণে মেয়ে এসে জুটেছে (মেদিনী ২২, ২৬)

অলক্পুই ɔlɔkpui̯ বি স্বর্ণলতা, আলোকলতা [পত্রহীন উজ্জ্বল হলুদবর্ণের লতা] Cascuta reflex Rox (পুরুলি ৯)

অলক্ মচক্ ধরা ɔlɔk mɔcɔk dʰɔrɑ ক্রি আল্তো করে ধরা to hold lightly মাচ্টাকে মুই অলক্ মচক্ কোরে ধোইস্নু তাত্নে পালান্ দিলে—মাছটাকে আল্তো করে ধরেছিলাম তাই পালিয়ে গেল (দার্জিলি ৩)

অলগ্ ɔlɔg বিণ আলাদা different (কোচবি ৩ পদিনা ৩) <সং অলগ্ন

অলগ্-বলগ্ ɔlɔg-bɔlɔg বিণ আলগা loose, disjointed (পদিনা ২) <সং অলগ্ন-

অলতে ɔlɔte ক্রিবিণ আড়ালে in the back stage উ লোকটা অলতে অছে—ওই লোকটা আড়ালে আছে (পুরুলি ৫)

অলবজিয়া ɔlɔbjiɑ বিণ লোভী greedy (পদিনা ১০)

অলম্ভুস্ ɔlɔmbʰus বিণ অপরিচ্ছন্ন, কুদর্শন, বোকা, আহম্মক [ঘটোৎকচের দ্বারা নিহত কুরুপক্ষীয় রাক্ষস] dirty, ugly looking ওর্কুম্ অলম্ভুস্ হয়্যা আছু কেনি—ওরকম অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছিস কেন? (মেদিনী ৭, ২২, ২৬) <সং অলম্বুষ



অলক্পুই

অলা[১] ɔlɑ ক্রি নামা to descend তুই, তোন্ন্যা অলা—তুই, তোরা নাম। অল্বনি—(আমি, আমরা) নামব না (মেদিনী ১৯, ২০, ২২, ২৬) <সং অবতর দ্র ওলা[১]

অলা[২] ɔlɑ ক্রি নামানো to bring down অলি লে—নামিয়ে নে (মেদিনী ১৯, ২০, ২২, ২৬) দ্র ওলা[২]

অলাই[১] ɔlɑi̯ বিণ এলোমেলো at sixes and sevens জিনিস্লা কে অলাই দিলু রে?—জিনিসগুলো কে এলোমেলো করল রে? (পদিনা ১, ৪)

অলাই[২] ɔlɑi̯ ক্রিবিণ দ্রুত quickly তুই অলাই জা; নিত

গাড়ি ধর্‌বার নি পার্‌ব—তুই দ্রুত যা নয়তো গাড়ি ধরতে পারবি না (পদিনা ২)

অলাউঠা ɔlauʈʰa বি ওলাউঠা, বিসূচিকা cholera (মেদিনী ২১, ২২, ৩৪) <ওলা+উঠা ~ **ধরা** ক্রি গালাগালি বিশেষ a swear word (মেদিনী ২১, ২২, ৩৪) মর্‌মর্ অলাউঠা ধোরু—মরে যা মরে যা কলেরা হয়ে মরে যা। তাকে অলাউঠা ধরছেনি কেনি রে, মরেঠেনি কেনি রে, মংলা মাকে ভোগ্ দুবরে—তাকে কলেরায় ধরছে না কেন রে, [সে] মরছে না কেন রে [যদি সে মরে তাহলে] মঙ্গলামাকে ভোগ দেব রে (মেদিনী ২২) ~ **হোউ** ক্রি গালাগালি বিশেষ a swear word (মেদিনী ২১, ২২, ৩৪) অলাউঠা হোউ, মোরিয়া জা, মড়াচির্‌কে দিয়া আইস্‌ব—কলেরা হোক, মরে যা, শ্মশানে দিয়ে আসব (মেদিনী ২২)

অলাউঠো ɔlauʈʰo বি দ্র অলাউঠা (মেদিনী ১১)

অলাট্ ভোর্ ɔlaʈ bʰor বি খুব ভোর the early dawn (মেদিনী ১৯)

অলাড়ে ɔlaɽe বি নড়ার ক্ষমতা রহিত এমন ব্যক্তি a completely crippled man (মেদিনী ৯) <অনড়-

অলান্ ɔlan বি ভাগাড় damping ground for carcass (বাঁকুড়া ৬)

অলাঁনি ɔlãni বি পেটের অসুখ diarrhoea (মেদিনী ১৯) <অলা-

☆**অলানো ɔlano** ক্রি নামানো to bring down চুলানু তর্‌কি কড়া অলি লে—উনুন থেকে তরকারির কড়াই নামিয়ে নে (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬)

অলান্দু ɔlandu বি ঝুল soot (জলপা ১, ৪) দ্র অড়াধুঁ

অলাবিবি ɔlabibi বি ওলাউঠা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ওলাইবিবি বা ওলাইচণ্ডী [কলকাতায়, বৃহত্তর কলকাতায়, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনো কোনো অঞ্চলে পূজিত। কোথাও কোথাও দেবীর স্থায়ী 'থান'-ও দেখা যায়। কোথাও এককভাবে, কোথাও আবার অন্য দেবতার সঙ্গে, কোথাও মূর্তিতে, কোথাও আবার পাথর অথবা মাটির স্তূপের প্রতীকে দেবী পূজা পান। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে ছাগ ইত্যাদি বলি দিয়ে দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। দেবীর ছয় ভগিনী—ঝোলাবিবি, আসানবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি ও ঝেঁটুনেবিবি] the folk goddess of cholera (মেদিনী ১৯, ২০ হাওড়া ১)

অলিখে ঘর ɔlikʰe gʰɔr বি আঁতুড় ঘর [শিশু জন্মাবার পর প্রথম পাঁচদিন আঁতুড় ঘরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তখন এই ঘরের নাম অলিখে ঘর] a laying-in-room (মেদিনী ৭) <সং অলক্ষ্য-

অলেল্ ɔlel বিণ খুব much, too much অলেল্ ভোর—খুব ভোর (মেদিনী ১৯)

অলোইলা (কুকুর) ɔloila (kukur) বি রাস্তার কুকুর street dog (বাঁকুড়া ৩) <সং লোল-

অলোক্‌খোনিয়া ɔlokkʰonia বিণ অলক্ষুণে দ্র অলক্‌খনিয়া



অলাবিবি

অলোক্‌খোনিয়া মেয়া-ঝি গুড়ো নাড়ুচি—অলক্ষুণে মেয়ে পা নাচাচ্ছে (মেদিনী ৩১) <সং অলক্ষণ-

অলোক্‌খোমা ɔlokkʰoma বি অলক্ষণা an ill-omen (মেদিনী ১২)

অলোক্-টিক্‌রা বসা ɔlok-ʈikra bɔsa ক্রি উবু হয়ে বসা to sit on one's heels (পদিনা ৭)

অলোকা ɔloka বি টিকলি an ornament worn on forehead of girls (মালদা ৪) <সং অলংকৃত-

অলোগ্‌পুই ɔlogpui̯ বি দ্র অলোক্‌পুই (পুরুলি ৫)

অলোলে ɔlole বিণ পাড়াবেড়ানি a gad-about girl তুই কোথায় গেছ্‌লু রে অলোলে—পাড়াবেড়ানি তুই কোথায় গিয়েছিলি (বাঁকুড়া ১১) <সং লোল-

অল্প-কনেক্ ɔlpɔ-kɔnek বিণ অল্পএকটু a small quantity মোক্ অল্প-কনেক্ ভাত দিল্—আমাকে অল্প-একটু ভাত দিল (জলপা ৭) <সং অল্প+খণ্ড-

অল্প-টুক্‌এ্যাক্ ɔlpɔ-ʈukæk বিণ অল্প একটু too little অল্প-টুক্‌এ্যাক্ জল্ খাইল্—অল্প একটু জল খেল (কোচবি ৩) <সং অল্প+বৃত্ত+এক

অল্ফো ɔlpʰo বিণ অল্প a little, a few অল্ফো করি আন্—অল্প করে আন (জলপা ৩) <সং অল্প

অল্লা ɔlla বি খড়কুটা straw (বাঁকুড়া ১৩) <সং উলপ

অশ্-অটায় ɔʃ-ɔʈae̯ ক্রি বিরক্তি লাগে feel displeasure উয়াকে দেইখ্‌লে আমার অশ্-অটায়, গাটা জ্যোলি জায়—ওকে দেখলে বিরক্তি লাগে, শরীরটা জ্বলে যায় (বাঁকুড়া ১৯)

অশ্-অশ্ ɔʃɔʃ বিণ রসাল, রসরসে juicy (পদিনা ১১) <সং রস-

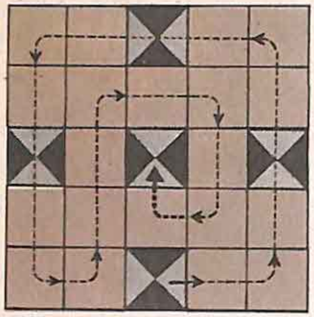
অশ্‌টাত্তর্ ɔʃʈattɔr বি আটাত্তর seventy eight (চব্বিশ ২১)

অশ্‌টানব্বই ɔʃʈanɔbbɔi̯ বি আটানব্বই ninety eight (চব্বিশ ২১)

অশ্‌টান্ন ɔʃʈannɔ বি আটান্ন fifty eight (চব্বিশ ২১)

অশ্‌টা-বাদল্ ɔʃʈa-badɔl বি একটানা আটদিন [কয়েক দিন] বৃষ্টি continuous raining for a few days (হাওড়া ১০) <অষ্ট+বাদল

অশ্‌টাহার্ ɔʃʈahar বি অষ্টমঙ্গলা [বিবাহের অষ্টম দিনে কন্যার পিতৃগৃহে পালনীয় হিন্দু লোকাচার। এই অনুষ্ঠানে দুধ ও আলতা-গোলা জলের থালায় বরকন্যার হাত রেখে এয়োতিরা



অশ্‌টোক্‌খন্—অস্‌টা খ্যালা

অস্‌টা খ্যালা

'মঙ্গলসূত্র' খুলে দেন। 'গাঁটছড়া'ও খোলা হয়] a ritual of the Hindus performed on the eighth day of the marriage ceremony at the father-in-laws house of the bride (জলপা ৭ পদিনা ১০)

অশ্‌টোক্‌খন্ ɔʃtokkʰɔn বি অষ্টপ্রহর, সবসময় day and night, always (নদীয়া ১০)

অশ্‌টোক্‌ঘোরি ɔʃtokgʰori ক্রিবিণ সারাক্ষণ always, constant, perennial (বাঁকুড়া ৬) <সং অষ্ট+ঘড়ি

অশ্‌টোমোঙ্গোলা ɔʃtomoŋgolɑ বি দ্র অশ্‌টাহার্ (বর্ধমা ১৯)

অশ্‌তর্ ɔʃtɔr বি অস্ত্র a weapon (কোচবি ৩ জলপা ৭) <সং অস্ত্র

অশ্‌তোর্ ɔʃtor বি বঁটির পাত a kind of iron blade of a large knife fixed on a piece of wood used for cutting vegetables (চব্বিশ ৩৬) <সং অস্ত্র

অশ্‌রা ɔʃrɑ বি দাওয়া a verandah (পদিনা ২ মালদা ১১) <সং *অপসার

অশ্‌লিশ্ ɔʃliʃ বিণ অশ্লীল vulgar (কোচবি ৩) <সং অশ্লীল

অশ্‌শ ɔʃʃɔ বি অর্শ piles (কোচবি ৬)

অশ্‌শা ɔʃʃɑ বি আবাদী জমি a land suitable for cultivation (কোচবি ৬)

অশটা ɔʃɔṭɑ বি দ্র অশ্‌-অটায় (বাঁকুড়া ১৮)

অশধ্ ɔʃɔdʰ বি ঔষধ medicine (পুরুলি ১৪)

অশর্ তোলা ɔʃɔr tolɑ ক্রি জমির আলের ঘাস ছেঁটে দেওয়া বা আল ছাঁটা to mow grass of the ridge (বর্ধমা ২৬)

অশা ɔʃɑ বি রস যুক্ত তরকারি broth আলুর অশা আন্ধিশুং—আলুর রসা [মাখামাখা তরকারি] রান্না করেছি (কোচবি ৪) <সং রস-

অশার্[1] ɔʃɑr বিণ চওড়া wide (পুরুলি ৪) দ্র অস্‌সার্

অশার্[2] ɔʃɑr বি ছিদ্র hole দোং দোং অশার্—বড় বড় ছিদ্র (জলপা ৭)

অশিক্ ɔʃik বি ভাগ্য luck কোন্ বা অশিকের জোরে মানিক আইশেছে আমার ঘরে—কী ভাগ্য আমার মানিক এসেছে ঘরে (জলপা ৭)

অশিমাড়্ ɔʃimɑṛ বি সীমা a boundary (মুর্শিদা ৮) <সং সীমা

অশুক্‌খান্ ɔʃuk kʰɑn বি অসুখ illness অশুক্‌খান্ কম হয়—অসুখ-বিসুখ কম হয় (কোচবি ৬) <সং অসুখ+

অশুখ্‌খিয়া ɔʃukʰkʰiɑ বিণ অসুস্থ sick (জলপা ৬)

অশুচ্ ɔʃuc বি অশৌচ a state of impurity following bereavement etc. (কোচবি ৪ নদীয়া ১) <সং অশৌচ

অশুন্ ɔʃun বি রসুন garlic (বীরভূ ৯) <সং রসোন

অশুল্ ɔʃul বি আরশুলা the cockroach (বীরভূ ৫)

অশৈলো ɔʃoi̯lo বিণ অসহ্য intolerable (চব্বিশ ২১)

অশোইব্বো ɔʃoi̯bbo বিণ অসভ্য impolite (জলপা ৭)

অশোক্ শোস্টি ɔʃokʃosṭi বি অশোকষষ্ঠী [চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠীর দিন (বাসন্তী পূজার পূর্বদিন) পালনীয় লোকাচার। এদিন সন্তানের মা সন্তানের কল্যাণে ছয়টি অশোক ফুলের কুঁড়ি দাঁতে না লাগিয়ে মুগ ও দইয়ের সঙ্গে গিলে খেয়ে অশোক ষষ্ঠীর ব্রত পালন করেন। ব্রতের নিয়মানুযায়ী সারাদিন ভাত ব্যতীত অন্য সবকিছু খাওয়া যায়, ব্রতের অঙ্গ হিসাবে সন্তানের কপালে কল্যাণচিহ্ন রূপে হলুদের ফোঁটা দিতে হয়] a vow observed by Hindu mother on the sixth day of the lunar fortnight of the month of *Caitrā* for the well-being of her son (নদীয়া ৪) <অশোক ষষ্ঠী

অশোজ্ ɔʃoj বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মুর্শিদা ২৪)

অশোধ্ ɔʃodʰ বি ঔষধ medicine (পুরুলি ১৪) <সং ঔষধ

অস্ ɔs বি রস juice (কোচবি ১ চব্বিশ ১৫ জলপা ৭ হুগলি ১০) [পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্বত্র নিরক্ষর নরনারীদের মধ্যে 'র'-কে 'অ' উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়] <সং রস

অস্‌করা ɔskɔrɑ বিণ অপরিষ্কার unclean, dirty সে অস্‌করা রয়—সে অপরিষ্কার থাকে (মেদিনী ১৬)

অস্-কাগ্‌ড়ি ɔs-kɑgṛi বি জমিতে কৃষির উপযোগী জলের অভাব-অবস্থা the state of shortage of water of an agricultural land ভুঁইটা অস্-কাগ্‌ড়ি হোই গিইচে, ভালো ধান বেরয়নি—জমিতে রস-টান হয়ে গেছে ভালো ধান বের হয় নি (নদীয়া ৯)

অস্টমঙ্গলি ɔsṭɔmɔŋgɔli বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (মেদিনী ২)

অস্‌টা খ্যালা ɔsṭɑ kʰælɑ বি গ্রাম্য মেয়েদের খেলা [সাধারণত আটটি কড়ি দিয়ে মেয়েরা এই খেলাটি খেলে। তবে চারটি কড়িতেও খেলা যায়। খেলায় অংশ নেয় চারজন। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পৃথক চিহ্নিত চারটি করে গুটি থাকে। ছক অনুসারে এই খেলাটি চলে। ছক এবং গুটি চালার রীতি লুডো খেলার মতো। আটটি কড়ি নিয়ে এক হাতে মুঠো করে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার পর যদি সবগুলি উপুড় হয়ে পড়ে তবে অষ্টা হয়। যার এই অষ্টা পড়ে সেই খেলোয়াড় আট ঘর গুটি চালার সুযোগ পায় এবং অষ্টা পড়ার জন্য খেলোয়াড় আর একবার কড়ি চালার সুযোগ পায়। যদি পরপর তিনবার অষ্টা পড়ে তবে সেই

দান নষ্ট হয়ে যায়, নতুন করে আবার তাকে কড়ি চালতে হয়। কড়ি চালার সময় যদি কিছু কড়ি চিত্ এবং কিছু উপুড় হয়ে পড়ে তবে যে-কটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়েছে গুটি সেই কটি ঘর এগিয়ে দেওয়া হয়। যে খেলোয়াড় চালের মধ্য দিয়ে আগে ছকের সব ঘর অতিক্রম করতে পারবে সে-ই বিজয়ী হয়] a game played mostly by the rural girls with eight cowrie and squared marked board (মেদিনী ২৮, ২৯ হাওড়া ১, ৮)

অস্‌টা রাঁড়্ ɔstɑrɑ̄ṭ বি বারনারী a prostitute (মালদা ৩) <সং অষ্টা+রণ্ডা

অস্‌টোপরা ɔsṭopɔrɑ বিণ আটপৌরে [a cloth] meant for ordinary use অস্‌টোপরা শাড়ি—আটপৌরে শাড়ি (চব্বিশ ৪) <সং অষ্টপ্রহর-

অস্‌টোপোরি ɔsṭopori বি সারাক্ষণ constant অস্‌টোপোরি ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ কোরিসি না—সারাক্ষণ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিস না (মেদিনী ২৬) <সং অষ্টপ্রহর-

অস্‌টোমোলা ɔsṭomolɑ বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (মালদা ২)

অস্‌ঠাই ɔsṭʰɑi̯ বি ডিমের সাদা অংশ albumen (জলপা ১)

অস্‌ড়া ɔsṛɑ বি চাটাই a coarse mat made of leaves of date-palm trees (মেদিনী ২৬)

অস্‌তর্ ɔstɔr বি হাতিয়ার a weapon (কোচবি ৩) <সং অস্ত্র

অস্‌দিয়া ɔsdiɑ বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মেদিনী ২০)

অস্‌মার্[১] ɔsmɑr সর্ব ওদের their অস্‌মার্ গোরু—ওদের গরু (পদিনা ২, ১০)

অস্‌মার্[২] ɔsmɑr সর্ব অমুকের one (not definite) অস্‌মার্ বাড়ি আগুন লাগ্‌ছে—অমুকের বাড়িতে আগুন লেগেছে (মালদা ৪)

অস্‌রা ɔsrɑ বি বারান্দা a verandah (পদিনা ৮ মালদা ১১) দ্র অশ্‌রা

অস্‌লা ɔslɑ বি পশ্‌লা a shower এ্যাক্ অস্‌লা বস্‌সা—এক পশলা বৃষ্টি (মেদিনী ৮, ১৩) <সং প্রাবৃষ

অঁস্‌লা ɔ̃slɑ বি আরশুলা the cockroach (মেদিনী ৩০, ৩১)

অস্‌সার্ ɔssɑr বিণ চওড়া wide মাদুরটার অস্‌সার্ দেখ্‌ছু—মাদুরটার চওড়াটা দেখেছিস [কত বেশি] (মেদিনী ১৯) <সং অপসার

অস ɔsɔ অ এসো, আসুন a welcoming address অস বস—এস বস, আসুন বসুন (পদিনা ৩)

অসম্‌কা ɔsɔmkɑ ক্রিবিণ আচম্‌কা suddenly (কোচবি ২)

অসমাই ɔsɔmɑi̯ বি অকাল, অপরিণত বয়স premature লোকটা অসমাইতে মারি গেল্—লোকটা অকালে মরে গেল (জলপা ৭) <সং অসময়

অসম্বাল্ ɔsɔmbɑl বি অসামাল loss of physical balance (মেদিনী ১৯)

অসস্‌ত ɔsɔstɔ বি অশ্বত্থ an Indian fig-tree considered as sacred (মেদিনী ৩১ চব্বিশ ১৯) <সং অশ্বত্থ



অসানো

অসঁলা ɔsɔ^{hɔ}lɑ বিণ অচলা not fickle (a goddess), always gracious towards her worshipper অসঁলা লোক্‌খি—অচলা লক্ষ্মী (জলপা ৭)

অসহুজ্ ɔsɔhuj বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (চব্বিশ ২১)

অসা ɔsɑ বি রসা broth (মেদিনী ১৯)

অসাইল্যা ɔsɑilæ বিণ চওড়া wide জায়গাটা কত অসাইল্যা—জায়গাটা কত চওড়া? (পুরুলি ৬) দ্র অস্‌সার

অসাড়্ ɔsɑṛ বিণ দ্র অস্‌সার (জলপা ৭ মেদিনী ১৪)

অসাড়ে দেওয়া ɔsɑṛe deo̯ɑ ক্রি জোরে মারা to hit hard আবার যদি চেঁচাবি থাইলে অসাড়ে দিব—আবার যদি চিৎকার করবি তাহলে সজোরে মারব (বাঁকুড়া ৭, ৮) <অ+সাড় <সং সংজ্ঞা

অসাড়ে-পসাড়ে ɔsɑṛe-pɔsɑṛe ক্রিবিণ দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে in length and in breadth (কোচবি ৩)

অসান্ ɔsɑn বিণ অসাড় insensate, without sensibility হাত দুটো অসান্ হোয়ে পোড়ে আছে—হাত দুটো অসাড় হয়ে পড়ে আছে (বীরভূ ৫) <অ+সাড়

অসানো ɔsɑno বি [ধান ঝাড়ার পর কুলোর বাতাস দিয়ে ধানের ধুলো] উড়িয়ে দেওয়া the act of winnowing (পদিনা ১৩ মালদা ১১) ধানগরদগুলঅ অসাই দে—ধানের ধুলোগুলো উড়িয়ে দে (মালদা ১১)

অসামরৎ ɔsɑmɔrɔt বিণ অসমর্থ unable (মেদিনী ২০)

অসার্[১] ɔsɑr বিণ চওড়া breadth কাপড়টা অসারে দুহাত—কাপড়টা চওড়ায় দুহাত (মেদিনী ২২, ৩৪) অসার সড়োক—চওড়া রাস্তা (বাঁকুড়া ১৬, ১৮ পদিনা ৯, ১১ পুরুলি ১৫ মালদা ৪ মেদিনী ৩, ৯, ১৩) <সং অপসার

অসার্[২] ɔsɑr সর্ব ওদের their অসার্ জোন্নো আনবু—ওদের জন্য আনব (মালদা ১১) <সং ★অব

অসাহিত্ ɔsɑhit বি অযাত্রা an ill-omen for a journey অর্ মুক্ দ্যাক্‌লে অসাহিত্—ওর মুখ দেখলে অযাত্রা (মুর্শিদা ২৪)

অসুচ্ ɔsuc বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (কোচবি ৪ নদীয়া ১ মেদিনী ৭)

অসুজ্ ɔsuj বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মেদিনী ২৮)

অসুদ্ ɔsud বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (নদীয়া ৪)

অসুন্ ɔsun বি রসুন দ্র অশুন (বীরভূ ১১)


অহোর

অসুনি **ɔsuni** বি দ্র অসুন্ (জলপা ১০)

অসুবিস্তা **ɔsubista** বি অসুবিধা inconvenience, disadvantage (বর্ধমা ১৩) <অ+হি সুবিস্তা

অসোইজ্ **ɔsoij** বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (বীরভূ ৯)

অসোটা **ɔsota** বি ঈর্ষা envy লোকটার বড় অসোটা—লোকটার বড়ই ঈর্ষা (পুরুলি ৩)

অসোমার্ **ɔsomar** সর্ব দ্র অসার্[১] (পদিনা ১০)

অসৌজ্ **ɔsouj** বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মেদিনী ৬, ২৬)

অস্কা-খেস্কা **ɔ̃ska-k^heska** বিণ উঁচু-নিচু uneven (মেদিনী ৭)

অস্তাই **ɔstai̯** বিণ অস্থায়ী temporary (মেদিনী ৬, ২৬)

অস্তাজ্ **ɔstaj** বি ওস্তাদ expert (মালদা ৩) <ফা উস্‌তাদ্

অস্তান্[১] **ɔstan** বিণ অস্নাত unbathed (পদিনা ১২)

অস্তান্[২] **ɔstan** বি অস্থান [শরীরের ঢাকা অংশ] private parts of a body (বর্ধমা ২৬)

অস্তোরো **ɔstoro** বি বস্ত্র a piece of cloth নতুন্ অস্তোরো—নতুন বস্ত্র (বর্ধমা ২৩)

অহড়া **ɔhɔɽa** বি দ্র অম্লুকি (মেদিনী ৭)

অহদিগে **ɔhɔdige** ক্রিবিণ ঐদিকে that side অহদিগে জ্যা —ঐদিকে যা (পুরুলি ৪)

অহমান্ **ɔhɔman** বি অপমান disgrace (কোচবি ৬)

অহমানিত **ɔhɔmanitɔ** বিণ অপমানিত insulted (কোচবি ৬)

অহরা **ɔhɔra** সর্ব ওইটা that অহরা লিখে নিবে—ওইটা লিখে নেবে (দার্জিলি ২)

অহার্ **ɔhar** সর্ব ওর his, her অহার্ মা চ্যাঙড়াটাক্ দুদ্ খিলাহ্—ওর মা ছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে (মালদা ১১) দ্র অসার্[২]

অহাস্‌স **ɔhassɔ** বি ঠাট্টাতামাসা, ইয়ার্কি waggery অ আমার সঙ্গে অহাস্‌স কোইচ্ছে—ও আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে (মুর্শিদা ২৪) <সং রহস্য-

অহুঁকে **ɔhũke** ক্রিবিণ ঐদিকে that side অহুঁকে জাঁয়ে—ঐদিকে যায় (পুরুলি ৪)

অহোং **ɔhoŋ** বি অহংকার pride, vanity (জলপা ৩)

অহোর্ **ɔhor** বি অড়হর (গাছ) দ্র অরোল্ (কোচবি ৪)

অহ্যা **ɔhɛ** ক্রি এসেছে have come (3rd person) কোই কোই অহ্যা—কেউ কেউ এসেছে (পদিনা ২) <সং আ-বিশ-

আ

আ **a** বি কথা speech উ কুনো আ·চা কোল্লে নি—সে কোনো কথা বলল না (হাওড়া ১) ~কাড়া ক্রি কিছু বলা to speak something আর আ কাড়িস্ না—আর কোনো কথা বলিস না (বীরভূ ৯) <রা আবা রা করা <সং রাব+

আঁ **ã** ক্রি আন (you) bring জ আঁ রে—জল আন্ রে (মেদিনী ২৬) তু আবা আন্

আঁ আঁ[১] **ã ã** বি সশব্দে ও তীব্র বেগে ঝড়বাদল অথবা বন্যা আসার শব্দ [ধ্বন্যাত্মক] the onomatopoeic word denoting the terrifying sound of rushing waves, rainfall etc. আঁ আঁ কোরে জল আস্‌ছে—ঝোড়ো বাতাস সহ প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে (চব্বিশ ২৪) আঁ আঁ কোরে বান্ আস্‌ছে—সশব্দে ও তীব্রবেগে বন্যা ছুটে আসছে (মেদিনী ২২, ৩৫)

আঁ আঁ[২] **ã ã** বি গরুর ভীতিসূচক ডাক [ধ্বন্যাত্মক] a frightened moo of a cow বাছুটটা আঁ আঁ কর্‌তে কর্‌তে ছুট্ট্যা আইল কেনি দ্যাক্ দেখি—বাছুরটা আঁ আঁ করতে করতে ছুটে এল কেন দেখ্ দেখি (মেদিনী ২২)

আই[১] **ai̯** বি দিদিমা a maternal grand-mother (চব্বিশ ১৯ মালদা ৩ মেদিনী ৬, ১৩, ১৬, ২০, ২২, ৩১, ৩৫) <সং আর্য্যিকা

আই[২] **ai̯** বি মা mother (কোচবি ৮ দার্জিলি ৪) দ্র আই[১]

আই[৩] **ai̯** বি ঠাকুরমা paternal grand-mother (জলপা ১, ৭) দ্র আই[১]

আই[৪] **ai̯** ক্রি আয় come (মেদিনী ১১) <সং আয়াহি (বন্দ্যো) <সং আ-যা

আই[৫] **ai̯** বি রাই সরিষা rapeseed (মালদা ৪) <রাই <সং রাজিকা

আইও[১] **ai̯o** বি মা mother (কোচবি ২ জলপা ৩) <সং আর্য্যিকা-

আইও[২] **ai̯o** বি ঠাকুরমা a paternal grand-mother (কোচবি ২) দ্র আইও[১]

আইও[৩] **ai̯o** বি এয়ো, সধবা [কেবল এয়োরাই বিবাহ, অন্নপ্রাশন পূজাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচার পালনের অধিকারিণী] a married woman whose husband is living [these women are entitled to perform sacred rites in a Hindu religious ceremony] (কোচবি ৩) <সং **অবিধবা**

আইও[৪] **ai̯o** ক্রি আসিও will come তুম্ কাল্ আইও— তুমি কাল এস (মালদা ৯) তু আবা আসিও

আইও-মা **ai̯o-ma** বি দিদিমা maternal grand-mother (নদীয়া ৭, ৯) দ্র আইও[১]

আইওসি **ai̯osi** বি দ্র আইও[৩] (বর্ধমা ১৮)

আইক্ **aik** বি আখ the sugarcane (বীরভূ ৭) <সং ইক্ষু

আইক্‌খোড় **aikk^hoʈ** বি অক্ষর a letter of an alphabet (জলপা ৭) <সং অক্ষর

আঁইক্‌র্যা **ãikræ** বি আকর্ষি a tendril (মুর্শিদা ২৪) তু আবা আঁকড়া

আইক্ হাঁড়ি **aik hãɽi** বি বরণডালায় ব্যবহৃত চিত্রিত ছোট মাটির মুখঢাকা ভাঁড় [বিবাহের বরণডালায় এরূপ চারটি ভাঁড় থাকে।

প্রতিটি ভাঁড়ে থাকে হলুদমাখানো সিদ্ধ চাল, সুপারি ও একুশটি কড়ি। এই মাঙ্গলিক 'হাঁড়ি'কে আয়ু বৃদ্ধিসূচক মনে করা হয়। সূর্যের প্রতীকপূজা থেকেই সম্ভবত এই প্রথার উদ্ভব] decorated clay-pots used in the female-rites of a Hindu marriage ceremony (বাঁকুড়া ৭) <সং অর্ক+

আঁইখ্ **ãik^{h}** বি আঁখি the eye (মেদিনী ১৯) মোর্ আঁইখে পুড়ু মা ('সোনার পাথর বাটি')—আমার চোখ পুড়ুক মা <সং অক্ষি

আইখঞ্জন্ **ɑi̯k^{h}ɔnjɔn** বি নাজিনা, যে সজিনা গাছে বারোমাস ফুলফল হয় hyperenthera morunga (পদিনা ১০)

আইখাড়া **ɑi̯k^{h}ɑɽɑ** বি হাতের আঙুলে নখের নীচের চামড়া উঠে যাওয়ার অসুখ a disease in which skin peels off beneath the finger-nail (মালদা ৩)

আইখোড়্ **ɑi̯k^{h}oɽ** বি পারশে মাছ a species of small fish, mugil parsia (মুর্শিদা ১১)

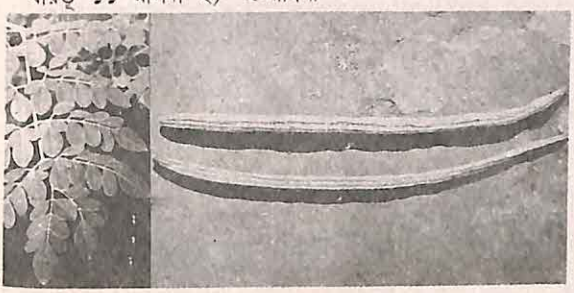
আইখ্যা **ɑi̯k^{h}æ** বি আখ্যা a designation (মেদিনী ৬) <আখ্যা

আইখ্যান্-ওইখ্যান্ **ɑi̯k^{h}æn-oi̯k^{h}æn** ক্রিবিণ এখানে ওখানে here and there (মুর্শিদা ১৭)

আঁইগ্‌গা **ãiggɑ** অ আজ্ঞে indication of a polite response (মেদিনী ৬, ২২, ২৬) <সং আজ্ঞা

আইগ্-তাইগ্ **ɑig-tɑig** বি আগুন-টাগুন fire [the word *tãig* is used in onomatopoeic sense] (পুরুলি ২) <সং অগ্নি

আইগ্‌না **ɑignɑ** বি আঙিনা, উঠান a courtyard (পদিনা ১৪ বীরভূ ১১ মালদা ২) <আঙ্গিনা-



আইখঞ্জন

আইগ্ ভাঁড়্ **ɑig b^{h}ãɽ** বি দ্র আইক্ হাঁড়ি (বাঁকুড়া ১৬)

আইগল্যা **ɑiglɛ** বি খুদ a particle of a grain of rice (মুর্শিদা ২০) <সং অলগ্ন

আঁইগিয়া **ãi̯giɑ** অ দ্র আঁইগ্‌গা (মেদিনী ৬)

আইঘর্ **ɑig^{h}ɔr** বি আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফসল বোনার সময় propitious period of cultivation in the month of *Aswin* and *Kārtik* [i.e. September to November] (মুর্শিদা ১৫) [আইখান যাত্রা- মাঘমাসের প্রথম দিনে জমিতে প্রথম লাঙল দেওয়া, আইতান — আশ্বিনের প্রবল ঝড়বৃষ্টি যা অনেক সময় ফসলের ক্ষতি করে (লৌকিক)]



আইছোবা

আইঙ্গা **ɑiŋgɑ** বি আঙিনা a courtyard (জলপা ১ মেদিনী ১৩) <সং অঙ্গন

আইঙগ্যা **ɑiŋgæ** বি দ্র আইঙ্গা (মুর্শিদা ১৪ মেদিনী ২৫)

আইচ্¹ **ɑic** ক্রিবিণ আজ today আইচ্ আমার্ খুব্ মজা হোইছে—আজ আমার খুব মজা হয়েছে (মেদিনী ২২) দ্র আইজ্

আইচ্² **ɑic** বি মাছের আঁশ scales of a fish (বর্ধমা ১) <সং আমিষ

আঁইচ্ **ãic** বি অনুমান a guess (মেদিনী ১৯) তু আবা আঁচ [করা] <সং অনচ্

আইচ্চি **ɑi̯cci** ক্রি এসেছি have come অনেকক্ষণ হাটি আইচ্চি—অনেকক্ষণ হেঁটে এসেছি (কোচবি ২, ৬) <আ-যা দ্র আইচ্চু, আইচ্চেন, আইচ্‌তে

আইচ্চু **ɑi̯ccu** ক্রি এসেছি have come মন্‌শুবা কোরে আইচ্চু—আশা করে এসেছি (পদিনা ৯) দ্র আইচ্চি

আইচ্চেন্ **ɑiccen** ক্রি এসেছেন has / have come তোম্‌রা কোইল্‌কাতা থিক্যা আইচ্চেন্—আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন (কোচবি ২, ৬) দ্র আইচ্চি

আইচ্‌তে **ɑi̯cte** ক্রি আসতে to come (কোচবি ৭) দ্র আইচ্চি

আঁইচল্যা **ãiclɛ** বি আঁচিল a mole (মুর্শিদা ২)

আইচে **ɑi̯ce** ক্রি এসেছে has come (বর্ধমা ৪) দ্র আইচ্চি

আইছ **ɑi̯c^{h}ɔ** ক্রি এসেছ (you) have come আইছ জখন্ বুস—এসেছ যখন [তখন] বোস (মেদিনী ২১, ২২) ~নি ক্রি আস্‌ছিস্ না (you) have not coming আইছনি কেনি গ ?—আসছ না কেন গো ? (মেদিনী ২১) <সং আ-যা

আইছিলো **ɑi̯c^{h}ilo** এসেছিল came (বর্ধমা ২) <সং আ-যা-

আইছোবা **ɑi̯c^{h}obɑ** বি ঢাক্‌নাযুক্ত ছোট বাটি [বিবাহানুষ্ঠানে বরণডালার অন্যতম উপকরণ] small bowls with covers, used in *'Barandālā'*, a tray holding articles with which one is received ceremonially (নদীয়া ১০)

আইজ্ **ɑij** ক্রিবিণ আজ today (জলপা ৭ মেদিনী ২, ৬, ২০, ২২, ২৬ পদিনা ১০) আইজ্ তোর্ ঘরে কি হয়ঠ্যা রে ?—আজ তোর বাড়িতে কি হচ্ছে রে ? (মেদিনী ২৬) <আজি ~কা ক্রিবিণ আজকে today মুই আইজ্‌কা নাই পোরু—আমি আজকে পড়ি নি (পদিনা ১০) ~নু ক্রিবিণ আজ থেকে from today আইজ্‌নু কাজে লাইগা জা—আজ থেকে কাজে যোগদান কর (মেদিনী ২১, ২২) < সং অদ্য-

আইজ্-কাইল্ **ɑij-kɑil** ক্রিবিণ ইদানীং now-a-days



আঁইট্‌ল্যা

(জলপা ৭) <সং অদ্য+কল্য-

আইজ্‌কে উঠা **aijke uṭʰa** ক্রি চমকে ওঠা to startle (মুর্শিদা ২৪) <সাঁ আচ্‌কা

আইজ্‌গুপি **aijgupi** বিণ আজগুবী incredible (talks) (মেদিনী ৬) দ্র অজগোবি[১]

আইজ্‌গুবি **aijgubi** বিণ দ্র আইজ্‌গুপি খালি খালি কতগুলা আইজ্‌গুবি কথা কোইলে কি হবে—অকারণে কতকগুলো আজগুবি কথা বললে কি লাভ হবে? (মেদিনী ২২)

আইজা **aija** ক্রিবিণ আজ today (পদিনা ১) দ্র আইজ্

আইজু **aiju** ক্রিবিণ আজই today তুমান্নে আইজু আইস্‌ব ত—তোমরা আজই আসবে তো? (মেদিনী ১৯) <সং অদ্য-

আইজেন্নু **aijennu** ক্রিবিণ আজ থেকে from today (মেদিনী ২৫) দ্র আইজ্‌নু

আঁইঝলাই **ãijʰɔlai** বি আঞ্জনি a sty (মুর্শিদা ২) <সং অঞ্জন-

আঁইট্[১] **ãiṭ** বি আঁটি stone of a fruit (মেদিনী ১৯, ৩৪) <সং অস্থি

আঁইট্[২] **ãiṭ** বি (নদীর) তীর bank (of a river, dam etc.) (পুরুলি ৪ বাঁকুড়া ১)

আঁইট্‌ল্যা **ãiṭlæ** বি [উনানের] ঝিক a raised part of an oven for placing cooking utensils (বাঁকুড়া ১৬)

আঁইট্‌ল্যা মাটি **ãiṭlæ maṭi** বি এঁটেল মাটি loamy soil (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

আইটা **aiṭa** বি, বিণ উচ্ছিষ্ট অন্ন এঁটো, left-over after eating (চব্বিশ ১৭) <সং আমৃষ্ট-

আইটিআল্ **aiṭial** বি এঁটুলি a variety of Diptera (কোচবি ৩) <আঁটুলি

আইটে **aiṭe** বিণ দ্র আইটা (কোচবি ৩)

আঁইঠ্[১] **ãiṭʰ** বি ঢাল slope (পুরুলি ১৫)

আঁইঠ্[২] **ãiṭʰ** বি দ্র আঁইট্[১] অদ্‌গা তায়ের আঁইঠ লিয়া কি কোরবু?—এতগুলো তালের আঁটি নিয়ে কি করবি? (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬, ২৭)

আঁইঠ্[৩] **ãiṭʰ** বি পাড় bank of a dam বাঁধের আঁইঠে ঘরটা আছে—বাঁধের পাড়ে ঘরটা আছে (পুরুলি ১৫) দ্র আঁইট্[২]

আইঠা[১] **aiṭʰa** বি দ্র আইটা (পদিনা ১০ জলপা ১, ৭) আইঠাগা ইমাসিমা ফেলিসি না—এঁটোগুলো এদিক-সেদিক ফেলিস্ না (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬, ২৭)

আইঠা[২] **aiṭʰa** বি আলস্য idleness (পদিনা ২)

আঁইঠা **ãiṭʰa** বিণ দ্র আইটা (চব্বিশ ১৭ মেদিনী ২, ৫, ৬, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৬, ৩৪)

আইঠাই **aiṭʰai** ক্রিবিণ অস্থির, আইঢাই feeling of extreme uneasiness শরীরটা আইঠাই করেঠ্যা— শরীরটা আইঢাই করছে (মেদিনী ৩৪)

আইঠুল্ **aiṭʰul** বি এঁটুলি a variety of Diptera (মুর্শিদা ২২) দ্র আইটিআল্

আঁইঠে **ãiṭʰe** বি কলাগাছের মূল the bulb of a banana tree (মুর্শিদা ১৮)

আইঠো **aiṭʰo** বিণ দ্র আইটা (পুরুলি ৪)

আঁইঠো **ãiṭʰo** বিণ দ্র আইটা (পদিনা ১০ বর্ধমা ৮)

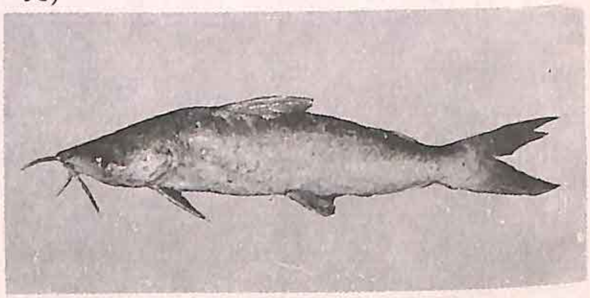
আইডে **aiḍe** ক্রিবিণ আন্দাজে, অনুমান করে by guess, surmise আইডে ধোরি লিন্—আন্দাজে বুঝে নিন (মুর্শিদা ২২)

আইঢাই করা **aiḍʰai kɔra** ক্রি অস্থির করা, হাঁস্‌ফাঁস্ করা [বেশি খাওয়া অথবা তাৎক্ষণিক অসুস্থতার কারণে] to fidget (মুর্শিদা ১৭ হাওড়া ১০) সোরিরটা আইজ্ কির্‌কম্ আইঢাই করেঠ্যা—শরীরটা আজ কেমন হাঁসফাঁস্ করছে (মেদিনী ২২, ২৬)

আইড়্ **aiṛ** বি [জমির] আল balk (পুরুলি ১২, ১৭ বর্ধমা ৮, ১৮ বাঁকুড়া ৭, ১৫, ১৮ মেদিনী ২৬) দ্র আইল্

আইড়্ করা **aiṛ kɔra** ক্রি একপাশ করা, কাত করা to turn on one side by lifting one by catching hands and feet ছাওয়াটাকে আইড়্ কোরি রাখি হেঁ—ছেলেটাকে [চ্যাংদোলা করে তুলে] আড় করে ধর। মাছের ঠ্যাকাটাকে আইড়্ কোরিয়্যা ধর্—মাছের চুপড়িটা কাত করে ধর (পুরুলি ৪) <সং অর্ধ-

আইড়্-কাইড়্[১] **aiṛ-kaiṛ** বি বমি-বমি ভাব nausea (মুর্শিদা ১৫)



আইড় মাছ

আইড়্-কাইড়্[২] **aiṛ-kaiṛ** ক্রিবিণ আঁকুপাঁকু, হাঁসফাঁস to feel sick, to feel anxiety, uneasy দমটা আইড়্-কাইড়্ কোইচ্ছে—নিঃশ্বাসটা আঁকুপাঁকু করছে (মুর্শিদা ১৭)

আইড়্ [মাছ] **aiṛ [macʰ]** বি আড় মাছ mystus aor (কোচবি ১ মেদিনী ২২, ২৬, ৩৫)

আঁইড়া[১] **ãiṛa** বি ষাঁড় an ox (মেদিনী ৫, ২৪) <সং অণ্ড+

আঁইড়া[২] **ãiṛa** বিণ পুরুষ (গাছ) male plants and trees [those do not produce fruits] আঁইড়া গাছ—যে গাছে ফল হয় না (মেদিনী ৫, ২৪) দ্র আঁইড়া[১]

আইড়া-পাইড়া ɑiɽɑ pɑiɽɑ বিণ পিঠাপিঠি [ভাই বা বোন] born next (বাঁকুড়া ১, ৭)

আইড়ি ধরা ɑiɽi dʰɔrɑ ক্রি ওত্ পাতা to make a target of something, to aim, to resolve মুই পাখিটাক্ মারিম্ বোলি আইড়ি ধোইচ্ছং—আমি পাখিটাকে মারব বলে ওত্ পেতেছি (কোচবি ১) <আড়ি+

আঁইড়িয়া ছেলে ɑ̃iɽiæ cʰele বি অজীর্ণ রোগাক্রান্ত শিশু [কোলের ছেলে থাকা সত্ত্বেও মা গর্ভবতী হলে স্তন্যের অভাবে শিশু অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে] a child suffering from indigestion due to undernourishment on account of successive pregnancy of the mother (বাঁকুড়া ১৫) <সং আণ্ডিক-

আঁইড়ে ছেইলে ɑ̃iɽe cʰeile বি দ্র আঁইড়িয়া ছেলে (বীরভূ ৮, ১৪)

আইত্ ɑit বি রাত night (পদিনা ১, ১০) <সং রাত্রি

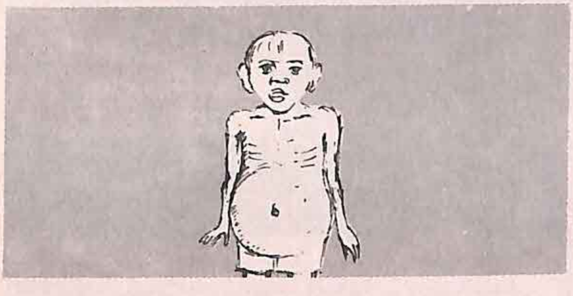
আইতা ɑitɑ বি চচ্চড়ি a dry dish of spiced vegetables (মেদিনী ১৯)

আইতা-পাইতা ɑitɑ-pɑitɑ ক্রিবিণ গোগ্রাসে to eat hurriedly (মেদিনী ২১, ৩১ আইতা পাইতা খাইয়া লেউ ক্যানে—গোগ্রাসে খেয়ে নিস্ কেন ? (মেদিনী ২১)

আইতুরি ɑituri বি রাই সরিষা rapeseed (পদিনা ৪) দ্র আই[৫]

আইতোক্ ɑitok ক্রিবিণ রাত্রি পর্যন্ত till night আইতোক্ পুজি—রাত্রিবেলা পর্যন্ত পূজা করি (কোচবি ৪) <সং রাত্রি +তক

আইত্রি ɑitri বি বিণ আঁতুড়ে আছে এমন (মাতা) a mother still in the laying-in-room ~**মেই**—আঁতুড়ে দিনযাপন করছে এমন মা (মুর্শিদা ৫) <সং আত্রেয়ী

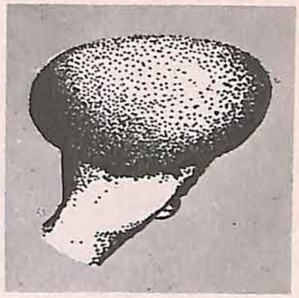


আঁইড়িয়া ছেলে

আইত্রিখানা ɑitrikʰɑnɑ বি সূতিকাগার a laying-in-room for confinement of mother and the newly born baby (মুর্শিদা ৫) দ্র আইত্রি

আইত্রিশ্ ɑitriʃ বিণ আটত্রিশ thirty-eight (পদিনা ১২) <সং অষ্টত্রিংশৎ

আঁইথাল্ ɑ̃itʰɑl বি কুম্ভকারের কাজে ব্যবহৃত পোড়া মাটির সরঞ্জাম বিশেষ [এর উপরে হাঁড়ি ইত্যাদির দুই অংশ রেখে পিটিয়ে জোড়া দেওয়া হয়] a potter's tool on which two parts of an earthenware is placed to join



আঁইথাল্

together (মালদা ১) <*আঁট+স্থল

আইদাড়ি ɑidɑɽi বি ভাগচাষ [এ-প্রকার ব্যবস্থায় ফসলের অর্ধেক জমির মালিক পায় এবং বাকি অর্ধেক কৃষক পায়] share-cropping (কোচবি ৩) <সং অর্ধ+

আইদিআড়ি ɑidiɑɽi বি দ্র আইদাড়ি (কোচবি ১)

আইধাল্ ɑidʰɑl বি হলুদ বা আদার শুকনো মূল dry roots of turmeric or ginger (মালদা ১)

আইধোইরা ɑidʰoirɑ বি দিনমজুর a day-labourer (বর্ধমা ৮)

আইন্ করা ɑin kɔrɑ ক্রি জিদ ধরা to be importunate ও আইন্ কোর্‌চে—ও জেদ ধরছে (বাঁকুড়া ১৬)

আঁইন্ ɑ̃in বি বায়না inportunity ছানাটা আঁইন্ ধোঁরেঁছে —ছেলেটা বায়না ধরেছে (মেদিনী ৫)

আইন্‌গা ɑingɑ বি উঠান courtyard (মেদিনী ৫) <সং আঙ্গিনা

আইন্‌দো ɑindo বি ভুসোকালি ink made of soot; lampblack (পদিনা ১১) <সং অন্ধ-

আইন্‌ধো[১] ɑindʰo বি দ্র আইন্‌দো (পদিনা ১, ৪)

আইন্‌ধো[২] ɑindʰo বি ঝুল soot or dirt (মালদা ৪) <সং অন্ধ-

আইন্‌না[১] ɑinnɑ বি আঙিনা courtyard (কোচবি ৭) দ্র আইন্‌গা

আইন্‌না[২] ɑinnɑ বিণ আলুনি deficiency of salt (in cooked food) সালুন্‌টা আইন্‌না হোই গ্যাছে—তরকারিটা আলুনি হয়ে গেছে (মালদা ১১) <আ+লোনা

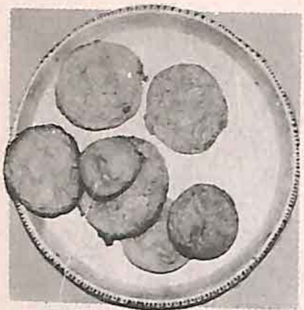
আই ন ɑi nɔ ক্রি আয়, এসো come (পুরুলি ১৩) তু আবা আয় না <সং আ-যা+

আইনক্ ɑinɔ̆k বি চশমা a pair of spectacles (মেদিনী ১৯)

আইনা[১] ɑinɑ বি আয়না a mirror (মেদিনী ৮, ২২, ২৬, ৩৪) তু আবা আয়না <ফা আইনহ্

আইনা[২] ɑinɑ বি আঞ্জনি (টিকটিকি জাতীয় প্রাণীবিশেষ) a small lizard akin to iguana (বীরভূ ১) তু আবা আন্‌জিনা

আইনা[৩] ɑinɑ বি চোখের মণি pupil of the eye (পদিনা ২) <আয়না



আইরসা পিঠে

আইনা[৪] ai̯na বি উঠান a courtyard (কোচবি ১ জলপা ১) দ্র আইন্‌গা

আইনা[৫] ai̯na অসক্রি এনে, আনিয়া having brought (জলপা ৭) তু আবা আনিয়া <আ-নী

আইনি ai̯ni ক্রি এলাম, আসিলাম (I) have come (মেদিনী ১৯) <আইলি

আইনু ainu ক্রি এলাম (I) have come ঘরুক্ আইনু—ঘর থেকে এলাম (মেদিনী ৮)

আইনে ai̯ne অসক্রি এলে if one comes (মেদিনী ২১) <আসিলে

আইনে আটল্ aine atɔl বি আল কেটে বসানো হয় যে মাছ ধরার খাঁচা a creel which is placed by cutting balks (হুগলি ১০) দ্র অটল্

আইনেন্ ainen ক্রি এলেন (he/they) has/have come [honorific] (কোচবি ৬) তু আবা আসিলেন

আইন্যা ai̯næ বি দ্র আইনা[৪] (কোচবি ৩)

আইবড়িয়া ভাত্ aibɽiæ b^{h}at বি আইবুড়ো ভাত [বিবাহের পূর্বদিনে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অথবা নিজের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন (অথবা মায়ের) দ্বারা পাত্র বা পাত্রীর অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান। পূর্বে এই অনুষ্ঠান গায়ে হলুদের পরে অনুষ্ঠিত হত এবং গায়ে হলুদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন মেনে চলা হত। মা আইবুড়ো ভাত খাওয়ালে পাত্রপাত্রী বিয়ের আগে আর নিজের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করত না, পাড়াপ্রতিবেশী অথবা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করত। লক্ষণীয় যে পশ্চিমবঙ্গের কেবল হিন্দুদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ নয়, কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রথা পালিত হয় (বর্ধমা ৫)। সেক্ষেত্রে বর অথবা কন্যার গায়ে হলুদ দিয়ে তারপর আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোই রীতি] the ceremony of taking the last meal by a Hindu bride or bridegroom on the day immediately preceding his/ her wedding day This meal is hosted by his/ her relatives or neighbours. The custom is practiced by muslims at certain regions of West Bengal (বাঁকুড়া ১৫) <সং অব্যূঢ়+ভক্ত

আইবড়্ aibɔɽ বিণ অবিবাহিত, অবিবাহিতা unmarried (চব্বিশ ৩১ হাওড়া ১) <সং অব্যূঢ়

আইবড়ো aibɔɽo বিণ দ্র আইবড়্ (চব্বিশ ৩৮ নদীয়া ৩ বর্ধমা ৪ বাঁকুড়া ৭ মুর্শিদা ২, ১৭ মেদিনী ২৯ হুগলি ১)

আইবড়ো ভাত aibɔɽo b^{h}at বি দ্র আইবড়িয়া ভাত্ (বাঁকুড়া ৭)

আইবারি aibari বি বিয়ের ঘটক a matchmaker (মুর্শিদা ১৫, ২৩) <অবিবাহিতা+বি

আইবি ai̯bi ক্রি আসবি (you) will come তুই আইবি—তুই আস্‌বি (চব্বিশ ১২) তু আবা আসিবি

আইবিহি ai̯bihi বিণ কুমারী maiden (বীরভূ ৯) তু আবা আইবুড়ি

আইবে aibe ক্রি আসবে (he) will come সে কুনদিন আইবে নি—সে কোনোদিন আসবে না (চব্বিশ ১২) <আসিবে

আইবো ai̯bo বিণ দ্র আইবিহি (মালদা ২ মুর্শিদা ১৫)

আইভি ai̯b^{h}i বিণ দ্র আইবিহি (মালদা ১ মুর্শিদা ১৫, ১৮, ১৯)

আইভো ai̯b^{h}o বিণ দ্র আইবিহি (মালদা ১ মুর্শিদা ১৮)

আইমা ai̯ma বি দিদিমা maternal grand-mother (নদীয়া ৩) <সং আর্য্যিকা+

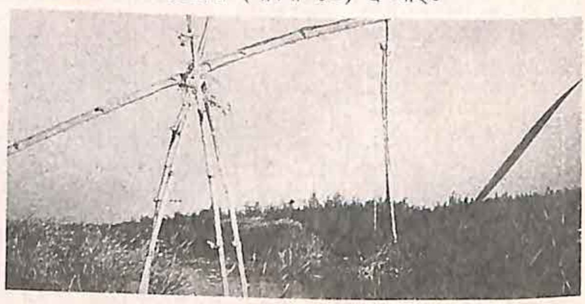
আইমাই ai̯mai̯ বি বিবাহানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত পাড়াপ্রতিবেশী invited neighbours in a wedding (পদিনা ৮)

আইয়া ai̯a বি দ্র আইমা (মালদা ৪)

আঁইয়া ãi̯a বি কাপড়ের পাড় border of a cloth [usually coloured and decorated] (মেদিনী ২৮) <সং অঞ্চল-

আইয়াড়্ ai̯aɽ বি উচ্চ ফলনশীল একপ্রকার ধান [আই আর ৮] a high-yielding variety of paddy— I.R.8 (কোচবি ৪)

আইয়োলি aioli বি এয়োস্ত্রী a woman whose husband is alive (পদিনা ১০) দ্র আইও[৩]



আঁইরকো

আইয়োসি ai̯osi বি দ্র আইয়োলি (মেদিনী ২৫)

আইয়োস্তারি ai̯ostari বি দ্র আইয়োলি (বাঁকুড়া ৭ মুর্শিদা ৫)

আঁইরকো ãirko বি জলসেচের কাজে ব্যবহৃত ডোঙার সঙ্গে উপরের বাঁশটির সংযোগকারী আঁকশি a hook used for bailing out water (বর্ধমা ৫) <সং আকর্ষ-

আইরসা পিঠে airsa piʈ^{h}e বি গুড়পিঠা a kind of cake prepared from rice and molasses (বাঁকুড়া ৭) <আরসা [ঈষৎ রসযুক্ত (দাস)]+পিষ্টক

আইরা ছেলে ai̯ra c^{h}ele বি এঁড়ে ছেলে, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত শিশু (বাঁকুড়া ৬) দ্র আঁইড়িয়া ছেলে

আঁইরা ãi̯ra বিণ ষাঁড়, এঁড়ে an ox দ্র আঁইড়া[১] (পদিনা ৭)

আইরি ai̯ri বি অড়হর ডাল a variety of pulse, cajanus indicus (নদীয়া ১৩ বর্ধমা ৫) <সং আঢ়কী

আইরেট্ ঝাল ai̯reṭjʰal বি একজাতীয় ছোট লঙ্কা অথবা তার গাছ [অধিক ফলনশালী এই গাছ কার্তিক মাসে রোপণ করা হয়, ফলন শুরু হয় মাঘ মাস থেকে] small type of chilli planted in the month of *Kārtik*, yields in the month of *Māgh* (চব্বিশ ১০) <আই আর এইট [৮]+ঝাল

আইল্ ai̯l বি জমির আল balk (জলপা ২ বর্ধমা ৮ মালদা ৪ মেদিনী ৬, ১১, ২০, ২২, ২৫, ২৬) <সং আলি

☆আইল্কানো ailkano ক্রি ভেংচানো to make faces মুখটা আইল্কাছিস্ ক্যানা রে—মুখ ভ্যাংচাচ্ছিস্ কেন রে? (পুরুলি ৯)

☆আইল্ক্যানো ailkæno ক্রি দ্র আইল্কানো তুই কিসের লাগিয়া আইল্কাবি—তুই কিসের জন্য ভেংচাবি? (বাঁকুড়া ৭)

আইল্চাক্ ailcak ক্রি জমির আলের ঘাস কেটে পরিষ্কার করা to clean the balk (কোচবি ৩)

আইল্ঠ্যা জাওয়া ailṭʰæ jaoa ক্রি (তরকারি) এলিয়ে যাওয়া বা বাসি ও নষ্ট হওয়া to become rotten (of cooked food) ড্যাইল্টা আইল্ঠ্যা গেছে—ডালটা এলিয়ে গেছে (মালদা ১) <সং আকুল-

আইল্ন্যা ailnæ বিণ আলুনি দ্র আইন্না[২] (পদিনা ১৪)

আইল্পোন্ ailpon বি আলপনা act of painting the floor, walls etc. of a house or temple or the surface of a seat with semi-liquid paste of rice-powder; such painting (পদিনা ৬) <সং আলিম্পন

আঁইল্পোন্ ãilpon বি দ্র আইল্পোন্ (মুর্শিদা ১৭)

আইল্ বাইল্ করা ail bail kɔra ক্রি বমি বমি ভাব দেখা দেওয়া to feel nausea গা আইল্ বাইল্ কোইর্ছে—গা বমি বমি করছে (মুর্শিদা ২) দ্র আইড়্-কাইড়্[২]

আইল্লা ailla বিণ আলুনি দ্র আইন্না[২] (জলপা ৭ মালদা ৬)

আইল্ল্যা aillæ বিণ আলুনি দ্র আইন্না[২] (মুর্শিদা ২)

আইল্শা[১] ailʃa বিণ অলস lazy, idle (পদিনা ১০) <সং অলস-

আইল্শা[২] ailʃa বি মাছের আঁশ scales of a fish (কোচবি ১ জলপা ৭ দার্জিলি ২, ৪) <সং আমিষ

আইল্শে ailʃe বি দ্র আইল্শা[২] (কোচবি ৪)

আইল্সা ailsa বিণ দ্র আইল্শা[১] (মেদিনী ৬, ২০, ২৮, ৩৬)

আইল্স্যা ailsæ বিণ দ্র আইল্শা[১] ওউ রকম্ আইল্স্যা লোক দিয়া কুনো কাজ হবে নি—এরকম অলস লোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না (মেদিনী ২২, ২৬)

আইল্সে ailse বি ধানসহ পোয়াল খড় straw with ears of paddy (নদীয়া ৭)

আইল্হোন্ ailhon বি কুচানো উলুখড় ও মাটি একত্র মিশিয়ে মাটির ঘরের দেয়ালে যে প্রলেপ বা আস্তরণ দেওয়া হয় reed and mud plastering of the wall (মুর্শিদা ২৩)



আইল্পোন্

আইল[১] ai̯lɔ ক্রি এল (he) just came এখন বাইসাম্ দিয়ে আইল—এখন জলখাবার দিয়ে এল (মেদিনী ২০, ২৬) <আয়াত-

আইল[২] ai̯lɔ ক্রি এলে (you) have come তুমান্ন্যা কাইনু আইল—তোমরা কোথা থেকে এলে? (মেদিনী ২২)

আইলম্ ai̯lɔn ক্রি এলাম (I) have come লোদিয়ে অনেক লোক সিনাছে, দেখে আইলম্—নদীতে অনেক লোক স্নান করছে দেখে এলাম (মেদিনী ৯)

আইলা[১] ai̯la ক্রি দ্র আইল[১] সে মোর পছায় পছায় আইলা—সে আমার পিছনে পিছনে এল (মেদিনী ৮)

আইলা[২] ai̯la ক্রি দ্র আইল[২] (মুর্শিদা ২)

আইলান্ ai̯lan ক্রি এলেন (he/they) has/have come (honorific) তার্ম্যানে কোঁঠরু আইলান্—তাঁরা কোথা থেকে এলেন (মেদিনী ৮)

আইলা-পোইলা ai̯la-poi̯la বিণ সর্বপ্রথম the first ever (মেদিনী ১৯)

আইলাঁয় জাওয়া ai̯lãe jaoa ক্রি [কাপড়] ফেঁসে যাওয়া to be torn কাপড়টা আইলাঁয় গেল্ছে—কাপড়টা ফেঁসে গেছে (পুরুলি ৯) <সং আকুল-

আইলি ai̯li ক্রি এলাম (I) have just come আমি উক্খুলুঁ আইলি—আমি এইমাত্র এলাম (মেদিনী ১৯, ২২, ২৪, ২৬) <আ-যা

আইলু ai̯lu ক্রি (তুই) এলি (you) have come কাইনু আইলু—কোথা থেকে এলি? (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪) কোউট্রু আইলু—কোথা থেকে এলি? (মেদিনী ৮)

আইলে ai̯le অস ক্রি এলে have/has come তোন্ন্যে [তোর মনে] আইলে কি হবে তাকে আগু আইস্তে দে—তোরা এলে কি হবে আগে তাকে আসতে দে (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪) তু আবা আসিলে

আইলে জাওয়া[১] ai̯le jaoa ক্রি দ্র আইলাঁয় জাওয়া কাপড়টা আইলে গেছে—কাপড়টা ফেঁসে গেছে (বাঁকুড়া ৭)

আইলে জাওয়া[২] ai̯le jaoa ক্রি ক্লান্ত হয়ে পড়া to become tired আইলে গেইচি—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (বর্ধমা ১৩ বাঁকুড়া ৬, ৭) তু আবা এলিয়ে যাওয়া

আইলো ailo ক্রি দ্র আইল[১] (বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ২৫) <আ-যা-

আইল্যা ai̯læ বিণ দ্র আইন্না[২] (জলপা ৪ পদিনা ১২, ১৪)

আইল্যা জিভা ai̯læ jibʰa বি আলজিব the uvula (পদিনা


আইল্যা দেওয়া—আইস্ পাইস্ খ্যালা

আইল্যা দেওয়া

১৪) <সং অলিজিহ্ব

আইল্যা দেওয়া **ɑilæ deoɑ** ঢেঁকির গড়ে ধান বা চাল নেড়ে দেওয়া to turn corn in the hollow into which the shaft of a husking device falls while threshing them (পদিনা ১৪) তু এলাইয়া দেওয়া

আইল্যান্ **ɑilæn** ক্রি দ্র আইলান্ তুম্রা কুথাল্লা আইল্যান্—আপনারা কোথা থেকে এলেন ? (মেদিনী ২৯)

আইল্যা জাওয়া **ɑilæ jɑoɑ** ক্রি দ্র আইলে জাওয়া[২] লিখ্তে লিখ্তে আইল্যা গ্যাছে—লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে (বাঁকুড়া ১৫)

আইশ্[১] **ɑiʃ** বি দ্র আইল্শা[২] (চব্বিশ ২১ পদিনা ১, ১০ বাঁকুড়া ১২) <সং আমিষ

আইশ্[২] **ɑiʃ** বি গরুর কাঁধের ঘা a sore on the shoulder of a cow (পদিনা ১১)

আইশ্[৩] **ɑiʃ** বি আমিষ non-vegetarian food or diet (বীরভূ ৫) <সং আমিষ

আইশ্টা **ɑiʃṭɑ** বি দ্র আইল্শা[২] (চব্বিশ ১০)

আঁইশ্টান্ **ãiʃṭɑn** বিণ আঁশটে (গন্ধ), উৎকট (গন্ধ) fishy (smell) (পুরুলি ৭)

আইশ্টানি **ɑiʃṭɑni** বিণ আঁশটে গন্ধ, উৎকট (গন্ধ) fishy smell, an offensive smell (জলপা ৭)

আঁইশ্টানি **ãiʃṭɑni** বিণ দ্র আঁইশ্টান্ (কোচবি ২)

আইশ্টে **ɑiʃṭe** বিণ আঁশটে (গন্ধ) relating to (the smell of a) fish (চব্বিশ ২১)

আঁইশ্ডালি **ãiʃḍɑli** বি [বাঁশের তৈরি] মাছ ধোওয়ার ছোট ঝুড়ি a type of busket [made of bamboo] used for washing the fishes (বাঁকুড়া ১৩) <সং আমিষ+

আঁইশ্তে আঁইশ্তে জলা **ãiʃte ãiʃte jɔlɑ** ক্রি টিম্ টিম্ করে জ্বলা to burn dimly (পদিনা ২) তু আবা আস্তে আস্তে জ্বলা

আইশা[১] **ɑiʃɑ** বি নমাজ পড়ার বিশেষ সময় [মুসলিম সমাজে নমাজ পাঠের সময় ভেদে পাঁচ প্রকার নমাজ প্রচলিত। তন্মধ্যে পঞ্চমপ্রকার নমাজের নাম আইশা। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই নমাজ পড়া হয়] the particular time for the prayer of the Muslims (মুর্শিদা. ২) <আ এশা

আইশা[২] **ɑiʃɑ** বি দ্র আইল্শা[২] (কোচবি ৩ দার্জিলি ৩ পদিনা ২,৯)

আঁইশা **ãiʃɑ** বিণ দ্র আইশ্টে (বাঁকুড়া ১৮)

আইশান্ (বোই) **ɑiʃɑn (boi)** বি দ্র আঁইশ্টান্ (পদিনা ২)

আইশেছে **ɑiʃec^{h}e** ক্রি এসেছে has come বাইশ্যার্ দিন আইশেছে—বরষার দিন এসেছে (জলপা ১)

আইশো **ɑiʃo** ক্রি আয় come এইঠি আইশো—এদিকে আয় (কোচবি ৮ জলপা ৬) <আইস

আইস্[১] **ɑis** বি আয়েস ease, comfort (মেদিনী ৬) <আ আইশ্

আইস্[২] **ɑis** বি দ্র আইল্শা[২] (মেদিনী ২০)

আঁইস্ **ãis** বি দ্র আইল্শা[২] (মেদিনী ৮, ২২, ২৬, ৩৪) পড়ামুআ মাছের আঁইস্টাও ছাড়িতে জানুলি—পোড়ারমুখো মাছের আঁশটাও ছাড়াতে জানিস্ না (মেদিনী ২২)

আইস্কা পিঠা **ɑiskɑ piṭ^{h}ɑ** বি আসকে পিঠে a variety of pancake made of a thin paste of rice-powder (বাঁকুড়া ৭)

আইস্ক্যা পিঠা **ɑiskæ piṭ^{h}ɑ** বি দ্র আইস্কা পিঠা (বাঁকুড়া ৭, ১৭)

আইস্টন্ **ɑisṭon** ক্রি আসছেন (he) is coming (মেদিনী ২০)

আইস্টা **ɑisṭɑ** বি নখ a nail (of a finger or of a toe) (কোচবি ১) <আঁশ-

আঁইস্টা গন্ধ **ãisṭɑ gɔnd^{h}ɔ** বি আঁশটে গন্ধ fishy smell মাছটা কাপড়ে জড়ি লিলু কেনি, কাপড়টা আঁইস্টা গন্ধ হেইছ্যা—মাছটা কাপড়ে জড়িয়ে নিলি কেন, কাপড়টায় আঁশটে গন্ধ হয়ে গেছে (মেদিনী ২২, ২৬)

আইস্টানি গন্ধ **ɑisṭɑni gɔnd^{h}ɔ** বি দ্র আঁইস্টা গন্ধ (মুর্শিদা ২)

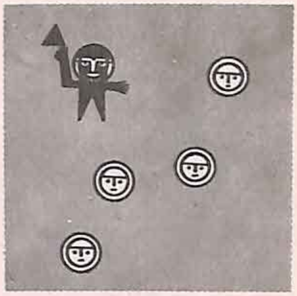
আঁইস্টালি গন্ধ **ãisṭɑlī gɔnd^{h}ɔ** বি দ্র আঁইস্টা গন্ধ হাতটা কির্কম্ আঁইস্টালি গন্ধ কর্যাঠ্যা—হাতটা কিরকম আঁশটে গন্ধ করছে (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

আইস্থল **ɑist^{h}ɔlɔ** ক্রি এসেছিল has/ have come তান্নে কাল্কে আইস্থল—তারা কাল এসেছিল (মেদিনী ২২, ২৬)

আইস্ পাইস্ খ্যালা **ɑis pɑis k^{h}ælɑ** বি গ্রামীণ কিশোর-কিশোরীদের এক প্রকার খেলা [প্রথমে সকলে একত্রে গোল হয়ে দাঁড়ায়। একজন একটি ছড়া বলতে বলতে ছড়ার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে এক-একজনকে ক্রমান্বয়ে ছুঁয়ে যেতে থাকে। এই ছড়ার শেষ শব্দটি যাকে ছুঁয়ে শেষ হয় সে হয় 'হাঁড়ি' অর্থাৎ চোর। ছড়াটি এইরূপ :

'আবোন্ রাবোন্ চৌকি চাবোন্
ওল্ ঢোল্ মামার খোল্
এই মেয়েটি (ছেলেটি) খাটিয়া চোর।'

এবার চোর যখন ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত গুনতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে অন্যেরা লুকিয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। গোনা শেষ হলে চোর লুকানো খেলোয়াড়দের খুঁজতে যায়। যাকে সে প্রথমে খুঁজে পাবে তার নাম ধরে ডাকে। এখন সে হবে পরবর্তী চোর। যদি কাউকে খুঁজে পাওয়ার আগেই লুকানো খেলোয়াড়দের মধ্যে যে-কেউ এসে চোরকে অতর্কিতে ছুঁয়ে দেয় তবে পূর্ববর্তী চোরই আবার চোর হবে


আইস্‌পাইস্‌ খ্যালা

(বর্ধমা ১৮ মেদিনী ২৮)

এই খেলার পদ্ধতি ও নামকরণে অঞ্চল-ভিত্তিক কিছু পার্থক্য আছে। যেমন সর্বত্র ছড়াটির ব্যবহার হয় না। দ্বিতীয়ত, চোর ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত গোনে না। চোরকে দূরের কোনো গাছের পাতা আনতে বলা হয়। সেই অবসরে অন্যেরা লুকিয়ে পড়ে। চোরকে লুকিয়ে থাকা অন্য খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে হয়। তবে প্রথমে যাকে খুঁজে পায় সে-ই হয় পরবর্তী চোর। কিন্তু লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করার আগেই যদি কোনো লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড় চোরকে এসে 'ধাপ্পা' বলে ছুঁয়ে দেয়, তবে পূর্ববর্তী চোরই চোর থাকবে। একটি খুঁটি, থাম বা কোনো জড়বস্তুকে 'বুড়ি' ঠিক করা হয়। চোর ঐ 'বুড়ি'র কাছে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লুকানো খেলোয়াড়দের কোন একজনকে খুঁজে বের করার পর তার নামে 'আইস্‌ পাইস্‌' বলেই দ্রুত এসে ঐ বুড়ি ছুঁয়ে দেয়। চোরের বুড়ি ছোঁয়ার আগে ওই খেলোয়াড় বুড়ি ছুঁয়ে দিলে পূর্ববর্তী চোরকেই আবার চোর দিতে হয়] (চব্বিশ ২০) এই খেলাকে 'হুস্‌ হুস্‌ খেলা'-ও বলা হয় (হাওড়া ১) a kind of rural outdoor (hide and seek) game

আইস্‌প্যাটা ɑis pæṭɑ বি মাছের আঁশ সমেত নাড়িভুঁড়ি scales and intestines of a fish (বাঁকুড়া ১২) <আঁশ+পোঁটা

আইস্‌ব ɑisbɔ ক্রি আসবে, আসব [he] will come, [I] shall come তুমান্‌ন্যে কোবি আইস্‌ব কয়্যা জাও—তোমরা কবে আসবে বলে যাও। জিইস্‌টা লিয়্যা আইস্‌ব —জিনিসটা নিয়ে আসব? (মেদিনী ২২, ২৬)

আইস্‌ বাইস্‌ খ্যালা ɑis bɑis $k^hælɑ$ বি দ্র আইস্‌ পাইস্‌ খ্যালা (চব্বিশ ২০)

আইস্‌বার্‌ ɑisbɑr ক্রি আস্‌বার while coming আইস্‌বার্‌ ব্যালা পালিটা লিয়্যা আইস্‌বু—আসবার সময় ছোট ঝুড়িটা নিয়ে আসিস (মেদিনী ২২)

আইস্‌বু ɑisbu ক্রি আস্‌বি (you) will come বিকালে মোর্‌ দুয়ারকে আইস্‌বু ত?—বিকালে আমার বাড়িতে আস্‌বি তো? (মেদিনী ২২)

আইস্‌সে ɑisse ক্রি এসেছে has/have come তার ভয়ে ঠরানি আইস্‌সে—তার ভয়ে কাঁপুনি এসেছে (মেদিনী ২৪) সে আইস্‌সে কিনাঁ আগু দেইখ্যা আয়—সে এসেছে কিনা আগে দেখে আয় (মেদিনী ২২)

আইসা[১] ɑi̯sɑ বিণ আঁশযুক্ত fibrous আইসা আম্‌—আঁশযুক্ত আম (বীরভূ ৯) <সং অংশু

আইসা[২] ɑi̯sɑ বিণ অলস দ্র আইল্‌শা[১] (মেদিনী ৩৪)

আইসা[৩] ɑi̯sɑ অসক্রি এসে having come (মেদিনী ২০, ২২, ২৬) তোন্‌ন্যে আইসা কি কোর্‌বু?—তোরা এসে কি করবি? (মেদিনী ২২) তু আবা আসিয়া

আঁইসা[১] ɑ̃i̯sɑ বিণ দ্র আঁইশ্‌টান্‌ আঁইসা গন্ধ—আঁশটে গন্ধ (মেদিনী ৮, ২২, ২৫, ২৬, ৩৪) <সং আমিষ-

আঁইসা[২] ɑ̃i̯sɑ বিণ আমিষ সম্পৃক্ত related to non-vegetarian food ~ **কড়া** আমিষজাতীয় খাদ্য রান্না করবার কড়া (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪) **~চুব্‌ড়ি, জেইগা (জায়গা), ঠ্যাকা, ঠেকি** যে পাত্রে মাছ রাখা হয় (মেদিনী ১৪, ২২, ২৪, ৩৪) **~বঁঠি** মাছ কাটবার বঁটি (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

আঁইসা গাছ্‌ ɑ̃i̯sɑ $gɑc^h$ বি এক জাতীয় গাছ [এর কাঠে আসবাবপত্র তৈরি হয়, তবে কাঠ খুব মূল্যবান নয়] a kind of tree, used for making furniture; the timber is not so valuable (মেদিনী ৮)

আঁইসা পেত্তি ɑ̃i̯sɑ petti বি যে স্ত্রী-প্রেতাত্মা মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে [গালাগালি বিশেষ] fish-loving female ghost [a swear word] (মেদিনী ৮, ২২, ২৬, ৩৪) মায়্যা ত নয় জ্যান আঁইসা পেত্তি, সারাদিন্‌ খালি নয়নজোলিতে মাছ্‌ ধর‍্যাঠ্যা—মেয়ে তো নয় যেন আমিষলোভাতুরা প্রেতিনী, সারাদিন শুধু নয়নজলিতে মাছ ধরছে (মেদিনী ২২)

আইসুং ɑi̯suŋ ক্রি আসছি (I) am coming তুই এ্যাক্‌না দেরি কর, মুই আইসুং—তুই একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি (কোচবি ১)

আইসুঠ্‌ ɑi̯sut^hu ক্রি আসছ is/are coming তুই কাইনু আইসুঠু—তুই কোথা থেকে আসছিস (মেদিনী ৩৪)

আইসে[১] ɑi̯se ক্রি আসে (he) comes (চব্বিশ ১৯)

আইসে[২] ɑi̯se অসক্রি এসে having come (মুর্শিদা ১৯) তু আবা আসিয়া

আইসেক্‌ ɑi̯sek ক্রি আয় (you) come তুই এঠে আইসেক্‌—তুই এখানে আয় (জলপা ২, ৭, ৮)

আইসেঠে ɑi̯set^he ক্রি আসছে is/are coming ম্যায়াগা আইসেঠে—মেয়েগুলো আসছে (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

আইসেন্‌ ɑi̯sen ক্রি আসুন come (honorific) ধোরি ধোরি আইসেন্‌—ধরে ধরে আসুন (কোচবি ১)

আইসো ɑi̯so ক্রি এস come তোমরা এইঠে আইসো— তুমি এখানে এস (জলপা ৬) এট্‌কে আইসো—এখানে এস (মেদিনী ২০)

আঁইসো ɑ̃i̯so বি মাছের আঁশ (মেদিনী ৩১) দ্র আইল্‌শা[২]

আইস্যা[১] ɑisæ বি দ্র আইসে[২] (মেদিনী ২৯)

আইস্যা[২] ɑisɛ বি নখ a nail (of finger or toe) লোগুলের আইস্যা—আঙুলের নখ (কোচবি ৩) দ্র আইস্‌টা

আইহির্‌ ɑihir বি অড়হর দ্র আইরি (বর্ধমা ১৮)

আইহোতি ɑihoti বি এয়োস্ত্রী দ্র আইয়োলি (পুরুলি ২)

আইহোরানী ɑihorɑni বি দ্র আইহোতি (মেদিনী ১২) <অবিধবা+রাজ্ঞী

আউ[১] ɑu বি আলু potato (কোচবি ৩ মেদিনী ৬, ২২, ২৬, ৩৪)



আউজিয়া বসা

আউ[২] **au** অ আর more over আউ কিস চাও—আর কি চাও। আউ কিচি কোইলানি—আর কিছু বল্‌ল না (মেদিনী ১৮)

আউ[৩] **au** অ এবং, আর and গটে তুলসিপত্র আউ দুধ রোইব—একটা তুলসী পাতা এবং দুধ থাকবে (মেদিনী ৩০)

আউ[৪] **au** বি আয়ু life span (মেদিনী ৬, ২৬ মুর্শিদা ২৩) কম্ কোরিয়্যা খাউঠু কেলি সুদুসুদু আউটা কোম্যাব্যে—কম করে খাচ্ছ কেন, শুধু শুধু আয়ুটা কম্‌বে (মেদিনী ২৬) <সং আয়ু

আউক্ **auk** বি আখ sugarcane আউকা গুড়—আখের গুড় (মেদিনী ২৪, ৩৪) <সং ইক্ষু

☆**আঁউকানো** **ãụkano** বিণ পোড়াপোড়া [গন্ধ] overfried to the point of being burnt আঁউকা তোর্‌কি—পোড়া গন্ধ তরকারি। আঁউকানো তোর্‌কিটা খাবু—পোড়াপোড়া গন্ধ তরকারিটা খাবি ? তোর্‌কিটা আঁউকি গলা—তরকারিটা পোড়া গন্ধ হয়ে গেল (মেদিনী ১৮)

আউকার্ **aụkar** বিণ আগেকার, পূর্বের former আউকার্ কাল্ আর্ নাই—আগেকার সময় আর নাই (মুর্শিদা ১০) <সং অগ্রাকার

আউকারা **aụkara** বি অবিবাহিত ব্যক্তি a bachelor (পদিনা ১৩) <অকুমার-

আউকারি **aụkari** বি কুমারী a virgin (দার্জিলি ৩ পদিনা ১৩) দ্র অকুমারি

আউকাল্‌কার্ **aụkalkar** বিণ আগেকার of the past আউকাল্‌কার্ মাস্‌টেররা ভাল—আগেকার মাষ্টাররা ভাল (মুর্শিদা ১৫) <সং অগ্র+কাল-

আউখ্ **aukʰ** বি দ্র আউক্ (চব্বিশ ১৯ মেদিনী ৬, ২৬, ৩৪)

আউখা গুড় **aụkʰa guṭ** বি আখের গুড় molasses made of sugarcane, jaggery (মেদিনী ২২, ২৬)

আউগা **aụga** ক্রিবিণ প্রথমে, আগে in front, before (মেদিনী ২৮) <অগ্রে

☆**আউগানো** **aụgano** ক্রি এগোনো বা অগ্রসর হওয়া to go forth তুমাম্ন্যে আউগাও—তোমরা এগোও। আমাম্ন্যে আউগাই—আমরা এগোই। তুমাম্ন্যে আউগিলানি ক্যান—তোমরা অগ্রসর হলে না কেন ? আগিব ত দাঁড়ি আছ কেনি—এগোবে তো দাঁড়িয়ে আছ কেন ? (মেদিনী ২০, ২২, ২৬)

আউঙ্‌টা **auŋṭa** বি দরজার কড়া a metal ring affixed to a door (জলপা ১) <আংটা

আউজানা **aụjana** ক্রি ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো to incubate an egg সব লোকের মুরগী আউজেছে—সব লোকের মুরগী ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়েছে (বাঁকুড়া ৮)

☆**আউজানো** **aujano** ক্রি ভেজিয়ে দেওয়া বা আস্তে বন্ধ করে দেওয়া to put to দরোজাটা আউজি দে—দরজাটা ভেজিয়ে দে (মুর্শিদা ৪) কবাট্‌টা আউজি দে—দরজাটা ভেজিয়ে দে (মেদিনী ২২, ২৬) <সং আবদ্ধ-

আউজি[১] **aụji** অসক্রি ঠেস দিয়ে leaning against আউজি আচি—ঠেস দিয়ে আছি (কোচবি ৪)। সে কাঁথে আউজি দাঁড়িছ্যে—সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে (মেদিনী ৮, ১৪, ২২, ২৬)

আউজি[২] **aụji** ক্রি দ্র আউজানো (মেদিনী ২২)

আঁউজিয়া বসা **ãụjia bɔsa** ক্রি হেলান দিয়ে বসা to sit leaning against (মেদিনী ২৪)

আঁউট্ **ãuṭ** বি হাঁটু the knee পোড়িআলি, আঁউট্‌টা ছোড়িছ্যা—পড়ে গেলাম, হাঁটুটার ছাল উঠে গেছে(মেদিনী ১৪, ২২, ২৬, ২৭, ৩৪) <সং অষ্ঠীবৎ

আউট্ করা **auṭ kɔra** ক্রি [তরল পদার্থ] ফোটানো to boil আউট কোরি—ফোটাই (পদিনা ১১) <সং আবর্তন-

আউট্‌কা **auṭka** ক্রি দ্র আউট্ করা চাহা আউট্‌কায়—চা ফোটায় (দার্জিলি ৩)

আউট্-সাইজ্ **auṭ saij** বি ব্যাসমাপক যন্ত্রবিশেষ outside callipers (হাওড়া ৩) <ইং outside

আউটা[১] **aụṭa** বি ভাজা ভুট্টার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি খাদ্য [ভুট্টাকে ভেজে গুঁড়ো ও সিদ্ধ করে গুড় বা লঙ্কা সহযোগে খাওয়া হয়] maize porridge (মেদিনী ১৭) দ্র আউটানো[১]

আউটা[২] **aụṭa** ক্রি দ্র আউটানো[৩] (কোচবি ৩)

আউটাউ করা **aụṭaụ kɔra** ক্রি আইঢাই করা to feel extremely uneasy (বর্ধমা ২)

☆**আউটানো[১]** **aụṭano** ক্রি [দুধ] ফোটানো, জ্বাল দেওয়া to boil দুদ্ আউট্‌ছি—দুধ জ্বাল দিচ্ছি (হাওড়া ১০) দুদ্‌টা আউটি রাখ—দুধটা জ্বাল দিয়ে রাখ (মুর্শিদা ১৮ মেদিনী ১৭) দুদ্‌টো আউটে দাও—দুধটা ফুটিয়ে দাও (বীরভূ ৫) <সং আবর্তন

☆**আউটানো[২]** **aụṭano** ক্রি ফুটন্ত দুধকে নাড়াচাড়া করা, [ফুটিয়ে] গাঢ় করা to stir milk while boiling দুদ্‌টা আউটিং দে—ফুটন্ত দুধকে নেড়ে দে (মুর্শিদা ১৭) দুধটা আউটে দে—দুধটা নেড়ে দে (মুর্শিদা ১৮) দ্র আউটানো[১]

☆**আউটানো[৩]** **auṭano** ক্রি গরম করা to warm up দুদ্ আঁউটাইছে—দুধ গরম করছে (মুর্শিদা ২৩)। দুধ্‌টা আউটাঠ্যে—দুধ গরম করছে (মেদিনী ২০) দ্র আউটানো[১]

☆**আউটানো[৪]** **auṭano** ক্রি কোনো ধাতুকে আগুনে গলানো to melt a metal (মেদিনী ২০) দ্র আউটানো[১]

☆**আউটানো[৫]** **auṭano** ক্রি গলে যাওয়া to melt মোমবাতিটা আউটি পোড়্যা জায়ঠ্যা—মোমবাতিটা গলে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে (মেদিনী ২২) দ্র আউটানো[১]

আউটি[১] **auṭi** বি মাটির বাড়ির দাওয়ার প্রান্ত ভাগ the edge of a verandah of a mud-built house (মেদিনী ২৭)

আউটি[২] **auṭi** অসক্রি [দুধ] ফুটে উঠে while boiling দুদ্‌টা আউটি বা আউঠি পোড়্যাল—দুধটা ফুটে উঠে পড়ে গেল (মেদিনী

২২) দ্র আউটানো[1]

☆আউটি ধরানো **autid^{h}ɔrano** ক্রি মাটির বাড়ির দাওয়ার প্রান্তভাগ গোবরমাটি দিয়ে লেপা to plaster the edge of a verandah of a mud-built house (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আউটিধার্ **autid^{h}ar** বি দ্র আউটি[1] (মেদিনী ৬, ২৬, ৩৪)

☆ আউটিয়ে জাওয়া **autie jaoa** ক্রি শুকিয়ে যাওয়া to become dry গাছট্া আউটিয়ে গেছে—গাছটা শুকিয়ে গেছে (বর্ধমা ৯)

আউঠ্ **auṭ^h** বি দ্র আঁউট্ (মেদিনী ২৮)

আঁউঠ্ **ãuṭ^h** বি দ্র আঁউট্ (মেদিনী ৬, ২০, ২২, ২৬, ৩৪) আঁউঠ্ গাড়িয়া বুস—হাঁটু গেড়ে বস (মেদিনী ২৬) দ্র আঁউট্

আউঠারি **auṭ^{h}ari** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্টাহার্ (পদিনা ১৩)

আউঠি **auṭ^{h}i** অসক্রি দ্র আউটি[2] (মেদিনী ২২)

আঁউঠি **ãuṭ^{h}i** বি আংটি a ring (মালদা ৯) <সং অঙ্গুষ্ঠি

আউডালি পাতা **auḍali pata** ক্রি আড়াল থেকে দেখা বা শোনা to peep, to eaves drop আউডালি পেতে দেক্ছে—উঁকি মেরে দেখ্ছে (বর্ধমা ২৩) <আবডাল+

আউড় **auṛ** বি খড় hay, straw আউড়ের পালা—(আঁটি) খড়ের গাদা (নদীয়া ৯ পদিনা ১৪ বর্ধমা ৭ মুর্শিদা ৪, ১৪, ১৫) <সাঁ আউড়, আউড়ি [খড়] (Campbell)

আঁউড় **ãuṛ** বি দ্র আউড় (মালদা ৯ মুর্শিদা ১৯)

আউড় খ্যাড় **auṛ k^{h}æṛ** বি ধানের শিষ সমেত খড় hay with the ear of paddy (বীরভূ ১১) দ্র আউড়

আউড়-বাউড় করা **auṛ bauṛ kɔra** ক্রি বায়না ধরা to insist on something ছেলেটা বড্ডা আউড়-বাউড়



আউড়ি পিঠা

কোরছে—ছেলেটা খুব বায়না ধরেছে (হাওড়া ১)

আউড়া **auṛa** বিণ এলোমেলো at sixes and sevens (মেদিনী ১৯) <সং আকুল-

আউড়া চাল্ **auṛa cal** বি আছাঁটা চাল unhusked rice (মেদিনী ১৭)

☆আউড়ানো[1] **auṛano** ক্রি টাটানো, যন্ত্রণা বা ব্যথা হওয়া throbbing pain গলা আউড়ে গ্যাচে—গলা টাটিয়েছে বা গলায় ব্যথা হয়েছে (হাওড়া ১) <সং আতুর

☆আউড়ানো[2] **auṛano** ক্রি আবৃত্তি করা, গড় গড় করে বলে যাওয়া to elocute আপনাদের মতো আউড়েবি নি—আপনাদের



আউড়ি[1]

মতো উচ্চারণ (আবৃত্তি) হবে না (মেদিনী ১২) ; মন্ত্র আউড়িল্যেঁ ভগবান্ শুঁনব্যে—গড়গড় করে মন্ত্র বলে গেলে ভগবান শুনবে (ইচ্ছা পূরণ করবেন) ? (মেদিনী ২৬) <আ-বৃৎ

আউড়া-বাউড়া **auṛa bauṛa** বি আকুলি-বিকুলি intense longing (মেদিনী ১৯)

আউড়া হোয়ে জাওয়া **auṛa hoe jaoa** ক্রি বোবা হয়ে যাওয়া, ভ্যাবাচাকা খাওয়া, স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া to be bewildered (মেদিনী ১৯)

আউড়ি[1] **auṛi** বি ধান, চাল ইত্যাদি রাখার কাজে ব্যবহৃত খড়ের দড়ির তৈরি গোলা a barn made of hay-rope (বাঁকুড়া ১, ৭ বীরভূ ১০) <সং আবৃতি (আঞ্চলি)

আউড়ি[2] **auṛi** বি বাঁশের তৈরি ধানের গোলা [একে 'মড়কা'ও বলে (মুর্শিদা ১৫)। এর উপরে খড়ের ছাউনি থাকে। এটি ৬-৭ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ও গোলাকার হয়] a barn made of bamboo (নদীয়া ১০ মুর্শিদা ১৫))

আউড়ি[3] **auṛi** বি খড়ের আঁটি a bundle of hay (পুরুলি ২, ৩, ৫, ৬ বর্ধমা ৬ বীরভূ ১১) তু সাঁও আউড়ি (Campbell)

আঁউড়ি **ãuṛi** বি আঙুল a finger or a toe (মালদা ৭, ৯) <সং অঙ্গুলি

আউড়ি পিঠা **auṛi piṭ^{h}a** ক্রি ধান ঝাড়াই করা to thresh or beat out grain from paddy (পুরুলি ৪) দ্র আউড়ি[3]

আঁউড়ি-বাঁউড়ি **ãuṛi-bãuṛi** বি ছোট ঘূর্ণি ঝড় a minor whirl-wind (মুর্শিদা ৬) [সাঁওতালিতে 'বাউড়ি' শব্দের অর্থ আঙুলে সুতো জড়ানো (Campbell)]

আউড়ে জাওয়া **auṛe jaoa** ক্রি ঝিমিয়ে যাওয়া to become drowsy, to be seared (চব্বিশ ২১) দ্র আইলে জাওয়া[2]

আঁউড়ে লাগা **ãuṛe laga** (জলাভাবে পাটগাছ) ব্যাপকভাবে মরে যাওয়া drought-genic disease of jute (মুর্শিদা ১৩)

আঁউত্ **ãut** বি লাঙলের সঙ্গে জোয়ালের সংযোগ সাধনের জন্য জোয়ালের মাঝে যে দড়ি ঝুলে থাকে a rope at the centre of a yoke which ties the plough with the yoke (চব্বিশ ১৯)

আউতাগম্ **autagɔm** ক্রি আসাযাওয়া coming and going (মেদিনী ১৯)

আউতি **auti** বি আহুতি a burnt-offering, an oblation (হাওড়া ১০) <সং আহুতি

আউথাউ **aut^{h}au** ক্রিবিণ আলুথালু dishevelled, dis-



আউরি

orderly আউথাউ হয়্যা আছে—এলোমেলো হয়ে আছে (মেদিনী ৬) <আলুথালু

আঁউদ্ ɑ̃ud বি দ্র আঁউত্ (মুর্শিদা ১৮ চব্বিশ ১৯)

আউদিনা ɑudinɑ বি আগামী পরশু day after tomorrow (জলপা ১০)

আউন্‌জলা ɑunjɔlɑ বি অঞ্জলি দ্র অঁজুলা (বাঁকুড়া ৫)

আউনা ɑunɑ বিণ আলুনি দ্র আইন্না[২] (মেদিনী ২৭, ২৮)

আউনা ঢেকুর্ ɑunɑ dʰekur বি চোঁয়া ঢেঁকুর eructation due to indigestion (মেদিনী ৩৪) <আগুন (জ্বালা)+

আউনি থাকা ɑuni tʰɑkɑ ক্রি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকা, রাগ করে বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করা to observe and maintain silence being enraged (কোচবি ৬)

আউনি-বাউনি ɑuni-bɑuni বি পৌষসংক্রান্তির পূর্বরাত্রে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের পালিত অনুষ্ঠানের অঙ্গ [গৃহাগত লক্ষ্মীকে বন্ধন ও তাঁর সন্তোষবিধানই সম্ভবত এর উদ্দেশ্য। খড় পাকিয়ে কয়েকটি দড়ি তৈরি করে, ওই দড়ি দিয়ে গৃহসামগ্রী, যেমন, চালের হাঁড়ি, বাক্স, সিন্দুক, বাসন-কোসন, ধানের গোলা এমনকি বাড়ির কাঠামোর একটি অংশও বাঁধা হয়। তিনদিন এই সমস্ত গৃহসামগ্রী ছোঁয়া নিষেধ। এই অনুষ্ঠান দিয়ে পৌষ-পার্বণের সূচনা। খড়ের দড়িগুলি বাঁধার সময় নিম্নোক্ত ছড়াটি বলা হয়:

আউনি-বাউনি
পিঠে ভাত খাউনি
তিনদিন না যেও
ঘরের কোণে পিঠে খেও

এই রাত্রি থেকে পিঠে তৈরি এবং খাওয়া শুরু। ভোরে ঘর-দুয়ার অঙ্গন পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ি দিয়ে সর্বত্র আলপনা দেওয়া হয়। একটি কাঠের পিঁড়িতে ছোট একটি আম্রপল্লবযুক্ত জলপূর্ণ ঘট রাখা হয়। ঘটের পাশে গোবরের তৈরি পাঁচটি পুতুল থাকে। এগুলি মুলো ফুল ও সরষে ফুল দিয়ে সাজানো হয়] a Hindu ritual performed on the night before the *Paus Samkranti* (the last day of the ninth month of the Bengali calendar) (হাওড়া ১)

আউয়াল্ জোমি ɑuɑl jomi বি চাষযোগ্য ভাল জমি a productive land for cultivation (কোচবি ৫) [পশ্চিমবঙ্গের জমিগুলিকে অঞ্চলবিশেষে উর্বরতা অনুসারে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেরা জমিকে 'বহাল' অনেক অঞ্চলেই বলে। অন্য নামগুলি উর্বরতার ক্রমানুসারে বাইদ্, কানালি ও টাঁড় (পুরুলি) দ্র আউওল (লৌকিক)] <আ আউঅল

আউয়েহেক্ ɑuehek বিণ আগামী coming, next আউয়েহেক্ মাসে জাতে হবেক্—আগামী মাসে যেতে হবে (পুরুলি ৫)

আউর্ ɑur বি খড়ের আঁটি দ্র আউড়ি[৩] (নদীয়া ৯)

আউরাই করা ɑurɑi kɔrɑ ক্রি জ্বালাতন করা to irritate, to annoy আউরাই কোরিসি না ত—জ্বালাতন করিস না তো (মেদিনী ২৬)

☆**আউরানো ɑurɑno** ক্রি ফোলা to be inflated চখ্‌টা আউরাইন্‌চে —চোখটা ফুলেছে। জব্‌ড়া লেগে ঘাটা আউরাইন্ গ্যাল—নোংরা লেগে ঘা-টা ফুলে গেল (বাঁকুড়া ৯)

আউরাল্[১] ɑurɑl বি বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো অবস্থা disorderliness, indiscipline চ্যাচাইস্‌নি ত কাজে আউরাল্ হয়্যাব্যা—চেঁচাস না তো কাজ এলোমেলো হয়ে যাবে (মেদিনী ২২)

আউরাল্[২] ɑurɑl বি গণ্ডগোল uproar, disturbance তোন্‌ন্যা পাড়াটাকে আউরাল্ কোরুঠু কেনি—তোরা পাড়াটায় গোলমাল করছিস কেন? (মেদিনী ১৯)

আউরালি করা ɑurɑli kɔrɑ ক্রি জ্বালাতন করা, বিশৃঙ্খল করে দেওয়া to annoy, to pester, to make a mess (of) খালি আউরালি করলে কাজটা শেষ হবে কখলঁ—শুধু জ্বালাতন করলে (অথবা কাজে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনলে) কাজটা কখন শেষ হবে? (মেদিনী ২২)

আউরি ɑuri বি বেতের বা বাঁশের তৈরি ধানের গোলা (নদীয়া ৩ মুর্শিদা ১৮) দ্র আউড়ি[১] ও আউড়ি[২]



আউনি বাউনি

আঁউরি ɑ̃uri বি দ্র আঁউড়ি (মালদা ৯ মুর্শিদা ৬)

আউরি কোল্ ɑuri kol বি নদীকূলের প্রান্ত the point where the water and the bank of a river meet (বর্ধমা ১৯) <আবর্তিত+

আউরি জাওয়া ɑuri jɑoɑ ক্রি ফুলে যাওয়া (দাঁতের গোড়ার ক্ষেত্রে) to be inflamed (the ridge of teeth) দাঁত আউরি জায়—দাঁতের গোড়া ফুলে যায় (বর্ধমা ১৮) <সং আরু+

আউরিয়া ছেলে ɑuriɑ cʰele বি এঁড়ে লাগা ছেলে a boy suffering from rickets or dyspepsia (বাঁকুড়া ১১)

আউরে ɑure অসক্রি ঝিমিয়ে being seared গাছটা আউরে যাচ্ছে—গাছটা ঝিমিয়ে যাচ্ছে (চব্বিশ ২৩) <সং আতুর (বন্দ্যো)

আউরে-আউরে aure-aure অসক্রি দুদিকে সরিয়ে সরিয়ে making way by pushing either sides আউরে আউরে জমিনের ঘাস বাছে—(ধানগাছগুলো) সরিয়ে সরিয়ে জমির ঘাস তুলে ফেলা হয় (মেদিনী ২০) <এলিয়ে এলিয়ে

আউরে লাগা aure laga ক্রি শিশুর অজীর্ণ রোগ হওয়া এবং শারীরিক বৃদ্ধি রোধ হওয়া (in case of infants) to suffer from constitutional indigestion or dyspepsia or rickets (বাঁকুড়া ১১) <(অন্ত্র) আঁতুড়ে লাগা, এঁড়ে লাগা (হাওড়া ১)

আঁউল্ ãul বি আঙুল a finger or a toe আঁউলের্ গিঁট্—আঙুলের গাঁট (হুগলি ১৬) <সং অঙ্গুলি

আউল্-জাউল্ aul-jaul বিণ এলোমেলো dishevelled (পদিনা ৩)

আউল্ জোমি aul jomi বি দ্র আউয়াল্ জোমি (মেদিনী ৮)

আউল্-ঝাউল্ aul-j^{h}aul ক্রি বিণ উস্কোখুস্কো, এলোমেলো dishevelled জিনিসগুলা আউল্-ঝাউল্ হয়ে গে'ল্ছে—জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে গিয়েছে (পুরুলি ৯, ১৪) আউল্ঝাউল্ চুল্—এলোমেলো চুল (পুরুলি ১৪ মালদা ৪) <সং আউল, <আউলবাউল (বন্দ্যো)

আউল্-থাউল্ aul-t^{h}aul বি আবোল তাবোল rigmarole আউল্-থাউল্ বক্ছো ক্যানে—আবোল তাবোল বকছ কেন? (মেদিনী ৫) <আবোল তাবোল

আউল্-ধাউল্ aul-d^{h}aul বিণ দ্র আউল্-ঝাউল্ (পুরুলি ৮)

আউল্-বাউল্ aul-baul ক্রিবিণ এলোমেলো, বিশৃঙ্খল haphazard (পদিনা ১২ মালদা ৬) এগুলি আউল্-বাউল্ হোয়ে আছে—এগুলো এলোমেলো হয়ে আছে (মালদা ৬)

আউলা[১] aula বিণ এলো (চুল) ruffled (hair) (মেদিনী ৬) <সং আকুল

আউলা[২] aula বিণ আল্গা বা খোলা loose, open দরজাটা আউলা কোরিয়া দিয়াস্সু?—দরজাটা খুলে দিয়ে এসেছিস? (মেদিনী ৩৪) আউলা হোইছ্যা, একটু দাঁড়া-(পরা কাপড়টা) আলগা হয়ে গেছে, একটু দাঁড়া (মেদিনী ২২, ২৬) <সং অলগ্ন

আঁউলা[১] ãula বিণ এলোমেলো dishevelled (পুরুলি ১৩) দ্র আউলা[১]

আঁউলা[২] ãula বি আমলকি the emblica myrobalan (পুরুলি ১৩)

আউলাইন্ aulain ক্রিবিণ এলোমেলো হয়ে dishevelled (পদিনা ৪, পুরুলি ৩) চুল্টা আউলাইন্ গ্যাল—চুলটা এলোমেলো হয়ে গেল (পুরুলি ৩) <সং আকুল

আউলাং-ঝাউলাং aulaŋ-j^{h}aulaŋ ক্রিবিণ এলোমেলো দ্র আউল্-ঝাউল্ (জলপা ৭)

আউলা-ঝাউলা aula-j^{h}aula বিণ দ্র আউল্-ঝাউল্ (জলপা ৭)

আউলা-থাউলা aula-t^{h}aula বিণ এলোমেলো dishevelled (dress) আউলা-থাউলা কাপড়ে কাইনু আস্স্যা—এলোমেলো বেশে কোথা থেকে এসেছে (মেদিনী ৬) <তু আবা আলুথালু

আউলানি খের্ aulani k^{h}er বি পোয়াল খড়, ধান ঝাড়ার সময় চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া খড় straw that scatters in all directions at the time of threshing (পদিনা ৬)



আউলি ছাতু

আউলা পাথারি aula pat^{h}ari সর্ব যে-কেউ a stray person (মালদা ৯) <এলোপাথাড়ি

আউলি[১] auli বিণ দ্র আউলা[১] (কোচবি ৬ দার্জিলি ৩)

আউলি[২] auli বি দ্র আউড়ি[৩] (পদিনা ৭ মালদা ৭)

আউলি ছাতু auli c^{h}atu বি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন একপ্রকার ছত্রাক [লম্বা ডাঁটি, ছোট ফুল বিশিষ্ট এই ছত্রাক রান্না করে খাওয়া হয়] a kind of mushroom used as (cooked) food (বাঁকুড়া ১) <সাঁও আউড়ি+সং ছত্রাক

আউলি দেওয়া[১] auli deoa ক্রি চোখ গালা to force out the eye-balls with fingers, to gouge পিট্পিট্ কোরি দ্যাখির্ ধোর্চিস্ চোক্ দুইটা আউলি দিম্—পিট্পিট্ করে দেখ্ছিস, চোখ দুটো গেলে দেব (কোচবি ৬, ৭)

আউলি দেওয়া[২] auli deoa ক্রি পেতে বা খুলে দেওয়া to spread, to lay out আসনটা আউলি দে—আসনটা পেতে দে (মুর্শিদা ২৪) <সং আকুল+

আউলি বাউলি auli bauli বিণ দ্র আঁউলা[১] আজ্ আউলি বাউলি বাতাস দিচ্চে—আজ এলোমেলো বাতাস দিচ্ছে (বাঁকুড়া ৩)

আউলিয়া[১] aulia অসক্রি (চোখ) কচ্লে squeezing (জলপা ৭) <সং আকুল+

আউলিয়া[২] aulia বি মুসলমান ধর্মের মহাপুরুষ a saint of Muslim religion (বাঁকুড়া ৮)

আউলি হওয়া auli hɔoa বি ভর হওয়া the act of domination or influence of a demi-god or a spirit on a man (চব্বিশ ৩৬) <সং আকুল+

আউলু aulu ক্রি আন্লি have brought কুন্লা কিনি আউলু—কোনগুলো কিনে আনলি (পদিনা ১০) তু আবা আনিলে

আউলে জাওয়া[১] aule jaoa ক্রি এলোমেলো হওয়া বা খুলে যাওয়া to be dishevelled or disorderly (পদিনা ৪) দ্র আউলা[১]

আউলে জাওয়া[২] aule jaoa ক্রি [ক্ষুধার আধিক্যে শরীর] গুলিয়ে ওঠা to feel nausea due to hunger (মেদিনী ২৯) <সং আকুল+

আউলে দেওয়া aule deoa ক্রি বিহ্বল করে দেওয়া, হতবুদ্ধি করা to be wilder (কোচবি ৩) <সং আকুল+

আউল্যা aulæ বিণ এলোমেলো untied, kept disorderly আউল্যা খ্যাড়্—আঁটি বাঁধা নয় এমন খড় (কোচবি



আঁওট্ পাতা

২, ৪, ৬) দ্র আউলি[2]

আউশা[1] **auʃa** বি গামছা a handloom towel (জলপা ২)

আউশা[2] **auʃa** বি গরুর অসুখ বিশেষ [এই রোগে গরুর মুখে এবং ক্ষুরের চেরা অংশে ঘা হয় এবং গরু কিছু খায় না] a kind of cattle-disease, rinderpest (হাওড়া ৩, ১০ হুগলি ৪, ৫) দ্র আওসা (বন্দ্যো)

☆**আঁউশানো** **ãuʃano** ক্রি (তরকারি) সাঁতলানো to fry kitchen vegetables in oil or fat and with spices (মুর্শিদা ৫) দ্র আউটানো[1]

আউশা ভাঙা **auʃa bʰaŋa** বি গরুর মুখের 'আউশা' নামক ঘায়ের চিকিৎসা [খেজুর অথবা বঁইচির কাঁটা জিভে ফুটিয়ে রান্নাঘরের ঝুল ও নুন একত্রে মিশিয়ে জিভে ঘায়ের জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হয়] an indigenous process of cattle-treatment (হাওড়া ৩) দ্র আউশা[2]

আউশে **auʃe** বি দ্র আউশা[2] (হাওড়া ৩)

আউশে কোচ্ **auʃe koc** বি বর্ষাকালে উৎপন্ন কচু [এই কচু চৈত্র মাসে রোপণ করা হয় এবং আষাঢ় মাসে তোলা হয়] a kind of esculent root produced in the rainy season (হুগলি ১) <সং আ-বৃষ্-

আউশে বেগুন্ **auʃe begun** বি বর্ষাকালে উৎপন্ন বেগুন [সাধারণত সবুজ অথবা সাদা রঙের এবং কাঁটাহীন] a kind of brinjal produced in the rainy season (চব্বিশ ২৭) <সং আ-বৃষ্-

আউস্ **aus** বি গরুর কাঁধের ঘা a kind of sore on the shoulder of cattle (দার্জিলি ৩) দ্র আউশা[2]

আঁউস্ **ãus** বি অমাবস্যা the new moon আঁউস্ লাগা—অমাবস্যা লাগা (মুর্শিদা ২৩)

আউস্ কোচু **aus kocu** বি দ্র আউশে কোচ্ (বীরভূ ৯)

আউস্ দাঁত্ **aus dãt** বি দুধে দাঁতের পরে যে দাঁত ওঠে a second growth of teeth (বর্ধমা ২)

আউসা **ausa** বি দ্র আউশা[2] (বাঁকুড়া ১৩ মেদিনী ২৭)

আউসি জাওয়া **ausi jaoa** বি (খাবার) বাসি হয়ে যাওয়া (food) become stale ভাত আউসি জাইছে—ভাত বাসি হয়ে গিয়েছে (মেদিনী ১৯)

আউসে ভারা কুমড়ো বি **ause bʰara kumṭo** বি বর্ষার সময় বাঁশের মাচায় হয় এমন কুমড়ো a pumpkin which grows in the rainy season (চব্বিশ ২) <সং আ-বৃষ্-

আউস্যা **ausæ** বিণ বাসি হয়ে গেছে এমন stale (মেদিনী ১৯)

আউহেক্ **auhek** বিণ আগামী ensuing (পুরুলি ৫) <সং আশু

আও[1] **ao** বি কথা a word or words spoken (কোচবি ৬ মালদা ৪) মুই অর্ সঙ্গে আও কার্হো না—আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না (মালদা ৪) <সং রব

আও[2] **ao** বি থুতু spittle (মেদিনী ২৯)

আও[3] **ao** বি কণ্ঠস্বর voice মাইয়ার্ কাউয়ার্ মতো আও—মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাকের মতো [বিশ্রী] (জলপা ৮)

আঁও **ão** বি উপযুক্ত পরিমাণে না-পোড়া মাটির পাত্র [কুমারের পনে মাটির জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে না পুড়লে বলা হয় 'আঁও' হয়েছে] half-baked condition of the earthen pot in the pottery (বর্ধমা ২, ৯) তু আবা আমা (ইট)

আওকাড়ি **aokaṭi** বিণ অবিবাহিতা unmarried (দার্জিলি ১) <অকুমারী

আওকারি **aokari** বিণ দ্র আওকাড়ি (দার্জিলি ৩ পদিনা ৯) আওকারি বেটি—অবিবাহিতা মেয়ে (দার্জিলি ৩)

আওঘাত্ **aogʰat** বি যে শ্রমিক মাটির দেওয়াল তৈরি করে a labourer proficient in making earthen wall (হুগলি ১৮)

আওজ্ **aoj** বিণ অজ (পাড়াগাঁ) thoroughly backward (village) (বীরভূ ১৪) <সং অজ্ঞ

আওট্ **aoṭ** বিণ ফোটানো হয়েছে এমন boiled (কোচবি ৪) আওট্ দুধ—জ্বাল দেওয়া দুধ দ্র আউটানো[1] <আ-বৃত

আঁওট্ **ãoṭ** বি যে দড়ি দিয়ে জোয়াল লাঙলের সঙ্গে আট্কানো থাকে a rope used to fix a yoke with the plough (চব্বিশ ২১) দ্র অঁনদ্



আউসে ভারা কুমড়ো

আঁওট্ পাতা **ãoṭ pata** বি অখণ্ড কলাপাতা অথবা তার অগ্রভাগ an untorn whole banana leaf or its untorn tip (হাওড়া ১, ৬) <অঙ্গ-বর্ত

☆**আওটানো** **aoṭano** ক্রি দ্র আউটানো[1] দুদ্খান্ আওটাক্—দুধটা গরম কর (কোচবি ৪)। দুদ্ আওটা—দুধ জ্বাল দে (জলপা ৭ মুর্শিদা ২৩)

আওডাল **aodal** বি আড়াল hiding (জলপা ৭) তু আবডাল

আওড়্[1] **aoṭ** বিণ অবিবাহিত unmarried (চব্বিশ ২০) <অব্যূঢ়

আওড়[২] aoɽ বি বরজের ভিতর প্রতি সারিতে তিনটি করে বাঁশের খুঁটি একত্রে বাঁধা হয়। একে 'জ্যাঙা' বলে। প্রতি পংক্তিতে কয়েকটি 'জ্যাঙা' থাকে। এক জ্যাঙা থেকে অপর জ্যাঙার মধ্যের সমদূরত্ব ও সম-উচ্চতাকে বলা হয় আওড় in a plantation of betal-leaves the equal distance and height between two '*jæṅa*' (bamboo-pole) is called '*āor*' (হাওড়া ৬) তু অসার (চওড়া)

আওড়[৩] aoɽ বি মানুষের দ্বারা মাড়াই করা খড় straws threshed by human beings (মুর্শিদা ১৭) দ্র আউড়

আওড় পড়া aoɽ pɔɽa ক্রি জোয়ার ভাঁটার সময় বা অন্য কোনোভাবে জলের গতি বাধা প্রাপ্ত হলে যখন ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থাকে বলে আওড় পড়া the situation in which eddies occur owing to the obstruction of natural flow of water (at the time of tides) (হাওড়া ১০)

আওড়া[১] aoɽa বি ঘরের ঝাঁপ an improvised door or lid made mainly of wicker (বীরভূ ৯) <সং অর্গল

আওড়া[২] aoɽa বি জমির যে নির্দিষ্ট অংশ ধরে কৃষক জমিতে ধান রোপণ করে বা ধান কাটে [অনেক কৃষক একসঙ্গে একই জমিতে কাজ করলে এইভাবে কাল্পনিক বিভাগ অনুসারে প্রত্যেকে কাজ করে] the imaginary parcelling of a plot of land according to which each of the cultivators sow or harvest crops (বাঁকুড়া ৩) <আড় (আড়াআড়ি)

আওড়া কাটানো aoɽa kaʈano ক্রি দ্বিতীয়বার ধানজমি নিড়ানো [ধান রোয়ার তিন মাস পরে প্রতি দুইটি ধানগুচ্ছের ফাঁক দিয়ে এটি করা হয়] weeding the agricultural land for the second time after three months of planting (হুগলি ১) <আগড়া (চিটেধান)+

আওড়ান্ aoɽan বি আড়াল a cover, something intercepting the view (চব্বিশ ১৫) <আবডাল

আওড়ি aoɽi বি অবিবাহিতা মেয়ে an unmarried girl (চব্বিশ ২০) <আইবুড়ি

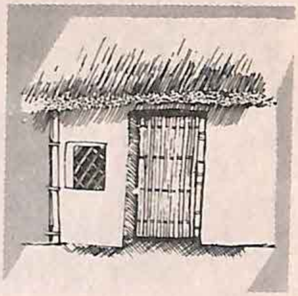
☆আঁওড়ো জাওয়া āoɽɛ jaọa ক্রি ঝিমিয়ে পড়া বা শুকিয়ে যাওয়া [গাছের ক্ষেত্রে] to sear [in case of a plant] রোদে গাছ্‌টা আঁওড়ো গেল্‌ছে—রোদে গাছটা ঝিমিয়ে পড়েছে বা শুকিয়ে গিয়েছে (মুর্শিদা ২৩)

আওড়োল্ aoɽol বি দ্র আওড়ান্ (মেদিনী ১১)

আওত্ aot বি জোয়ালের মধ্যবর্তী উঁচু অংশ elevated portion at the centre of the yoke (চব্বিশ ২৩) দ্র আঁওত্

আঁওত্ āot বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি a ring of rope tied to the centre of the yoke (বর্ধমা ২, ৫, ১২, ২০, ২৩)

আওতা aota বি বড় গাছের নীচের ছায়াবৃত অংশ [গাছের ছায়া সর্বক্ষণ পড়ে বলে এই অংশে আদা, হলুদ ইত্যাদি ছাড়া কোনো ফসল হয় না] the shady portion of land where a big tree stands [area not suitable for cropping]



আওড়[২]—আওয়া[১]

আওড়া[১]

(চব্বিশ ১৪ বীরভূ ৮ মুর্শিদা ২৪ মেদিনী ২৮ হুগলি ১৮) ~ পুকুর্ ছায়াঘেরা পুকুর গাছের আওতায় কুনো ঘাস হয় নে—গাছের ছায়ায় কোনো ঘাস জন্মে না (হাওড়া ৮) <আবৃত (দাস)

আওতাই aọtoi ক্রি রাখি (I) keep মুই দিনাও বোইখান্ এইঠে আওতাই—আমি প্রতিদিন এখানে বইটি রাখি (জলপা ৭)

আওতানি কাপড় aọtani kapɔɽ বি তোলা কাপড় a garment reserved for special or festive occasions (কোচবি ৮)

আঁওতানে āọtane ক্রি দ্র আঁওড়ো জাওয়া (চব্বিশ ৩৭)

আওদাল্ aọdal বি দ্র আওড়ান্ (জলপা ৭)

আওন্ aon বি কুমারের কাজে ব্যবহৃত 'গিরিমাটি'র [গেরুয়া রঙের মাটির] প্রলেপ। [কাঁচা মাটির পাত্রে প্রথমে 'মেরাা' অর্থাৎ খড়িমাটির প্রলেপ লাগিয়ে তারপর এই প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর রোদে শুকিয়ে হাঁড়ি 'পন'-এ [বিশেষ ধরনের বড় উনান] পোড়ানো হয় the red ochre used by the potters as second coat on pottery (বীরভূ ৭) <সং রঙ্গ-

আঁওন্[১] āon বি দ্র আঁওত্ (বীরভূ ৫ মালদা ১)

আঁওন্[২] āon বি জাল বোনার সময় (বিস্তার ঘটানোর জন্য) ক্রমপর্যায়ে যে অতিরিক্ত ফাঁস তৈরি করা হয় additional squares to every new line in the process of weaving a fishing net (হাওড়া ৮) <আগানো (-বাড়ানো)

আঁওন্[৩] āon বি গরুর গাড়ির চাকার 'খাদি'-র (চক্রনাভি) মধ্যবর্তী গর্তের লোহার বেড় iron ring around the hub of a cart-wheel (দার্জিলি ২)

আওপাতালে aọpatale বিণ অত্যন্ত আদুরে ছেলে a child treated with or brought up with excessive indulgence (হুগলি ১৫)

আওবাও aobaọ বি গল্পগুজব tittle-tattle (জলপা ৭) দ্র আও[১]

আওবি aọbi বিণ আরও more আওবি কহা হয়—আরও বলা হয় (মেদিনী ১৮) <সং অপর+অপি

আওয়া[১] aọa বি গরুর রোগ বিশেষ [এই রোগে গরুর গায়ে কাঁটা কাঁটা মতো হয় এবং গরু কিছু খায় না। ঘি গরম করে নিমপাতা সহযোগে খাওয়ালে অথবা 'গুয়াবুড়ি' নামক একপ্রকার শাক শিকড় সমেত খাওয়ালে রোগের উপশম হয়] a kind of cattle disease (হুগলি ১)



আওয়াল্ জাল

আওয়া[২] **aọa** বি আতপ চাল sun dried rice (মেদিনী ১১, ১২) <সং আতপ

আওয়া[৩] **aọa** বি (কাঁঠাল, লেবু, রসুন ইত্যাদির) কোয়া edible seed vesicles in a fruit (জলপা ৭ মালদা ৪, ৬ পদিনা ৫, ১০, ১২, ১৪) তু সাঁও কোড়া

আঁওয়া **ā̃ọa** বিণ কম-পোড়া [মাটির জিনিস] half baked [earthenware] (পুরুলি ১০ বর্ধমা ৬) <সং আমা

আওয়া আয়ৈ **aoa aoi** বি কথাবার্তা parley **উয়ার্** সাথে মোর্ আওয়া আয়ৈ নাই—ওর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ নেই (কোচবি ৪) দ্র **আও[১]**

আঁওয়াড়ি **ā̃ọaṭi** বি শুখনো গোবরের গুঁড়ো grounded cow-dung (পুরুলি ৫)

আওয়া ধান্ **aọa d^han** বি বিনা আবাদে জন্মানো ধান paddy which is not planted in a traditional way (জলপা ৭) <আ-রোয়া+

আওয়াল্ জাল্ **aọal jal** বি বড় ফাঁদ বিশিষ্ট খেপ্লা জাল a casting-net (পদিনা ১০) <এলানো

আঁওয়ালু **ā̃oalu** বিণ দ্র আঁওয়া আঁওয়ালু হ্যালা হেক্—কম পোড়া হয়েছে হে (পুরুলি ৫)

আওয়েহিস্ **aọehis** ক্রি আসছিস্ (you) are coming কাঁহালে আওয়েহিস্—কোথা থেকে আসছিস (পুরুলি ৫)

আওর্ **aor** বিণ ঘূর্ণি a whirlpool জল্টা আওর্ ঘুর্ছে—জলটা গোল হয়ে ঘুরছে (চব্বিশ ৮ মালদা ২) <সং আবৃত্ত দ্র আওড়্ পড়া

আওরোল্ **aọrol** বি দ্র আওড়ান্ (মেদিনী ১১)

আওল **aol** বিণ উর্বর (জমি) fertile (land) (বীরভূ ৯) দ্র আউয়াল্ জোমি

আঁওল্ **ā̃ol** বি গরুর গর্ভফুল placenta of the cow (পুরুলি ১৫) <সং অন্ত্র+

আওলা **aọla** বিণ আলগা, এলোমেলো loose আওলা সুতো—এলোমেলো সুতো (মেদিনী ৮) <সং অলগ্ন+

আঁওলা **ā̃ọla** বি আমলকি the emblica myrobalan (মালদা ৬) দ্র **আঁউলা[২]**

আঁওলাই জাওয়া **ā̃ọlai jaọa** ক্রি আলগা হয়ে যাওয়া, এলোমেলো হওয়া to become dishevelled চুলগুলো আঁওলাই গ্যাছে—চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে (মেদিনী ৫) দ্র আওলা

আওলাং বাওলাং **aọlaŋ baôlaŋ** বিণ এলোমেলো at sixes and sevens (জলপা ৭)

আওলা মন্ **aọla mɔn** বিণ উন্মনা, আনমনা listless. absent minded (জলপা ৭) দ্র আওলা

আওলি ছাতু **aọli c^hatu** বি পচা খড়ে জন্মানো ছত্রাক a variety of mushroom (বাঁকুড়া ৩) দ্র **আউড়ি[৩]**

আওলে **aole** বিণ এলোমেলো dishevelled (পদিনা ৯) দ্র আওলা

আওশা **aoʃa** বি গরুর অসুখবিশেষ দ্র **আউশা[২]** (হুগলি ১)

আঁওশা **ā̃oʃa** বি দ্র **আউশা[২]** (বাঁকুড়া ১২)

আওশাং **aọʃaŋ** বি আরাম comfort, ease (জলপা ৭) <আ আয়েশ

আওশান্ **aoʃan** বি ১ অবসর leisure ২ আরাম comfort মুই আওসানের দূত—আমি আরামের বশ (আরামপ্রিয়) (জলপা ৭)

আঁওস্ **ā̃ōs** বি অমাবস্যা the new moon (মুর্শিদা ২২)

আওসলা **aọsɔla** বি আরশোলা the cockroach (বীরভূ ১)

আওসা **aọsa** বি দ্র **আউশা[২]** (বাঁকুড়া ১৮ হাওড়া ১)

আঁওসা **ā̃ọsa** বি দ্র আঁওস্ (মুর্শিদা ২২)

আওসালি-বাওসালি **aọsali-baọsali** বি অবান্তর কথা incoherent talk (জলপা ৭)

আং **aŋ** বি শরীর the body (মালদা ৭, ৯ মুর্শিদা ২১) বমি ক্যারি আং-টা শির্শিরা গেলি—বমি করে শরীরটা গুলিয়ে গেছে। আং কুড়িয়াবেছো—গা চুলকাচ্ছে (মালদা ৯) <সং অঙ্গ



আংকা পাইরা

আংকাতে **aŋkate** ক্রিবিণ আচম্কা suddenly (জলপা ৭) তু আবা আচমকাতে

আংকা পাইরা **aŋka paira** বি ফুলপাড় বা নক্শা পাড় (শাড়ি) decorated border (of a sharee) (কোচবি ৬) <আঁকা+পাড়-

আংকুড় পাড়ি বসা **aŋkuṛ paṭi bɔsa** ক্রি উবু হয়ে বসা to sit on one's heel, to squat (কোচবি ১)

আংখা[১] **$aŋk^ha$** বি আকাঙ্ক্ষা a desire (কোচবি ২) <সং আকাঙ্ক্ষা

আংখা[২] **$aŋk^ha$** বিণ আল্গা loose (জলপা ৭) তু হি আন্খা

আংখা[৩] **aŋkʰɑ** ক্রিবিণ অকস্মাৎ suddenly পচ্‌পাখে আশিয়া আংখাতে ডাংগিয়া ফ্যালাইল্—পিছনে এসে অকস্মাৎ মারল (জলপা ৭) ২ বিণ অপ্রাসঙ্গিক, অসংলগ্ন irrelevant, incoherent (জলপা ৭) তু সাঁও আচ্‌কাতে

আংখাতে[১] **aŋkʰate** ক্রিবিণ আল্‌গোছে avoiding contact (জলপা ৭)

আংখাতে[২] **aŋkʰate** বি মিথ্যে আস্ফালন bravado (জলপা ৩)

আংখাপাতিয়া **aŋkʰapatiɑ** বিণ ভঙ্গুর brittle (জলপা ৩)

আংগা[১] **aŋgɑ** সর্ব আমাদের our (চব্বিশ ৩৭) তু আমাগোর

আংগা[২] **aŋgɑ** বি জামা shirt (মেদিনী ৮) <সং অঙ্গ-

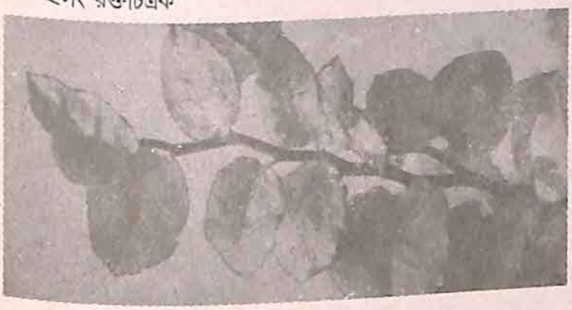
আংগার্ **aŋgar** সর্ব আমাদের our আংগার্ এই কোদাল্‌টা এনেছিস্ কেন ?—আমাদের এই কোদালটা এনেছিস কেন ? (চব্বিশ ২৭) তু আংগা[১]

আংগাস্ **aŋgas** বি মাছের কান্‌কো the gill of a fish (বাঁকুড়া ১৮)

আংগুট্ **aŋgut** বি পায়ের আঙুলের আংটি the ring of the toe (নদীয়া ১) <সং অঙ্গুষ্ঠ

আংগোই **aŋgoi** অ বাছুরকে ডাকার শব্দ a sound used to call a calf আয় আংগোই—আয় আয়··· (মেদিনী ১৭)

আংচিত্তে **aŋcitte** বি রাংচিতে গাছ [জমির আলে বেড়া দেওয়ার কাজে লাগে। পাতা ও ডাঁটার রঙ গাঢ় সবুজ, ফুল লাল রঙের। গাছটির রস সাদা ও আঠালো। মচকে গেলে এর পাতায় সরষের তেল মাখিয়ে আগুনে সেঁকে প্রলেপ দেওয়া হয়] plumbago rosea, lead-wort (হাওড়া ৩) <সং রক্তচিত্রক

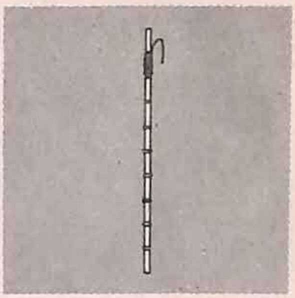


আংচিত্তে

আংচিত্তরে **aŋcitre** বি দ্র আংচিত্তে (চব্বিশ ৭)

আংচুটি **aŋcuti** বি দ্র আংগুট্ (নদীয়া ৩)

আংটা[১] **aŋtɑ** বি কড়াইয়ের হাতল the handle of a cauldron (হুগলি ১, ১২) ২ দরজার কড়া a metal ring affixed to the door as a handle (পদিনা ৬) ৩ শিকল আটকানোর সুর্শো a hook to hold door-chain (চব্বিশ ১৪) ৪ (জলসেচের জন্য ব্যবহৃত) ডোঙাকলের গোড়ায় যে বড় লোহার বলয় থাকে an iron ring affixed to the canoe-shaped instrument for irrigation (হুগলি ১১)

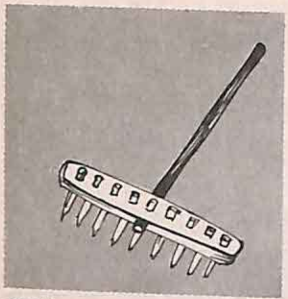


আংটা[২]

আংটা[২] **aŋtɑ** বি লোহার বাঁকানো শিক যা বাঁশের ডগায় আটকে আঁকশি তৈরি করা হয় an iron hook which is fixed to a pole and used for plucking fruits etc. (চব্বিশ ৭) ২ বি গাছের ডাল দিয়ে তৈরি হুক [খেজুর রস পাড়ার সময় এই আংটা শিউলির কোমরে বাঁধা থাকে এবং এতেই রসের কলসি ঝুলিয়ে রাখা হয়] a girdle made of the branch of a tree to hold in which palm juice is collected (হুগলি ১৫)

আংটি **aŋti** বি আটলের দুপাশে বসানো অর্ধগোলাকৃতি কঞ্চির বেড়া [পুকুরের পাড় কেটে স্রোতের বিপরীত মুখে বসানো আটলে যাতে মাছ ঢোকে সেইজন্য এই বেড়া বা ফাঁদ পাতা হয়] crescent shaped fence by the sides of a creel [the fence is so built to enforce the fishes to enter the trap] placed against the current of the channel made by cutting the bank of a pond (বীরভূ ৪) তু আটল, আটি ~ গাড়া বি মাটিতে গোলাকৃতি গর্ত খুঁড়ে মাছ ধরার বিশেষ পদ্ধতি a system of catching fish by digging a rounded hole on the soil (মুর্শিদা ৩)

আংটি খ্যালা **aŋti kʰæla** বি হিন্দু বিবাহের স্ত্রী-আচার [বাসর ঘরে দম্পতির পরস্পরের প্রতি লজ্জা ভাঙানোর জন্য বর ও বধূর একজনকে দিয়ে আংটি লুকিয়ে অন্যকে দিয়ে খোঁজানো। লুকোনোর জায়গা হিসাবে কাদামাটি ঘেরা কৃত্রিম ছোট্ট পুকুর বা কাঁসার পাত্র ব্যবহার করা হয় এবং তাতে আতপ চাল, দুর্বা ঘাস ইত্যাদি দেওয়া হয় কোনো কোনো স্থানে কনের বাবার দেওয়া আংটি ব্যবহার করা হয়। বর ও কনে পর্যায়ক্রমে আংটিটি খুঁজবে, যে খুঁজে পাবে তারই জিত] a game played to get over the initial shyness of the married couple. [It is a simple game of hide and seek involving a ring. The ring is kept hidden in a lump of clay or in a bowl of bell-metal filted with water ; either of the pair hides the ring and the other is to find it. In some places the ring, presented by the bride's father is used for the purpose, and both of them is to search for the ring. Who finds the ring is decleared the winner] (জলপা ৭)


আংড়া[২]

আংঠা[১] **aŋtʰa** বি(দরজার) কপাটের লোহার বলয় iron ring on door (পদিনা ১৫)

আংঠা[২] **aŋtʰa** বি আঙুল finger (পুরুলি ১৭)

আংঠা[৩] **aŋtʰa** বি ছাই ash আখার্ আংঠা—উনানের ছাই (দার্জিলি ৩) <সং অঙ্গার

আংঠা[৪] **aŋtʰa** বি ছোট ছেলেমেয়েদের প্যান্টে ব্যবহৃত কাপড়ের পাড়ের তৈরি দড়ি belt for children's shorts, made of borders of sharee (মুর্শিদা ১০)

আংঠা[৫] **aŋtʰa** বি যেকোনো জিনিস ধরার হাতল handle to hold anything (বাঁকুড়া ১২)

আংঠা[৬] **aŋtʰa** বি লাঙলের যে-অংশ ধরে চাষী লাঙল চালায় handle of a plough (মালদা ৩)

আংঠা[৭] **aŋtʰa** বি পায়ের আঙুলে পরার রুপোর আংটি silver ring worn in the toe (মেদিনী ২৭) দ্র আঙ্গুট

আংঠা[৮] **aŋtʰa** বি কামারের হাপরের লোহার বলয় যা দুটি বাঁশকে যুক্ত করে রাখে the ring which joins the two bamboos of a black-smith's bellow (মেদিনী ৫)

আঁংঠা **ãŋtʰa** বি গরুর গাড়ির কাঠের চাকার (হালের) বাইরের দিকে লাগানো-লোহার বলয় the outer iron ring of a wheel of a bullock-cart (পদিনা ১০)

আংঠি[১] **aŋtʰi** বি দ্র আংঠা[৮] (পদিনা ১)

আংঠি[২] **aŋtʰi** বি আংটি a ring (জলপা ৭ মেদিনী ১১)

আংঠিয়া বসা **aŋtʰia bɔʃa** ক্রি হাঁটু গেড়ে বসা to kneel down (মেদিনী ৩৫) <অঙ্গ (>আং)+স্থাপিয়া

আংড়া[১] **aŋɽa** বি লাঙলকে জোয়ালের সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। [এই দড়ির একপ্রান্তে একটি আঁকশি থাকে যা জোয়ালে জড়ানো একটি দড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হয়] a rope to tie a plough with a yoke দ্র আঁকুড়া দড়ি (চব্বিশ ৭)

আংড়া[২] **aŋɽa** বি মাটি আঁচড়ানোর কাজে ব্যবহৃত একাধিক ফলা বিশিষ্ট কৃষি-সরঞ্জাম an iron tool to scrap soil (চব্বিশ ২০) <সং আকর্ষি

আংড়া[৩] **aŋɽa** বি ছেলেদের গ্রামীণ খেলা বিশেষ [এই খেলায় কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে না। একটি ছোট লম্বা গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের দুধারে পা দিয়ে একজন দাঁড়িয়ে থাকে এবং অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে একে একে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে একটি করে বাঁশের টুকরো ছুঁড়ে দেয়। কেউ যদি তার টুকরোটি দিয়ে অপর কারো বাঁশের টুকরোয় আঘাত করতে পারে, তবে যার টুকরোয় আঘাত করেছে তাকে গর্তের ওপর দাঁড়াতে হবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকে] a rural game of the boys [There is no limit of the number of players. A boy stands keeping either of his legs on each side of an elongated hole. Other players stand behind him and throw pieces of bamboo one by one through the gap of his legs; if anybody can strike another's piece, the owner of the latter has to stand over the hole. Thus the game continues at the desire of the players] (হাওড়া ৩)

আংড়া[৪] **aŋɽa** বি (বাঁশ বা বাবলা) কাঠের যে আঁকড়া জোয়ালের সঙ্গে আটকানো হয় [এর প্রান্তভাগের দড়ি লাঙলে বা মইয়ে আটকানো হয়] a hook, made of acacia-wood, fixed to the yoke ; at the end of this hook there is a rope to tie the harrow or plough (চব্বিশ ৪) <সং আকর্ষি

আংড়া[৫] **aŋɽa** বি অঙ্গার charcoal (জলপা ৭)

আংড়া[৬] **aŋɽa** বি হারের দুই প্রান্ত আটকাবার কড়া the hook of a necklace (হাওড়া ৩) <সং আকর্ষ-

আংড়ান **aŋɽano** ক্রি রাঙান to redden চোক্ আংড়ান—চোখ রাঙান (নদীয়া ৬)

আংড়ি **aŋɽi** বি থরজালের [নদীতে নৌকায় চেপে মাছ ধরার জাল] মাঝারি ফাঁশ বিশিষ্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের বুনানি second row of medium sized noose of a large fishing net (চব্বিশ ১৫) দ্র আংলে

আংড়ু (পাতা) **aŋɽu (pata)** বিণ নিখুঁত (পাতা) spotless (leaf) (নদীয়া ৭) দ্র আঁওট্ পাতা

আংড়ো[১] **aŋɽo** বি দ্র আংড়া[৪] (বর্ধমা ৭, ১২, ২০ বীরভূ ১ হুগলি ১৬) <সং আকর্ষ ~**দোড়ি** বি জোয়ালের মধ্যস্থলে বাঁধা গোল দড়ি, এতে ঈশ এবং আংড়ো[১] আটকান হয় a ring of rope at the yoke to which the plough is fixed (হুগলি ৫)

আংড়ো[২] **aŋɽo** বি কামারশালের আগুন খুঁচিয়ে দেওয়ার লৌহনির্মিত সূচীমুখ সরঞ্জাম an iron fire poker of a smithy (বর্ধমা ৪ বাঁকুড়া ৪) ~**হাতা** বি কামারশালে আগুন ছড়িয়ে গেলে যে হাতা দিয়ে আগুন বা গুঁড়ো কয়লা জ্বালামুখে টেনে আনা হয় (বর্ধমা ৪) <সং অঙ্গার

আংড়ো[৩] **aŋɽo** বি বাঁশের তৈরি আকর্ষি বিশেষ। দুনি (জলসেচনের জন্য ব্যবহৃত ডোঙা) বহানোর জন্য বাঁশের তৈরি একটি আকর্ষি a bamboo pole with a hook fixed at one end, used to move canoe for irrigation (মুর্শিদা ১৬) <সং আকর্ষ-

আংফাং **aŋpʰaŋ** বিণ আবোল-তাবোল incoherent and nonsensical (জলপা ১)

আংরখা **aŋrɔkʰa** বি ওভার কোট over coat (পুরুলি ১৫) <সং অঙ্গরক্ষক

আংরা[১] **aŋra** বি জ্বলন্ত কাঠকয়লা burning cinder

(মেদিনী ২২, ২৬) <সং অঙ্গার

আংরা[২] **aŋra** বি ছাই ashes (বাঁকুড়া ১২)

আংরাখা **aŋrakʰa** বি জামা any garment for the upper part of body (মেদিনী ১৯) দ্র আংরখা

আংরো[১] **aŋro** বি দ্র আংড়ো[২] (বর্ধমা ২০) <সং অঙ্গার-

আংরো[২] **aŋro** বি আঁকশি a pole with a hook fixed on one of its ends, used for plucking fruits etc. (বীরভূ ৫) <সং আকর্ষ-

আংরো[৩] **aŋro** বি দ্র আংড়া[৪] (বীরভূ ১)

আংলা **aŋla** বি আলনা dress-horse (বর্ধমা ১৮)

আংলে **aŋle** বি থরজালের [নদীতে নৌকায় চেপে মাছধরার জাল] বড় ফাঁস বিশিষ্ট প্রথম অংশের বুনানি first row of big loops of a large fishing net (চব্বিশ ১৫)দ্র আংড়ি



আংশালি বাড়ি

আংলে দেওয়া **aŋle deoa** ক্রি জমিতে সার দিয়ে জমির মাটি ঘেঁটে দেওয়া act of mixing fertiliser in the soil (নদীয়া ১০)

আংশাং **aŋʃaŋ** বিণ আবোল-তাবোল rigmorole আংশাং কথা না কইস্—আবোল-তাবোল কথা বলিস না (জলপা ২, ৭ দার্জিলি ২)

আংশাং কান্দো **aŋʃaŋ kando** বিণ অনাসৃষ্টি কাণ্ড unwanted event (জলপা ৭)

আংশালি বাড়ি **aŋʃali baɽi** বি রান্নাঘরের রন্ধন-স্থান the part of a kitchen used for cooking (জলপা ৭) <রন্ধন শাল-

আংশি[১] **aŋʃi** বি আঁকশি দ্র আংরো[২] (নদীয়া ৪ পুরুলি ১২, ১৩, বাঁকুড়া ১৬)

আংশি[২] **aŋʃi** বি [লতানো গাছের] আকর্ষ a tendril (পুরুলি ৮) <সং আকর্ষ-

আংশিডাং **aŋʃidaŋ** বি আঁকশি দ্র আংরো[২] (বাঁকুড়া ১৬) <সং আকর্ষ-

আংশিলি বাড়ি **aŋʃili baɽi** বি দ্র আংশালি বাড়ি (জলপা ৪)

আংশুর্ **aŋʃur** বি আঁকশি দ্র আংরো[২] (মালদা ২)

আংসি **aŋsi** বি দ্র আংরো[২] (পুরুলি ৩, ১৩ মেদিনী ১৩) একটা বোড়ো আংসি লি আয়—একটা বড় আঁকশি নিয়ে আয় (পুরুলি ১৩)



আংরো[২]—আঁকচিরা কাটা

আক[৩]

আক্[১] **ak** বি আখ sugarcane (মুর্শিদা ১৭) <সং ইক্ষু ~জড়া বিণ একগুচ্ছ আখ a bundle of sugarcane (বীরভূ ৯) ~ ঝুড়্ বিণ আখের ঝাড় a cluster of sugarcane (মেদিনী ৯) ~ডাঁড়ি বিণ অখণ্ড আখ a full stick of sugarcane (বর্ধমা ৮) <সং ইক্ষুদণ্ড

-আক্[২] **ak** বিভক্তি -র, -এর of তরাক্ মতের্ কন ঠিক্ নাই রে—তোদের মতের কোনো ঠিক নাই রে (পুরুলি ৫) [সাঁওতালি ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন সাঁওতালি 'আম্' অর্থাৎ তুমি, আমাঃক্ অর্থাৎ তোমার]

আক্[৩] **ak** বি আকন্দ ফুল calatropis gigomtea (মালদা ৩)

আক্[৪] **ak** বি হস্তরেখা, ভাগ্যরেখা a line on the palm (চব্বিশ ৩৩) <সং অঙ্ক

আক্[৫] **ak** বি চোখ the eye (পদিনা ২) <সং অক্ষি

আঁক্[১] **ãk** বি দ্র আক্[৫] (মালদা ৯)

আঁক্[২] **ãk** বি [বেড়ায় ব্যবহৃত] বাঁশের তৈরি দরজা gate [on a fence] made of bamboo (মেদিনী ৫, ২০, ২১, ৩৪)

আঁক্[৩] **ãk** বি দাগ, চিহ্ন a spot or a mark (পুরুলি ১৪) <সং অঙ্ক

আঁক্[৪] **ãk** বি হাতের রেখা দ্র আক্[৪] (মুর্শিদা ২৩ পদিনা ১৪)

আঁক্[৫] **ãk** বি অঙ্ক a sum of arithmetic , an arithmetical problem আঁকটা কস্‌স—অঙ্কটা করেছ ? (মেদিনী ৬) <সং অঙ্ক

আঁক্[৬] **ãk** বি আখ sugarcane আঁক্ ছিলে খাবো—আখ ছুলে খাব (মেদিনী ১৭) <সং ইক্ষু

আক্কা **akka** বি অক্কা বা মৃত্যু death (মেদিনী ৬) <ফা অক্কা

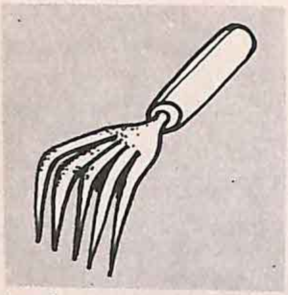
আঁক্কাড়ে ধরা **ãkkaɽe dʰɔra** ক্রি জাপটে বা আঁকড়ে ধরা to hold tight (নদীয়া ২)

আক্কারা **akkara** বিণ চড়াদাম costly আলু আক্কারা হোইচে—আলু আক্রা হয়েছে (হাওড়া ১, ৮) <সং অক্রয্য

আকখুটা **akkʰuta** বিণ কোনো জিনিসেরই যত্ন নেয় না এমন [ব্যক্তি] (of a person) wasteful (বাঁকুড়া ১৬)

আঁকচি **ãkci** বি আঁচিল a mole (বর্ধমা ৯)

আঁকচিরা কাটা **ãkcira kaʈa** ক্রি রেখা টানা to draw a line গটা গা-টায় পাঁকমাটিগুলা চর্কট্যা তায় ফের ইরিক মিরিক চিরিক গোবর্ধন গিরিক আঁকচিরা কাট্যা ই আবার কি ভিরকিট্টি বার



আঁক্ড়া[৪]

কচ্ছ হে (কাঁচ)—সারা শরীরটায় পাঁকমাটি মেখে তারপরে নানারকম (বৈষ্ণবজনোচিত) রেখা টেনে এ আবার কি ভেক ধরেছ হে (মেদিনী ১৯) মাটিতে লোহার আঁক্চিরা **কাট্‌বিনি,** দেনা হবে—মাটিতে লোহার দাগ টানবি **না,** দেনা হবে (হাওড়া ১)

আঁক্চিল্ **ākcil** বি দ্র আঁক্চি (বর্ধমা ৪, ৫, ১৪)

আঁক্চুল্ **ākcul** বি দ্র আঁক্চি (বর্ধমা ২, ১৮ বীরভূ ২, ১০)

আঁক্চেরা কাটা **ākcera kaɽa** ক্রি আঁকাজোখা কাটা to scribble ছেনাটা কতো আঁক্চেরা কেটেছে—ছেলেটা কত আঁকাজোখা কেটেছে (হাওড়া ১)

আকুটি আছু **akʈi acʰu** ক্রি অপেক্ষা করছি am / are waiting ওর্ তরে মুই আকুটি আছু—ওর জন্য আমি অপেক্ষা করছি (পদিনা ৪) <তু আবা আটকে আছি

আক্ড়া[১] **akɽa** বি অপুষ্ট ধান, চিটে ধান a grain of paddy having a lean core (হুগলি ৪ বর্ধমা ২ হাওড়া ৮ চব্বিশ ৭, ৩৩ মেদিনী ১৭) <তু আবা আগড়া

আক্ড়া[২] **akɽa** বি যাত্রার মহড়া rehearsal of an open air opera or dramatic performance (মেদিনী ১২ হাওড়া ১) <তু আবা আখ্ড়া

আক্ড়া[৩] **akɽa** বি আংরো[৩] (হুগলি ১৫) <তু আবা আঁক্ড়া

আক্ড়া[৪] **akɽa** বি বাল্‌তির হাতল the handle of a bucket (মালদা ৩) **তু আবা আঁকড়া**

আঁক্ড়া[১] **ākɽa** বি [লতানো গাছের] আকর্ষ a tendril (নদীয়া ১৩ মুর্শিদা ৩, ১৭) <সং আকর্ষ

আঁক্ড়া[২] **ākɽa** বি দ্র আক্ড়া[৩] (চব্বিশ ১৪ মুর্শিদা ১২) ~দোড়ি[১] বি 'আঁকড়া'র সঙ্গে যুক্ত দড়ি a rope tied with *'ākrā'* (চব্বিশ ১৪) ~ দোড়ি[২] বি মোটা দড়ি বা কাছি hawser (মেদিনী ১৯)

আঁক্ড়া[৩] **ākɽa** বি (জলসেচের) দোনার সঙ্গে যুক্ত লোহার বলয় an iron ring (attached to an irrigation canoe (মুর্শিদা ২)

আঁক্ড়া[৪] **ākɽa** বি আগাছা তোলার জন্য মাটি আঁচড়ানোর পঞ্চফলকযুক্ত সরঞ্জাম a five pointed iron spur used to scrap soil while weeding (চব্বিশ ৪)

আঁক্ড়া[৫] **ākɽa** বি কর্মকারের ব্যবহৃত আগুন নাড়াচাড়া করার লোহার বাঁকানো শিক দ্র আংড়ো[২] (চব্বিশ ৭ নদীয়া ১২ **বীরভূ ১১** মেদিনী ৫)

আঁক্ড়া[৬] **ākɽa** বি জাল মেরামতের কাজে ব্যবহৃত অন্যূন চার ইঞ্চি লম্বা, দুই প্রান্তে একই দিকে খাঁজ কাটা সরু বাঁশের কাঠি [জাল মেরামতের সময় ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাটিকে হাতের কাছে রাখতে আঁকড়া দিয়ে উপরে ফাঁস আটকে দেওয়া হয়] a tool for repairing fishing net (চব্বিশ ২৬)

আঁক্ড়া[৭] **ākɽa** বি দ্র আক্ড়া[১] (চব্বিশ ৭)

আঁক্ড়া[৮] **ākɽa** বি আংটা a hook (মুর্শিদা ১৭) <সং আকর্ষ

আঁক্ড়া-আঁক্ড়ি করা[১] **ākɽa ākɽi kɔra** ক্রি জাপ্টা জাপ্টি করা, জড়িয়ে ধরে কাড়াকাড়ি করা to hug তান্নে অ্যাক্টা তা লিয়্যা আঁকড়া-আঁকড়ি কর্যাঠ্যা—তারা একটি তাল নিয়ে জড়িয়ে ধরে কাড়াকাড়ি করছে (মেদিনী ২১, ৩)

আঁক্ড়া-আঁক্ড়ি করা[২] **ākɽa ākɽi kɔra** ক্রি কোলাকুলি করা to embrace mutually (পুরুলি ১৪)

আঁক্ড়াই ধরা **ākɽai dʰɔra** ক্রি জাপটে ধরা to clasp উ আঁক্ড়াই ধোরিছে—সে জাপটে ধরেছে (মেদিনী ২৫)

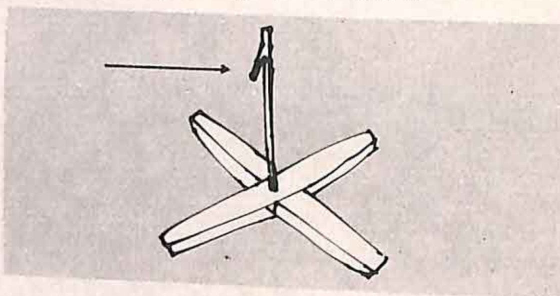
আঁক্ড়ি[১] **ākɽi** বি (**শণ** বা পাটের দড়ি পাকানোর কাজে **ব্যবহৃত**) 'ঢ্যারা'র সঙ্গে লম্বভাবে যুক্ত বাঁশের কঞ্চির আঁকশি a hook of a hemp spining tool (মেদিনী ৩৪)

আঁক্ড়ি[২] **ākɽi** বি [লতানো গাছের] আকর্ষ দ্র আংশি[২] (মুর্শিদা ১৮, ২৪)

আঁক্ড়ি[৩] **ākɽi** বি দ্র আঁক্ড়া[৫] আঁক্ড়ি দিয়ে আগুনটা হ্যাসাড়ে জোগাড় দিয়া হয়—আঁক্ড়ি দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে দেওয়া হয় (পুরুলি ১৫)

আঁক্ড়ি[৪] **ākɽi** বি দ্র আংরো[২] (চব্বিশ ২৭)

আক্ড়ি-বাক্ড়ি **akɽi-bakɽi** বি জটিল complicated, difficult (মুর্শিদা ১৭) তু আবা আঁকাবাঁকা



আঁক্ড়ি[১]

আঁক্ড়ি মেরে বসা **ākɽi mere bɔsa** ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা to squat (মেদিনী ১৩) <সং আ-ক্রোড়+

আঁক্ড়ুয়া[১] **ākɽua** বি দ্র আঁক্ড়া[৮] (বাঁকুড়া ১৫)

আঁক্ড়ুয়া[২] **ākɽua** বি দ্র আঁক্ড়ি[৩] (বাঁকুড়া ১৫)

আঁক্ড়ে **ākɽe** বি দ্র আঁংরো[২] (পদিনা ১৪ মুর্শিদা ৫)

আঁক্ড়ো[১] **ākɽo** বি দ্র আংরো[২] (মুর্শিদা ৫)

আঁক্ড়ো[২] **ākɽo** বি দ্র আঁক্ড়ি[৩] (চব্বিশ ৩৭, নদীয়া ১০)

আঁক্ড়ো[৩] **ākɽo** বি জলসেচের সময় 'ডোঙা' বা 'দোনা'র সঙ্গে লাগানো বাঁশের দণ্ড [এর আগায় বাঁশের একটি ছোট৷ কঞ্চি লাগানো **থাকে]** a hooked pole to operate irrigation canoe

(মুর্শিদা ১৬)~দোড়ি বি জলসেচের সময় দোনার সঙ্গে লাগানো দড়ি a rope to operate irrigation canoe (হুগলি ৯)

আঁক্ড়ো[৪] ākɽo বি দ্র আক্ড়া[৩] (বর্ধমা ৬ হুগলি ১৬)

আঁক্ড়ো দোড়ি ākɽodoɽi বি দ্র আঁকড়া দোড়ি[১] (চব্বিশ ৪ বর্ধমা ২৩ হুগলি ১০)

আক্তি-মিনতি akti-minɔti বি অনুনয়-বিনয় repeated importunate request or solicitation (চব্বিশ ৩৯) তু কাকুতি মিনতি-

আঁক্-দুয়ার্ āk-duar বি ঘরের সামনের দিক front portion of a house (বাঁকুড়া ১৭) <অঙ্কিত+

আঁক্দোয়ার্ ākdoar বি দ্র **আঁক্-দুয়ার্** (মেদিনী ৩৩)

আক্পাক্[১] akpak ক্রিবিণ তাড়াহুড়ো, ব্যস্ততা haste (মেদিনী ১৪, ২৬, ২৭ হাওড়া ১০) কাজটা আক্পাক্ কোইরে কর্– কাজটা তাড়াতাড়ি করে কর। যাবু ত যাবু অত আক্পাক্ কিসের্ ?—যাবি তো যাবি এত তাড়াহুড়া কিসের ? (মেদিনী ২৬) তু আঁকুপাঁকু

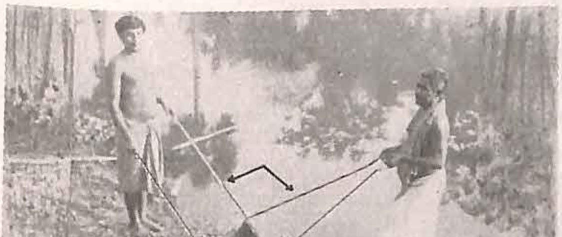
আক্পাক্[২] akpak বি হাঁসফাঁস laboured breathing (মেদিনী ১৯) তু **আবা হাঁকপাঁক**

আক্পাক্[৩] akpak বিণ আইঢাই extremely uneasy feeling (মেদিনী ১৩, ২১) শরিট্‌টা কির্কম্ আক্পাক্ কর‍্যাঠ্যা—শরীরটা কিরকম আইঢাই করছে (মেদিনী ১৩)

আক্পাক্[৪] akpak বিণ অস্থির fidgety (মেদিনী ১২, ৩৪) আক্পাকাছু ক্যানে ?—ছট্‌ফট্ করছিস কেন ? (মেদিনী ৩৪)

আক্ফিরা[১] akpʰira বিণ একগ্রাস a mouthful (মালদা ৮)

আক্ফিরা[২] akpʰira ক্রিবিণ একটুখানি a morsel আক্ফিরা খাই নি—একটুখানি খেয়ে নে (মালদা ৮)



আঁকড়ো দোড়ি

আক্বোলে akbole বিণ একগুঁয়ে unyielding (বাঁকুড়া ১১)

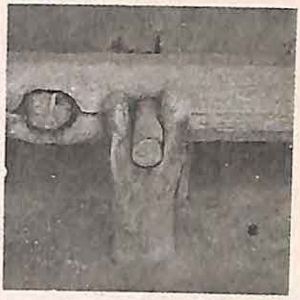
আঁক্মারি ākmari বিণ আজগুবী queer (চব্বিশ ২১)

আক্রা[১] akra বি ধান, খড়কুটো ইত্যাদির আবর্জনা sweepings, having paddy or pieces of hay etc. (হুগলি ১১) তু আগড়া

আক্রা[২] akra বিণ চড়া দাম দ্র আক্কারা (মুর্শিদা ১৭)

☆আঁক্রানো ākrano ক্রি (পেঁচার) ডাকা to hoot প্যাঁচা আঁক্রায়—পেঁচা ডাকে (মেদিনী ২৮)

আক্রায় ওঠা akrae otʰa ক্রি চোখ ওঠা to have conjunctivitis (চব্বিশ ৩৬)



আঁকশলোই

আঁক্রি ākri বি অঙ্কুরিত ছোলা মুগ ইত্যাদি sprouted grains (পুরুলি ১২) <সং অঙ্কুর-

আক্রিত্ akrit বি চেহারা, আকৃতি shape, form (জলপা ৭) সং আকৃতি

আঁক্রো ākro বি দ্র আংড়ো[১] (বর্ধমা ৬ বীরভূ ১০)

আক্রোশন্ akroʃɔn বি দ্র আংশি[২] (কোচবি ৪)

আঁক্লা ākla বি (দুটি) চোখ eye আঁক্লা পাকাছে কেনে—চোখ পাকাচ্ছিস কেন ? (পদিনা ২) <সং অক্ষিপলক (সু সেন)

আক্লাই aklai বিণ একলা unaccompanied আক্লাই যাছে—একা একা যাচ্ছে (পদিনা ১০)

আঁক্শলোই ākʃɔloi বি আঁকশলী the fulcrum of a husking pedal (বাঁকুড়া ৭) <সং অক্ষশলাকা

আক্শালাই akʃalai বি দ্র আঁকশলোই (বর্ধমা ১৫ বীরভূ ৩, ১০)

আঁক্শালাই ākʃalai বি দ্র আঁক্শলোই (বর্ধমা ১৩, ১৮, ২৬)

আক্শিলাই akʃilai বি দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ১১)

আঁক্শুড়ি ākʃuɽi বি আঁকশি দ্র আংরো[২] (নদীয়া ১২) <সং ☆অঙ্ককর্ষপুটিক (সু সেন)

আক্শে কানা akʃe kana ক্রি ফুঁপিয়ে কাঁদা to sob চাঙ্রাটা আক্শে আক্শে কান্হে—ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে (মালদা ৩)

আঁক্শেলাই ākʃelai বি দ্র আঁক্শলোই (বর্ধমা ৪, ১৩ বীরভূ ১)

আঁক্শোল্ ākʃol বি দ্র আঁক্শলোই (হাওড়া ৩)

আঁক্শোলাই ākʃolai বি দ্র আঁক্শলোই (বর্ধমা ১)

আক্সলোই aksɔloi বি দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ১, ৭)

আক্সান্ aksan বি বাধা obstruction, hindrance ক্যামন্ কোরি জামু আস্তাটায় আক্সান্ দিসে—কি করে যাব রাস্তাটায় বাধা দিয়েছে (জলপা ৩)

আক্সি aksi ক্রিবিণ হঠাৎ suddenly (মেদিনী ১৭)

আঁক্সি āksi বি দ্র আংশি[২] (পুরুলি ১৫)

আঁক্সুলি āksuli বি দ্র আঁক্শলোই (হুগলি ১১)

আক্সোলি aksoli বি দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ১৬)

আঁক্সোলি āksoli বি দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ১১, ২৯)

আক্সোলোই aksoloi বি দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ১)



আঁকাইড়্

আক্হাঁড়ি ɑkhāṛi বি হিন্দুধর্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত আল্পনা আঁকা চারটি ছোট হাঁড়ি [গায়ে হলুদের সময় বর বা কনের মাথায় মা এক নিঃশ্বাসে একবাটি তেল ঢালেন। একটি কুলোয় এক সের চাল নিয়ে তাতে এই পড়ন্ত তেলকে ধরা হয়। সেই চালে একটু হলুদ মাখিয়ে এই চারটি 'আক্হাঁড়ি'তে ভরা হয়] decorated earthen pot used in the Hindu marriage ceremony (বর্ধমা ১, ১৫ বাঁকুড়া ৭, ১১ হুগলি ১) দ্র আইক্হাঁড়ি < আঁকা হাঁড়ি

আকড়্[১] ɑkɔṭ বিণ কঠিন difficult ও কাজ্টা আকড়্ কাজ্ বটে—ও কাজটা শক্ত কাজ (বীরভূ ৮, ১১) <অকট (সু সেন)

আকড়্[২] ɑkɔṭ বি চুলের জট matted hair চুলে আকড়্ বেঁদে থাকে—চুলে জট বেঁধে থাকে (নদীয়া ১) <সং অঙ্কট (সু সেন)

আঁকড়্ গাচ্ ākɔṭ gɑc বি একপ্রকার জংলা গাছ [এর পাতাগুলো লম্বা—অনেকটা তেজপাতার মতো। ফুল সাদা, ফল কালো। ফলে লিচুর মতো শাঁস থাকে। গ্রামীণ চিকিৎসায় সাপে কামড়ানো রোগীকে এই গাছের পাতার রস খাওয়ালে রোগী বমির সাহায্যে বিষ বের করে দেয়] a bushy tree (বর্ধমা ২৩)

আকড়্ ফাড়া ɑkɔṭ p^{h}ɑṭɑ ক্রি জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া to plough a land for the first time (পদিনা ১০) <সং ★আৎ+কট

আকন্ ɑkɔn বি আকন্দ গাছ calotropis herbacea (পুরুলি ৫, ১৫ বর্ধমা ১৮ মেদিনী ২৮ হুগলি ১২) <আকন্দ দ্র আঁকন্দো

আকন্দ ɑkɔndɔ বি একবার বিবাহিত ব্যক্তি ['দ্যুতিয়া' বা দুবার বিবাহিত ব্যক্তির বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়] the man who is married once only [used as opposit to a twice married person] (জলপা ১)

আঁকন্দো ãkɔndo বি আকন্দ calotropis herbacea (মেদিনী ২০) <অর্কমন্দার (চলন্তিকা)

আকন্দা ɑkɔndɑ বি দ্র আঁকন্দো (বর্ধমা ৫, ১২)

আকন্দো ɑkɔndo বিণ খুঁত নেই এমন flawless আকন্দো পান্—খুঁতহীন পান (হুগলি ১) <সং অখণ্ড

আকর্[১] ɑkɔr বিণ অস্বস্তিভাব uneasiness দাঁতের জন্য আকর্ হচ্ছে—দাঁতের (ব্যথার) জন্য অস্বস্তি হচ্ছে (মালদা ১)

আকর্[২] ɑkɔr বিণ কঠিন difficult আকর্ কাজ—কঠিন কাজ (বীরভূ ১১) <অকরণীয় দ্র আকড়্[১]

আকর্ ফারা ɑkɔr p^{h}ɑrɑ ক্রি দ্র আকড়্ ফাড়া (মালদা ৪)

আকর্ মাড়ি বসা ɑkɔr mɑṛi bɔsɑ ক্রি আসনপিঁড়ি করে বসা to squat আকর্ মাড়ি বোসিংছে—আসনপিঁড়ি করে বসেছে (মেদিনী ১২) <আ-ক্রোড়+

আঁ করা ã kɔrɑ ক্রি হাঁ করা, মুখব্যাদান করা to gape (মেদিনী ১৮)

আকল্ ɑkɔl বি হাত বা পায়ের কড়া corn (পুরুলি ৩ বাঁকুড়া ১৬, ১৮) <সং ★আৎ+কট তু অক্কট (দোহা) (সু সেন)

আঁকল্ ākɔl বি দ্র আকল্ (বীরভূ ৮)

আঁকল্ কাটা ākɔl kaṭɑ ক্রি (ঘর্ষণের ফলে) কড়া সৃষ্টি হওয়া to have callosity (বর্ধমা ২৬) দ্র আকল্

আকা[১] ɑkɑ বি উনান an oven (কোচবি ৮ চব্বিশ ২১, ৩৭ নদীয়া ১, ৬, ৭, ১৩ পদিনা ১৪ মুর্শিদা ১৬ বর্ধমা ৫, ১৪, ২০, ২২ হুগলি ১৫ ১৬) ধু ধু কোরে আকাটা জোল্চে—দাউদাউ করে উনানটা জ্বলছে (বর্ধমা ৫) <রক্ষা (আগুন রক্ষা করা হয় যে হাঁড়িতে তাকে বলে আখাহাঁড়ি)

আকা[২] ɑkɑ বি জমিতে পিঁয়াজ রসুন ইত্যাদি লাগাবার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম a type of scythe (মালদা ৪)

আকা[৩] ɑkɑ বি বাহুমূল upper arm (বর্ধমা ৯ হাওড়া ৩, ৮ হুগলি ৮, ৯, ১৯) <সং রক্ষা

আঁকা[১] ākɑ বি দ্র আকা[১] (চব্বিশ ২৩)

আঁকা[২] ākɑ বি দ্র আকা[২] (মুর্শিদা ১৯)

আঁকা[৩] ākɑ বিণ ধানগাছ এক মুঠোয় যতটা ধরে সেই পরিমাণের [দুইটি আঁকা নিয়ে এক আঁটি হয়] a handful [of paddy plant] (চব্বিশ ৭ মেদিনী ৩৪ হাওড়া ৩) <আঁকড়ে দ্র আঁকাইড়্

আঁকাইড়্ ākaiṛ বিণ দুই বাহু বেষ্টিত পরিমাণ বিশেষ an amount of thing held by two palms এক আঁকাইড়্ পুয়াল—দুই বাহুবেষ্টিত খড় (পুরুলি ৯)

আঁকাইর্ কোইরে ধরা ākair koire d^{h}ɔrɑ ক্রি জাপটে ধরা to embrace (বাঁকুড়া ৭)

আকাচা[১] ɑkɑcɑ বিণ অপরিষ্কার unclean আকাচা কাপড়টা আজ্‌রে রাক্—অপরিষ্কার কাপড়টা খুলে রাখ (বর্ধমা ২২) <আ-কাচা

আকাচা[২] ɑkɑcɑ বিণ বাসি (কাপড়) clothes worn during the previous night (বর্ধমা ২১) <আ-কাচা

আকাচাকা ɑkɑcɑkɑ বিণ ভ্যাবাচাকা bewilderment confusion (মেদিনী ৩)

আকাট্[১] ɑkɑṭ বিণ খুব শক্ত [জমি, যা কোদাল দিয়ে কোপানো যায় না] hard (soil) আকাট্ মাটি—শক্ত পাথুরে মাটি (মেদিনী ১৯)

আকাট্[২] ɑkɑṭ বিণ নিরেট (মূর্খ) dunce (মুর্শিদা ১৭ মেদিনী ১৯, ২২, হাওড়া ১) কাইনু অ্যাক্টা আকাট্ জুট্‌ছ্যা—কোথা থেকে একটা নিরেট মূর্খ জুটেছে (মেদিনী ২২) <আ+কাট্

আকাটা ɑkɑṭɑ বিণ শক্ত hard আকাটা ভাত্—শক্ত ভাত (নদীয়া ৪)

আকাটা পুকুর্ ɑkɑṭɑ pukur বি হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৈরি কৃত্রিম ছোট পুকুর [বাড়ির উঠানে একটি গোলাকৃতি গর্ত তৈরি

করে তার চারধারে চারটি কলাগাছের চারা পুঁতে, তিন-চার পাক সাদা সুতো জড়িয়ে দেওয়া হয়। পুকুরের জলের মধ্যে একটি জাঁতা রাখা হয়। বিবাহের পূর্বে বরকে এই জাঁতার ওপর দাঁড় করিয়ে বরণ করা হয়] the artificial small pond at the courtyard used to perform Hindu rites at a marriage ceremony (হাওড়া ১১ হুগলি ১) <আ-কাটা+পুকুর ~ চান্ বি আকাটা পুকুরে বর ও কনের স্নান ritual bath of bride and bride-groom in an artificial small pond in Hindu marriage (হাওড়া ১০) ~ সান্ বি আকাটা পুকুরে কড়ি, হলুদ, হরীতকী দিয়ে পুকুরের সামনে একটা বাটনা বাটা শিল পেতে শিলের ওপর বর কনেকে দাঁড় করিয়ে কনের মাথার চুল বরের মাথায় দিয়ে তার উপর জল ঢেলে বরকনেকে স্নান করানো [স্নানের পর বরকনে আকাটাপুকুর থেকে হলুদ ও কড়ি খুঁজে বের করে] ritual bath of bride and bride-groom in an artificial small pond in Hindu marriage (মেদিনী ২৮)

আকাড়্ akaṛ বি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ [খড়ের বোঝা, এই বোঝায় ১৫/২০টি খড়ের গোড়া একদিকে ও আগার প্রান্তগুলিকে অপর দিকে রাখা হয়। প্রান্তগুলি মিলেমিশে থাকলে তাকে 'বোজা' অর্থাৎ বোঝা বলে] a unit to measure haystalks, 15-20 haystalks arranged having root-ends in one side (হুগলি ৫) তু কাঁড়ি

আঁকাড় কোরে ধরা ãkaṛ kore dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৯ বাঁকুড়া ১১ হুগলি ১, ১১, ১৯) তু আবা আঁকড়িয়ে ধরা

আঁকাড়্ বাইন্দে ধরা ãkaṛ bainde dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৮)

আঁকাড়্ বেন্দে ধরা ãkaṛ bende dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ২৬)

আঁকাড়্ বোন্দি ধরা ãkaṛ bondi dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৯)

আকাড়া¹ akaṛa বি অজন্মা failure of crops owing to drought (বীরভূ ১৩) তু আকাল

আকাড়া² akaṛa বিণ আছাঁটা unhusked আকাড়া চাল্—আছাঁটা চাল (চব্বিশ ৭) <অকণ্ডিত (বন্দ্যো) আ-কাড়া, [অ-পরিষ্কৃত] কাড়া (মেদিনী, হাওড়া) [< কৃ] পরিষ্কার করা অর্থে ব্যবহৃত যেমন গোয়াল কাড়া

আঁ কাড়া ã kaṛa ক্রি হাঁ করা, মুখব্যাদান করা to gape (মেদিনী ২২)

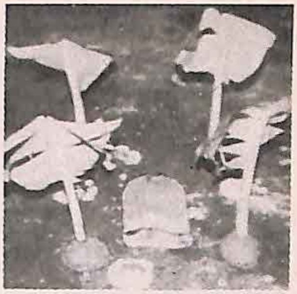
আকাঁড়া akãṛa বিণ দ্র আকাড়া² ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া (পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্যবহৃত)

আকাড়ি¹ akaṛi বি ধানের কুঁড়ো the left over portion of paddy (জলপা ২ পদিনা ২) <সং অকণ্ডিত (বন্দ্যো)

আকাড়ি² akaṛi বি আটার ভুষি husk of wheat (জলপা ৭)

আকাড়ি³ akaṛi বি চালের উপরের লাল খোসা the red skin of rice (পদিনা ২)

আঁকাড়ি ãkaṛi বিণ দ্র আকাড়া² unhusked (বর্ধমা ৪, ১৩


আকাটা পুকুর্

আকাড়্—আকার্ পাড়্

বীরভূ ১, ৭)

আকাড়ি কোরে ধরা akaṛi kore dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা ও আমাকে আকাড়ি কোরে ধইল্লো—সে আমাকে জাপটিয়ে ধরল (বর্ধমা ২, ৪, ১০, ২৮)

আঁকাড়ি কোরে ধরা ãkaṛi kore dʰɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৪, ১০)

আঁকাড়ে ãkaṛe ক্রিবিণ দ্রুতবেগে fast সে আঁকাড়ে ছুইট্ছে—সে খুব জোরে ছুটছে (বাঁকুড়া ১৬)

আকাণ্ডি akanḍi বিণ দ্র আকাড়ি¹ (দার্জিলি ৩, ৪)

আকাপাকি akapaki ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি quickly, hastily কাজ্টা আকাপাকি কোরি ন্যে—কাজটা তাড়াতাড়ি করে নে (নদীয়া ১) তু আবা হাঁক্পাঁক্

আকাবাকা akabaka ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি hastily আকাবাকা খাস্ না—গপ্ গপ্ করে খাস না (মুর্শিদা ২২, ২৩) ~ **কচ্চে** ক্রি তাড়াহুড়ো করছে making haste মানুষটা আকাবাকা কোচ্চে—লোকটা তাড়াহুড়া করছে (মালদা ১১) তু আক্পাক্¹

আকাবাকি করা akabaki kɔra ক্রি তাড়াতাড়ি করা to make haste কাজটা আকাবাকি করবি ত—কাজটা তাড়াতাড়ি করবি তো? (বীরভূ ১১ মুর্শিদা ১৬, ১৭) দ্র আক্পাক্¹

আঁকাবাঁকি ãkabãki ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি quickly, hastily কাজ্টা খুব্ আঁকাবাঁকি করে ফিরে আস্বি—কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফিরে আসবি (নদীয়া ৬)। ওকে খুব ভোক্ **হোলছে,** ও খুব আঁকাবাঁকি করে খেইছে—ওর খুব খিদে পেয়েছে, ও খুব তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছে (বীরভূ ৯) দ্র আক্পাক্¹

আকার্¹ akar বি মুখাকৃতি countenance (দার্জিলি ৩)

আকার্² akar অসক্রি এঁকে by drawing আকার্ নিচ্ছেন্—এঁকে নিচ্ছেন (মালদা ৪)

আকার্³ akar অসক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা আকার্ করে ধোরেছি—জাপ্টে ধরেছি (বর্ধমা ৭, ২০)

আঁকার্ ãkar বি গণ্ডীরেখা a boundary-line (মেদিনী ২৮) <সং অঙ্ক-

আঁকার্ কোরি ধরা ãkar kori dʰɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৭)

আকার্ গোই akar goi বি উনানের ভিতরের গর্ত the pit in an earthen oven (বর্ধমা ২০) <আখার+গর্ত দ্র আখা

আকার্ পাড়্ akar paṛ বি রান্নাঘর kitchen (হুগলি ১০, ১৬) <আখা+পাড় (ধার, পার্শ্ব)



আকাশমোনি (গাছ)

আকার্ বুকো akar buko বি উনানের মাটি clay of an earthen oven (নদীয়া ৩)

আকার্ মাটি akar maʈi বি উনানের মাটির রঙের মতো এক প্রকার লাল বা গেরুয়া রঙ বা পোড়া মাটির রঙ colour of red ochre (কোচবি ২) <আখার+মাটি

আকার্হি akarhi বিণ বদ্‌রাগী short-tempered (মালদা ৪) <আ-ক্রোধী

আকারি[১] akari বিণ দ্র আকাড়া[১] (পদিনা ৯)

আকারি[২] akari বি দ্র আকাড়ি[৩] (জলপা ৭ পদিনা ২, ৯)

আঁকাল্ কোরে ধরা ãkal kore d^{h}ɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা আঁকাল্ কোরে ধোরি নিলাম—জাপ্‌টে ধরে নিলাম (বীরভূ ৭)

আকাল্‌কুড়্ (মেগ্) akalkuɽ (meg) বিণ ঘন কালো (মেঘ) jet black (cloud) আকাল্‌কুড়্ কোরে মেগ্ আইচে—ঘন কাল মেঘ হয়েছে (বর্ধমা ১৯) <আ-কাল+কূট+

আকাল্ দাত্ akal dat বি আক্কেল দাঁত the wisdom tooth (পদিনা ৮) <আ অকল্+

আকাল্ পেটা akal peʈa বিণ খুব ক্ষুধার্ত a famished person (বীরভূ ১০) আকাল্ পেটা লোক্—খুবই ক্ষুধার্ত লোক <আকাল+

আকাল্ (মেগ্) akal (meg) বিণ ঘন (মেঘ) dense cloud আকাল্ কোরে মেগ্ করেছে—ঘন কালো মেঘ করেছে (নদীয়া ৯) দ্র আকাল্ কুড়্ (মেগ্)

আকালা akala ক্রি কাচা to wash by rinsing and thrashing কাপড়্ আকাল্‌চি—কাপড় কাচছি (বর্ধমা ৫)

আকালি বাগাল্ akali bagal বি রাখালি করা যার একমাত্র জীবিকা (গ্রামের অনেকের গরু একসঙ্গে চরায়) a full-time cowboy (বীরভূ ১৩)

আকালে পাকালে ধুয়া akale pakale d^{h}ua ক্রি খুব পরিষ্কার করে ধোয়া to wash throughly খেলে এইচিস হাত পা আকালে পাকালে ধুগে জা—খেলে এসেছিস হাত-পা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুতে যা (হাওড়া ১) দ্র আকেলে দেওয়া

আকালের্ ছেলে akaler c^{h}ele বিণ একমাত্র সন্তান the only son (বীরভূ ৯)

আকালোনতো akalonto বিণ ক্লান্ত tired (হুগলি ৪) <আ-ক্লান্ত

আকাশ্ কাঁটা akaʃ kãʈa বি এক জাতীয় কাঁটাওয়ালা ছোট গাছ (হলুদ রঙের ফুল হয়, পাতা কাঁটা কাঁটা, এর ডাঁটা রান্না হয়, এর বীজজাত তেল চুলকানি রোগের ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয় ; নামান্তরে 'হলদে কাটালি') a thorny plant which bears yellow flower (মালদা ৬)

আকাশ্ জোমিন্ (ফারাক্) akaʃ jomin (p^{h}arak) বিণ বিস্তর (প্রভেদ) huge (difference) উয়াদের কথা আম্‌দের্ কথায় আকাশ্ জোমিন্ ফারাক্—ওদের কথার সঙ্গে আমাদের কথার বিস্তর প্রভেদ (বাঁকুড়া ৩)

আকাশ্ নল্‌পানো akaʃ nɔlpano ক্রি বিদ্যুৎ চম্‌কানো flash of sky (চব্বিশ ১৪)

আকাশ্ ফাটা (নারকোল) akaʃ p^{h}aʈa (narkol) বি যে নারিকেলের মধ্যে জল ও শাঁস থাকে না (a coconut) having no water or kernel in it (হাওড়া ১০)

আকাশ্ বোম্ akaʃ bom বি দোদোমা (একপ্রকার বাজি যা নীচে ও আকাশে মোট দুবার ফাটে) a kind of fire-works which makes two sounds (বীরভূ ১৪) <আকাশ+বোম

আকাশমোনি (গাছ) akaʃ moni (gac^h) বি সোনাঝুরি (গাছ, তার ফুলকেও বলা হয়) cursia fistula (মেদিনী ৮, ৯)

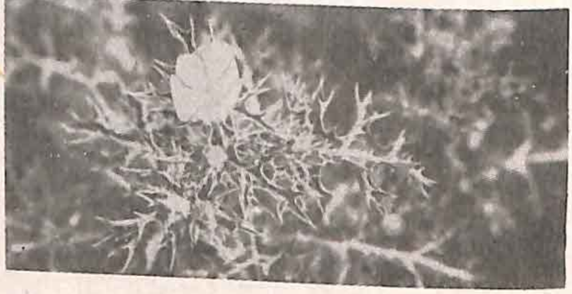
আকাশ্ হাঁড়ি করা akaʃ hãɽi kɔra ক্রি আকাশ মেঘলা করা overspread with cloud (চব্বিশ ২৭) তু মুখ হাঁড়ি করা

আকাশি akaʃi বি আঁক্‌শি a pole with a hook fixed to one of its end (পদিনা ৬)

আকাশি ঝাল্ akaʃi j^{h}al বি সূর্যমুখী লঙ্কা capsicum minimum (চব্বিশ ১০)

আকাশি মরুশ্ akaʃi mɔruʃ বি দ্র আকাশি ঝাল্ (কোচবি ৪) <আকাশি+মরিচ্

আকাশি লঙ্কা akaʃi lɔŋka বি দ্র আকাশি ঝাল্ (মালদা ৬)



আকাশ্ কাঁটা

আকি[১] aki বি গরু বাঁধার দড়ি the rope to tie a cow (বর্ধমা ২)

আকি[২] aki বি চোখের কোল বা নীচের অংশ the lower portion of eye (চব্বিশ ৩৩) <সং অক্ষি

আকিকা akika বি মুসলমান সম্প্রদায়ের শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান [অনেকে এই দিনে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানও করেন] a ceremony of the Muslims to name a baby [in some cases the child is offered rice to taste for the first time] (বীরভূ ৪ মুর্শিদা ৫) দ্র আকিদা

আঁকিকাড়্ ãkikaɽ বি মুসলমান সমাজে সন্তান জন্মের পর

আল্লার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু উৎসর্গ করার প্রথা the custom among the Muslims to offer something in the name of God (নদীয়া ১৩)

আঁকিড়ে ধরা ākiɽe dʰɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ২)

আকিদা akida বি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান [জন্মের সাতদিন পর শিশুর মাথা নেড়া করে তার গা ধুইয়ে দেওয়া হয়। শিশুর মা এইদিন নখ কেটে স্নান করে। শিশুসন্তান পুত্র হলে দুটি ছাগল বা একটি গরু এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে একটি ছাগল জবাই করে পাড়াপ্রতিবেশীদের খাওয়ানো হয়] a ceremony of Muslims to name a baby after seven days from birth (বর্ধমা ২) তু আকিকা

আঁকিবাঁকি জাওয়া ākibāki jao̯a ক্রি এঁকেবেঁকে যাওয়া to go zigzag (মেদিনী ১২)

আঁকিয়া ākia বি দ্র আকিকা (হাওড়া ৩)

আঁকির্¹ ākir বি দাগ (খেলার জন্য কাটা) a line (drawn for play) (মালদা ১, ২) <আখর

আঁকির্² ākir বি হস্তরেখা a line on the palm (মালদা ১, ২) <আখর

আকুইৎ akuit বি ঠাট্টা ইয়ার্কি jocularity (বীরভূ ২)

আঁকুইর‍্যা ākuirɛ বি আঁক্‌শির আংটা the hook fixed on one end of a pole, used for plucking fruits, flowers etc. (মুর্শিদা ২৩) দ্র আঁকড়া⁸

আঁকুইস্ ākuis̯ বি চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজায় ভক্তদের [ব্রতী] পিঠ ফোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত লোহার কাঁটা the sharp iron spike, which is used to pierce the back of the ascetics in the festival of worshipping ***Shivā*** on the last day of a Bengali year (পুরুলি ১২) <সং অঙ্কুশ

আকুওরি akuori বিণ অবিবাহিত unmarried (মালদা ৬) <অকুমার-

আঁকুটি ākuʈi বি বিবাহের স্ত্রী-আচার বিশেষ [এই আচার অনুযায়ী চারজন এয়ো কনেকে লাল সুতো দিয়ে সাতপাকে জড়ায়] a marriage ritual, according to the ritual four women whose husbands are alive, coil a red thread around the bride for seven times (নদীয়া ৬)

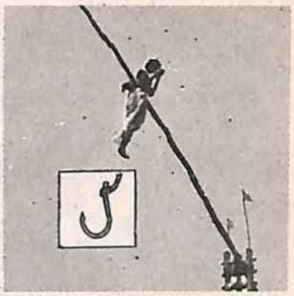
আকুট্যা akuʈæ বি গ্রাম্য [ভাষা] rustic [language] (মুর্শিদা ১৭) তু আবা আকাট

আকুড়¹ akuɽ বি চুল্লির আগুন খোঁচানোর লোহার শিক an iron rod to poke fire of the oven (জলপা ৭) তু আবা আঁকড়া

আকুড়² akuɽ বি তালআঁটির শাঁস [যা খাওয়া যায়] the edible kernel of the stone of a palmary-fruit (মুর্শিদা ১০) <সং অঙ্কুর

আকুড়³ akuɽ বি অঙ্কুর a sprout (মুর্শিদা ২৩) <সং অঙ্কুর

আকুড়⁸ akuɽ বি নারকেলের শাঁস kernel of cocoanut



আঁকিড়ে ধরা—আঁকুড়ে ডোম্

আঁকুইস্

(মুর্শিদা ১০)

আঁকুড়¹ ākuɽ বি দ্র আকুড়³ (পুরুলি ৬ বর্ধমা ৪ বাঁকুড়া ১২ বীরভূ ৪, ১৪ মুর্শিদা ৩, ১৭) <সং অঙ্কুর

আঁকুড়² ākuɽ বি দ্র আকুড়³ ছোলার্ আঁকুড়্—ছোলার অঙ্কুর (পুরুলি ১৩, ১৬ মেদিনী ১৩, ২৪)

আঁকুড়³ ākuɽ বি দ্র আঁকাইড়্ আঁকুড়্ পায়নি—এতই চওড়া যে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে পারে নি বা নাগাল পায় নি (মেদিনী ১৩, ১৯ হাওড়া ১) <সং *আক্রোড়

আঁকুড় কোরে ধরা ākuɽ kore dʰɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (মেদিনী ৫, ১৩, ১৭, ১৯, ২৮, ৩৩ হাওড়া ১, ৮)

আঁকুড়্ পাঁকুড় ākuɽ pākuɽ ক্রিবিণ বলপূর্বক জড়িয়ে ধরা to embrace by force অকে আঁকুড়্ পাঁকুড়্ কোরিয়া লিয়া চ—ওকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে চল্ (মেদিনী ২৬)

আঁকুড়্ শাদ্ধো ākuɽ ʃaddʰo বি কার্তিক মাসের অমাবস্যায় পিতৃতর্পণের অনুষ্ঠান a ceremony to offer drinking water to the departed souls or deities on the new moon day of *Kārtik*, the seventh month of the Bengali calendar (বর্ধমা ১০)

আঁকুড়শি ākuɽʃi বি আকর্ষি a tendril (বাঁকুড়া ১৮)

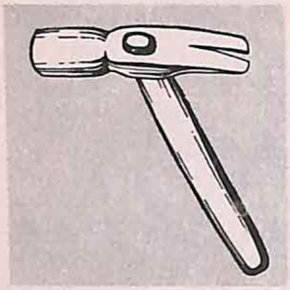
আকুড়া¹ akuɽa বি কড়াইয়ের হাতল the handle of a cauldron (পদিনা ১) তু আবা আঁকড়া

আকুড়া² akuɽa বি খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামানোর কাজে ব্যবহৃত দড়ি [কোমরের দড়ির সঙ্গে এই দড়িটি বাঁধা থাকে এবং এই দড়ির সঙ্গে হাঁড়ি বেঁধে গাছ থেকে নামানো হয়] a rope tied to the rope around the waist and used to tie the earthen pot full of exudation from the date palm tree (মালদা ৮) তু আবা আঁকড়া

আঁকুড়া দোড়ি ākuɽa doɽi বি মোটা দড়ি বা কাছি a rope (মেদিনী ১৯)

আঁকুড়ি ākuɽi বি দ্র অক্‌শা (মেদিনী ২০)

আঁকুড়ে ডোম্ ākuɽe ɖom বি ডোম জাতির অন্যতম শাখা, চাষবাস অথবা মাটির বাড়ি তৈরি করা এদের জীবিকা [পারিবারিক বৃত্তি অথবা গোষ্ঠী অনুযায়ী ডোম জাতির নানা শাখা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে প্রচলিত। দাই ডোম (দাইগিরি করে), তাপোসপুরে ডোম (কাঠের ব্যবসা ও ছুতোরের কাজ করে), তাঁতিডোম, বাদ্যকর ডোম—এই জাতীয় কয়েকটি বিভাগ] a section of the low caste Hindus named *'Dom'*



আঁকুর্[৩]

who live on cultivation and building huts (বর্ধমা ১৯)

আঁকুড়ে ধরা ākuɽe d^hɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (মেদিনী ৩৪)

আকুড়্যা akuɽæ বি কপাটের কড়া a metal ring affixed to the door (কোচবি ৭) <সং আকর্ষ-

আকুনটিয়া akunṭia বি বসন্ত বউড়ী পাখি a kind of bird, the **barbet** (মালদা ১) <আগুন+টিয়া

আকুনি akuni ক্রিবিণ এখনি just now (বর্ধমা ৫) <সং এক্ষণ-

আকুন্দ akundɔ বি আকন্দ catatropis herbacea (পদিনা ১১) <অর্কমন্দার (চলন্তিকা)

আকুন্দে akunde বি দ্র আকুন্দ (মুর্শিদা ১৯)

আকুন্দে পোয়াতি akunde poati বি যে নারীর সব সন্তানই বেঁচে থাকে, একটিও মারা যায় না বা গর্ভে নষ্ট হয় না a woman, whose all the issues keep living, none is dead or miscarried (নদীয়া ৩) <সং ★অখণ্ড+প্রসূতি

আকুপাকু akupaku বিণ অধীর impatient (মেদিনী ৬) দ্র আকপাক[৪]

আকুমাকু করা akumaku kɔra ক্রি শরীর অস্থির করা to feel uneasy (বাঁকুড়া ৩)

আকুমারি akumari বিণ কুমারী a maiden (পদিনা ১০) দ্র অকুমারী

আকুয়াড়্ akuaɽ বিণ অবিবাহিত unmarried (পদিনা ১, ৪ মালদা ৩,৪) দ্র অকুমার্

আকুয়াড়া akuaɽa বিণ দ্র আকুয়াড়্ (পদিনা ৮) <অকুমার্-

আকুয়াড়ি akuaɽi বিণ দ্র আকুমারি (পদিনা ৮ মালদা ৪)

আকুয়ার্ akuar বিণ দ্র আকুয়াড়্ (পদিনা ১, ৪ মালদা ৩, ৪)

আঁকুয়ার্ (ছুণ্ডা) ākuar (c^hunḍa) বিণ অবিবাহিত (ছেলে) unmarried(young)(মালদা ৪) <অকুমার+(সাঁও) ছোঁড়া (Campbell)

আঁকুয়ার্ (ছুণ্ডি) ākuar (c^hunḍi) বিণ অবিবাহিত (মেয়ে) unmarried girl (মালদা ৪) <অকুমার+(সাঁও) ছুঁড়ি (Campbell)

আকুয়ারি akuari বিণ দ্র আকুমারি (মালদা ৩)

আকুর্[১] akur বি দ্র আকুড়্[৩] (বাঁকুড়া ৭)

আকুর্[২] akur বি দ্র আকুড়্[২] (বর্ধমা ৫, ১৬, ২০)

আঁকুর্[১] ākur বি দ্র আকুড়্[৩] (পুরুলি ৩, ১৪, ১৫, ১৭ বর্ধমা ১, ২, ১৮ বাঁকুড়া ১৮ মুর্শিদা ১৪ মেদিনী ৭, ১১, ২৫, ২৯)

আঁকুর্[২] ākur বিণ দ্র আঁকাইড়্ খড়গুলো আঁকুর্ আঁকুর্ করে তুলে দ্যায়—খড়গুলো আঁকড়িয়ে করে তুলে দেয় (হাওড়া ১০)

আঁকুর্[৩] ākur বি ছুতার মিস্ত্রির কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের হাতুড়ি [এর পিছনের প্রান্ত চেপটা এবং চেরা। কাঠে গাঁথা পেরেকের মাথা ঐ চেরার মাঝখানে আটকিয়ে পেরেকটি তুলে ফেলা হয়] the claw-hammer (পুরুলি ১১)

আঁকুর্[৪] ākur বি কাদাজমিতে তৈরি করা বীজচারা [সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বা আষাঢ় মাসের প্রথমে বীজধান ফেলা হয় এবং শ্রাবণ মাসের শেষে চারা তোলা হয়] a seedplant which grows in a muddy-field **and** transplanted afterwards (পদিনা ১৪) তু **আঁচড়ানো** বীজতলা

আঁকুর্[৫] ākur বি দ্র আকুড়্[২] (বর্ধমা ৫ বাঁকুড়া ১, **১৩**)

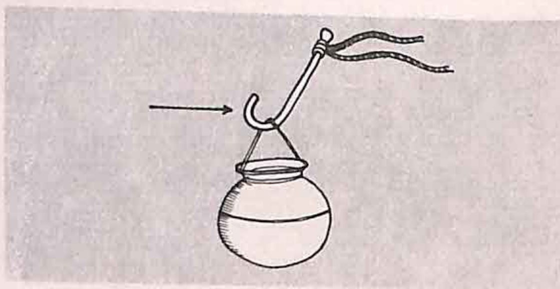
আকুর্ কোরে ধরা akur kore d^hɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (হুগলি ৪)

আঁকুর্ কোরে ধরা ākur kore d^hɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (মেদিনী ২০)

আকুরা[১] akura বি দ্র আকুড়া[২] (পদিনা ১, ৬)

আকুরা[২] akura বি দ্র আকুড়া[২] (মালদা ৮)

আঁকুরা[১] ākura বি লোহার আংটা [কোমরের পিছনে বাঁধা এই আংটায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে খেজুর গাছে ওঠা হয়] an iron hook, tied to the waist to hold the earthen pot while climbing up the date-palm tree (পদিনা ১১)



আঁকুরা[১]

আঁকুরা[২] ākura বি কামারশালে উনানের আগুন খোঁচানোর জন্য লোহার তৈরি সূচীমুখ সরঞ্জাম দ্র আংড়ো[২] (মালদা ১)

আঁকুরা দোড়ি ākura doɽi বি চাষের জমিতে মই দেওয়ার সময় যে দড়ি মই এবং জোয়ালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে the rope which ties the yoke to the plough (চব্বিশ ১৯)

আঁকুরি ākuri বি অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ইত্যাদি sprouted gram, pea etc. (মুর্শিদা ১৭) <সং অঙ্কুর-

আঁকুরি ধরা ākuri d^hɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (মেদিনী ৮)

আকুরে akure বিণ কনের গায়েহলুদের (নতুন) কাপড় the

piece of cloth worn by the bride at the pre-marriage ceremony of besmearing with a paste of turmeric (বর্ধমা ২) তু আবা আন্‌কোরা

আকুল্ akul বি দ্র আকল্ (মেদিনী ২৪ হুগলি ১)

আকুলা akula বিণ আকুল extremely distressed (জলপা ৭)

আকুশা akuʃa বি আঁকশি a pole with a hook fixed on one end, used for plucking fruits, flowers etc, or for other purposes (জলপা ৭) <সং অঙ্কুশ

আকুশি akuʃi বি দেওয়ালের গায়ে লাগানো বাঁশের বা লোহার আংটা an iron or bamboo hook fixed to the wall (জলপা ৬)

আঁকুশি[১] ākuʃi বি গরুর গাড়ির চাকায় হাল [লৌহনির্মিত বলয়] লাগানোর কাজে কর্মকার ব্যবহৃত সাঁড়াশি the pincers used by a blacksmith to set an iron ring around a cart-wheel (পুরুলি ৩)

আঁকুশি[২] ākuʃi বি দ্র আকুশা (বর্ধমা ২ হাওড়া ৩, ১০)

আকুসি akusi বি আকর্ষি (লতানো গাছের) a tendril (বর্ধমা ১৫)

আকৃত্ akrit বি চেহারা shape, form (জলপা ৭) <সং আকৃতি

আকে ake সর্ব একে him আকে সঙ্গে নিয়ে যাবু—একে সঙ্গে নিয়ে যাব (মেদিনী ৮)

আঁকেড়্ কোরে ধরা ākeṛ kore d^hɔra ক্রিবিণ দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (হুগলি ১)

আকে মিলের্ ake miler বিণ এক রকমের ; সদৃশ similar দুনোঝোনার্ মুখ্ আকে মিলের্—দুজনের মুখ এক রকমের (মালদা ১১)

আকেলে দেওয়া akele deoa ক্রি ধুয়ে দেওয়া to wash কাপড়্টা আকেলে দে—কাপড়টা ধুয়ে দে (কোচবি ৫) দ্র আকালে পাকালে ধুয়া <সং *আ+ক্ষাল তু প্রক্ষাল>পাখাল

আকোড়্[১] akoṛ বি হাতের রেখা a line on the palm (কোচবি ৩) <সং অক্ষর

আকোড়্[২] akoṛ বি দ্র আকুড়্[৩] (মুর্শিদা ১৬) <*অঙ্কুট

আকোড়্[৩] akoṛ বি স্বর্ণকারের আগুন রাখার পাত্র a pot used by a goldsmith to keep fire (জলপা ৭) <সং অঙ্গার+

আকোড়্[৪] akoṛ বিণ কঠিন difficult অঙ্কটা খুব আকোড়্—অঙ্কটা খুব কঠিন (নদীয়া ১ বীরভূ ৮) <*আং+কট তু অক্কট (দোহা) (সু সেন)

আকোড়্[৫] akoṛ বি আঙুলের কড় a line on the fingers (কোচবি ৩) <সং অক্ষর (সু সেন)

আঁকোড়্ ফাড়া ākoṛ p^haṛa ক্রি দ্র আকড়্ ফাড়া (পদিনা ৫)

আকোড়্শি বিড়া akoṛʃi biṛa বি [ধানবিহীন] খড়ের মোটা আঁটি a large bundle of hay [without paddy] (চব্বিশ ১৭)

আঁকোড়া ākoṛa বি দরজার কড়া a metal ring affixed to the door (মুর্শিদা ১৭) তু আবা আঁকড়া



আঁকুশি[১]

আঁকোদ্ ākod বি আকন্দ [এই গাছের পাতায় ঘি মাখিয়ে আগুনে গরম করে সেঁক দিলে গলার ব্যথা বা কানের ব্যথা কমে যায়। আকন্দের তুলো নরম বলে বাচ্চাদের বালিশে ব্যবহৃত হয়] (বাঁকুড়া ১৫ হাওড়া ২) দ্র আকুন্দ

আকোন্ akon বি দ্র আঁকোদ্ (বর্ধমা ৮, ১৮ বাঁকুড়া ১১, ১৪ মেদিনী ১১)

আকোন্দ্ akond বি দ্র আঁকোদ্ (বাঁকুড়া ১৩)

আকোয়াড়ি akoaṛi বিণ দ্র আকুমারি (জলপা ১) <অকুমারী

আকোয়ার্ akoar বিণ দ্র আকুয়াড়্ (পদিনা ৪)

আকোয়ারি akoari বিণ দ্র আকুমারি (পদিনা ৪, ১১)

আকোর্[১] akor বিণ অস্বস্তি uneasiness দাঁত বাঁধানোর পর খুব অসুবিধা হয় ক্যামোন্ আকোর্ আকোর্ লাগে—দাঁত বাঁধানোর পর খুব অসুবিধা হয়, কেমন অস্বস্তি লাগে (মালদা ১)

আকোর্[২] akor বি তুরপুন্ an auger (চব্বিশ ২৬ মেদিনী ২৭) <ইং auger

আঁকোর্[১] ākor বি দ্র আকোর্[২] (চব্বিশ ২৩)

আঁকোর্[২] ākor বি জমিতে প্রথম চাষ ploughing of a land for the first time (পদিনা ১৪ মালদা ১০) দ্র আকড়্ ফাড়া

আকোর্ কোরা হোলুদ্ akor kora holud বি কাঁচা হলুদ undried turmeric (বর্ধমা ১৩)

আকোল্ akol বি দ্র আকল্ (পুরুলি ৩ বর্ধমা ১৩ ,বাঁকুড়া ৭, ৮ বীরভূ ৮, ১৪) ~ পড়া ক্রি কড়া পড়া growth of corn (পুরুলি ৬) হাতে আকোল্ পোড়ে গেইচে—হাতে কড়া পড়ে গেছে (বাঁকুড়া ১২) আকোল্ পোড়ে গেল্‌চে—কড়া পড়ে গেছে (বীরভূ ৮)

আঁকোল্ ākol বি দ্র আকল্ (বীরভূ ১০ মেদিনী ১৫)

আকোশি[১] akoʃi বি খড়কুটো pieces of dry straw, grass, twigs etc. collectively (চব্বিশ ১৭)

আকোশি[২] akoʃi বি আকর্ষি (লতাগাছের) a tendril (মুর্শিদা ৫)

আঁকোশি ākoʃi বি দ্র আঁকশুড়ি (মুর্শিদা ১৭)

আঁক্কাড়ে ধরা ākkaṛe d^hɔra ক্রি দ্র আঁকাইর্ কোইরে ধরা (বর্ধমা ৯)

আক্কিল্ দাঁত্ akkil dāt বি আক্কেল দাঁত the wisdom tooth (পদিনা ১০ মুর্শিদা ৬) <আ আকল+সং দন্ত

আক্কেল্তার্ akkeltar বিণ হতবাক্ stupefied (পুরুলি ১৭)



আক্কেল্ মাড়ি—আখড়ড়া

আখ্ওন্

আক্কেল্ মাড়ি akkel maɽi বি মাড়ির যে স্থানে আক্কেল দাঁত হয় the part of gum where the wisdom-tooth grows (মুর্শিদা ৯) ~-র্ দাঁত্ আক্কেল্ দাঁত the wisdom tooth (চব্বিশ ৯) দ্র আক্কিল্ দাঁত্

আক্তা করা akta kɔra ক্রি পশুকে নির্বীর্য করা to castrate an animal (মুর্শিদা ৯) <আ আখ্তা

আক্লান্ত aklanto বিণ ক্লান্ত tired (বাঁকুড়া ১৪, ১৬)

আখ ak^h বি চোখ the eye (পদিনা ২, ৩, ৯)<সং অক্ষি

আঁখ্^{১} ãk^h বি দ্র আখ্ (পদিনা ২ পুরুলি ২ মালদা ৭, ৯) ~লা বি দুই আঁখি eyes আঁখ্লা পাকালো—চোখ পাকালো (পদিনা ২) <অক্ষিপলক (সু সেন)

আঁখ্^{২} ãk^h বি ওল আখ প্রভৃতি উদ্ভিদের অঙ্কুর the sprout of various plants (মালদা ৭)

আঁখ্^{৩} ãk^h বি আখ sugarcane (মেদিনী ২৮) <সং ইক্ষু

আঁখ্^{৪} ãk^h বি হাতের রেখা lines of the palm (পদিনা ৫) <সং অঙ্ক

আঁখ্^{৫} ãk^h বি দাগ a mark আঁখ্ কাটা—দাগ কাটা (মুর্শিদা ১৬) <সং অঙ্ক

আখ্ওন্ ak^{h}on বি শস্য [ধান অথবা গম] মাড়াইয়ের সময় খড় নাড়াচাড়া করার কাজে ব্যবহৃত বাঁশের আঁকশি a pole with a hook at one end by which hay is handled at the time of threshing (পুরুলি ৭) <সং উৎক্ষেপণী

আখ্ খোয়া ak^h k^{h}oa বি আখের ছিবড়া refuge of sugarcane (বর্ধমা ১) <সং ইক্ষু+

আখ্ড়া^{১} ak^{h}ɽa বি যাত্রাগানের মহড়া rehearsal (মেদিনী ৮) <অক্ষবাট (সু সেন) ~ **ঘর্** বি যে ঘরে যাত্রার মহড়া হয় rehearsal room (পুরুলি ২ মেদিনী ১৩) ~ **ভাসা** অশ্লীল ভাষা vulgar speech (মুর্শিদা ২৪)

আখ্ড়া^{২} ak^{h}ɽa বি উনানের মাঝখানের গর্ত the central hole of an oven (পদিনা ২) <আখা-

আখ্ড়া^{৩} ak^{h}ɽa বি ক্রুদ্ধ পশুর পা দিয়ে মাটি খোঁড়া scrapping of earth by an enraged animal (পুরুলি ১০)

আঁখ্ড়া ãk^{h}ɽa বি দ্র আংরো (বর্ধমা ১৮)

আঁখ্ড়াই ফ্যালা ãk^{h}ɽai p^{h}æla ক্রি [সমূলে] উপড়ে ফেলা to uproot গাছট্া আঁখ্ড়াই ফেলে দেব—গাছটা উপড়ে ফেলে দেব (বাঁকুড়া ১) <সং *আৎ+খাত (সু সেন)

আখ্ড়াতলা ak^{h}ɽatɔla বি বারোয়ারি তলা public place (পুরুলি ২)

আখ্ড়ানো ak^{h}ɽano ক্রি চাল ঝাড়ার পর কুলোতে চাল থেকে ধানের খোসা, কাঁকর ইত্যাদি বেছে আলাদা করা to separate unwanted elements from rice on an winnowing platter (পদিনা ১০) <আছড়া+কাঁড়া (সু সেন)

আখ্ড়ি ak^{h}ɽi বি কাঁকর grit (মুর্শিদা ২২) <সং *আখণ্ডিক তু আগড়া (সু সেন)

আখ্ড়ি পোতা ak^{h}ɽi pota বি [কলাগাছের] কচিপাতা [সদ্য বের হওয়া এই পাতায় হবিষ্যান্ন খাওয়া হয়] the tender green leaf of banana tree [eating of rice with ghee is done on this leaf during the period of personnal impurity due to death of nearest relation like parents] (মুর্শিদা ২৪)

আখ্পাকে ak^{h}pake বি সম্মুখভাগে in front of আখ্পাকে খাড়া হইয়া আচে—সামনে দাঁড়িয়ে আছে (কোচবি ১) <সং অক্ষি+

আখ্মা করা ak^{h}ma kɔra ক্রি খুঁত খুঁত করা to grumble মোর্ মন্টা খুব আখ্মা করে—আমার মনটা খুব খুঁত খুঁত করে (পদিনা ৪) <সং অ+ক্ষমা (সু সেন)

আখ্রা ak^{h}ra বিণ উচ্চ মূল্য high price ধান্ চাল্ খুব আখ্রা হোই গেল্ছে—ধান চালের খুব চড়া দাম হয়ে গেছে (মালদা ১১)<আক্রা

☆**আখ্রানো ak^{h}rano** ক্রি উপ্ড়ানো to uproot গোঁজ্টা আখ্রা—গোঁজটা উপড়ে ফেল (পুরুলি ৬) তু হি উখ্ড়ানো

আখ্রি^{১} ak^{h}ri বি দ্র আখ্ড়ি (মুর্শিদা ৯)

আখ্রি^{২} ak^{h}ri বিণ শেষ last, terminal (পদিনা ২) <আ আখীর

আখ্রে যাওয়া ak^{h}re jao̯a ক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া বা ফুরিয়ে যাওয়া to be finished **আমার্** দম্ আখ্রে যাচ্ছে—আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (মালদা ১) দ্র আখ্রি^{২}

আখ্লানা ak^{h}lana ক্রি কাপড় জলে ধোওয়া to wash cloth with plain water (জলপা ১০) <সং আ+ক্ষাল তু প্রক্ষাল>পাখাল

☆**আখ্লানো ak^{h}lano** বি দ্র আখ্লানা (জলপা ৭ পুরুলি ১৩, ১৭ বর্ধমা ১৩) কাপড়ট্া আখ্লায়েঁ আন্—কাপড়টা জলকাচা করে আন্ (পুরুলি ১৩) আখ্লায় থো—ধুয়ে রাখ্ (পদিনা ৭)

আখ্ল্যা পাখ্ল্যা ak^{h}læ pak^{h}læ বি মাজা ধোওয়া ইত্যাদি act of scrubbing and washing আখ্লিয়ে পাখ্লিয়ে দাও—মেজে ধুয়ে দাও (কোচবি ২)

আখ্লায় দেয়া ak^{h}lae̯ deoa ক্রি নাড়াচাড়া করা to shake (কোচবি ১)

আখ্লাঁয় দিয়া ak^{h}lãe̯ dia ক্রি দ্র আখ্লানা (পুরুলি ১৭)

আখ্সাল্ ak^{h}sal বি যে স্থানে আখের রস থেকে গুড় তৈরি করা হয় the place where molasses is made from sugarcane juice (মেদিনী ৩) <সং ইক্ষু+

আখড্ডা ak^{h}ɔḍḍa বিণ ওঁছা বা খারাপ worthless or spoiled (মুর্শিদা ২) <সং অখাদ্য



আঁখান্

আখন্দ **akʰɔndɔ** বি দ্র আকন্ (চব্বিশ ২১ পদিনা ১০)
আখর্ **akʰɔr** বি দ্র আকোড়[১] (পদিনা ২)
আঁখর্ **ākʰɔr** দ্র আকোড়[১] (পদিনা ২)
আখা[১] **akʰa** বি উনান an oven (চব্বিশ ২১ জলপা ২ দার্জিলি ১, ৩, ৪, নদীয়া ৩, ৬ পদিনা ২, ১০ বর্ধমা ৫, ২১ বীরভূ ৮, ১১, ১৪ মালদা ২, ৮ মুর্শিদা ৫, ১৪, ১৫, ১৭) <সং অঙ্গাররক্ষা তু অঙ্গারধানী (সু সেন)
আখা[২] **akʰa** বি বাহুমূল upper arm (বাঁকুড়া ৩, ৮, ১২)
আখা খাচড়ি **akʰa kʰacɽi** বি উনান খোঁচানোর কাঠি an oven poker (মালদা ৯) <আখা+
আখা চমকা **akʰa cɔmka** ক্রিবিণ আচমকা suddenly (মেদিনী ১৪)
আখাটা **akʰaʈa** বিণ বিদ্রূপসূচক [কথা] a taunting [remark] আমার সঙ্গে আখাটা কথা বুইল্ছে—আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলছে (মুর্শিদা ৯)
☆আখাড়ানো **akʰaɽano** ক্রি কাচা to wash কাপড় আখাড়লুম্—কাপড় কাচলাম (বর্ধমা ১৩) দ্র আখালা
আখাড়ি **akʰaɽi** বি দ্র আখড়ি (মুর্শিদা ১০, ১৭)
আঁখাড়ি **ākʰaɽi** বি দ্র আখড়ি (বীরভূ ৯)
আখাড়ে বোকা **akʰaɽe boka** বি আকাট মূর্খ, নিরেট বোকা dolt, blockhead (পুরুলি ১৪)
আঁখান্ **ākʰan** বি বসুধারা [হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের আগে বসুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ঘৃতের ধারা। যে ঘরে অনুষ্ঠান হয় সেই ঘরের দেওয়ালে সিঁদুর চিহ্ন দিয়ে পাঁচ বা সাতবার ঘৃতের ধারা দেওয়াকে বসুধারা বলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঝগড়ায় দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করায় বসুর ক্ষুৎপিপাসা দূর করার জন্য দেবতারা এই বিধান দেন বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। সাধারণত দেওয়ালে পরপর পাঁচ বা সাতবার গোবর লাগিয়ে তার প্রত্যেকটির উপর সিঁদুরের ছোপ দিয়ে উপরে একটি করে কড়ি স্থাপন করা হয়। ঘৃতের ধারাগুলিকে এই গোবর-সিঁদুরের নীচ থেকে নামানো হয়] a ritual emblem in Hindu ceremony (পদিনা ৮)
আখারি চাল্ **akʰari cal** বি লাল মোটা চাল coarse rice (মুর্শিদা ২৩) দ্র আখড়ি
আখাল্ **akʰal** বি রাখাল a cowherd (চব্বিশ ২৭ মুর্শিদা ২) <সং রক্ষপাল (সেন)
আখালা **akʰala** ক্রি (শুধু) জলে কাচা to wash with plain water (without starch) কাপড় আখাইলে দিবো—কাপড় শুধু জলে কেচে দেব। কাপড় আখালি দাও—কাপড় শুধু জল দিয়ে কেচে দাও (বর্ধমা ২, ১৮, ২৬) দ্র আকেলে দেওয়া
আখালি[১] **akʰali** বি লঙ্কা the chilli (কোচবি ৪)
আখালি[২] **akʰali** বি পাহারাদারি watchmanship (নদীয়া ১) ~ভাষা নিন্দনীয় ভাষা impolite language (বীরভূ ৯)
আখাশাল্ **akʰaʃal** বি রান্নার জায়গা [রান্নাঘর ব্যতীত বাড়ির উঠান বা দুয়ারে রান্না, মুড়ি ভাজা, ধান সিদ্ধ ইত্যাদি কাজের জন্য উন্মুক্ত অথবা ঘেরা স্থান] a place for cooking other than kitchen (বীরভূ ১, ৮) <আখা+
আঁখিকা **ākʰika** বি দ্র আকিকা (বীরভূ ৯ মুর্শিদা ১৯)
আখিক্যা **akʰikæ** বি দ্র আকিকা (মুর্শিদা ২০)
আখি জাখি **akʰi jakʰi** বি হিসাব নিকাশ quid pro quo আখি জাখি চলে না—হিসাব নিকাশ করে চলে না (পদিনা ৪) তু আবা আঁকাজোখা
আঁখি টিপ্‌টিপানি খেল্ **ākʰi ʈipʈipani kʰel** বি একটি গ্রামীণ খেলা [৫/৭ জন ছেলে একত্রে বসে। তাদের মধ্যে একজনের চোখ টেপা হয়। এই সময় অন্য একজন এসে তার মাথায় টোকা দেয়। তারপর তার চোখ ছেড়ে দিয়ে বলা হয়, কে তার মাথায় মেরেছে তার নাম বলতে। যদি সে সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে যে টোকা মেরেছিল তার চোখ এবার টেপা হবে, অন্যরা টোকা মারবে। যদি সঠিক উত্তর না দিতে পারে তবে পুনরায় তারই চোখ টেপা হবে] a type of country children's game (মেদিনী ৮)
আখিন্দা[১] **akʰinda** বি ইচ্ছা wish, desire (জলপা ১০) <অভিকাঙ্ক্ষা (সু সেন)
আখিন্দা[২] **akʰinda** বি জিদ importunity, insistence (কোচবি ৮)
আখির্ **akʰir** বি দ্র আখড়ি (পদিনা ১০, ১১, ১২, ১৪ মালদা ৬)
আখিরকা **akʰirka** দ্র আকিকা (জলপা ৭)
আখিস্[১] **akʰis** বি দ্র আখিন্দা[২] (কোচবি ৮)
আখিস্[২] **akʰis** বি হিংসা jealousy (কোচবি ৮)
আখু **akʰu** বি আখ sugarcane (মেদিনী ৮, ২০)
আখুনি ডাং **akʰuni ɖaŋ** বি অগ্রভাগে আঁকশিবিশিষ্ট বাঁশের সরু দণ্ড [ফসল মাড়াইয়ের সময় এই দণ্ড দিয়ে ফসল নাড়াচাড়া করা ও উল্টে দেওয়া হয়] a hooked bamboo stick used to stir corn while threshing (মেদিনী ২৯) তু উখুন্ <উৎক্ষেপণী (বন্দ্যো)
আখুয়্যাল্ **akʰuæl** বি দ্র আখাল্ (কোচবি ৪)
আখুরা **akʰura** বি দ্র আঁকুরা (পদিনা ৭)
আখুলা ধোয়া **akʰula dʰoa** ক্রি পুকুরের জলে সম্পূর্ণ কাপড়টাকে মেলে ধোয়া to wash a cloth in a pond by spreading it on the water (মুর্শিদা ২) দ্র আকেলে দেওয়া
আখুলি ধোয়া **akʰuli dʰoa** ক্রি দ্র আখুলা ধোয়া কাপড়টাকে আখুলি ধুয়ে আন্ (বীরভূ ১১)
আখুলিয়া **akʰulia** বি দ্র আখাল্ (জলপা ৬, ৭)
আখুলে ধোয়া **akʰule dʰoa** ক্রি দ্র আখুলা ধোয়া (বীরভূ ১১)



আখের জোড়

আখে—আগড়ুম্ বাগড়ুম্ খ্যালা

আখে **ak^{h}e** ক্রি আঁকে draw (picture, painting) পুত্‌রুয়া ভাল ছবি আখে—ভাইপো ভাল ছবি আঁকে (বাঁকুড়া ৭)

আখেইনা **ak^{h}eina** বি দ্র আখুনি ডাং (মালদা ৭)

আখেড়া **ak^{h}eṛa** বি দ্র আখ্‌ড়া ঘর্ (জলপা ৭)

আখের্ জোড়্ **ak^{h}er joṛ** বি একটি আখের ডগা রোপণ করার পর তার একাধিক চারা বেরিয়ে যে ঝাড় হয় a cluster of sugarcane saplings that grows out of a single plant (বর্ধমা ১০)

আখের্ বেলা **ak^{h}er bela** বিণ অতিক্রান্ত বেলা [সাধারণত দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সময়কে বোঝায় late hours of a day, generally between 1 p.m. to 3 p.m. খেতে বেলা আখের্ হোঁই গেলা—খেতে বেলা অতিক্রান্ত হয়ে গেল (বর্ধমা ১৮) <আ আখীর্+

আখের্ হাড়ি **ak^{h}er haṛi** বি চোখের পাতা the eyelid (পদিনা ২)

আখো **ak^{h}o** বি দ্র আখা (পদিনা ৪ ৬)

আখোইনি **ak^{h}oini** বি দ্র আখুনি ডাং (পুরুলি ১৪)

আখোইর‍্যা [পান] **ak^{h}oiræ [pan]** বিণ খয়ের বিহীন [পান] [betel-leaf] without catechu (মেদিনী ২২, ২৬)

আখোইলা **ak^{h}oila** বি দ্র আখাল্ (মালদা ৬)

আখোড়্[১] **ak^{h}oṛ** বি কাঠে বড় ছিদ্র করার যন্ত্র a tool to drill wood (হাওড়া ১, ১০) <ইং auger

আখোড়্[২] **ak^{h}oṛ** বি অক্ষর an alphabate (জলপা ৭)

আখোনি **ak^{h}oni** বি দ্র আখুনি ডাং (পুরুলি ৩, ১৭)

আখোয়াল্ **ak^{h}oal** বি দ্র আখুয়্যাল্ (কোচবি ২ পদিনা ৬)

আখোর্[১] **ak^{h}or** বি দ্র আখোড়্[২] (জলপা ৭)

আখোর্[২] **ak^{h}or** বি দ্র আখোড়্[১] (হাওড়া ১)

আখোলিয়া **ak^{h}olia** দ্র আখাল্ (পদিনা ১০)

☆আগ্[১] **ag** বি সম্মুখ, অগ্র front, forward <সং অগ্র ~**করা** ক্রি এগিয়ে দেওয়া to put forward ই গাড়্‌হিটা টুকু আগ্ করা তবে উটা ধুঁস্‌ব্যাক্—এই গাড়িটা একটু এগিয়ে দাও তবে ওটা ঢুকবে (পুরুলি ১৪) ~**গাঁই** অসক্রি এগিয়ে going forward (মেদিনী ৫) ~**ছাও** বি সম্মুখ front (পদিনা ১২) ~**জি** অসক্রি এগিয়ে মাছ্‌গা আগ্‌জি আইসেঠে—মাছগুলো এগিয়ে আস্‌ছে (মেদিনী ১৯) <সং অগ্রযান (সু সেন) ~**দর্** বি আঙিনা a courtyard (কোচবি ২) <সং অগ্রদ্বার ~**দাঁত্** বি সামনের দাঁত the frontal tooth (মেদিনী ৩১) <সং অগ্রদন্ত ~**দিক্** বি সম্মুখ the front (পদিনা ১২) <সং অগ্রদিশ্ ~**দুয়ার্** বি সদর দরজা the entrance door (কোচবি ৪ বাঁকুড়া ৭) ~**পাখ্** বি সম্মুখ the front (কোচবি ২) <সং অগ্রপক্ষ

☆আগ্[২] **ag** বি পূর্ব, প্রথম prior, first (মুর্শিদা ২২) ~**কার্** বিণ আগেকার of the past, former (বর্ধমা ২ মুর্শিদা ১১) তুমি আগ্‌কার মানুষ্ হাম্‌রা লয়া—তুমি আগেকার লোক আমরা নতুন (মালদা ২, ৬, ৭) ~**গার্** বিণ আগেকার former আগ্‌গার টাকাটা কেটে লাও—আগেকার টাকাটা কেটে নাও (মুর্শিদা ২২) ~ **চাষ্** বি জমিতে প্রথম চাষ ploughing a land for the first time (মেদিনী ১৫)

আগ্‌গত **aggɔtɔ** বি হাতের পাতার চামড়া ওঠা রোগ a kind of skin disease (বাঁকুড়া ৭)

আগ্‌গোড়্ দানি **aggoṛ dani** বি দ্র অগ্নদানি (বর্ধমা ১৩)

আগ্‌গোড়ালি **aggoṛali** বি লাথি a kick (বর্ধমা ২০)

আগ্‌গোত্ **aggot** বি দ্র আগ্‌গত (বাঁকুড়া ৮)

আগ্‌চাল্ **agcal** বি মাটির বাড়ির উপরের চাল the upper roof of a thatched cottage (কোচবি ৬)

আগ্‌ছাঁ **agc^{h}ã** বি ধানের শিষ ears of corn (পুরুলি ৩) <সং অগুচ্ছ (সু সেন)

আগ্‌ছামা **agc^{h}ama** বিণ আবছায়া shadowy, indistinct (নদীয়া ৫)

আগ্‌ছি **agc^{h}i** বি দ্র আগ্‌ছাঁ (মেদিনী ৫, ৯)

আগ্‌ছোই **agc^{h}oi** বি ছাঁচতলা the space below the overhanging roof (মালদা ৩) দ্র অগুর্

☆আগ্‌জল্‌কানো **agjɔlkano** ক্রি [ধানে] পাক ধরা ripening of paddy ধানে আগ্‌জল্‌কিলো—ধানে পাক ধরল (পুরুলি ১২) <অগ্র+ঝলক্ (সু সেন)

আগ্‌জি **agji** বি কাগ্‌জি লেবু a variety of lime with a thin, papery skin (মালদা ১)

আগ্‌জি দেওয়া **agji deoa** ক্রি [দরজা] ভেজানো to close [a door] without bolting (মেদিনী ১৬) দ্র আউজি[২]

আগ্‌জিব্ **agjib** বি আলজিব the uvula, the epiglottis (বর্ধমা ২৩ মেদিনী ৬, ১১) <সং অগ্র+

আগ্‌জোলাই দেওয়া **agjolai deoa** ক্রি বিরক্ত করা to irritate (পদিনা ১)

আগ্‌ঝল্‌কা **agj^{h}ɔlka** বি দ্র আগ্‌জল্‌কানো (পুরুলি ১৭)

আগ্‌ঠোঁইট্‌রা **agt^{h}õitra** বি যে আগ বাড়িয়ে কথা বলে who speaks uncalled for ছেলিয়াটা খুব্ আগ্‌ঠোঁইট্‌রা আছে—ছেলেটা খুব আগ্‌বাড়িয়ে কথা বলে (বাঁকুড়া ১, ১১) <অগ্র+

আগ্‌ডাল্ **agḍal** বি মগ্‌ডাল top branch of a tree (চব্বিশ ১৮, ২০ মেদিনী ২৮, ৩৪ হাওড়া ১০)

আগ্‌ডালি **agḍali** বি দ্র আগ্‌ডাল্ (পদিনা ১০)

আগ্‌ড়ুই **agḍui** বি দ্র আগ্‌ডাল্ (মুর্শিদা ১৭)

আগ্‌ড়ুম্ বাগ্‌ড়ুম্ খ্যালা **agḍum bagḍum k^{h}æla** বি একটি গ্রামীণ খেলা [পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েরা একত্রে গোল

হয়ে বসে। একজন সর্দার খেলোয়াড় থাকে। সে একটি ছোট গুটি হাতে নিয়ে একটু দূরে যায় এবং গুটিটি সকলের অলক্ষ্যে এক হাতের মুঠোয় রাখলেও দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে। এবার সে "আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডিম, যে না বলতে পারবে সে মুরগি চোর"—এই ছড়াটি বলে এক একজন করে সকলকে জিজ্ঞাসা করে গুটিটা কোন্ হাতে আছে। কোনো খেলোয়াড় পরপর দুবার সঠিক উত্তর দিতে পারলে তার 'উঠা' হয়, অর্থাৎ সে জয়ী হয় (চব্বিশ ৩১) অঞ্চল বিশেষে এই খেলার রকমফের আছে। কোথাও কোথাও দুই বা ততোধিক খেলোয়াড় পাশাপাশি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে একটি ছড়া বলে। ছড়াটি এই রকম :

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম্ সাজে।
ডাল্ মাগর্ ঘাগর্ বাজে ॥
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি।
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি ॥
কমলাপুলির বেটা।
সুয্যি মামার টেটা ॥
হাড়্ মুড়্ মুড়্ কালো জিরে।
উসুম্ কুসুম্ পানের বিঁড়ে ॥
একখিলি পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
মামার নামে টগরের ফুল ॥

একজন খেলোয়াড় এই ছড়ার প্রতিটি শব্দ বলার সময় বসে-থাকা সকল খেলোয়াড়ের এবং নিজের হাঁটু ছুঁয়ে যায়। যার যে হাঁটুতে ছড়ার শেষ শব্দটি উচ্চারিত হয় সেই হাঁটুটিকে খেলোয়াড় চুমা দিয়ে সরিয়ে নেয়। একে বলে 'উঠা'। পরবর্তী বার ঐ একই ভাবে ছড়া বলার সময় ঐ 'উঠা' হাঁটুটি বাদ যাবে। এই ভাবে যে খেলোয়াড়ের হাঁটুটি 'উঠা' হবে না সে হয় পরাজিত] (হাওড়া ১, ৮) a type of country game for children

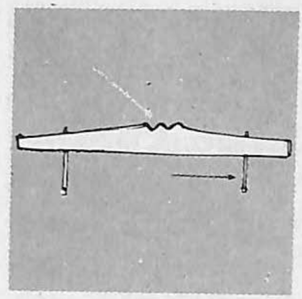


আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খ্যালা

আগ্‌ডুম্ মেরে বসা **agḍum mere bɔsa** ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা [আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলার খেলোয়াড়দের মতো বসা] to squat (চব্বিশ ১৯)

আগ্‌ড়া[১] **agṛa** বি অপুষ্ট বা চিটে ধান an un-pithed grain (চব্বিশ ১৫, ৩২ পুরুলি ৩, ৭, ১২, ১৪, ১৭ বাঁকুড়া ১৩, ১৯ বীরভূ ৩, ৭, ৮ মেদিনী ৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪ হাওড়া ১, ৩ হুগলি ১৬)

আগ্‌ডুম মেরে বসা—আগ্‌দানো



আঁগড়ো[২]

আগ্‌ড়া[২] **agṛa** বি আখ্‌ড়া a place or institution where persons assemble to practice anything esp. music, play-acting etc. (মেদিনী ৫, ৭, ১১)

আগ্‌ড়া[৩] **agṛa** বি ধানের তুষ the husk (চব্বিশ ৩৩ বর্ধমা ১৬)

আগড়া[৪] **agṛa** বি কাঁধ the shoulder (বর্ধমা ৪)

আঁগ্‌ড়া **ãgṛa** বি দ্র আগ্‌ড়া[৩] (মেদিনী ৩)

আঁগ্‌ড়াই **ãgṛai̯** বি আলস্য idleness, lethargy আঁগ্‌ড়াই তোঁড়াই—আলস্য ভাঙছি (মেদিনী ১৪) <সং ★অঙ্গপাটিক (সু সেন)

আঁগ্‌ড়া কাটি **ãgṛa kaṭi** বি দ্র আংরো[১] (নদীয়া ৪) <সং অঙ্গার+

আগ্‌ড়াখাকি **agṛakʰaki** বি কন্যা প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তার সঙ্গে যিনি যান [অনেকক্ষেত্রে তিনি কন্যার ঠাকুরমা বা দিদিমা সম্পর্কিত হন] she who accompanies a newly-wed bride to her father-in-laws house, usually a grand mother, maternal or paternal (কোচবি ২)

আগ্‌ড়াটুকি **agṛaṭuki** বি যে মহিলা চাল বা আটার ভুসি ঝাড়ে the woman who winnows rice or flour (জলপা ৭) দ্র আগড়া[৩]

আগ্‌ড়ানি **agṛani** বি নিতকনে [জলপাইগুড়ির এই অঞ্চলে অবিবাহিতাদের মতো বিবাহিতারাও নিতকনে হয়ে থাকেন] a bridesmaid (জলপা ৪, ১০)

আগ্‌ড়া-মথ্‌রা **agṛa mɔtʰra** বি দ্র আগ্‌ড়া[১] (বর্ধমা ১৮)

আগ্‌ড়ি **agṛi** বি দ্র আগ্‌ড়া[১] (মেদিনী ৮)

আঁগড়ো[১] **ãgṛo** বি উনান খোঁচানোর শিক a stick to poke fire (বর্ধমা ৯ হাওড়া ১ হুগলি ১১) <সং অঙ্গার+

আঁগড়ো[২] **ãgṛo** বি লাঙলের জোয়ালে আটকান বিশেষ ধরনের কাষ্ঠখণ্ড a specific piece of wood used in yoke (হাওড়া ১) <আঁকড়া+

আঁগড়ো দোড়ি **ãgṛo doṛi** বি দ্র আঁক্‌ড়ো দোড়ি (হাওড়া ১)

☆**আগ্‌দানো** **agdano** ক্রি শান দেওয়া to sharpen, to whet কোদালটা **ভোঁট্‌রে** গেছে আগ্‌দাইতে হবেক্—কোদালটা ভোঁতা হয়ে গেছে শান দিতে হবে (পুরুলি ৩) <সং অগ্র+দাত্র (সু সেন) ~করা[১] ক্রি শান দেওয়া to sharpen (বর্ধমা ১৪) ~করা[২] ক্রি গর্ত খুঁড়ে তাকে বুজিয়ে দেওয়া to fill up a pit after being dug (বাঁকুড়া ৯)



আগ্বালা

আগ্ধা পিঠা **agd^{h}a pit^{h}a** বি পায়ের তলার সামনের অংশ the front portion of the sole (of foot) (পুরুলি ৭)

আগ্ধাওনি চাইলোন্ বাতি **agd^{h}aoni cailon bati** বি বিবাহানুষ্ঠানে বরের বাড়িতে বরণডালায় যে কলা থাকে the bananas in the wicker-tray used in the marriage ceremony at the bridegroom's house (জলপা ৩)

আগ্না **agna** বি আঙিনা a courtyard (কোচবি ৩ বাঁকুড়া ১ বীরভূ ৮, ১১ মালদা ২, ৮ মুর্শিদা ১০) <সং অঙ্গন

আগ্নি **agni** বি রক্ষিতা concubine, kept (নদীয়া ৭) তু রাখনি

আগ্নি ধান্ **agni d^{h}an** বি আউশ ধান [এই ধান অগ্রহায়ণ মাসে পাকে] the paddy which ripens in the rainy season or in autumn (মুর্শিদা ১১) <সং অগ্রহায়ণ+

আগ্নিয়্যা **agniæ** বি দ্র আগ্না (বাঁকুড়া ১)

আগ্নে[1] **agne** বি দ্র আগ্না (বীরভূ ৭, ১১) ~ দ ক্রি [ধান তোলার জন্য] আঙিনা তৈরি করা to prepare a courtyard [for keeping the paddy] আগ্নে দইচি, এ্যাখুনি যাবো না—উঠান তৈরি করছি, এখন যাব না (বীরভূ ১১) তু আঙিনা দেওয়া

আগ্নে[2] **agne** বি একজাতীয় লতানে গাছের শিকড় [গরুর প্রসবের পর এই শিকড় গরুর গলায় বেঁধে দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস, এতে মন্দলোক তুক্তাক করে গরুর দুধ নষ্ট করতে পারে না] the root of a creeper [which is tied around cow's neck after delivery to prevent evil-eyes] (চব্বিশ ৭)

আগ্নে বিদায় **agne bidae** বি অগ্রহায়ণ মাসে মুসলিম সমাজে কন্যার শ্বশুরালয়ে পাঠানো তত্ত্ব [কন্যার বিবাহ যে মাসেই হোক না কেন অগ্রহায়ণ মাসেই এই তত্ত্ব পাঠানো হয়ে থাকে] customary gift sent by the bride's father to her in-laws in the eighth month of the Bengali calendar [especially in the Muslim society] (মুর্শিদা ২২) <সং অগ্রহায়ণ+

আগ্বালা **agbala** বি সোনার হাঙরমুখী বালা a gold bangle with shark face motif (মেদিনী ২০)

আগ্বোল্ ভাত্ **agbol b^{h}at** বি অন্নপ্রাশন বা সাধভক্ষণের অনুষ্ঠানে যার অন্নপ্রাশন বা সাধভক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকলের আগে তাকে যে ভাত পরিবেশন করা হয় [অনেকের ক্ষেত্রে এঁটো পাতে খাওয়ার নিয়ম থাকে] during the first rice-taking ceremony or during pre-confinement ceremony the first meal served to the person concerned (মুর্শিদা ৪)

আগ্মাস্ **agmas** বি মৃত্যুর ২১তম দিনের অশৌচ পালন অনুষ্ঠান a ceremony on the 21st day after death (বর্ধমা ১০) <অগ্র+

আগ্রা **agra** বি দ্র আগ্ড়া[1] (বর্ধমা ২, ১৫, ১৬ বাঁকুড়া ১২ হাওড়া ৩) ~পাতকুটা চিটে ধান সহ পাতা খড়কুটো (মেদিনী ২৪)

আগ্রা খৈ **agra k^{h}oi** বি বিয়ের পরদিন কনের সঙ্গে যে মেয়েটি বরের বাড়ি যায় the girl who accompanies the bride to her in-laws house (কোচবি ৩) দ্র আগ্ড়াখাকি

আগ্রা ঘোটা **agra g^{h}ota** বিণ দেশবিদেশ ভ্রমণকারী itinerant (নদীয়া ৬)

☆আগ্রানো **agrano** ক্রি নজর রাখা, পাহারা দেওয়া to guard ধান আগ্রিবা যা—ধান আগলাতে যা (মালদা ৫)

আগ্রাশি **agraʃi** বি ধান মাড়াইয়ের পর পড়ে থাকা কুটি, খড়ের টুকরো ইত্যাদি pieces of straw and other leftovers after threshing of paddy (মুর্শিদা ৯)

আগ্রুঙ্ **agruŋ** বি শিশুকে পিঠে বেঁধে নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত মোটা চাদর a coarse piece of cloth used to hold baby on one's back (পদিনা ৬ মালদা ১০)

আগ্রে রাখা **agre rak^{h}a** ক্রি আটকে রাখা to confine (পদিনা ২) <সং অর্গল+



আগরুঙ

আগ্র্যা **agræ** ক্রি ক্রিবিণ অপেক্ষায় বা অপেক্ষা করে awaiting আগ্র্যা রোহিস্—অপেক্ষা করে থাকিস (পদিনা ৯)

আগ্রো **agro** বি বাহুমূল axila (বীরভূ ১) <সং অগ্র-

আঁগ্রো দোড়ি **ãgro dori** বি লাঙলকে জোয়ালের সঙ্গে বাঁধার দড়ি a rope used to tie the yoke with the plough (হাওড়া ১)

আগ্রোন্ **agron** বিণ সাদামাঠা বা ঘরোয়া [ভাবে] in a simple way আগ্রোন্ কোরে পরা—সাদামাঠাভাবে বা ঘরোয়া ভাবে [কাপড়] পরা (পদিনা ১৫)

আগ্লা[1] **agla** বিণ ক্রিবিণ আলগা বা খোলা loose, open আগ্লা গা—খালি গা, দরজা আগ্লা রাখা—দরজা খোলা রাখা

(চব্বিশ ৩৬ নদীয়া ১১ মেদিনী ৬, ২০, ২৬) <সং অলগ্ন

আগ্‌লা২ **agla** ক্রিবিণ আল্‌গোছে avoiding contact আগ্‌লা কোরিয়া ধোরুঠু কেনি—আলগোছে ধরছিস কেন? (মেদিনী ২৬) <সং অলগ্ন

আগ্‌লা৩ **agla** বিণ অপ্রাসঙ্গিক এবং পুরানো [কথা] talks irrelevant and of the past (পদিনা ১০)

আগ্‌লা৪ **agla** ক্রি উপড়ানো to uproot অরা বাস্‌টা আগ্‌লাই ফেলিয়াহা—ওরা বাঁশটা উপড়ে ফেলল (মালদা ১১) <সং অলগ্ন

আগ্‌লা৫ **agla** বি হুড়কো, খিল bolt of a door (মেদিনী ১১) <সং অর্গল

আগ্‌লা৬ **agla** ক্রি পাহারা দেওয়া to guard (পুরুলি ৪)

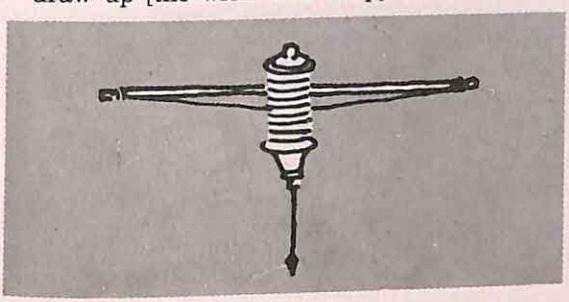
আগ্‌লা৭ **agla** বি মৃত পশুর [গরু মহিষাদি] ছাড়ানো চামড়ার অংশবিশেষ [পেটের অংশ বাদ দিয়ে বাকি চামড়াটিকে লম্বা ও আড়াআড়ি দুভাবে কেটে চার টুকরো করা হয়। সামনের দুই অংশের নাম আগ্‌লা, পিছনের দুই অংশের নাম চাক। পেটের তলার বাদ দেওয়া চামড়াটির নাম পেটেন] a portion of hide (বাঁকুড়া ৩)

আগ্‌লি১ **agli** ক্রিবিণ আগে, প্রথমে at first উ আগ্‌লি সাঁদালো মুই পাছ্‌লি সাঁদালো—ও আগে ঢুকলো আমি পিছনে ঢুকলাম (মেদিনী ১৭)

আগ্‌লি২ **agli** বিণ সামনের frontal আগ্‌লি দিক্—সামনের দিক্ ~কার্ বিণ সামনের frontal আগ্‌লিকার্ ঠ্যাং—সামনের পা (মেদিনী ৩, ১১, ৩৪) <সং অগ্র-

আগ্‌লি পাগ্‌লি **agli pagli** বিণ বোধশক্তিহীন dull headed (মালদা ৯) তু আবা আগল-পাগল

আগ্‌লে দেওয়া **agle deo̯a** ক্রি উস্কে দেওয়া to raise or draw up [the wick of a lamp] (হাওড়া ২)



আগর্৩

আগশলাই **agʃɔlai̯** বি দ্র আঁক্‌শলাই (মুর্শিদা ১৮)

☆**আগ্‌সানো** **agsano** ক্রি অগ্রসর হওয়া to proceed কাজ আগ্‌সায় না—কাজ এগোয় না (মুর্শিদা ৫) <সং অগ্রসর+

আগইচ্ **agi̯ic** বি ঠগা জালের (নদীতে মাছ ধরার একপ্রকার জাল) মুখ opening of a fishing net (মালদা ৭) <সং অগ্র+

আগড়১ **agɔṛ** বি বাঁশের কপাট a door made of bamboo (মেদিনী ১১ হুগলি ১০) <সং অর্গল

আগড়২ **agɔṛ** বি ধান ঝাড়ার পাটা [অনেক সময় বাঁশের কপাট ও শস্য ঝাড়ার পাটাতন হিসাবে ব্যবহৃত হয়] a threshing-platform (চব্বিশ ৩৩) <সং অর্গল

আগ্‌লা২—আঁগা



আগড়২

আগত্ **agɔt** ক্রিবিণ আগে in front, before উয়ায় আগত্ আগত্ যায়—সে আগে আগে যায় (কোচবি ৩, ৬, ৮) <সং অগ্র+

আগন্ **agɔn** বি দ্র অঘান্ (জলপা ৭)

আগন্ পেছন্ **agɔn pecʰɔn** বি ঘটক a match-maker (পুরুলি ১৩)

আগম্ নিগম্১ **agɔm nigɔm** ক্রিবিণ বিনা কারণে for nothing আগম্ নিগম্ উয়াকে ভ্যানড়াও ক্যানে—বিনা কারণে ওকে ধমকাচ্ছ কেন (কোচবি ২)

আগম্ নিগম্২ **agɔm nigɔm** বি ভূত ভবিষ্যৎ the past and the future (জলপা ১)

আগম্-নিগম্৩ **agɔm-nigɔm** ক্রিবিণ অগ্রপশ্চাৎ pros and cons মুই আগম্-নিগম্ না বুইঝা কথা কইবার না পারং—আমি অগ্রপশ্চাৎ না বুঝে কথা বলতে পারব না (কোচবি ২) তু অবণাগবণে কাহ্নু বিমণ ভইলা (চর্যা ৭)

আগর্১ **agɔr** ক্রিবিণ আগে before মুই আগর্ নিন্ পাড়িচুং—আমি আগে ঘুমোতাম (জলপা ৬ মেদিনী ২)

আগর্২ **agɔr** বি দ্র আগড়১ (নদীয়া ১০)

আগর্৩ **agɔr** বি তুরপুন carpenter's drilling tool **(পুরুলি ১১ বাঁকুড়া ৫, ১৫ মালদা ১ মেদিনী ২০)** <ইং auger ~ভোমর্ বি দ্র আগর৩ (বাঁকুড়া ৬)

আগরু **agɔru** ক্রিবিণ আগে before, early তুই আগরু আস্‌নে আমি তোকে দিঠি—তুই আগে এলে আমি তোকে দিতাম (মেদিনী ২)

আগল্ **agɔl** বি [ক্ষেতের রাতের] পাহারাদার the [night] watchman [of a corn field] (বীরভূ ৫) <সং অর্গল

আগল্‌টাপ্‌ড়া **agɔlṭapṛa** ক্রি আগ বাড়িয়ে কথা বলা to talk unsolicitedly অত আগলটাপ্‌ড়া মারিসি না ত—এত আগ বাড়িয়ে কথা বলিস না ত (মেদিনী ২৬)

আগল্‌টাপা **agɔlṭapa** বিণ আগ বাড়িয়ে বলা কথা the unsolicited talk আগল্‌টাপা কথা কোইতে হবে নি—আগ বাড়ানো কথা বলতে হবে না (মেদিনী ৬)

আগা১ **aga** বিণ আগের former আগা দিন্—গতকাল (জলপা ৭)

আগা২ **aga** বি আশঙ্কা apprehension আগা লিচ্চে—আশঙ্কা হচ্ছে (বাঁকুড়া ৩)

আঁগা **ãga** বি জামা any garment for the upper part



আগাচা— আগাল্ পান্

আগাল্²

of the body আঁগার্ থোড়ি—জামার পকেট (মেদিনী ৮) <সং অঙ্গা

আগাচা agaca বি গাছের শীর্ষদেশ the top of a tree (চব্বিশ ৯) <সং অগ্র+

আগাছা মাচ্ agac^{h}a mac বি জিওল মাছ a fish kept living in a small pot with water (হুগলি ১৯)

আগাড়্¹ agaṭ বি বোঝাই করা গরুর গাড়ির সামনের দিক ভারি হয়ে যাওয়া অবস্থা over-loading front portion of a bullock-cart (পুরুলি ১৭ বাঁকুড়া ২, ৫) <সং অগ্র+

আগাড়্² agaṭ বি [গাছের] অগ্রভাগ the top [of a tree] (মালদা ১)

আগাড়্ ভাগাড়্ agaṭ b^{h}agaṭ বি আনাচ-কানাচ nook and corner (নদীয়া ১০)

আগাড়ি agaṭi বি অগ্রিম first, eldest (কোচবি ৮)

আগাতিকার্ agatikar বিণ সম্মুখের frontal আগাতিকার্ দাঁত্—সামনের দাঁত (পদিনা ৪)

আগা দিক্ aga dik বি সম্মুখ the front আগাদিক্ থেকে হোইটা জা—সামনের দিক থেকে সরে যা (মুর্শিদা ২৩) <সং অগ্র+

আ-গাধুয়া a-gad^{h}ua বিণ গা না ধোয়া অবস্থা unwashed [condition of body] (মেদিনী ১৯)

আগানি agani বি পূজার্চনা ইত্যাদির জন্য আগে তুলে রাখা ফল-মিষ্টি the sweetmeats and fruits kept separate for offering to God (মুর্শিদা ১৭) <সং অগ্র-

আগা পা aga pa বি পায়ের পাতার সম্মুখভাগ the front part of the sole (মেদিনী ২৭)

আগাপিগে agapige বি গণ্ডগোল uproar (হুগলি ১৫)

আগাপিছা agapic^{h}a ক্রিবিণ উপর্যুপরি one after another, consecutive (পদিনা ১০)

আগা পেইড়ি কথা aga peiṛi kɔt^{h}a বি আগ বাড়ানো কথা uncalled-for utterance or talk (মুর্শিদা ৫) <আগ+

আগাবগল্কার্ agabɔgɔlkar বিণ দ্র আগ্লি² আগাবগল্কার্ দাঁত্—সামনের দাঁত (মালদা ১১)

আগাভাঙা agab^{h}aŋa বি জমিতে প্রথম চাষ the first annual tilling of land (মেদিনী ২৪) <সং অগ্র+

☆**আগাভিত্ agab^{h}it** ক্রিবিণ সম্মুখ the front **মোর্** আগাভিতে খাড়া হ—আমার সামনে দাঁড়া (মালদা ৯)

আগাম্ ভাতালি agam b^{h}atali বি মজুরকে ধান বা চাল অগ্রিম ঋণ দিয়ে অন্য সময় কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রথা a system in which paddy or rice lent to a labourer which he repays by his labour at any time of the year (মেদিনী ২৫)

আগামাখার্ agamak^{h}ar বিণ দ্র আগ্লি² আগামাখার্ দাঁত্—সম্মুখের দাঁত (পদিনা ১)

আগামুনে agamune বিণ সামনে in front of (মুর্শিদা ২০)

আগায় দেওয়া agae̯ deo̯a ক্রি উস্কে দেওয়া to raise or draw up (the wick of a lamp) (পদিনা ১১) <সং অগ্র+

আঁগার্ টুনি āgar ṭuni বি মৌটুসি পাখি the purple sunbird. Nectarinia asiatica (পুরুলি ১৩) <সং অঙ্গার+সাঁও টুনি (Campbell)

আগারাত্ agarat বি মাঝরাত midnight (পদিনা ১০) <সং অগ্র+রাত্রি

আগাল্¹ agal বি ১ ডগা [নাক, বাঁশ ইত্যাদির অগ্রভাগ] tip, top (দার্জিলি ৩ পদিনা ৮, ১০, ১২, ১৪ পুরুলি ১৪ বীরভূ ৫ মালদা ২, ৬ মুর্শিদা ২, ১২, ২২) আগাল্ ভাঙা বাঁশ্—মুড়া বাঁশ (মুর্শিদা ২২) ২ গাছের শীর্ষভাগ the top of a tree (কোচবি ২, ৬ পদিনা ২, ১৫ মালদা ১১ মুর্শিদা ১৭) এ্যাকারে আগালে উঠ্সে—একেবারে মগ্ডালে উঠেছে (কোচবি ৩) আগালের ঠেল্—মগডাল (কোচবি ৮) <সং অগ্র+ল (আঞ্চলি)

আগাল্² agal বি ধানের আঁটির ছোট বোঝা a small sheaf of paddy (পদিনা ১) দ্র আগাল্¹



আঁগার্ টুনি

আগাল্³ agal বি পুকুরপাড়ে জলের ধার বরাবর ভিজে জায়গা damp area along the bank of a pond (বাঁকুড়া ১৫, ১৭) দ্র আগাল্¹

আগাল্ গুহা agal guha বিণ আগাগোড়া, সবিশেষ (খবর) (information) in detail (পদিনা ৪ মালদা ৪) আগাল্ গুহা জানিস্ ওদের্—ওদের সবিশেষ (খবর) জানিস ? (মালদা ৪)

আগাল্ গোড়া agal goṛa বিণ আগাগোড়া from top to bottom (মুর্শিদা ২২)

আগাল্ ডাল্ agal ḍal বি মগডাল the topmost branch of a tree (মালদা ৪) দ্র আগাল্¹

আগাল্ পান্ agal pan বি অগ্রভাগে হওয়া পান a betel

leaf that grows on the top branch of the creeper (মেদিনী ৩৫)

আগালা **agala** বি চালের খুদ broken rice (মুর্শিদা ১৯) <সং অগ্র+ল+আ (আঞ্চলি)

আগালি[1] **agali** বি দ্র আগাল্[1] (কোচবি ৮ জলপা ৬ দার্জিলি ২ মুর্শিদা ২৩ মেদিনী ২৪ হাওড়া ৮, ১০)

আগালি[2] **agali** বি দ্র আগালা (নদীয়া ১০ বর্ধমা ২, ১২, ১৬, ২৩ মুর্শিদা ১৭ হুগলি ১, ৫) <আগাল্+ই (আঞ্চলি)

আগালি ঘাটা **agali g^{h}aṭa** বি খুদের জাউ porridge made of broken rice (বর্ধমা ১৯)

আগালি শিন্টা **agali ʃinṭa** বি পাটকাঠির উপরিভাগ the tip of the stalk of a dried jute plant (পদিনা ১১)

আগালের্ পাত্ **agaler pat** বি আগে বা সবার উপরে থাকে যে (কলাগাছের) পাতা [এটি সবার শেষে জন্মায় এবং জড়ানো, অখণ্ড ও লম্বভাবে থাকে] the top leaf of a plantain tree (বীরভূ ৯) <সং অগ্র+

আগাশ্ **agaʃ** বি আকাশ the sky (বর্ধমা ২২ হাওড়া ৩)

আঁগাশ্ **ãgaʃ** বি ছাগলের মেটুলি liver of a goat (বর্ধমা ১৮, ২৬) <সং অঙ্গ+

আগাস্টি **agaʃṭi** বি মাসের প্রথম দিন [যাত্রার পক্ষে অশুভ বলে গণ্য। অগস্ত্যমুনি ভাদ্র মাসের প্রথমদিন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। আর ফিরে আসেন নি। সেই কারণে মাসের প্রথমদিন যাত্রা নিষিদ্ধ] the first day of any month of the Bengali calendar [considered to be inauspicious for any journey as it is said that the sage Agasta started his journey on the first day of fifth month of the Bengali calendar and he never returned] (মেদিনী ২৫) <সং অগস্ত্য দ্র অগোস্তি

আগাস্ **agas** বি দ্র আগাশ্ (মেদিনী ১১ হুগলি ১০) আগাস্ কড়্কাচ্চে—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে (হুগলি ১০)

আঁগাসে পিত্ **ãgase pit** বি লাজলজ্জা shyness উয়ার্ আঁগাসে পিত্ নাই—ওর (শরীরে) লাজলজ্জা নাই (বাঁকুড়া ১)

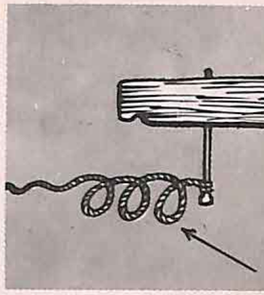
আগাহাল্ **agahal** বি সামনের হাল বা লাঙল, [কোনো জমি চাষ করার সময় যদি একাধিক লাঙল ব্যবহার করা হয় তবে একেবারে সামনে যেটি থাকে] the first plough in a row during the tilling of a land (পদিনা ৭) <সং অগ্র-+হল-

আগি[1] **agi** বি গরুর গাড়িতে গরুকে জোয়ালের সঙ্গে যে দড়ি দ্বারা যুক্ত করা হয় [লাঙলের জোয়ালে গরুকে যে দড়ি দ্বারা যুক্ত করা হয় তাকে বলে কানজুতি] a rope to tie the bullock to the yoke of the bullock-cart (বীরভূ ১)

আগি[2] **agi** অসক্রি ১ এগিয়ে going forward (কোচবি ৩ মেদিনী ৬) ২ (সাফল্যের ক্ষেত্রে) এগিয়ে advanced পড়াশুনাঁয় সে আগি আছে—পড়াশোনায় সে (অন্যদের তুলনায়) এগিয়ে আছে। (মেদিনী ২২, ২৬)

আগি[3] **agi** অসক্রি রেগে being angry খুব আগি গ্যালো—খুব রেগে গেল (পদিনা ১০) <রাগিয়া

আগিন্ **agin** বি আগুন fire, flame (পদিনা ২, ৯ মুর্শিদা ২৩) আগিন্খান্ মিজে গেল্—আগুনটা নিবে গেল (পদিনা ২) <সং অগ্নি



আগি[1]

আগিনা[1] **agina** বি আঙিনা, উঠান a courtyard (কোচবি ৪, ৮ জলপা ৭ দার্জিলি ২ পদিনা ৭, ১০, ১৪ বাঁকুড়া ১৪ মালদা ৪) আগিনাৎ ধান আছে—আঙিনাতে ধান আছে (কোচবি ৪) <তু আবা আঙিনা

আগিনা[2] **agina** বি কাজল collyrium (কোচবি ৬)

আগিন্যা **aginæ** বি দ্র আগিনা[1] (পদিনা ১০)

আগির্বান্ **agirban** বি এক জাতীয় সাদা মোটা আমন ধান a variety of coarse autumn paddy (হাওড়া ৩)

আগিল্কার্ **agilkar** বিণ আগেকার former (পদিনা ৪)

আগিল্গিল্ করা **agilgil kɔra** বি গা বমি বমি ভাব nausea (জলপা ১০) তু আবা গা ঘিন্ ঘিন্ করা

আগিলা **agila** বিণ আগের, পূর্বের elder, former (কোচবি ৪, ৬ জলপা ৭ পদিনা ১০, ১৪ মালদা ২) আগিলা মান্শি—আগের দিনের মানুষ (কোচবি ৬) আগিলা কালে—আগের কালে (মালদা ২) আগিলা ভাই—অগ্রজ ভাই (জলপা ৭)

আগিলা-পাসিলা **agila pasila** বি অগ্রপশ্চাৎ considering pros and cons (কোচবি ৮)

আগিলা মতনে **agila mɔtɔne** বিণ গতানুগতিক (আগের মতনই) as usual (জলপা ৭)

আগিল্যা **agilæ** বি চালের খুদ broken rice (মুর্শিদা ১৭) দ্র আগালা

আগু[1] **agu** ক্রিবিণ পূর্বে, আগে in the past কথাটা অনেকদিন্ আগু শুইথিলি—কথাটি বহুদিন পূর্বে শুনেছিলাম (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬)

আগু[2] **agu** ক্রিবিণ সামনে, আগে, পুরোভাগে in front (বাঁকুড়া ৪ মুর্শিদা ২ মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬ হাওড়া ১, ৮) সে আগু আছে না পিছিইছ্যা—সে সামনে আছে না পিছিয়ে গেছে? (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬) উ আগুয়ায়ও নাই আর পেছায়ও নাই—ও এগিয়েও যায় নি আবার পিছিয়েও আসে নি (বাঁকুড়া ৪)

আগু[3] **agu** ক্রিবিণ আগে, প্রথমে at first, first of all কুন্টা আগু খাবু ক ত—কোন্টা প্রথমে খাবি বলতো? (মেদিনী ৬, ১৯, ২২, ২৬) কুন্টা আগু খাবু আর কুন্টা পচ্ছে খাবু—কোন্টা প্রথমে খাবি আর কোন্টা পরে খাবি (মেদিনী ৮)

আগু[4] **agu** অসক্রি এগিয়ে to go forward আগু যা—এগিয়ে যা (হুগলি ১২)



আগুন্ জালা পাখি

আগুই agui ক্রিবিণ সর্বপ্রথমে at first আগুই দিয়াল্‌টা লিকাচ্ছে—সর্বপ্রথমে দেওয়ালটা নিকিয়ে দিচ্ছে (বাঁকুড়া ১৪) দ্র আগু^{৩}

আগুকার্ agukar বিণ আগেকার of the past সে আগুকার্ কথা—সে আগেকার কথা (মেদিনী ৬)

আগুচিড়া aguciṛa বি (জমিতে) বৎসরের প্রথম কর্ষণ the first annual tilling of land (মেদিনী ১৯) দ্র আগাভাঙা <সং অগ্র+চির-

আগুচুটি agucuṭi বি গাছের শীর্ষদেশ দ্র আগাল^{১} (মেদিনী ১৩) <সং অগ্র+চূড়া

আঁগুঠি ãguṭ^{h}i বি আংটি the ring (বীরভূ ২)

আগুড়্^{১} aguṛ বি একপ্রকার মোটা আমনধান যা সর্বাগ্রে পাকে [এইজন্য এই ধানের চালে নবান্ন হয়। একে ধলা ধানও বলা হয়] a variety of coarse paddy harvested first in autumn আগুড়্ ধানে নয়া খায় ঠাকুরঠুকুর পুজি—ঠাকুরকে নিবেদন করে আগুড়্ ধানের চালে নবান্ন খায় (কোচবি ৪)

আগুড়্^{২} aguṛ বি বাঁশের দরজা দ্র আগড়্ (পুরুলি ৭, ১২, ১৭ বাঁকুড়া ১, ১৬ বীরভূ ৫ মেদিনী ৩২) আগুড়্টা লাগায় দে—দরজা বন্ধ করে দে (পুরুলি ১২) <সং অর্গল

আগুড়্^{৩} aguṛ বি খিল a bolt (of a door) (মেদিনী ৩৩) <সং অর্গল

আঁগুড়া ãguṛa বি কামারশালে আগুন খোঁচানোর লোহার শিক a poker in a smithy (মেদিনী ২৭)

আগুড়ি^{১} aguṛi বি ছাঁচতলা the space below the eaves (পদিনা ৭ মালদা ৪)

আগুড়ি^{২} aguṛi ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি quickly আগুড়ি হাট জাবার খাইবে—তাড়াতাড়ি হাট যেতে হবে (কোচবি ১)

আঁগুড়ি ãguṛi বি আঙুল the finger (মেদিনী ৩১) <সং অঙ্গুলি

আগুড়ি জাওয়া aguṛi jaọa বি (সর্দিতে গলা) বন্ধ হয়ে যাওয়া choking of voice (because of a bad cold) সর্দিটা আসি গলাটা আগুড়ি দিল—সর্দিতে গলা বন্ধ হয়ে গেল (বাঁকুড়া ১৭) <সং অর্গল+

আগুতি aguti ক্রিবিণ আগে formerly (পদিনা ১৩)

আগুতে agute ক্রিবিণ আগে in front of উয়ার আগুতে আর কিছু নাই—ওর আগে আর কিছু নাই (বাঁকুড়া ৭)

আগুধার্ agud^{h}ar বি সম্মুখভাগ the front (বাঁকুড়া ৭)

আগুন্ agun বি অগ্রহায়ণ the eighth month of the Bengali calendar (পদিনা ১৪)

আগুন্ কত্তা agun kɔtta বি অগ্নিকর্তা, যে শবের মুখাগ্নি করে one who puts fire to the funeral pyre [according to the Hindu custom the son (preferably the eldest one) of the deceased person performs such rites] (মেদিনী ২৭, ৩৪)

আগুন্ কাঠিয়া agun kaṭ^{h}ia বি অগ্নিকর্তা দ্র আগুন্ কত্তা (মালদা ৩)

আগুন্ কাড়্তিয়া agun kaṛtia বি দ্র আগুন্ কত্তা (মালদা ২, ৩)

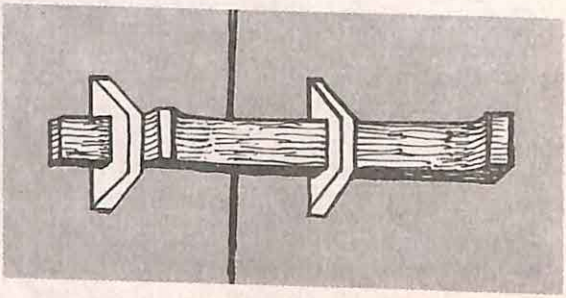
আগুন্ কার্জা agun karja বি দ্র আগুন্ কত্তা (মালদা ১)

আগুন্ খোলার্ মত ফর্সা agun k^{h}olar mɔtɔ p^{h}ɔrsa বিণ খুব ফরসা (দেহের দুধে-আলতা রং) highly fair complexion (of a person) উ আগুন্ খোলার্ মত ফর্সা বটে—ও খুব ফরসা (দুধে আলতা রঙের) অবশ্যই (বাঁকুড়া ১)

আগুন্ চেমারি agun cemari বি ঝিঁঝি পোকা the cricket (কোচবি ৬)

আগুন্ চেয়াড়ি agun ceaṛi বি বড় জাতের বিছা scorpion (মালদা ৩)

আগুন্ ছাড়ানি agun c^{h}aṛani বি বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান [মাতা বা পিতার মৃত্যুর পরে একবছর শ্রাদ্ধকারী পুত্র নিজ পরিবার ও মাতুলালয়ের বাইরে রান্না করা খাবার খেতে পারে না] performance of a *srāddha* ceremony after one year (হাওড়া ১০)



আগুড়্^{৩}

আগুন্ জালা পাখি agun jala pak^{h}i বি বুলবুল a bird of the Pycnonotus genus, the Bulbul (হাওড়া ৩)

আগুন্ জুম্ড়া agun jumṛa বি পোড়া কাঠ a burnt log (বাঁকুড়া ১৩)

আগুন্ দাও খ্যালা agun daọ k^{h}æla বি গ্রামীণ খেলা বিশেষ [মোট পাঁচজন খেলোয়াড় এই খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। একটি চতুষ্কোণ স্থানের চারকোণে চারজন খেলোয়াড় এবং মাঝখানে পঞ্চমজন থাকে। এই মাঝের খেলোয়াড় যে-কোনো একটি কোণের খেলোয়াড়ের কাছে 'আগুন দাও' বলে আগুন চাইতে যায়। মাঝের খেলোয়াড় যে মুহূর্তে নিজের জায়গা ছেড়ে বেরোয় অন্যান্য

খেলোয়াড়রা তখন নিজের নিজের স্থান পরিবর্তনের জন্য ছোটে। চারটি কোণ দখলে এই পাঁচজন ছেলের প্রতিযোগিতায় যে হেরে যায় তাকেই আবার মাঝখানে দাঁড়াতে হয়] a rural game played by five participants [to some extent similar to the musical chairs] (হাওড়া ৩)

আগুন্ দেওয়া[১] **agun deoa** ক্রি চিতায় আগুন লাগানো [মৃতের প্রতি পালনীয় হিন্দু আচার] **to light up a funeral** pyre (মেদিনী ২২, ২৬ হাওড়া ১, ৮)

আগুন্ দেওয়া[২] **agun deoa** ক্রি মৃতের পুত্রের দ্বারা মৃতের চোখের দুই পার্শ্বে ঘৃত-দীপের আগুন স্পর্শ করা to touch the two sides of the eyes of a deceased person by his son with a lighted lamp (পদিনা ৫)

আগুন্ পোয়ানা agun poana ক্রি আগুন পোহানো warming up before fire (মেদিনী ১৭)

আগুন্ ফাঁড়া agun p^{h}aṛa বি জ্বলন্ত কাঠকয়লা burning charcoal (মেদিনী ২৫) <সং অগ্নি+স্ফোটক

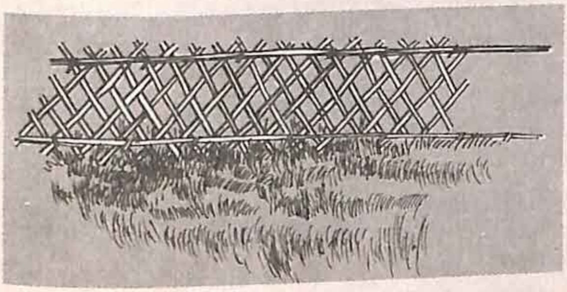
আগুন্ বান্ agun ban বি এক শ্রেণীর মোটা আমন ধান a variety of coarse paddy produced in autumn (হাওড়া ৩, ৬, ১০)

আগুনি[১] **aguni** বিণ (আগুনের শিখার মত) উজ্জ্বল বর্ণের bright (কোচবি ৪) <সং অগ্নি-

আগুনি[২] **aguni** ক্রিবিণ আগে থেকে in advance আগুনি কোইলুনি কেনি—আগে থেকে বললি না কেন? (মেদিনী ২২)

আগুনিয়া agunia বি অগ্নিকর্তা দ্র আগুন্ কত্তা (পদিনা ১১)

আগুনু[১] **agunu** ক্রিবিণ দ্র আগুনি[২] আগুনু কয়্যা রাখ্‌ছ্যা সে আইস্‌বে নি—আগে থেকে বলে রেখেছে সে আসবে না (মেদিনী ২২)

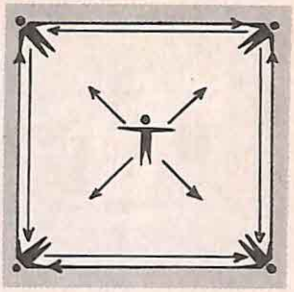


আগুর্

আগুনু[২] **agunu** ক্রিবিণ আগে থেকেই from earlier time তান্‌ন্যে আগুনু মাছ ধর্য়োঠ্যা—তারা আগে থেকেই মাছ ধরেছে (মেদিনী ২২)

আগুনু[৩] **agunu** ক্রিবিণ প্রথম থেকে from the beginning আগুনু নাই শুনল্যে তুই বুজ্‌বি কি কর‍্যা—প্রথম থেকে না শুনলে তুই বুঝবি কি করে? (মেদিনী ২২)

আগুনে বাত্ agune bat বি এক ধরনের চর্মরোগ [এই রোগ হলে হাতের তালুতে ফুস্কুড়ি হওয়ার পর তা শুকিয়ে চামড়া ওঠে] a kind of skin disease [after blistering the



আগুন্ দাও খ্যালা

skin peels off the palm] (বর্ধমা ২৩ বাঁকুড়া ৪ হাওড়া ২ হুগলি ৫)

আগুনের জিভ্যা aguner jib^{h}æ বি আগুনের শিখা the flame of fire (মুর্শিদা ২১)

আগু পেচু agu pecu ক্রিবিণ অগ্রপশ্চাৎ pros and cons (বর্ধমা ৫)

আগুমা aguma ক্রিবিণ আগের দিকে, সম্মুখভাগে in front আগুমা বুস্‌ল্যে ভাল হোইত্‌ত—আগের দিকে বসলে ভাল হত (মেদিনী ২২, ২৬)

আগুমুআ agumua ক্রিবিণ দ্র আগুমা তোন্‌ন্যাক্যে কে আগুমুআ জাইতে কয়ঠ্যে—তোদেরকে কে আগে যেতে বলছে (মেদিনী ২২, ২৬)

আগুয়া চিরা agua cira ক্রি (জমিতে) বৎসরের প্রথম কর্ষণ দ্র আগুচিড়া আগুয়া চিরা হোইচে—প্রথম লাঙল দেওয়া হয়েছে (মেদিনী ২) <সং অগ্র+চির-

আগুয়া জোমি agua jomi বি গোচারণ ভূমি, পতিত বা প্রান্তভাগের জমি [গোচারণভূমি গ্রামের একপ্রান্তে থাকে] pasture (মেদিনী ৩৪)

আগুয়ান্ পেছান্ aguan pec^{h}an বি ঘটক a go-between (পুরুলি ১১)

আগুয়া পেছুয়া agua pec^{h}ua বি দ্র আগুয়ান্ পেছান্ (পুরুলি ৪, ৫)

আগুয়ায় aguae ক্রিবিণ পূর্বে before (পদিনা ৩) <সং অগ্র-

আগুয়ারি aguari বিণ অগ্রণী leading ওআই কাজে খুব আগুয়ারি—ও (সে) কাজে খুব অগ্রণী (মালদা ১১) <*অগ্রকার+(সু সেন)

আগুয়াল্ agual বিণ উর্বর জমি a fertile land (কোচবি ৪)

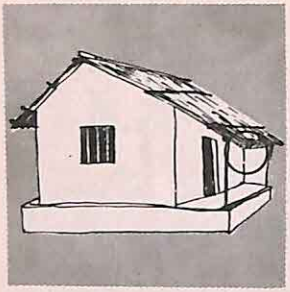
আগুর্[১] **agur** বি ছাঁচতলা দ্র আগুড়ি[১] (পদিনা ১)

আগুর্[২] **agur** বি বাঁশের কপাট দ্র আগড়্ (বর্ধমা ৫)

আগুর্[৩] **agur** বি বাঁশের বেড়া a fence made of bamboo (বীরভূ ৫) <সং অর্গল

আগুর্[৪] **agur** বি দাদন, অগ্রিম advance (পদিনা ৭)

আগুর্ দিন্ agur din বি ১ গত দিন the last day আগুর্ দিন্ ত দ্যাখা হোইথ্‌ল, ভুলিইছ—গত দিন তো দেখা হয়েছিল, ভুলে গেছ? (মেদিনী ২৬) ২ গত সাক্ষাৎকারের সময় at the last meeting আগুর্ দিন্ তুমি ত উল্‌টা কথা কোইথ্‌ল—আগের সাক্ষাৎকারের সময় তুমি তো উল্টো কথা বলেছিলে (মেদিনী ২২)



আগুর্ দিনা—আগোড়্ পাগোড়্ কোরে

আগোইড়্

আগুর্ দিনা agur dina বি দ্র আগুর্ দিন[2] আগুর্ দিনা সে কোইথ্‌ল বোল্যা ত আজ আস্‌সি—আগের দিন সে বলেছিল বলে তো আজ এসেছি (মেদিনী ২১, ২২)

আগুর্‌মা agurma ক্রিবিণ সামনের দিকে forward সে আগুর্‌মা যাইছ্যে কিঁনা দ্যাখ্—সে সামনের দিকে গেছে নাকি দেখ্ (মেদিনী ২২, ২৬)

আগুর্‌মুআ agurmua ক্রিবিণ দ্র আগুর্‌মা সে ত খেলি লিয়া আগুর্‌মুআ আগিইছ্যে—সে তো মাছের ছোট ঝুড়ি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে (মেদিনী ২২, ২৬)

আগুরি aguri বিণ আগে before ও পূজা আগুরিও হয়—ও পূজা (নির্দিষ্ট সময়ের) আগেও হয় (নদীয়া ৪) <সং অগ্র-

আগুরিপাক্ aguripak বি একপ্রকার মোটা আমন ধান যা প্রথমে পাকে [এই ধান কাটার সময় জমিতে জল থাকে বলে এই ধানকে জলভাসাও বলা হয়] দ্র আগুড়্[2] (জলপা ১, ৭) <সং অগ্র+পক্ব

আগুল্ agul বি আঙুল the finger (মেদিনী ৫) <সং অঙ্গুলি

আঁগুল্ ãgul বি দ্র আগুল্ (হুগলি ১)

আঁগুল্‌পুটি ãgulputi বি আঙুলহাড়া whitlow (বর্ধমা ২৩)

আগুলা agula ক্রি আগ্‌লানো বা পাহারা দেওয়া to keep watch over মাঠে ধান আগুলা হয় (পুরুলি ৩, ৬ বাঁকুড়া ৪, ১৫, ১৭ হাওড়া ১) <সং অর্গল

আগুলানা agulana ক্রি আট্‌কানো বা ঘিরে রাখা to obstruct আমি রেইতের ব্যালা আসতেছিলি, পথে চোর আগুলায় ছিল—রাত্রে আসছিলাম, পথে চোর আমাকে আটকেছিল (বাঁকুড়া ১৭) <সং অর্গল+

☆**আগুলানো agulano** ক্রি আটকে রাখা to confine আমাকে আগুল্‌ছি ক্যানে ছাড়ি দে—আমাকে আটকাচ্ছিস কেন, ছেড়ে দে। আস্‌ছিলম, আমাকে রাস্তায় আগ্‌লাইটেক্—আসছিলাম, আমাকে রাস্তায় আটকালো (পুরুলি ৩, ৬) <সং অর্গল+

আঁগুলি ãguli বি আঙুল দ্র আগুল্ (মেদিনী ৮, ১৮)

আঁগুলি পঁঝা ãguli pɔ̃j^{h}a বি দুই আঙুলের মাঝের স্থান the space between two fingers (মেদিনী ৩১)

আগুলি রাখা[1] aguli rak^{h}a ক্রি আগলে রাখা, চোখে চোখে রাখা to watch, to protect (বাঁকুড়া ১৮) <তু আবা আগলাইয়া রাখা

আগুলি রাখা[2] aguli rak^{h}a ক্রি আট্‌কিয়ে রাখা to confine আমি ছেলেটাকে আগুলে রেখেচি—আমি ছেলেটাকে আট্‌কিয়ে রেখেছি (বীরভূ ১২)

আগে করার্ age kɔrar বিণ আগেকার as before আগে করার্ মত শীত পড়েনি—আগেকার মত শীত পড়ে না (মেদিনী ১৫, ৩৫)

আগে দেওয়া age deo̯a ক্রি উস্‌কে দেওয়া [প্রদীপ ইত্যাদি] to trim the wick (পদিনা ১৪)

আগে ধরা age d^{h}ɔra ক্রি আগলানো বা পাহারা দেওয়া to guard (জলপা ৩)<সং অর্গল+

আগে-মাগে age-mage ক্রিবিণ সর্বাগ্রে at first (হাওড়া১)

আগো[1] ago বিণ ১ অগ্র, প্রথম first, foremost <সং অগ্র ~ **কাটা** ক্রি (জমিতে) বৎসরের প্রথম কর্ষণ (হাওড়া ২, ৩, ৮, ১০) ~ ☆ **কাড়ানো** ক্রি প্রথম কর্ষণ (চব্বিশ ৪) বিচ্ বড়ো হোয়ে গ্যালো এ্যাখুনো জোমিতে আগো কাড়া হোলো নে—বীজতলা বড় হয়ে গেল এখনো জমিতে প্রথম কর্ষণ হল না (হাওড়া ১) ~ **চেরা** ক্রি প্রথম কর্ষণ (হাওড়া ৮, ১০) ~ **ফাড়া** ক্রি প্রথম কর্ষণ (হাওড়া ৬) ~ **ভাঁগা, ভাঙা** ক্রি প্রথম কর্ষণ (হাওড়া ১) ~ **ভাত্** বি ভাতের অগ্রভাগ [ভাতের (পরমান্ন) কিছুটা অংশ দেবতাকে নিবেদন করার জন্য রেখে তারপর বাড়ির লোকজনদের জন্য নেওয়া হয়] ভুজোনোর্ জোন্নে আগো ভাত্ রেকে দিয়ে লোকেদের খেতে দিবে—অন্নপ্রাশনের জন্য ভাতের অগ্রভাগ রেখে দিয়ে নিমন্ত্রিতদের খেতে দেবে (হাওড়া ১) ২ অব্যবহৃত ~ **জোমি** বি যে জমিতে লাঙল করা হয় নি unploughed land (চব্বিশ ২০) বানের ভয়ে চাষ্ করে নে বিঘে বিঘে আগো জোমি পোড়ে—বন্যার ভয়ে চাষ করে নি বিঘের পর বিঘে অকর্ষিত জমি পড়ে আছে (হাওড়া ১) ~ **বিড়ি** বি অব্যবহৃত বিড়ি এ্যাক্‌টা আগো বিড়ি রেকেচিনু কে খেয়ে আদ্‌খানা কোর্‌লে—একটা অব্যবহৃত বিড়ি রেখেছিলাম কে খেয়ে আধখানা করলে (হাওড়া ১)

আগো[2] ago অ ওগো a term of address (মেদিনী ১৯) দ্র অআ

আগোইড়্ agoiṛ বি খড়ের চালের প্রান্তে যে মোটা এবং অতিরিক্ত একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া হয় an extra projection over the main thatch (পুরুলি ১৪)

আগোইর্ agoir বি বাঁশের দরজা a door made of bamboo (বীরভূ ১০) দ্র আগুর্[2]

আগোড়্[1] agoṛ বি সূত্রধরের তুরপুন, ভ্রমর an auger (বর্ধমা ৯ বীরভূ ৪ হুগলি ৫) <ইং auger

আগোড়্[2] agoṛ বি বাঁশের দরজা বা ঝাঁপ বা বেড়া a door or fence made of bamboo (নদীয়া ১০ মেদিনী ১৯ হাওড়া ৩, ৬) <সং অর্গল

আগোড়্[3] agoṛ বি ধান ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত বাঁশের পাটাতন [আগড়, আগোড়=বাঁশের দরজা, এই দরজাকেই ধান ঝাড়ার কাজে ব্যবহার করা হয়] a deck made of bamboo to thresh paddy (চব্বিশ ৪, ১৫, ২০ হাওড়া ৩, ১০ হুগলি ৫, ৮)

আগোড়্[4] agoṛ বি ছোট খুর্‌পি a small spud (মেদিনী ২৪)

আগোড়্ পাগোড়্ কোরে agoṛ pagoṛ kore অসক্রি গপ্‌গপ্

করে বা ব্যস্ততার সঙ্গে (খাওয়া) a hurried (meal) আগোড়্ পাগোড়্ করে খাচ্ছে—গপ্‌গপ্ করে খাচ্ছে (হুগলি ১) তু আবা আঁকড়ে-পাঁকড়ে, আঁকু বাঁকু

আগোড়ে ঘুড়ি **agoṛe g^{h}uṛi** বি একপ্রকার ঘুড়ি [বাঁশের সরু বাতার তৈরি কাঠামোর উপর আঠা দিয়ে কাগজ মারা হয়। এই ঘুড়ির লেজ আছে। আয়তনে সাধারণ চলতি ঘুড়ির থেকে বেশ বড়। আকৃতিতেও নতুনত্ব আছে] a type of kite (চব্বিশ ১৫)

আগোত্ **agot** ক্রিবিণ আগে in the past মুই আগোত্ ইস্‌কুলোৎ পোড়িচু—আমি আগে স্কুলে পড়েছি (জলপা ৭) মুই আগোত্ ইস্‌কুলে পোড়িহিনু এ্যালায় আর পোড়ুনায়—আমি আগে স্কুলে পড়তাম এখন আর পড়ি না (পদিনা ৪)

আগোতে **agote** ক্রিবিণ আগে in the past (পদিনা ৯ মুর্শিদা ১৮) মুই আগোতে ইস্‌কুলত্ পোড়্‌সিনু—আমি আগে ইস্‌কুলে পড়তাম (পদিনা ৯)

আগোন্ **agon** বি অগ্রহায়ণ মাস the eighth month of the Bengali calendar (পদিনা ১০ বর্ধমা ১)

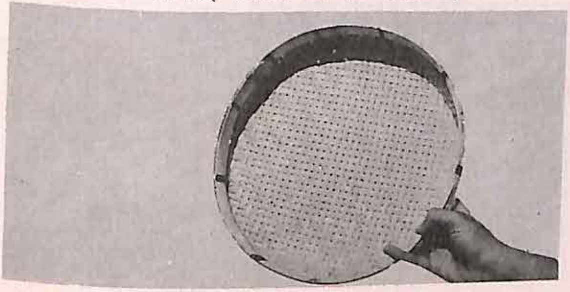
আগোর্[১] **agor** বি দ্র আগোড়্[১] (পদিনা ১০ বর্ধমা ৫, ৬, ২১ বাঁকুড়া ৫, ৮, ১৯ বীরভূ ১১, ১৪ মেদিনী ৫) <ইং auger

আগোর্[২] **agor** বি বাঁশের কপাট a door made of bamboo (চব্বিশ ৭, ২০ বর্ধমা ১৪, ১৮ হুগলি ১, ১৯) দ্র আগোড়[২]

আগোর্[৩] **agor** বি ছাঁচতলা a space below the eaves (মালদা ১১) <★ অগ্র+

আগোর্[৪] **agor** বি খিল a bolt (of a door) (বর্ধমা ৫)

আগোর্[৫] **agor** বি [ধান ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত] বাঁশের তৈরি পাটাতন দ্র আগোড়্[৩] (চব্বিশ ৭, ২০ হুগলি ১)



আঙই

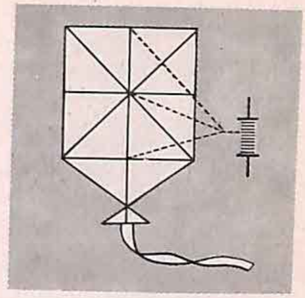
আগোল্‌দার্ **agoldar** বি (বাগানের বা ক্ষেতের) পাহারাদার watchman (of a farm) (নদীয়া ৭ বীরভূ ৭ মুর্শিদা ২, ২৪) <সং অর্গল+ফা দার

আঘটন্ **ag^{h}ɔṭɔn** বি অঘটন an unexpected incident, a mishap (মেদিনী ৬)

আঘন্ **ag^{h}ɔn** বি অগ্রহায়ণ দ্র আগোন্ (পুরুলি ১১)

আঘর্ **ag^{h}ɔr** বি (সূত্রধরের) ভ্রমর দ্র আগোড়্[২] (মেদিনী ১৪)

☆**আঘানো[১]** **ag^{h}ano** ক্রি ভরপেট খাওয়া, খেয়ে তৃপ্ত হওয়া to eat one's fill কিরে, গরুগিলা আঘায়েছে—কিরে, গরুগুলো পেট ভরে খেয়েছে? (পুরুলি ২) <সং আগ্রহ মতান্তরে <সং আকাঙ্ক্ষা (আঞ্চলি)



আগোড়ে ঘুড়ি

☆**আঘানো[২]** **ag^{h}ano** ক্রি এলিয়ে পড়া, আয়েশ করা (আহারের পর) to relax (after a heavy meal) এ্যাত্‌গিলা ভাত্ খেয়ে আমি চাঁড়ে আঘাবো—এতগুলো ভাত খেয়ে আমি বেশ খানিকটা আয়েশ করে নেব। (পুরুলি ১৩) দ্র আঘানো[১]

আঘিনা **ag^{h}ina** বি আঙিনা a courtyard (পদিনা ৫, ১১) <সং অঙ্গন

আঘু **ag^{h}u** ক্রিবিণ আগে in the past, earlier মুই আঘু রুটি খাইতঁ—আমি আগে রুটি খেতাম (মেদিনী ১৩)

আঘুন্ **ag^{h}un** বি অগ্রহায়ণ মাস দ্র আগোন্ (বীরভূ ৯ মুর্শিদা ১৭, ২২, ২৩)

আঘুম্ **ag^{h}um** বিণ টাটকা fresh আঘুম্ শুয়াস্—টাটকা শশা (মালদা ১১, ২৪)

আঘুয়া **ag^{h}ua** ক্রিবিণ প্রথমে at first (মেদিনী ৮, ১০, ১৯) আঘুয়া পোর্ ঘরু দেখতে এসে নাম পোছ্রায়—প্রথমে ছেলের (পাত্রের) ঘর দেখতে এসে নাম জিজ্ঞাসা করে (মেদিনী ৮)

আঘুর্ **ag^{h}ur** বি ছাঁচতলা দ্র আগুড়ি[১] (পদিনা ৪)

আঘুর্‌বিটি **ag^{h}urbiṭi** ক্রিবিণ সামনে to front আঘুর্‌বিটি চাহা—সামনের দিকে তাকাও (মেদিনী ১৩) <সং ★অগ্র+বর্ত্ম

আঘোই গড়া **ag^{h}oi gɔṛa** বি (বাড়ির) সামনের পুকুর pond in front of a house (বাঁকুড়া ১৫) <সং অগ্র+গর্ত (>গেড়িয়া মেদিনী ২২)

আঘোড়্ **ag^{h}oṛ** বি সূত্রধরের তুরপুন (বাঁকুড়া ১০) দ্র আগোড়্[১]

আঘোরি **ag^{h}ori** বি ছাঁচতলা (পদিনা ৭) দ্র আগুড়ি[১]

আঘোরিত্ **ag^{h}orit** বি একটু সময় a short while আঘোরিত্ বস্—একটুক্ষণ বস (মালদা ৮)

আঘ্রোন্ **ag^{h}ron** বিণ সাদাসিধে simple, plain আঘ্রোন্ করে পিন্‌ধা—সাদাসিধে ভাবে (কাপড়) পরা (পদিনা ১৩)

আঙই **aŋi** বি আটা চালুনি a sieve (বর্ধমা ৯)

আঙইডালা **aŋiḍala** বি দ্র আঙই (চব্বিশ ২০)

আঙচা **aŋca** বি ঘরের উপরে চালের কাছাকাছি জায়গা a loft close to the thatched roof of a room আঙচাটায় উঠিয়ে রাখ্—চালের কাছাকাছি জায়গাটায় উঠিয়ে রাখ (পুরুলি ১৪) <সং অঙ্গ+চাল

আঙচা খ্যাপা **aŋca k^{h}æpa** বিণ অপমানজনক insulting, contemptuous আঙচা খ্যাপা কথা বোলিস্ না—অপমানজনক কথা বলিস না (পুরুলি ১৪)



আঙট

আঙঠা **aŋʈʰa** বি ছাই ash আখার আঙঠা—উনানের ছাই (দার্জিলি ৩) দ্র আংরা

আঙড়া[1] **aŋɽa** বি কাঠকয়লা cinder (কোচবি ৪, ৬ পুরুলি ৩) দ্র আংরা

আঙড়া[2] **aŋɽa** বি ছাই ash (জলপা ৪ পুরুলি ৩)

আঙড়া[3] **aŋɽa** বি অঙ্গার cinder (কোচবি ৬)

আঙড়া[4] **aŋɽa** বি জ্বলন্ত কাঠকয়লা burning charcoal (মেদিনী ৭, ৮) <সং অঙ্গার

আঙড়ি **aŋɽi** বি কামারশালে আগুন খোঁচানোর লোহার শিক the poker of a blacksmith (বাঁকুড়া ৪)

আঙ্না **aŋna** বি উঠান a courtyard (কোচবি ৪ চব্বিশ ২৩ পদিনা ১০ মালদা ১, ৯ মেদিনী ২৫) <সং অঙ্গন

আঙরা[1] **aŋra** বি দ্র আঙড়া[3] (পুরুলি ১০, ১২ বাঁকুড়া ৭, ১২ মেদিনী ৩৩)

আঙরা[2] **aŋra** বি দ্র আঙড়া[4] (মেদিনী ৬, ৯)

আঙরা[3] **aŋra** বি দ্র আঙড়া[3] (বর্ধমা ২৩)

আঙরা দাগ **aŋra dag** বি পানগাছের এক প্রকার রোগ [এই রোগে পানের গাছে কালো দাগ হয়, আস্তে আস্তে গাছ পচে যায়। চুন প্রয়োগ করে এই রোগ সারান হয়] a disease of the betel creeper (হাওড়া ৬)

আঙলি **aŋli** বি আঙুল a finger (মালদা ১) <সং অঙ্গুলি

আঙলে **aŋle** বি থরজালের [নদী অথবা সমুদ্রে মাছ ধরার অর্ধমোচাকৃতি জাল] প্রাথমিক বুনানির মোটা ফাঁসযুক্ত অংশ a portion of a special type of fishing net (চব্বিশ ১৫)

আঙট্ **aŋɔʈ** বি (মেয়েদের) পায়ে পরার রূপার আংটি, চুটকি [কনিষ্ঠা বাদে অন্য চারটি আঙুলে চুটকি পরার রেওয়াজ ছিল এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চুটকিতে ঘুঙুর থাকত। বর্তমানে সাধারণত শুধু মধ্যমাতেই চুটকি পরা হয়] a silver ring for toes (worn by women) (হাওড়া ৮) <সং অঙ্গুষ্ঠ

আঙা[1] **aŋa** বিণ রাঙা red (হুগলি ১০) <তু আবা রাঙা

আঙা[2] **aŋa** বি জামা garment (মেদিনী ১০)

আঙার্[1] **aŋar** বি দ্র আঙড়া[3] (পুরুলি ৬)

আঙার্[2] **aŋar** বি দ্র আঙড়া[4] (জলপা ২)

আঙার্[3] **aŋar** বি আগুন fire (মালদা ৩)

আঙারে **aŋare** বি পানগাছের অসুখ দ্র আঙরা দাগ (হাওড়া ৮)

আঙালু **aŋalu** বি রাঙা আলু batata, yam (জলপা ৮)

আঙাস্ **aŋas** বি (পশুর) মেটে animal's liver (as food) (বর্ধমা ২০)

আঙিনা **aŋina** বি উঠান a courtyard (মুর্শিদা ১৪)

আঙুট্[1] **aŋuʈ** বি আংটি a ring (পদিনা ১১)

আঙুট্[2] **aŋuʈ** বি দ্র আঙট্ (চব্বিশ ৩৭ মেদিনী ২৯)

আঙুট্[3] **aŋuʈ** বি অঙ্গুলিত্র a thimble (মেদিনী ১১)

আঙুট্[4] **aŋuʈ** বি কলাপাতার মাথার অংশ untorn top portion of a plantain leaf (বীরভূ ১১) <সং অঙ্গ-বর্ত (চলন্তিকা) দ্র আঙোট্ পাতা

আঙুটি **aŋuʈi** বি আংটি a ring (বীরভূ ১৩ হাওড়া ৮)

আঙুল্ **aŋul** বি আকর্ষি a tendril (বীরভূ ১১)

আঙুল্গাসা **aŋulgasa** বি হাজা a fungal infection in between the fingers due to excessive contact with water (পুরুলি ১৭)

আঙুলচুসি **aŋulcusi** বি গিরগিটি the chameleon (মালদা ৬) দ্র আঙ্গুল্ চোশা

আঙুল্জরা **aŋuljɔra** বি আঙুলহাড়া whitlow (মালদা ১)

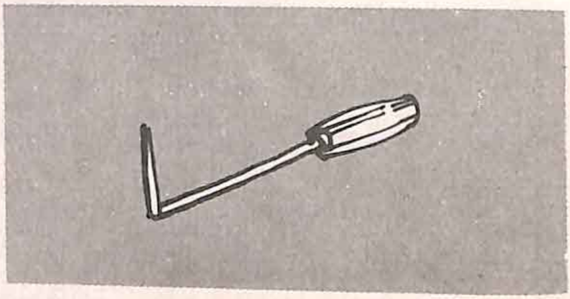
আঙুল্ টোপ্কানো **aŋul ʈopkano** ক্রি কর গোনা to count by lines separating joints in a finger আঙুল্ টোপ্কে বলো—কর গুণে বলো (চব্বিশ ২০)

আঙুলঢারা **aŋulɖʰara** বি দ্র আঙুল্জরা (হুগলি ৮)

আঙুল্ধারা **aŋuldʰara** বি দ্র আঙুল্জরা (হুগলি ১)

আঙুল্ পাঁউশালা **aŋul pãuʃala** বি দ্র আঙুল্জরা (হাওড়া ৩)

☆**আঙুল্ পাংসানো** **aŋul pãŋsano** ক্রিবিণ আঙুলহাড়া হওয়া to have whitlow তোর্ আঙুল্ পাংসেচে আর তুই কাদা ঘাঁট্তেচু ?—তোর আঙুলহাড়া হয়েছে আর তুই কাদা ঘাঁটছিস ? (হাওড়া ১০)



আঙলে

আঙুল্পাঁজা **aŋulpãja** বি হাত অথবা পায়ের দুই আঙুলের মধ্যবর্তী অংশ the space between two fingers (মেদিনী ৩৪)

আঙুল্পানা **aŋulpana** বি দ্র আঙুল্পাঁজা (মেদিনী ৩৪)

আঙুল্পেটি **aŋulpeʈi** বি দ্র আঙুল্জরা (পুরুলি ৬ বর্ধমা ৮, ৯, ২০, ২৩, ২৫ হুগলি ৫, ১৬, ১৫)

আঙুল্ফারা **aŋulpʰara** বি দ্র আঙুল্জরা (মেদিনী ৩৪)

আঙুল্ ফুটানা **aŋulpʰuʈana** ক্রি আঙুল মটকানো to crack fingers (মেদিনী ২)

আঙুলবড়ি **aŋulbɔɽi** বি দ্র আঙুল্জরা (মেদিনী ২০)

আঙুল্বেড়ি aŋulbeṛi বি দ্র আঙুল্জরা (পুরুলি ২, ৪, ৮, ১২, ১৭ বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ১৩)

আঙুল্ ভাঙা aŋul bʰaŋa ক্রি আঙুল মটকানো দ্র আঙুল্ ফুটানা (চব্বিশ ২০)

আঙুল্লড়া aŋull ɔṛa বি আঙুলহাড়া দ্র আঙুল্ জরা (মুর্শিদা ১৮)

আঙুল্লতা aŋullɔta বিণ শীর্ণকায় lean [a person] লোকটা না খেতি পেয়ে আঙুল্লতা হোইয়ে গেছে—লোকটা না খেতে পেয়ে শীর্ণকায় হয়ে গেছে (বর্ধমা ৫)

আঙুল্লাড়া aŋullaṛa বি দ্র আঙুল্লড়া (বীরভূ ৮, ১৪ মুর্শিদা ৬ মেদিনী ২৪)

আঙুল্লেল্পা aŋullelpa বি দ্র আঙুল্ লড়া (মালদা ১১)

আঙুল্সাঁদি aŋul sãdi বি দ্র আঙুল্ পাঁজা (বাঁকুড়া ৭) <সং অঙ্গুলি+সন্ধি

আঙুলির্ গলা aŋulir gɔla বি দ্র আঙুল্ পাঁজা (চব্বিশ ৯)

আঙুলের্ গোলি aŋuler goli বি দ্র আঙুলির্ গলা (হাওড়া ৩)

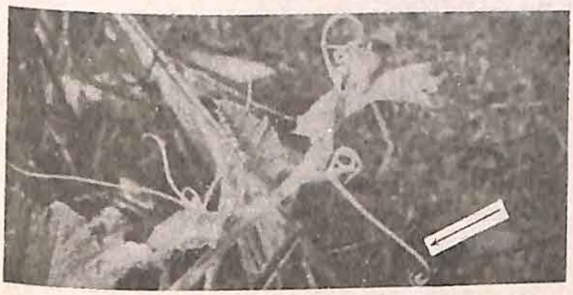
আঙুলের্ গির্হা aŋuler girha বি আঙুলের গাঁট finger-joint (চব্বিশ ২১) <সং অঙ্গুলি+গ্রন্থি

আঙুলের পেট্ aŋuler peṭ বি দ্র আঙুলির্ গলা (পদিনা ২)

আঙুলের্ শান্জি aŋuler ʃanji বি দ্র আঙুল্সাঁদি (দার্জিলি ১) <সং অঙ্গুলি+ সন্ধি

আঙুলের সোঁড়ি aŋuler sõḍi বি দ্র আঙুল্সাঁদি (মেদিনী ২০)

আঙুস্থান্ aŋustʰan বি দরজির অঙ্গুলিত্র a thimble (বাঁকুড়া ১৬) দ্র আঙুট্[৩]



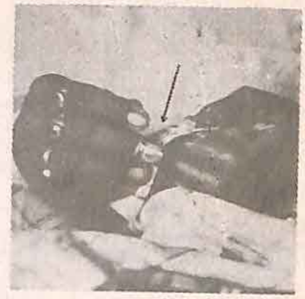
আঙ্গট্[১]

আঙেঠি ক্যারাই aŋetʰi kærai ক্রি আলস্য ভাঙছে is yawning, making physical movement to remove lethargy ভিয়ানি উঠিক্যা আঙেঠি ক্যারাই—সকালে উঠে আলস্য ভাঙছে (মালদা ৯)

আঙো aŋo বিণ আমা, কম পুড়েছে এমন [মাটির পাত্র, ইট ইত্যাদি] half baked earthen pot জেখিন্টা আঙো ইট্ জড়ো করা আছে সেখিন্টা অ্যাক্টা সাপ ঢুকেছে—যেখানটা আমা ইট জড় করা আছে সেখানটায় একটা সাপ ঢুকেছে (হাওড়া ২) <সং আম+আ

আঙোট্[১] aŋoṭ বি লাঙলের সঙ্গে জোয়ালের সংযোগকারী গোল দড়ি a rope tied to the yoke (হুগলি ১০, ১৬) দ্র অঁনদ্

আঙোট্[২] aŋoṭ বি (মেয়েদের) পায়ে পরার আংটি দ্র আঙট্



আঙুস্থান্

(পুরুলি ১৩ হাওড়া ১০)

আঙোট্[৩] aŋoṭ বি আংটি a ring (কোচবি ৩)

আঙোট্ পাতা aŋoṭ pata বি অখণ্ড কলাপাতা, কলাপাতার ডগার অখণ্ড অংশ [পূজা পার্বণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এতে ফুল ফল ইত্যাদি রাখা হয় এবং পিতামাতার মৃত্যুতে এই পাতায় হবিষ্যান্ন খাওয়া হয়] untorn top of banana leaf (used in place of metal utencils in religious ceremonies) (চব্বিশ ১৪ বর্ধমা ২৩ হুগলি ১০, ১৬, ১৯) <সং অঙ্গ-বর্ত (চলন্তিকা)

আঙোত্ aŋot বি দ্র আঙোট্[১] (বর্ধমা ৭ হুগলি ১৫)

আঙোত্ পাতা aŋot pata বি দ্র আঙোট্ পাতা [কলাপাতার ডগার দিকের অখণ্ড অংশ। সমগ্র পাতার প্রায় $^{১}/_{৪}$ অংশকে আঙোত্ পাতা বলা হয়] (বর্ধমা ২১) দ্র আঙুট্[৪]

আঙ্গট্[১] aŋgɔṭ বি আকর্ষি a tendril (বীরভূ ২) <সং আকর্ষি

আঙ্গট্[২] aŋgɔṭ বি পায়ের আংটি বা চুট্কি দ্র আঙট্ (পুরুলি ১০, ১৪ মেদিনী ২৫)

আঙ্গরি aŋgɔri বি আংটি a ring (হুগলি ৫) <সং অঙ্গুরি

আঙ্গা aŋga বি সিঁদুর murcuric sulphide, vermilion (পদিনা ৪) <তু আবা রাঙা

আঙ্গার্[১] aŋgar বি কাঠকয়লা [কামারশালে কাঠকয়লা অপরিহার্য বলে অনেক সময় কামারেরা কাঠ পুড়িয়ে এই কয়লা তৈরি করে নেয় যেমন (পুরুলি ১৩)] charcoal (পদিনা ১২) <সং অঙ্গার

আঙ্গার্[২] aŋgar বি আগুন fire চুলোতে গন্গনে আঙ্গার্ হয়েছে—উনানে গন্গনে আগুন হয়েছে (পদিনা ৪, ৬, ১১ বীরভূ ১)

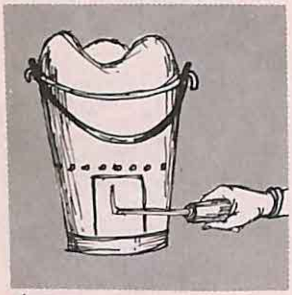
আঙ্গার্[৩] aŋgar বি নিভন্ত উনানের অল্প আঁচ low heat of an oven when the fire is ebbing out (বর্ধমা ১৯) <সং অঙ্গার

আঙ্গারি aŋgari বি পান গাছের একপ্রকার রোগ দ্র আঙ্রা দাগ্ (মেদিনী ৩৫)

আঙ্গাস্ aŋgas বি ১ (পাঁঠার) মেটে the liver of an animal [used as food] (বর্ধমা ৮, ১৩, ১৫, ১৯) ২ মানুষের নাড়িভুঁড়ি the intestine of human cadaver (বর্ধমা ১৩)

আঙ্গি[১] aŋgi বি চালুনি a sieve (বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ২৫)

আঙ্গি[২] aŋgi বি (চালের গায়ের) লাল আবরণ [ঢেঁকি ছাঁটা চালের উপরের লাল আবরণ কিছু কিছু থেকে যায়] red coat on rice



আঁচঝাড়া

that remains even after husking (পদিনা ৭, ১০)

আঙ্গিনা **aŋgina** বি উঠান a courtyard (পদিনা ১৪)

আঙ্গুইল্লাড়া **aŋguillaṛa** বি আঙুলহাড়া a whitlow (বর্ধমা ২৬) দ্র আঙুললড়া

আঙ্গুট্ **aŋguṭ** বি আংটি a ring (পদিনা ১, ৬, ১০, ১১ মালদা ৪) <সং অঙ্গুষ্ঠ

আঙ্গুটি **aŋguṭi** বি দ্র আঙ্গুট্ (বর্ধমা ৪, ১৫ ১৯)

আঙ্গুঠা **aŋguṭʰa** বি (দরজার) কড়া the door-ring (জলপা ৭)

আঙ্গুরি **aŋguri** বি আংটি a ring (মেদিনী ৩) <সং অঙ্গুরি

আঙ্গুল্[১] **aŋgul** বি আঙুল a finger আঙ্গুল্ ফুটাছি—আঙুল মটকাচ্ছি (বর্ধমা ১৩)

আঙ্গুল্[২] **aŋgul** বি আকর্ষি a tendril (বর্ধমা ১৩)

আঙ্গুল্ চুট্কি **aŋgul cuṭki** বি দ্র আঙট্

আঙ্গুল্ চোশা **aŋgul coʃa** বি গিরগিটি the chameleon (পদিনা ১০) [লোকবিশ্বাস, গিরগিটি রক্ত খায়। তার প্রতিষেধক হিসাবে গিরগিটি দেখলে নিজের আঙুল চোষার প্রথা থেকে প্রচলিত। বোধহয় এই প্রথা থেকেই পরিণামে প্রাণীটির নাম আঙ্গুল চোষা]

আঙ্গুল্ পেটি **aŋgul peṭi** বি আঙুলহাড়া দ্র আঙুল পেটি (বর্ধমা ১, ১৮)

আঙ্গুল্ সান্দি **aŋgul sandi** বি (হাত অথবা পায়ের) দুই আঙুলের মধ্যবর্তী স্থান দ্র আঙুল্ সাঁদি (বর্ধমা ২৬)

আঙ্গুলি **aŋguli** বি আঙুল a finger (মেদিনী ১৮)

আঙ্গেরি **aŋgeri** বি আংটি a ring (মেদিনী ২৯) <সং অঙ্গুরীয়

আঙ্গোট **aŋgoṭ** বি দ্র আঙট্ (বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ২৭)

আঙ্গোরি **aŋgori** বি দ্র আঙ্গেরি (মেদিনী ৫, ১২)

☆**আচ্**[১] **ac** বি আন্দাজ assume আচ্তে পারি—(আমি) আন্দাজ করতে পারি (হুগলি ১)

আচ্[২] **ac** বি তাপ heat (পদিনা ৬) তু আঁচ <সং অর্চিস্ (Campbell)

আঁচ্[১] **ãc** বি কয়লার উনান a coal-oven (চব্বিশ ১০, ২৩, ২৭ বাঁকুড়া ১৩ মেদিনী ৭) ~ঝাড়া বি উনান খোঁচানোর কাঠি (চব্বিশ ২৭) দ্র আচ্[২]

আঁচ্[২] **ãc** বি দ্র আচ্[২] (বাঁকুড়া ৮, ১৪ মেদিনী ৭) আগুনের আঁচ্ লেগে গ্যালো—আগুনের তাপ লেগে গেল (বাঁকুড়া ৮)

আঁচ্[৩] **ãc** বি দাগ mark আঁচ্ কাট্লি ক্যানে—দাগ কাটলি কেন? (মুর্শিদা ৬) তু আবা আঁচড়

আঁচ্[৪] **ãc** বি (মাছের) আঁশ scale (of fish) মাচের্ আঁচ্—মাছের আঁশ (বীরভূ ৩)

আঁচ্[৫] **দেওয়া** **ãc deoa** ক্রি জ্বাল দেওয়া to simmer, to boil, (মেদিনী ১৩) দুধ আঁচ্ দেওয়া—দুধ জ্বাল দেওয়া (মেদিনী ১৩) দ্র আচ্[২]

আঁচ্কলাই **ãckɔlai̯** বি আঁকশলী an iron rod which fixes a husking pedal (বর্ধমা ১০) দ্র আঁক্শলি

আচ্কা[১] **acka** ক্রিবিণ অযথা, শুধু শুধু for nothing উ আমার্ সাথে আচ্কাই লাগ্ছে—ও আমার সঙ্গে শুধু শুধু লাগছে (বাঁকুড়া ৭)

আচ্কা[২] **acka** ক্রিবিণ হঠাৎ, অকস্মাৎ, আচমকা, সহসা all on a sudden (পুরুলি ৪, ১৩, ১৬ বর্ধমা ১৬, ২৬ বাঁকুড়া ৭ মুর্শিদা ১৩) আচ্কা ডারহাইন্ গ্যালো—অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গেল (বাঁকুড়া ৫) আচ্কা জল্ হোঁয়ে গ্যালো—সহসা বৃষ্টি হয়ে গেল (মেদিনী ৯) আচ্কা কিলি দিল— অকস্মাৎ কিল মেরে দিল (বাঁকুড়া ১৫, ১৮) <সাঁও আচ্কা (Mac) তু আবা আচমকা ~ **টানা** ক্রি হ্যাঁচ্কা টান্ দেওয়া to pull unawarely আচ্কা টেনে দিলি—হ্যাঁচকা টেনে দিলি? (বাঁকুড়া ১৫) <আচমকা (সু সেন)

আচ্কা[৩] **acka** বি অনুমান assumption (পুরুলি ১৩)

আচ্কা[৪] **acka** বিণ অবাক astounding (মেদিনী ৩৩)

আঁচ্কা **ãcka** ক্রিবিণ দ্র আচ্কা[২] আঁচ্কা ধাকালি দিলো—আচমকা ধাক্কা দিল (পুরুলি ১৩) ~ **মারা** ক্রি হ্যাঁচকা টান মারা (মেদিনী ৯)

আচ্কাই **ackai̯** ক্রিবিণ সহসা, আচমকা suddenly আচ্কাই বিপদটা হোই গ্যালো—সহসা বিপদটা হয়ে গেল (বাঁকুড়া ৭) ঘোঁড়াটা আচ্কাই খাড়িয়ে গ্যালো—ঘোড়াটা আচমকা দাঁড়িয়ে গেল (মুর্শিদা ২২) দ্র আচ্কা[২]

আচ্কাচি উঠা **ackaci uṭʰa** ক্রি আঁতকে ওঠা, শিউরে ওঠা to shudder শরীরটা আচ্কাচি উঠ্লো—শরীরটা (ভয়ে) শিউরে উঠল (নদীয়া ৭) দ্র আচ্কা[২]

আচ্কাতি **ackati** ক্রিবিণ দ্র আচ্কা[২] আচ্কাতি চোলে আলো—সহসা চলে এল (মালদা ৫)

☆**আঁচ্কানো** **ãckano** ক্রি চমকানো to startle (বীরভূ ১)

আচ্কায় **ackae̯** ক্রিবিণ দ্র আচ্কা[২] (পদিনা ৮ পুরুলি ১৩, ১৫) আচ্কায় বেহুস্ হোই গেল্—হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল (পদিনা ৩) আচ্কায় কেনে টান্ল—সহসা টানল কেন (পদিনা ২)

☆**আঁচ্কি উঠা** **ãcki uṭʰa** ক্রি দ্র আচ্কাচি উঠা গাচ্টার্ তলে জাওর সময় গাটা আঁচ্কি উঠ্লো—গাছটার নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় গাটা শিউরে উঠল (বীরভূ ৭) আঁচকি উট্চে—আঁতকে উঠছে (বর্ধমা ২) <আচমক (সু সেন)

আচ্কিন্ জাওয়া **ackin jaoa** ক্রি দ্র আচ্কাচি উঠা জান্টা আচ্কিন্ গ্যালো—শরীরটা শিউরে উঠল (মুর্শিদা ১২)

আঁচ্কিল্ **ãckil** বি আঁচিল a mole (চব্বিশ ৭ বীরভূ ৫,

১২ মুর্শিদা ১৪)

আঁচ্‌কিলে **ãckile** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (বীরভূ ১১)

আঁচ্‌কুলি **ãckuli** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (নদীয়া ৬ বীরভূ ৭, ১১)

আঁচ্‌কে উঠা **ãcke uṭʰɑ** ক্রি দ্র আঁচ্‌কি উঠা (বর্ধমা ২ বীরভূ ৫)

আচ্‌চম্‌কায় **accɔmkae̯** ক্রিবিণ হঠাৎ suddenly (পদিনা ৪)

আচ্‌চাট্‌টি **accaṭṭi** বিণ আর কিছুটা a little more আচ্‌চাট্‌টি ভাত্ লিবি—আরও একটু ভাত নিবি (মেদিনী ৩৪) তু আবা আর চারটি

আচ্‌চাড়্ **accaṛ** বি আছাড় a tumble তোক্ আচ্‌চাড়্ দিম্—তোকে আছাড় দেব (জলপা ৭)

আচ্‌চে **acce** ক্রি এসেছে has or have come বাড়া ভুকিবার্ আচ্চে—ধান ভানতে এসেছে (কোচবি ২) তু আস্‌সে (মেদিনী ২২)

আচ্‌চোক্যে **accokkɛ** ক্রিবিণ আচমকা suddenly আচ্‌চোক্যে এস্যে মেরে পালিয়ে গ্যালো—আচমকা এসে মেরে চলে গেল (মুর্শিদা ২৩) দ্র আচকা[2]

আচ্‌ছাড়্ **accʰaṛ** বি দ্র আচ্‌চাড়্ (পদিনা ৬)

আচ্‌ছুট্ **accʰuṭ** বি [শিশুজন্মকালীন] অশৌচ days of ritual impurity [due to child-birth] (পদিনা ৩) <অচ্ছুৎ

আচ্‌ছোদ্দি **accʰoddi** বিণ আশ্চর্যজনক astonishing (বীরভূ ১০)

আচ্‌ড়া[1] **acṛɑ** বি জলছড়া, গোবর জলের ছিটা [সকালে বাড়ির উঠানে গোবর জল ছিটানো হয়] the custom of sprinkling cowdung mixed water in the morning, specially in the front part of the house (হুগলি ১৮) তু আবা আছাড় (সু সেন)

আচ্‌ড়া[2] **acṛɑ** বি কৃষিকাজের সরঞ্জাম [ধান বা পাটের আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আঁচড়ে আল্‌গা করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর অপর নাম আচোড়] the serapper (চব্বিশ ২৩) <আঁচড় (সু সেন)

আঁচ্‌ড়া **ãcṛɑ** বি দ্র আচ্‌ড়া[2] (চব্বিশ ৪)

আচ্‌ড়ানো **acṛano** ক্রি [শস্য] ঝাড়া to thresh ধান্ আচ্‌ড়ানো—ধান ঝাড়া (চব্বিশ ৩৩) তু আবা আছড়ানো

আচ্‌ড়ানো বিচ্‌তলা **acṛano bictɔlɑ** বি অঙ্কুরিত ধান ছড়ানোর জন্য প্রস্তুত বীজতলা [কাদামাটি আঁচড়ে সমতল করে যে বীজতলা তৈরি করা হয়] a plot of land made ready for proper growth of the sprouted paddy (বাঁকুড়া ৭)

আচ্‌ড়ে-কাচ্‌ড়ে কাচা **acṛe-kacṛe kacɑ** ক্রি আছড়ে কাচা to wash in water with force (বর্ধমা ১২)

আঁচ্ পাঁচ্ করা **ãc pãc kɔrɑ** ক্রি ছাঁৎ করে ওঠা to feel a shocking sensation বুক্ আঁচ্ পাঁচ্ করা—বুক ছাঁৎ করে ওঠা (বর্ধমা ২৩)

আচ্‌মোনি করা **acmoni kɔrɑ** ক্রি ধোয়া, আঁচানো to wash (মেদিনী ৩৪) <সং আচমন

আঁচ্‌কিলে—আঁচল্[2]



আঁচড়্[2]

আচ্‌রা **acrɑ** বি ইঁচড় green jackfruit (পদিনা ১০)

আচ্‌রাইন্ **acrain** ক্রি আঁচড়ানো to comb চুরুন্ দিয়ে মাথা আচ্‌রাইন্ দাও—চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দাও (বর্ধমা ১৩)

আচ্‌রিচ্ **acric** বিণ আশ্চর্যজনক surprising (মেদিনী ১৯) তু 'আচরিছ' (শ্রীকৃষ্ণ)

আচ্‌লা **aclɑ** বি আঁচল the fringe of a *śari* (চব্বিশ ২০, ৩৭ হুগলি ১৬) <সং অঞ্চল

আঁচ্‌লা **ãclɑ** বি দ্র আচ্‌লা (মুর্শিদা ২ মেদিনী ৭, ৩৩)

আচ্‌লাই **aclai̯** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (চব্বিশ ৭ বীরভূ ৫, ১২ মুর্শিদা ১৪)

আঁচ্‌লাই **ãclai̯** বি আঞ্জনি a sty (বীরভূ ৯)

আচ্‌লি **acli** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (চব্বিশ ৩৬ নদীয়া ৬ পদিনা ৩, ১৫ মুর্শিদা ২৪ হুগলি ১১)

আঁচ্‌লি **ãcli** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (বাঁকুড়া ১৩, ১৮ মেদিনী ৯ হুগলি ১১, ১২)

আচ্‌লো **aclo** ক্রি ছিল was (পদিনা ১৪) <আ+ছিল

আচট্ জোমি[1] **acɔṭ jomi** বি ১ পতিত জমি a barren land (নদীয়া ৯ মুর্শিদা ১৪) ২ অকর্ষিত জমি an uncultivated land (মুর্শিদা ১৬)

আঁচড়্[1] **ãcɔṛ** বি আচ্‌লা (পুরুলি ২ মেদিনী ২, ৩০)

আঁচড়্[2] **ãcɔṛ** বি সাপের খোলস a slough (পুরুলি ২)

আঁচড়্ কামড়্ করা **ãcɔṛ kamɔṛ kɔrɑ** ক্রি ছটফট করা to fidget মনটা আঁচড়্ কামড়্ কইছে—মনটা ছটফট করছে (পুরুলি ১১)

আঁচড়্ লাগানো **ãcɔṛ lagano** ক্রি খোঁচা লাগানো (কাপড়ে) to cause to tear (in cloth) কাপড়টা কথা আঁচড়্ লাগালি—কাপড়টায় কোথায় খোঁচা লাগালি ? (পুরুলি ১২)

আঁচল্[1] **ãcɔl** বি কোঁচড় the lap-cloth (পুরুলি ১২) <সং অঞ্চল

আঁচল্[2] **ãcɔl** বি ১ লাঙলের এক পাক ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট সীতা বা রেখা furrow ২ লাঙলের এক পাকে যতটা জমি বেষ্টিত হয় [একটি আঁচলের মধ্যে লাঙল বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জমির অংশটি কর্ষণ শেষ করার পর অনুরূপভাবে অন্য একটি 'আঁচল' কর্ষিত হয়। জমির অবস্থা অনুসারে দশ থেকে কুড়ি আঁচলে এক বিঘা জমি কর্ষিত হয়]the land inside one



আঁচল্ খাটি—আচা ফারাম্

আঁচল খাটি

complete round of a plough (বীরভূ ১৪) ~ ভিড়া ক্রি লাঙল দিয়ে মাটি চষা to plough a land (মুর্শিদা ১৭)

আঁচল্ খাটি ācɔl kʰaṭi বি আঁচলের চাবি [আঁচলের খুঁট (প্রান্তভাগ) যাতে পিঠ থেকে সরে না যায় সেইজন্য ব্যবহৃত চাবি বা চাবির গুচ্ছ। এতে এমন চাবিও থাকে যা দিয়ে কোনো তালা খোলা হয় না বা যায় না] key-ring tied to the end of a *sāri* (বাঁকুড়া ৩) <আঁচল+কাঠি

আঁচল্ চাল্ ācɔl cal বি কনকাঞ্জলি প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য সহ তণ্ডুল দেওয়ার প্রথা [বিবাহের পরদিন কন্যা বরের সঙ্গে প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় 'মা তোমার ঋণ শোধ করলাম' এই বলে একটি থালায় রাখা কিছুটা চাল, সোনা বা রূপার মুদ্রা, গোটা হলুদ, গোটা সুপারি মায়ের আঁচলে ঢেলে দেয়। এরপর সে মায়ের দিকে আর না তাকিয়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়] the ritual observed by the bride (offering rice etc.) to her mother just before her journey towards her father-in-law's house for the first time (হাওড়া ৬)

আঁচলের্ মুড়ো ācɔler muṛo বি আঁচলের কোণ বা খুঁট the end of a border of a cloth (চব্বিশ ২১)

আচা aca বি ছোট শুঁয়াপোকা small caterpillar (জলপা ১)

আঁচা¹ āca বিণ পোড়া burnt আঁচা গন্ধ—পোড়া গন্ধ (হাওড়া ১০) দ্র আচ²

আঁচা² āca বি মাছির বাচ্চা young fly (মালদা ২, ১১)

আঁচা³ āca বি শুঁয়াপোকা the caterpillar (নদীয়া ৭ মুর্শিদা ২০, ২৪)

আচাইরিয়া acai̯ria বিণ শুচিবায়ুগ্রস্ত purification maniac (বাঁকুড়া ৭)

আচাইয়া acai̯a অসক্রি ধুয়ে washing আচাইয়া আয়—(মুখ) ধুয়ে আয় (মুর্শিদা ২২) দ্র আঁচানো

আচাক্ acak ক্রিবিণ হঠাৎ দ্র আচ্‌কা² (মেদিনী ৩২)

আচাক্কা acakka ক্রিবিণ দ্র আচ্‌কা² আচাক্কা হড়্‌বড়াই ঘাড়ের উপর্ পড়্‌লি—আচমকা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘাড়ের উপর পড়লি (বাঁকুড়া ১৭)

আচাকা acaka ক্রিবিণ দ্র আচ্‌কা² (পুরুলি ৪)

আচাট acaṭ বিণ কোদাল দিয়ে কোপানো কষ্টসাধ্য এমন (মাটি) (soil) hard to till (মেদিনী ১৯)

আচাড়্¹ acaṛ বি কাস্তে, কোদাল ইত্যাদির কাঠের বা বাঁশের হাতল wooden handle of sickle, spade etc. (নদীয়া ৩, ১৪)

আচাড়্² acaṛ বি আছাড় a throw forcefully (কোচবি ১ চব্বিশ ৩৯ বর্ধমা ১৪) ভূটি বাইগুন্ আচাড়্ দিলুং—টমেটো আছড়ে ফেললাম (কোচবি ১)

আচাড়্ কাচাড়্ খাওয়া acaṛ kacaṛ kʰao̯a ক্রি অতিরিক্ত ছটফট করা to fidget (হুগলি ৬) পেটের্ জন্‌তোনন্নায় ছেনাটা আচাড়্ কাচাড়্ খাচ্ছে (হাওড়া ১)

আচাড়ি¹ acaṛi বি দ্র আচাড়্¹ (জলপা ৭ নদীয়া ৪, ৫)

আঁচাড়ি² acaṛi বিণ দ্র আচাইরিয়া (নদীয়া ৪ বর্ধমা ৫)

আচানক্ acanɔk ১ বিণ আশ্চর্যজনক astounding (পদিনা ১৪) ২ ক্রিবিণ হঠাৎ suddenly (পদিনা ২) তু অচানক্ (হি)

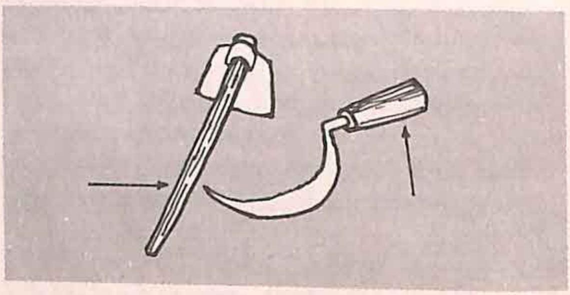
আঁচানা ācana ক্রি (আহারের পর) হাতমুখ ধোওয়া to wash hand and mouth after taking food (হাওড়া ১, ১০) আঁচানার্ জায়গা কুন্‌টা—আঁচানোর স্থান কোনটা (হাওড়া ১) <সং আচমন-

আচানি acani বি যে স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা হয় place used as latrine (পুরুলি ১৫) ~ কুড়্ বি আবর্জনা ফেলার অথবা আঁচানোর জায়গা (পুরুলি ৩, ৪, ৮, ১২ বাঁকুড়া ৭) ~ খাল্ বি বাড়ির পিছন দিকে যেখানে ময়লা ফেলা হয় (নদীয়া ৫)

আঁচানিয়া ācania ক্রি দ্র আঁচানা (মেদিনী ১৮)

আঁচানে কুড়্ ācane kuṛ বি দ্র আচানি (বাঁকুড়া ১, ৭, ১২)

আচানো acano ক্রি দ্র আঁচানো (চব্বিশ ১৫)



আচাড়্¹

☆**আঁচানো ācano** ক্রি দ্র আঁচানা তুই খাইছু, আঁচিছু—তুই খেয়েছিস [তার পরে] হাত মুখ ধুয়েছিস (মেদিনী ২২) সে আঁচিছেনি— সে হাতমুখ ধোয় নি (মেদিনী ২২) আমি আঁচিব—আমি হাতমুখ ধোব (মেদিনী ২২) সে আঁচায়ঠ্যো—সে হাতমুখ ধুচ্ছে (মেদিনী ২২)

আচাপোকা acapoka বি শুঁয়াপোকা the caterpillar (পদিনা ৭, ১০ মালদা ৪ মুর্শিদা ২৪) দ্র আচা

আচা ফারাম্ aca pʰaram বি একজাতের আখ a variety of sugarcane (পদিনা ১৪) [বিভিন্ন প্রকার আখের নাম : আচাফারাম্, ভ্যাল্লামুখি, কাজলি, বোম্বাই, খেরি, গাণ্ডারি, চিনিফারাম, কাম্‌বাতুদ]

আচাভুয়া **acab^{h}ua** বিণ হতবাক, অবাক, বিস্মিত astounded উ আচাভুয়া হঁই গ্যালো—ও হতবাক হয়ে গেল (বাঁকুড়া ১৪) <অত্যদ্ভুত

আঁচায় **ācae̯** বি (আহার্য বস্তুতে) ছত্রাক fungus মাছিতে আঁচায় পেড়েছে—খাবারে (মাছি বসার ফলে) ছত্রাক সৃষ্টি হয়েছে (বীরভূ ৮)

আচার্[১] **acar** বি দ্র আচাড়্[১] (চব্বিশ ২১)

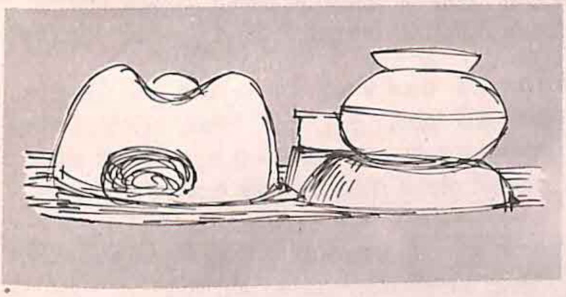
আচার্[২] **acar** বি আমসত্ত্ব dried-up mango juice (বর্ধমা ২৬)

আঁচার্ **ācar** বি আচার pickle (চব্বিশ ৩৭ মেদিনী ১৪, ২৮) <পর্তু আচার

আচারি **acari** বিণ দ্র আচাইরিয়া (নদীয়া ৩ বর্ধমা ২৬ মুর্শিদা ১৬)

আচারিয়া **acaria** বিণ দ্র আচাইরিয়া মেইয়েটা খুব আচারিয়া বঠে—মেয়েটা খুব শুচিবায়ুগ্রস্ত (বাঁকুড়া ১৯)

আচারে বিচ্ **acare bic** বি কাদাজমিতে তৈরি ধানের চারা young paddy plant made ready for transplantation (বর্ধমা ২)



আঁচি তাড়া

আচালি গাঁঠালি **acali gaṭ^{h}ali** বি গাঁটছড়া a Hindu custom of tying the end of bride's *Śāri* to the end of bridegrooms scarf at wedding (মেদিনী ৩৩) <সং অঞ্চল+

আচি[১] **aci** বি শিশু জন্মের ফলে) অশৌচ দ্র আচছুট্ ~ **কামানো** ক্রি আঁতুড়ে থাকা অবস্থায় নবম দিনে প্রসূতি ও নবজাতকের নখকাটার অনুষ্ঠান [নবনত্তা বা নবনর্তা (মেদিনী ২২)। এরপর প্রসূতি হালকা গৃহকাজের অধিকার পেলেও ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারে না] the act of purification of the mother and the baby at the labour-room on the ninth day after child-birth (নদীয়া ১)

আচি[২] **aci** ক্রি এসেছিল came ক্যানে আচি—কেন এসেছিল ? (পদিনা ১০)

আঁচি[১] **āci** বি অশৌচ দ্র আচছুট্ (চব্বিশ ১০ নদীয়া ৪, ২১)

আঁচি[২] **āci** বি আঁতুড় a labour room (চব্বিশ ২১) ~ **ঘর** বি আঁতুড় ঘর (নদীয়া ৩, ১৩ পদিনা ১৩) ~ **বাড়ি** বি যে বাড়িতে সম্প্রতি শিশুর জন্ম হয়েছে [আঁতুড়ঘর নয়] (নদীয়া ৪)



আচালি গাঁঠালি

আঁচি তাড়া **āci taṛa** বি উনানের লাগোয়া রান্নার সরঞ্জাম রাখার জায়গা the particular place beside oven [to keep cooking utensils] (মেদিনী ৩২) <সং অর্চিঃ+

আঁচি দুধ্ **āci dud^h** বি বাছুর জন্মানোর পর গাভী প্রদত্ত ঘন দুধ [গাভী ২১ দিন এই ঘন দুধ দেয় এবং এটি খাওয়া বা খাওয়ানো হয় না] thick milk given by a cow for around three weeks after the birth of a calf [according to custom it is not used in any form] (নদীয়া ৫)

আচিন্যেন্ **acinɛn** ক্রি ছিলি was / were তোরা আগে কুথি আচিন্যেন-তোরা আগে কোথায় ছিলি ? (পদিনা ১০)

আঁচির্-পাঁচির্ **ācir-pācir** বি প্রাচীর wall (বর্ধমা ২২)

আঁচিল্ **ācil** বি জড়ুল a naevus (মেদিনী ৩৪)

আচু **acu** বি দ্র আঁচ্‌কিল্ (পদিনা ৬)

আচুং **acuŋ** ক্রি আছি am মুই বসি আচুং—আমি বসে আছি (জলপা ১)

আচুকা **acuka** বিণ আচমকা দ্র আচ্‌কা[১] (দার্জিলি ২)

আচুকায়ে **acukae** ক্রিবিণ হঠাৎ দ্র আচ্‌কা[২] (পদিনা ৯)

☆আঁচুড়্ **ācuṛ** ক্রি আঁচড়ানো to comb (বর্ধমা ৮ মেদিনী ১১ হাওড়া ১০) আমি চুল্ আঁচুড়্‌ছি—আমি চুল আঁচড়াচ্ছি (বাঁকুড়া ১৩) মাথা আঁচুড়্‌ছি—মাথা (অর্থাৎ চুল) আঁচড়াচ্ছি (হুগলি ১) চুল আঁচুড়্‌ছে—চুল আঁচড়াচ্ছে (বর্ধমা ২৫) আঁচুড়ে আয়—[চুল] আঁচড়ে আয় (হুগলি ৫)

আঁচুড়া **ācuṛa** বিণ আঁচ্‌ড়ানো (চুল) kempt (পুরুলি ১৪ মুর্শিদা ২) আঁচুড়া চুল্—আঁচড়ানো চুল (মেদিনী ৩)

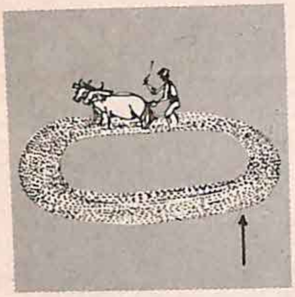
আচুড়ি **acuṛi** ক্রি আঁচড় scratch (পদিনা ৭)

আচুয়াই **acuai̯** বি শুঁয়াপোকা the catterpillar (পদিনা ৬)

আচুরা **acura** বিণ আঁচড়ানো kempt (বর্ধমা ২৬ হুগলি ৫) পেতি কেটে আচুরা—পাতা কেটে আঁচড়ানো (চুল) (বর্ধমা ১৩) দ্র আঁচুড়্

আচুল্[১] **acul** বি দ্র আচুয়াই (পদিনা ১, ১০)

আচুল্[২] **acul** বি আঁচিল দ্র আঁচ্‌কিল্ (জলপা ১ পদিনা ১, ২, ৪, ৬, ১০, ১১)



আচুলি—আছ্

আচোড়²

আচুলি **aculi** বি দ্র আচুল্¹ (দার্জিলি ২ বাঁকুড়া ১৭ মেদিনী ১৮ হুগলি ১২)

আঁচুলি **āculi** বি দ্র আচুল্¹ (চব্বিশ ১৮ জলপা ৩ নদীয়া ৩ পদিনা ৯ বীরভূ ১ মুর্শিদা ৯)

আঁচুলি² **āculi** বি লাঙলের এক পাক ঘূর্ণনে যতটুকু জমি কর্ষিত হয় দ্র আঁচল্¹ (পুরুলি ৩)

আচ্যা **acæ** ক্রি আছে has, is, remain (হুগলি ১১)

আচে আচে **ace ace** ক্রিবিণ আস্তে আস্তে slowly (জলপা ৭)

আচের্ **acer** বি তৃতীয় নমাজ [বিকাল চারটা-সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনের অপর চারটি নমাজের নাম ও সময় যথাক্রমে : ফজর্ (প্রত্যুষ) জহর্ (দ্বিপ্রহরে) মগ্‌রির্ (সন্ধ্যায়) এশা (রাত্রে)] prayer of the Muslims at afternoon (চব্বিশ ১৪)

আচের্ উনুন **acer unun** বি কয়লার উনুন a coal oven (চব্বিশ ২১ হাওড়া ১১)

আচো **aco** বি দ্র আচুয়াই (পদিনা ১৩)

আঁচোই **ācoi̯** বি ঘায়ের পচা উপরি-ত্বক [সাধারণ মানুষের বিশ্বাস মাছি বসে এরূপ হয়] rotten skin on a sore (মুর্শিদা ১৭)

আচোক্কা **acokka** ক্রিবিণ আচমকা দ্র আচ্‌কা¹ (বীরভূ ৯)

আচোট্¹ **acoṭ** বিণ পতিত (জমি) uncultivated (land) (মুর্শিদা ২১)

আচোট্² **acoṭ** বি অকর্ষিত (জমি) unploughed (land) (বাঁকুড়া ১৪ বীরভূ ৭, ৮, ১২ মুর্শিদা ১৬ হুগলি ১৫) ~ **কাটা** (হুগলি ১২) ~ **তোলা** (বর্ধমা ২৩ হুগলি ৯) ~ **ফাড়া** (হুগলি ৬, ১৬) ~ **ভাঙা** (চব্বিশ ১২ বর্ধমা ৫, ৬ বাঁকুড়া ৩ মুর্শিদা ১৩) ক্রি জমিতে প্রথম লাঙল করা ~ **জোমি** বি পতিত জমি (বাঁকুড়া ১৩ মুর্শিদা ২৪)

আঁচোট্ (কাটা) **ācoṭ kaṭa** ক্রি দ্র আচোট্² (হুগলি ২)

আঁচোট্ (মাট্) **ācoṭ maṭ** বিণ দ্র আচোট্¹ (মুর্শিদা ১৩)

আচোড়্¹ **acoṛ** বি কৃষিকাজের সরঞ্জাম দ্র আচ্‌ড়া² (চব্বিশ ২৩)

আচোড়্² **acoṛ** বি লাঙলের চষা জমির মধ্যেকার অকর্ষিত স্থান unploughed spot between a ploughed land (চব্বিশ ২৭) <আ+চোট

আঁচোড়্¹ **ācoṛ** বি দ্র আঁচল্¹ (হাওড়া ৬)

আঁচোড়্² **ācoṛ** বি আঁচল দ্র আচ্‌লা (মেদিনী ৮)

আঁচোড়্³ **ācoṛ** বি লৌহনির্মিত কৃষি সরঞ্জাম দ্র আচোড়্¹ (মেদিনী ২৭)

আচোমন্ **acomɔn** বি আঁচানো দ্র আঁচানা (কোচবি ৭)

আচোর্¹ **acor** বি (মাটির পাত্র তৈরির পক্ষে অনুপযুক্ত) উপরিভাগের মাটি [পুকুরগাবায় (গর্তে) মাটি তোলার সময় কুম্ভকার মাটির উপরের অংশ কোদাল দিয়ে তুলে ফেলে দেয়] first layer of soil not fit to be used in preparing earthenware ~ **ফেলা** ক্রি কোদাল দিয়ে চেঁছে ফেলা (বর্ধমা ১৪)

আচোর্² **acor** বি সাপের খোলস a slough (পুরুলি ২)

আচোর্³ **acor** বি দ্র আচের্ ~ **ব্যালা** নমাজের সময় (হুগলি ১৮)

আচোর্‌কা **acorka** ক্রিবিণ আচমকা দ্র আচ্‌কা¹ (বীরভূ ৯)

আঁচোর্ কাঁটা **ācor kãṭa** বি চোরকাঁটা দ্র অখ্‌ড়া (হুগলি ১৫)

আচোরা **acora** ক্রি (চুল) আঁচড়ানো দ্র আচুরা (বর্ধমা ২)

আচোল্ **acol** বি আঁচিল দ্র আঁচ্‌কিল্ (মালদা ৫)

আঁচোল্ **ācol** বি দ্র আঁচল¹ (বীরভূ ১১ মুর্শিদা ১৭, ১৮)

আঁচোল্-খাটি **ācol kʰaṭi** বি দ্র আঁচল্ খাটি (বাঁকুড়া ৩)

আঁচোল্-গাঁঠি **ācol gãṭʰi** বি গাঁটছড়া [হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠান। একটি ছোট চেলি অথবা রঙিন গামছায় হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জায়ফল, সুপারি বাঁধা হয়। বরের হাতের উপর কন্যার হাত রেখে তার উপর এই পুঁটলিটি রেখে কন্যা উৎসর্গ করা হয়। তারপর এই পুঁটলি সহ বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কন্যার বস্ত্রাঞ্চল-প্রান্ত পুরোহিত বেঁধে দেন। এই অবস্থাতেই বরকনে 'ছাদনাতলা' (বিবাহের স্থান) ত্যাগ করে। কোথাও অষ্টমঙ্গলার পর (মেদিনীপুর, হাওড়া) কোথাও বিবাহের পরদিন বরের বাড়িতে এই গাঁটছড়া খোলা হয়] a Hindu custom of tying a corner of the bride's *śāri* with the corner of the bride-groom's scarf at the wedding ceremony (মেদিনী ২৮) <অঞ্চল+গ্রন্থি

আচোল্-চাপা **acol capa** বি চাবির রিং-এর সঙ্গে লাগানো ক্লিপ a clip attached to key-ring (হুগলি ১১)

আঁচোল্-টেপ্ **ācol ṭep** বি আঁচলের খুঁট বা কোণ hem of one's *śāri* (বর্ধমা ২৩)

আঁচোল্-দি **ācol-di** বি (মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবাহে) মহিলা বরযাত্রী যাঁরা কনের বাড়িতে গিয়ে কনে সাজানোয় সাহায্য করেন [দুলনবিবি নামও প্রচলিত] (বর্ধমা ২৩)

আচোল্-পোছা **acol-pocʰa** বি কনিষ্ঠ পুত্র (কোলের ছেলে) the youngest son (মুর্শিদা ১৪) তু কোড়্‌পুঁছা (মেদিনী ২৬)

☆আছ্ **acʰ** ক্রি থাকা to be, to remain **আছিল** ছিল এ্যাক্‌টা গাছ্ আছিল—একটা গাছ ছিল (মুর্শিদা ১৭) **আছু**

আছিস্ (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬) দাঁড়ি আছু—দাঁড়িয়ে আছিস (মেদিনী ৩৫) আছুং আছি উপাসে আছুং—উপবাসে আছি (জলপা ১) তু অচ্ছহুঁ

আছ্‌ড়া তলা acʰɽatɔla বি বীজতলা দ্র আচ্‌ড়ানো বিচ্‌তলা (মেদিনী ৫, ২৯)

☆আছ্‌ড়া দেওয়া acʰɽa deo̯a ক্রি দ্র আচ্‌ড়া[১] (হুগলি ১২) কখন্ সুজ্জ উঠ্ছ্যে অখলোঁ দরে আছ্‌ড়া দোউনি—কখন সূর্য উঠেছে এখনো দ্বারে (গোবর মিশ্রিত) জলছড়া দাও নি (মেদিনী ২২)

আছ্‌ড়ানো acʰɽano ক্রি চুলকানো to itch (চব্বিশ ১৯) তু আবা আঁচ্‌ড়ানো

আছ্‌ড়ি acʰɽi বি হাঁস মুরগি ইত্যাদি থাকার জায়গা pen (মালদা ১১) তু অছাড়্[২]

আঁছ্‌ড়ি ãcʰɽi বি দুধের চাঁছি dried cream of milk (মুর্শিদা ১১)

আছড়্[১] acʰɔɽ বি ১ (তালপাতা অথবা বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা তৈরি অস্থায়ী) আড়াল temporary wall (মেদিনী ৯) ২ আবরণ, আড়াল a cover আছড়্ হঁয়্যা গ্যাছে—আড়াল হয়ে গিয়েছে। আছড়্ দ্যায়া—আড়াল করা (মেদিনী ১৩)

আছড়্[২] acʰɔɽ বিণ পশলা a shower এ্যাক্ আছড়্ বিস্টি—এক পশলা বৃষ্টি (মেদিনী ৩২) তু সাঁও আছাড় (Campbell)

আছা acʰa বিণ ভাল good, well উখান্ শাড়ি খুব্ আছা—ওই শাড়িটা খুব ভালো। আছা ছে—ভালো আছে (পদিনা ২) তু আচ্ছা (হি)



আছাড়ি[২]

আছাড়্[১] acʰaɽ বি দ্র আচ্‌ড়া[২] (চব্বিশ ২৩)

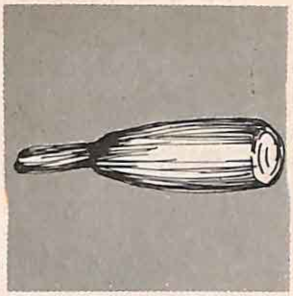
আছাড়্[২] acʰaɽ বি দ্র আচাড়্[১] (চব্বিশ ৭, ২১, ২৩, ৩৭ হাওড়া ১, ১০)

আছাড়্[৩] acʰaɽ বি দ্র আছড়্[১] (হাওড়া ১০)

আছাড়ি[১] acʰaɽi বি দ্র আচাড়্[১] (চব্বিশ ২১ নদীয়া ১০, ১৩)

আছাড়ি[২] acʰaɽi বি পাটের নির্দিষ্ট গোছা, এক হাতা (দুহাতে যত পাটগাছ ধরে) পচানো পাটগাছ ধুয়ে যতটা পাট পাওয়া যায় তার মাথা-বাঁধা গাঁট [একসঙ্গে এক ব্যাকা অর্থাৎ ন/দশ হাতা পাটগাছ পচানো হয়] a bundle of jute (মেদিনী ২৭)

আছ্‌ড়া তলা—আছোদা



আছাড়ি[৩]

আছাড়ি[৩] acʰaɽi বি মুগুর club (জলপা ৭)

আছানো দাগ acʰano dag বি (মাটি) আঁচড়ানোর দাগ mark of scrap (হাওড়া ১০)

আছা পোকা acʰa poka বি দ্র আচাপোকা (মালদা ৬)

আছায়ড়া acʰae̯ɽa ক্রিবিণ মুষলধারে (rain) in torrents এ্যাখন্ আছায়ড়া পানি হোইছে—এখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে (বীরভূ ৯) দ্র আছড়্[২]

আছার্[১] acʰar বিণ দ্র আছড়্[২] এ্যাক্ আছার্ জল্ হোইল্—এক পশলা বৃষ্টি হল (মালদা ১ মুর্শিদা ২১)

আছার্[২] acʰar বি দ্র আচাড়্[১] (চব্বিশ ২১)

☆আছার্ পাছার্ খাওয়া acʰar pacʰar kʰao̯a ক্রি ছট্‌ফট্ করা to fidget আছার্ পাছার্ খাবে—ছট্‌ফট্ করবে (চব্বিশ ২৭)

আছাল্ acʰal বিণ দ্র আছড়্[২] এ্যাক্ আছাল্ জল্—এক পশলা জল (বীরভূ ২) এক আছাল্ বর্শা—এক পশলা বৃষ্টি (বাঁকুড়া ৬)

আছি acʰi বি (শ্মশানের) চিতা a funeral pyre (মালদা ১১) <সং অর্চিস্

আছিদ্দোর্ acʰiddor বিণ চতুর অথবা দক্ষ (লোক) clever, expert (জলপা ৮) <সং অছিদ্র তু আছিদরি (শ্রীকৃষ্ণ)

আছিবে acʰibe ক্রি আসবে will / shall come না আছিবে—আসবে না (কোচবি ৬)

আছিলা acʰila বিণ আছোলা rough, unskinned (মেদিনী ৬, ২১, ২৬) <সং ছল্ল+

আছিল্যা acʰilæ বিণ দ্র আছিলা (মুর্শিদা ১৭)

আছুজ্ acʰuj বি দ্র আচ্‌ছুট্ (হাওড়া ১০)

আছুত acʰut বি দ্র আচ্‌ছুট্ (পদিনা ১৩)

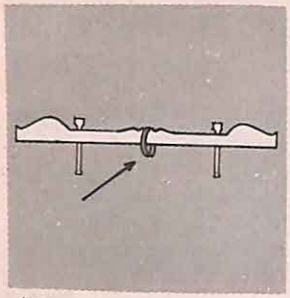
আছুদিয়া ঘরা acʰudia gʰɔra বি আঁতুড় ঘর lying-in-room (পদিনা ১৩)

আছুলা acʰula বিণ দ্র আছিলা (মেদিনী ৮)

আছোট্ acʰoʈ বি (পতিত হওয়ায়) গোচারণ ভূমি pasture (নদীয়া ১) দ্র আচোট্[১]

আছোড়্ acʰoɽ বি ১ আবর্জনা garbage আছোড়্‌গিলা ঝেঁইটায়েঁ দেও—আবর্জনাগুলো ঝেঁটিয়ে দাও (পুরুলি ১৭) ২ অপরিষ্কার স্থান dirty place (পুরুলি ১৭)

আছোদা acʰoda বিণ অশালীন abusive আছোদা



আঁজ

ভাষা—অশালীন ভাষা (মুর্শিদা ১১) <সং অশ্রদ্ধা

আজ্ **aj** বি· দ্র আচ্[1] (পদিনা ১০)

আঁজ **ãj** বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি দ্র অঁন্দ্ [সাধারণত এটি তালবাগড়ার (তালপাতার ডাঁটা) ছাল থেকে তৈরি হয়] (হাওড়া ১, ৩, ৮, ১০ হুগলি ৪)

আজ্কেল্ **ajkel** বি আজকাল now-a-days (জলপা ৬)

আজ্গের্ **ajger** বি আজ today ঝে লোক্টা কাল্ এয়েচ্যালো ফের আজ্গের্ আসবে—যে লোকটি কাল এসেছিল সে আজ আবার আসবে (চব্বিশ ২৭)

আজ্জল্ খাওয়া ব্যালা **ajjɔl kʰaoa bæla** বি জল খাওয়ার (প্রাতরাশের) সময় time for breakfast (বীরভূ ৫)

আজ্জোল্ **ajjol** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা (বর্ধমা ২০)

আজ্ঝাড়া **ajjʰaɽa** বি দ্র আঁচ্[1] আঁচ্ঝাড়া (বাঁকুড়া ১৩)

আঁজ্ড়া **ãjɽa** বি কৃষিসরঞ্জাম 'আঁচোড়'[3]-এর ফলা skewer of a scrapper used in cultivation (মেদিনী ২৭)

☆**আজ্ড়ানো** **ajɽano** ক্রি ১ খালি করা to empty বাল্টিল্টা আজ্ড়াই লেয়াই—বালতিটা খালি করে আন (মালদা ১১) আজ্ড়ে দে—[মাটির হাঁড়িটা] খালি করে দে (কোচবি ৫) কুচ্ড়িটা আজাড়ে দে—কুচ্ড়িটা (খড় দিয়ে তৈরি ধান রাখার জায়গা) খালি করে দে (পুরুলি ১৭) ২ পাত্রান্তরিত করা to keep in another pot তরকারিটা হোয়ে গ্যাছে গো, আজ্ড়ে নাও—তরকারিটা হয়ে গিয়েছে, ঢেলে নাও (বর্ধমা ৪) ৩ ঢালা to pour down গালাস্টার্ জল্টা আজাড়ে দাও—গ্লাসটার জলটা ঢেলে দাও (বীরভূ ৩) কোল্সিটার্ জল্টা আজাড়ে দাও—কলসির জলটা ফেলে দাও (বীরভূ ৮) ৪ পোশাক ছাড়া বা খোলা to put off dress etc. জামাটা আজ্ড়ি রাখ্—জামাটা খুলে রাখ (মেদিনী ২২, ২৬) ৫ (পোশাক) পরিবর্তন করা to change (dress) কাপড়্টা আজ্ড়ি আয়—কাপড়টা পরিবর্তন করে আয় (মেদিনী ২২) কাপড়্ আজাড়ে আয়—কাপড় পরিবর্তন করে আয় (মেদিনী ২৫) শাড়ি আজুল(ড়্)ল্যাম—শাড়ি পরিবর্তন করলাম (হাওড়া ১০)

আজ্ড়িই দেওয়া **ajɽii deoa** ক্রি আঁচড়ে দেওয়া to scratch (মেদিনী ১১)

আজ্ড়ি পাচাড়ি **ajɽi pacaɽi** বি আত্মীয় স্বজন kith and kin মোর্ আজ্ড়ি পাচাড়ি কেউ নাই, মুই এ্যাক্লা—আমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, আমি একলা (মেদিনী ২৮)

আজ্ড়ে কাচা **ajɽe kaca** ক্রি আছড়ে কাচা laundering by rinsing and thrashing (চব্বিশ ১৫)

আঁজ্ড়ে ধরা **ãjɽe dʰɔra** ক্রি জাপটে ধরা to embrace (বীরভূ ১১) তু আবা জড়ানো

আজ্না[1] **ajna** বি আঞ্জনি দ্র অর্জুনে (বীরভূ ১৪)

আজ্না[2] **ajna** বি দ্র অজ্জুনগুটি (পদিনা ৮)

আজ্না[3] **ajna** বি নাজনে (ডাঁটা) hyperenthera morunga (মুর্শিদা ১৭)

আজ্নাই[1] **ajnai̯** বি দ্র আজ্না[2] (চব্বিশ ৮, ২১ নদীয়া ৩, ৪ বীরভূ ৮, ১০ মুর্শিদা ১০)

আজ্নাই[2] **ajnai̯** বি দ্র আজ্না[1] (মুর্শিদা ৩ হুগলি ১৮)

আঁজ্নাই **ãjnai̯** বি দ্র আজ্না[2] (বর্ধমা ৫)

আজ্নি[1] **ajni** বি দ্র আজ্না[2] (চব্বিশ ৪ মেদিনী ৩৫)

আজ্নি[2] **ajni** বি দ্র আজ্না[1] (মেদিনী ২৯)

আজ্নি[3] **ajni** বি দ্র আঁচ্কিল্ (মেদিনী ২৮)

আঁজ্নি[1] **ãjni** বি দ্র আজ্না[1] (মেদিনী ৩৪)

আঁজ্নি[2] **ãjni** বি চালুনি a sieve (বাঁকুড়া ১৬)

আঁজ্নে **ãjne** বি দ্র আজ্না[2] আঁজ্নে ওটা—আঞ্জনি ওঠা (চব্বিশ ১২)

আজ্নোই **ajnoi̯** বি দ্র আজ্না[1] (হুগলি ১৮)

আজ্ভুট্টি **ajbʰuʈʈi** বিণ আজগুবী absurd আজ্ভুট্টি কথা—আজগুবী কথা (মুর্শিদা ১৯)

আজ্রান্ **ajran** বি চালাকি, ভাণ trickery আজ্রান্ কোরে শুধাইছে—চালাকি করে জিজ্ঞাসা করছে (মুর্শিদা ২২)

☆**আজ্রানো[1]** **ajrano** ক্রি খালি করা দ্র আজ্ড়ানো ১ (মুর্শিদা ৬) বস্তাটা আজরিং দে—বস্তাটা খালি করে দে (মুর্শিদা ১৭)

☆**আজ্রানো[2]** **ajrano** ক্রি (কাপড়) ছাড়া বা খোলা দ্র আজ্ড়ানো ৪ আকাচা কাপোড়্টা আজ্ড়ে রাক্—অপরিষ্কার কাপড়টা খুলে রাখ (বর্ধমা ২২ হুগলি ১)

☆**আজ্রানো[3]** **ajrano** ক্রি ১ চিমটি কাটা to pinch (হুগলি ৯) ২ আঁচ্ড়ানো to scrap মাটি আঁজড়ানো—মাটি আঁচ্ড়ানো (হুগলি ৫)

☆**আজ্রানো[4]** **ajrano** ক্রি পাত্রান্তরিত করা to pour out of a pot (পদিনা ১০ মেদিনী ২৬) হাঁড়িনু চাউগা অনন জেইগায় আজ্রি রাখ্—হাঁড়ি থেকে চালগুলি অন্য পাত্রে ঢেলে রাখ (মেদিনী ২২) শাগ্টা আজ্রাইলম্—শাকটা ঢাললাম (বীরভূ ৪)

আজ্লা[1] **ajla** বি আঁচল দ্র আচ্লা (দার্জিলি ৪ বীরভূ ৭ হুগলি ১৬)

আজ্লা[2] **ajla** বিণ বোকা, বুদ্ধিহীন idiot আজ্লা চ্যাংড়া—বুদ্ধিহীন ছেলে (পদিনা ১০ মালদা ৪, ৬) <আ আযল্ (আঞ্চলি)

আজ্লা[3] **ajla** বিণ আধপাগলা eccentric (দার্জিলি ৪) দ্র আজুলি[2]

আজ্লা[4] **ajla** বি আরশোলা the cockroach (মেদিনী ১৭)

আজলা[৫] **ajla** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা (চব্বিশ ৩৭)

আজলা[৬] **ajla** বিণ যে জেনেও না জানার ভাণ করে, যে ছল চাতুরি করে he, who pretends ignorance (knowing things well) (কোচবি ৫) <আ আয়ল (আঞ্চলি)

আঁজলা[১] **ājla** বি দ্র আজলা[১] (বর্ধমা ২, ৫, ৭ মেদিনী ৮, ১০, ১৭ হাওড়া ১০)

আঁজলা[২] **ājla** বি দ্র আজলা[২] (মেদিনী ৭)

আঁজলাই[১] **ājlai̯** বি আঁচিল দ্র আঁচকিল্ (বর্ধমা ২৫ বীরভূ ৪, ৫)

আঁজলাই[২] **ājlai̯** বি দ্র আজনা[২] (বীরভূ ৮, ৯)

আঁজলাই[৩] **ājlai̯** বি আঁচল border of a *śāri* (বীরভূ ৫)

আঁজলাট্ **ājlaṭ** বি মৃৎপাত্র পোড়াবার কাজে ব্যবহৃত কাঠের টুকরা [পনে সাজানো মাটির জিনিসের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দেওয়া হয়] small pieces of wood used in the oven of a potter (হাওড়া ১০)

আজলান্ **ajlan** বি চাতুরি pretence আজলান্ কোরে শুধাইছে—চাতুরি করে জিজ্ঞাসা করছে (মুর্শিদা ১২) উ কথাটা জানে তাও আজলান্ কোরে বারে বারে শুধাইছে—ও কথাটা জানে তবু ভান করে বারে বারে জিজ্ঞাসা করছে (মুর্শিদা ২৩)

☆আঁজলানো **ājlano** বি পাঁজাকোলা দ্র অঁচল[২] ছেলেটাকে আঁজলাই লিয়ে যা—ছেলেটাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যা (বাঁকুড়া ১৬)

আজলামো করা **ajlamo kɔra** ক্রি ১ দ্র আজলান্ আজলামো কোরে শুয়ে আছিস্—ছল করে (বা মটকা মেরে) শুয়ে আছিস (বীরভূ ৯ মুর্শিদা ২৩) ২ ন্যাকামো করা to feign সব জেনে এ্যাতো আজলামো ক্যানে কোচ্ছিস ?—সব জেনে এত ন্যাকামো করছিস কেন ? (বীরভূ ৪ মুর্শিদা ১৭)

আঁজলি **ājli** বি দ্র আঁচকিল্ (মেদিনী ৭, ১১)

আজহাস্ **ajhas** বি রাজহাঁস the gander (কোচবি ৬)

আজন্ **ajɔn** বি ঘর ঝাঁট দেওয়া ধুলো বা ময়লা dirt collected after sweeping a room (পদিনা ১১) তু আজান (আঞ্চলি) <সং আবর্জনা ~**মাটি** বি আবর্জনা (পদিনা ৭)

আজল্ গোদা **ajɔl goda** বিণ দ্র আজলা[৬] (বীরভূ ৭)

আজা[১] **aja** ক্রি রাঁধা to cook (পদিনা ৭)

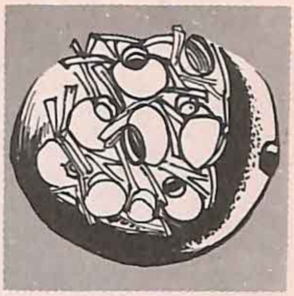
আজা[২] **aja** বি মাতামহ দ্র অজা (চব্বিশ ১৯ নদীয়া ৪, ৫, ৯ পুরুলি ৫ মেদিনী ১৩, ১৬)

আজা[৩] **aja** বি রাজা king (জলপা ৭) তু আবা রাজা

আজা[৪] **aja** বি জারজ bastard (নদীয়া ৪)

আজাই বাজাই **ajai̯ bajai̯** বি (বাজনা বাজাবার সময়) যে লম্ফ-ঝম্প করে he, who jumps and dances while playing music ইকি উদ্গুর্ চাঁড়া জগজ্জিতা আজাইবাজাই মায়া গো—একি উগ্র মেজাজের খাণ্ডারনী, লম্ফঝম্প করা মেয়ে গো (সোনা) (মেদিনী ১৯)

আজাওয়া **ajaoa** বি ধানজমির আগাছা weeds of a paddy field (হুগলি ৬)



আঁজলাট্

আঁজা কোচ্ **āja koc** বি একপ্রকার কালো রঙের কচু colocasia antiquorum (হুগলি ১)

আজাগ্গার **ajaggar** বি চট্‌পট্ কাজ করতে পারে না এমন ব্যক্তি a sluggish person (মালদা ৯)

আজাঙ্কর **ajaŋkɔr** বি অজগর সাপ python (জলপা ৭)

আজাড়্[১] **ajaṛ** ক্রি দ্র আজ্‌ড়ানো ১ (মেদিনী ২২, ২৬, ৩৪)

আজাড়্[২] **ajaṛ** বি আঙুলহাড়া whitlow (মালদা ১)

আজান্ **ajan** বি দ্র আজন্ (পদিনা ৫)

আজান্‌মিটা **ajanmiṭa** বি একপ্রকার ধান [অগ্রহায়ণ মাসে জন্মায়] a variety of autumnal paddy (মেদিনী ৩৩)

☆আজানো **ajano** ক্রি বোনা, রোপণ করা to plant বাড়ির্ সাম্‌নে শাগ্ আজিয়েছি—বাড়ির সামনে শাক বুনেছি (বর্ধমা ১২)

আজা মেরে বসা **aja mere bɔsa** ক্রি আসনপিঁড়ি হয়ে বসা to squat (বীরভূ ৭)

আজা মেলি বসা **aja meli bɔsa** দ্র আজা মেরে বসা (বর্ধমা ৫)

আজা মেলে বসা **aja mele bɔsa** দ্র আজা মেরে বসা (মুর্শিদা ২)

আজায় **ajae̯** বি দ্র আজা[২] (নদীয়া ৭)

আজি[১] **aji** বি ঠাকুরমা grand-mother (পুরুলি ৫)

আজি[২] **aji** বি আজ today (জলপা ৭ পদিনা ৩ মেদিনী ২) আজি মেঘিছে—আজ মেঘ করেছে (মেদিনী ২)। আজি খুব্ গিম্‌হার্ করছ্যা—আজ খুব গুমোট (গরম) (পদিনা ৩)

আঁজি[১] **āji** বি চাষের ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে দেওয়া অস্থায়ী আল temporary balk in agricultural field (হুগলি ৪) ~ **দেয়া** ক্রি জলসেচনের সুবিধার্থে জমির মাঝে মাঝে ছোট আল দেওয়া to make small balk to facilitate irrigation (হুগলি ৮) ~ **বাঁধা** ক্রি আলের দুধারে মাটি লেপ্‌টে দেওয়া to smear mud on balk to prevent loss of water (হাওড়া ৬)

আঁজি[২] **āji** বি পেয়ারা guava (হুগলি ৮) তু সাঁও আঞ্জির (Campbell)

আঁজি[৩] **āji** বি চালুনি a sieve (পুরুলি ১৪ বাঁকুড়া ১, ৫, ১২)



আজোন্ নাড়ি

আঁজিকাটা ãjikaʈa বিণ ডোরাকাটা streaked, stripped (চব্বিশ ১, ৩, ৭)

আজিকালিয়া ajikalia বিণ আধুনিক modern (জলপা ৭) তু আবা আজকালের

আজি টানা aji ʈana ক্রি (চাষের জমির সর্বত্র যাতে সমানভাবে জল পৌঁছাতে পারে সেজন্য) জমিতে লাঙলের ফাল দিয়ে লম্বা ও সরু নালা কাটা to make furrow in a field to facilitate uniform distribution of water (হুগলি ১৫)

আঁজিটানা ãjiʈana বিণ দ্র আঁজিকাটা আঁজিটানা কাপোড়—ডোরাকাটা শাড়ি (চব্বিশ ১, ৩, ৭)

আজিন্ ajin বি দ্র আজ্না২ (হাওড়া ১০)

আজিম্ কল্মা ajim kɔlma বি একপ্রকার মোটা ও লাল ধান (আষাঢ় মাসে রোপণ করা হয়] a variety of paddy (বর্ধমা ১)

আজিমা ajima বি দিদিমা দ্র আজি১ (নদীয়া ৩, ১০)

আঁজির্ ãjir বি দ্র আঁজি২ (পুরুলি ৫, ৯ বর্ধমা ২, ৪, ৮, ১৩ বাঁকুড়া ৫ বীরভূ ১, ৮, ১৩ মেদিনী ২৫ হাওড়া ৩, ১০) আঁজির্টা ডেসাইনছে—পেয়ারাটা ডাঁসা হয়েছে (বীরভূ ১০)

আজির্বার ajirbar বি পূর্ব বা আগামী সপ্তাহের কোনো নির্দিষ্ট বার [বক্তব্য রাখার সময় পূর্ববর্তী বা আগামী সপ্তাহের ওই বিশেষ বারটিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়] the same day of the last or ensuing week তোনন্যে আজির্বার দিনা আইস্বু—তোরা আজকে যে-বার আগামী সপ্তাহের সেই বারে আসবি (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আজিল্ ajil বি দ্র আঁজ্লাই১ (হুগলি ১২)

আজিলি ajili বি বোকা মেয়ে a foolish girl (কোচবি ৮) <আ আয়ল্ (আঞ্চলি)

আজু১ aju বি ১ মাতামহ দ্র আজা২ (চব্বিশ ১৯ জলপা ৭, ১০ দার্জিলি ৪ পদিনা ৪ মালদা ৪) ২ পিসি বা মাসির শ্বশুর father-in-law of aunts (কোচবিহার জেলার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়)

আজু২ aju বি ঠাকুরদা grand-father (দার্জিলি ৩, ৪)

আজু৩ aju বি দ্র আজি২ আজু কাইহানু বুলিস্বা চল্—আজ কোথাও বেড়িয়ে আসি চল (মেদিনী ১৬, ২২, ২৬) তু ব্রজবুলি 'আজু রজনী হাম' <সং অদ্য

আঁজুড়া ãjuɽa বি অঞ্জলি দ্র অঁজুলা (মেদিনী ৮, ১৭)

☆**আঁজুড়ানো ãjuɽano** ক্রি ১ আঁচড়ানো to scratch উ আমাকে আঁজুচ্চে—ও আমাকে আঁচড়াচ্ছে (বীরভূ ১, ৩) ২ চুলকানো to itch আঁজুড়ে দে— চুলকে দে (বীরভূ ১, ৩, ৮) তু আবা আঁচড়

আঁজুড়ে জাওয়া ãjuɽe jaoa ক্রি (শরীরের অংশ) ছড়ে যাওয়া to have mark of scratch on the body পা আঁজুড়ে গ্যাছে—পা ছড়ে গিয়েছে (বীরভূ ৮) তু আবা আঁচড়ে যাওয়া

আজুল্ ajul বি অঞ্জলি দ্র অঁজুলা (কোচবি ২ মুর্শিদা ১৬) আজুল্ কোরে ঢালি দিল—অঞ্জলি করে ঢেলে দিল (কোচবি ২)

আঁজুল্ ãjul বি দ্র আজুল্ (বর্ধমা ২, ১১ বীরভূ ৮) এ্যাক্ আঁজুল্ জল—এক আঁজলা জল (বর্ধমা ২, ২১)

আঁজুল্বেড়া ãjulbeɽa বি লাঙলের এক পাক দ্র আঁচল্২ (বীরভূ ১২)

আঁজুলা ãjula বি দ্র আজুল্ এ্যাক্ আঁজুলা জল্—এক আঁজলা জল (বাঁকুড়া ৭)

আজুলি১ ajuli বিণ আজগুবী incredible, absurd আজুলি আজুলি কথা বলে—আজগুবী আজগুবী কথা বলে (বর্ধমা ১৪)

আজুলি২ ajuli বি আধ্পাগলি an eccentric woman (দার্জিলি ৪) দ্র আজ্লা৩

আজেতে ajete বিণ বজ্জাত, বদমাইশ wicked (বীরভূ ৮)

আজেলা১ ajela বিণ দ্র আজ্লা২ (কোচবি ৮)

আজেলা২ ajela বিণ দ্র আজ্লা৬ (জলপা ৭)

আজেল্লে ajelle ক্রিবিণ আজ থেকে from today আজেল্লে পেট্ ভোরি খাচ্চি—আজ থেকে পেট ভরে খাচ্ছি (মেদিনী ২৫)

আঁজোন্ ধুল্যা ãjon d^hulæ বি একপ্রকার সরু লাল আমন ধান a type of fine reddish autumnal paddy (পুরুলি ১৩)

আজোন্ নাড়ি ajon naɽi বি আঞ্জনি দ্র অজ্জুনগুটি (বাঁকুড়া ১৫)

আজোবাজো ajobajo বিণ আজেবাজে meaningless, worthless, useless (মেদিনী ২৯ মুর্শিদা ২৩) আজোবাজো কথা বুলিস্ না—আজেবাজে কথা বলিস না (মুর্শিদা ২৩)

আজোয়া ধান ajoa d^han বি ঝরে পড়া ধান অথবা নাড়া থেকে জন্মান গাছের ধান [একে ঝরা ধানও বলা হয়] paddy which grows without sowing seed and transplantation (চব্বিশ ২০)

আজোর্ করা ajor kɔra ক্রি খালি করা, শূন্য করা to empty ঝুড়িটা আজোর্ করে দে—ঝুড়িটা খালি করে দে (নদীয়া ১০) দ্র আজ্ড়ানো ১

আঁজোর্ কাটা ãjor kaʈa ক্রি জাবর্ কাটা to ruminate (বীরভূ ১৪)

আজোল্১ ajol বি দ্র আজুল্ (নদীয়া ৬ মুর্শিদা ১০) এ্যাক্ আজোল্ জল—এক আঁজ্লা জল (মুর্শিদা ১০) আজোল্ ভোরে

জল্ তোল্—আঁজলা ভরে জল তোল্ (নদীয়া ৬)

আজোল্[২] **ajol** বিণ দ্র আজ্‌লা[৩] আজোল্ আজোল্ কথা বোলিস্ না—ন্যাকা ন্যাকা কথা বলিস না (মুর্শিদা ১৭)

আজোল্[৩] **ajol** বি (চুলের) জট matting (of hair) চুলে আজোল্ লেগে গ্যাছে—চুলে জট লেগে গিয়েছে (মালদা ২)

আঁজোল্ **ãjol** বি দ্র আজুল্ (নদীয়া ৬)

আজোল্ নুড়ি **ajol nuɽi** বি দ্র আজোন্ নাড়ি (মেদিনী ২৫)

আঝরু **aj^{h}ru** ক্রিবিণ আজ থেকে from today (মেদিনী ১৩) দ্র আইজ্‌নু

আঝলা **aj^{h}la** বিণ দ্র আজ্‌লা[২] (পদিনা ১০)

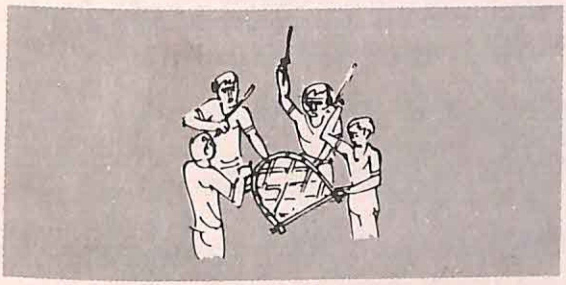
আঁঝর্ **ãj^{h}ɔr** বি জট entangle সুতোটা আঁঝর্ লেগে গ্যাছে—সুতোটা জট পাকিয়ে গিয়েছে (মালদা ২) দ্র আজোল্[৩]

আঝাড়া **aj^{h}aɽa** বি কলেরা cholera আঝাড়ায় ধুয়ে নিয়ে জাউ—কলেরায় পুরো পরিবারের মৃত্যু হোক (মেদিনী ১৭)

আঝাড়াগিরি **aj^{h}aɽagiri** বি বায়না importunity তোরা এ্যাতো আঝাড়াগিরি কোরিস ক্যানো—তোরা এত বায়না করিস কেন ? (নদীয়া ৬)

আঝুড়া **aj^{h}uɽa** বিণ শাখাপ্রশাখা কাটা হয় নি এমন (গাছ) untrimmed (tree) (মুর্শিদা ১৭)

আঝোড়্ **aj^{h}oɽ** বি দ্র আজোল্[৩] (পদিনা ৭)



আট্‌কড়ায়ে

আঝোর্ **aj^{h}or** বি দ্র আঁঝর্ সুতাগোলাতে খুব আঝোর্ ল্যাগে গ্যাছে—সুতোগুলিতে খুব জট পাকিয়ে গিয়েছে (মালদা ১)

আঁঝোল **ãj^{h}ol** বি দ্র আজুল্ এ্যাক্ আঁঝোল্ চাল্—এক অঞ্জলি চাল (মুর্শিদা ২১) ~ **মেরে নেওয়া** ক্রি অঞ্জলি করে নেওয়া [এক হাতে অঞ্জলির ভঙ্গিতে চাল ডাল ইত্যাদি নেওয়া] (বীরভূ ৯)

আট্[১] **aʈ** বি রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকায় সৃষ্ট লম্বালম্বি দাগ বা গর্ত ['লিক'-ও বলে] furrows at both sides of road created by cartwheel ওই আটে গাড়িটা লিয়্যা জা—ওই চাকার দাগে (গরুর) গাড়িটা নিয়ে যা (বাঁকুড়া ৭) <সং বর্ত্ম

আট্[২] **aʈ** বি উঁচু এবং পতিত জমি high but fallow land (চব্বিশ ১২) তু সাঁও আটা (Campbell)

আঁট্[১] **ãʈ** বি দ্র আট্[১] গাড়ি চোলি চোলি ইটা আঁট্ হৈ গেসে—গাড়ি চলে চলে এখানে চাকার দাগ হয়ে গিয়েছে



আজোল্[২]–আঁট্ কাটা

আঁট্ কাটা

(বাঁকুড়া ১, ৬, ১১, ১৭)

আঁট্[২] **ãʈ** বি হাঁটু knee (মেদিনী ৩৫)

আঁট্[৩] **ãʈ** বি নাড়িভুঁড়ি entrails (বর্ধমা ১৮ মেদিনী ৩৪) <সং অন্ত্র

আট্‌কড়ায়ে **aʈkɔɽae** বি শিশুজন্মের অষ্টম দিনে পাঁচজন এয়োতিকে আমন্ত্রণ করে তাদের ও প্রসূতিকে আটকড়াই খাওয়াবার প্রথা [সন্ধ্যাবেলায় এই অনুষ্ঠানের সময় পাড়ার আটটি বালককে ডাকা হয়। তারা বাড়ির আঙিনায় একত্রিত হলে তাদের একটি পুরানো কুলো এবং আটটি হাতখানেক লম্বা কাঠি দেওয়া হয়। তারা ঐ কুলোটি উল্টে ধরে প্রত্যেকে একটি করে কাঠি নিয়ে কুলোয় মারতে থাকে। এই সময় তারা একটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ছড়া বলে। গৃহিণী উত্তর দেয়। ছড়াটি এইরকম :

ছেলেরা : আট্‌কড়ায়ে বাট্‌কড়ায়ে ছেলে আছে ভালো ?
গৃহিণী : ভালো।
ছেলেরা : মায়ের কোলে দুধ খেয়ে
বাপের মুখ করো আলো।

এই ছড়াটি আটবার বলা হয় এবং ছড়াটি বলার সময় ছেলেরা মহা উৎসাহে কুলোতে পেটাতে থাকে। শেষে ভাঙাকুলো ও লাঠিগুলি একত্রিত করে একজন ছেলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় এবং সবাই এক বাটি পরিমাণ 'আট্‌কড়াই ভাজা' খাবার পায়। এই আট্‌কড়াই ভাজাতে সাধারণত থাকে—ছোলা, মটর, খেসারি, মুসুর, মুগ, কড়াই, বাদাম ভাজা, মুড়কি, মুড়ি অথবা চাল ভাজা। স্বচ্ছল পরিবারে এই খাবারের সঙ্গে একটি করে গুড় পিঠেও দেওয়া হয়] a custom observed on the eighth day of the child-birth (হাওড়া ১, ৮)

আট্‌কলাই **aʈkɔlai̯** বি দ্র আটকড়ায়ে (বাঁকুড়া ১৯)

আট্‌কলাইয়া **aʈkɔlai̯a** বি দ্র আট্‌কলাই (পুরুলি ৬)

আট্‌কা গাচ্ **aʈka gac** বি একপ্রকার গুল্ম [শীতকালে জন্মায়, মুগ কলাইয়ের মতো এর ক্ষুদ্র ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গায়ের ব্যথা হলে এই গাছের পাতা বেটে ব্যথার স্থানে লাগান হয়] a variety of creeper-grass (বর্ধমা ২)

আঁট্ কাটা **ãʈkaʈa** বি আল-কাটা পথ [জমির আলের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলার উপযোগী করে তৈরি] a narrow cut on the balk for a bullock-cart to pass through আঁট কাটা দিয়ে গাড়ি জখোন্ জাচ্ছিলো তখোন্ চাকা এগ্‌লি-পিছ্‌লি কোর্‌ছিলো—জমির আল-কাটা রাস্তা দিয়ে



আট্চাল্[1]

গাড়ি যখন যাচ্ছিল তখন চাকা আগু-পিছু করছিল (বর্ধমা ১৩)

আঁট্কাল্ ɑ̃ʈkal বি আন্দাজ estimation আঁট্কাল্ কোরে নুন্ দিস্ রে—আন্দাজ করে নুন দিস রে (বাঁকুড়া ৮) দ্র অট্কল্

আট্কি ɑʈki অসক্রি আট্কে obstructing (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬) অকে অতখঁ ধোরিয়্যা আট্কি রাখিসি না, ছাড়িয়্যা দে—ওকে এতক্ষণ ধরে আটকে রাখিস না, ছেড়ে দে (মেদিনী ৬, ১১)

আঁট্কুড়্ ɑ̃ʈkuɽ বিণ আঁটকুড়ে (সন্তানহীন পুরুষ) childless man (পদিনা ১০) <সাঁও আঁট+কুড়া

আট্কুড়্হি ɑʈkuɽhi বিণ পুত্রহীনা নারী (কন্যাসন্তান থাকতে পারে) a married lady having no son (পুরুলি ১১)

আট্কুড়া ɑʈkuɽɑ বিণ পুত্রহীন ব্যক্তি (কন্যাসন্তান থাকতে পারে) a married man having no son (পুরুলি ১১)

আঁট্কুড়া[1] ɑ̃ʈkuɽɑ বিণ মৃতবৎসা a woman who gives birth to still-born babies (মেদিনী ৬, ২০)

আঁট্কুড়া[2] ɑ̃ʈkuɽɑ বিণ নিঃসন্তান childless (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আঁট্কুড়া[3] ɑ̃ʈkuɽɑ বিণ দ্র আট্কুড়া (মেদিনী ২১)

আঁট্কুড়ি[1] ɑ̃ʈkuɽi বিণ দ্র আঁট্কুড়া[1] (মেদিনী ২১)

আঁট্কুড়ি[2] ɑ̃ʈkuɽi বিণ বন্ধ্যা নারী (গালি অর্থে ব্যবহৃত) childless woman (a swear word) (মেদিনী ২২, ২৬ মুর্শিদা ২১)

আঁট্কুড়িয়া ɑ̃ʈkuɽiɑ বিণ দ্র আট্কুড়া (মেদিনী ২২, ২৬)

আট্কুড়ো ɑʈkuɽo বিণ দ্র আঁট্কুড়্ (চব্বিশ ২০)

আঁট্কুড়ো ɑ̃ʈkuɽo বিণ দ্র আট্কুড়ো (হাওড়া ৮)

আঁট্কুড়্যা ɑ̃ʈkuɽɛ বিণ দ্র আঁটকুড়া[2] (কোচবি ২)

আট্কুড়্যা ধামা ɑʈkuɽɛ dʰɑmɑ বি একপ্রকার ধামা (আধমণ পরিমাণ শস্য ধরে) a rattan basket (of half a maund capacity) (মেদিনী ১৯)

আট্কুর্ ɑʈkur বিণ দ্র আট্কুড়ো (পদিনা ৫)

আট্কোড়ায়ে ɑʈkoɽɑe বি দ্র আট্কলাই (হুগলি ৪)

আট্কোলাই বাট্কোলাই ɑʈkolɑi̯ bɑʈkolɑi̯ বি দ্র আট্কলাই (বাঁকুড়া ৩)

আট্কৌরো ɑʈkouro বি দ্র আট্কলাই (চব্বিশ ১২)

আট্খড়া ɑʈkʰɔɽɑ বি পুরানো খড়ের চালে অল্প পরিমাণ নতুন খড়ের সংযোজন addition of fresh straw to an old thatched roof (বাঁকুড়া ১৪)

আট্খুরো ɑʈkʰuro বিণ বন্ধ্যা নারী barren woman (বর্ধমা ৬)

আট্খেড়ে দেওয়া ɑʈkʰeɽe deo̯ɑ ক্রি পুরানো খড়ের চালের উপর অল্প পরিমাণে নতুন খড় দিয়ে ছাওয়া to add fresh straw to an old thatched roof (বর্ধমা ১) দ্র আট্খড়া

আট্খোড়া দেওয়া ɑʈkʰoɽɑ deo̯ɑ ক্রি দ্র আট্খেড়ে দেওয়া (বর্ধমা ২৬)

আট্খোড়ে ɑʈkʰoɽe বি দ্র আট্খড়া (বর্ধমা ১)

আট্গাড়ি খেয়ে বসা ɑʈgɑɽi kʰee bɔsɑ ক্রি হাঁটু গেড়ে বসা to kneel-down (মেদিনী ২৯)

আঁটগাড়ি চলা ɑ̃ʈgɑɽi cɔlɑ ক্রি হামাগুড়ি দিয়ে চলা to walk on all fours (মেদিনী ২৯) দ্র আটগাড়ি খেয়ে বসা

আট্গুন্ডি ɑʈgunɖi বি রান্না ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার হাঁড়ি [রান্না, দই পাতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হাঁড়ির সাধারণ নাম 'পাইলা', মাঝারি ধরনের পাইলাকে বলে আট্গুন্ডি, ছোট ধরনের পাইলাকে বলে কুন্কি, বড় ধরনের পাইলাকে বলে পঁদ্রো গুন্ডি] a medium size earthen pot used to prepare rice (জলপা ৭)

আট্চাল্[1] ɑʈcɑl বি লাঙলের ঈশের গায়ে লাগানো কাঠের কীলক a wooden wedge which, hooks the ploughshare (চব্বিশ ১৪, ২৩, ৩৭ বর্ধমা ৬, ২৩)

আট্চাল্[2] ɑʈcɑl বি মুখগহ্বরের তালু the palate (চব্বিশ ১৯)

আট্চালি ɑʈcɑli বি দ্র আট্চাল্[1] (বর্ধমা ৫)

আট্জোমি ɑʈjomi বি উঁচু জমি high-land (চব্বিশ ১)

আঁট্টি ɑ̃ʈʈi বি আঁটি (ফলের) stone of a fruit (বর্ধমা ২) <সং অস্থি

আঁট্দোড়ি ɑ̃ʈdoɽi বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি যাতে লাঙলের ঈশ লাগান হয় দ্র অঁন্দ্ (চব্বিশ ৩৩)

আট্পরা ɑʈpɔrɑ বিণ আটপৌরে (*śari* or *dhoti*) for everyday use আট্পরা কাপোড়্—আটপৌরে কাপড় (মেদিনী ২৮) <সং অষ্ট+প্রহর

আট্পাট্ করা ɑʈpɑʈ kɔrɑ ক্রি আইঢাই করা to feel uneasy গাটা আট্পাট্ কোর্ছে—শরীরটা আইঢাই করছে (মেদিনী ১২) তু সাঁও আঁটপাট (Campbell)

আঁট্পাটাই করা ɑ̃ʈpɑʈɑi̯ kɔrɑ ক্রি দ্র আট্পাট্ করা (পুরুলি ১৩)

আট্পুয়ারে ɑʈpuɑre বিণ দ্র আট্পরা (মুর্শিদা ২)

আট্পেটা ɑʈpeʈɑ বিণ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী মানুষ intelligent and labourious man (বাঁকুড়া ১৪)

আট্পেটিয়া ɑʈpeʈiɑ বিণ দ্রুত কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন [মানুষ] a prompt worker বৌটা খুব্ আট্পেটিয়া আছে—বৌটা খুব চটপটে (বাঁকুড়া ১২)

আট্পেড়ে ɑʈpeɽe বিণ দ্র আট্পরা (চব্বিশ ১, ১৪ হাওড়া ১,

৮)

আট্‌পেরে **ɑṭperre** বিণ দ্র আট্‌পরা (চব্বিশ ৩৭)

আট্‌পেরে **ɑṭpere** বিণ দ্র আট্‌পরা (চব্বিশ ২১)

আট্‌পৈড়ো **ɑṭpoi̯ṛo** বিণ দ্র আট্‌পরা (বর্ধমা ৫)

আট্‌পৈর‍্যা **ɑṭpoi̯ræ** বিণ দ্র আট্‌পরা (মেদিনী ২৮)

আট্‌পোইরা **ɑṭpoi̯rɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (বর্ধমা ১৮)

আট্‌পোইরিয়া **ɑṭpoi̯riɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (মেদিনী ২০)

আট্‌পোরে **ɑṭpore** বিণ দ্র আট্‌পরা (চব্বিশ ৩৭)

আট্‌পোহ্‌রা **ɑṭpohrɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (বর্ধমা ৮, ১৩ হুগলি ১)

আট্‌পোহরি **ɑṭpohəri** বিণ দ্র আট্‌পরা (মালদা ২)

আট্‌পোহোইরা **ɑṭpohoi̯rɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (বর্ধমা ৮, ১৮)

আট্‌পোহিড়া **ɑṭpohiṛɑ̂** বিণ দ্র আট্‌পরা (মুর্শিদা ১১)

আট্‌পোহিরা **ɑṭpohirɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (মেদিনী ২৫)

আট্‌পোহুড়ি **ɑṭpohuṛi** বিণ দ্র আট্‌পরা (বর্ধমা ২)

আট্‌পোহুরে **ɑṭpohure** বিণ দ্র আট্‌পরা (পুরুলি ১৭)

আট্‌প্যাহেড়া **ɑṭpæheṛɑ** বিণ দ্র আট্‌পরা (মুর্শিদা ২৩)

আট্‌বাঁকি **ɑṭbā̃ki** বি পায়ের গোছে পরার রূপার অলঙ্কার a silver ornament worn just above the ankle (মুর্শিদা ২২)

আট্‌মংলা **ɑṭməŋlɑ** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (কোচবি ৬ জলপা ২)

আট্‌মুলা **ɑṭmulɑ** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (বর্ধমা ২)

আট্ মেরে বসা **ɑṭ mere bəsɑ** ক্রি দ্র আট্‌গাড়ি খেয়ে বসা (চব্বিশ ১৯)

আট্‌মোগ্‌লা **ɑṭmoglɑ** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (পুরুলি ১৪)

আট্‌মোলা **ɑṭmolɑ** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (বর্ধমা ৯)

আট্‌লা **ɑṭlɑ** বি বিচালি পাকানো গোল বিড়া [মাথায় রেখে কুলিরা ভারি মোট বহন করে] a ring of straw used as head-gear for carrying load (চব্বিশ ১৪)

আঁট্‌লা¹ **ɑ̃ṭlɑ** বি দ্র আট্‌লা (চব্বিশ ১৪, ৩৭)

আঁট্‌লা² **ɑ̃ṭlɑ** বিণ কুণ্ডলী spiral সাপ্ আঁট্‌লা কোরে আছে—সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে (চব্বিশ ১৪)

আট্‌হাড়ি মোওলা **ɑṭhɑṛi moolɑ** বি দুলে জাতির বিবাহে এয়োতিদের দ্বারা পালিত একটি অনুষ্ঠান [বরকে আসরে বসিয়ে আটটি ছোট হাঁড়িতে চাল, সুপারি, হরীতকী, বয়ড়া, হলুদ, কড়ি ইত্যাদি রেখে, হাঁড়িগুলি একটি কুলায় সাজিয়ে বরের চাদরে ঢেকে এয়োতিরা জলছড়া দিতে দিতে প্রতিবেশীদের বাড়ি যায়] a female rite observed in the marriage ceremony of the people belonging to the caste *'Dule'* (হুগলি ৯)

আট্‌হাড়ি ঢাকা **ɑṭhɑṛiḍʰaka** বি দ্র আট্‌হাড়ি মোওলা (মুর্শিদা ১৬)

আঁটন্¹ **ɑ̃ṭən** বি দেবসিংহাসন, মাটির বেদী বা কাঠের পিঁড়ি যার উপর দেবমূর্তি রাখা হয় an earthen or wooden seat of God (বর্ধমা ৭, ২১) তু সাঁও আটা (Campbell)

আঁটন্² **ɑ̃ṭən** বি জমির আল balk (হাওড়া ১, ৮, ১১)

আঁটন্³ **ɑ̃ṭən** বি সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম দ্র অটল্ (চব্বিশ ১২)



আট্‌লা

আটা¹ **ɑṭɑ** বি আঠা adhesive (চব্বিশ ১৫ বর্ধমা ২, ৫)

আটা² **ɑṭɑ** বি শিকারের জন্য তৈরি মাচা a high platform for hunting (বাঁকুড়া ১৭) তু সাঁও আটা (Campbell)

আটা³ **ɑṭɑ** ক্রি কমানো to reduce হারিকেল্‌টা আটে দে বেশি হয়্যা গেল্—হ্যারিকেনের বাতিটা কমিয়ে দে (আলোটা) বেশি হয়ে গিয়েছে (কোচবি ৪)

আটা⁴ **ɑṭɑ** বি পুকুর পাড় bank of a pond (হাওড়া ১০)

আটা⁵ **ɑṭɑ** বিণ তেলচিটে stickily soiled (নদীয়া ৩)

আঁটা¹ **ɑ̃ṭɑ** ক্রি শাসন করা to rule মা আঁটে না—মা শাসন করে না। ছেলেরে না এঁটে আস্‌কারা দিচ্ছে—ছেলেকে শাসন না করে প্রশ্রয় দিচ্ছে (চব্বিশ ১৪, ৩৭)

আঁটা² **ɑ̃ṭɑ** বি দ্র আটা¹ (বর্ধমা ১০)

আঁটা³ **ɑ̃ṭɑ** ক্রি ফোটান to boil দুধটা আঁট্—দুধটা ফুটিয়ে নে। দুধটাক্যে এ্যাক্‌টু আঁটিয়ে দে—দুধটাকে একটু ফুটিয়ে দে (মুর্শিদা ২৩)

আঁটা⁴ **ɑ̃ṭɑ** বি আটা wheat আঁটা চালি ফ্যাল্—আটা চেলে ফেল (মেদিনী ৬, ২৮)

আঁটা⁵ **ɑ̃ṭɑ** ক্রি পৌঁছান, হাজির হওয়া, (কাজে) যোগদান করা to reach, to join, to attend বিহান ছ বাজে আঁটে হবে—ভোর ছটায় (কাজে) যোগদান করতে হবে (পুরুলি ৪)

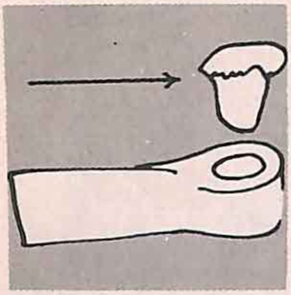
আটা আওটা **ɑṭɑ ɑoṭɑ** বি আটা দিয়ে প্রস্তুত খাদ্য [আটার সঙ্গে প্রচুর জল ও প্রয়োজনীয় গুড় ও নুন মিশিয়ে ফুটিয়ে লেইয়ের মতো পাতলা করে খাওয়া হয় অথবা শুকনো করে সুজির মতো খাওয়া হয়] a kind of food made of wheat (হাওড়া ১০)

আটাই¹ **ɑṭɑi̯** বি নাগাল reach আমার্ আটাই পাবি নাই—আমার নাগাল পাবি না (মেদিনী ৫)

আটাই² **ɑṭɑi̯** বি (গরুর গায়ের) এঁটুলি a tick (কোচবি ২, ৬)

আঁটাই বেঁধে পরা **ɑ̃ṭɑi̯ bédʰe pərɑ** ক্রি (শাড়ি) সাধারণভাবে পরা to wear (a *śari*) in a conventional style (হুগলি ১) দ্র আট্‌পরা

আটাইল্ **ɑṭɑil** বি দ্র আটাই² (কোচবি ১)



আটিল্[2]

আটাং ঠাকা—আটুপাটু[1]

আটাং ঠাকা ɑṭɑŋ ṭʰɑkɑ বি বাঁশের ঝুড়ি a basket made of bamboo stick (মেদিনী ৩৩)

আটা কোটা ɑṭɑ koṭɑ ক্রি ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ো তৈরি করা to grind rice in husking pedal (হুগলি ১১)

আঁটাড় দাঁত্ ãṭɑɽ dãt বি গজদন্ত an extra tooth (of man) growing in front of another (মেদিনী ২৫)

আটানি গুড় ɑṭɑni guɽ বি চিটে গুড় sticky molasses (বর্ধমা ১৪)

আটা পুকুর্ ɑṭɑ pukur বি হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী আচারের ক্ষেত্রে প্রস্তুত ক্ষুদ্র জলাশয় [মাটিতে গর্ত খুঁড়ে, গর্তে একটা জাঁতা রাখা হয়। তার চারপাশে কলাগাছ পুঁতে গর্তটিকে জলে ভর্তি করা হয়] a hole dug as a part of female rite in a Hindu marriage ceremony (হুগলি ১০)

আটা বেল্ ɑṭɑ bel বি বেল (আটা বা আঁঠা, কয়েত বেলের সঙ্গে পার্থক্যসূচক) marmelos (বর্ধমা ৬ হাওড়া ১০)

আটারি দাঁত্ ɑṭɑri dãṭ বি দ্র আটাড় দাঁত্ আটারি দাঁত্ বেরাইন্চে—গজদন্ত বেরিয়েছে (মেদিনী ২৫) <সং অন্তঃদংষ্ট্রিকা

আটাল্ ɑṭɑl বি কুকুরে দাঁত canine tooth (বাঁকুড়া ১৬)

আঁটাল্ ãṭɑl বি দ্র আটাই[২] (কোচবি ৩)

আটাল্ দাঁত্[1] ɑṭɑl dãt বি আক্কেল দাঁত wisdom tooth (বাঁকুড়া ১৫)

আটাল্ দাঁত্[2] ɑṭɑl dãt বি দ্র আটারি দাঁত্ (মেদিনী ৫)

আঁটাল্ দাঁত্ ãṭɑl dãt বি আটারি দাঁত্ (মেদিনী ৫, ৯)

আটাশ্ ɑṭɑʃ বি খড়ের পাকানো সরু দড়ি a rope of straw (বাঁকুড়া ৬)

আটাশে (ছেলে) ɑṭɑʃe (cʰele) বিণ আট মাসে ভূমিষ্ঠ (ছেলে) a baby born at the eighth month (বর্ধমা ৫)

আটি[1] ɑṭi বি চোখের সাদা অংশ conjunctiva (চব্বিশ ৭)

আটি[2] ɑṭi বি ধানগাছের চারার বিশেষ পরিমাপ [ধানগাছের চারা দুই হাতের মুঠিতে যতটা পরিমাণ ধরা যায়] a bundle of paddy plant having circumference measuring two palms closed together (পদিনা ৫ হুগলি ১৯)~খের্ বি খুব মোটা আঁটি বাধা খড় a large bundle of hay (পদিনা ৬)

আটি[3] ɑṭi বি ঝাঁটা broom (পুরুলি ১৩)

আটি[4] ɑṭi বি বোঝা load (পদিনা ৬)

আঁটি[1] ãṭi বি খড়ের বিশেষ পরিমাপ [কুড়িটি খড়ের গোছা বা আঁটি একত্রে বাঁধা হলে এক আঁটি হয়] twenty bunches of straws tied together (নদীয়া ১০)

আঁটি[2] ãṭi বি দ্র আটি[৩] (পুরুলি ৩, ৪)

আঁটি[3] ãṭi বি ধানগাছের চারার বিশেষ পরিমাপ [এক আঁটি সমান দুই হালা (এক মুঠিতে যতগুলি ধানচারা ধরে)] দ্র আটি[২] (পুরুলি ১৪)

আঁটি[4] ãṭi বিণ শক্ত tight আঁটিকি বাঁধা আছে—শক্ত করে বাঁধা আছে (মেদিনী ১৬)

আটিমুটি ɑṭi muṭi ক্রিবিণ আইঢাই uneasy (feeling) পেট্টা আটিমুটি কোরছে—পেটটা আইঢাই করছে (বর্ধমা ১৯)

আটিয়্যা ɑṭiæ বিণ এঁটো left over after eating (পদিনা ১৪)

আটিল্[1] ɑṭil বি পাথর বা হাঁড়ি কলসির ভাঙা গোলাকার টুকরো round piece of stone or broken pitcher (বাঁকুড়া ৯)

আটিল্[2] ɑṭil বি কুড়ুল ইত্যাদিতে গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত কর্মকারের সরঞ্জাম a tool used by blacksmith to make hole in axe etc. (পুরুলি ৪, ১৩)

আঁটিল্[1] ãṭil বি 'কাকেয়া' নামক মাটি খোঁড়ার যন্ত্রের যে অংশে হাতল লাগান থাকে the part of a digging tool where the handle is fixed (বাঁকুড়া ১৬)



আটাশ্

আঁটিল্[2] ɑṭil বি দ্র আটিল[২] (পুরুলি ৪)

আঁটু ãṭu বি হাঁটু knee আঁটু গোড়ি বসা—হাঁটু গেড়ে বসা (চব্বিশ ১৯ পদিনা ১০ বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ৮ হাওড়া ১০)

আটুড়ি ɑṭuɽi বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশটাহার্ (জলপা ১)

আটুপাটু[1] ɑṭupɑṭu ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি, ব্যস্ততার সঙ্গে quickly, hurriedly (মেদিনী ৩, ৫, ৯, ১১, ৩২) আটুপাটু কোর্ছিস্ ক্যান ? আস্তে কর্—[কাজটা] তাড়াতাড়ি করছিস কেন ? ধীরে কর (বাঁকুড়া ৭)। অত আটুপাটু কোচ্ছু ক্যান্যা—এত তাড়াতাড়ি করছিস কেন (বাঁকুড়া ১৮)। কাজটা আটুপাটু কর্ ভাই—কাজটা তাড়াতাড়ি করে দে ভাই (বীরভূ ৫)

আটুপাটু[২] ɑt̪upɑt̪u ক্রিবিণ আইঢাই, হাঁসফাঁস uneasy (feeling) (বাঁকুড়া ৩, ৭) শরীরটা আটুপাটু কোর্‌ছে—শরীরটা হাঁসফাস করছে (বাঁকুড়া ৭)। দম্যে খায়্যা লিয়ে আটুপাটু কোর্‌ছে—প্রচুর ভোজন করে [শরীরটা] হাঁসফাঁস করছে (মেদিনী ৯)

আটুপাটু[৩] ɑt̪upɑt̪u ক্রিবিণ গোগ্রাসে, অতি দ্রুত, বড় বড় গ্রাসে [খাওয়া] to gobble (বাঁকুড়া ১২ মেদিনী ১৩)

আটুপাটু[৪] ɑt̪upɑt̪u বিণ চঞ্চল, অস্থির anxious (পুরুলি ১৪ বাঁকুড়া ৭) মন্‌টা আটুপাটু কোচ্চে—মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে (পুরুলি ১৪) লোক্‌টা আইল না বোলে মোন্‌টা খুব্‌ আটুপাটু কোচ্চে—লোকটা এল না বলে মনটা ছটফট করছে (বাঁকুড়া ৭)

আটুপাটু[৫] ɑt̪upɑt̪u ক্রিবিণ টিপ্‌টিপ্‌ palpitation বুক্‌ আটুপাটু কোর্‌বে—বুক টিপটিপ করবে (হুগলি ৫)

আঁটুপাঁটু[১] ɑ̃t̪upɑ̃t̪u ক্রিবিণ ১ দ্র আটুপাটু[২] (বাঁকুড়া ৭, ১৬ মেদিনী ১১) দমে খোওয়্যা হোয়ে গেছে, শরীল্‌টা আঁটুপাঁটু কোর্‌চে—প্রচুর ভোজন করা হয়ে গেছে শরীরটা হাঁসফাঁস করছে (বাঁকুড়া ১২) ২ খুব বেশি পরিশ্রম [করা, যাতে শরীর হাঁসফাঁস করে] আমাকে আঁটুপাঁটু করাইচে—আমাকে খুব বেশি পরিশ্রম করিয়েছে (বাঁকুড়া ১২) ~ **করে খাওয়া** গোগ্রাসে খাওয়া ছেলেটা আঁটুপাঁটু কোরে খাচ্চে—ছেলেটা গোগ্রাসে গিলছে (বাঁকুড়া ১৫) দ্র আটুপাটু[৩]

আটুপাটু হওয়া ɑt̪upɑt̪u hɔo̯ɑ ক্রি থতমত খাওয়া to become perplexed (মেদিনী ২৫)

আটুবাটু করা ɑt̪u bɑt̪u kɔrɑ ক্রি ছটফট করা to fidget ছানাটা আটুবাটু কোর্‌ছে—ছেলেটা ছটফট করছে (মেদিনী ১১)

আটুম্‌ হওয়া ɑt̪um hɔo̯ɑ ক্রি উবু হওয়া to sit on one's heels আটুম্‌ হোয়ে বোসে আছি—উবু হয়ে বসে আছি (হুগলি ৪)

আঁটুয়া ɑ̃t̪uɑ বিণ শক্ত hard, tight (মেদিনী ৩০) তু সাঁও আঁট (Campbell)

আটুরি ɑt̪uri বি [মাছের] নাড়িভুঁড়ি entrails [of fish] বর্ধমা ১৯) <সং অন্ত্র

আটুল্‌ ɑt̪ul বি এঁটুলি দ্র আটাই[২] (চব্বিশ ২৩, ৩৭)

আঁটুল্‌ ɑ̃t̪ul বি মাছ ধরার জন্য বাঁশের কাঠির বিশেষ ধরনের খাঁচা [তীব্র স্রোতের অনুকূলে মুখ করে বসানো থাকে যাতে ছোট মাছ ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। আঁটুলের কাঠি মোটা, অধিক ফাঁকবিশিষ্ট, চারকোনা, আয়তনে ১ হাত থেকে ১০ হাত পর্যন্ত হয়। সরু কাঠি এবং অল্প ফাঁকবিশিষ্ট খাঁচাকে বলে বিত্তি] creel (চব্বিশ ৬) দ্র অটল্‌

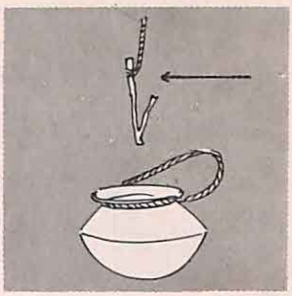
আঁটুল্‌ মাটুল্‌ বসা ɑ̃t̪ul mɑt̪ul bɔsɑ ক্রি আসনপিঁড়ি হয়ে বসা to squat (পুরুলি ৬ বাঁকুড়া ৭)

আটুলি ɑt̪uli বি চোরকাঁটা দ্র অখ্‌রা (চব্বিশ ৩৭)

আঁটুলি ɑ̃t̪uli বি দ্র আটুল্‌ (চব্বিশ ২২)

আটুস্‌[১] ɑt̪us বি আবদার demand (জলপা ৭)

আটুস্‌[২] ɑt̪us বিণ ন্যাওটা affectionate



আটুপাটু[২]—আটোল্‌

আটোয়াল্‌

attachment (জলপা ৩)

আটের্‌ ধুলো ɑt̪er dʰulo বি মিহি ধুলো [ধুলোকে কাপড়ে ছেঁকে মিহি করে পানগাছের 'জুয়া' বা শিকড়ে দেওয়া হয়, যাতে নরম শিকড় নরম মাটিকে আঁকড়ে ধরতে পারে] fine dust (usually used in betel leaf plantation) (বাঁকুড়া ৩)

☆আট্যে যাওয়া ɑt̪ɛ jɑo̯ɑ ক্রিবিণ (পরিমাণে) কুলিয়ে যাওয়া to become sufficient আট্যে গ্যালো—কুলিয়ে গেল (পদিনা ৩)

আঁট্যেপুটি ɑ̃t̪ɛput̪i ক্রিবিণ ঠাসাঠাসি, গাঁদাগাদি overcrowded, overloaded গাড়িটায় আঁট্যেপুটি হোইয়্যে গ্যাল—গাড়িটায় চাপাচাপি হয়ে গেল (মুর্শিদা ২২)

আটো ɑt̪o বিণ সরু, সংকীর্ণ narrow আটো গোলি—সরু গলি (পদিনা ১২)

আঁটো ɑ̃t̪o বিণ দ্র আটো (বীরভূ ৪ মালদা ১১) রাস্তাটা খুব আঁটো এ্যাক্‌টা লোকও পাশ হওয়া জায় না—রাস্তাটা খুব সংকীর্ণ একটা লোকও যেতে পারে না (বীরভূ ৪)। আটো জায়গা—স্বল্পপরিসর স্থান (মালদা ১১)

আটোং ɑt̪oŋ বি আসন seat ঠাকুরের আটোং—ঠাকুরের আসন (বাঁকুড়া ৭) দ্র আঁটন্‌[১]

আটোই ɑt̪oi বি দ্র আটুল্‌ (জলপা ১)

আটোন্‌[১] ɑt̪on বি [কৃষিক্ষেত্রের পায়ে চলা বা সীমানা নির্দেশক] আল balk (চব্বিশ ১৫, ২০ হাওড়া ১, ২, ৩, ৬, ৮, ১০)

আটোন্‌[২] ɑt̪on বি (খড়ে ছাওয়া চালে ব্যবহৃত) বাঁশ অথবা কাঠের বাতা bamboo or wooden slip (used in a thatch) (চব্বিশ ৩৬)

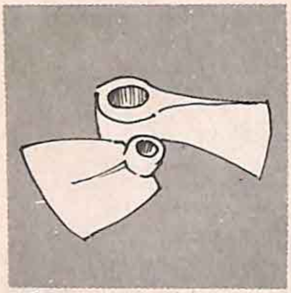
আঁটোন্‌ ɑ̃t̪on বি দ্র আঁটুল্‌ (চব্বিশ ১২)

আঁটোনিন্‌ ɑ̃t̪onin বি [ছুতারমিস্ত্রির] ছিদ্র করার যন্ত্রবিশেষ (এর তিনটি অংশ মাতালি, আচাড় ও সাপি) carpenter's tool to make hole (চব্বিশ ২৩)

আটোয়ারি ɑt̪oɑri বি শাসন rule (বর্ধমা ১৮)

আটোয়াল্‌ ɑt̪oɑl বি বোতল, হাঁড়ি ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার আঁকশি যুক্ত দড়ি [শিকা নয়] a rope with hook to hang kitchen utensils (কোচবি ৩)

আটোল্‌ ɑt̪ol বি দ্র আঁটুল্‌ (চব্বিশ ১৪, ১৫, ২৭, ৩৭ নদীয়া ১৩ হুগলি ১১)



আঠিয়াল্

আঁটোল্ ãʈol বি দ্র আঁটুল্ (চব্বিশ ১২)

আঁটোল্ বিত্তি ãʈol bitti বি জিয়ল মাছ ধরার একপ্রকার জাল (এক ধরনের শক্ত লতা ('শ্যামলা') দিয়ে তৈরি a kind of fishing net made of a creeper (নদীয়া ১৩)

আঠ্১ ɑʈʰ বি দ্র আটিয়্যা (পদিনা ১৪)

আঠ্২ ɑʈʰ বি আঁঠি stone [of a fruit etc.] (মেদিনী ১৫)

আঠ-কপালি ɑʈʰkɔpali বি আধকপালে (মাথার যন্ত্রণা, রোগবিশেষ) hemicrania (জলপা ৭)

আঁঠ্কুড়া ãʈʰkuɽɑ বিণ দ্র আঁটকুড়া১ (মেদিনী ১৩)

আঠ্মওলা ɑʈʰmɔola বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্টাহার্ (কোচবি ১)

আঠ্মংলা ɑʈʰmɔŋla বি দ্র আঠ্মওলা (মেদিনী ৭)

আঠ্লা (হওয়া) ɑʈʰla hɔo̯ɑ ক্রি শক্ত হওয়া to become stiff or hard (মালদা ১১)

আঁঠ্লিএ্যা মাটি ãʈʰliɛ maʈi বি এঁটেল মাটি a type of soil (চব্বিশ ১৭)

আঠ ɑʈʰɔ বি দ্র আটিয়্যা (দার্জিলি ৪)

আঠই ɑʈʰɔi̯ বি এঁটুলি দ্র আটুল্ (জলপা ৩)

আঁঠই ãʈʰɔi̯ বি দ্র আটুল্ (বীরভূ ৪)

আঠা১ ɑʈʰɑ বি শরীরের ময়লা dirt of body (বর্ধমা ১৩)

আঠা২ ɑʈʰɑ বি [আম ইত্যাদি গাছের] কষ astringent juice of a plant (মুর্শিদা ১৪)

আঠা৩ ɑʈʰɑ বি (চুলের) জট unkempt sticky state of hair মাথায় আঠা হোয়ে গিয়েসে—মাথার চুলে জট পাকিয়েছে (নদীয়া ৪)

আঠা দুধ্ ɑʈʰɑ dudʰ বিণ সদ্যপ্রসূতা গাভীর দুধ the milk of a cow recently delivered (জলপা ৩)

আঁঠা ãʈʰɑ বিণ আঠা, চিটচিটে adhesiveness, sticky (বর্ধমা ১৫ মেদিনী ২৭) তু সাঁও আঁটা

আঠাইল্ দাঁত্ ɑʈʰai̯l dãt বি দ্র আটারি দাঁত্ (মেদিনী ৩২)

আঁঠা কলা ãʈʰɑ kɔlɑ বি বীচি কলা a kind of banana having more pips inside (পদিনা ১৪) দ্র আঠ্২

আঁঠা বেল ãʈʰɑ bel বি বেল দ্র আটাবেল্ (মেদিনী ১০, ১৪, ২৮ হাওড়া ১০)

আঠারা ɑʈʰarɑ বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্টাহার্ (পদিনা ৫)

আঁঠাল্১ ãʈʰɑl বি এঁটেল [মাটি, লোহার খণ্ডকে যুক্ত করার সময় এই মাটি লাগিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়] a kind of soil used in the smithy (মেদিনী ৮)

আঁঠাল্২ ãʈʰɑl বি দ্র আটুল (পুরুলি ৪)

আঠাল্ দাঁত্ ɑʈʰɑl dãt বি দ্র আঁঠাইল্ দাঁত্ (পুরুলি ৩ বর্ধমা ২৩ বাঁকুড়া ১৭)

আঠালি ɑʈʰɑli বি দ্র আটুল্ (কোচবি ১ জলপা ৮)

আঠি ɑʈʰi বি খড়ের আঁটি দ্র আঁটি২ (পদিনা ৫ বাঁকুড়া ৭)

আঁঠি ãʈʰi বি দ্র আঠি (দার্জিলি ৪ পুরুলি ৬ বাঁকুড়া ১ হাওড়া ৮)

আঠিয়া কল ɑʈʰiɑ kɔlɔ বি দ্র আঁঠা কলা (জলপা ২, ৯)

আঠিয়া কলা ɑʈʰiɑ kɔlɑ বি দ্র আঁঠা কলা (জলপা ৭ দার্জিলি ৩, ৪)

আঁঠিয়া কলা ãʈʰiɑ kɔlɑ বি দ্র আঁঠা কলা (মালদা ৪)

আঠিয়া কলো ɑʈʰiɑ kɔlo বি দ্র আঁঠা কলা (দার্জিলি ৩)

আঠিয়া কালো ɑʈʰiɑ kalo বি দ্র আঁঠা কলা (দার্জিলি ৩)

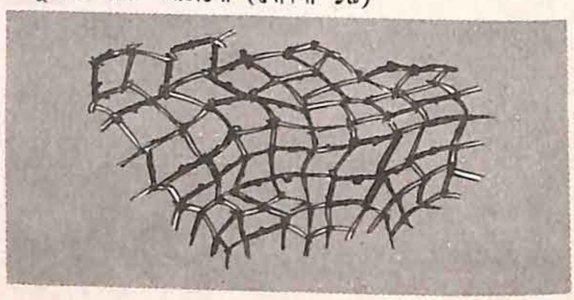
আঠিয়া কোলা ɑʈʰiɑ kolɑ বি দ্র আঁঠা কলা (জলপা ৩)

আঁঠিয়া ক্যালা ãʈʰiɑ kælɑ বি দ্র আঁঠা কলা (পদিনা ২)

আঁঠিয়াল্ ãʈʰiɑl বি কোদাল বা কুড়ুলের প্রান্তের গর্ত যেখানে হাতল লাগানো হয় [এর বাইরের অংশকে বলা হয় পাশা] a hole in a spade or in an axe through which the handle is fixed (মেদিনী ২১)

আঠিল্ ɑʈʰil বি দ্র আটিল্২ (মেদিনী ২০)

আঠিলা ɑʈʰilɑ বিণ আঠালো sticky আঠিলা পুকুর—যে পুকরের মাটি আঠালো (মেদিনী ১৯)



আঁটোল্ বিত্তি

আঠিশ্ ɑʈʰiʃ সর্ব আঠাশ twenty-eight (মেদিনী ১৬) <সং অষ্টাদশ

আঁঠি শহড়া ãʈʰi ʃɔhɔɽɑ বি আস্শেওড়া limonia pentaphylla (মালদা ১)

আঠু১ ɑʈʰu বি হাঁটু knee (চব্বিশ ১৯ বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ১১, ২৮ হাওড়া ১) আঠু মারিক্ বসা—হাঁটু গেড়ে বসা (মেদিনী ১৮) তু আবা হাঁটু

আঠু৩ ɑʈʰu বিণ এঁটো (মুখ) (mouth) not washed after taking food আঠু মুখে আস্লি—এঁটো মুখে

এলি ? (মালদা ৩)

আঁঠু[১] **ãṭʰu** বি দ্র আঠু[১] (চব্বিশ ৩১ বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ৩, ৮, ১১, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৪ হাওড়া ১ হুগলি ৫) আঁঠু ভেঙে বসা—হাঁটু মুড়ে বসা (চব্বিশ ৪)

আঁঠু[২] **ãṭʰu** বি আঁটি দ্র আঠ়[২] (মেদিনী ২২, ২৫)

আঁঠুই **ãṭʰui̯** বি দ্র আটুল্ (মুর্শিদা ২১)

আঁঠুড়া নাগা **ãṭʰuɽa naga** ক্রি এঁড়ে লাগা to suffer from indigestion due to undernourishment on account of successive pregnancy of mother (জলপা ১০) দ্র আঁইড়িয়া ছেলে

আঠুড়া **aṭʰuɽæ** বিণ বামন dwarf (বর্ধমা ৮)

আঠুয়া **aṭʰua** বিণ উচ্ছিষ্ট দ্র আইটা (জলপা ৭)

আঠুয়াই **aṭʰuai̯** বি দ্র আটুল্ (পদিনা ১ মালদা ৩)

আঁঠুয়াই **ãṭʰuai̯** বি দ্র আটুল্ (মালদা ১১)

আঠুয়াই চলা **ãṭʰuai̯ cɔla** ক্রি হামাগুড়ি দিয়ে চলা to move on all fours (বাঁকুড়া ১) দ্র আঠু[১]

আঁঠুল্ **ãṭʰul** বি দ্র আটুল্ (মুর্শিদা ১৭)

আঁঠুলা **ãṭʰula** বি উনানের ঝিক দ্র আঁইট্ল্যা (পুরুলি ১৭)

আঁঠুলো **ãṭʰulo** বিণ আঠালো sticky (মেদিনী ১৭)

আঠো[১] **aṭʰo** বি দ্র আঠুয়া (পদিনা ৪, ৯, ১০ মালদা ৮) আঠো লেট্‌কে গ্যালো—এঁটো লেপ্‌টে গেল (মালদা ৮)

আঠো[২] **aṭʰo** বি আঠা adhesive (পদিনা ৬, ১৫)

আঁঠো **ãṭʰo** বি দ্র আঠো[১] (পদিনা ৫)

আঠোই **aṭʰoi̯** বি দ্র আটুল্ (দার্জিলি ১, ২, ৩, ৪ বীরভূ ৯)

আঁঠোই **ãṭʰoi̯** বি দ্র আটুল্ (মুর্শিদা ১৭)



আঠোনদি

আঠোনদি **aṭʰondi** বি আট আঙুল পরিমাণ [দুই হাতের পাতা একটি চিত্ ও অপরটি উপুড় করে পাশাপাশি রাখলে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদ দিয়ে) এক হাতের তর্জনী থেকে অন্য হাতের কনিষ্ঠা পর্যন্ত ব্যবধানের মাপ] a measure of eight fingers of the palms (excluding the thumbs) placed side by side ~ **জাল** যে জালের ফাঁস 'আঠোনদি' মাপের (মেদিনী ১৮)

আঠোনি **aṭʰoni** বি কুম্ভকারের চাকের গর্ত [লাঠি আটকিয়ে চাক ঘোরানোর জন্য] a hole on the potter's wheel to fix a stick to move the wheel (পুরুলি ৮)

আঠোয়াই **aṭʰoai̯** বি দ্র আটুল্ (মালদা ৪)



আঠু[১]—আড়[২]

আঠোনি

আঠোয়াড়ি ভাঙা **aṭʰoaɽi bʰaŋa** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার (জলপা ৭)

আঠোয়ারি **aṭʰoari** বি দ্র আঠোয়াড়ি ভাঙা (পদিনা ৪, ৬, ১০)

আঠোল্ **aṭʰol** বিণ দ্র আঁঠুলো (মেদিনী ২১)

আঁঠোল্ **ãṭʰol** বি দ্র আটুল্ (মালদা ১, ২)

আঁঠোলা **ãṭʰola** বি দ্র আঁঠুলা (পুরুলি ৩)

আঠ্যা **aṭʰɛ** বি পাছা the hip (পুরুলি ৩)

আড্ডা[১] **aḍḍa** বিণ আধখানা half ওয়াকে আড্ডা আম্ দিনু—ওকে আধখানা আম দিলাম (মালদা ৩) তু আবা আধা

আড্ডা[২] **aḍḍa** বিণ চওড়া width জালের আড্ডা শোলো হাত্—জালটি চওড়ায় ষোল হাত (বাঁকুড়া ৪)

আড্ডা ভাঙা **aḍḍa bʰaŋa** ক্রি জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া দ্র আচোট্ কাটা (বর্ধমা ১৫) তু আড়মোড়া

আড়মঙ্গলা **aɖmɔŋgɔla** বি অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (হুগলি ৫) <সং অষ্ট-

আডাং **aḍaŋ** বিণ মূর্খ, মাথামোটা blockhead ই এ্যাক্ আডাং রে—এ একেবারে মাথামোটা (লোক) রে ! (বীরভূ ১১) তু আবা আকাট

আ-ডাল্ **a-ḍal** বি মগডাল top branch of a tree (বীরভূ ৯) <সং অগ্র+

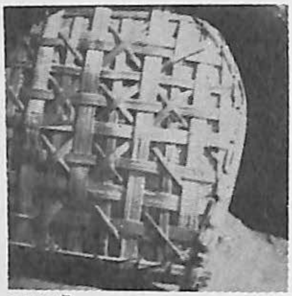
আঁডি **ãḍi** বি আঁটি bundle আঁডির্ পুশ্—(খড়ের) আঁটির গাদা (স্তূপ) (কোচবি ৬)

আঁডিয়া **ãḍia̯** বিণ দুরন্ত vivacious আঁডিয়া ছুঁড়ি—দুরন্ত মেয়ে (মেদিনী ৮) <সং অণ্ড-

আঁড়ুলা **ãḍula** ক্রি হাত্‌ড়ে খোঁজা to grope তুই ভালাকি আঁড়ুলা দিলে তাটিয়াটা পাবু—তুই ভালো করে হাতড়ে খুঁজলে বাটিটা পাবি (মেদিনী ২০) ~ **আড়ুলি** ক্রি হাত্‌ড়ে খুঁজি (মেদিনী ২১) তু টুঁড়া

আড়্[১] **aɽ** বি পুকুরের পাড় bank of a pond (পুরুলি ৮, ১৩) আড়টা ভাঙট্ হোয়ে গেছে—পুকুরের পাড়টা ভেঙে গেছে (পুরুলি ১৩)

আড়্[২] **aɽ** বি ১ চওড়ার দিক width (হুগলি ১৫) ~ **দাঁড়া** দড়ির খাটিয়ার আড়াআড়ি থাকা কাঠ বা বাঁশ [লম্বালম্বি থাকা কাঠ বা বাঁশ দুটিকে 'লম্বা দাঁড়া' বলে] (মেদিনী ২৪) ~ **বাজু** দ্র আড়্‌দাঁড়া (বর্ধমা ১, ১৩) ২ আড়াআড়ি crosswise (হাওড়া ১) ~ **বাতা** পান বরোজের 'খিল' অর্থাৎ ভূসমান্তরাল



আড়শাট্

বাঁশের বাতা, যা দিয়ে পাটকাঠির দেওয়াল ধরে রাখা হয় (মুর্শিদা ২৩) ~ **শাট্** কুলোর উল্টোদিকে যে চারটি বাঁশের বাতা আড়াআড়ি ভাবে থাকে (বাঁকুড়া ১০)

আড়্[৩] **ɑɽ** বিণ বাঁকা curved (মেদিনী ১৯)

আড়্[৪] **ɑɽ** বি আড়াল (to go) out of sight (পুরুলি ৬ বর্ধমা ৮) আড়্ হোয়ে গেইনছে—আড়াল হয়ে গিয়েছে (বর্ধমা ৮) পাহাড়ের আড়ে লুঁকিয়ে আছে—পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে (পুরুলি ৬)

আড়্[৫] **ɑɽ** বি পাশ, কাত side, sidewise (মেদিনী ৭ হাওড়া ১০ হুগলি ৪) আড়্ হোয়ে—কাত হয়ে (হুগলি ৪) ~ **বাটিয়া শুয়া** ক্রি পাশ ফিরে শোয়া (মেদিনী ১৬)

আড়্[৬] **ɑɽ** বি বেড়া fence (নদীয়া ১৩ পুরুলি ১৬) টাটি দিয়ে খামারটায় আড়্ দে—বাঁশের তৈরি কপাট দিয়ে খামারটায় বেড়া দে (পুরুলি ১৬)

আড়্[৭] **ɑɽ** ক্রি পাতা, মেলা to lay out জোড়ে জাল্ আড়্বে—স্রোতে জাল পাতবে (পুরুলি ৯)

আড়্[৮] **ɑɽ** বি ধান ভেজানোর কাজে অথবা আখশালে ব্যবহৃত বড় ধরনের মাটির গামলা a large earthen bowl (বর্ধমা ৯, ১০ বাঁকুড়া ১৯)

আড়্[৯] **ɑɽ** বিণ পরিষ্কার clean গা হাত্ আড়্ করে নাই উ কাচ্‌রা বটে—গা হাত পরিষ্কার করে নি, ও নোংরা (বাঁকুড়া ১৮)

আড়্[১০] **ɑɽ** বি অর্ধ half ~ **কোপাটি** বিণ অর্ধেক বন্ধ (দরজা) (বাঁকুড়া ৭) <সং অর্ধ ~ **কোল্** বিণ আধপাকা আম্টা আড়কোল্ হোইচে—আমটা আধপাকা হয়েছে (বাঁকুড়া ১২, ১৩) ~ **কোলিয়া** বিণ আধপাকা (বাঁকুড়া ১৩) ~ **খেপা** বিণ আধপাগলা (মেদিনী ১৪) ~ **দেবতা** বি সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ [পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ অভিন্ন দেবতারূপে গৃহীত। হিন্দুরা শ্বেত অথবা শ্যামলবর্ণ সত্যনারায়ণের পূজা করে পূর্ণিমা অথবা সংক্রান্তির প্রদোষকালে। নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয় 'শিরনি' বা 'সিন্নি' (আটা অথবা চালের গুঁড়া, দুধ, কলা, গুড় অথবা চিনির মিশ্রণ)] (মেদিনী ২৮) ~ **পাকা** বিণ আধপাকা (মেদিনী ৩) ~**ময়লা** বিণ আধময়লা (বাঁকুড়া ১৮)

আড়্[১১] **ɑɽ** বি বিধবা widow (নদীয়া ৬) <রাঁড়ী (আঞ্চলি)

আড়্[১২] **ɑɽ** বি ক্ষেতের আল balk (মেদিনী ৩, ১১, ১৩, ১৪, ২৯, ৩২) আড়্ কেটে জল নিয়ে আসতে হবে—আল্ কেটে জল নিয়ে আসতে হবে (মেদিনী ১৩)

আঁড়্[১] **ɑ̃ɽ** বি দ্র আড়্[১১] (চব্বিশ ২৭, ৩৭ নদীয়া ৬, ৯ বর্ধমা ৫ বীরভূ ৯ মুর্শিদা ২০, ২৪) ~ **বেঁওয়া** .দ্র আড়[১১] (মুর্শিদা ২)

আঁড়্[২] **ɑ̃ɽ** বি দ্র আড়্[১২] (বাঁকুড়া ১৩)

আঁড়্[৩] **ɑ̃ɽ** বি উপপত্নী concubine (মুর্শিদা ৯) তু রেণ্ডি (হি)

আড়্কদ্‌ড়া করা **ɑɽ kədɽɑ kəɽɑ** ক্রি ধানজমিতে কাদা করার সময় আলের গায়ে ঘাস মাটি কোদাল দিয়ে চেঁচে ফেলা to scrap grass and soil from the balk (পুরুলি ৪)

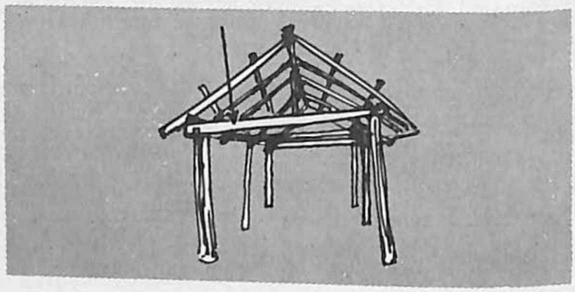
আড়্ করা **ɑɽ kərɑ** ক্রি ধানের আঁটি খুলে ধান ঝেড়ে আবার এমনভাবে আঁটি বাঁধা যাতে ভিতরের ভিজা খড় বাইরের দিকে থাকে to bundle the straw after threshing, in such a way that the wet-straw forms the outer part (পুরুলি ৭)

আড়্ কাট্টা **ɑɽ kaʈʈɑ** বি গরুর নির্বীর্যকরণ act of castrate a bullock (মালদা ১১) <সং অণ্ড

আড়্কাটা **ɑɽ kaʈɑ** বি খড়কাটা করাত straw cutting saw (পুরুলি ৫)

আড়্কাঁটি **ɑɽ kɑ̃ʈi** বি বাড়ির দাওয়ার দুইদিকের সরু দেওয়াল narrow wall by the sides of a verandah of a house (হুগলি ৫) <আড় (পাশ)+ কাঁথ্ (দেওয়াল)

আড়্কাঠ্ **ɑɽkaʈʰ** বি ঘরের ভিতর এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত কাষ্ঠদণ্ড (এর ওপর ছাদ থাকে) wooden beam to hold the roof (চব্বিশ ২০)



আড়কাঠ

আড়্কাঠা **ɑɽkaʈʰɑ** বি (দরজার) হুড়কো door-bolt (পুরুলি ১৬)

আড়্কানাছি **ɑɽkanacʰi** ক্রি আড়িপাতা to eavesdrop (বর্ধমা ১৮) <সং অন্তরাল+

আড়্কাল্ **ɑɽkal** বি বমি বমি ভাব nausea জিটা আড়কাল্ কোর্‌ছে—ভিত্‌রটা বমি বমি ভাব করছে (মালদা ৯)

আড়্কালা **ɑɽkalɑ** বিণ [শোনে একরকম উত্তর দেয় অন্যরকম] অর্ধ বধির a person who is incapable of giving proper answer to a question (partly because of defective hearing) (হাওড়া ১) <সং অর্জ+

আড়কুলি **aɽkuli** বিণ পাঁজাকোলা carried on ones arms দ্র আঁচল্[২] আড়কুলি করে নে—পাঁজাকোলা করে নে (বাঁকুড়া ১৫, ১৬)

আঁড়কো **ãɽko** বি ১ দ্র আংড়া[৪] (হুগলি ১৬) ২ গাছের রস সংগ্রহে শিউলির ব্যবহৃত আঁক্‌ড়া a wooden hook used to collect palm date juice (নদীয়া ২)

আড়কোদ্‌লা করা **aɽkodla kɔra** ক্রি দ্র আড়কদ্‌ড়া করা (পুরুলি ৩, ১৪, ১৫, ১৭) আড়কোদ্‌লা কোরতে দমে তিস্‌শাই ছিল—কোদাল দিয়ে ঘাস ছাঁটার কাজ করতে খুব পিপাসা পেয়েছিল (পুরুলি ১৪)

আড়কোলা **aɽkola** বিণ দ্র আড়কুলি (বর্ধমা ২৬) আড়কোলা করে নেওয়া—পাঁজাকোলা করে নেওয়া (চব্বিশ ৩৭) <সং অর্ধ+

আড়কোলি **aɽkoli** বি চ্যাংদোলা act of carrying by grasping one's arms and legs (বাঁকুড়া ৭)

আড়কোলে **aɽkole** বি দ্র আড়কুলি (বাঁকুড়া ৫)

আড়খিলে **aɽkʰile** বি ধান ঝাড়ার জন্য ব্যবহৃত পাটা দ্র আগড়[২] (হুগলি ৫)

আড়খুঁটা **aɽkʰũʈa** বি চেরাইয়ের সুবিধার্থে কাঠের গুঁড়িকে তুলে রাখার কাজে ব্যবহৃত আড়াআড়িভাবে রাখা কাষ্ঠখণ্ড [দুটি খুঁটির উপর এটিকে রাখা হয়] a horizontal piece of wood against which the log to be sawed is placed (পুরুলি ৩)

আড়গড়া **aɽgɔɽa** বি, বিণ কাত, হেলানো slant inclined ~ কর‍্যা ক্রি কোইসিটা আড়গড়া কোর‍্যা



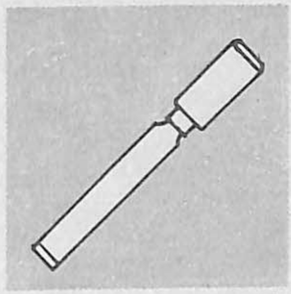
আড়দিয়া

ধোরিসিনি—কলসিটা কাত করে ধরিস না ~ হওয়া ক্রিবিণ খুঁটাটা আড়গড়া হোইছ্যে—খুঁটিটা কাত হয়ে গেছে (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬) দ্র আড়[৫]

আড়গিড়া **aɽgiɽa** বিণ দ্র আড়গড়া হাঁড়িট আড়গিড়া হোই রোইচি—হাঁড়িটা কাত হয়ে আছে (মেদিনী ৮) <সং অর্ধ+

আড়চা[১] **aɽca** বিণ অস্পষ্ট (উচ্চারণ) indistinct (pronounciation) আড়চা উচ্চারোন্—অস্পষ্ট উচ্চারণ (চব্বিশ ১৫) < সং অর্ধ

আড়চা[২] **aɽca** বি লাঙলের ঈশ আটকাবার কাজে ব্যবহৃত কাঠের কীলক a wedge to fighten the handle



আড়চাল্ বাটালি

with the ploughshare (চব্বিশ ৪ মেদিনী ৮ হুগলি ১৬)

আঁড়চা **aɽca** বিণ বদমেজাজী ill-tempered (মেদিনী ১২)

আড়চাল্[১] **aɽcal** বি দ্র আড়চা[২] (চব্বিশ ৪ বর্ধমা ৬, ১২ বাঁকুড়া ৭, ১৫ মেদিনী ৮, ১৩ হাওড়া ১, ৮, ৯ হুগলি ৫)

আড়চাল্[২] **aɽcal** বি ঘরের চালের ছাঁচ eaves (বাঁকুড়া ৫, ১৩)

আড়চাল্ বাটালি **aɽcal batali** বি (কামারের ব্যবহৃত) এক প্রকার বাটালি [সাধারণত আকার ৫″ × ১/৪″] a chisel (হাওড়া ১)

আড়চালি **aɽcali** বি দ্র আড়চাল্[১] (মেদিনী ৫)

আড়চে **aɽce** বিণ দ্র আড়চা[১] (হাওড়া ১)

আড়ছাঁচ্ দেওয়া **aɽcʰãc deoa** ক্রি জমির আলের বাড়তি ঘাস ছেঁটে দেওয়া দ্র আড়কদ্‌ড়া জাবোড়্ চাসে আড়ছাঁচ দিই—[জমিতে] তৃতীয়বার লাঙল করার সময় আলের বাড়তি ঘাস কেটে দিই (বাঁকুড়া ১১)

আড়জিব্ **aɽjib** বি আলজিভ uvula (বর্ধমা ১২ হুগলি ৯, ১২)

আড়ঝুড়ুয়া **aɽjʰuɽua** ক্রি দ্র আড়কদ্‌ড়া করা (বাঁকুড়া ১)

আড়ঝোড়া **aɽjʰoɽa** ক্রি দ্র আড়কদ্‌ড়া (পুরুলি ৬)

আড়তাল্‌কা[১] **aɽtalka** বি দ্র আড়জিব্ (মেদিনী ১৮)

আড়তাল্‌কা[২] **aɽtalka** বি টাক্‌রা, মুখগহ্বরের ঊর্ধ্বতল the palate (মেদিনী ৩১)

আড়তাল্‌কা[৩] **aɽtalka** ক্রিবিণ আচমকা suddenly (মেদিনী ১৭)

আড়তি[১] **aɽti** বিণ অতিরিক্ত surplus, extra আড়তি বাড়তি কাজ্ কত্ত কি সার্‌লি—অতিরিক্ত কত কাজ সার্‌লাম (মেদিনী ১৯)

আড়তি-বাড়তির্ কথা **aɽti baɽtir kɔtʰa** বি কাজকর্ম বিষয়ক কথা talk about some work (মেদিনী ১৯)

আড়তেলিয়া **aɽtelia** বিণ ঝগড়াটে quarrelsome (বাঁকুড়া ৭)

আড়দিয়া **aɽdia** ক্রি ধানচারা রোপণের আগে আলের গায়ে কাদামাটি লেপন করা দ্র আঁজি[১] (বাঁকুড়া ১) তু আল

আড় দেওয়া **aɽ deoa** ক্রি আড়াল করা to cover (পুরুলি ৫) <সং অন্তরাল

আড়দেশ্ **aɽdeʃ** বি পশ্চিমদিকের দেশ বা

অভিধা (১ম) ১১



আড়পাখি বাড়ি

জায়গা western land or province (হুগলি ১৫) তু রাঢ়দেশ

আড়ধরা **aɽd^{h}ɔra** ক্রি দ্র আড়দিয়া (পুরুলি ৩, ৪, ১৪)

আড়পাখি বাড়ি **aɽpak^{h}i baɽi** বি একতলা ইংরেজি 'এল' আকৃতির মাটির বাড়ি [অন্য তিন প্রকার বাড়ি যথাক্রমে 'কাঠপিড়ি' (বারান্দা নাই এমন দোতলা বাড়ি), 'পাখিপিড়ি' (দোতলা ও সামনের বারান্দাসহ একচাল ছাউনি) ও 'বালাগাছি' (পাখিপিড়ির অনুরূপ তবে ছাউনি দোচালা)] 'L' shaped earthen house (মুর্শিদা ১৩)

আড়পাড় করা **aɽpaɽ kɔra** ক্রি ১ [গুরুভোজনের ফলে] শরীর আইঢাই করা to feel uneasy due to over-eating (বাঁকুড়া ১ হাওড়া ১) ২ বমনেচ্ছা দেখা দেওয়া দ্র আড়কাল্ (বাঁকুড়া ৮, ১৩, ১৬ হুগলি ৫) গাটা আড়পাড় কোচ্চ্যে—(শরীরটা) বমি বমি করছে (বাঁকুড়া ১৩)

আঁড়পাড় করা **ãɽpaɽ kɔra** ক্রি দ্র আড়পাড় করা গাটা আঁড়পাড় কোরছে—গাটা বমি বমি করছে (পুরুলি ৮)

আড়পি বকা **aɽpi bɔka** ক্রি বকবক করা to jabber আড়পি না বোকে ঝুনকি দে—আজেবাজে না বকে (গা) চুলকিয়ে দে (মেদিনী ৭) তু আবা আলাপী

আড়পুয়াল্ **aɽpual** বি [ধান ঝাড়ার পর] খড় বা বিচালির আঁটি bundle of straw (after threshing) (পুরুলি ১৭)

আড়বাজু **aɽbaju** বি তাঁতের কাঠামোয় আড় (প্রস্থ) দিকে যে কাঠ থাকে a wooden cross-piece of a handloom (বর্ধমা ১২) দ্র আড়[2]

আড়বাড় **aɽbaɽ** বি রাস্তাঘাট a throughfare আড়েবাড়ে বেরোনো—(ঘরের) বাইরে বেরোনো (মেদিনী ১৯) তু আবা আল (পথ)

আড়বান্দা **aɽbanda** ক্রি দ্র আড়দিয়া (পুরুলি ৬)

আড়বেলিয়া **aɽbelia** বি চারবেলা four times (daily) আড়বেলিয়া খাওয়া—চারবেলা খাওয়া (মেদিনী ১২)

আড়ব্যালা **aɽbæla** বিণ বিকালের জলখাবারের সময় tiffin-time at afternoon (বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ২৫)

আড়ভারা **aɽb^{h}ara** বি দ্র আড়বাজু (মেদিনী ৩৩)

আড়মড়া ভাংগা **aɽmɔɽa b^{h}aŋga** ক্রি আড়মোড়া ভাঙা shake off lethargy (মেদিনী ৬, ২৬)

আড়মুড়া **aɽmuɽa** বিণ বাঁজা [গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি] barren animal (নদীয়া ৩)

আঁড়রা[1] **ãɽra** অ মহিষের ডাক lowing of buffalo (পুরুলি ১৩ বাঁকুড়া ৫) কাঁড়া আঁড়রাইচে—মহিষ ডাকছে (বাঁকুড়া ৫) তু সাঁও আঁড়রা

আঁড়রা[2] **ãɽra** বি জোর হেঁড়েগলা harsh and loud voice (মেদিনী ৯) তু আবা এঁড়ে

আঁড়রা[3] **ãɽra** বিণ নিবীর্যকরণে অসফল গরু অথবা মহিষ cow or buffalo custrated unsuccessfully (পুরুলি ৩)

আঁড়রা[4] **ãɽra** বিণ বদরাগী ill-tempered (বাঁকুড়া ১৯)

আঁড়রা[5] **ãɽra** ক্রি চিৎকার করা to shout ছেলিয়াটা আঁড়রাছে—ছেলেটা চিৎকার করছে (পুরুলি ৩)

আঁড়রা[6] **ãɽra** বিণ একগুঁয়ে obstinate (পুরুলি ৩)

আঁড়রাই কাঁদা **ãɽrai̯ kãda** ক্রি হাউ হাউ করে কাঁদা to cry with lamentation (পুরুলি ৭, ৮) দ্র আঁড়রা[5]

আঁড়রাকটা **ãɽrakɔʈa** বি বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজের বেলায় থাকে না এমন ব্যক্তি a person who talks much but does nothing (পুরুলি ১১)

আড়রা চুল্ **aɽra cul** বি বেতো চুল [মানুষের মাথার চুলের মধ্যে থাকে একপ্রকার মোটা, বেঁটে ও কোঁকড়ান চুল] a curled and waste hair (বাঁকুড়া ১৮)

আঁড়রায় আঁড়রায় কাঁদা **ãɽrae̯ ãɽrae̯ kãda** ক্রি দ্র আঁড়রাই কাঁদা (পুরুলি ৮ বাঁকুড়া ১) মধু বড়া আঁড়রায় আঁড়রায় কাইনছে—মধু হাউ হাউ করে কাঁদছে (পুরুলি ৯)

আড়লাহা **aɽlaha** ক্রি দ্র আড়বান্দা (পুরুলি ১৭)

আড়শাট্ **aɽʃaʈ** বিণ আটষট্টি sixty-eight (পদিনা ২)

আঁড়শলাই **ãɽʃɔlai̯** বি আঁকশলী দ্র আকশলাই (মালদা ২)

আড়শাঙা **aɽʃaŋa** বি কড়িকাঠ beam of roof (বীরভু ১০)

আড়শোলোই **aɽʃoloi̯** বি দ্র আঁড়শলাই (পুরুলি ৫)

আড়সে আড়সে **aɽse aɽse** ক্রিবিণ আড়চোখে (তাকানো) sidelong (glance) আড়সে আড়সে চাইল—আড়চোখে তাকাল (মেদিনী ৩৩)

আড়হল্লা **aɽhɔlla** বি হুড়কা a latch (পুরুলি ১৫)

আড়হাইনা **aɽhaina** বি দিনমজুর [দিনমজুর দু ধরনের। কেউ বছরের প্রথমে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান নিয়ে প্রত্যহ কিছু নগদ টাকায় কাজ করে। অন্যেরা কোনো ধান নেয় না মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে] agricultural wage-labourer (পুরুলি ৪) <আড়+

আড়হান্ **aɽhan** বি আস্তানা temporary shelter সেখানে চোরের্ আড়হান্ গাড়হি আছে—সেখানে চোরেরা আস্তানা গেড়েছে (পুরুলি ১৩)

আড়হি **aɽhi** বি বেতের তৈরি ধামা a ratten basket (মুর্শিদা ১১)

আড়হুয়া **aɽhua** বিণ একগুঁয়ে obstinate (বাঁকুড়া ৫)

আড়হোল্ **aɽhol** বি অড়হর ডাল দ্র অড়ওল (মুর্শিদা ৪, ২৪)

আড়ং **aɽɔŋ** বি শরীরের কাঠামো structure of the

body (বাঁকুড়া ৪)

আড়চ্ aɽɔc বি দাওয়ার উপর চালের একটু নীচে তৈরি লম্বা তাক loft (বীরভূ ১১)

আড়ম্বড়ি করা aɽɔmbɔɽi kɔra ক্রি আস্ফালন করা to boast (মেদিনী ১৭) তু আবা আড়ম্বর

আড়া১ aɽa বি গরু বা মহিষের গাড়ির উপরের 'ছই' বা আচ্ছাদন a shade over a bullock-cart (বাঁকুড়া ১২) তু আড়াল

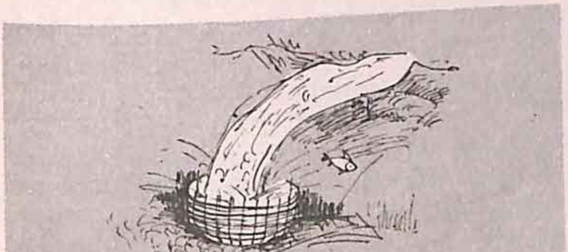
আড়া২ aɽa বি ঢেঁকিতে 'পাড়' দেওয়ার সুবিধার জন্য ব্যবহৃত দণ্ড [ঢেঁকিতে পা রাখার জায়গার দুপাশে দুটি খুঁটি পুঁতে আড়াআড়িভাবে দণ্ডটি রাখা হয়, যাতে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়] a piece either of wood or of bamboo kept over husking pedal to ease pedalling (নদীয়া ৩)

আড়া৩ aɽa বি গরুর গাড়ির চাকা ও চক্রনাভির সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী কাষ্ঠ দণ্ড wooden spoke of a cart-wheel (চব্বিশ ২৩ নদীয়া ৪, ৭ বর্ধমা ২৩ হুগলি৫, ১১) <সং অর্

আড়া৪ aɽa বি মাটির বাড়িতে চালের কাঠামোয় লম্বালম্বিভাবে যে বাঁশ বা কাঠ থাকে bamboos fixed accross the two walls of a mud hut (চব্বিশ ১৪, ২১, ২৭ নদীয়া ৯ হুগলি ১০, ১৫, ১৬)

আড়া৫ aɽa বি (কাঁঠালের) কাঁটাযুক্ত আবরণ thorny skin of jack-fruit (কোচবি ৩)

আড়া৬ aɽa বি গরুর গাড়ির মাচানে আড়াআড়িভাবে বাঁধা বাঁশের বাতা bamboo sticks fixed cross-wise on a deck of a bullock-cart (নদীয়া ১২)



আড়া১৭

আড়া৭ aɽa বি রামধনু rainbow আড়াতে গাড়হ্যা বজবে—রামধনুতে (বৃষ্টি হবে, সেই বৃষ্টির জলে) গর্ত ভর্তি হবে (মালদা ৯) তু সাঁও আরাক্ (লাল)

আড়া৮ aɽa ক্রি বাজি ধরা to bet আমি এ্যাক্ টাকা আড়ালুম্—আমি একটাকা বাজি ধরলাম (বীরভূ ১০)

আড়া৯ aɽa বি কাঠ অথবা ধাতুর তৈরি শস্য মাপার পাত্র a wooden or metal pot to measure food-grains (মেদিনী ২৫)

আড়া১০ aɽa বি ছাউনিযুক্ত ধান রাখার জায়গার চারদিকে কাঠ



আড়া১

দিয়ে তৈরি বেড়া wooden fence around a covered area to keep paddy (চব্বিশ ২৩) তু আড়াল

আড়া১১ aɽa বি পুকুরের পাড় দ্র আড়্১ (চব্বিশ ১২, ১৯ বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ৩, ২৫)

আড়া১২ aɽa বি ডাঙা high land (চব্বিশ ১৯, ২৩ মেদিনী ২৮ হাওড়া ২)

আড়া১৩ aɽa বি মাছ ধরার (চৌবাচ্চার মতো) গর্ত a pit for catching fish (হুগলি ১৯)

আড়া১৪ aɽa বি গর্ত a hole (বর্ধমা ৯) তু গাড়া

আড়া১৫ aɽa বি মাছ ধরার টোপ a bait (মেদিনী ২৪)

আড়া১৬ aɽa বি (বীজ অঙ্কুরোদ্গমের) তলা a land to germinate seed (বীরভূ ১)

আড়া১৭ aɽa বি তীব্র স্রোতের টানে ভেসে আসা মাছ ধরার একপ্রকার পদ্ধতি [বেশ উঁচু থেকে নেমে আসা প্রবল স্রোতের মুখে খড়কুটো ও পাতা ভর্তি একটি বেতের ঝুড়ি বসান হয় যাতে মাছ এসে পড়ে। কিন্তু খরস্রোতের টানে মাছ ঝুড়িতে থাকতে অথবা বের হতে না পেরে বাধ্য হয়ে জোরে লাফ দেয় ও ডাঙায় পড়ে। এভাবে মাঝারি আকারের মাছ ধরা যায়] a process of catching strong current-borne fish by obstructing the flow of water (বীরভূ ৭)

আড়া১৮ aɽa বি ঝোপ, বাঁশের ঝাড় bush, a cluster of bamboo (কোচবি ৩)

আড়া১৯ aɽa বি মাটির বাড়ির ছাদবিশেষ [কড়িকাঠের উপর বাঁশ বা বাঁশের ফালি বিছিয়ে তার উপর মাটির মোটা স্তর দেওয়া হয়] roof of a mudhut (বর্ধমা ১৩)

আড়া২০ aɽa বি বাঁশের আলনা bamboo stand for clothes (চব্বিশ ২১, ২৩)

আড়া২১ aɽa বি শুকনো জায়গা dry place (বাঁকুড়া ৩)

আড়া২২ aɽa বি সরু কাঠি দিয়ে তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম a fishing trap made of sticks (বর্ধমা ২০ মুর্শিদা ২)

আড়া২৩ aɽa বিণ আছাঁটা অথবা কম ছাঁটা (চাল) not properly husked (rice) আড়াচালের্ ভাত্, তাই জিবে লাগ্চে—আছাঁটা চালের ভাত তাই জিভে লাগছে (হাওড়া ১, ৮) <আড়া (আঞ্চলি)

আড়া২৪ aɽa বি থাক্, গুচ্ছ layer, bundle এ্যাক্ আড়া জিনিস্ সাজিয়ে তারপর্ কাঠ বিছানো হয় তারপর্ আবার্ এ্যাক্ আড়া সাজানো হয়—এক থাক জিনিস সাজিয়ে তারপর কাঠ



আড়াই প্যাচ

বিছানো হয় তারপর আবার এক থাক সাজানো হয় (মেদিনী ২০)

আড়া[২৫] **ɑɽɑ** বিণ (কমবেশি চার মণ) ধানের পরিমাপ a measure of paddy (about four mounds) (মেদিনী ২৯)

আড়া[২৬] **ɑɽɑ** বিণ (হাঁস মুরগির) পুরুষবাচক বিশেষণ a masculine prefix আড়া হাস—পুরুষ হাঁস আড়া পায়রা—পুরুষ পায়রা (মেদিনী ১৫) আড়া মোরগ্—মোরগ (মেদিনী ৩৫) তু এঁড়ে

আড়া[২৭] **ɑɽɑ** ক্রি পাতা to lay (বাঁকুড়া ৭, ৮, ১১ বীরভূ ৮) জাল্ আড়া—জাল পাতা, জাল্ আড়িছে—জাল পেতেছে (বাঁকুড়া ১৬) জোড়ে জাল্ আড়্বে—স্রোতে জাল পাতবে (পুরুলি ৯) সে বঁড়্সি আড়্ছো—সে ছিপ ফেলেছে (মেদিনী ১৯)

আঁড়া[১] **ɑ̃ɽɑ** বিণ পুরুষ (গাছ) barren (tree) (নদীয়া ১০) ~ গাচ—ফল হয় না এমন গাছ (বর্ধমা ৬ মেদিনী ১৫) ~ মোচ্—বন্ধ্যা তালমোচ (হাওড়া ১০) তু এঁড়ে

আঁড়া[২] **ɑ̃ɽɑ** বি ডিম egg (পুরুলি ৭) তু আণ্ডা

আঁড়া[৩] **ɑ̃ɽɑ** বি, বিণ ষাঁড় দ্র আড়া[২৬] (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আঁড়া[৪] **ɑ̃ɽɑ** বি যে বলদকে ষাঁড় অবস্থায়ও কিছুদিন হাল করানো হয়েছিল a bullock which is used in ploughing and will be custrated in near future (পুরুলি ৫)

আড়াআড়ি কোরে শোনা **ɑɽɑɑɽi kore ʃonɑ** ক্রি আড়ি পেতে শোনা to eavesdrop তু আড়্[৪] (বাঁকুড়া ৩)

আড়াইকুড়ো **ɑɽɑi̯kuɽo** বি শ্রাদ্ধের অন্যতম অনুষ্ঠান [মালসায় একমুঠো চাল রেখে একগোছা পাটকাঠি জ্বেলে মালসার চারদিকে আড়াইবার ঘোরানো হয়] a ritual observed at a *śrāddha* ceremony (চব্বিশ ১০)

আড়াইপ্যাচ **ɑɽɑi̯pæc** বি তামার উপর সোনার পাত মুড়ে তৈরি বাহুতে পরার গহনা [আড়াই প্যাঁচ দেওয়া গহনাটির মুখ সর্পাকৃতি অথবা গোলাকৃতি হয়] a gold coated copper ornament for the upper arm with a motif of a snake having two and a half round (বাঁকুড়া ৭ বীরভূ ১, ৫ হুগলি ১৫)

আঁড়াই বুলা **ɑ̃ɽɑi̯ bulɑ** ক্রি উকিঝুঁকি মারা to peep ছেলেটা আঁড়াই বুলছে—ছেলেটা উকিঝুঁকি মারছে (পুরুলি ১২) তু আড়াল

আড়াই ভাত্ **ɑɽɑi̯ bʰɑt** বি অন্নপ্রাশনের পর তৃতীয়দিনে মামার বাড়িতে শিশুকে ভাত খাওয়ানোর অনুষ্ঠান the ceremony of first feeding rice to the baby (মুর্শিদা ৪)

আড়াইয়া **ɑɽɑi̯ɑ** বি গরুর জ্বর a cattle disease like fever (বর্ধমা ২৬)

আড়াকল্ **ɑɽɑkɔl** বিণ আধপাকা incompletely ripen (বর্ধমা ৯, ২৬ বাঁকুড়া ৮) দ্র আড়্[১০]

আড়াকুলে **ɑɽɑkule** বিণ দ্র আড়াকল্ (হাওড়া ১০)

আড়াকোল্ **ɑɽɑkol** বিণ দ্র আড়াকল্ (বাঁকুড়া ১১, ১২)

আড়া গাছ্ **ɑɽɑ gɑcʰ** বি দ্র আঁড়া[১] (বর্ধমা ৫)

আড়াগাড়ি **ɑɽɑgɑɽi** বি বাঁশের তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম a fishing instrument made of bamboo (বর্ধমা ২৫) দ্র আড়া[২২]

আড়াচ্[১] **ɑɽɑc** বি মাটির এক ধরনের দোতলা বাড়ি [এই বাড়ির দোতলার উচ্চতা এত কম যে ঘরের ভিতর দাঁড়ান যায় না] a two storied mud house of which the first floor is low (বাঁকুড়া ৩)

আড়াচ্[২] **ɑɽɑc** বি বাঁশের কঞ্চির তৈরি পাটি a mat made of bamboo slip (বাঁকুড়া ১২)

আড়াচ্[৩] **ɑɽɑc** বি গরু অথবা মোষের গাড়ি ধান গাছে বোঝাই করে তার উপর যে সাত-আট হাত লম্বা বাঁশ বা কাষ্ঠদণ্ড বাঁধা হয় a long bamboo or wooden pole placed over a loaded cart (বাঁকুড়া ১, ১২) ~ দেওয়া গাড়িতে ফসলের উপর কাষ্ঠখণ্ড বা বাঁশ বাঁধা (বাঁকুড়া ১১)

আড়াচ্[৪] **ɑɽɑc** বি কড়িকাঠের উপর কাঠ বা বাঁশ পেতে খড় ইত্যাদি রাখার জায়গা [মাটির বাড়ির কড়িকাঠের উপর পাটাতন না করে কয়েকটি কাঠ বা বাঁশ ফাঁক ফাঁক করে পেতে জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থাও করা হয়] a place over a joist to keep household materials (বাঁকুড়া ৬)

আঁড়াচ **ɑ̃ɽɑc** বি দ্র আড়াচ্[৪] (বাঁকুড়া ১৪)

আড়াচি পাতা **ɑɽɑci pɑtɑ** ক্রি আড়ি পাতা to eavesdrop দ্র আড়াআড়ি কোরে শোনা আড়াচি পেতে কতা শুনচে—আড়ি পেতে কথা শুনছে (বর্ধমা ১২)

আড়া ছাড়া **ɑɽɑ cʰɑɽɑ** বিণ ইতস্তত ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত at sixes and sevens (বাঁকুড়া ১৮)

আড়া জাল্ **ɑɽɑ jɑl** বি বড় মাছ ধরার একপ্রকার জাল [জালটি লম্বায় ৫০/৬০ হাত, চওড়া ৭/৮ হাত নাইলন সুতোয় বোনা, জালের ফাঁস ১১/২/২ ইঞ্চি সমান] a large fishing net to catch big fish (পুরুলি ১৫)

আড়া দরুন্ **ɑɽɑ dɔrun** বিণ মুষলধারা torrential (rain) আড়া দরুনে জল্ হচ্ছে—মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে (বাঁকুড়া ১০)

আড়ান্ **ɑɽɑn** বি উঁকি a peep আড়ান্ দিয়ে দেখি আয়—উঁকি মেরে দেখি আয় (চব্বিশ ১৫) তু আড়াল

আড়ানি **ɑɽɑni** বি দুটি খুঁটির সঙ্গে যে দুটি বাঁশ পাশাপাশি কৌণিকভাবে রেখে তার উপর ধান ঝাড়ার বাঁশের মাচান

'ধাবোড়' রাখা হয় the bamboo pole on which the platform is placed for threshing (চব্বিশ ১৭)

☆আড়ানো[১] **αɽano** ক্রি বাজি ধরা দ্র আড়া[৮] রামবাবু এ্যাকটা কাড়া আইড়েঁছে—রামবাবু একটা মহিষ বাজি ধরেছে (পুরুলি ১৩)

আড়ানো[২] **αɽanɔ** ক্রি লুকানো to hide আড়াই থাক্—লুকিয়ে থাক্ (পুরুলি ৬)

আড়াবাড়ি **αɽabαɽi** বি বাঁশের ঝাড় cluster of bamboo (কোচবি ৬)

আড়াবাঁদ্ **αɽabād** বি পুকুরের পাড় দ্র আড়[১] (চব্বিশ ১২)

আড়াবিস্‌টি **αɽabisʈi** বি প্রবল বর্ষণ heavy rainstorms (বর্ধমা ১৫)

আড়ামোড়া ছাড়া **αɽamoɽα cʰαɽα** ক্রি আলস্য ভাঙা to remove lathergy by stretching body (চব্বিশ ৩৯)

আড়া মোয়ান্ জল্ **αɽα moαn jɔl** বি প্রবল বর্ষণ, যাতে পুকুর ভেসে যায় heavy rainstorms that can fill a pond (বর্ধমা ৯)

আড়ায়েঁ থাকা **αɽaē tʰaka** ক্রি লুকিয়ে থাকা দ্র আড়ানো চোরগিলা আঁধারে আড়ায়েঁ আছে—চোরগুলো অন্ধকারে লুকিয়ে আছে (পুরুলি ১৭) দ্র আড়ানো[২]

আড়ায়ে শোনা **αɽae ʃona** ক্রি দ্র আড়াআড়ি কোরে শোনা (বর্ধমা ১৮) আড়ায়ে আড়ায়ে শুনচে—আড়াল থেকে শুনছে (বাঁকুড়া ১২)

আড়াল্ **αɽal** বি প্রায় চার হাত লম্বা 'খড়ি' বা সরকাঠি দিয়ে বোনা পাটা [পান বাছাই ও গোনার কাজে এবং আড়াল হিসাবে ব্যবহৃত হয়] a mat made of reed (হাওড়া ৮)

আড়াল্ চট্ **αɽal cɔʈ** বি চটের থলে যা নৌকার ছইয়ের সামনে ও পিছনে পর্দা হিসাবে ঝোলানো থাকে sack-curtain hung at the prow of a boat for privacy (চব্বিশ ১৫)

আড়াল্ চাল্ **αɽal cal** বি দ্র আড়াল্ চট্ (চব্বিশ ১৫)

আড়ালি **αɽali** বি (জিনিসপত্র বহনের সুবিধার জন্য) গরুর গাড়িতে যে কাঠের বেড়া থাকে a wooden fence on bullock cart (বর্ধমা ১৯)

আড়ালি মারা **αɽali mara** ক্রি দ্র আড়াচি পাতা (বর্ধমা ২২)

আড়াশ্[১] **αɽαʃ** বি (গরুর গাড়িতে) খড় বিছিয়ে তৈরি আচ্ছাদন [গোবর মাটি সার ইত্যাদি বহনের সময় যাতে সারের ধূলা গরুর গাড়ির নিচে না পড়ে, সেইজন্য ব্যবহৃত হয়] a platform of hay used on a bullock cart (বাঁকুড়া ১৫)

আড়াশ্[২] **αɽαʃ** বি দ্র আড়াচ্[৩] (পুরুলি ৪, ১৪ বাঁকুড়া ১, ৫)

আড়াশ্[৩] **αɽαʃ** বি আরাম, বিশ্রাম rest (কোচবি ১)

আড়াশন্ **αɽαʃɔn** বি দ্র আড়াচ্[৩] (বাঁকুড়া ৭, ১৯ বর্ধমা ৪, ৮, ১৮)

আড়াশোন্ **αɽαʃon** বি দ্র আড়াচ্[৩] (বর্ধমা ২, ১৫ বীরভূ ১)



আড়াসন্

আড়াস্ **αɽαs** বি দ্র আড়াচ্[৩] (পুরুলি ৬)

আড়াসন্ **αɽasɔn** বি দ্র আড়াচ্[৩] আড়াসন্ দিয়ে আড়াচে দিলম্—আড়াসন্ দিয়ে আড়াআড়িভাবে বেঁধে দিলাম (বাঁকুড়া ১১)

আড়াসন্ তাড়া **αɽasɔn tαɽα** বি দ্র আড়াচ্[৩] (বাঁকুড়া ১১)

আড়াসি পাতা **αɽαsi pata** ক্রি দ্র আড়ালি মারা (বর্ধমা ১২)

আড়াসুড়্যে **αɽasuɽɛ** বিণ আধপাকা (তেঁতুল) (tamarind) not properly ripe (বাঁকুড়া ১) দ্র আড়্[১০]

আড়াসোড়েয়্যা **αɽasoɽeæ** বি দ্র আড়্[১০] (বাঁকুড়া ১৮)

আড়াসোরিয়া **αɽasoria** বিণ দ্র আড়্[১০] (বাঁকুড়া ১৮)

আড়ি[১] **αɽi** বি কাশের গুচ্ছকে খেজুরপাতা দিয়ে বোনা হয় এমন ঝুড়ি a basket made of *kās* [a variety of long grass] (বর্ধমা ১৫ বাঁকুড়া ১৪, ১৭)

আড়ি[২] **αɽi** বি আল দ্র আড়্[১২] (মেদিনী ৩৫)

আড়ি[৩] **αɽi** বি আলের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ walk-way through the earthen ridge around agricultural plot of land (বাঁকুড়া ৬)

আড়ি[৪] **αɽi** বি আড় মাছ দ্র আইড় [মাছ] (কোচবি ১ মেদিনী ৩০)

আড়ি[৫] **αɽi** বি আবদার, বায়না nagging (মেদিনী ৩) উ আড়ি লিচ্ছে—ও বায়না করছে (বাঁকুড়া ১৫) ছানাটা আড়ি ধোরাচে—বাচ্চাটা বায়না ধরেছে (মেদিনী ২৫)

আড়ি[৬] **αɽi** বি করাত saw (পদিনা ১০ বীরভূ ৪, ১৪)

আড়ি[৭] **αɽi** বি (জুয়া খেলায়) বাজি a bait in gambling (বাঁকুড়া ১৪)

আড়ি[৮] **αɽi** বি ধান-চাল মাপার বিশেষ পরিমাপক [বেতের তৈরি এই ঝুড়ি নানা আকারের হয়। যেমন ১ আড়ি—প্রায় ১ কিলো (নদীয়া ১৩), ৫ সের (বীরভূ ১১ মালদা ১১ মুর্শিদা ১৭), ৪ কাঠা—প্রায় ৮ কিলো (নদীয়া ৭, ১০) ৮ দন (এক দন=প্রায় ৩১/২ কিলো) (চব্বিশ ৩৬, ৩৭)] a measurer of corn (বাঁকুড়া ১১, ১২)

আড়ি[৯] **αɽi** বি বিধবা দ্র আড়্[১১] (কোচবি ৩ জলপা ৭, ৮ দার্জিলি ১ পদিনা ১০, ১২ মুর্শিদা ১৯ <রাঁড়ি

আড়ি[১০] **αɽi** বি ১ (পাশাপাশি দুটি পুকুরের মাঝখানের) মাটির বাঁধ earthen ridge between two ponds



আড়িয়া[১]

(মেদিনী ২৪) ২ পুকুরের পাড় দ্র আড়[১] (বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ২০)

আড়ি[১১] **ɑɽi** কুমোরের চাকের গর্ত [এই গর্তে লাঠি লাগিয়ে চাক ঘোরানো হয়] the hole in the potter's wheel (চব্বিশ ১)

আঁড়ি **ɑ̃ɽi** বি বিধবা দ্র আড়[১১] (দার্জিলি ৪ পদিনা ১০ বীরভূ ৯ মালদা ৪)

আঁড়ি আঠি **ɑ̃ɽi ɑʈʰi** বি বড় ট্যাংরা মাছ a large cat fish (মালদা ৫)

আড়ি কোরে শোনা **ɑɽi kore ʃonɑ** ক্রি আড়ি পেতে শোনা to eavesdrop (নদীয়া ৬)

আড়িট্‌ঠি **ɑɽiʈʈʰi** বি আড় মাছ দ্র আড়[১০] (মালদা ১)

আড়ি ট্যাংড়া **ɑɽi ʈæŋɽɑ** বি দ্র আঁড়ি আঠি (চব্বিশ ৮)

আড়ি দেওয়া **ɑɽi deo̯ɑ** ক্রি বন্ধ করে দেওয়া (to shut up) কবাট্‌টা আড়ি দাও–দরজাটা বন্ধ করে দাও (মেদিনী ২)

আড়িমুড়ি **ɑɽimuɽi** বি দ্র আড়ামোড়া ছাড়া ~ **করা** ক্রি আলস্য ভাঙা (বর্ধমা ৫ বীরভূ ৫) ~ **ঝাড়া** ক্রি আলস্য ভাঙা (বীরভূ ৯) ~ **দেওয়া** ক্রি আলস্য ভাঙা (পদিনা ১৫)

আড়িয়া[১] **ɑɽiɑ** বি বড় নৌকার মাঝি যে স্থানে দাঁড়িয়ে হাল ধরে [এই স্থানটি নৌকার চালের উপর মাচার মতো] a platform on a large boat on which the helmsman stands (মালদা ৭)

আড়িয়া[২] **ɑɽiɑ** বি মাঠে যেখানে গরু বাঁধা হয় a grazing ground for cows (মেদিনী ৩১)

আড়িয়া[৩] **ɑɽiɑ** বি মল ত্যাগ করার জায়গা the piece of land used for latrine (মেদিনী ৩১)

আড়িয়া[৪] **ɑɽiɑ** বিণ চাষের কাজে অপটু বলদ an untrained bullock (চব্বিশ ১৯ পুরুলি ১২ মালদা ১, ৪ মেদিনী ২৬)

আড়িয়া[৫] **ɑɽiɑ** বি পুকুরের পাড় দ্র আড়[১] (মেদিনী ১৪)

আড়িয়া[৬] **ɑɽiɑ** বি একজাতীয় পান a kind of betel leaf (কোচবি ৪)

আড়িয়া[৭] **ɑɽiɑ** বিণ এঁড়ে দ্র আড়া[২৬] (কোচবি ৫ চব্বিশ ১৭ পদিনা ১৩ পুরুলি ৫)

আড়িয়া[৮] **ɑɽiɑ** বি দ্র আড়িট্‌ঠি (দার্জিলি ১ পদিনা ২)

আঁড়িয়া[১] **ɑ̃ɽiɑ** বি, বিণ ষাঁড় দ্র আঁড়া[৩] (কোচবি ৫ চব্বিশ ১৯ পদিনা ৫, ১০ বাঁকুড়া ৫ মালদা ১, ৬ মেদিনী ৬, ৮, ১৬, ২২, ২৬, ৩৪) ~ **কাঁড়া** বি পুং মহিষ (পুরুলি ৫)

আঁড়িয়া[২] **ɑ̃ɽiɑ** বিণ দ্র আড়িয়া[৪] (পুরুলি ১২ মালদা ১১)

আড়িয়ে **ɑɽie** অসক্রি আড়ি পেতে (শোনা) eavesdropping (বর্ধমা ১৬ বীরভূ ১০ মেদিনী ২৪) কান্ আড়িয়ে শুন্‌ছে—কান পেতে শুনছে। আড়িয়ে শুনেজ্যে পরে তার বাড়িতে লাগানো ভজানো কোরে গুন্‌ড়ুগুল্ লাগালে—আড়ি পেতে শুনে গিয়ে তারপর তার বাড়িতে কথাটি বলে গণ্ডগোল পাকাল (মেদিনী ২৪) ~ **শোনা** ক্রি আড়ি পেতে শোনা দ্র আড়ি কোরে শোনা (বর্ধমা ৪ বীরভূ ১০ মেদিনী ৩৪)

আড়িয়ে দেওয়া[১] **ɑɽie deo̯ɑ** ক্রি তাড়িয়ে দেওয়া to drive away (মেদিনী ১৯)

আড়িয়ে দেয়া[২] **ɑɽie deo̯ɑ** ক্রি দরজা ভেজিয়ে দেওয়া to close (a door) (মুর্শিদা ২২)

আড়িয়েঁ শোনা **ɑɽiẽ ʃonɑ** ক্রি দ্র আড়িয়ে আড়িয়ে শোনা আঁড়িয়ে শুঁন্‌ছে—আড়ি পেতে শুনছে (বীরভূ ৩)

আড়ির্ কাজ্ **ɑɽir kɑj** বি জরির কাজ embroidery with silver and golden thread (হাওড়া ৬)

আঁড়ি লাগান **ɑ̃ɽi lɑgɑnɔ** ক্রি অসদ্ভাব সৃষ্টি to creat a rift আম্‌রা ভালো খাচি পোর্‌চি ত, তাই আমাদ্যার্ পেছনে আঁড়ি লাগিয়াছে—আমরা ভালো খাচ্ছি পরছি তো তাই আমাদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করছে (নদীয়া ১১)

আড়িহা **ɑɽihɑ** বি (আড়াই সের মাপের) বাটখারা a weight of two and a half *seers* (মালদা ৪, ৯)

আড়ুয়া চাল্ **ɑɽuɑ cɑl** বি আতপ চাল sundried rice (পুরুলি ২, ৪)

আড়ুয়াল্ **ɑɽuɑl** বি গো-মহিষাদির স্তন udder (বাঁকুড়া ১ মালদা ২)

আঁড়ে **ɑ̃ɽe** ক্রিবিণ উগ্রভাগে arrogantly আঁড়ে ফুটানি মারা—উগ্রভাবে দম্ভ প্রকাশ করা (পুরুলি ৮)

আড়ে অলতে **ɑɽe ɔlɔte** বি (বিবাহের উদ্দেশ্যে) ছেলে অথবা মেয়েকে প্রথমবার দেখার অনুষ্ঠান the first meeting to select a bride or a bride-groom (পুরুলি ৭, ১৪)

আড়ে উল্টে **ɑɽe ulʈe** বি দ্র আড়ে অলতে (পুরুলি ১১)

আড়ে চেক্ **ɑɽe cek** বিণ ডুরে stripy আড়ে চেক্ শাড়ি—ডুরে শাড়ি (বর্ধমা ১৯)

আড়ে পাতালে **ɑɽe pɑtɑle** ক্রিবিণ গোগ্রাসে gobble তুই কি আড়ে পাতালে কোরে খাচ্ছিস্ !—তুই কি গোগ্রাসে খাচ্ছিস ! (হুগলি ৫) ~ **গিলা** ক্রি গোগ্রাসে গেলা (মেদিনী ৩) তু আবা এলোপাতাড়ি

আড়ের্ ডাং **ɑɽer ɖɑŋ** বি কামারশালের হাপরে খুঁটি দুটির সঙ্গে আড়াআড়ি থাকা প্রায় আড়াই হাত লম্বা বাঁশের টুকরা a cross-piece used in the blacksmith's bellows (মেদিনী ২০) তু আড়[২]

আড়েন্দি **ɑɽendi** বি মাছ ধরার চতুষ্কোণ বাঁশের খাঁচা a squareshaped fishing trap made of bamboo (নদীয়া ১০)

আড়োই **ɑɽoi̯** ক্রিবিণ দ্র আড়[৪] (পুরুলি ১৭)

আড়োট্ ɑ ɽ ot̪ ক্রিবিণ দ্র আড়ে (পুরুলি ১৭)

আড়োল্ ɑ ɽ ol ক্রিবিণ দ্র আড়ে (মেদিনী ২৯)

আঁড়্যা ã ɽ æ বি দ্র আঁড়া[৩] আঁড়্যাটা ওব্কিয়ে আস্ছে—ষাঁড়টা ধেয়ে আসছে (পুরুলি ১৩)

আঁড়্যামি ã ɽ æmi বিণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষালি ভাব tomboyishness (মেদিনী ৩৪)

আঁঢিল্যা মাটি ãɖʰilæ mɑti বি এঁটেল মাটি a kind of sticky soil (চব্বিশ ৪)

আঁঢ়রা ã ɽʰrɑ বিণ বদরাগী choleric (বাঁকুড়া ১৮)

আঢ়া[১] ɑɽʰɑ বি ঘানির যে অংশে তৈলবীজ দেওয়া হয় a part of oilmill where oil seed is put (চব্বিশ ৩৭)

আঢ়া[২] ɑ ɽʰɑ বি গরুর গাড়ির চাকার বেড়ের সঙ্গে ঢোলকের সংযোগ রক্ষাকারী কাঠের দণ্ড দ্র আড়া[৩] (মুর্শিদা ১৭)

আঢ়া কোইলা ɑ ɽʰɑ koilɑ বিণ আধপাকা দ্র আড়কোল্ (পুরুলি ৬)

আঢ়ি ɑ ɽʰi বি বেতের বোনা একপ্রকার ধামা [এতে প্রায় ৫ কিলো ওজনের চাল ধরে] দ্র আড়হি (মুর্শিদা ১৭)

আঢ়ুয়া ɑ ɽʰuɑ বিণ একগুঁয়ে dogged (বাঁকুড়া ৬) তু এঁড়ে

আঢ়োশ্টা ভাষা ɑ ɽʰoʃ ʈɑ bʰɑʃɑ বি আঞ্চলিক বা গ্রাম্য স্থূল ভাষা cockney (পুরুলি ১৪) <আড়ষ্ট

আত্[১] ɑt বি নাড়িভুঁড়ি entrails (বর্ধমা ৮, ২৬ হুগলি ১২) <সং অন্ত্র

আত্[২] ɑt বি হেঁচকি a hiccup আত্ ওঠা—হেঁচকি ওঠা (চব্বিশ ২১, ২৩)

আত্[৩] ɑt বি রাত night (কোচবি ৭ চব্বিশ ২৭) [প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে 'র'-কে 'অ' উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়] আত্ পোহিলে তো আর কিছু খায় না—রাত পোহালে তো আর কিছু খায় না (মুর্শিদা ১৭)

আত্[৪] ɑt বিণ অর্ধ (রাত্রি) mid (night) আত্রাতি—অর্ধরাত্রি (দার্জিলি ৩)

আত্[৫] ɑt বিণ আট eight (পদিনা ৪) <সং অষ্ট

আঁত্[১] ãt বি প্রসববেদনা labour-pain (হাওড়া ২ হুগলি ৪) ~ খাওয়া ক্রি প্রসব বেদনা ভোগ করা to have labour pain (হুগলি ৪) <সং অন্ত্র

আঁত্[২] ãt বি ১ নাড়িভুঁড়ি দ্র আত[১] (পুরুলি ৮, ৯ বর্ধমা ১৩, ১৮ বাঁকুড়া ১, ৭ মেদিনী ২৪, ৩৪) আঁত্টা পোচিয়ে গ্যাছে—নাড়িভুঁড়িগুলো পচে গেছে (বাঁকুড়া ৫) ২ [লাউ, কুমড়ো ইত্যাদির] ভূতি the inedible pulp [within fruits and vegetables] (বাঁকুড়া ১৫) <সং অন্ত্র

আত্ ওঠা ɑt otʰɑ ক্রি [পিপাসার জন্য] হেঁচকি ওঠা to hiccup [due to thirst] তোমার্ আত্ ওট্চে জল্ খাও—তোমার হেঁচকি উঠছে জল খাও (চব্বিশ ২৩)

আঁত্কা ãtkɑ বি আতঙ্ক panic (মেদিনী ৬)

আত্ঘাট্ ɑtgʰɑt̪ বি খোঁজখবর where abouts ই চোরের্ আত্ঘাট্ কুনো লোক্ জানে কি—এই চোরের খোঁজ খবর কোনো লোক জানে কি (হাওড়া ১) তু আবা আটঘাট (বাঁধা)

আত্ঘাত্ ɑtgʰɑt বি বমনোদ্রেক nausea গাটা আত্ঘাত্ কর‍্যাঠ্যা—শরীরটায় বমি বমি ভাব লাগছে (মেদিনী ২০)



আঢ়ি

আত্ড়া ɑt ɽɑ বি গোয়ালে ধোঁয়া দেওয়ার জন্য জমানো জঞ্জাল [মশার উপদ্রব দূর করতে ভিজে খড়ের স্তূপ অথবা গোয়াল ঝাঁটানো খড়কুটো গোবর গুঁড়ো ইত্যাদি জমিয়ে আগুন দেওয়া হয়] fumigation in a cowshed আত্ড়াটা জালাই দে—গোয়ালের জঞ্জালটায় ধোঁয়া লাগা (মেদিনী ১৩)

আঁত্ড়া ãt ɽ ɑ বি আঁতুড় ঘরের আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম [শিশু ও প্রসূতিকে সেঁক দেওয়ার জন্য মালসা অথবা হাঁড়িতে তুষ, ঘুঁটে ইত্যাদি জ্বালিয়ে আগুন রাখা হয় কোথাও কোথাও এই আগুন কয়েকদিন ধরে জ্বালানো থাকে] arrangements for worming up in a lying-in-room (বাঁকুড়া ১৬)

আঁত্ড়াট্ ãtɽɑt̪ বি কুম্ভকারের 'পণে' মাটির জিনিস সাজাবার ফাঁকে ফাঁকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত ছোট ছোট টুকরো কাঠ small pieces of fire-wood used by a potter (বাঁকুড়া ১৫)

আঁত্ড়ি ভুত্ড়ি ãtɽi bʰutɽi বি নাড়িভুঁড়ি দ্র আত্[১] (বাঁকুড়া ৭)

আঁত্ড়ি শাল্ ãt ɽ i ʃɑl বি আঁতুড় ঘর a lying-in-room (মেদিনী ২০)

আত্তস্ ɑtt ɔs বি লু, উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ heat wave of the summer আত্তস্ বোইছে—লু বইছে (নদীয়া ১) <ফা আতিশ্

আত্তি ɑtti বি রাত্রি দ্র আত্[৩] (জলপা ৯)

আত্তিয়বর্গ ɑtti ɔ b ɔ rg ɔ বি আত্মীয়স্বজন kith and kin (চব্বিশ ২১)

আত্তোহোইত্তে ɑttohoi̯tte বি আত্মহত্যা suicide (বর্ধমা ১৮)

আঁত্দোড়ি ãtdo ɽ i বি জোয়ালের মধ্যস্থলের দড়ি দ্র অঁনদ্ (চব্বিশ ৩৩) <আঁট

আত্পাত্ ɑtpɑt বিণ, ক্রিবিণ তন্ন তন্ন rummaging আত্পাত্ কোরে খোঁজা—তন্নতন্ন করে খোঁজা (বর্ধমা ২)

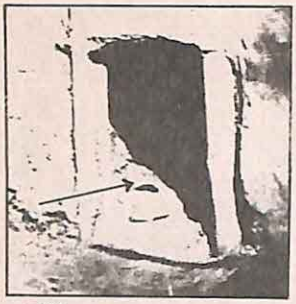
আঁত্পোঁত্ ãtpõt বি [মাছের] নাড়িভুঁড়ি দ্র আঁত্[২] (বাঁকুড়া ৫)

আত্বাত্ ɑtbɑt বিণ অতিশয় ব্যস্ত busy (কোচবি ১)

আঁত্ভুটি ãtbʰu ʈ i বি দ্র আঁত্ড়ি ভুত্ড়ি (বর্ধমা ৮)

আঁত্মরা ãtm ɔrɑ বিণ পেটরোগা dyspeptic (পুরুলি ১০)

আঁত্রানি ãtrɑni ক্রি কুমারশালে কাঁচা মাটির পাত্রকে কাঠের



আত্‌রি[১]

পিট্‌নি দিয়ে প্রথমবার পিটানো [দ্বিতীয়বার পিটানোকে বলা হয় 'পিটানি'] primary ramming the earthen pot by a wooden club in a pottery (মালদা ১১)

আত্‌রাশ্ **atraʃ** বি দ্র আঁত্‌ড়াট্ (বর্ধমা ৬)

আত্‌রি[১] **atri** বি (হাঁস-মুরগির) থাকার ঘর chicken coop মুর্‌গিগুলা কি আত্‌রিৎ ঢুকালু ?—মুরগিগুলোকে কি মুরগির ঘরে ঢোকালি ? (মালদা ১১)

আত্‌রি[২] **atri** বি রাত্রি দ্র আত্[৩] (কোচবি ৪)

আত্‌রি[৩] **atri** বি জন্মকালীন অশৌচ the period of ritual impurity started immediately after a childbirth (পদিনা ১৪)

আত্‌রি ওঠা **atri otʰa** ক্রি আঁৎকে ওঠা to startle out of fear (মেদিনী ১৯)

আত্‌রি ঘর্ **atri gʰɔr** বি আঁতুর ঘর দ্র আঁত্‌ড়ি শাল্ (পদিনা ৮)

আঁত্‌রোগা **ātroga** বিণ পেটরোগা dyspeptic ছেল্যাটা বড় আঁত্‌রোগা—ছেলেটা বড় পেটরোগা (বাঁকুড়া ১৫)

আত্‌লা[১] **atla** বিণ এতগুলো দ্র অত্[১] (জলপা ৩)

আত্‌লা[২] **atla** বি একধরনের মৃৎপাত্র [এই পাত্রে তামাকপাতা ও গুড় মিশিয়ে তামাক তৈরি হয়] an earthen pot to mix tobacco leaves and jaggery (মুর্শিদা ২)

আঁত্‌লা **ātla** বি খড়ের তৈরি বিড়া দ্র আট্‌লা (চব্বিশ ১৪)

আত্‌লোসি **atlosi** বি ঢিলেমি, আলস্য slackness, laziness খুব আত্‌লোসি লাইগছে—খুব আলস্য লাগছে (মুর্শিদা ১৪)

আত্‌হিয়েল্ **athiel** বিণ এঁটেল loamy (কোচবি ২)

আতং **atɔŋ** বি আতঙ্ক panic তুই আতং দেখ্‌লি রে—তুই ভয় পেলি রে (বাঁকুড়া ১২) <সং আতঙ্ক ~ **দেখা** ক্রি ১ (ঘুমের ঘোরে) প্রলাপ বকা rigmorale while sleeping আতং দেখ্‌ছে—(ঘুমের ঘোরে) প্রলাপ বকছে (বাঁকুড়া ৫) ২ জ্বরের ঘোরে চমকে ওঠা to startle in delirious fever আতং দেখে উঠ্‌লো—(জ্বরের ঘোরে) চমকে উঠলো (বাঁকুড়া ৫)

আঁতড়্ **ātɔṛ** বি দ্র আঁচল্[২] (বাঁকুড়া ১, ১২)

আত্‌পহজ্জা **atpɔhɔjja** ক্রিবিণ এতক্ষণ so long (মেদিনী ২০) তু অত্‌বেল্‌জা

আতম্‌বোরি **atɔmbori** বিণ আত্মম্ভরী proud (কোচবি ৬)

আতর্ **atɔr** বি মাছ ধরবার সরঞ্জামবিশেষ [একটি তল্‌তা বাঁশের লম্বা লাঠির মাথায় লোহার তৈরি পাঁচটি ফলা বিশিষ্ট এই অস্ত্রটি গাঁথা থাকে। এটি ছুঁড়ে মাছ মারা হয়] fishing equipment (চব্বিশ ২১)

আঁতর্ **ā ɔr** বি দ্র আঁচল্[২] (বাঁকুড়া ১৭)

আতশ্ **atɔʃ** বি তাপ heat (হুগলি ৫) <ফা আতোশ্

আতশ্ চাল্ **atɔʃ cal** বি আতপ চাল sundried rice (চব্বিশ ১০)

আতা **ata** বি পিতামহ grand-father (মালদা ৪)

আঁতা[১] **āta** বি শাঁস kernel (চব্বিশ ৩১) <সং অন্ত্র

আঁতা[২] **āta** বি আতা ফল custard-apple (মেদিনী ১৪)

আতাইল্ **atail** বি মাটির হাঁড়ি তৈরির ছাঁচ potter's mauld for casting earthen pot (জলপা ৭)

আঁতাইল্ দাঁত্ **ātail dāt** বি দ্র অটল্ দাঁত্ (মেদিনী ৩৩)

আঁতা কাঁটাল্ **āta kāṭal** বি দ্র আঁতা[২] (বীরভূ ১, ৫)

আতা ঝুঁটি **ata jʰũṭi** বি বিশেষ ধরনের খোঁপা (বিনুনিকে বৃত্তাকারে পাকিয়ে এই খোঁপা বাঁধা হয়) bun-shaped hair-do (বর্ধমা ৯)

আতাড়ি **ataṛi** ক্রি কুমারশালে মাটির কাঁচা পাত্রকে দ্বিতীয়বার পিটিয়ে সমান করা curing and levelling an earthen pot by second beating (বীরভূ ৭) তু আঁত্‌রানি

আতাড়ি পাতাড়ি **ataṛi pataṛi** বিণ পাঁচমিশালি assorted আতাড়ি পাতাড়ি শাগ্—পাঁচমিশালি শাক (নদীয়া ৬) তু আথালি পাথালি

আতানোয়া **atanoa** বি দ্র আঁতা[২] (পদিনা ১)

আতায় কাতায় করা **ataẹ kataẹ kɔra** ক্রি যন্ত্রণায় ছটপট করা to fidget in pain (নদীয়া ৬)

আতারি **atari** বিণ পোড়ানো হয় নি এমন মাটির হাঁড়ি an unburned earthen pot (নদীয়া ৪)

আঁতারি **ātari** বি একপ্রকার লতা [এই লতা দিয়ে ঠ্যাকা বা একপ্রকার ঝুড়ি বোনা হয়] a kind of creeper [used in making basket] (মেদিনী ২০)

আতারে পাতারে **atare patare** বিণ দ্র আতাড়ি পাতাড়ি আতারে পাতারে শাগ্—নানাপ্রকার শাক (নদীয়া ৩) দ্র আতাড়ি পাতাড়ি

আতাল্[১] **atal** বি ছাঁচ eaves of a roof or thatch (কোচবি ১)

আতাল্[২] **atal** বি কুম্ভকার ব্যবহৃত অর্ধগোলাকৃতি মৃৎ-সরঞ্জাম [এই সরঞ্জামের ব্যাস পৌনে একহাত, সরার মতো দেখতে। এই সরঞ্জামটির মাঝের গর্তে কাঁচা হাঁড়ি-কলসির তলা বসিয়ে পিটানোর কাজ করা হয়] an earthen tool of potter (নদীয়া ৪, ১১) দ্র আঁইথাল্

আতাল্[৩] **atal** বি [পিঠার উপকরণ] চালের মণ্ড mashed rice-dough for making cakes আতালের্ গুণেই পিঠে গো—চালের মণ্ডের গুণেই পিঠে [ভাল] হয় গো (বীরভূ ১)

আতাল্[৪] **atal** বি গোয়ালঘর সংলগ্ন বারান্দা a veranda

attached to a cowshed গোরুর্ আতাল্—গরু থাকার বারান্দা (নদীয়া ৫)

আতাল্[৫] **atal** বি কুমারশালে জল রাখার মৃৎপাত্র [গামলা] a basin (an earthen-ware) to store water in a pottery (বর্ধমা ১৯, বীরভূ ৭)

আতালি[১] **atali** বি দ্র আতাল্[৫] (বর্ধমা ৬ হাওড়া ২, ১০ হুগলি ৫, ১২)

আতালি[২] **atali** বি বাঁশের মাচা a bamboo platform (চব্বিশ ১৪)

আতালি পাতালি খ্যালা **atali patali kʰæla** বি গ্রামীণ খেলা [সাধারণত ১০-১২ বছরের ছেলেরা খেলে। প্রথমে সকলে এক সারিতে ঘন হয়ে সামনে পা মেলে বসে। একজন দাঁড়িয়ে তাদের পায়ে হাত দিয়ে দাগ কাটতে থাকে এবং একটি ছড়া বলে—

আতালি রে পাতালি
শ্যাম রে সাতালি
শ্যাম গিয়েছে বামুন তুলতে
দাও গো দুটি ভাত।

যে ছড়া বলে তাকে বলা হয় বুড়ি। বুড়ি ছড়াটি বলে কোনো একজনের কাছে ভাত চায়। অপর জন তাকে ভাত দেবার ভান করে। বুড়ি হাত পেতে ভাত নেবার এবং খাওয়ার ভান করে। এবার সে দাঁড়িয়ে বগলে হাত বাজিয়ে আর একটি ছড়া বলে—

ঐ বুড়ির টুক্‌টুকুনি বুড়ির মুখে ছাই।
আর গুস্‌কের পাই তো আমি বগল ভরে খাই।

এবার বুড়ি দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের পায়ের পাতা একবার করে নাড়াতে নাড়াতে একটি ছড়া বলে—

ধান ভানুনি ধান ভানুনি মুস্‌নে কুটুনি
ঐ আসছে আর্‌বাক্ দুখান্ কুলো নিয়ে
একখান কুলো ঘাটে একখান কুলো মাঠে
ঘাট মুড় মুড় করে
সোনার ঘাট ভেঙে গেলে কে গড়াইতে পারে।
আর্‌বাকের বড়ভাই শেয়ান মণি ভাই আছে
সে গড়াইতে পারে।

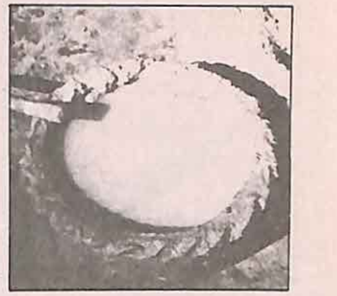
এরপর বুড়ি প্রত্যেকের পা দুটি উপর উপর সাজায়। এর ফলে দুপায়ের মাঝে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় সেখানে যেন উনানে কাঠের জ্বাল দিচ্ছে এমন ভান করে আর একটি ছড়া বলে—

জ্বাল দোব, দোব কিসে
কলাগাছে।

এই সময় মনে করা হয় যেন ধান জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। এরপর প্রত্যেকে বসা অবস্থাতেই দুই পা দুদিকে ছড়িয়ে দেয়। বুড়ি এই পায়ের মাঝের ফাঁকা অংশে ধান শুকাতে দিয়ে পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার ভান করে।

এই সময় সব খেলোয়াড় তাদের হাত সামনে থেকে পিছনে রাখে। বুড়ি ফিরে এসে মনে করে তার ধান সব চুরি হয়ে গেছে এবং ওরাই চোর। তখন সে তাদের কাছ থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করে] a kind of rural game. (নদীয়া ১, ৯)

আতালে **atale** বি দ্র আতাল[৫] (বর্ধমা ১৯)



আতাল্[৫]—আতিকা-পাতিকা খ্যালা

আতাল্[৫]

আতাশ্ **ataʃ** বি দ্র আতশ্ আতাশ্যা গাছটা পুড়্যা গ্যাছে—(আগুনের) তাপে গাছটা পুড়ে গিয়েছে (বাঁকুড়া ১৩)

আতি[১] **ati** বি দ্র আঁতা[১] বেলের আতি—বেলের শাঁস (মেদিনী ৭)

আতি[২] **ati** বি দ্র আঁত্[২] (বর্ধমা ৬ হুগলি ২২)

আঁতি[১] **ãti** বি পোড়ানো বেলের মাঝখানের বর্জ্য পদার্থ the inedible remains of a roasted marmelos (বর্ধমা ৫) <সং অন্ত্র

আঁতি[২] **ãti** বি দ্র আঁতা[১] (বর্ধমা ২, ১০)

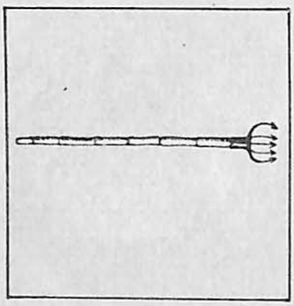
আঁতি[৩] **ãti** বি পাকা শসার বা পাকা কাঁঠালের বর্জ্য পদার্থ the inedible remains in the ripe cucumber or in the jack-fruit (বর্ধমা ৬ মেদিনী ৩৪ হুগলি ১)

আঁতি[৪] **ãti** বি ঝিনুকের মাংস pulp of an oyster (মেদিনী ২)

আঁতি[৫] **ãti** বি বাঁশের ভিতরের নরম অংশ [চেঁচাড়ি বার করার সময় এই অংশটি বাদ দেওয়া হয়] pulpy core of a bamboo (বাঁকুড়া ১০)

আঁতিপাঁতি **ãtipãti** ক্রিবিণ দ্র আত্‌পাত্ আঁতিপাঁতি কোরে খুঁজেও পেলাম না—তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না (নদীয়া ১০ মুর্শিদা ১৪)

আতিকা-পাতিকা খ্যালা **atika-patika kʰæla** বি গ্রামের শিশু ও কিশোরদের একপ্রকার প্রাঙ্গণের খেলা [তিন বা ততোধিক খেলোয়াড় এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে একজন 'মোর' খেলোয়াড় হয়। সে একটি নির্দিষ্ট স্থানে চোখ বন্ধ করে বসে কোনো একটি গাছের নাম করে। অন্যেরা সেই গাছের পাতা আনতে দৌড়ে যায়। এরা দৌড়ে যাবার অব্যবহিত পরেই তাদের কোনো একজনকে ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য 'মোর' খেলোয়াড় দৌড়ে যায়। সে যদি কাউকে ছুঁতে পারে তবে যাকে ছোঁয় সে 'মোর্' হয় এবং পূর্ববর্তী মোর্ খেলোয়াড় মুক্ত হয়। কিন্তু সে যদি কাউকে ছুঁতে না পারে এবং অন্যান্য সকলে নির্দিষ্ট গাছের পাতা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে (যেখানে বসে মোর্ খেলোয়াড় গাছের নাম করেছিল) ফিরে আসতে পারে তবে ঐ মোর্ খেলোয়াড়ই আবার মোর্ হয়। এমনিভাবে খেলা চলতে থাকে। একই খেলোয়াড় নির্দিষ্ট কয়েকবার মোর হলে খেলার অঙ্গ হিসাবে তাকে একপ্রকার শাস্তি পেতে হয়। সবাই মিলে শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে হাত ও পা ধরে তুলে কুড়ি/পঁচিশ গজ দূরে নিয়ে গিয়ে, তিনবার মাটিতে ঠুকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয় এবং খড়



আতোর[২]

কুটো ধুলো ইত্যাদি তার উপর ছিটিয়ে দেয়। এই ধরনের নানাপ্রকার শাস্তি প্রচলিত আছে] a type of out-door country game (হাওড়া ১) দ্র আইস্ পাইস্ খ্যালা

আঁতিবেড়ে ātibeɽe বি ছাগলের একপ্রকার রোগ [রোগাক্রান্ত ছাগলের খাওয়ায় অরুচি হয় ও চলার শক্তি থাকে না] a kind of goat-disease (মেদিনী ৩২)

আতিভুতি atib^{h}uti বি নাড়িভুঁড়ি entrails (মেদিনী ৩৪) দ্র আঁতভুটি <সং অন্ত্র

আঁতিপাঁতি ātipāti ক্রিবিণ দ্র আত্পাত আঁতিপাঁতি কোরে খুঁজেও পেলাম না—তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না (নদীয়া ১০ মুর্শিদা ১৪)

আতির্ atir বি রাত্রি night (জলপা ৭) <সং রাত্রি

আতিল্ atil বি আঁচিল a mole (মেদিনী ২০)

আতিল্দি atildi বি দ্র আতিল্ (পদিনা ১৩)

আতিল্ পাতিল্ atil patil বিণ আজেবাজে of little or no value, nonsensical আতিল্ পাতিল্ গপ্পো—আজেবাজে গল্প (মেদিনী ১৬)

আতি শ্যাওড়া ati ʃæoɽa বি আশশ্যাওড়া গাছ limonia pentaphylla (মুর্শিদা ২৩)

আঁতুড় ātuɽ বি সাপের খোলস a slough (পুরুলি ৮, ১৪, ১৭)

আতুড় জালা atuɽ jala ক্রি দ্র আঁতড়া (মেদিনী ৭)

আঁতুড় শাল্ ātuɽ ʃal বি আঁতুরঘর a lying-in room (পুরুলি ৫ বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ৩৪)

আঁতুড়া ātuɽa ক্রি আঁচড়ানো to comb (হুগলি ৫) <আঁচড় (দাস)

আঁতুড়ি ātuɽi বি দ্র আতিভুতি (বর্ধমা ৫, ২০ বীরভূ ৪, ৫)

আঁতুড়িশাল্ ātuɽiʃal বি দ্র আঁতুড়শাল্ (মেদিনী ২০)

আঁতুড়ে জায়গা ātuɽe jaega বি আঁস্তাকুড় a dustbin (চব্বিশ ১৮)

আঁতুড়ে দুদ্ ātuɽe dud বি গাঁজলা দুধ [গরুর বাচ্চা হওয়ার পর প্রথম দুধ। এই দুধ খাওয়া হয় না] the first milk of the cow after confinement—not to be taken (নদীয়া ১২)

আ-তু-তু a-tu-tu অ কুকুর ডাকার শব্দ a sound made to call a dog (চব্বিশ ৮)

আঁতুর্ ātur বি দ্র আঁচল্[২] (হুগলি ১)

আঁতুর্ বিড়্যে আসা ātur biɽɛ asa ক্রি দ্র আঁচল্[২] ভিড়া (বর্ধমা ৭)

আতুরা ছেলে atura c^hele বি শিশু-পুত্র (তিন-চার মাস বয়সী) a baby of three-four months (বীরভূ ২)

আঁতুল্ ātul বি দ্র আঁচল্[২] (বর্ধমা ২)

আঁতুলি ātuli বি দ্র আঁচল্[২] (বর্ধমা ২)

আতুলি পাতা atuli pata ক্রি ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করা to grind rice in husking pedal আমরা বাউনির্ আগের্ দিন্ আতুলি পাতি—আমরা বাউনির (পৌষপার্বণের) আগের দিনে চালের গুঁড়ি তৈরি করি (নদীয়া ৪)

আঁতুশাল্ ātuʃal বি দ্র আঁতুড়্শাল (পুরুলি ৫)

আতুসাল্ atusal বি দ্র আঁতুড়শাল্ (মেদিনী ২৫)

আতুসিজাত্ atusijat বি একপ্রকার ভূত [এরা অদৃশ্যভাবে বাতাসে উড়ে বেড়ায় বলে লোকবিশ্বাস] a kind of ghost (চব্বিশ ৩৭)

আঁতে পোড়ে জাওয়া āte poɽe jaoa ক্রি তীব্র ক্ষুধাতুর হওয়া to be extremely hungry খিদেয় পেটটা আঁতে পোড়ে গ্যাছে—খিদেয় পেট পড়ে গেছে (বর্ধমা ৬)

আতেলা-আতেলি atela-ateli ক্রিবিণ (গরমে) ছটফট বা আইঢাই (feeling) extremely uneasy (due to summer) (কোচবি ৩)

আতেলাসে atelase বিণ আকুল anxious (জলপা ৭)

আতো ato বিণ অত, এত দ্র অত্ (বর্ধমা ২০)

আঁতো āto বি দ্র আঁচল্[২] (বর্ধমা ৫)

আতোই atoi̯ বি এঁটুলি a tick (জলপা ৮)

আতোক্ চাল্ atok cal বি দ্র আতশ্ চাল (চব্বিশ ১৯ বর্ধমা ৬ মেদিনী ৫, ৩৩)

আতোগ্ গোড়িয়ে বসা atog goɽie bɔsa ক্রি উবু হয়ে বসা to squat on heels (পদিনা ১০)

আতোগ্ চাল atog cal বি দ্র আতোক্ চাল্ (বাঁকুড়া ১৬)

আঁতোড় ātoɽ বি দ্র আঁচল্[২] (চব্বিশ ১২)

আতোর[১] ator বি 'জুতির্ বাশ্' নামে একপ্রকার মাছ মারার অস্ত্রের সূঁচালো শলাকার গুচ্ছ cluster of sharp points of a small spear for catching fish (চব্বিশ ২৩)

আতোর[২] ator বি কেঁচা, কোঁচ [মাছ মারার অস্ত্র। এর 'ছড়্' অর্থাৎ হাতলটি প্রায় আটহাত লম্বা, তল্লা (হালকা ও ফাঁপা) বাঁশের তৈরি। আগায় সাতটি আল্ বা সূঁচালো শলাকা থাকে। এটি ছুঁড়ে বড় বড় মাছ মারা হয়] a kind of fishing-spear (চব্বিশ ২১, ২৩) তু আতোর[১]

আঁতোর ātor বি দ্র আঁচল্[২] (চব্বিশ ১৯ হুগলি ১, ১১, ১৬)

আতোর ঘর্ ator g^hɔr বি আঁতুড় ঘর lying-in-room (মালদা ২)

আ-তোরশু a-torʃu বি আজ থেকে পরবর্তী পঞ্চম দিনটি the fifth day from today (বর্ধমা ১৯)

আতোল্ atol বি মাটির বড় গামলা [এটি কুমারশালে কাঁচা মাটির পাত্রকে চাপা দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়] an earthen basin (মেদিনী ২৫)

আতোশ্ ɑtoʃ বি দ্র আতশ্ রোদের আতোশ্ লাগ্ছে—রোদের তাপ লাগছে (নদীয়া ৫)

আথ্ড়ি ɑtʰɽi বি দ্র আত্রি[১] (মালদা ১১)

আথ্রা ɑtʰrɑ বি গামলার মতো একপ্রকার মৃৎপাত্র [এটি চালধোয়া, ভাতের ফেন ঝরানো বা পোষা পায়রাকে জল খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়] an earthen basin (মালদা ৯)

আথ্রি ɑtʰri বি দ্র আথ্রা (মালদা ৭)

আথ্লা[১] ɑtʰlɑ বি ছোট হামানদিস্তা a small mortar and pestle made of iron (মালদা ২)

আথ্লা[২] ɑtʰlɑ বি দ্র আথ্রা (মুর্শিদা ১৭)

আথ্লা[৩] ɑtʰlɑ বি দ্র আতাল্[২] (মুর্শিদা ২৪)

আথ্লি ɑtʰli বি দ্র আতাল্[৫] (মেদিনী ২০) তু আথ্রা

আথা ɑtʰɑ বিণ অথৈ bottomless, fathomless আথা জল্—অথৈ জল (মুর্শিদা ২৩)

আথাইল্[১] ɑtʰɑil বি দ্র আতাল্[২] (মুর্শিদা ২৪)

আথাইল্[২] ɑtʰɑil বি খামারের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ঝাড়াই করা ধান strewen paddy in a farm-house আথাইল্ পোড়ে আছে ভিখ্খু দেওয়া হবে না—ঝাড়াই করা ধান এখনো পড়ে আছে ভিক্ষে দেওয়া হবে না (লোকসংস্কার) (বীরভূ ১১)

আথাও ɑtʰɑo̯ বিণ দ্র আথা আথাও জল্—অথৈ জল (মুর্শিদা ১৭)

আথান্ ɑtʰɑn বি তলপেট the lower abdomen (পদিনা ১১) <অস্থান

আথান্-বিথান্ ɑtʰɑn-bitʰɑn বি অস্থান-কুস্থান a place to be avoided (বাঁকুড়া ১৫)

আথার্ ɑtʰɑr বি শুকানোর জন্য মেলে দেওয়া ধান paddy spread out to dry ধানের্ আথার্—শুকানোর জন্য মেলে দেওয়া ধান (মালদা ৪)

আথারি ɑtʰɑri বিণ দ্র আথার্ (জলপা ১ পদিনা ১৩)

আথারো ভাঙানি ɑtʰɑro bʰɑŋɑni অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্টাহার্ (দার্জিলি ৪)

আথাল্[১] ɑtʰɑl বি দ্র আতাল্[৫] (বাঁকুড়া ১৬ বীরভূ ৪, ৭)

আথাল্[২] ɑtʰɑl বিণ অনেক (শস্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) huge (used for paddy only) আথাল্ ধান্—অনেক ধান (বীরভূ ১১)

আথাল্ হাঁড়ি ɑtʰɑl hãɽi বি দ্র আতাল্[৫] (বাঁকুড়া ১৫)

আঁথালি ɑ̃tʰɑli বি দ্র আতাল্[৫] (মেদিনী ২৯)

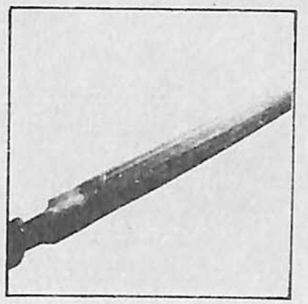
আঁথু ɑ̃tʰu বি হাঁটু the knee (হাওড়া ৮)

আথোইল্ ɑtʰoil বি দ্র আতাল্[২] (পুরুলি ১০)

আঁথোইল্ শাল্ ɑ̃tʰoil ʃɑl বি কুমারশাল a pottery (পুরুলি ১৩)

আদ্[১] ɑd বি রাত night (পদিনা ৬)

আদ্[২] ɑd বি, বিণ অর্ধ দ্র আড়্[১০] ~ **আতি** মধ্যরাত্রি (কোচবি ৭) <সং অর্ধরাত্রি ~ **কচ্ড়া** আধকাঁচা [ভাত] (মুর্শিদা ১৭) ~ **কপাটে** অর্ধেক বন্ধ দরজা (বর্ধমা ৪) ~ **কপাল্যা** আধকপালে (চব্বিশ ২৪) ~ **কাচ্রা** আধসিদ্ধ (মালদা ১১) ~ **খিচ্ড়া** দ্র আদ্কাচ্রা (মেদিনী ১৯) ~ **খুড়ো** মাঝারি আকারের উকুন (মুর্শিদা ২৪) ~ **খ্যাচ্ড়া** দ্র আদ্কাচ্রা ভাত্টা আদ্খ্যাচ্ড়া—ভাতটা অর্ধেক সিদ্ধ (মালদা ৯) ~ **গা** অর্ধেকগুলো (মেদিনী ২০) ~ **ঘঁ** আধখানা (মেদিনী ৩৫) ~ **ঘরা** অর্ধেক ঘর বিশেষ [ঘরের অভাবে অনেক সময় বারান্দাকে ঘিরে ছোট ঘরের মতো ব্যবহার করা হয়] (নদীয়া ৯) ~ **ঢেকুইরা** (বর্ধমা ১৩) দ্র আদ্খুড়ো ~ **ধারি** প্রায় পূর্ণবয়স্ক (গালি অর্থে) আদ্ধারি ছেলে কোথাকার্ এখনো তোর্ জ্ঞান্ হয় নাই ?—আধবুড়ো ছেলে কোথাকার এখনো তোর জ্ঞান হয় নি ? (বর্ধমা ৫) ~ **ধুরা** মাঝ রাস্তা, অর্ধেক রাস্তা (বাঁকুড়া ১৩) ~ **পোচা** অর্ধেক পচা (মেদিনী ১১, ১৭, ২৬) ~ **বয়সু** মাঝবয়সী (পদিনা ২) ~ **মোন্** আধমন (মেদিনী ১১, ১৭, ২৬) ~ **রাত্** দ্র আদ্ আতি আদ্ রাতৎ নিন্ ভাঙে যাছ্যে—মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে (পদিনা ২, ৯) ~ **রাতি** দ্র আদ্রাত্ (পদিনা ৯) ~ **রাতিয়া** দ্র আদ্রাত্ (পদিনা ৪, ৬) ~ **শিজা** অর্ধসিদ্ধ দ্র আদ্খ্যাচ্রা (পুরুলি ৫)



আদ্গোলা (উকো)

আঁদ্[১] ɑ̃d বি তালবাগড়ার ছাল the rind of a stalk of palm plant ডাগের্ আঁদ্—তালবাগড়ার ছাল (চব্বিশ ৭)

আঁদ্[২] ɑ̃d বি জোয়ালের মধ্যস্থলের দড়ি দ্র অঁন্দ্ [অনেক ক্ষেত্রে তালবাগড়ার ছাল থেকে এই দড়ি তৈরি করে ব্যবহার করা হয়। কারণ পাটের দড়ির থেকে এই ছাল অধিক টেকসই হয়] (হাওড়া ১, ১০)

আদ্কো ɑdko বি, বিণ অর্ধেক দ্র আড়্[১০] আদ্কো মালা—(নারকেলের) অর্ধেক বা আধখানা মালা (মেদিনী ২৭)

আদ্গরবি ɑdgɔrɔbi বিণ গরবিণী (ব্যঙ্গার্থে) proud (fem.) (a taunting remark) (মেদিনী ৩)

আদ্গাঁইড়া ভাঙা ɑdgɑ̃iɽɑ bʰɑŋɑ ক্রিবিণ এমনভাবে ভাঙা যে আর কোনো কাজে লাগবে না broken in such a way as to make something useless বাঁশ্টা আদ্গাঁইড়া ভাঙ্যে গ্যাল—বাঁশটা এমনভাবে ভেঙে গেল যে কোনো কাজে লাগবে না (বাঁকুড়া ৫)

আদ্গোলা (উকো) ɑdgolɑ (uko) বিণ অর্ধগোলাকৃতি (উখা) প্রায় ৬″ ইঞ্চি লম্বা semi-circular (rasp) (বর্ধমা ৫)

আদ্ঘারিয়া ɑdgʰɑriɑ বিণ অসম্পূর্ণ incomplete, half done কাম্টা আদ্ঘারিয়া হোইয়া থাকিল্—কাজটা অসম্পূর্ণ হয়ে রইল (মালদা ৫)



আদপালি

আঁদ্‌ড়াট্‌ **ādṭaṭ** বি দ্র আঁত্‌ড়াট্‌ (মেদিনী ৩৫)

আঁদ্‌তে **ādte** অসক্রি রান্না করতে to cook কেউ আঁদ্‌তে যায় নে—কেউ রান্না করতে যায় নি (হাওড়া ১, ৮)

আদ্‌দা[১] **adda** বিণ অকর্ষণযোগ্য ভূমি non-arable land (বাঁকুড়া ১৬) তু আবা আদ্য

আদ্‌দা[২] **adda** বিণ অকর্ষিত (ভূমি) the land which is still unploughed (বাঁকুড়া ১৫) ~ **ভাঙা** ক্রি জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া দ্র আগো[১] (বাঁকুড়া ১৩)

আদ্‌দা-কুড়িয়্যা **adda-kuṛiɛ** বিণ অত্যধিক অলস damn lazy (বর্ধমা ১৩) তু আবা হদ্দ, কুঁড়ের বেহদ্দ

আদ্‌দো **addo** ক্রিবিণ আদৌ at all (মেদিনী ১১)

আদ্‌দোর্‌ **addor** বি আঙিনা দ্র আইন্‌না[১] (কোচবি ৪)

আদ্‌নাই **adnai̯** বি আঞ্জনি দ্র অর্জুন নুড়ি (পদিনা ১৩)

আদ্‌পালি **adpali** বি বেতের তৈরি পরিমাপক [এতে প্রায় ১২৫০ গ্রাম চাল ধরে। 'পালি' নামক পাত্রে ২৫০০ গ্রাম চাল মাপা হয়] a cane-made measurer with a capacity of 1250 grms approx (চব্বিশ ৭)

আদ্‌বাঘা **adbagʰa** বি বাঘের মতো এক প্রকার ছোট জন্তু [এটি এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়] a kind of small tiger (মেদিনী ২৫)

আঁদ্‌বার্‌ **ādbar** বি রান্না করবার for cooking (হুগলি ১৫) তু আবা রাঁধবার

আদ্‌বেলা **adbela** বি অসময় inopportune, time before time মতিচ্ছন্ন ধরিছে আদ্‌বেলাতে যাব্যে—(ওর) মতিচ্ছন্ন হয়েছে, অসময়ে মারা যাবে (বাঁকুড়া ১৭)

আদ্‌বেলে পালি **adbele pali** বি দ্র আদ্‌পালি (চব্বিশ ৩৩)

আদ্‌রা **adra** বি আদা দ্র অদ্‌রক্‌ (মালদা ৯)

আদ্‌রাক্‌ **adrak** বি দ্র আদ্‌রা (মালদা ৯)

আদ্‌রা করা **adra kɔra** ক্রি গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্য খড়-কুটো জ্বেলে ধোঁয়া দেওয়া to fumigate smoke by kindling dry straw, grass etc. in a cowshed to drive away mosquitoes (হুগলি ৫) তু আত্‌ড়া

আঁদ্‌রাট্‌ **ādraṭ** বি দ্র আঁত্‌ড়াট্‌ (বর্ধমা ৯)

আঁদ্‌রাত্‌ **ādrat** বি দ্র আঁত্‌ড়াট্‌ (হুগলি ৫)

আঁদ্‌রাশের কাট্‌ **ādraʃer kaṭ** বি দ্র আঁতড়াট্‌ (চব্বিশ ২৬)

আদ্‌রোক্‌ **adrok** বি আদা দ্র অদ্‌রক্‌ (মুর্শিদা ১৭)

আঁদ্‌রোক্‌ **ādrok** বি দ্র আদ্‌রোক্‌ (মুর্শিদা ২)

আদ্‌লা **adla** বিণ অর্ধেক দ্র আড়্‌[১০] আদ্‌লা কাঠ্‌—অর্ধেক কাঠ, আদ্‌লা ইট—অর্ধেক ইট, আদ্‌লা পেড়িয়া শাড়ি—অর্ধেক পাড়যুক্ত (ইঞ্চিপাড়) শাড়ি (বাঁকুড়া ১২, ১৬) ~**বাচুর্‌** কিশোর বয়স্ক বাছুর [গাভীর দুধ খাওয়া ছেড়েছে এমন বয়স থেকে পরিণত বয়স হবার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয় আদ্‌লা বাচুর্‌ বা আদ্‌লা গরু] (হাওড়া ১, ৮)

আদ্‌লি **adli** বি আধুলি a half-rupee coin (মেদিনী ৬, ৭, ১১)

আঁদ্‌লে **ādle** বি দ্র আতাল্‌[৫] (বর্ধমা ৯)

আঁদ্‌শলাই **ādʃɔlai̯** বি দ্র আঁক্‌শলোই (মুর্শিদা ১৫) <সং অক্ষশলাকা

আদ্‌সালাই **adsalai̯** বি দ্র আঁক্‌শলোই (মালদা ৯)

আদ্‌সাল্যাই **adsalæi̯** বি দ্র আঁক্‌শলোই (মুর্শিদা ২২)

আদত্‌[১] **adɔt** বি অভ্যাস habit (পদিনা ২)

আদত্‌[২] **adɔt** বি চরিত্র character আদত্‌ খারাপ্‌—চরিত্র খারাপ (পদিনা ২)

আদতে **adɔte** ক্রিবিণ আদৌ at all (চব্বিশ ২ হাওড়া ১) সেই তো সেদিনে যে গেলে আদতে আর এসেছো এখিনে—সেই সেদিন যে গেলে তারপর আদৌ আর এসেছ এখানে (হাওড়া ১)

আদন্‌[১] **adɔn** বি ভাত রান্নার জন্য প্রস্তুত গরম জল hot water for cooking rice (মেদিনী ৭) <সং উদন দ্র অধন

আদন্‌[২] **adɔn** বি প্রায় আধবিঘা almost half a *'bighā'* [an Indian measure of land] (জলপা ৭)

আঁদন্‌ **ādɔn** বি বৌভাত [প্রথম শ্বশুরালয়ে প্রবেশের পর নববধূর স্বহস্তে রন্ধন করে আত্মীয়বর্গকে খাওয়ানোর এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রীতিভোজন অনুষ্ঠান] the first cooking and serving of food ceremony by the daughter-in-law in her husband's house (কোচবি ৩)

আদপে **adɔpe** ক্রিবিণ দ্র আদতে আদপেই আমি ই কথা বলি নি—আদৌ আমি একথা বোলি নি (হাওড়া ১)

আদর্‌ **adɔr** বি বয়স্ক গরুর যখন চারটি দাঁত ক্ষয়ে যায় এবং চারটি দাঁত অক্ষত থাকে সেই অবস্থাকে 'আদর্‌' বলে the condition of a cow when four of it's teeth becomes useless while other four remaining intact (বর্ধমা ৪) <অ-রদ

আদা[১] **ada** বিণ ভিজা দ্র অদা আদা নুগা—ভিজা কাপড় (মেদিনী ৮) <সং আর্দ্র

আদা[২] **ada** বিণ অর্ধ দ্র আড়্‌[১০] (বর্ধমা ২০) ~ **পাকা** আধপাকা (কোচবি ৪) ~**শুকানি** অর্ধেক শুকনো আদা শুকানিয়েসে—অর্ধেক শুকনো হয়েছে (কোচবি ৩)

আঁদা **āda** বি রান্না cooking এ্যাখুনো আঁদা হয় নে—এখনও রান্না হয় নি (হাওড়া ১, ৮)

আদাইড়্‌ বাছুর্‌ **adaiṛ bacʰur** বি সদ্যজাত বাছুর very recently born calf (পুরুলি ৮) তু আদাড়্‌[৩]

আদাইরি **adai̯ri** বিণ বদরাগী short tempared

(নদীয়া ১৩)

আদাইরে[১] adaire বিণ অপরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে এমন মানুষ he who likes to remain dirty (নদীয়া ৯)

আদাইরে[২] adaire বিণ ঝগড়াটে quarrelsome (নদীয়া ৩)

আদাকারি adakari বি ধানকোটার দ্বিতীয় স্তর the second stage of husking paddy (পদিনা ৭)

আদা খ্যাঁচড়া ada kʰæ̃cɽa বিণ অসম্পূর্ণ incomplete কাজ্‌টা আদা খ্যাঁচড়াকোরেরেখে যাবি নি—কাজটা অসম্পূর্ণ করে রেখে যাবি না (হাওড়া ১)

আদাগোল্ ফাইল্ adagol pʰail বি অর্ধগোলাকৃতি উখা দ্র আদ্‌গোলা (উকো) (কোচবি ৩ বর্ধমা ২০)

আদাড়[১] adaɽ বি বাঁশের বাতা বা কঞ্চি দিয়ে তৈরি ঘন বেড়া [অনেক সময় এতে মাটি লেপে দেওয়ালের মতো করা হয়] a thick fence made of bamboo leaves and bamboo sticks (বাঁকুড়া ৩)

আদাড়[২] adaɽ বি. দুধ খাওয়া ছেড়েছে এমন বয়স্ক বাছুর a calf which stopped living on mother's milk (বাঁকুড়া ১৬) দ্র আদ্‌লা

আদাড়[৩] adaɽ বি দ্র আদাইড় বাছুর (বাঁকুড়া ৬) আদাড় বাছুরটা পিদ্‌কিছে—ছোট বাছুরটা হঠাৎ জোরে ছুটছে (পুরুলি ৭)

আদাড়[৪] adaɽ বি ঝোপঝাড় a bush (বীরভূ ৭, ৮)

আঁদাড় পাঁদাড় ãdaɽ pãdaɽ বিণ আনাচ কানাচ every nook and corner (মেদিনী ৩৪ হুগলি ১)

আঁদাড় পেঁইদাড় ãdaɽ pẽidaɽ বি বাড়ির চারদিক surroundings of a house আঁদাড়ে পেঁইদাড়ে ঘুরে বুলিস্ না—বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াস্ না (বাঁকুড়া ১৬)

আদাড়-বিদেড় adaɽ-bideɽ বি দ্র আদাড়[৪] (বীরভূ ৭, ১৩)

আদাড়ি adaɽi বিণ অবাধ্য disobedient (চব্বিশ ২১)

আদাড়ে[১] adaɽe বিণ বদরাগী দ্র আদাইরি (নদীয়া ৩) <আদাড় = ঝোপঝাড়, বন্য অর্থে 'আদাড়ে'

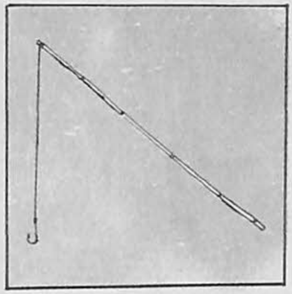
আদাড়ে[২] adaɽe বিণ দ্র আদাইরে[২] (নদীয়া ১২)

আদাঁত adãt বি তৃতীয় দাঁত বের হয়নি এমন বাছুর [বাছুরের জন্ম সময় দুটি দাঁত থাকে। তৃতীয় দাঁত বের হয় যৌবন সমাগমে। তৃতীয় দাঁত বার না হওয়া পর্যন্ত সময়কে 'আদাঁত' বলে] upto the time, when a calf shows its third tooth (পুরুলি ৮ বর্ধমা ২ বীরভূ ১১ হাওড়া ১, ১০) ~ ঘসা ক্রি দাঁত না মাজা (মেদিনী ১৯)

আদান্ adan বিণ মূর্খ illiterate, uneducated হাম্‌রা তো আদান্ আছি—আমরা তো মূর্খ (মুর্শিদা ২২)

আদানে adane বিণ অপূর্ণ, অপরিপক্ক, আধলা not full or filled, premature ~ মেয়ে বি তরুণী [যার মধ্যে সদ্য যৌবনের উন্মেষ হয়েছে] (বর্ধমা ৯) ~ মুনিশ্ বি কিশোর দিনমজুর (বর্ধমা ৫) ~ ইঁট্ বিণ আধলা ইট (বর্ধমা ৫, ৯, ১৪) <সং অর্দ্ধ

আদাইরে[১] —আদারে



আঁদার্ কাঠি

আদাপানা adapana বি কচুরিপানা water hyacinth (নদীয়া ১)

আদাবাদি adabadi বিণ তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ highly competitive (পুরুলি ১৩)

আদাবোঠা বসা adaboʈʰa bɔsa ক্রি একটি পা মুড়ে এবং আর একটি পা তুলে বসা to sit with one leg folded (দার্জিলি ৩) <হি আধা বইঠা

আদামা গোরু adama goru বি যে গরু কাজ শেখেনি দ্র অবোট্ গোরু (মুর্শিদা ২১)

আদার্[১] adar বি অপরিষ্কার নোংরা grimy এটা আদার্ হোইং গেছে পোস্‌কার্ কোর্‌তে হবে—এটা নোংরা হয়ে গেছে পরিষ্কার করতে হবে (বীরভূ ৭)

আদার্[২] adar বি ঝোপঝাড় দ্র আদাড়[৪] জায়গাটা খুব্ আদার্ হোয়ে গ্যাচে—জায়গাটা খুব জঙ্গল হয়ে গেছে (বীরভূ ৯, ১১ মুর্শিদা ৩)

আদার্[৩] adar বি পাখির খাদ্যশস্য bird feed (কোচবি ৮)

আঁদার্ ãdar বি অন্ধকার darkness (বর্ধমা ২১, ২৩ মেদিনী ১১)

আঁদার্ কাঠি ãdar katʰi বি মাছ ধরার এক ধরনের ছিপ [এই জাতীয় ছিপে ফাত্‌না থাকে না। দুই আড়াই ফুট লম্বা কঞ্চির মাথায় দেড়-দুই ফুট লম্বা সুতোর মাথায় বঁড়শি থাকে। রাত্রে মাছ ধরার জন্য পুকুরের ধারে ধারে পুঁতে রাখা হয়। একে 'খোঁচাকাঠি'ও বলে] a kind of fishing rod (বীরভূ ৭, ১১)

আদার্‌কি adarki বি গুড়ের পাটালি a molasses-cube (মুর্শিদা ১৭)

আঁদারকুনি ãdarkuni বি একজাতীয় আমন ধান [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ধানের বীজতলা করা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রোয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পাকে। মোটা জাতের এই ধান মিষ্টি ও অধিক জলে ভাল ফলন দেয়। এই ধানে মুড়ি ও খই ভাল হয়] a kind of paddy (হাওড়া ৩)

আদার্ বাচুর্ adar bacur বি দ্র আদাইড় বাছুর্ (পুরুলি ১৩, ১৭)

আদারি দুদ adari dud দ্র আঁতুড়ে দুধ (বাঁকুড়া ৫)

আদারে adare বিণ অযোগ্য বা অপটু unfit, unskilled আদারে মুনিশ্—অপটু মজুর (বর্ধমা ৫)



আঁদারে[1]—আধরা[2]

আদিবাস

আঁদারে[1] ādare বি দ্র আঁদারকাঠি (হুগলি ৫)

আঁদারে[2] ādare বিণ আবদেরে [যে শিশু খুব বায়না করে] a baby full of importunity (নদীয়া ১২)

আঁদাল্-কাঁদাল্ ādal kādal বি আঁস্তাকুড় a dustbin (মেদিনী ২১)

আঁদালে-কাঁদালে ādale-kādale বি আনাচে-কানাচে nook and corner ছেনাটা আঁদালে-কাঁদালে কোতাও বেড়াচ্চে বুজি—ছেলেটা আনাচে-কানাচে কোথাও বেড়াচ্ছে বুঝি (হাওড়া ১)

আদা হাস্ ada has বি রাজহাঁস a swan (পদিনা ১০)

আদি adi বি ভাগচাষ the share-cropping system (কোচবি ২, ৩) <সং অৰ্দ্ধ

আঁদি ādi বি (খেলায়) জোচ্চুরি swindle আঁদি করা—খেলায় জোচ্চুরি করা (নদীয়া ১২)

আদিবাস্ adibas বি হিন্দুদের বিবাহানুষ্ঠানে কুলোতে ধান দুর্বা নিয়ে বর-কনের মাথা স্পর্শ করে যে আশীর্বাদের প্রথা Hindu marriage ceremonial blessing of the bride and the groom (পুরুলি ১৬)

আদু adu ক্রিবিণ আদৌ দ্র আদতে at all (মেদিনী ১৯) <সং আদি

আঁদু ādu বি ঝুল soot (মেদিনী ৬, ২৬)

আঁদুটি āduʈi বিণ ঝাপ্‌সা obscure, hazy চোকে আঁদুটি লাগচে—চোখে ঝাপ্‌সা লাগছে (বীরভূ ১, ১২) <সং অন্ধ

আদুড় aduɽ বিণ অনাবৃত uncovered, unclothed আদুড় মাতা—(ঘোমটাহীন) অনাবৃত মাথা (হুগলি ৮)

আদুড়ে aduɽe বিণ অসম্পূর্ণ incomplete কাজটা আদুড়ে কোরে রেখেছে—কাজটা অসম্পূর্ণ করে রেখেছে (বাঁকুড়া ৪) <সং অৰ্দ্ধ

আঁদু পাঁদু করা ādu pādu kɔra ক্রি আঁক্‌পাক করা, আনচান করা দ্র আড়্‌পাড়্ করা শরীরটা খুব আঁদুপাঁদু কোরছে—শরীরটা খুব আনচান করছে (নদীয়া ৬)

আদুয়ার্ aduar বি পচাডোবা বা পানাপুকুর a muddy pool full of water hyacinth and such like growth (মালদা ৩) আদুয়ারটা মুন্‌বা হোবে—পচা ডোবাটা বন্ধ করতে হবে (মেদিনী ৫)

আদুর্ adur বিণ দ্র আদুড় আদুর্ গা—খালি গা (বর্ধমা ৬, ১২)

আদুর্‌কি adurki বি চিনির পাটালি বিশেষ a longish sugar cube (বর্ধমা ৬, ১২ বীরভূ ১১) তু আদার্‌কি

আদুর্য়া adurӕ বিণ দ্র আদুড়ে কাজ্‌টা আদুর্য়া আচে—কাজটা অসম্পূর্ণ আছে (কোচবি ৭)

আঁদুল্ কাঁদুল্ ādul kādul বি অলিগলি lanes and bye lanes (মেদিনী ৬, ১৯, ২৬)

আদেংগা adeŋga বিণ অর্ধ দ্র আড়[10] (বীরভূ ১)

আদেক্ adek বিণ অর্ধ দ্র আড়[10] (জলপা ৭)

আদেক্‌লে adekle বিণ লোভী greedy (মুর্শিদা ২৪)

আদো ado বি আদা দ্র আদ্‌রোক (পদিনা ১, ৩ মালদা ১১)

আদোর্‌কি adorki বি দ্র আদুর্‌কি (মুর্শিদা ১৮, ২৪)

আদোর্‌খি adorkʰi বি দ্র আদুর্‌কি (মুর্শিদা ১৮, ২৪)

আদোল্ adol বিণ অর্ধ দ্র আড়[10] (নদীয়া ৭) ~ করা ক্রি (কোনো জিনিসকে কেটে) অর্ধেক করা to cut into two halves (নদীয়া ৭)

আঁদোশা ādoʃa বি গুড়পিঠা a kind of sweet pie made of molasses (নদীয়া ৯)

আদোশা পিঠা adoʃa piʈʰa বি দ্র আঁদোশা (চব্বিশ ২১)

আদ্রক্ adrɔk বি দ্র আদো (মালদা ৯)

আধ্ adʰ বিণ অর্ধ half ~কোচুয়া বিণ আধ-কাঁচা (মালদা ৭) ~ **কায়োয়ালি** বি আধকপালে (মাথাধরা রোগবিশেষ) আধকায়োয়ালি হোয়্যাছে—আধ্‌কপালে হয়েছে (পদিনা ৯) ~ **খিন্যা** বিণ আধখানা দ্র আড়[10] (বীরভূ ৪) ~ **মোড়া** বিণ নিস্তেজ (পুরুলি ১৪) তু আবা আধমরা

আধ্‌খেড়ে adʰkʰeɽe বি ছোট উকুন a small louse (মুর্শিদা ২৩) তু আদ্‌খুড়ো

আধ্‌গাড়ুনা adʰgaɽuna বি কুম্ভকারের কাঁচা মৃৎপাত্রকে পিটানোর দ্বিতীয় পর্যায় the second time processing of an unfinished earthen-pot by a potter (বাঁকুড়া ৭) <সং অৰ্দ্ধ +

আধ্‌ঘোড়িয়া বাঁশ্ adʰgʰoɽia bāʃ বি মুড়া বাঁশ a pollarded bamboo (মালদা ১১)

আধ্‌টা adʰʈa বিণ আধখানা দ্র আড়[10] (বাঁকুড়া ১)

আধ্‌ড়া[1] adʰɽa বিণ আধপোড়া (কাঠ) half-burnt (wood) (মালদা ৩)

আধ্‌ড়া[2] adʰɽa ক্রি শেষ করা to finish খাঁয়ে আধ্‌ড়ায়েঁ দিলা—খেয়ে শেষ করে দিল (পুরুলি ৭)

আধ্‌দুম্‌ড়ি adʰdumɽi বিণ নবযৌবনা (ব্যাঙ্গার্থে) woman in her prime of youth (sarcastically) (বর্ধমা ৯)

আধ্‌বাগা adʰbaga বি একজাতীয় হিংস্র নেকড়ে a kind of wolf (পুরুলি ১৪) তু অর্ধ ব্যাঘ্র

আধ্‌রক adʰrɔk বি দ্র আদ্‌রা (জলপা ৭)

আধ্‌রা[1] adʰra বিণ আংশিক partly কাজ্‌টা আধ্‌রা কোরে গ্যাল—কাজটা আংশিক করে গেল (মালদা ১) দ্র আড়[10]

আধ্‌রা[2] adʰra বিণ দ্র আধ্‌ড়া[1] ~ নোগ্‌রি বি আধপোড়া কাঠ (পদিনা ৬) ~ **নুকড়ি** বি (রান্না করার সময়) নিভিয়ে রাখা কাঠ

(মালদা ৪)

আধ্রা[৩] **ad^{h}ra** বিণ অর্ধ দ্র আড়্[১০] কাম্টা আধ্রা থাকিল্—কাজটা অর্ধেক (অসমাপ্ত অবস্থায়) থাকল (পদিনা ১)

আধরাত্ **ad^{h}rat** বি মধ্যরাত্রি the midnight (পদিনা ২) <অর্ধরাত্রি

আঁধ্লা **ãd^{h}la** বিণ যে মানুষ চোখে অল্প দেখে short-sighted (বাঁকুড়া ৭)

আধ্ল্যা **ad^{h}læ** বিণ দ্র আধ্টা ইড়কে জেয়ে আধ্ল্যা ইট্ আন্লিস্—ছুটে গিয়ে আধখানা ইট আন্লি ? (পুরুলি ৩)

আঁধমুধে **ãd^{h}ɔmud^{h}e** ক্রিবিণ যেখানে সেখানে anywhere and everywhere তুই ইটা আঁধমুধে পেলাইন্ দিলি—তুই এটা যেখানে সেখানে ফেলে দিলি ? (পুরুলি ১৩)

আধা **ad^{h}a** বি ১ দ্র আদো (জলপা ৭) ২ অর্ধ দ্র আড়্[১০] ~ **আধি** বিণ মাঝামাঝি কাল্ আধাআধি রোইত্যে চোর্ আল্ছিলো—কাল মাঝরাতে চোর এসেছিল (মুর্শিদা ২৩) ~ **পাকা** বিণ আধপাকা (পদিনা ২) ~ **বদ্রা** বিণ অর্ধভদ্র [অভদ্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি গালাগালি হিসাবে জনপ্রিয়] (মেদিনী ১৯) <অর্ধভদ্র ~**বোইসা** বিণ মাঝবয়সী (পদিনা ৯) ~ **ভদ্রা** বিণ দ্র আধাবদ্রা (মেদিনী ১৯) ~ **ভোদ্রিয়া** বিণ দ্র আধাবদ্রা (মেদিনী ১৯)

আধানিন্ **ad^{h}anin** বি তন্দ্রা drowsiness (পদিনা ২) তু আবা আধানিদ্

আধার্ **ad^{h}ar** বি [মাছ ধরার] টোপ a bait [food used as a bait for catching fish] (চব্বিশ ৪, ১৭, ২১ বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ৩৪ হাওড়া ১০) <আধার (বন্দ্যো) <সং আহার

আঁধার্ কাঠি **ãd^{h}ar kaṭ^{h}i** বি দ্র আঁদার কাঠি (বীরভূ ১১)

আঁধার্ কানা **ãd^{h}ar kana** বিণ রাতকানা night-blind (মেদিনী ২০)

আঁধার্ কুপ্ **ãd^{h}ar kup** বিণ ঘুট্ঘুটে অন্ধকার pitch-dark (মুর্শিদা ৩) তু আবা অন্ধকূপ

আধার্ খান্ **ad^{h}ar k^{h}an** বি অন্ধকার darkness চোরটা আধারখানোৎ লুকায়েছ্যে কোইথ্যে—চোরটা অন্ধকারে কোথাও লুকিয়েছে (পদিনা ২)

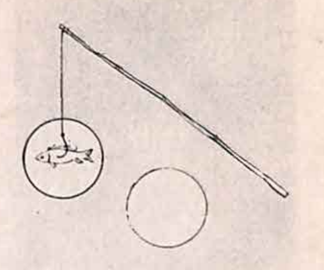
আঁধার্ জুনি **ãd^{h}ar juni** বি জোনাকি the firefly, the glowworm (মেদিনী ৩৪)

আঁধার্ জেনি **ãd^{h}ar jeni** বি চর্মরোগ বিশেষ [কেবলমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রে এই চর্মরোগ দেখা দেয়। সারা গায়ে ঘামাচির মতো হয় এবং খুব চুলকায়, বিশেষ করে রাতে শিশুরা যখন, ঘুমায়] a kind of itching skin disease of the babies (মেদিনী ১৪)

আঁধার্ মানিক্ **ãd^{h}ar manik** বি গাঢ় সবুজ লম্বা পাতাযুক্ত একপ্রকার বন্য উদ্ভিদ [এর স্পর্শে শরীর কুট্ কুট্ করে] a kind of wild plant (হাওড়া ৮)

আধারশা **ad^{h}arʃa** বি দ্র আঁদোশা (মুর্শিদা ১৭)

আঁধারে মাস্ **ãd^{h}are mas** বি কার্তিক মাস [শ্যামাপূজার



আধরা[৩]—আঁধুয়াই জাওয়া

আধার

জন্য নির্দিষ্ট অমাবস্যার অন্ধকারের প্রতি ইঙ্গিতার্থেই এই নাম হয়েছে] the seventh month of the Bengali year (হাওড়া ১০)

আধাল্ **ad^{h}al** বি জমির মাপ বিশেষ [প্রায় সাড়ে সাত বিঘা পরিমাণ] a measure of land, nearly seven and a half *'bighā'* (জলপা ৭)

আধাশিজা **ad^{h}aʃija** বিণ দ্র আদ্শিজা (পদিনা ৯)

আধি[১] **ad^{h}i** বি ভাগচাষ দ্র আদি (কোচবি ৩ দার্জিলি ৩ পদিনা ১, ১৫ মালদা ১১)

আধি[২] **ad^{h}i** বিণ অর্ধেক half (কোচবি ১) দ্র আড়্[২]

আঁধিকুঁধি[১] **ãd^{h}ikũd^{h}i** বিণ ধোঁয়াটে smoky আঁধিকুঁধিত্যে কিছু দেখ্ত্যে প্যাই না—ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছি না (মুর্শিদা ২২) দ্র আঁদুটি

আঁধিকুঁধি[২] **ãd^{h}ikũd^{h}i** বি, ক্রিবিণ আকুলিবিকুলি extreme distress or anxiety প্রাণ্ আঁধিকুঁধি কোর্ছে—প্রাণ আকুলিবিকুলি করছে (বীরভূ ৪)

আধিখান্ **ad^{h}ik^{h}an** বিণ দ্র আধি[২] (জলপা ৭)

আধিতুফান্ **ad^{h}itup^{h}an** বি ঝড়-বৃষ্টি a storm with heavy shower (মালদা ২) <সং অন্ধ+

আধিয়া **ad^{h}ia** বিণ দ্র আধি[২] (কোচবি ১, ২ জলপা ৭)

আধিয়াদার্ **ad^{h}iadar** বি ভাগচাষী a share cropper (মালদা ১১) অর্ধ>আধিয়া+দার

আধিয়ার্ **ad^{h}iar** বি দ্র আধিয়াদার্ (কোচবি ৩ জলপা ৭ দার্জিলি ৩)

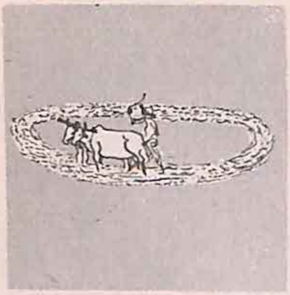
আধিয়ারি **ad^{h}iari** বি ভাগচাষবৃত্তি the profession of share-cropping (জলপা ৭) দ্র আধিয়াদার্

আধুড়িয়্যা **ad^{h}uṛiæ** বিণ দ্র আধি[২] (বাঁকুড়া ১)

আধুনি **ad^{h}uni** বি রাঁধুনি a female cook (জলপা ৭ হুগলি ১৬)

আঁধুয়া **ãd^{h}ua** বি পাঁকাল মাছ a kind of fish, mestacembelus pancalus (মুর্শিদা ১১)

আঁধুয়াই জাওয়া **ãd^{h}uai̯ jao̯a** ক্রি ১ ক্ষুধায় অস্থির হয়ে অন্ধকার দেখা to be completely exhausted in hunger ভোঁকে আঁধুয়াই গেছে—ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছে (বাঁকুড়া ৫) ২ জ্ঞানশূন্য হওয়া to be senseless ছা-টা আঁধুয়াই আইসছে—ছেলেটা জ্ঞানশূন্য হয়ে আসছে (বাঁকুড়া ১৮)



আঁধুয়াঁয় মাধুয়াঁয়—আনগা[২]

আন্ উগুল্ ভাঙা

আঁধুয়াঁয় মাধুয়াঁয় **ādʰuāẹ madʰuāẹ** ক্রিবিণ মনপ্রাণ দিয়ে sincerely আঁধুয়াঁয় মাধুয়াঁয় কাজ্ কোইচ্ছে—মনে প্রাণে কাজ করছে (বাঁকুড়া ৫)

আধুরা **adʰura** বি, বিণ অবশিষ্ট left-over (কোচবি ২)

আধে আধে **adʰe adʰe** বিণ আধাআধি fifty-fifty, almost half আধে আধে কোরি দাও—অর্ধেক করে দাও (মেদিনী ২০)

আঁধে ঝাড়ে **ādʰe jʰaṛe** ক্রিবিণ এখানে ওখানে here and there (পুরুলি ১৩)

আধের্ উমর্ **adʰer umɔr** বি মাঝবয়স middle aged (পদিনা ২)

আধেলা **adʰela** বিণ অপূর্ণবয়স্ক [গরু] [a cow] which is not a full-grown, young still (জলপা ৭)

আধোইড়্ **adʰoiṛ** বিণ ১ পুরানো wornout কাপড়টা আধোইড়্ হঁয়ে গেলছে—কাপড়টা পুরানো হয়ে গিয়েছে (পুরুলি ৭) ২ পচা rotten (পুরুলি ৭)

আধোড়্ **adʰoṛ** বিণ প্রৌঢ় middle aged (পুরুলি ১২) তু আধোইড়্

আধোন্ ঘরা **adʰon gʰɔra** বি রান্নাঘর the kitchen (মালদা ৪) <রন্ধন ঘর

আঁধোন্ ঘরা **ādʰon gʰɔra** বি দ্র আধোন্ ঘরা (পদিনা ৪)

আধোয়া **adʰoa** বিণ আলুনি salt free আধোয়া তরকারি—আলুনি তরকারি (হাওড়া ৬)

আধোর্ **adʰor** বি ধান কোটার প্রথম স্তরে যে অর্ধপরিষ্কার লাল চাল পাওয়া যায় rice, husked in such a way as to keep the brown inner cover intact (মুর্শিদা ১৫, ২২)

আধোরোক্ **adʰorok** বি আদা দ্র আদ্রোক্ (জলপা ৭)

আন্[১] **an** বি আঙুলহাড়া whitlow (মেদিনী ৩৪)

আন্[২] **an** বি অন্ন rice, food (দার্জিলি ৩)

আঁন্ **ān** বি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের চারা [এগুলি জোয়ারের জলে ভেসে আসে এবং জলের সঙ্গে এরূপ মিশে থাকে যাদের প্রায় খালি চোখে দেখা যায় না] fry (মেদিনী ১৯)

আন্ উগুল্ ভাঙা **an ugul bʰaŋa** ক্রি জমিতে প্রথমবার চাষ করা দ্র আচোট্ কাটা (বীরভূ ২)

আন্কা[১] **anka** বিণ নতুন new (চব্বিশ ৩৭) <আন্কোরা

আন্কা[২] **anka** ক্রিবিণ হঠাৎ, আচম্কা suddenly আন্কা দেকেচে—হঠাৎ দেখেছে (চব্বিশ ২১)

আন্কা[৩] **anka** বিণ নির্বোধ, অজ্ঞ idiot (হুগলি ১৯)

আন্কা[৪] **anka** বিণ অপরিচিত unknown আন্কা লোক্ – অপরিচিত লোক (হুগলি ১৫)

আন্কা[৫] **anka** বি [শোনে একরকম ও উত্তর দেয় অন্যরকম] অর্ধবধির a person who gives a different answer to what he is told দ্র আড়্কালা (হুগলি ১৯)

আন্কা আন্কা **anka anka** বিণ এক এক রকম of different kinds আন্কা আন্কা ব্যাপার্—এক এক রকম ব্যাপার (চব্বিশ ৩৭)

আন্কারা **ankara** বিণ দ্র আন্কা[১] (মেদিনী ১৭)

আন্কাহা [কথা বলা] **ankaha [kɔtʰa bɔla]** ক্রিবিণ না জেনেশুনে উল্টোপাল্টা [কথা] বলা uninformed confused talks লোক্টা আমার্ সাথে আন্কাহা কথা বল্ছে—লোকটা আমার সঙ্গে না জেনেশুনে উল্টোপাল্টা কথা বলছে (বীরভূ ৯)

আন্কে **anke** বি জোচ্চুরিতে অভ্যস্ত খুদে খেলোয়াড় a habitual swindler in games (নদীয়া ১১)

আন্খা[১] **ankʰa** ক্রিবিণ শুধু শুধু, অকারণ, মিথ্যে for nothing আন্খাই আম্ক্যে দোষ্ দিছ্যে—অকারণ আমাকে দোষ দিচ্ছে (বাঁকুড়া ৫)। আমাকে আন্খাই বল্বে না—আমাকে শুধু শুধু বলবে না (পুরুলি ৩)

আন্খা[২] **ankʰa** বিণ উদ্ভট বা আশ্চর্যজনক absurd (মুর্শিদা ৬, ১৭)

আন্খা[৩] **ankʰa** বিণ অবুঝ inconsolable, unreasonable ই বড় আন্খা বটে, কুনো কথাটি বুঝ্তে লাড়ে—এ খুব অবুঝ, কোনো কথা বুঝতে পারে না (বাঁকুড়া ১৮)

আন্খা[৪] **ankʰa** বিণ বদরাগী ill-tempered (বাঁকুড়া ১৫)

আন্খাই[১] **ankʰai̯** বিণ দ্র আন্খা[২] (মুর্শিদা ১৭) তু আন্খাই কথা বোলিস্ না—তুই উদ্ভট কথা বলিস না (বীরভূ ১১)

আন্খাই[২] **ankʰai̯** ক্রিবিণ দ্র আন্খা[১] (পুরুলি ৩, ১২ ১৭) আমাকে আন্খাই গাল্ দিলিস্—আমাকে মিথ্যে গালি দিলি (পুরুলি ১৭)

আন্খাই[৩] **ankʰai̯** বিণ আজেবাজে nonsensical তুই আন্খাই কাজ্ কোরিস্ না—তুই আজেবাজে কাজ করিস না (বীরভূ ১১)

আন্খাই[৪] **ankʰai̯** বিণ ফালতু without reason আন্খাই বল্ছে—ফালতু বলছে (পুরুলি ১২)

আন্খাঁই **ankʰāi̯** ক্রিবিণ দ্র আন্খা[১] (পুরুলি ১৫, ১৭) আন্খাঁই তুই উয়াকে মারি দিলিস্—শুধু শুধু তুই ওকে মারলি (পুরুলি ১৫)

আন্খায় **ankʰaẹ** ক্রিবিণ দ্র আন্খা[১] উ আমাকে আন্খায় গাইল্ দিল —ও আমাকে শুধু শুধু গালি দিল (পুরুলি ১৫)

আন্গা[১] **anga** বি জামা a shirt (মেদিনী ২০) দ্র আংরেখা

আন্গা[২] **anga** বি আঙিনা দ্র আইন্না[১] (পুরুলি ৫ মেদিনী ৩, ৩২)



আন্ঠা

আন্গ্যা **angæ** বি দ্র আন্গা[2] (মেদিনী ৯)

আন্চল্ **ancɔl** বি আঁচল দ্র অঁচল্[1] (জলপা ৬, ৭)

আন্চালা **ancala** বি দ্র আন্চল্ (পদিনা ১১)

আন্চিন্[1] **ancin** বি আঁচিল a mole, a wart (চব্বিশ ১৫)

আন্চিন্[2] **ancin** বি আঞ্জনি দ্র অজ্জুনগুটি (চব্বিশ ১৫, ২০)

আন্চুনি[1] **ancuni** বি দ্র অজ্জুনগুটি (চব্বিশ ৮, ৩১)

আন্চুনি[2] **ancuni** বি দ্র আন্চিন্[1] (চব্বিশ ২৭)

আন্চোনি **anconi** বি দ্র আন্চিন্[1] (চব্বিশ ২৭)

আন্ছা **ancʰa** ক্রি খোঁজা to seek উয়াক্ আন্ছাচ্যো—ওকে খুঁজছে (পদিনা ৩) তু অংসা

আন্ছাট্ **ancʰaʈ** বি হাঁসফাস দ্র আইড়্-কাইড়্[2] (নদীয়া ২)

আন্ছাট্ করা **ancʰaʈ kɔra** ক্রি আইঢাই করা owing to excess of anything শরিলটা আন্ছাঁট্ কচ্চে—শরীরটা আইঢাই করছে (বর্ধমা ১৪)

আন্ছানো **ancʰano** ক্রি সাঁত্লানো to singe lightly with spices in oil, clarified butter or fat (পদিনা ১২)

আন্জন্ **anjɔn** বি কাজল collyrium (কোচবি ১, ২) <অঞ্জন

আন্জনি **anjɔni** বি গিরগিটির সদৃশ একপ্রকার প্রাণী দ্র অর্জুনে (মেদিনী ৩৩) <আঞ্জিনেয়

আন্জলা **anjɔla** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা (বাঁকুড়া ৭)

আন্জাত্ **anjat** বি আন্দাজ guess আন্জাতি ধরো—আন্দাজে ধরো (কোচবি ৪ চব্বিশ ১৫ দার্জিলি ৩ বর্ধমা ১৮ হাওড়া ৮ হুগলি ১৫)

আন্জাদ্ **anjad** বি দ্র আন্জাত্ (কোচবি ৪ মুর্শিদা ১১ মেদিনী ৩৩ হাওড়া ৮) নুন্টা আন্জাদ্ কোরে তর্কারিতে দে—নুনটা আন্দাজ করে তরকারিতে দে (মুর্শিদা ১১)

আন্জানাই **anjanai̯** বি দ্র আন্চিন্[2] (কোচবি ৪)

আন্জ্যাম্[1] **anjæm** বি সরঞ্জাম equipment মোকে ব্যা-ঘরের্ আন্জ্যাম্ কটা মট্ কোর্যা দেত—আমাকে বিয়ে বাড়ির সরঞ্জাম কয়টি চট্ করে দেতো (সোনা) (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আন্জ্যাম্[2] **anjæm** বি আসবাবপত্র furniture (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আন্জি **anji** বি চালুনি a sieve (বাঁকুড়া ৩, ৭, ১২, ১৮)

আন্জিন্ **anjin** বি দ্র আন্চিন্[2] (হাওড়া ১০)

আন্জিনাই **anjinai̯** বি গিরগিটির মত একপ্রকার প্রাণী দ্র অর্জুনে (মালদা ৬)

আন্জিনি **anjini** বি দ্র অর্জুনে (মেদিনী ১৬) <আঞ্জিনেয়

আন্জিনে[1] **anjine** বি দ্র অর্জুনে (হাওড়া ২)

আন্জিনে[2] **anjine** বি দ্র আন্চিন্[2] (হাওড়া ৩)

আন্জির্[1] **anjir** বি দ্র আন্চিন্[2] (হাওড়া ১০)

আন্জির্[2] **anjir** বি দ্র অর্জুনে (হাওড়া ১০)

আন্জির্[3] **anjir** বি পেয়ারা guava (বর্ধমা ২, ৪, ৮, ১৩, ১৮ বাঁকুড়া ৩, ৭ হাওড়া ১০)

আঁন্জির্ **ãnjir** বি দ্র আন্জির্[3] (বর্ধমা ২)

আন্জিল্ **anjil** বি আঁচিল a mole (হাওড়া ১)

আন্জু আন্জু **anju anju** বিণ উলট্ পালট্ topsyturvy (পদিনা ১৩)

আন্জুরা **anjura** ক্রি আঁচড়ানো to scratch উয়াঁয় নোগুল্ দিয়া আন্জরাইল্—তাকে আঙুল দিয়ে আঁচড়ালো (কোচবি ৮)

আন্জুল্ **anjul** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা এ্যাক্ আন্জুল্—এক আঁজলা (কোচবি ৩ দার্জিলি ৪)

আন্জুলা **anjula** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা (বাঁকুড়া ৭)

আন্জোনাই **anjonai̯** বি দ্র অর্জুনে (বীরভূ ৪)

আন্জোল্ **anjol** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা (কোচবি ৮)

আন্ঝাট্ **anjʰaʈ** বি আশপাশ surroundings (মেদিনী ১৯)

আন্ঝোল্ **anjʰol** বি আঁজলা দ্র অঁজুলা এ্যাক্ আন্ঝোল্—এক আঁজলা (মুর্শিদা ২)

আন্টা কান্টা **anʈa kanʈa** বি আনাচ-কানাচ nook and corner (মুর্শিদা ৯, ১৭, ২২) ছেলেটা আন্টা কান্টায় ঘুরে বেড়াল্ছে—ছেলেটা আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে (মুর্শিদা ২২)

আন্ঠা **anʈʰa** বি দরজার কড়া a metal door ring (জলপা ৯)

আন্ঠা কান্ঠা **anʈʰa kanʈʰa** বি দ্র আন্টা কান্টা (মুর্শিদা ১২)

আন্ঠায়োন্ **anʈʰaon** বি, বিণ আটান্ন fifty-eight (পদিনা ২)

আন্ঠারে **anʈʰare** বিণ আড়াল থেকে from behind a cover আন্ঠারে কথা বলে—আড়াল থেকে কথা বলে (কোচবি ৭)

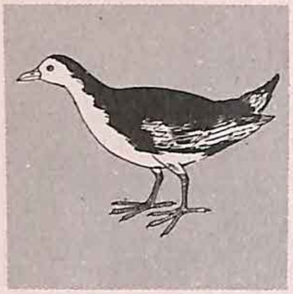
আন্ঠি **anʈʰi** বি আংটি a ring (জলপা ৭ পদিনা ১১)

আন্ঠুয়া **anʈʰua** বিণ বদরাগী দ্র আন্খা[4] ই দমে আন্ঠুয়া বঠে—এ খুব বদরাগী আছে (পুরুলি ১৩)

আন্ডা **anɖa** বি ডিম an egg আন্ডার্ ঠোশ্—ডিমের খোলা (পদিনা ১০)

আন্ডালে (মুরগি) **anɖale (murgi)** বি যে মুরগি ডিম দিচ্ছে বা অল্পদিনের মধ্যে দেবে a layer hen (হাওড়া ১)

আন্ডাশুলা **anɖaʃula** বি রাত্র্যন্ধতা nyctalopia



আন্‌ডাহুক

লোক্‌টাক্‌ আন্‌ডাশুলা ধোরিয়া—লোকটার রাতকানা রোগ হয়েছে (পদিনা ৪)

আন্‌ডাহুক্‌ **anɖahuk** বি ডাহুক the galliule (মালদা ৫)

আন্‌ডি **anɖi** বি বিধবা widow (পদিনা ৪, ১৫ মালদা ৪)

আন্‌ডিমারা **anɖi mara** ক্রি আটকানো to obstruct দুয়ার আন্‌ডি মারা—বি দোর ধরা, দুয়ার ধ'রা। হিন্দু বিবাহে বধূবরণ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। [বিবাহের পর বর ও নববধূ বাড়ি এলে বরের কাছে (যেমন মেদিনীপুর জেলা) অথবা কোনো কোনো অঞ্চলে কন্যার কাছে (যেমন চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি) ভাই, বোন, ননদ ও বৌদিরা টাকা চায়। টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তবে বর-কনেকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়] a kind of marriage custom (মেদিনী ১৬)

আন্‌ডিয়া **anɖia** বিণ এঁড়ে [পুরুষ জীবজন্তু বোঝাতে] of male sex (পদিনা ৪, ৬, ১১) আন্‌ডিয়া বিলেহি—পুং বিড়াল (মেদিনী ৮) আন্‌ডিয়া কুকড়া—মোরগ (মেদিনী ৮) আন্‌ডিয়া পারিয়া—পুং পায়রা (মেদিনী ৮)

আন্‌ডেলে **anɖele** বি দ্র আন্‌ডালে (মুরগি) (বাঁকুড়া ৯ হাওড়া ১)

আন্‌ঢি **anɖʰi** বি দ্র আন্‌ডি (পদিনা ১)

আন্‌তর্‌ **antɔr** বি দূর (সীমানা অর্থে) at a distance (বাঁকুড়া ৪ মেদিনী ৭) কত আন্‌তরে জল্‌ আনতে যাব—কতদূরে জল আনতে যাব (বাঁকুড়া ৪) তোর্‌ বাড়িটা কত আন্‌তরে —তোর বাড়ি কত দূরে (বাঁকুড়া ৪)

আন্‌থাড়িয়া **antʰaɽia** ক্রিবিণ এলোপাতাড়ি indiscriminately কেনে আন্‌থাড়িয়া মারছিস ?—কেন এলোপাতাড়ি মারছিস ? (পুরুলি ১২)

আন্‌থাব্‌ড়ি বকা **antʰabɽi bɔka** ক্রি আবোল তাবোল বকা to rave (বাঁকুড়া ৪)

আন্‌দ্‌ **and** বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি যাতে লাঙলের ঈশ আটকানো হয় দ্র অঁন্‌দ্‌ (চব্বিশ ৪, ১৪ পুরুলি ৩, ৭, ১৭ বাঁকুড়া ১, ৫, ৭)

আন্‌দন্‌ **andɔn** বি বৌভাত a ritual in Hindu marriage (কোচবি ১ জলপা ৭)

আন্‌দা[1] **anda** বিণ গোমড়া (মুখ) wry (face) সে মুখ আন্‌দা করে—সে মুখ গোমড়া করে (কোচবি ৩)

আন্‌দা[2] **anda** ক্রি রান্না করা to cook (কোচবি ৩, ৪ জলপা ২ পদিনা ৭) আন্‌দি খায়্যে থাকি থুই—রেঁধে খেয়ে থাকি (কোচবি ৪) ~ **ঘর্‌** বি রান্নাঘর (জলপা ২)

আন্‌দাড়ি **andaɽi** বি, বিণ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য devoid of or wanting in common sense (মালদা ৯) আবা আনাড়ি

আন্‌দানাই **andanai̯** বি আঞ্জনি দ্র অজ্‌জুনগুটি (জলপা ৩)

আন্‌দাবাড়া **andabaɽa** বি রান্নাবাড়া act of cooking and serving out meals (পদিনা ১০) তু আবা রান্নাবাড়া

আন্‌দার্‌ **andar** বি অন্ধকার darkness (কোচবি ২, ৩ জলপা ১ পদিনা ৪, ১২ বর্ধমা ১) এ্যালা ঘুট্‌ঘুটা আন্‌দার্‌ হোইশে—এখন খুব অন্ধকার হয়েছে (কোচবি ৩)

আন্‌দার্‌সা **andarsa** বি দ্র আঁদোশা (মুর্শিদা ২২)

আন্‌দারি ছিট্‌কে **andari cʰiʈke** বি প্রায় একহাত লম্বা বাঁশের কঞ্চির তৈরি এক ধরনের ছিপ [রাত্রে এই ছিপ ফেলা হয়] a fishing rod made of bamboo twig (বর্ধমা ২০)

আন্‌দি **andi** বি বিধবা দ্র আন্‌ডি (পদিনা ৪)

আন্‌দিরা পড়া **andira pɔɽa** ক্রিবিণ কুমারের পনে ঠিকমত আগুন না ধরা [পনের মধ্যস্থিত আগুন ঠিকমতো না জ্বলে সেই আগুন চেপে গিয়ে দমে দমে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে] inadequate fire in a potter's furnace শাল্‌টা আন্‌দিরা পোড়ে গেইল্‌ছে—পনটা ঠিকমত ধরে নি (বীরভূ ৭)

আন্‌দুনি **anduni** বি রাঁধুনি a cook (কোচবি ৬ জলপা ৭)

আন্‌দুল্‌ কান্‌দুল্‌ **andul kandul** বি অলিগলি lanes and bye-lanes (মেদিনী ৬, ২৬)

আন্‌দোন্‌ **andon** বি বৌভাত দ্র আঁদন্‌ (পদিনা ১১) ~ **ঘর্‌** বি দ্র আন্‌দা[2] ঘর্‌ (কোচবি ৩)

আন্‌ধন্‌ **andʰɔn** বি রন্ধন cooking (জলপা ৭)

আন্‌ধা **andʰa** ক্রি দ্র আন্‌দা[2] (জলপা ৭ মুর্শিদা ১৫) ~ **ঘর্‌** বি দ্র আন্‌দা ঘর্‌ (জলপা ৯)

আন্‌ধার্‌[1] **andʰar** বি দ্র আন্‌দার্‌ (কোচবি ৬ জলপা ৭ দার্জিলি ২ পদিনা ৩, ৪ মালদা ১১) আন্‌ধারত্‌ হাতরাছিস্‌ ক্যান্যে—অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিস কেন ? (মালদা ১১) আন্ধারে মান্ধারে খোঁজা—অন্ধকারে খোঁজা (পদিনা ৩)

আন্‌ধার্‌[2] **andʰar** বি কালবৈশাখী ঝড় nor'-wester of Bengal in the months of April and May (মালদা ১, ৯)

আন্‌ধার্‌খন্‌ **andʰarkʰɔn** বি সন্ধ্যা the evening (জলপা ৭) তু আবা অন্ধকারক্ষণ

আন্‌ধার্‌সা **andʰarsa** বি দ্র আঁদোশা (মুর্শিদা ২৩)

আন্‌ধারি **andʰari** বি দ্র আনদার্‌ আন্‌ধারি রাইত্‌—অন্ধকার রাত (মুর্শিদা ২৩)

আন্‌ধালু **andʰalu** বি ঝুল soot (পদিনা ৬)

আন্‌ধাশুলা **andʰaʃula** বিণ দ্র আন্‌ডাশুলা (দার্জিলি ৪ পদিনা ৩, ১৩)

আন্‌ধি-চুন্‌ধি **andʰi-cundʰi** অ থতমত terpidation



আন্ধেলার্ লাঠি খ্যালা

(পদিনা ৪)

আন্ধুন্ ঘোরা and^{h}un g^{h}ora বি দ্র আন্দা² ঘর (পদিনা ১)

আন্ধুনি and^{h}uni বি দ্র আন্দুনি (কোচবি ১ মালদা ৮)

আন্ধুলা and^{h}ula বিণ অন্ধ the blind (জলপা ৭)

আন্ধেনি পাকোই and^{h}eni pakoi̤ বি হাতের হাজা sore caused by too much use of water (পদিনা ৫) <সং রন্ধন+

আন্ধেলা and^{h}ela বি দ্র আনধুলা (জলপা ৭)

আন্ধেলার্ লাঠি খ্যালা and^{h}elar lat̤^{h}i k^{h}æla বি এক প্রকার গ্রামীণ খেলা [সাত থেকে দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের এই খেলায় উপকরণ হিসাবে থাকে একটি মাটির হাঁড়ি, একটি গামছা ও একটি লাঠি। প্রথমে একজনের চোখ গামছা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং তার হাতে লাঠিটি দেওয়া হয়। এরপর মাটির হাঁড়িটি কোনো একস্থানে রেখে তাকে বলা হয় হাঁড়িটি খুঁজে নিয়ে লাঠি দিয়ে ভাঙতে। যদি সে চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁড়ি ভাঙতে পারে তবে তার এক পাটি (নম্বর) হয় এবং তাকে পুনরায় অন্য একটি হাঁড়ি ভাঙার সুযোগ দেওয়া হয়। আর যদি সে না ভাঙতে পারে তবে অপর কোনো এক খেলোয়াড়ের চোখ বাঁধা হয়] a kind of rural children's game (জলপা ৭)

আন্ধো ঘর্ and^{h}o g^{h}ɔr বি দ্র আন্না² ঘর্ (পদিনা ৭)

আন্ধোন্ ঘর্ and^{h}on g^{h}ɔr বি দ্র আন্দা² ঘর্ (কোচবি ৩)

আন্ধোন্ ঘোরা and^{h}on g^{h}ora বি দ্র আন্দা² ঘর্ (পদিনা ৬)

আন্না¹ anna বি আলনা (বাঁশ দিয়ে তৈরি) dress-horse (made of bamboo) (বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ১১, ১৩ হুগলি ১)

আন্না² anna বিণ আলুনি saltless (চব্বিশ ৪, ১৯ পদিনা ১, ৪, ৬ বাঁকুড়া ১, ১৫ মেদিনী ৬, ৭, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৩) তর্কারিখান্ আন্না হোই গ্যালো—তরকারিটা আলুনি হয়ে গেল (পদিনা ৬)

আন্না³ anna বি রান্না cooking (পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষর নরনারীর অধিকাংশের উচ্চারণে পাওয়া যায়) ~ **ঘর্** দ্র আন্দা² ঘর্ (পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষর নরনারীর অধিকাংশের উচ্চারণে পাওয়া যায়) ~**ঘরা** বি দ্র আন্দা²ঘর্ (পদিনা ১১) ~ **শাল্** দ্র আন্দা² ঘর্ (বর্ধমা ২০)

আন্নি anni বি রাঁধুনি a cook (কোচবি ৩) ~ **ঘর্** বি দ্র আন্দা² ঘর্ (হাওড়া ১০ হুগলি ১০)

আন্নিক্ annik বি আচমন, আহ্নিক scriptural daily prayer of the Hindus (কোচবি ৬) <সং আহ্নিক

আন্নে দোড়্ anne dot̤ বি মাছ ধরার সরঞ্জাম [বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি এই সরঞ্জাম এক থেকে তিন হাত পর্যন্ত চওড়া, দেড় থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত লম্বা এবং এক হাত উঁচু হয়। মাছ ধরার জন্য এটি বিলের ঘেরায় পাতা হয়] a creel (চব্বিশ ৩৬)

আন্নোয়া annoa বিণ দ্র আন্না² (মেদিনী ১৭)

আন্প্রাসন্ anprasɔn বি অন্নপ্রাশন the first rice taking ceremony of a child (মালদা ৯)

আন্ল anlɔ বিণ দ্র আন্না² (বাঁকুড়া ১)

আন্লা¹ anla বি দ্র আন্না¹ (বাঁকুড়া ৭ মেদিনী ৫ হুগলি ৮, ১৫)

আন্লা² anla বিণ দ্র আন্না² (পুরুলি ১৩, ১৪ মেদিনী ৫, ২৫)

আন্লা³ anla বি ভিজে কাপড় বা পাট শুকানোর জন্য উঠানে বাঁধা বাঁশের ভারা an improved cloth-horse for drying cloth or jute fibre (হুগলি ৮)

আন্লাই anlai বিণ ব্যঞ্জনবিহীন ভাত a dish of boiled rice without any curry (পুরুলি ১৪)

আন্লিস্ anlis ক্রি আনলি (you) have brought আরোহোই মাস্ আন্লিস্—আবার মাংস আনলি (পুরুলি ১৩)

আন্লে anle বিণ দ্র আন্না² (পদিনা ১৪)

আন্লো anlo বিণ দ্র আন্না² (পদিনা ৫, ১০)

আন্শাট্টা anʃat̤t̤a ক্রিবিণ আচমকা বা না জেনেশুনে [কিছু বলা] to butt in without knowing the background আন্শাট্টা কথা বোলিস্ না—না জেনে হঠাৎ কথা বলিস না (বীরভূ ১১) দ্র আন্সাট্

আন্সাট্ ansat̤ বি আন্দাজ guess, assumption (বর্ধমা ১৬)

আন্সাট্টি ansat̤t̤i ক্রিবিণ আন্দাজে by assumption জানে না শুনে না আন্সাট্টি কথা বোইল্ছে—জানে না শোনে না আন্দাজে কথা বলছে (মুর্শিদা ৯)

আন্সান্ ansan বিণ আবোল তাবোল, আজেবাজে incoherent and nonsensical আন্সান্ বক্ছে—আজেবাজে কথা বলছে (বীরভূ ১)

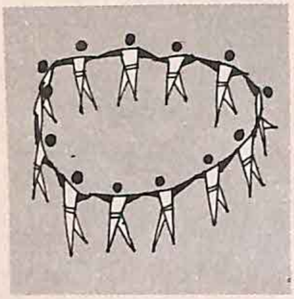
আন্সারি ansari বিণ আনাড়ি unskilled লোক্টা এ্যাক্বারেই আন্সারি—লোকটা একেবারেই আনাড়ি (পুরুলি ৩)

আন্সোল্ ansol বি আঁচল fringe of a *śari* (কোচবি ৪)

আন্হার্¹ anhar বি ঝড় storm (মালদা ৭, ৯) আন্হার্মে গাচ্টা গিরি গ্যালো—ঝড়ে গাছটা পড়ে গেল (মালদা ৭) আনহার্ম্যা আম্ খুব্ গির্লেই—ঝড়ে আম খুব পড়েছে (মালদা ৯) তু আবা আঁধার

আন্হার্² anhar আঁধার darkness (পদিনা ২ মালদা ৯) রাস্তাটা কি আন্হার্—রাস্তাটা কি অন্ধকার (মালদা ১)

আন্হার্শুলা anharʃula বিণ রাতকানা nyctalopic, night blindness (মালদা ১১)



আনিমানি খ্যালা

আন্‌হারসা (লাগা) **anharsa (laga)** ক্রিবিণ ধাঁধা লাগা to be puzzled, confused লোক্‌টাক্ খুব্ আন্‌হারসা লাগি গ্যাল্যে হে—লোকটার খুব ধাঁধা লেগে গেল (মালদা ১১)

আন্‌হি **anhi** বি ঝড় storm এ্যাত্তে আন্‌হি বহলে যে মৌল্‌গুলা ঝরে গ্যাল্যো—এত ঝড় বইল যে মুকুলগুলো ঝরে গেল (মালদা ৩, ১১)

আন্‌হিক্ **anhik** বি যে নারীর প্রথম গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হয় [গ্রাম্য সংস্কার অনুযায়ী, যে নারী 'আন্‌হিক' হয় তার পরবর্তী গর্ভকালীন সাধভক্ষণের অধিকার থাকে না] miscarriage during first conception উ আন্‌হিক্ হয়্যা গ্যালো, ক্যারো ঘরে খাবে নি—ওর প্রথম গর্ভে গর্ভপাত হয়ে গেল, আর কারো ঘরে (সাধ) খাবে না (মেদিনী ৭) <সং অনহিত (সু সেন)

আন **anɔ** অ জামাতাকে সম্বোধনের পদ a form of address for son-in-laws (জলপা ১)

আনা **ana** বি ধান অথবা চাল রাখার স্থূলোদর বৃহৎ মৃৎপাত্রের নীচের ছিদ্র দ্র অনা (মালদা ৭)

আনাইজ্ **anaij** বি সবজি, তরকারি vegetables (মেদিনী ১৪)

আনা করা **ana kɔra** ক্রি আনানো to bring (in causitive sense) (বর্ধমা ৯)

আনাচ **anac** বি দ্র আনাইজ (মেদিনী ২৮)

আনাড়্ **anaɽ** বি দ্র আন্‌হার্ আনাড়ে ঘাটাটা হামি আন্দাজ্ কোরতে পার্‌ছি না—অন্ধকারে আমি রাস্তাটা আন্দাজ করতে পারছি না (মালদা ১)

আনাড় কানাড়্ **anaɽ kanaɽ** বি আনাচ কানাচ nook and corner (জলপা ২)

আনাড়ি **anaɽi** বিণ অপরিচিত stranger (পুরুলি ১৫ বাঁকুড়া ৭) ছেলেটা সকল্‌কে আনাড়ি বাস্‌চে—ছেলেটা সবাইকে অপরিচিত মনে করছে [অর্থাৎ, সেজন্য কান্নাকাটি করছে] (বাঁকুড়া ৭)

আনাধুন্¹ **anad^{h}un** ক্রিবিণ যে কোনো সময়, যখন ইচ্ছা তখন at any time, whenever wished আনাধুন্ বেহা হবে—যখন ইচ্ছা তখন বিবাহ হবে (মালদা ৪)

আনাধুন্² **anad^{h}un** ক্রিবিণ অকারণ unnecessarily আনাধুন্ ক্যানে বোক্‌বো—অকারণে কেন বকব ? (মালদা ৪)

আনান্অস্ **ananɔs** বি আনারস a pineapple (জলপা ১)

আনা নেওয়া **ana neo̯a** বি [বিবাহের তিনদিনের মধ্যে] বর ও কনের একত্রে কনের বাড়ি আসার প্রথা a customary return of the newly wedded couple to the bride's house within three days after the wedding (হাওড়া ১০)

আনার্ **anar** বি ডালিম the pomegranate (বাঁকুড়া ৮, মুর্শিদা ২২)

আনালা **anala** বি আল্‌না a stand for cloth (জলপা ৮)

আনি¹ **ani** বি এ্যালুমিনিয়াম aluminium আনির্ হাঁড়ি—এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি (বর্ধমা ২৫)

আনি² **ani** বি দ্র আন্‌হার্ আনিত্ ঠাল্ ভাঙে পোড়ে গেল্‌ছে—ঝড়ে ডাল ভেঙে গিয়েছে (মালদা ৩, ১১) ~**তুফান্** ঝড়বৃষ্টি rain and storm (মালদা ২) দ্র আধিতুফান্

আনি³ **ani** বি চালের গায়ের লাল খোসা red coat on rice (দার্জিলি ২)

আনি পয়সা **ani pɔesa** বি এক আনা মূল্যের মুদ্রা [পুরাতন মুদ্রা] one anna coin (মেদিনী ১১)

আনিম্ **anim** ক্রি আনব (I shall) bring (পদিনা ৩ মালদা ৬) মুই তোর্ টোকোনে এ্যাক্‌টা বই আনিম্—আমি তোর জন্য একটা বই আনব (মালদা ৬)

আনি মানি খ্যালা **ani mani k^{h}æla** বি ছোট ছেলেমেয়েদের একধরনের খেলা [বাচ্চারা হাত ধরাধরি করে একস্থানে গোল হয়ে ঘোরে এবং ছড়া বলে "আনি মানি জানি নি/ পরের ছেলে পড়ে গেলে মানি নি"] a variety of game played by children as they hold each other's hands and move round and round (মেদিনী ২৯)

আনির্ **anir** ক্রি আনতে, আনবার জন্য to bring আংকা পাইরা আনির্ কোইচুং—চিত্রিত পাড়ওয়ালা [শাড়ি] আনতে বলেছি (কোচবি ৬)

আনিস্‌নু **anisnu** ক্রি এনেছিলাম (I have) brought মুই বোইলা আনিস্‌নু—আমি বইগুলো এনেছিলাম (পদিনা ৩)

আনু¹ **anu** বি ১ বড় ভগ্নিপতি elder sister's husband (জলপা ১০ দার্জিলি ২, ৩, ৪) ২ স্ত্রীর বড় ভাই wife's elder brother (দার্জিলি ২, ৩, ৪)

আনু² **anu** ক্রি আসছি (I am) coming মুই এখুনি আনু—আমি এখনি আসছি (নদীয়া ৯)

আনুনা **anuna** বিণ দ্র আন্‌না² (দার্জিলি ৩ পদিনা ১০ বর্ধমা ৮)

আনুন্যা **anunæ** বিণ দ্র আন্‌না² (মুর্শিদা ১৭)

আনুনো **anuno** বিণ দ্র আন্‌না² (চব্বিশ ৩৩)

আনুয়া মাচ্ **anua mac** বি কুঁচে মাছ a variety of fish akin to the eel (মালদা ১)

আনুয়া সাঁপ্ **anua sãp** বি দ্র আনুয়া মাচ্ (মালদা ২)

আনেক্¹ **anek** ক্রি (অনুজ্ঞা) আন্, নিয়ে আয় bring গোটে আনেক্—সংগ্রহ করে আন্ (কোচবি ২)

আনেক্² **anek** বিণ অনেক much (মেদিনী ৫)

আন্যেক্ **anɛk** ক্রি (অনুজ্ঞা) দ্র আনেক্[১] গিলাশ্‌টা আন্যেক—গ্লাসটা আন্ (পদিনা ১০)

আন্দার্ কনে **andar kɔne** ক্রিবিণ সকলের অলক্ষ্যে eluding everybody's attention (মেদিনী ১৯) তু আবা আঁধার কোণে

আপ্[১] **ap** বি আব tumour (চব্বিশ ৩৬ জলপা ৮ মেদিনী ৩২) <সং অর্বুদ

আপ্[২] **ap** বি ১ থুতু spittle (পুরুলি ৪) ২ (পান বা খইনির) পিক spittle (পুরুলি ৪)

আপ্[৩] **ap** বি ঢোক [গেলা বা গিলবার ভঙ্গি] gulp আপ্ ঢোকা—ঢোক গেলা। আপ্ ঢোকিস্ না, বল্—ঢোক গিলিস্ না, (কথাটা) বল্ (বাঁকুড়া ৫)

আপ্[৪] **ap** ক্রিবিণ এখন now আপ্ খামো—এখন খাব (মালদা ৮)

আপ্[৫] **ap** বি ভাপ [মুখের উপর কাপড় বা আঁচল রেখে প্রশ্বাসবায়ু দ্বারা সৃষ্ট উত্তাপ] warmth created by breathing on a piece of cloth (পুরুলি ৬) তু আবা ভাপ

আপ্[৬] **ap** বি আম mango (চব্বিশ ২৭) আপের্ করা—কচি আম

আঁপ্ **ãp** বি দ্র আপ্[৬] (চব্বিশ ২৭)

আপ্‌কসি **apkɔsi** ক্রিবিণ আপনাআপনি, নিজে নিজেই spontaneously (মেদিনী ১৯)

আপ্ খোরাকি **ap kʰoraki** বিণ নিজের অন্নসংস্থান making for one's own boarding (জলপা ৭)

আপ্‌গুতি মরা **apguti mɔra** ক্রি আত্মহত্যা করা to commit suicide (চব্বিশ ১৫)

আপ্‌ঘুতে মরন্ **apgʰute mɔrɔn** বি দ্র আপ্‌গুতি মরা (চব্বিশ ২৭)

আপ্‌চা[১] **apca** ক্রিবিণ আবছা (দেখা) hazy (চব্বিশ ২১)

আপ্‌চা[২] **apca** ক্রিবিণ অপচয় wastage খাবার্ আপ্‌চা কোরিস্ না—খাবার অপচয় করিস না (বীরভূ ১১)

আপ্‌চি **apci** বি বর্জ্য পদার্থ [ভাত থেকে তৈরি মদ ছেঁকে নেওয়ার পর যে শক্ত বর্জ্য পদার্থ অবশিষ্ট থাকে] residue [after straining in wine making] (বর্ধমা ৯)

আপ্‌ছা[১] **apcʰa** বি দ্র আপ্‌চা[১] (পদিনা ৩ মেদিনী ৩৫)

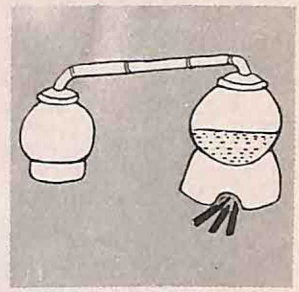
আপ্‌ছা[২] **apcʰa** বি কুয়াশা fog (পদিনা ৬) তু আবা আবছায়া

আপ্‌ছুত্ **apcʰut** বি জন্ম সম্বন্ধীয় অশৌচ দ্র অছুত্[২] (পদিনা ১০ মালদা ৪) ~ঘর্ আঁতুড় ঘর a labour room (পদিনা ১০) দ্র অছুত[৩]

আপ্‌জল্ **apjɔl** বি প্রভূত পরিমাণ বৃষ্টি (যা বন্যার কারণ) torrential rain capable of causing flood (মেদিনী ৩৪)

আপ্‌ঠি মারা **apʈʰi mara** ক্রি আড্ডা মারা to gossip (মুর্শিদা ২০)

আঁপ্‌ড়া আঁপ্‌ড়ি **ãpɽa ãpɽi** ক্রিবিণ জাপ্‌টা জাপ্‌টি mutual grappling আঁপ্‌ড়া আঁপ্‌ড়ি করয়া মারামারি কোরুঠু কেনি—জড়াজড়ি করে মারামারি করছিস্ কেন ? (মেদিনী ২৬)



আপ্‌চি

আঁপ্‌ড়ি **ãpɽi** বি আঁচড় an instance of scrapping with finger-nails (মেদিনী ৩০)

আপ্‌তহত্‌তা **aptɔhɔtta** বি আত্মহত্যা suicide (মেদিনী ৭, ১৪)

আঁপ্‌তিয়ো **ãptio** বি আত্মীয় kinsman (বর্ধমা ১)

আপ্‌তোঘাতি **aptogʰati** বিণ আত্মহত্যাকারী killing oneself, committing suicide (বর্ধমা ৯ মেদিনী ৭) আপ্‌তোঘাতি হোয়ে মোলো—আত্মহত্যা করে মরল (বর্ধমা ৯)

আপ্‌তোহপ্‌তা **aptohɔpta** বি দ্র আপ্‌তহত্‌তা (বর্ধমা ৫ হাওড়া ৮)

আপ্‌তোহত্তা **aptohɔtta** বি দ্র আপ্‌তহত্‌তা (চব্বিশ ৮ বর্ধমা ৫, ১৬)

আপ্‌তোহোত্তা **aptohotta** বি দ্র আপ্‌তহত্‌তা (চব্বিশ ২১)

আপ্‌না আম্‌নি **apna amni** বিণ পরস্পর mutual (চব্বিশ ১৫)

আপ্‌রস্ **aprɔs** বি আঙুলের পাশের ওঠা চামড়া the skin which peels off the side of a finger (পদিনা ২)

আপ্‌শন্ **apʃɔn** বি অভ্রমিশ্রিত একপ্রকার সিঁদুর [সাদা বা লাল রঙের এই পদার্থটি মুসলমান মেয়েরা সিঁথিতে পরে] vermilion like coloured powder used by the Muslim ladies (চব্বিশ ৩৭)

আপ্‌শান্ **apʃan** বি দ্র আপ্‌শন্ (চব্বিশ ৩৭)

আপ্‌সা **apsa** বিণ দ্র আপ্‌ছা[১] (জলপা ৭)

আপ্‌সুদ্‌দো **apsuddo** বি দ্র আপ্‌ছুত্ (পদিনা ১৪)

আপ্‌সুদ্‌ধ **apsuddʰɔ** বিণ অস্পৃশ্য untouchable (মুর্শিদা ২২)

আপ্‌সে **apse** ক্রিবিণ স্বাভাবিকভাবে, নিজে নিজে automatically, on it's own গরু আপ্‌সে খেয়ে লিবে—গরু নিজে নিজেই খেয়ে নেবে (মেদিনী ১৪, ২৭) তু আপ্‌কসি

আপ্‌সোন্ **apson** বি দ্র আপ্‌শন্ (বাঁকুড়া ১৬)

আপন্ **apɔn** সর্ব আপনি, গুরুজনের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ the respectful form of '*tumi*' (মেদিনী ৩০)

আপনকু **apɔnku** সর্ব আপনাকে the respectful



আপাঙ গাছ্

আপন্ গড়্‌সে—আপোড়া

form of *'tomāke'* (মেদিনী ৩০)

আপন্ গড়্‌সে **apɔn gɔṛse** বিণ খেয়ালী বা আত্মভোলা extravagantly imaginative (বর্ধমা ৫)

আপন্‌মেন্‌কাকু **apɔnmenkaku** সর্ব আপনাদিগকে the respectful form of *'tomādigake'* (মেদিনী ৩০)

আপনমেনে **apɔnmene** সর্ব আপ্‌নারা the respectful form of *'tomra'* (মেদিনী ৩০)

আপর্[১] **apɔr** বিণ শেষ প্রহর last three hours of night মুই আপর্ রাইত্‌নু উঠ্যা কত আড়্‌তি পাইট্ কল্লি (কাঁচ)—আমি কোন্ রাত থাকতে উঠে কত বাড়্‌তি কাজ করলাম (মেদিনী ১৯)

আপর্[২] **apɔr** বি বীজতলা a seed-bed (নদীয়া ৯)

আপা[১] **apa** বি দিদি elder sister (জলপা ৭)

আপা[২] **apa** বি মাছ ধরার লম্বা গর্ত a deep hole for catching fish (হুগলি ১৯) তু হাপা (মাছ প্রজননের পৃথক ক্ষুদ্র জলাশয়)

আপা[৩] **apa** বি মাছ ধরার একপ্রকার পদ্ধতি দ্র আপাগাড়ি (নদীয়া ১১)

আপা[৪] **apa** বি উঠোনের পাশে বাড়ির ময়লা জল নিকাশের গর্ত household sewage by the side of courtyard (নদীয়া ৩)

আপা[৫] **apa** বি গরুর পায়ের ছাপ [মানুষের পায়ের ছাপে যদি গর্ত হয়, তবে তাকেও আপা বলে] foot prints [of the cow] (নদীয়া ২)

আপা[৬] **apa** বি গর্ত hole (নদীয়া ২)

আপাগাড়ি **apagaṛi** বি স্রোতের টানে ভেসে আসা মাছ ধরার ব্যবস্থা [স্রোতের গতিপথে স্রোতটিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয় এবং এই বাঁকের মোড়ে একটি বড় গর্ত কাটা হয়। বাঁকের মাথায় স্রোতের মধ্যে 'বাড়' (বাঁশের তৈরি মাদুরের মত জিনিস) পুঁতে দেওয়া হয়। মাছ এই 'বাড়ে' ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে গর্তে পড়ে] an arrangement of catching fishes which comes along the stream (বীরভূ ১২) তু আপাগাড়ি (চলন্তিকা) দ্র আপা[৩]

আপাঙ্ **apaŋ** বিণ বিচারবুদ্ধিহীন ব্যক্তি a person without wit and judgement (মুর্শিদা ২৩)

আপাঙ গাছ **apaŋ gacʰ** বি বর্ষজীবী উদ্ভিদ [হাত দুয়েক উঁচু ঝাঁকড়া গাছ, পাতা তুলসি পাতার মতো ছোট গোল গোল। এই গাছের শিকড় বেটে ঘা বা ফোঁড়ায় লাগালে আরোগ্য হয়। এর শিকড় আতপ চালের সঙ্গে ভিজিয়ে বেটে গরম করে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে বেদনার উপশম হয়। আপাঙ্ গাছের পাতা নুনের সঙ্গে বেটে সকালবেলায় খালি পেটে খেলে আমাশয় রোগের উপশম হয়।

এই গাছের শিকড় 'জলগা শাক' (স্থানীয় নাম) ও ঘুসো চিংড়ির সঙ্গে বেটে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেটে যায়] achyranthes aspera (বর্ধমা ৪, ৯ বাঁকুড়া ৭ মুর্শিদা ৩, ৮ হাওড়া ১০ হুগলি ৫) <অপামার্গ

আপানাম্যান্‌কে **apanamænke** সর্ব আপ্‌নাদের the respectful form of *'tomader'* আপানাম্যান্‌কে কে পাঠাইথিলন্ ?—আপ্‌নাদের কে পাঠিয়েছিলেন ? (মেদিনী ১৬)

আপাল্ **apal** বি (মাছের) ঘাই a noisy stroke made by a large fish with its tail on the surface of water (নদীয়া ৪)

আপু **apu** বি আঁচিল a mole (মেদিনী ৩৪) <'আব' শব্দের প্রভাবে

আঁপুই বাবা **āpui baba** বি দাদা বা দিদির শ্বশুর brother's father-in-law invocative case (চব্বিশ ৮)

আঁপুই মা **āpui̯ ma** বি দিদির শাশুড়ীকে সম্বোধন elder sister's mother-in-law (চব্বিশ ৮) <আপা=দিদি

আপুড়ি **apuṛi** বি বাঁশ বা কাঠের টুকরো বিশেষ, এটি ছুঁড়ে গাছ থেকে ফল পাড়া হয় a piece of bamboo or wood by flinging which fruits can be brought down from a tree (মুর্শিদা ১৪)

আপুনি **apuni** সর্ব আপনি respectful form of you (singular) (চব্বিশ ৮)

আপেল্ **apel** বি পাথর বসানো নাকছাবি stone-set ornament for the nose (চব্বিশ ১৪, ১৫, ২০, ৩৭ বর্ধমা ২, ১৪, ১৯ মুর্শিদা ১৬ হাওড়া ৩ হুগলি ৮)

আপেল্ পাতর/পাথর্ **apel patɔr patʰɔr** বি দ্র আপেল্ (চব্বিশ ১০, ১৪, ৩৭ হাওড়া ৩ হুগলি ৮)

আপোড়্[১] **apoṛ** বি কামারশালে ব্যবহৃত চুল্লি the blacksmith's furnace (জলপা ৭)

আপোড়্[২] **apoṛ** বিণ কুমারশালে মৃৎপাত্রের নরম পোড়া বা কম পোড়া অবস্থা half-burnt condition of potter's manufacture (পুরুলি ১৩ বাঁকুড়া ৬)<আ+পোড়া

আপোড়্[৩] **apoṛ** বি জমির মধ্যে ছোট ছোট গর্ত, যেখানের জমা জল জমির কাজে ব্যবহৃত হয় small pits on the field to store water for irrigation (নদীয়া ৭)

আপোড় মাটি **apoṛ maṭi** বি পতিত মৃত্তিকা waste land (মুর্শিদা ১৭) <পতিত অর্থে পোড়। যেমন, পোড়ো বাড়ি

আপোড়া **apoṛa** বি দ্র আপোড়[২] (পুরুলি ৬, ৮ বর্ধমা ৫

বাঁকুড়া ৭, ৯, ১৮)

আপোদ্ **ɑpod** বি বনবিড়াল wild cat (চব্বিশ ৩৭)

আপোর্[১] **ɑpor** বি স্বর্ণকার ও কর্মকারের ব্যবহৃত চুল্লি the goldsmith's and blacksmith's furnace আপোরের আগুন চারানো হয়— চুল্লির আগুন উজ্জ্বল করা হয় (বর্ধমা ৫, ২০, ২১) তু আপোড়[১]

আপোর্[২] **ɑpor** বিণ দ্র আপোড়[২] (বর্ধমা ১৯)

আপোর্-ফাপোর্ **ɑpor p^{h}ɑpor** বিণ শ্বাসরোধক অবস্থা a suffocating condition (মুর্শিদা ১৯)

আপোশ্ **ɑpoʃ** বি আত্মীয়স্বজন the kinsmen (পুরুলি ৪) <আপোস

আপোশ্ বোন্ধু **ɑpoʃ bond^{h}u** বি দ্র আপোশ্ (বাঁকুড়া ৭)

আপ্পা **ɑppɑ** বি বাবা father "মোর তো আপ্পা এক্কা ভাগ্যা কথা" (সোনা)—আমার তো বাবা এক ভাগ্যের কথা (মেদিনী ১৯) তু আব্বা[২]

আফ্‌টি মারা **ɑp^{h}ʈimɑrɑ** ক্রি দ্র আপ্‌ঠি মারা (মুর্শিদা ২০)

আফ্‌সান্ **ɑp^{h}sɑn** বি অভ্র mica (চব্বিশ ১৪) দ্র আপ্‌শন্, আপ্‌শান্

আফ্‌হার (জমি) **ɑp^{h}hɑr (jomi)** বিণ দ্র আপোড়্ মাটি (মালদা ৩)

আফড়্[১] **ɑp^{h}ɔɽ** বি বীজ seed (বীরভূ ১৪)

আফড়্[২] **ɑp^{h}ɔɽ** বি চারাগাছ a young plant (বীরভূ ১৪) <হাপর (বন্দ্যো) <হাবড় (দাস)

আফড়্ মেরে বসা **ɑp^{h}ɔɽ mere bɔsɑ** ক্রি আসনপিঁড়ি হয়ে বসা to squat (পুরুলি ১৩, ১৪)

আফর্[১] **ɑp^{h}ɔr** বি দ্র আফড়্[১] (পুরুলি ৩, ১৩, ১৪, ১৭ বর্ধমা ৮, ২৬ বাঁকুড়া ৭ বীরভূ ৮)

আফর্[২] **ɑp^{h}ɔr** বি ধানের চারা a paddy sapling (পুরুলি ৩, ৪, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ বর্ধমা ৮ বীরভূ ৮)

আফর্[৩] **ɑp^{h}ɔr** বি কামারশালে ব্যবহৃত চুল্লি the blacksmith's furnace (পুরুলি ৩ বর্ধমা ৪ বীরভূ ৫, ১১)

আফর্[৪] **ɑp^{h}ɔr** বি ধানের বীজতলা a seed-bed of paddy (বর্ধমা ২৬ বাঁকুড়া ৬)

আফর্[৫] **ɑp^{h}ɔr** বি স্বর্ণকারের চুল্লি the goldsmith's furnace (মালদা ১)

আফর্ উপ্ড়া **ɑp^{h}ɔr upɽɑ** ক্রি বীজতলা থেকে ধানের চারা উপড়ে ফেলা to uproot sapling from the seed-bed (পুরুলি ৪, ১৭)

আফর্ গাড়্হি **ɑp^{h}ɔr gɑɽhi** বি দ্র আফর্[৪] (পুরুলি ৪) <হাপর+গাড়া (=নীচু জায়গা) দ্র আফর্[২] <আফর (=চারা গাছ) গাড়া (পোঁতা)

আফর্ ছিটা **ɑp^{h}ɔr c^{h}iʈɑ** ক্রি কাদা করা ধানজমিতে ধানচারার আঁটিগুলি চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া to scatter the bundle of paddy-shoot in the field (পুরুলি ১৭)

আফর্‌তলা **ɑp^{h}ɔrtɔlɑ** বি দ্র আফর্[৪] (বাঁকুড়া ৬)



আফর্ উপ্ড়া

আফল্ **ɑp^{h}ɔl** বি দ্র আপাল্ মাছটা আফল্ দিচ্ছে—মাছটা ঘাই মারছে (মুর্শিদা ১৭)

আফলা গাছ্ **ɑp^{h}ɔlɑ gɑc^h** বি যে গাছের ফুল বা ফল হয় না a barren tree (বর্ধমা ৫)

আফা **ɑp^{h}ɑ** বিণ যে বাজে কথা বা অতিরঞ্জিত কথা বলে he who talks useless or exaggerated talk (মেদিনী ৩৪)

আফা কথা **ɑp^{h}ɑ kɔt^{h}ɑ** বিণ বাজে কথা useless talk উ আফা কথা কয়—সে বাজে কথা বলে (মেদিনী ৩৪)

আফাড়্ চাস্ **ɑp^{h}ɑɽ cɑs** বি জমিতে প্রথম চাষ maiden ploughing of a land (মালদা ১০)

আফাড়্ ফাড়া **ɑp^{h}ɑɽ p^{h}ɑɽɑ** ক্রি জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া দ্র আফাড়্ চাস্ (পদিনা ১)

আফার্ মারা **ɑp^{h}ɑr mɑrɑ** ক্রি দ্র আফাড়্ ফাড়া জমিতে আফার মারবা হবে—জমিতে প্রথম চাষ দিতে হবে (মালদা ৩)

আফাল্ **ɑp^{h}ɑl** বিণ এক মুষ্টি (পাট) [কয়েকটি 'আফাল' একত্রে এক আঁটি হয়,পাট ধোয়ার সময় ফালা ফালা করতে হয়] a handful (a measure) for jute. A few of these measures make a 'bundle' (পদিনা ১০)

আঁফি বাবা **ɑ̃p^{h}i bɑbɑ** বি ভাইয়ের শ্বশুরের প্রতি সম্বোধন brother's father-in-law in vocative case (চব্বিশ ৮)

আফি মা **ɑp^{h}i mɑ** বি দাদার শাশুড়ীকে সম্বোধন elder brother's mother-in-law in the vocative case (হাওড়া ৩)

আঁফি মা **ɑ̃p^{h}i mɑ** বি বোনের শাশুড়ীকে সম্বোধন sister's mother-in-law in the vocative case (চব্বিশ ৮)

আফিল্ পাথর্ **ɑp^{h}il pɑt^{h}ɔr** বি দ্র আপেল্ a stone-set ornament for the nose (বাঁকুড়া ১)

আফুইর‍্যা **ɑp^{h}uiræ** বি আফর্[৪] (বাঁকুড়া ১৭)

আফুলন্‌তো **ɑp^{h}ulɔnto** বিণ যে গাছে এখনও ফুল হয় নি a tree yet to blossm (হুগলি ১৫) <আ+ফুলন্ত

আফুলো **ɑp^{h}ulo** বিণ দ্র আফুলন্‌তো আফুলো লাউ গাছের শিকোড়্—ফুল বা ফল ধরে নি এমন লাউ গাছের শিকড় (হুগলি ১)



আব্ খ্যালা

আফেল্ ap^{h}el বি দ্র আপেল্ (বর্ধমা ১৮ মেদিনী ৭, ৩৩ হাওড়া ৮ হুগলি ১১)

আফোইর্ ap^{h}oir বি ধানের বীজতলা a seed-bed of paddy (বর্ধমা ২৬)

আফোইর‍্যা১ ap^{h}oiræ বি দ্র আফোইর্ (পুরুলি ৩, ৬, ১৫, ১৭)

আফোইর‍্যা২ ap^{h}oiræ বি দ্র আফর্২ (পুরুলি ৬, ১৫, ১৭)

আফোটা ap^{h}oṭa বিণ অবিশ্বাস্য unbelievable আফোটা গল্প—অবিশ্বাস্য গল্প (মুর্শিদা ২২)

আফোড়্১ ap^{h}oṛ বি স্বর্ণকারের চুল্লি the goldsmith's furnace দ্র আফর্২ (বীরভূ ৯, ১১)

আফোড়্২ ap^{h}oṛ বিণ অকর্ষিত (জমি) unploughed (বীরভূ ৪ মুর্শিদা ২১)

আফোড়্৩ ap^{h}oṛ বিণ পতিত (জমি) uncultivated (মুর্শিদা ২০)

আফোড়্৪ ap^{h}oṛ বি দ্র আফর্২ (বর্ধমা ২৬ পুরুলি ৯, ১৫, ১৭)

আফোড়্৫ ap^{h}oṛ বি তা act of sitting upon eggs (as by mother-birds), hatching মুর্গিটা কদ্দিন হোলো আফোড়ে্ বসা আছে—মুরগিটা কতদিন হল তা দিচ্ছে (বীরভূ ৭)

আফোড়্ আড়া ap^{h}oṛ aṛa বি দ্র আফোইর্ (বীরভূ ১৪)

আফোড়্ মেড়ে বসা ap^{h}oṛ meṛe bɔsa ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা to squat (পুরুলি ৫)

আফোয়া áp^{h}oa বিণ দ্র আফা (মেদিনী ৮)

আফোর্১ ap^{h}or বি দ্র আফর্৩ (নদীয়া ১০ বাঁকুড়া ১৫ মালদা ৩) <হাপর

আফোর্২ ap^{h}or বি দ্র আফর্২ আফোর্ তুপা হয়—ধান বীজ রোপণ করা হয় (বাঁকুড়া ১৮)

আফোর্৩ ap^{h}or বিণ দ্র আপোড়্ মাটি (মুর্শিদা ১১)

আফোলা ap^{h}ola বিণ যে গাছের ফল হয় নি a tree yet to bear fruit (বর্ধমা ১৫) তু আফুলো <আফলা

আব্১ ab বি আম the mango (চব্বিশ ১২, ১৫, ১৮, নদীয়া ৫, মেদিনী ৩১, হাওড়া ১০) কচি আব ছেইড়ে খাবে—কচি আম ছাড়িয়ে খাবে (চব্বিশ ১২) আবের শ্যাওড়া—আম্রপল্লব (নদীয়া ৫)

আব্২ ab বি গা the body (মুর্শিদা ১১)

আব্৩ ab বি ঢোক্ a gulp (হুগলি ৫ বীরভূ ৮) আব্ ঘিট্‌ছে—ঢোক্ গিল্‌ছে (হুগলি ৫)

আব্৪ ab বি থুতু spittle (মেদিনী ৩, ৬ হাওড়া ৬) আব্ ঘিট্‌লো—থুতু গিললো (মেদিনী ৩)

আব্৫ ab বি আঁচিল a mole (চব্বিশ ৩৩ মেদিনী ১০)

আব্৬ ab ক্রিবিণ এখন now আব্ হবে—এখন হবে (মুর্শিদা ২২) <হি আভি, অব্

আব্৭ ab বি লালা saliva, spittle (মেদিনী ৩)

আঁব্১ ãb বি দ্র আব্১ (মেদিনী ৩১)

আঁব্২ ãb বি দ্র আব্৫ (চব্বিশ ১৪ মেদিনী ৩৪)

আব্‌কিত্তি abkitti বি বহুরূপী an itinerant showman who amuses people by assuming various forms (মুর্শিদা ১৭)

আব্ খ্যালা ab k^{h}æla বি গ্রামীণ খেলা বিশেষ [এর অন্য নাম পিট্টু খেলা। এটি ছেলেদের প্রাঙ্গণের খেলা। ৮-১০ জন ছেলে দুই দলে বিভক্ত হয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। উপকরণ হিসাবে থাকে একটি ছোট রবারের বল ও সাতটি চ্যাপটা গোলাকার বড় খোলামকুচি (মাটির ভাঙা হাঁড়ি-কলসির টুকরো থেকে তৈরি)। খেলোয়াড়রা নিজেরাই স্থির করে নেয় কারা প্রথমে দান নেবে। যারা প্রথমে দান পায় তারা ঐ সাতটি খোলামকুচিকে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত একটি বৃত্তের (খোলামকুচির মাপে কাটা) মধ্যে উপর উপর বসিয়ে দেয়। সাত হাত দূর থেকে যে কোনো একজন দলীয় খেলোয়াড় একটি ছোট রবারের বল ছুঁড়ে মারে ঐ খোলামকুচিগুলোকে লক্ষ্য করে। এই দলের অপর খেলোয়াড়রাও থাকে ঐ বৃত্ত থেকে সাত হাত দূরে বিভিন্ন দিকে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা থাকে বৃত্ত থেকে দশ হাত দূরে দূরে। দান পক্ষের খেলোয়াড়ের ছোঁড়া বল যদি বৃত্তের মধ্যে সাজানো খোলামকুচিকে মারতে না পারে তবে তাদের দান চলে যাবে এবং বিপক্ষদল তখন দান পাবে। আর যদি বল ছুঁড়ে বৃত্তের খোলামকুচিকে মারতে পারে তবে তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষের কাজ হল এইরূপ : দান পক্ষের বাকি খেলোয়াড়রা ছড়ানো খোলামকুচিকে অত্যন্ত তৎপরতায় পুনরায় ঐ বৃত্তের মধ্যে আগের মতো সাজিয়ে দেবে। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের কাজ হল, দান পক্ষের খেলোয়াড়ের ছুঁড়ে দেওয়া বলটি বৃত্ত বা বৃত্তের বাইরে পড়ামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলটিকে ধরে দানপক্ষের যে-কোনো খেলোয়াড়ের গায়ে মারা। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা দানপক্ষের খেলোয়াড়দের গায়ে যখন বলটি মারে ততক্ষণে দানপক্ষের খেলোয়াড়রা যদি বৃত্তের মধ্যে খোলামকুচিগুলোকে সাজিয়ে দিতে না পারে তবে দানপক্ষের পরাজয়। তারা দান ছেড়ে দিয়ে বিপক্ষ হবে। আর দান পক্ষের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের বল মারার আগেই যদি বৃত্তে গুটি সাজাতে পারে তবে তাদের জয়] a kind of rural game played by the boys (নদীয়া ৭)

আব্‌ছুদে abc^{h}ude বিণ ছিচকাঁদুনে lachrymose, tearful (বীরভূ ১)

আব্‌জর্ abjɔr বি আবর্জনা sweepings (বর্ধমা ১৩)

আব্‌জা abja বি আগাছা weed (হুগলি ১)

আব্জুস্ abjus বি পোলাও a highly spiced dish of rice and meat boiled in clarified butter, pilau আব্জুসের পানি—পোলাওয়ের জল (হুগলি ৮)

আব্জো[১] abjo বি দ্র আব্জর্ আব্জোগুলা ঝাট্ দিয়া গোছাল্ কোরে কান্টায় ফেলে দেবো→আবর্জনাগুলোকে ঝাঁট দিয়ে গুছিয়ে ঘরের পেছনে ফেলে দেব (বীরভূ ৮ মুর্শিদা ১৫)

আব্জো[২] abjo বি কাঁঠালের ভূতি a non-edible core of a jackfruit (মুর্শিদা ১৫)

আব্জোড় abjoɽ বি দ্র আব্জর্ (পুরুলি ১৭)

আব্জোনা[১] abjona বি দ্র আব্জর্ (মুর্শিদা ৫)

আব্জোনা[২] abjona বিণ নোংরা grimy আইঙ্গ্যাটা আব্জোনা হোইয়্যা আছে—উঠানটা নোংরা হয়ে আছে (মুর্শিদা ১৪) <আবর্জনা

আব্ঝা দেয়া দিন abj^{h}a dea din বি মেঘলা দিন cloudy day (পদিনা ১০) <আবছা (আবরণ) (চলন্তিকা)

আব্ডাব্ abɖab বিণ উঁচুনিচু undulating (বর্ধমা ২২) সং অর্বুদ> আব (=উঁচু)+ডাব (মাঠ, নিচু জায়গা)

আব্ডাল্[১] abɖal বি ভাসমান সাদা মেঘ (যা থেকে বৃষ্টি হয় না) floating white cloud which does not rain (পদিনা ১, ১১)

আব্ডাল্[২] abɖal বি আড়াল hiding (চব্বিশ ১৪ জলপা ৭ মুর্শিদা ১৮)

আঁব্ডাল্ ābɖal বি দ্র আব্ডাল্[২] (চব্বিশ ১৮)

আব্ড়া[১] abɽa বিণ অবিবাহিত বা কুমারী unmarried (both man and woman) (চব্বিশ ৪ বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ৬, ১৪, ১৭, ১৯, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৫)

আব্ড়া[২] abɽa বি ওয়াড় a slip for a pillow or quilt etc. (পদিনা ২, ১২)

আব্ড়া[৩] abɽa বি বালিশের খোল অর্থাৎ কাপড়ের যে আচ্ছাদনের ভিতর তুলো ভরে বালিশ তৈরি করা হয় a pillow-case (বাঁকুড়া ৭, ১৪)

আব্ড়াই abɽai̯ বিণ হামবড়াই considering oneself the chief of all (দার্জিলি ৪)

আব্ড়া খাওয়া abɽa k^{h}ao̯a ক্রি আইবুড়ো ভাত খাওয়া দ্র আইবড়িয়্যা ভাত্ (মেদিনী ১৩, ২১)

আব্ড়া-খাব্ড়া abɽa-k^{h}abɽa বিণ এব্ড়ো-খেব্ড়ো rugged (মুর্শিদা ২২)

আব্ড়া ভাত্ abɽa b^{h}at বি আইবুড়ো ভাত দ্র আইবড়িয়্যা ভাত্ (মেদিনী ১৩)

আব্তার্[১] abtar বি দ্র আব্জর্ (পুরুলি ৩, ৫, ৬, ১৫ বর্ধমা ২, ৮, ১৩, ২৬ বাঁকুড়া ৭)

আব্তার্[২] abtar বি দ্র আব্জা (পুরুলি ৩)

আব্দা-তাব্দা abda-ʈabda বি ধান ঝাড়াই করার পর পড়ে থাকা খড়কুটো মিশ্রিত আগ্ড়া husk and other particles left after threshing (বর্ধমা ১৮)

আব্দান্ abdan বি আমদানি import (পদিনা ৭)

আব্দার্[১] abdar বি ১ দ্র আব্জর্ (বর্ধমা ১৩, ১৮) ২ আগাছা weed (পুরুলি ১৫)



আবদুল্ আবদুল্ খ্যালা

আব্দার্[২] abdar বি আদর caress (মেদিনী ১৪)

আব্দাড়া-আব্দাড়া abdaɽa abdaɽa বিণ মোটা মোটা ধরনের, স্থূল coarse, rough (মালদা ২)

আব্দাল্ abdal বি দ্র আব্ডাল্[১] (চব্বিশ ২১)

আব্দুল্ আব্দুল্ খ্যালা abdul abdul k^{h}æla বি কিশোর ছেলেদের গ্রামীণ খেলা [এই খেলায় একজন খেলোয়াড় 'চোর' হয় অপর কয়েকজন খেলোয়াড় গাছের ডালে উঠে যায়। 'চোর' খেলোয়াড়কে বলা হয় দূর থেকে একটা প্রায় হাতখানেক লম্বা ছড়ি বা গাছের ডাল ভেঙে আনতে। চোর ছড়িটি এনে নীচ থেকে গাছের উপরের যে কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁড়ে মারে। যদি ঐ ছড়ি তাকে লাগে এবং ছড়িটি মাটিতে পড়ে যাবার আগে চোর ধরে নিতে পারে তবে যার গায়ে ছড়িটি লেগেছিল সে লাফিয়ে পড়বে। লাফিয়ে পড়ার সময় মাটি ছোঁওয়ার আগে যদি চোর তাকে ছুঁতে পারে তবে পূর্ববর্তী চোর মুক্ত হয় এবং এই দ্বিতীয় জন নতুন চোর হয় a kind of rural outdoor game (চব্বিশ ২০)

আব্দুল্ মাজি খ্যালা abdul maji k^{h}æla বি দ্র আবদুল্ আবদুল্ খ্যালা (মেদিনী ২৮)

আব্বা[১] abba বি গ্রামীণ খেলায় সাময়িক বিরতিসূচক শব্দ an exclamation to indicate interval in rural game (মুর্শিদা ১৫ মেদিনী ১৮) <আরবী আবা ~ ডগ্গা বি গ্রামীণ খেলায় বিরতি সমাপ্তির পর খেলা শুরুর শব্দ [খেলার মাঝে খেলোয়াড় নিজের প্রয়োজনে সাময়িক বিরতি নেবার জন্য বলে 'আব্বা'। বিরতির পর খেলায় যোগদানের সময় বলে 'ডগ্গা'] an exclamation to indicate resumption in rural games (নদীয়া ১)

আব্বা[২] abba বি বাবা [মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত] father [used only in the Muslim community] (কোচবি ৬ চব্বিশ ৩৬ জলপা ৭ মেদিনী ১৪)

আব্বাজান্ abbajan বি দ্র আব্বা[২] (বর্ধমা ২)

আববুতি abbuti বি আভ্যুদয়িক [হিন্দু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের (বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি) প্রথমেই অনুষ্ঠিত পরলোকগত পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধনার্থ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। এই শ্রাদ্ধকে সমৃদ্ধিসূচক ও কল্যাণকারক মনে করা হয়। 'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ' বা 'নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে' ব্যবহৃত আতপ চাল সাধারণত বাড়ির লোকেরা বা এয়োতিরা প্রস্তুত করেন] a Hindu ceremony



আব্‌রি যাওয়া

performed on the eve of wedding etc. praying to the spirits of one's fore-fathers for their blessing on the occasion (চব্বিশ ১০) <সং আভ্যুদয়িক

আব্‌বো **abbo** বি দ্র আব্‌বা[১] (পদিনা ১১ মালদা ১১)

আব্‌ভুতি **abb^{h}uti** বি দ্র আব্‌বুতি (হাওড়া ১০)

আব্‌ভুতিক্ **abb^{h}utik** বি দ্র আব্‌বুতি (চব্বিশ ৩৭)

আব্‌রন্ **abrɔn** বি আবরণ cover (চব্বিশ ৩৭)

আব্‌রশ্ **abrɔʃ** বি একজাতীয় চর্মরোগ [এই রোগ হাতের তালুতে হয় এবং তালুর চামড়া উঠতে শুরু করে] a peeling of skin disease of the palm(মালদা ৭)

আব্‌রা[১] **abra** বি দ্র আব্‌ড়া[১] (পদিনা ১, ২)

আব্‌রা[২] **abra** বি দ্র আব্‌ড়া[৩] (পদিনা ২)

আব্‌রা[৩] **abra** বি মেঘ the cloud আব্‌ড়াটা উড়ে যাচ্ছে, জল্ হবে—মেঘটা উড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি হবে (মুর্শিদা ২২)

আব্‌রি যাওয়া **abri jao̯a** ক্রি ধসে যাওয়া to collapse দেলটা আব্‌রি গেছে—দেওয়ালটা ধসে গেছে (বর্ধমা ৭)

আব্‌রু **abru** বি ভ্রূ the eye-brow (হুগলি ৮, ১১, ১৯)

আব্‌রুল্ গাছ **abrul gac^{h}** বি একপ্রকার কাঁটাবহুল লতানে গাছ [এটি ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। এর পাতা দেখতে তেঁতুলপাতার মতো। এই পাতা দুই মুঠো পরিমাণ, সঙ্গে ১০ গ্রাম নুন, ৮টি তেজপাতা, ৪টি ছোট এলাচ, ২০০ গ্রাম তালমিছরি একত্রে দেড় কিলো জলে সিদ্ধ করে তিন ভাগের একভাগ পরিমাণ হলে সেটি ছেঁকে দিনে ১০/১২ বার খেলে হুপিং কাশি সারে] a thorny plant used to prepare empiric medicine (হুগলি ১)

আব্‌রুশ্ **abruʃ** বি দ্র আব্‌রশ্ (মালদা ১, ৫ মুর্শিদা ২২, ২৩)

আব্‌রোশ্ **abroʃ** বি দ্র আব্‌রশ্ (মালদা ৩)

আব্‌লা[১] **abla** বি ভাসমান মেঘখণ্ড a flying piece of cloud (মুর্শিদা ২৪) তু আব্‌ডাল্[১]

আব্‌লা[২] **abla** বিণ মেঘাচ্ছন্ন cloudy আব্‌লা দিন—মেঘাচ্ছন্ন দিন (মুর্শিদা ২৪)

আব্‌লা[৩] **abla** ক্রিবিণ এখন now আব্‌লা বাজারসে ওস্‌সি—এখন বাজার থেকে আসছি (পদিনা ৩)

আব্‌লিশ্ **abliʃ** বি দ্র আব্‌বা[১] (চব্বিশ ৩১)

আব্‌লু **ablu** বি দ্র আব্‌বা[১] (হুগলি ১৫)

আব্‌সুদ্‌ধো[১] **absudd^{h}o** বিণ অপবিত্র unholy (মুর্শিদা ২৩) দ্র আপ্‌সুদ্‌ধ

আব্‌সুদ্‌ধো[২] **absudd^{h}o** বিণ অশৌচ impure (মুর্শিদা ২৩) দ্র আপ্‌সুদ্‌দো

আবড়্[১] **abɔʈ** বিণ অপটু unskilled (বর্ধমা ১৯ বীরভূ ১১ মালদা ৬)

আবড়্[২] **abɔʈ** বিণ দ্র আবট্ (বর্ধমা ১৩ বাঁকুড়া ১১)

আবন্‌লতা **abɔnlɔta** বি রাবণলতা [একপ্রকার লতানো উদ্ভিদ, আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতের কাজে লাগে] a kind of medicinal herb (হাওড়া ৮)

আবর্-জাবর্ **abɔr jabɔr** বি, বিণ আজেবাজে of no value আবর্-জাবর্ খাইস্ না, গঁতর্ খারাপ্ হবে—আজেবাজে খাস না, শরীর খারাপ হবে (বীরভূ ১)

আবর্ গোরু **abɔr goru** বি দ্র আবট্ (বীরভূ ১০ মালদা ৬)

আবস্‌তা **abɔsta** বি অবস্থা condition (মুর্শিদা ১৭)

আবা **aba** বিণ নির্বীর্য impotent আবা ডিম—যে ডিম থেকে শাবক হয় না (মেদিনী ১৯) তু সাঁও আবালক্, আবাহড়্ (নির্বীর্য পুরুষ)

আবাই[১] **abai̯** বিণ যে বলদ চাষের কাজ শেখেনি দ্র অবোট্ গোরু (মেদিনী ৩৪)

আবাই[২] **abai̯** বি শ্বাসকষ্ট suffer from breathing trouble (মেদিনী ১৯)

আবাই[৩] (হওয়া) **abai̯ (hoa)** ক্রি শেষদশা প্রাপ্ত হওয়া the dying stage "ঘর আবাই হৈল নাকি ? গাঁইট ফাটেটে নাকি ?"—ঘর শেষ হল নাকি, বাঁশের গাঁঠ ফাট্‌ছে নাকি ? [খড়ের ঘর আগুন লেগে পুড়ে শেষ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে] (মেদিনী ১৯)

আবাইচার্ **abai̯car** বি দ্র আবাই[২] (মেদিনী ২৭)

আবাগি **abagi** বি অভাগিনী a luckless woman (মেদিনী ১১)

আবাজ্ **abaj** বি আওয়াজ a sound (মেদিনী ৬)

আবাটা **abaʈa** বি পূজানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় একপ্রকার গন্ধদ্রব্য an aromatic substance used in worship (মেদিনী ৩৪)

আবাডাবা **abaɖaba** বিণ দ্র আবডাব্ (বর্ধমা ৫)

আবাডাবুয়া **abaɖabua** বিণ দ্র আবডাব্ আবাডাবুয়া রাস্তা—উঁচুনীচু রাস্তা (বাঁকুড়া ১৫)

আবা ডিম্ **aba ɖim** বি দ্র আবা (মেদিনী ৩৪)

আবাড়্ **abaʈ** বি দ্র আব্‌ড়া[২] (পদিনা ৯)

আবাদ্ রাখা **abad rak^{h}a** ক্রি বলদ ও গাভীর সঙ্গম করানো [প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'গরুকে বলদ দেখানো'] impregnation of a cow by a bull (বর্ধমা ১৯)

আবাদি **abadi** বিণ গর্ভবতী (গরু বা ছাগল) pregnant (cow, goat etc) (বীরভূ ৮, ৯)

আবাদোস্ **abados** বি (সদ্যোজাত শিশুর) অপদেবতার দৃষ্টি influence of evil spirits (on a new born baby) আবাদোস্ লাগছে—অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে (মেদিনী ৩৪)

আবাধ্ **abadʰ** বিণ দ্র আবাদি গোরু আবাধ্ হইয়েছে—গরু গর্ভবতী হয়েছে (মেদিনী ৩৩)

আবানো **abano** ক্রি হাঁপানো, খাবি খাওয়া মাছ আবাঠে—মাছ খাবি খাচ্ছে to breathe in trouble (মেদিনী ১৯) দ্র আবাই[১]

আবাপোড়া **abapoɽa** বিণ অর্ধদগ্ধ (মৃৎপাত্র) earthen pot which are not fully baked (মেদিনী ১৯)

আবাবা **ababa** দ্র আব্বা[১] (মালদা ১)

আবাবিল্লা **ababilla** বি আবাবিল (চাতক) [নানান ধরনের চাতক আছে। এক ধরনের আছে যাদের পালক কালো ও বেগুনিতে মেশানো, আর এক জাতের চাতকের পালক কালো ও ধূসর, আবার নীলচে বেগুনি রঙের চাতকও দেখা যায়। সবারই ঠোঁট ছোট ও চ্যাপ্টা, ডানা কাস্তের মতো বাঁকা, লেজ বেশ লম্বা—বিশেষত শেষ পালকটি] common swallow (মুর্শিদা ৩)

আবায়ন্ **abaɔn** বি আবাহন invitation (মেদিনী ৩৩)

আবারা **abara** বিণ ফাজিল flippant, smulty ছোওয়া আবারা—ছেলেটা ফাজিল (পদিনা ৮)

আবি[১] **abi** বিণ এখনই instantly মি আবি জামু—আমি এখনই যাব (পদিনা ২)

আবি[২] **abi** অসক্রি চিতিয়ে, খাবি খেয়ে gasping মাচ্গা আবি উঠ্ছে—মাছগুলো চিতিয়ে উঠছে বা খাবি খেয়ে উঠছে (মেদিনী ৬, ২৬) হাঁপানি, হাপর <হাপ+তু

আবি[৩] **abi** ক্রি আসছে coming, to come upon নিন্ আবি—ঘুম আসছে (মালদা ৯) তু হি আও, আব

আবিকে **abike** ক্রি এসে having come হাম্মা ইস্কুল্ আবিকে পর্হল্ বোস্লিও—আমি স্কুলে এসে পড়তে বসলাম (মালদা ১)

আবিয়া **abia** বিণ অবিবাহিত unmarried (পদিনা ১৪) <আ+বিয়া

আবিয়াতি **abiati** বিণ দ্র আবিয়া (পদিনা ১০)

আবির্ পোকা **abir poka** বি বাদলে পোকা [ডানাযুক্ত উইপোকা, বর্ষাকালে মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে উপরে ওড়ে] winged white-ant seen during rainy season (নদীয়া ১১)

আবিস্ **abis** বি আবেশ a confounded state of mind (মেদিনী ৬, ২৬)

আবু[১] **abu** বি আব tumour (মেদিনী ৮) <সং অর্বুদ

আবু[২] **abu** বি ঠাকুমা, দিদিমা grand-mother (paternal or maternal both) (দার্জিলি ৪) তু আইও বৃদ্ধা <সং আর্যা, অম্বা

আবু[৩] **abu** বি দ্র আব্বা[১] (মেদিনী ২৯)

আঁবুই মা **ãbui̯ ma** বি ভাই বা বোনের শাশুড়ী brother or sister's mother-in-law (চব্বিশ ১, ১৮)

আবুদ্ **abud** বি আবাদ agricultural firming (মুর্শিদা ৬)

আবুল্ **abul** বি দ্র আবু[৩] (বর্ধমা ২৩)

আবাধ্—আবো ডাবো খ্যালা



আবাবিল্লা

আবুল্-তাবুল্ **abul-tabul** বিণ আবোল-তাবোল non-sense confounded (কোচবি ২)

আবেগি **abegi** ক্রি আসবে (you) will come তুম্ রোজ্ আবেগি—তুমি রোজ আসবে (মালদা ৯)

আবেড়িস্কার্ **abeɽiskar** বিণ আবিষ্কার invention, discovery (জলপা ৭)

আবেস্তা **abesta** বি অবস্থা condition, state (বর্ধমা ১৪)

আবেহাই **abehai̯** বি আবহাওয়া [বাড়ির পরিবেশ অর্থে] household atmosphere তোমার্ বাদে মুই ই আবেহাই থাকিম্—তোমার জন্যে আমি এই আবহাওয়ায় (পরিবেশে) থাকব (জলপা ৭)

আবেহাল্ **abehal** বি দ্র আবেহাই (জলপা ৭) <*অব (বর্তমান+হাল (অবস্থা)

আবো[১] **abo** বি দ্র আবু[২] (কোচবি ১-৮ জলপা ১-১০ দার্জিলি ৪)

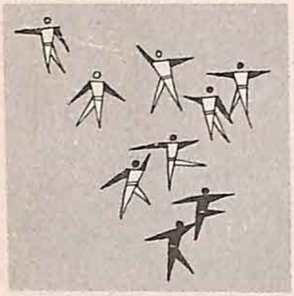
আবো[২] **abo** বিণ আপনা-আপনি, অনায়াসে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে automatically, spontaneously চুল্ আবো উঠে যাচ্ছে—চুল আপনি উঠে যাচ্ছে (পদিনা ৩)

আবোট্ গোরু **aboʈ goru** বি দ্র আবাই[১] (পুরুলি ৯ বর্ধমা ২৬ বাঁকুড়া ৮ মেদিনী ২৭)

আবো ডাবো খ্যালা **abo ɖabo kʰæla** বি গ্রামীণ কিশোর-কিশোরীদের প্রাঙ্গণের খেলা [এই খেলায় কয়েকজন খেলোয়াড় পাশাপাশি ফাঁক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে ১ থেকে ২৫ বা ৩০ পর্যন্ত গোনা হয়। শেষ সংখ্যাটি যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, তাকে চোর করা হয়। অথবা একটি ছড়া দ্বারাও গণনা করা হয়। ছড়াটি এই রকম :

আবো ডাবো চোতুরিয়া
তাহার উপর গঙ্গাইয়া
ইজি বেগুন বিজি খোল
কাঙ্গাহারি হারাম খোল
অতল পতল শমহারা গুপি চোর।

ছড়াটি যার কাছে শেষ হয়, সে চোর হয়। চোর অন্যদের ছুটে ধরতে যায় এবং তারা ছুটে পালায়। চোর যাকে ধরতে পারে সেও চোর হয়। এইভাবে দুই চোর অন্যদের ধরতে চেষ্টা করে। ফলে শেষপর্যন্ত সবাই চোরের দলে চলে যায়। (পদিনা ৭) কোথাও কোথাও চোর যাকে ধরতে পারে সে চোর হয় এবং



আবোড় গোরু—আমকেশ্

পূর্বের 'চোর' তখন মুক্তি পায়। চোরকে বলা হয় 'হাড়ি' এখানে ছড়াটিও অন্যরকম :

আবো ডাবো
গুণ্ডা খাবো
রায় রং
টিয়া টং
আপি ঝাপি
সাপ পাপি ডম। (দার্জিলি ৩)]

a rural outdoor game like hide and seek [A few persons can take part in this game. After a count of 25 or 30 a player is declared thief. He tries to touch others who flee from him, he is declared to be a thief when a thief catches him. In this way ultimately everybody becomes thief in turn]

আবোড় গোরু **abo ṭ goru** বি দ্র আবোট্ গোরু (বর্ধমা ২১ বীরভূ ১৩ মুর্শিদা ১৭, ২০)

আবোড় সায়া বাচুর্ **abo ṭ saea bacur** বি যে বাছুরের চারটি দাঁত হয়েছে a calf having only four teeth (বর্ধমা ৫)

আবোধা **abodʰa** বিণ নির্বোধ, অবোধ halfwit, idiot (মুর্শিদা ১৫) তু আবা অবোধ

আবোর্ খোঁচা **abor kʰõca** বিণ অমসৃণ rough ঝুড়িটা আবোর খোঁচা করে তৈরি করেছে—ঝুড়িটা অমসৃণ করে তৈরি করেছে (বাঁকুড়া ১০)

আবোর্ গোরু **abor goru** বি দ্র আবোট্ গোরু (বর্ধমা ৭ হাওড়া ১)

আবোর্ জঙ্গোল **abor jɔŋgol** বি একপ্রকার গহনা [দুই আঙুল চওড়া চেনের উপর ছিলাকাটা কারুকার্য করা গলায় পরার হার] a golden necklace [having an one inch wide chain with fine curved art-work on it] (মুর্শিদা ১২)

আবোর্ হওয়া **abor hɔoa** ক্রি বোকা বনে যাওয়া to become tongue tied (বীরভূ ১২ মুর্শিদা ২৪ হুগলি ১২, ১৯) কথাটা তোকে শুধালাম, বোইল্‌তে পাল্‌লি না, এ্যাকেবারে আবোর্ হয়ে গেলি—কথাটা তোকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলতে পারলি না, একদম বোকা বনে গেলি (মুর্শিদা ২৪)

আবোল্ মাটি **abol maṭi** বিণ নিকৃষ্ট মাটি [মাঠ বা বিল জমিতে গর্ত খুঁড়ে কুমোর তার কাজের জন্য মাটি সংগ্রহ করার সময় উপরের স্তরের যে নিকৃষ্ট মাটি গেলাস গামলা প্রভৃতি স্থূল কাজের জন্য পৃথক করে রাখে তার নাম 'আবোল্ মাটি'। এই মাটি দিয়ে হাঁড়ি প্রভৃতি মৃৎপাত্র তৈরি করা যায় না] earth collected by potter from outer layer of the hole dug by him (মালদা ১)

আব্যালা **abæla** বি অবেলা দ্র অব্যালা (নদীয়া ৯)

আভ্‌ড়া **abʰ ṛa** বিণ অবিবাহিতা (মেয়ে) an unmarried (girl) (মেদিনী ২০) তু আবা আইবড়

আভং¹ **abʰɔŋ** বিণ ১ আস্ত entire (পদিনা ৪) ২ গোটা unbroken (পদিনা ৪) <সং অভঙ্গ

আভং² **abʰɔŋ** বিণ অব্যবহৃত unused (কোচবি ৩)

আভা **abʰa** বি এক খণ্ড সাদা মেঘ a piece of white cloud (মুর্শিদা ১৯) <অভ্র

আভাগিনী **abʰagini** বিণ অভাগিনী ill-fated (জলপা ৭)

আভাল্ **abʰal** বি (মাছের) ঘাই splashes made by fish on the surface of water আভাল্ মারা—ঘাই মারা (মুর্শিদা ৯)

আভালো **abʰalo** বিণ আধভিজা a bit wet, damp (পুরুলি ১১)

আভি **abʰi** সর্ব এখুনি instantly, now (পদিনা ২) <হি অবহি

আভিতক্ **abʰitɔk** সর্ব এখনও পর্যন্ত till now মি আভিতক্ ভাত্ নি খাউ—আমি এখনও ভাত খাই নি (পদিনা ২) <হি অবহি+তক

আভিয়াল্ **abʰial** বিণ অবিবাহিত unmarried (পদিনা ১০) দ্র আভ্‌ড়া

আভুজ্‌নো ছেলে **abʰujno cʰele** বিণ যে শিশুর অন্নপ্রাশন হয় নি a child, whose first rice-taking ceremony has not yet been observed (বাঁকুড়া ৬)

আভুতি **abʰuti** বি আভ্যুদয়িক দ্র আব্‌বুতি (বর্ধমা ২২)

আভুয়া **abʰua̯** বি বড় জাতের কচ্ছপ [এই কচ্ছপ নদীতে পাওয়া যায়] a river tortoise (মুর্শিদা ১১)

আভোইয়া **abʰoia̯** অ বাছুরকে ডাকার শব্দ a sound, used to call a calf "আভোইয়া আয়" (কোচবি ২)

আভোতিক্ **abʰotik** বি আভ্যুদয়িক দ্র আব্‌বুতি (চব্বিশ ৩৭)

আমকাঙরি **amkaŋri** বি গরুর রোগ [এই অসুখে গরুর জ্বর হয় ও চেতনা থাকে না] a cattle-disease [being attacked by this, the cow suffers from fever and becomes unconscious] (মেদিনী ২৭)

আমকুইয়ো **amkuio̯** বি আমের কুসি soft stone of green mango (নদীয়া ৭)

আমকুখু **amkukʰu** বি দ্র আমকুইয়ো (নদীয়া ৩)

আমকুহু **amkuhu** বি দ্র আমকুইয়ো (বাঁকুড়া ৫ মেদিনী ৫)

আমকেশ্ **amkeʃ** বি আমের আঁটির ভিতরের সাদা অংশ the white pith inside the stone of a

mango (হাওড়া ১০)

আম্‌কো **amko** বি দ্র আমকুইয়ো (পুরুলি ১০)

আম্‌কোল্ **amkol** বি দ্র আমকুইয়ো (বীরভূ ৯)

আম্‌কোলি **amkoli** বি আম্রপল্লব [পাঁচ বা সাতটি পাতা সহ আমের শাখা যা পূজার ঘটে দেওয়া হয়] a mango twig having five or seven leaves (বর্ধমা ১০)

আম্‌খুসুর্ **amkʰusur** বি দ্র আমকুইয়ো (মেদিনী ২১)

আম্‌খেঁউস্ **amkʰēus** বি দ্র আমকুইয়ো (মেদিনী ৩৪)

আম্‌খেশ্ **amkʰeʃ** বি দ্র আমকুইয়ো (হাওড়া ১০)

আম্‌খেস্ **amkʰes** বি দ্র আমকুইয়ো (মেদিনী ২৭, ২৮ হাওড়া ৮)

আম্‌খোড়ি **amkʰoṛi** বি আম-কাঠ mango-wood (কোচবি ৪) <খড়ি—কাঠ তু আবা পাটখড়ি

আমগা[১] **amga** সর্ব আমার my (চব্বিশ ৩৭)

আমগা[২] **amga** সর্ব আমাদের ours (চব্বিশ ৩৭)

আম্‌চনা **amcɔna** আমের মুকুল mango-blossoms (মেদিনী ৩৩)

আম্‌চটা **amcɔṭa** বি একপ্রকার ছত্রাক [পুরানো আমগাছের ডালে ব্যাঙের ছাতার মতো যে পদার্থ হয় তাকে বলে "আমচটা"। এটি গ্রামীণ ঔষধ হিসাবে কানের বহির্দেশের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। ঐ ছাতাটিকে শিলে বেটে বা চূর্ণ করে ঘায়ে লাগাতে হয়] a variety of mushroom that grown on old mango trees [It's paste is used as a medicine to cure sore on the ear] (হাওড়া ১০)

আম্‌চিনচিনি পোকা **amcincini poka** বি একপ্রকার পোকা [আম পাকার সময় গাছের আমে এই পোকা বসে চিন্‌চিন্ করে ডাকে] an insect of the mango tree when mango ripen (বীরভূ ৮)

আম্‌চুপ্‌ড়ি **amcupṛi** বি পেয়ারা the guava (মুর্শিদা ২৩)

আম্‌চুর্ **amcur** বি আমসি [কাঁচা আম কেটে রোদে শুকিয়ে এটি তৈরি করে] dried green mango (বর্ধমা ৫, ২৩ মুর্শিদা ১৭, ২৪ মেদিনী ১৯)

আম্‌চোনা **amcona** আমের মুকুলের প্রথম পর্যায় [ঘন কুয়াশা ও শিশির হলে "আম্‌চোনা" মরে যায়] the first stage of green mango as it grows out of bud (বাঁকুড়া ১৫ মেদিনী ৩৪) তু আমচনা

আম্‌ছামিড়্যা **amcʰamiṛæ** বি দ্র আমচুপ্‌ড়ি (বীরভূ ১১)

আম্‌ছার্ **amcʰar** বি আম্রপল্লব দ্র আম্‌কোলি (চব্বিশ ২০)

আম্‌ছিলি **amcʰili** বি আমের খোসা ছাড়াবার সরঞ্জাম [সাধারণত ঝিনুকের খোলা আমের খোসা ছাড়াবার কাজে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুকের একটি খোলাকে পাথর বা সিমেন্টের দেয়ালে ঘসে খোলাটির মাঝামাঝি স্থানে ছিদ্র করে নেয়। তারপর খোলাটিকে ধরে ছিদ্রটির সাহায্যে আম, আমড়া বা ঐ জাতীয় ফলের খোসা ছাড়ানো হয়] equipment of oyster-shell [so named as it is used to skin mango] (বীরভূ ১)



আম্‌চটা

আম্‌জালি **amjali** বি আমের গুটি early stage of green mango (পুরুলি ৯)

আম্‌জিনাই **anjinai** বি আঞ্জনি sty (পদিনা ১২)

আম্‌জিনায় **amjinae** বি দ্র আম্‌জিনাই (পদিনা ১২)

আম্‌জোনি **amjoni** বি দ্র আম্‌জিনাই (নদীয়া ১ মুর্শিদা ২৪)

আম্‌জোল্ ছিটা **amjol cʰiṭa** বি আমডাল দিয়ে জল ছিটানো [বিবাহের পরদিন নববধূ বাড়িতে এলে বরের বোন একটি জলভর্তি নতুন হাঁড়ি নতুন কাপড় চাপা দিয়ে এনে একটি আমডাল দিয়ে বধূর মাথায় সেই জল ছিটায়। এই অনুষ্ঠানকে 'আমজোল ছিটা' বলে। এটি একটি লোকসংস্কার] a ritual in marriage ceremony [as soon as the bride enters her father-in-laws house, groom's sister sprinkles holy water on her sister-in-law with a mango twig] (মেদিনী ১৩)

আম্‌ঝাম্‌নি **am jʰamni** বি আমের আচার দ্র আম্‌সম্বরা (মালদা ১১)

আম্‌ঝিনা **amjʰina** বি দ্র আম্‌জিনাই হামার চোখোৎ আম্‌ঝিনাই—আমার চোখে অঞ্জনি (মালদা ৩)

আম্‌টাকু **amṭāku** বি আমের আঁটি stone of a mango (মেদিনী ৮) [আমের আঁটিকে টাকুর (spindle) মতো ব্যবহার করা হয়—সেই অর্থে]

আম্‌টানো **amṭano** বিণ টক স্বাদ হয়ে যাওয়া to become sour দাঁত আম্‌টি গেইছে—দাঁত টকে গেছে (মুর্শিদা ১৬)

আম্‌টি **amṭi** বি কলঙ্ক (বাসনের) stain on kitchen utensils আম্‌টি হয়ে গিয়েচে—বাসনে কলঙ্ক ধরেছে (নদীয়া ৪)

আম্‌টিয়ে জাওয়া **amṭie jaoa** ক্রি পচে যাওয়া, টক হয়ে যাওয়া to become sour, to get turned ভাত্ আম্‌টিয়ে গেয়েচে—ভাত পচে গিয়েছে (বর্ধমা ২০) দ্র আম্‌টানো

আম্‌টেকুরা **amṭekura** বি দ্র আম্‌টাকু (মেদিনী ২০)

আম্‌ঠেং (জাওয়া) **amṭʰeŋ (jaoa)** ক্রি দ্র আম্‌টিয়ে যাওয়া আম্‌ঠেং গেইছে—টকে বা গেঁজে গিয়েছে (বীরভূ ৯)

আম্‌ডাঙুয়া **amḍaŋua** বি কুমারীর অবৈধ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য যে পুরুষ স্বামী হতে রাজি হয় a man, who, for the purpose of legalising a born out of wedlock volunteers to become the



আম্‌তড়লাঁ

husband of a girl (জলপা ৭)

আম্‌ডালি **amḍali** বি আম্রপল্লব দ্র আম্‌কোলি (পদিনা ৮)

আমডেলো **amḍelo** বি দ্র আম্চুর্‌ (হাওড়া ১০)

আম্‌ডোউকা **amḍouka** বি ডাহুক the gallinule, white-breasted waterhen (মালদা ১১) <রাম+ডাহুক

আম্‌ড়া[১] **amɽa** বি দ্র অঁন্দ্‌ (দার্জিলি ৩)

আম্‌ড়া[২] **amɽa** বি লাঙলের ঈশের ডগার দিকের নীচে যে ৪/৫টি খাঁজ থাকে four or five notches at the tower end of the handle of a plough (পদিনা ১ মালদা ৩)

আম্‌ড়া[৩] **amɽa** সর্ব আমরা we (কোচবি ১, ৬)

আম্‌ড়া-চিংড়ি মাছের খাটা **amɽa-ciŋɽi macʰer kʰaʈa** বি রান্না বিশেষ [রসুন ও চিংড়ি মাছ ভেজে নিয়ে হলুদ, লঙ্কা ও নুন দিয়ে কষা হয়। এরপর এর সঙ্গে আমড়া সিদ্ধ করে এই টক তৈরি করা হয়] a preparation of hog-plum and shrimp (হাওড়া ৩)

আম্‌ড়া চোখ্‌ **amɽa cokʰ** বিণ ড্যাবড্যাবে চোখ staring-eyes (বর্ধমা ৬, মুর্শিদা ২, ১৩) আম্‌ড়া চোখি—ড্যাবড্যাব করে তাকানো স্ত্রী লোক (মেদিনী ৩৫) আম্‌ড়া চোখু—ড্যাবড্যাব করে তাকানো পুরুষ বা ছেলে (বর্ধমা ৬)

আম্‌ড়ালা **amɽala** সর্ব আমরা we (দার্জিলি ৪) দ্র আম্‌ড়া

আম্‌ড়ি[১] **amɽi** বি গরুর গাড়িতে ব্যবহৃত দড়ি [গাড়ির কাঠামোতে দুই চাকার মাঝখানে চাকা-সংযুক্তকারী লৌহদণ্ডের উপরে কাঠের সঙ্গে বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয় এই দড়ি] a rope to tie the axle of a bullok-cart (মালদা ১১)

আম্‌ড়ি[২] **amɽi** বি দ্র আম্‌ড়া[২] (মুর্শিদা ১৭)

আম্‌ড়িবে **amɽibe** ক্রি নরম হবে will become mellow (কোচবি ৪)

আম্‌ড়ো **amɽo** বি তেলাকুচো ফল cephalandra indica (পুরুলি ১৪)

আম্‌তড়লাঁ **amtɔɽɔlã** বি দড়িতে ঝোলানো আম পাতার সারি [মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জায়গায় এটি টাঙানো হয়। সাধারণত পাটের দড়ি ব্যবহৃত হয় না, খড় পাকিয়ে এই দড়ি বানানো হয়। এই দড়ি পাকাবার সময় খড় পায়ের আঙুলে আটকে পাকানো হয় না] a string of tied mango-leaves marking a place where a ritual is being performed (মেদিনী ৮)

আম্‌তা **amta** বি আমসত্ত্ব sun dried mango pulp (পদিনা ৭, ১০ মালদা ১, ৬ মুর্শিদা ১১, ২২, ২৩)

আম্‌তা আম্‌তা করা **amta amta kɔra** ক্রি গা বমি বমি করা to feel nausea (মুর্শিদা ৩)

☆আম্‌তানো **amtano** বি (পচে নষ্ট হয়ে) টক স্বাদ হয়ে যাওয়া to get turned and sour তরকারি আম্‌তাইন্‌ জায়—তরকারি টকে যায় (বর্ধমা ১৮)

আম্‌তি[১] **amti** বি আমলকি দ্র অঁনা (পুরুলি ৫)

আম্‌তি[২] **amti** বি আমগুলো mangoes আম্‌তি উতর্‌বগল্‌কা গাছিতে তুর্‌নু—আমগুলো উত্তর দিকের গাছ থেকে তুললাম (মালদা ১১)

আম্‌তোরোই **amtoroi̯** বি ঢেঁড়স lady's finger (মালদা ৬)

আম্‌দাজ্‌ **amdaj** বিণ আন্দাজ guess (মেদিনী ৬, ২৬)

আম্‌দানা **amdana** বি আমের কুসি soft stone of mango (হাওড়া ১০) <আম+দানা

আম্‌দের্‌ **amder** সর্ব আমাদের our (পুরুলি ১৩ মেদিনী ২৯)

আম্‌দের্‌ঘরে **amdergʰɔre** সর্ব আমাদিগকে to us (বর্ধমা ১৪)

আম্‌দ্যার্‌ **amdær** সর্ব দ্র আম্‌দের্‌ (পুরুলি ৭)

আম্‌দোলা **amdola** বি আমচুর dried slices of green mango, salt and mustard added as preservative (মেদিনী ২৮) দ্র আম্‌ডেলো

আম্‌ধোইন্‌কা **amdʰoinka** বি রামধনু rainbow (মুর্শিদা ১৫) <রাম+ধনুক

আম্‌নি বাত্‌ **amni bat** বি মুখের ভিতরের ঘা sore in mouth (নদীয়া ১১)

আম্‌পটল্‌ **ampɔʈɔl** বি দ্র আম্‌তোরোই (বীরভূ ৯ মুর্শিদা ১৫, ১৭)

আম্‌পত **ampɔtɔ** বি দ্র আম্‌কোলি (মেদিনী ২)

আম্‌পল্‌ল **ampɔllɔ** বি দ্র আম্‌পত (কোচবি ৭) <সং পল্লব

আম্‌পাতা **ampata** বি আমবাত nettlerash (মেদিনী ১১)

আম্‌পো **ampo** বি গ্রামীণ খেলায় সাময়িক বিরতি চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ [কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডানহাত মুখে বার বার স্পর্শ করে ঐ শব্দ করলে প্রতিপক্ষ সাময়িক খেলা বন্ধের আহ্বান বুঝতে পারে] a sound to indicate a temporary halt in rural games (পদিনা ১৪)

আম্‌পোকা **ampoka** বি শ্যামা পোকা a green-coloured winged insect found in late autumn (বাঁকুড়া ৩)

আম্‌পোঁকা **ampōka** বি একপ্রকার হলুদ রঙের বড় মাছি [মোটা ডাঁশের মতো দেখতে, আম পাকার সময় আসে এবং ঝিঁঝির মত শব্দ করে] a kind of large fly appears at the time of ripening of mangoes and makes sound like cricket (বীরভূ ৭, ১১)

আম্‌বল্ **ambɔl** বিণ ১ টক sour (পদিনা ৬, ১০, ১২ বীরভূ ৯ মালদা ৪) আম্‌বল্ লাগে—টক লাগে (পদিনা ৬) আম্‌বল্ আম্—টক আম (বীরভূ ৯) ২ অম্বল (টক স্বাদের একপ্রকার রান্না) a sour recipe (পদিনা ১০ মেদিনী ৯)

আম্‌বাগুন্ **ambagun** বি টমাটো tomato (পদিনা ১০, ১২, ১৪)

আম্‌বাগোন্ **ambagon** বি দ্র আম্‌বাগুন্ (পদিনা ১২)

আম্‌বাঁধা **ambād^hα** বি আমগাছের পরগাছা a parasite growing on a mango tree (বাঁকুড়া ৭)

আম্‌বাপতি **ambapɔti** অম্বুবাচী দ্র অমাবোতি (চব্বিশ ১৫)

আম্‌বেগুন্ **ambegun** বি দ্র আম্‌বাগুন্ (পদিনা ১০)

আম্‌বেড়া **ambeɽα** বি দ্র আম্‌বাঁধা (বাঁকুড়া ১২)

আম্‌বোইল্ **amboil** ক্রিবিণ অম্লস্বাদযুক্ত (হওয়া) to become sour (দাঁত) আম্‌বোইল্ হয়ে জাওয়া—(দাঁত) টকে যাওয়া (মালদা ৮)

আম্‌বোঁকা **ambōka** বি আমের বোঁটা stalk of mango (মেদিনী ২৭)

আম্‌বোকুল্ **ambokul** বি আমের মুকুল buds of mango (বাঁকুড়া ৭)

আম্‌বোর্‌পোতি **amborpoti** বি দ্র অমাবোতি (চব্বিশ ২১)

আম্‌ব্যাল্ **ambæl** বিণ অম্লস্বাদযুক্ত sourish (মালদা ৯)

আম্‌বোল্[১] **ambol** ১ বিণ অম্লস্বাদযুক্ত sour (পদিনা ১২, ১৪ মুর্শিদা ১৭) আম্‌বোল্ আম্—টক আম (পদিনা ১২) ২ বি অম্বল (টক স্বাদের একপ্রকার রান্না) দ্র আম্‌বল্ (মালদা ১০ মুর্শিদা ১৭) ৩ বি বদহজম indigestion (বাঁকুড়া ১২) ৪ বি অজীর্ণ রোগ dyspepsia (পুরুলি ৩) ৫ বি দম্বল yeast enriched material used for fermentation (বীরভূ ৯) ~ **ঢেকার্** বি চোঁয়া ঢেকুর bad belching (বর্ধমা ১) ~ **হওয়া** ক্রি টকে যাওয়া দ্র আম্‌লাই জাওয়া[২] (বীরভূ ৯ মালদা ৬, ১০) ভাত্‌টা আম্‌বোল্ হোই গ্যাছে—ভাতটা টকে গিয়েছে (মালদা ৬)

আম্‌বোল্[২] **ambol** বি আমল period (মেদিনী ১৯, ২৬) রাজা কোক্‌সিমার্ আম্বোল্‌নু সাউত্যা রাখ্‌ছিলি গো—রাজা কোক্‌সিমার আমল থেকে গুছিয়ে রেখেছিলাম (সোনা)

আম্‌ভা **amb^hα** বি পেট belly আম্‌ভা পুরে খাওয়া—পেট ভরে খাওয়া (বাঁকুড়া ৫)

আম্‌মা **amma** বি মা mother (কোচবি ৬ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত)

আম্‌মোল্ **ammol** বি দ্র আম্‌বল্[১] (বর্ধমা ১৮)

আম্‌রাই জাওয়া **amrai jaoa** ক্রি (গাছ) ঝিমিয়ে পড়া to be seared রসের্ কহ্যে গাছ্‌টা আম্‌রাই গেল্‌ছে—রসের জন্য গাছটা ঝিমিয়ে গেছে (মালদা ১১) দ্র আম্‌লাই জাওয়া[১]


আম্‌লি ২

আম্‌রাকে **amrake** সর্ব আমাদিগকে to us (বাঁকুড়া ৩, ৬ মেদিনী ৫, ২৫)

আম্‌রি **amri** সর্ব আমাদের our আম্‌রি ভাষারে বই হবো—আমাদের ভাষা দিয়ে বই হবে (মেদিনী ৮)

আম্‌রুল্ **amrul** বি দ্র আম্‌পোঁকা (মুর্শিদা ৩)

আম্‌রোশ্ **amroʃ** বি দ্র আম্‌পাতা (কোচবি ৬)

আম্‌লা[১] **amla** বি আমলকি দ্র আঁনা (পদিনা ১০ পুরুলি ৩, ১২, ১৬, ১৭ বীরভূ ৮ মুর্শিদা ২৪)

আম্‌লা[২] **amla** বিণ ক্লান্ত fatigued আম্‌লে গেল্‌ছে—ক্লান্ত হয়ে গেছে (মুর্শিদা ১৯)

আম্‌লা[৩] **amla** বিণ নিস্তেজ lacking in strength and energy গাছটা আম্‌লে গ্যাল—গাছটা নিস্তেজ হয়ে গেল (মালদা ৫) দ্র আম্‌রাই জাওয়া)

আমলা[৪] **amla** বি একপ্রকার মোটা ধান [যা আশ্বিন মাসে পাকে] a variety of autumnal paddy (মেদিনী ৩৩)

আঁমলা **āmla** বি দ্র আমলা[১] আমার্‌কার্ দুটা আঁমলা গাছ্ রহিছে—আমাদের দুটো আমলকি গাছ আছে (মেদিনী ৮)

আম্‌লাই জাওয়া[১] **amlai jaoa** ক্রি শুকিয়ে, ঝিমিয়ে বা নিস্তেজ হয়ে যাওয়া to be seared রোদে গাছ্‌টা আম্‌লাই গেল্ —রোদে গাছটা শুকিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল (মালদা ১১) দ্র আম্‌রাই জাওয়া

আম্‌লাই জাওয়া[২] **amlai jaoa** ক্রি টকে যাওয়া to become sour দাঁত্ আম্‌লাইন্ জায়—দাঁত টকে যায়। দাঁত্‌গুলা আম্‌লাই গেছে—দাঁতগুলো টকে গেছে (বর্ধমা ২, ১৩ বাঁকুড়া ৭) <সং অম্ল

আম্‌লাইন জাওয়া **amlain jaoa** ক্রি ১ দ্র আম্‌লাই জাওয়া[২] (বর্ধমা ১৩, ১৮, ২৬) ২ অসাড় হয়ে যাওয়া to be insensate পা-টা আম্‌লাই্ গ্যালো—পাটা অসাড় হয়ে গেল (বর্ধমা ১৮)

আম্‌লা ব্যাসোলা **amla bæsola** বি শুকনো আমলকি dried emblica myrobalan (বর্ধমা ১৮)

আম্‌লি[১] **amli** বি তেঁতুল tamarind (বীরভূ ৪ মালদা ৭, ৯ মুর্শিদা ৩, ১৪, ২২, ২৪ হাওড়া ৩, ১০ হুগলি ৮) <সং অম্ল

আম্‌লি[২] **amli** বি গরুর গাড়ির কাঠামোতে ঠিক মাঝখানে উপর দিকে (দুই চাকা বরাবর আড়াআড়ি ভাবে) যে দড়ি টান দিয়ে বাঁধা থাকে the rope, which is tied (across the wheels) a little upward at the centre of the



আমলেট

structure of a bullock cart (মালদা ১) দ্র আম্‌ড়ি

আম্‌লি জাওয়া amli jaoa ক্রি দ্র আম্‌লাই জাওয়া² (মুর্শিদা ১৫) দাঁত্‌ আম্‌লি গিয়েছে—দাঁত টকে গেছে। দাঁত্‌ আম্‌লি আচে তাই কুনো সান্‌ থাকে না—দাঁত টকে আছে তাই কোনো সাড়া (অনুভূতি) থাকে না (বর্ধমা ২)

আম্‌লিন্‌ জাওয়া amlin jaoa ক্রি দ্র আম্‌লাই জাওয়া² আমার্‌ দাঁত্‌ আম্‌লিন্‌ গেইছে—আমার দাঁত টকে গেছে (বীরভূ ৮) দ্র আম্‌টা

আম্‌লিয়ে জাওয়া¹ amlie jaoa ক্রি দ্র আম্‌লাই জাওয়া² দাঁত্‌ আম্‌লিয়ে গিয়েচে—দাঁত টকে গেছে। ডাল্‌ আম্‌লিয়ে গেইচে—ডাল (টকিয়ে) খারাপ হয়ে গিয়েছে (বর্ধমা ২, ৪, ৫, ১৯, ২০) দ্র আম্‌টন্‌

আম্‌লিয়ে জাওয়া² amlie jaoa ক্রি ব্যথা হওয়া (মচকে বা আঘাত লেগে যে ব্যথা হয়) to develop pain (বর্ধমা ২০, ২১)

আম্‌লির্‌ দোড়ি amlir doɽi বি দ্র আম্‌লি² (নদীয়া ৭)

আম্‌লু amlu বি আমরুল শাক oxalis corniculata (মুর্শিদা ১৮)

আম্‌লেট্‌ amleʈ বি আর্মলেট [উপর হাতে পরার সোনার গহনা, আধুলি বা সিকির আকারের গোলাকার বা চৌকা কয়েকটি অংশ চেন দিয়ে গেঁথে গহনাটি তৈরি] armlet (চব্বিশ ১৫ বাঁকুড়া ৩ মুর্শিদা ২ মেদিনী ৩, ১৪ হাওড়া ৮ হুগলি ১৫)

আম্‌লে জাওয়া amle jaoa ক্রি দ্র আম্‌লাই জাওয়া² দাঁত্‌ আম্‌লে গ্যাছে—দাঁত টকে গ্যাছে (বর্ধমা ৬, ১০, ২৩ হুগলি ১, ১১) তেঁতুল্‌ খেইয়ে দাত আম্‌লে গ্যালো—তেঁতুল খেয়ে দাঁত টকে গেল (মুর্শিদা ১০)

আম্‌লো amlo বি বিবাহ অনুষ্ঠানে দধিমঙ্গলের মতো আচার a Hindu marriage ritual (মেদিনী ১৩)

আম্‌লোক্‌ amlok বি আমগাছের শাখা [মাহাতো সম্প্রদায়ের বিবাহের সময় বর কনে উপবাসে থেকে একটি করে আমগাছের ডাঁটা মুখে রাখে। এই ডাঁটাকে বলে 'আম্‌লোক্‌'] as a part of marriage ritual of *Māhāto* caste, the fasting bridegroom and bride have to hold two mango twig in their mouth (মেদিনী ৩৩)

আম্‌লো খাওয়া amlo kʰaoa বি মাহাতো সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ ['আম্‌লোক্‌' চিবিয়ে বর কনে তার রস খেয়ে নেয় এবং তাদের বাড়ির বয়স্কা মহিলা (মা, মাসি প্রমুখ) সেই ছিবড়েগুলো খেয়ে নেবে। এই আমডাঁটার ছিবড়ে খাওয়াকে 'আম্‌লো খাওয়া' বলে] a part of marriage ritual of *Māhāto* caste (মেদিনী ৩৩) দ্র আম্‌লোক্‌

আম্‌লোতি amloti বি আমলকি দ্র অঁনা (মালদা ৬)

আম্‌শকা amʃɔka বি আম্রপল্লব দ্র আম্‌পত্‌ (মেদিনী ১০)

আম্‌শখা amʃɔkʰa বি দ্র আম্‌শকা (হুগলি ৪)

আম্‌শঁটা amʃɔ̃ʈa বি আমসত্ত্ব দ্র আম্‌তা (মেদিনী ২৮) তু আবা শুঁঠ

আম্‌শর্‌ amʃɔr বি দ্র আম্‌পত্‌ (হুগলি ৪)

আম্‌শাঝাড়া amʃa jʰaɽa বি আমাশয় (রোগ বিশেষ) amoebiosis (জলপা ৯)

আম্‌শাখা amʃakʰa বি দ্র আম্‌শর্‌ (পদিনা ১১)

আম্‌শাম্‌ amʃam বি দ্র আম্‌শাঝাড়া (বর্ধমা ১৮)

আম্‌শার্‌ amʃar বি দ্র আম্‌শর্‌ (মেদিনী ৫, ২৭, ২৮)

আম্‌শি (তেল) amʃi (tel) বি মাথায় মাখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি সরষের তেল [আম কেটে অল্প রোদে শুকিয়ে সরষের তেলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। কিছুদিন পরে ঐ তেলে আম মজে যায়। তখন ঐ তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য মাথায় মাখা হয়] oil, processed by keeping dried mango in it, for putting on the scalp (জলপা ৭)

আম্‌শুকি amʃuki বি আম্‌সি [রোদে শুকানো নুন মাখা কাঁচা আম] sliced green mango smeared with salt dried in sun (নদীয়া ১০) তু আবা শুঁঠ দ্র আম্‌সি

আমশুকুই amʃukui̯ বি দ্র আম্‌শুকি (নদীয়া ৬)

আম্‌শুট্‌কো amʃuʈko বি দ্র আম্‌শুকি (নদীয়া ১০)

আম্‌শোখা amʃokʰa বি দ্র আম্‌শকা (বর্ধমা ১৮)

আম্‌শোঁটা amʃõʈa বি আমের আচার mango pickle দ্র আম্‌শঁটা (বাঁকুড়া ৪)

আম্‌সকা amsɔka বি দ্র আম্‌শকা (বর্ধমা ১৮)

আম্‌সঁটা amsɔ̃ʈa বি দ্র আম্‌শুকি (মেদিনী ৩৪)

আম্‌সপ্‌রি amsɔpri বি পেয়ারা the guava (মুর্শিদা ২৪)

আম্‌সম্‌বরা amsɔmbɔra বি আমের আচার [খোসা ছাড়ানো কাঁচা আমের টুকরো নুন সহযোগে রোদে শুকিয়ে লঙ্কা, তেজপাতা ও রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে তেলে কষে গুড় মিশিয়ে পাক করা হয়। তারপর বেশি সুস্বাদু করার জন্য তার সঙ্গে ভাজা জিরের গুঁড়ো মেশানো হয়] mango pickles (হাওড়া ১০)

আম্‌সর্‌ amsɔr বি দ্র আম্‌পত্‌ (হাওড়া ৩)

আম্‌সা amsa বি দ্র আম্‌শাঝাড়া (মেদিনী ৬, ২৭)

আম্‌সাত্‌ amsat বি দ্র আম্‌পত (হুগলি ৪)

আম্‌সাপড়ি amsapɽi বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মুর্শিদা ২২)

আম্‌সাপিড়ি amsapiɽi বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ৯)

আম্‌সাঁপিরা amsãpira বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ১১)

আম্‌সাম্‌ amsam বি দ্র আম্‌শাঝাড়া (বর্ধমা ৮ বীরভূ ১৪)

আম্‌সাম্‌রিয়া amsamria বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ১১)



আম্‌সোকা

আম্‌সার্ **amsar** বি আম্রপল্লব দ্র আম্‌পত্ (মেদিনী ১০, ৩৪ হাওড়া ১০)

আম্‌সি **amsi** বি রোদে শুকানো কাঁচা আম [আমসি জলে সিদ্ধ করা হয় এবং তারপর অল্প তেলে পাঁচফোড়ন দিয়ে আমগুলো সাঁতলে মিষ্টি ও লবণ সহযোগে টক রান্না করে এই আম্‌সি খাওয়া হয়] দ্র আম্‌শুকি (চব্বিশ ১৪ মেদিনী ১৬, ১৯)

আম্‌সুক্ **amsuk** বি দ্র আম্‌সি (বাঁকুড়া ৪)

আম্‌সুপ্‌ড্যা **amsupɽæ** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মুর্শিদা ১৭)

আম্‌সুপ্‌রি **amsupri** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মুর্শিদা ২৩)

আম্‌সুপ্‌রিয়্যা **amsupriɛ** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মুর্শিদা ২)

আম্‌সুপাড়ি **amsupaɽi** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মালদা ৪)

আম্‌সুপারি **amsupari** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (পদিনা ১, ১১, ১২ মালদা ৬)

আম্‌সুপুরি **amsupuri** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ১৩ মুর্শিদা ২৩)

আম্‌সুপোরি **amsupori** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ১৪)

আম্‌সোউত্ **amso̯ut** বি আমসত্ত্ব দ্র আম্‌তা (মেদিনী ২০)

আম্‌সোকা **amsoka** বি আম্রপল্লব দ্র আম্‌পত্ (বাঁকুড়া ৪)

আম্‌সোখা **amsok^{h}a** বি দ্র আম্‌সোকা (বর্ধমা ৪)

আম্‌সোপ্‌ড়ি **amsopɽi** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (বীরভূ ৪)

আম্‌সোপারি **amsopari** বি দ্র আম্‌সপ্‌রি (মুর্শিদা ২০)

আম্‌সোঁটা **amsoʈa** বি দ্র আম্‌সি (মেদিনী ২৭)

আম্‌হ **amhɔ** বি আম mango (মেদিনী ৩০)

আম্‌হা **amha** সর্ব তাহারা they আম্‌হা ভাত্ খাইচ্যা—তারা ভাত খেয়েছে (দার্জিলি ২)

আমট্ **amɔʈ** বি আমসত্ত্ব দ্র আম্‌তা (বীরভূ ৫)

আমঠ্ **amɔʈ^{h}** বি দ্র আমট্ (বীরভূ ১১)

আময়দা **amɔeda** বিণ প্রচুর additional, surplus আময়দা গতর্ আছে বলে এই সংসারে আচি—প্রচুর [পরিশ্রমী] শরীর আছে বলে এই সংসারে আছি। তোর্ কি আময়দা জিনিস্ হোইচে যে তুই লোক্‌কে দিচিস্—তোর কি অঢেল জিনিস হয়েছে যে লোককে দিচ্ছিস (বীরভূ ১) <ফা আমদহ্

আমর্ **amɔr** সর্ব আমরা we আমর্ লুগা ভাং কোরি রোখি দেইচি—আমরা কাপড় ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি (মেদিনী ৩০)

আমর্‌মেন্‌কু **amɔrmenku** সর্ব আমাদিগকে us আমর্‌মেন্‌কু জাইতে কোহিছি—আমাদের যেতে বলেছে (মেদিনী ৩১)

আমর্‌মোনে **amɔrmone** সর্ব আমরা we আমর্‌মোনে ঘর্ ভিতর তাক্‌র ওছি—আমরা তাকে বাড়ির ভিতরে রেখেছি (মেদিনী ২)

আমল্[১] **amɔl** বি টক sour (দার্জিলি ৪) <সং অম্ল

আমল্[২] **amɔl** বি অম্বল acidity brought on by indigestion আমল্ ঢেকার্—অম্বল ঢেঁকুর (মেদিনী ২০)

আমা **ama** বি কম পোড়া মাটির পাত্র half-burnt earthen pot (চব্বিশ ১) <সং আম ~ পোড়্ বিণ কম পোড়া [কম পোড়া যে মাটির পাত্রের গা থেকে মাটি ঝরে পড়ে তাকে কুম্ভকাররা বলে আমাপোড়্] (হাওড়া ১০)

আমাই **amai̯** বি আমানি water in which cooked rice is soaked overnight (মেদিনী ২৮, ৩৪) <সং অম্ল

আমাইদ্ **amai̯d** বি জোয়ালের যে অংশে দড়ি বাঁধা হয় a part of yoke where the rope is tied (মুর্শিদা ১২)

আমাক্ **amak** সর্ব আমাকে to me আমাক্ খাবা দাও—আমাকে খেতে দাও (জলপা ৬)

আমাক্‌গুল্যাক্ **amakgulæk** সর্ব আমাদিগকে us আমাক্‌গুল্যাক্ ক্যানে জাবার্ না দিল্—আমাদের কেন যেতে দিল না (কোচবি ৬)

আমাক্‌গুল্যার্ **amakgulær** সর্ব আমাদের our আমাক্‌গুল্যার্ এবার্ ধানের্ ফলন্ খিপ্ ভাল্—আমাদের এবার ধানের খুব ফলন ভাল (কোচবি ৬)

আমাড়্‌গুলাড়্ **amaɽgulaɽ** সর্ব দ্র আমাক্‌গুল্যার্ (কোচবি ৩)

আমাগো **amago** সর্ব আমাদের our আমাগো দেশে বাস্ কর্‌তন্—আমাদের দেশে বাস করতেন (মেদিনী ২৮)

আমাচা **amaca** বিণ জিওল মাছ [শিঙ্গি, মাগুর, কই প্রভৃতি মাছ যা জলপাত্রে জিইয়ে রাখা যায়] fish, which can be kept alive in a pot filled with water (বর্ধমা ২৩)

আমাট্ **amaʈ** বি আমসত্ত্ব দ্র আম্‌তা (মালদা ৫)

আমাঠা **amaʈ^{h}a** বিণ আছোলা rough [সাধারণত বাঁশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত] (জলপা ৭ মালদা ৫) তু মাঠা—মসৃণ (দাস)

আমাড়ি **amaɽi** বি গরুর গাড়ির পাটাতন অক্ষদণ্ডের সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে the rope which ties chasis of a cart with the axle (বর্ধমা ২৫ বাঁকুড়া ৯)

আমাত্[১] **amat** বি দ্র আমাট্ (মালদা ৩)

আমাত্[২] **amat** বি অম্বুবাচী দ্র অমাবোতি (পদিনা ১০)

আমাত্[৩] **amat** বি আমবাত nettlerash (মেদিনী ১০)

আমাতি **amati** বি দ্র আমাত্[২] (কোচবি ১, ২ জলপা ৭ পদিনা ১, ৯, ১৫)

আমাদ্ **amad** বি দ্র আমাইদ্ (মুর্শিদা ৯)

আমাদিগে **amadige** সর্ব আমাদিগকে us (বর্ধমা ১৯) দ্র আমাক্‌গুল্যাক্

আমাদির্‌কার্ **amadirkar** সর্ব আমাদের ours (মালদা ৪) দ্র আমাক্‌গুল্যার্

আমাদেঘরে **amadeg^{h}ɔre** সর্ব দ্র আমাদিগে (হুগলি ৬, ১৬)


আমুই

আমান্ aman বি অস্বীকার denial উয়ায় আমান্ কোল্লো—সে অস্বীকার করল (পদিনা ১)

আমান্কাকে amankake সর্ব আমাদিগকে us (মেদিনী ৩৪) <আমি+মান (তু ওড়িয়া 'মান' বহুবচনার্থে)

আমান্কার্ amankar সর্ব আমাদের our আমান্কার্ ভাসা—আমাদের ভাষা (মেদিনী ২) আমান্কার্ সঙ্গে মন্ খুইলা কথা কও—আমাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বল (মেদিনী ৩৪)

আমান্কে[১] amanke সর্ব আমাদের আমান্কেদ্দারা এই কাজ্ হবে নি—আমাদের দ্বারা এই কাজ হবে না (মেদিনী ১৯)

আমান্কে[২] amanke সর্ব দ্র আমাক্ (মেদিনী ২৮)

আমান্কের্ amanker সর্ব আমাদের our (মেদিনী ২৪, ২৮, ৩৫) আমান্কের কাজ্ পড়ি আছে—আমাদের কাজ পড়ে আছে (মেদিনী ২৪) আমান্কের্ কথাগা সব্ ওউরকম্—আমাদের কথাগুলো সব ঐরকম (মেদিনী ২৬)

আমান্নিয়্যে amanniɛ সর্ব আমার জন্য for me আমান্নিয়্যে ভাবিস্ না—আমার জন্য ভাবিস না (বাঁকুড়া ৬)

আমাননে amanne সর্ব আমরা we আমান্নে অত্বা ভাত্ খাইঠি—আমরা এখন ভাত খাচ্ছি (মেদিনী ২২)

আমান্ন্যে amannɛ সর্ব দ্র আমান্নে আমান্ন্যে সেউঠিক্যে যাবা—আমরা সেখানে যাব (মেদিনী ১৯, ২৬, ৩৪)

আমানি[১] amani বি পান্তা ভাতের জল দ্র আমাই (চব্বিশ ৩৭ বীরভূ ৮ মেদিনী ৩, ২৯)

আমানি[২] amani বি বাসি ফেন [টাটকা ফেনকে বলে 'মাড়্'] one day old gruel (পুরুলি ১৫)

আমানি[৩] amani সর্ব আমাদের our (চব্বিশ ১৭)

আমানি দোড়ি amani doṛi বি দ্র আমাড়ি (হুগলি ৫)

আমানি ধান্ amani dʰan বি আমন ধান autumnal rice (মেদিনী ৮)

আমানে amane সর্ব আমরা we আমানে সাঁতার্ কাটিঠি—আমরা সাঁতার কাটছি। আমানে কোইনি—আমরা বলি না (মেদিনী ৬, ১৯, ২৬, ৩৫)

আমাপোতি amapoti বি অম্বুবাচী দ্র অমাবোতি (চব্বিশ ৩৬)

আমাবইসা amabɔi̯sa বি অমাবস্যা the new moon (পদিনা ৩)

আমাবোইশা amaboi̯ʃa বি দ্র আমাবইসা (বর্ধমা ১)

আমাবোইশ্শা amaboiʃʃa বি দ্র আমাবইসা (জলপা ৭)

আমাবোতি amaboti বি দ্র আমাপোতি (চব্বিশ ২১, ২৩)

আমাবোশ্শে amaboʃʃe বি দ্র আমাবইসা (বর্ধমা ৫)

আমাবোসা amabosa বি দ্র আমাবইসা (পদিনা ৩)

আমার্ amar সর্ব ১ আমরা we আমার্ ভাত্ খাই—আমরা ভাত খাই (মেদিনী ১৩) ২ আমাকে me আমার্ দাও—আমাকে দাও (চব্বিশ ১৫) ~ **কার্** আমাদের our কেউ কেউ আমার্কার্ কথা শুনি কোরি হাঁসে—কেউ কেউ আমাদের কথা শুনে হাসে (মেদিনী ১৩) ~ **নে** আমরা we (মেদিনী ২৪) ~ **নেকার্, ন্যাকার্** আমাদের our (মেদিনী ২০) ~ **মনুকে** আমাদের our (মেদিনী ২) ~ **মানে** আমরা we দ্র আমাননে (মেদিনী ২) ~ **মেনে, ম্যানে** আমরা we আমার্মেনে বল্ খেল্তে যাবা—আমরা বল খেলতে যাব। আমার্ম্যানে গটায় গাড়ি বোন্হেইবা—আমরা একটা গাড়ি তৈরি করব (মেদিনী ২০) ~ **ম্যানেকার্** আমাদের our (মেদিনী ২০)

আমার্ম্যানে amarmæne সর্ব আমাদিগকে us আমার্ম্যানে অত্বা আর্ কাজ্ করতে হবে নি—আমাদের এখন আর কাজ কর্তে হবে না (মেদিনী ২০) দ্র আমার্মনুকে

আমাশ্ amaʃ বি অমাবস্যা new moon (পুরুলি ১২)

আমাশি amaʃi বি দ্র আমাশ্ (জলপা ৮)

আমাস্ amas বি দ্র আমাশ্ (পুরুলি ৫ মালদা ৯)

আমাস্শ্যা amasʃæ বি দ্র আমাশ্ (মালদা ৯)

আমাসামা amasama বিণ অল্পস্বল্প a little amount উঙায় আমাসামা দ্যাখে—ও [চোখে] অল্পস্বল্প দেখে (কোচবি ৪)

আমাহর amahɔrɔ বিণ আমাদের our, [woman] belongs to our family আমাহর ঝিঅ—আমাদের [পরিবারের] মেয়ে (মেদিনী ১৮)

আমাহরে amahɔre সর্ব দ্র আমাহর (মেদিনী ৩৪) তু 'কাহেরে ঘিণি মেলি' (চর্যা ৬), 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' (চর্যা ১০)

আমাহারে amahare সর্ব দ্র আমাহর আমাহারে বাড়ি নাই—আমাদের বাড়ি নেই (মুর্শিদা ১৮) এ্যাটা আমাহারে গোরু—এটা আমাদের গরু (মেদিনী ৬) দ্র আমান্কার্

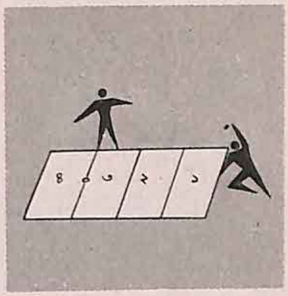
আমিলা amila বি এক প্রকার নিকৃষ্ট মানের পাট অথবা পাটগাছ [এই পাটগাছ লম্বায় ছোট, লালচে রঙের, পাতার স্বাদ তিক্ত বলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু এর ফল ভেজে খাওয়া হয়] a kind of cheap jute-plant and jute (মালদা ১)

আমিস্যা amisæ বি দ্র আমাশ্ (মেদিনী ৬)

আমুই amui̯ বি লাল পিঁপড়ার ডিম eggs of red-ant (বীরভূ ১১) ~**পিপ্ড়া** বি লাল পিপড়া (মুর্শিদা ১৭)

আমুই-মা amui̯-ma বি ভাই বা বোনের শাশুড়ী mother-in-law to brother or sister (হাওড়া ৬ হুগলি ৬)

আমুও amuo সর্ব আমিও I also আমুও যাব—আমিও যাব [কিন্তু 'আমু'-র পৃথক ব্যবহার নেই] (বর্ধমা ২)



আমের্ আঁটি খ্যালা

আমুট্ amuʈ বি আমসত্ত্ব দ্র আমট্ (মালদা ১)

আমুতি amuti বি অম্বুবাচী দ্র অমাবোতি (মুর্শিদা ১৪)

আমুদ্ amud বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি দ্র আঁওত্ (বর্ধমা ১২)

আমুদিয়া amudia̯ বি, বিণ আমুদে he who always in a funny mood, a funny man (জলপা ৭)

আমুনে ভারা (কুমড়ো) amune bʰara (kumʈo) বি আমন ধানের সময় বাঁশের মাচায় হয় এমন কুমড়ো melon which grows in autumn (চব্বিশ ১)

আমুল্ amul বি আঙুল finger (চব্বিশ ২৭, ৩১ পদিনা ২ মেদিনী ১০ হাওড়া ৬)

আমুল্ ধান্ amul dʰan বি আমন ধান autumnal paddy (মেদিনী ৬)

আমুলে জাওয়া amule jaoa̯ ক্রিবিণ টক হয়ে যাওয়া to become sour আমুলে গেইছে—টক হয়ে গেছে (বীরভূ ৭) <অম্ল

আমুল্যা amulɛ দ্র আমিলা (বাঁকুড়া ৬)

আমে ame সর্ব আমায় বা আমাকে to me তুই আমে চোক্ রাঙায় ডাং কর্বি—তুই আমাকে চোখ রাঙিয়ে ঘোড়ার ডিম করবি (পুরুলি ১৩) তু সাদরি হামে

আমেজি ameji বি উৎসাহ enthusiasm (মেদিনী ৩৪) <আমেজ

আমের্ আঁটি খ্যালা amer ãʈi kʰæla বি একটি গ্রামীণ খেলা [এই খেলার উপকরণ আমের আঁটি। দুই থেকে দশ যে কোনো সংখ্যক কিশোর এই খেলায় অংশ নেয়। মাটিতে একটি আয়তাকার ঘর কেটে তাকে লম্বা দিকে সমান চার অংশে বিভক্ত করা হয় এবং পর পর ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা লিখে ঘরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। খেলোয়াড়দের বয়স অনুযায়ী ৩ বা ৪ নং ঘরের দাগের উপরে একটি আমের আঁটি রাখা হয়। প্রতি খেলোয়াড় পরপর এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে এবং হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ১নং ঘরের নিচের দাগ স্পর্শ করে পৃথক একটি আমের আঁটি দিয়ে ৩ বা ৪ নং ঘরের দাগের উপর বসানো আমের আঁটিটিকে মেরে যতদূর সম্ভব দূরে সরাবার চেষ্টা করে। এই সময় অন্য খেলোয়াড় তার চিবুকটি উঁচু করে তুলে ধরে। যে সব থেকে দূরে আমের আঁটিটিকে সরাতে পারে সেই জয়ী হয়] a kind of rural outdoor game (চব্বিশ ১)

আমের্ রুটি amer ruʈi বি আমসত্ত্ব দ্র আমট্ (পদিনা ১০)

আমের্ শুকাতি amer ʃukati বি আমসি dried slice of green mango (পদিনা ৩) দ্র আম্ডেলো

আমের্ শুকুয়া amer ʃukua বি দ্র আমের শুকাতি (পদিনা

আমেসাই amesai̯ বি আমাশয় amibaiosis (বীরভূ ৫) দ্র আম্শা ঝাড়া

আমোট্ amoʈ বি ১ দ্র আমট্ (বর্ধমা ২৩ বীরভূ ৩, ৯ মালদা ৭, ৯ মুর্শিদা ১৭) ২ আমের কষ a kind of astringent juice of mango (মেদিনী ২৯)

আমোত্ দোড়ি amot doʈi বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি দ্র আঁওত্ (বর্ধমা ৬)

আমোতি amoti বি অম্বুবাচী দ্র অমাবোতি (কোচবি ৬ মুর্শিদা ২৩)

আমোদ্ amod বি দ্র আমোত্ দোড়ি (বর্ধমা ২৫ মুর্শিদা ১৮ হুগলি ৫)

আমোন্কার্ amonkar সর্ব আমাদের দ্র আমাহর (চব্বিশ ১৯)

আমোয়া ছানা amoa̯ cʰana বি মাখনযুক্ত ছানা posset with cream (মেদিনী ১০) <সং মন্থন

আমোর্ amor বি দ্র আমট্ (মেদিনী ১১)

আমোল্[১] amol বি অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন দ্র অম্বল্[১] (কোচবি ২ জলপা ৭)

আমোল্[২] amol বি অম্লরোগ দ্র অম্বল[২] (মেদিনী ১৩) ~ডিকার্ বি চোঁয়া ঢেঁকুর দ্র আউনা ঢেকুর্ (মালদা ৩)

আমোল্লা amolla বি আমরুল শাক oxalis cornicuta (মালদা ১১)

আমোস্সা amossa বি অমাবস্যা new moon (মেদিনী ৩৫)

আমো হওয়া amo hɔoa ক্রি কুম্ভকারের তৈরি জিনিস পনে কাঁচা থেকে যাওয়া দ্র আমা (হুগলি ৫)

আম্বল্ ambɔl বি ১ অম্লস্বাদ sour আম্বল্ লাগে—টক লাগে (পদিনা ৬, ১২ মালদা ৪) ২ দ্র আমোল্[১] (পদিনা ১০ মেদিনী ৯)

আম্বোল্[১] ambol বি দ্র আম্বল্[১] (পদিনা ১১, ১২, ১৪ মালদা ৪ মুর্শিদা ১৭) ভাত্টা আম্বোল্ হোই গ্যাল্হে—ভাতটা টকে গেছে (মালদা ৬, ১০) ~ আম্—টক আম্ (পদিনা ১২) ~ গন্ধ—টক গন্ধ (বীরভূ ৯) ~ ঢেকার্ দ্র আউনা ঢেকুর্ চোঁয়া ঢেকুর (বর্ধমা ১)

আম্বোল্[২] ambol বি বদহজম indigestion (পুরুলি ৯ বাঁকুড়া ১২)

আম্বোল্[৩] ambol বি (দইয়ের) দম্বল curdler (বীরভূ ৯)

আয় ae বিভক্তি অসমাপিকা ক্রিয়া 'এ' বিভক্তি দাঁতকে ছুঁয়ায় দিলে—দাঁতে ছুঁইয়ে দিল (মেদিনী ৫) ~ গোড়্ গোড়্ হাঁসকে কাছে ডাকার শব্দ (চব্বিশ ৮) ~ টিটি মুরগীকে কাছে ডাকার শব্দ (চব্বিশ ৮) ~ তুতু কুকুরকে কাছে ডাকার শব্দ (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)

আয়অস্ত্রি aeɔstri বিণ সধবা, এয়ো দ্র আইও[৩] (চব্বিশ



আয় কাত্‌রা

৩৬)

আয় করা **ɑe̯ kɔrɑ** ক্রি ঝাড়াইয়ের পর পরিষ্কার ধান ঝুড়ি (বেতের 'মান') দিয়ে মাপা to measure paddy (after winnowing) by a cane-made measure named *'mān'* (মেদিনী ৫, ৮, ২৯)

আয় কাত্‌রা **ɑe̯ katrɑ** বি আঁকশলী দ্র আঁক্‌শলোই (মালদা ৪)

আয়গে **ɑe̯ge** ক্রি আসুন come আয়গে বোস—আসুন বসুন (পদিনা ৩)

আয়ঠো **ɑe̯ʈʰo** বিণ এঁটো দ্র আইটা (পদিনা ১১)

আঁয়ড়ে ছেলে **ɑ̃e̯ɽe cʰele** বি অজীর্ণ রোগাক্রান্ত শিশু দ্র আঁইড়িয়া ছেলে (বীরভূ ১৩)

আয়না কপি **ɑenɑ kɔpi** বি কারুকার্য খচিত দরজা a decorated door (মেদিনী ১১)

আয়না তাস্ খ্যালা **ɑenɑ tas kʰælɑ** বি একধরনের তাস খেলা [সাধারণত চারজন খেলোয়াড় অংশ নেয়। তিনটি তাস হাতে রেখে পর্যায়ক্রমে অন্য তাস তুলে তাস মেলানো (যেমন তিন বিবি, তিন গোলাম ইত্যাদি) এই খেলার বৈশিষ্ট্য। প্রতিবার বিজয়ী তিন নম্বর পায়। এভাবে সর্বাগ্রে যার ২১ বা ২৪ নম্বর হবে সেই বিজয়ী ঘোষিত হয়। এই খেলা কখনো কখনো চারটি তাস দিয়েও হয়। তখন জয়ের জন্য ২০ অথবা ৪০ নম্বর ধার্য হয়] a kind of card-game (জলপা ১০)

আয়-পয় **ɑe̯-pɔe̯** বি সুলক্ষণ [সাধারণত সুলক্ষণ বা সৌভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়] a good or auspicious mark or sign মিয়াটার্ আয়-পয় খুব্ ভালো—মেয়েটি সৌভাগ্যবতী (বাঁকুড়া ১৪)

আয়রাতি **ɑe̯rati** বি এয়ো, সধবা দ্র আইও[৩] (মালদা ৪)

আয়রা দেয়া **ɑe̯rɑ deɑ̯** ক্রি হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করার পূর্বে শ্মশানে কৃত্য অনুষ্ঠান [শ্মশানে মৃতদেহের গায়ে ঘি মাখিয়ে তাকে নতুন কাপড় পরানো হয়। তারপর নতুন কলসিতে জল এনে তা তিনবার মৃতের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মৃতদেহ চিতায় শুইয়ে কাঁঠালি কলা, আতপচাল ও তিল একত্রে মেখে তিনটি পিণ্ড করা হয়। একটি পিণ্ড মৃতের মুখে, একটি পেটে ও একটি বুকে রাখা হয়। তারপর মুখাগ্নি অনুষ্ঠিত হয়] a Hindu ritual performed at the burning ghat (হুগলি ৬)

আয়লা (ইট) **ɑe̯lɑ (iʈ)** বি অর্ধেক (ইট) a piece of half brick (মেদিনী ১৭) <আধ্‌লা

আয়লুনি **ɑe̯luni** বি আলপনা দ্র আইলপোন্ (বর্ধমা ১৪)

আয়শা **ɑe̯ʃɑ** বি মাছের আঁশ দ্র আইল্‌শা[২] (দার্জিলি ১)

আঁয়শে **ɑ̃e̯ʃe** বিণ দ্র আইশ্[৩] ~ হাঁড়ি মৃতাশৌচের পর নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠানে আমিষ রান্নায় ব্যবহৃত হাঁড়ি (মেদিনী ৩৪)

আয়সালা **ɑe̯sɑlɑ** বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্ (মেদিনী ৩৩)

আয়স্যেঢে **ɑe̯sɛɖʰe** ক্রি আসছে দ্র আইসেটে কাইনু আয়স্যেঢে —কোথা থেকে আসছে (মেদিনী ১৯, ২৬, ৩৪)

আয়হ্যে **ɑe̯hɛ** ক্রিবিণ আছে is ভাত্ খুব্· তাইতা আহ্যে—ভাত খুব গরম আছে (মালদা ১১)

আয় হোড়্ **ɑe̯ hoɽ** ক্রি ওরে আয় (সম্বোধন) hallow come (a sound to call someone) আয় হোড়্ চিড়ে ভাজিত্‌তে—ওরে চিড়ে ভাজতে আয় (কোচবি ৪)

আয়া **ɑe̯ɑ** বি শাশুড়ী mother-in-law (দার্জিলি ৩)

আয়াপান্ **ɑe̯ɑpan** বি বিশল্যকরণী গাছ an all-healing plant, the valerian (মেদিনী ২৪)

আয়ে কাড়হা **ɑe̯e kɑɽhɑ** ক্রি কথা বলা to talk আয়ে কাড়হে না—কথা বলে না (মালদা ৮) দ্র আ কাড়া তু 'বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢে রাএ (শ্রীকৃষ্ণ)

আয়েতি **ɑe̯eti** বিণ সধবা, এয়ো দ্র আইও[৩] (মেদিনী ৮, ৩৪)

আয়েন্[১] **ɑe̯en** বি আইন law (মেদিনী ১১)

আয়েন্[২] **ɑe̯en** বি বায়না capricious demand ছানাটা আয়েন্ কচ্চে—ছেলেটা বায়না ধরেছে (মেদিনী ২৫)

আয়ের্[১] **ɑe̯er** বি টোপ bait (চব্বিশ ৩১)

আয়ের্[২] **ɑe̯er** বি আড় মাছ a kind of salt-water fish (দার্জিলি ১, ৩)

আয়েস্ত্রী **ɑe̯estri** বি দ্র আয়েতি (চব্বিশ ৩৬ মেদিনী ১৯)

আয়েস্‌সোরি **ɑe̯essori** বি দ্র আয়েতি (মেদিনী ২৭)

আয়ো **ɑeo** বি দিদিমা দ্র আই[১] (মালদা ১০)

আয়োডাংরা **ɑeoɖɑŋrɑ** বি প্রাক্-শবদাহের অনুষ্ঠান [বাউরি ও দুলে সম্প্রদায়ের সধবা স্ত্রীলোকের অথবা স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের মৃত্যু হলে মৃতদেহ ঘরের বাইরে এনে তিনবার ঢোল বাজানো হয়] a custom (that is beating of the dram) performed in the *Bāuri* and *Dule* community before a dead body is taken to the burning ghat (বাঁকুড়া ৩)

আয়োসি **ɑe̯osi** বি দ্র আয়েতি (বাঁকুড়া ১৫)

আয়োস্তি **ɑe̯osti** বি দ্র আয়েতি (হুগলি ১)

আয়োস্ত্রি **ɑe̯ostri** বি দ্র আয়েতি (পুরুলি ১১)

আর্[১] **ɑr** অ কিংবা or, alternatively (মেদিনী ৬)

আর্[২] **ɑr** বি আল দ্র আইল্ (বাঁকুড়া ১৬)

আর্‌কা **ɑrkɑ** বি নদীর চর a strip of sandy land rising out of the bed of a river above the water-level (বর্ধমা ২৩)

আর্‌গি **ɑrgi** বি রক্ষা saving, protection "তা বাদে মা খকার মুড়ে হাত বুল্যা বুক্‌টা কিল্যা দিতে ছেনাটা সে ক্ষেপাঁণ আর্গি পায়।" (সোনা)—তা বাদে মা খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে

বুকটা চাপ্ড়ে দিতে ছেলেটা সে বার রক্ষা পেল (মেদিনী ১৯) <অর্গল

আর্ঘোর্ **arg^{h}or** বিণ উঁচুনীচু high and low (পুরুলি ৩)

আর্চা করা **arca kɔra** ক্রি তেড়ে আসা to chase সে আর্চা কোরে আমাকে মার্তে এল—সে আমাকে তেড়ে মারতে এল (মুর্শিদা ১২)

আর্চাল্ **arcal** বি লাঙলের অংশ বিশেষ (লাঙলের ঈষের সঙ্গে যুক্ত ছোট কাষ্ঠ খণ্ড) the peg which holds the plough to the handle (চব্বিশ ৩৭ বর্ধমা ২০, ২৫ হাওড়া ১০)

আর্চাল্ বাটুলি **arcal baṭuli** বি একপ্রকার বাটালি [ছুতার লাঙলের ঈষ্ পরানোর সময় গর্ত করার কাজে এটি ব্যবহার করে। এর ফলা বেশ মোটা ও চওড়া] the chisel (হাওড়া ১০)

আর্জিনে **arjine** বি গিরগিটি সদৃশ এক প্রকার প্রাণী দ্র অর্জুনে (হুগলি ৯)

আর্জুনি **arjuni** বি দ্র আর্জিনে (চব্বিশ ৩৭)

আর্জোনা **arjona** বি দ্র আর্জিনে (হুগলি ১)

☆ **আর্ড়ানো** **arṛano** ক্রি ফুঁপিয়ে কাঁদা to whimper, to sob ছেলেটা খিদাতে আর্ড়াছে—ছেলেটা খিদেয় ফুঁপিয়ে কাঁদছে (পুরুলি ৪)

আর্তিক্ **artik** বি কার্তিক (মাস) seventh month of the Bengali calendar (জলপা ৭)

আর্তোর্সু **artorsu** বি বর্তমান দিন থেকে পঞ্চম দিন the fifth day from today (বর্ধমা ২) <অপর+তরসু

আর্দুবাড়ি **arduba ṛi** বি আঙিনা [খামার, ধান মাড়াই এবং অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়] courtyard (কোচবি ১)

আর্পার্ **arpar** বিণ বমি বমি ভাব দ্র আইড়্-কাইড়্১ গা-টা আর্পার্ কচ্ছে—গাটা বমি বমি করছে (বর্ধমা ১০)

আঁর্পাঁর্ **ãrpãr** বিণ দ্র আইড়্-কাইড়্১ গা-টা আঁর্ পাঁর্ কচ্ছে—গাটা বমি বমি করছে (বীরভূ ১, ৮)

আর্ফি করা **arp^{h}i kɔra** ক্রি তেড়ে আসা দ্র আর্চা করা অরা আর্ফি কোরে মাইত্তে আঁস্ছে—ওরা মারবার জন্য তেড়ে আসছে (মুর্শিদা ১২)

আর্শালাই **arʃalai̯** বি আঁকশলী দ্র আঁক্শলোই (মুর্শিদা ১২)

আর্শি১ **arʃi** বি বাঁশের সরু কঞ্চি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট মাছ ধরার সরঞ্জাম, একে ঘুনিও বলে a fishing trap (like basket) (বীরভূ ৮) তু সাঁও বাড়চি (Campbell)

আর্শি২ **arʃi** বি আয়না দ্র আইনা১ (পুরুলি ৪, ১২, ১৪ বাঁকুড়া ১৮ হাওড়া ১০)

আঁর্শি **ãrʃi** বি দ্র আর্শি২ (পুরুলি ১২)

আর্শুলি **arʃuli** বি দ্র আর্শালাই (চব্বিশ ২১)

আর্শোলা **arʃola** বি বাঁশ অথবা কাঠের দণ্ড [ধান ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত কাঠের পাটা ঢালু করে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়] a stick to keep an wooden or bamboo



আরা৩

plank at an angle at the time of threshing corns (পুরুলি ৭)

আর্শ্যা **arʃæ** বি গুড়পিঠে a kind of cake with molasses (মুর্শিদা ১৭)

আর্সি **arsi** বি দ্র আর্শি২ (পদিনা ৩ মালদা ৯)

আঁর্সুয়া **ãrsua** বি দ্র আয়সালা (মেদিনী ২৯)

আর্হি মুর্হি দেওয়া **arhi murhi deo̯a** ক্রি আড়ামোড়া ভাঙা to stretch limbs with a purpose to drive away laziness (পদিনা ৪)

আরঙ্কা **arɔŋka** বিণ দরিদ্র poor (মেদিনী ১৯)

আরন্দা **arɔnda** বি আরতি to worship God by moving lamp, fire and offerings around His/Her face (বর্ধমা ৪)

আরন্পালা **arɔnpala** বি অরন্ধন [দুই প্রকারের—শাক অরন্ধন ও ভাত অরন্ধন। ছয়-সাত রকমের শাক রাত্রে রান্না করা হয়। পরের দিন সকালে শুধু ভাত রেঁধে ঐ বাসি শাক সহযোগে খাওয়া হয়। এটি অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসে মনসাপূজার সময়। আর ভাদ্রমাসের যে-কোনো একদিন, মঙ্গলবার অগ্রগণ্য, ভাত অরন্ধন করা হয়] the Hindu festival of abstaining from cooking (বাঁকুড়া ৪) দ্র অরন্ন

আরন্-বরন্ **arɔn bɔrɔn** বি বরণ [বিসর্জনের আগে দেবতা অথবা দেবীকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে, পান, মিষ্টি ও সিঁদুর (দেবীর ক্ষেত্রে) ইত্যাদি দিয়ে বরণের অনুষ্ঠান] to receive devotionally on the eve of immersion [a ritual of Hindu woman] (চব্বিশ ৭)

আরা১ **ara** বি গরুর গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত কাঠের স্পোক বা অর্ [একে 'পাখি'ও বলে। মোটা, মাঝারি ও সরু এই তিন ধরনের আরার নাম কোনো কোনো অঞ্চলে যথাক্রমে মূল্ বেলি ও গজ্ (বাঁকুড়া ৭), আড় দিকে বারটা কাঠ থাকলে 'বারো পাখি আরা', বারটা কাঠ জোড়া হিসাবে থাকলে 'ছয় পাখি আরা' এবং চওড়া কাঠের আরাকে 'বুড়ি আরা'ও বলা হয়ে থাকে] (মেদিনী ১৪) wooden spoke of a cart wheel (জলপা ৪ পদিনা ১ পুরুলি ১৬)

আরা২ **ara** বি [পোষা পাখি রাখার বাঁশের তৈরি] দাঁড় a perch (পদিনা ১)

আরা৩ **ara** বি কুমোরের চাকের অর্ বা স্পোক [এই চাকের চারটি অর্ থাকে] spoke of potter's wheel (পুরুলি ৮,



আরিকাট্

আরা[৪] —আরের ছাট্

১৬ বাঁকুড়া ৭) তু আরা[১]

আরা[৪] **ara** বি রামধনু the rainbow (নদীয়া ৬ পদিনা ১৫ মালদা ৩)

আরা[৫] **ara** বি করাত saw (মালদা ১১)

আরা[৬] **ara** বি ফসলের জমির পরিখার পাশের উঁচু আলের ঢাল অংশ the slope of the high ridge besides the ditch around a piece of agricultural land (মালদা ১)

আরা[৭] **ara** বি মাটির দেওয়ালের সর্বশেষ স্তরের উপর হাত তিনেক লম্বা যে কাঠ দেওয়া হয় a piece of four and a half feet long wood which is placed across at the top of an earthen wall (বর্ধমা ২২)

আঁরা **ãra** বি দ্র আরা[১] (বর্ধমা ১৬ মালদা ১)

আরাইগ্য **araigɛ** বি আরোগ্য recovery from illness (জলপা ৭)

আরাকাল্ **arakal** বিণ আধপাকা half-ripe আমটা আরাকাল্ হয়েচে—আমটা আধপাকা হয়েছে (বর্ধমা ৯)

আরা-কোইশা (লোক) **ara koiʃa (lok)** বি করাতি a sawyer (মালদা ১১)

আরা-কোসিয়া **ara-kosia** বি দ্র আরা-কোইশা (মালদা ৫)

আরাচ্ **arac** বি মাচা a platform (বর্ধমা ১৮) তু অস্ট্রিক 'রাচা'

আরানধ **arandʰɔ** বি দ্র আরনপালা (মেদিনী ২০)

আরানপালা **aranpala** বি দ্র আরনপালা (বাঁকুড়া ৪)

আরানি[১] **arani** বি (সিঁড়ির ধারের) ইঁট বা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি রেলিং brick-built banister (বীরভূ ৮)

আরানি[২] **arani** বি দুটি ক্ষেতের মাঝে জলবাহী বড় নালা the canal of water between two agricultural land (পদিনা ১)

আরায় দেয়া **arae̯ dea** ক্রি (দরজা) ভেজিয়ে দেওয়া to close a door (without bolting) দরজাটা আরায় দে—দরজাটা ভেজিয়ে দে (পদিনা ৩)

আরার্ **arar** সর্ব অন্যান্য others (কোচবি ৬) <আর+আর

আরালি মারা **arali mara** ক্রি আড়ি পাতা আরালি মেরে শুনচে—আড়ি পেতে শুনছে (বর্ধমা ৬) <আড়া+

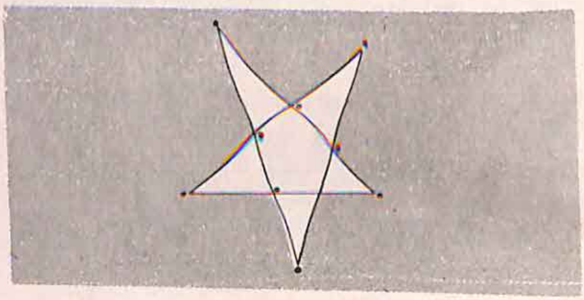
আরাশোন্ **araʃon** বি বোঝাই করা গরুর গাড়ির ওপরে লম্বালম্বিভাবে চাপ দিয়ে বাঁধার জন্য এগার বারো হাত লম্বা যে বাঁশটি ব্যবহৃত হয় দ্র আড়াশোন্ (বীরভূ ১২)

আরাসন্ **arasɔn** বি দ্র আড়াশোন্ (বর্ধমা ১৯)

আরি **ari** বি করাত দ্র আরা[৫] (পদিনা ৩, ১০ বর্ধমা ১৫ মুর্শিদা ১৭, ১৯, ২৪)

আরিকাট্ **arikaṭ** বি তাঁত যন্ত্রের অংশ বিশেষ [তাঁতের বীম থেকে সুতোগুলো যে সরু কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে আসে সেই কাঠটি] a part of loom (বর্ধমা ১৪) <আড়কাঠ

আরিবেটা খ্যালা **aribeṭa kʰæla** বি অঙ্গনের একপ্রকার গ্রামীণ খেলা [সাধারণত একজন খেলোয়াড়ই এই খেলা খেলে। তবে কখনও কখনও প্রতিযোগী হিসাবে আরও একজন খেলোয়াড় নেওয়া হয়। এই খেলায় একটি ছক (চিত্র অনুযায়ী) থাকে। নয়টি গুটি লাগে। ছকের দশটি ঘরের নয়টি ঘরে নয়টি গুটি বসানো হয় এবং একটি ঘর শূন্য রাখা হয়। যদি দুজনে খেলে তবে প্রতিযোগী খেলোয়াড় কেবল গুটি বসিয়ে দেয়। যে মূল খেলোয়াড় খেলাটি খেলে তার কাজ হল শূন্য ঘর থেকে সোজাসুজি তিন ঘর গিয়ে সেই তৃতীয় ঘরের গুটিটি তুলে নেওয়া এবং পুনরায় ঐ তৃতীয় ঘর থেকে সোজাসুজি তিন ঘর গিয়ে সেই ঘরের গুটি তুলে নেওয়া। এই ভাবে পর্যায় ক্রমে ঘুরে ঘুরে সব গুটিই যদি সে তুলতে পারে তবে সে বুদ্ধি চাতুর্যের পরীক্ষায় জয়ী হয়। কিন্তু প্রতিযোগী খেলোয়াড় বুদ্ধি কৌশলে গুটিগুলো এমনভাবে সাজাতে পারে যাতে মূল খেলোয়াড় শূন্য ঘর থেকে সোজাসুজি তিনঘর পাবে না বা কখনো তিনঘর গুণে শূন্য ঘর পাবে, ফলে পরাজিত হবে] a kind of rural game (জলপা ৭)



আরিবেটা খ্যালা

আরিমান্ **ariman** বি অভিমান obsessed with sentiment অত আরিমান্ কোরুঠু কেনি, দেখবু আমি কাল্ ঠিক্ তোর্ দরকে আইস্‌ব —এত অভিমান করছিস কেন, দেখিস আমি কাল ঠিক তোর বাড়িতে আসব (মেদিনী ২৬)

আরিয়ে বারিয়ে **arie̯ barie̯** ক্রি খুঁজে পেতে by search (বর্ধমা ৫)

আরিশ্ **ariʃ** বি জমির আল balk (হাওড়া ৬)

আরুন্ **arun** বি খাল-বিল বা পুকুরের যে জল আল্ (মাটির বাঁধ) দ্বারা আটকানো আছে a pool of water restricted by an earthen ridge (মেদিনী ৫)

আরের ছাট্ **arer cʰaṭ** বি কুলোর তলায় কাঠামো হিসাবে

ব্যবহৃত বাখারি [আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয়] দ্র আড়্শাট্ (বর্ধমা ১৪) <আড়+ছাট

আরোজ্[১] **aroj** বি কাঠ বা অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার মাচা [পাট বা সব্জি রাখার মাচাকে 'মাচা'ই বলা হয়] a platform on which woods and other things are kept (বীরভূ ১০) তু আরাচ্

আরোজ্[২] **aroj** বি রোগ বিশেষ [হঠাৎ নাক থেকে রক্ত পড়া] a disease [bleeding through nose] (মেদিনী ৩৪)

আরোতি **aroti** বিণ (বিশেষ খাবারে) অনুরক্ত fond of (eating something) ডাব্ খাবার্ আরোতি এ্যাকেবারে—ডাব খাবার যম একেবারে (মেদিনী ২৮) <আরক্ত+(বন্দ্যো)

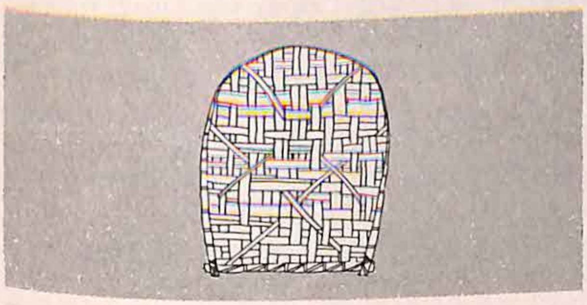
আরোস্ **aros** বি কনে bride (মুর্শিদা ২৩)

আরোহোই **arohoi̯** বিণ আরও more আরোহোই মাস্ আন্লিস্—আরো মাংস আনলি ? (পুরুলি ১৩)

আল্[১] **al** বি (মৌমাছি, বোলতা, বিছে প্রভৃতির) হুল a sting মোধুমাছিট্যা আল্ মেরে দিলা—মৌমাছিটা হুল ফুটিয়ে দিল (চব্বিশ ৮ বর্ধমা ৪ বীরভূ ৭ মালদা ৪ মুর্শিদা ২২ হাওড়া ৩, ১০)

আল্[২] **al** বি (বটগাছের) ঝুরি aerial root of a tree (বর্ধমা ৯, ২৩ বাঁকুড়া ৪, ৫, ৮, ৯, ১৪ মেদিনী ৭ হুগলি ৫)

আল[৩] **al** বি নবজাত (of children) very young and delicate, new born আল্ খোকা—নবজাত শিশু (বাঁকুড়া ৫, ৮) আল্ ছিলা—কচি ছেলে (বর্ধমা ৮, ২৬) আল্



আরের ছাট্

ছেলিয়া—কচি ছেলে (পুরুলি ৬, ৯) আল্ বাছুর্—নবজাত গোবৎস (পুরুলি ১৫ বাঁকুড়া ৮ বীরভূ ২)

আল্[৪] **al** বি (কাস্তে, ছুরি, বর্শা, পেরেক প্রভৃতির) অগ্রভাগ the sharp and pointed end (of a scythe, knife, nail etc.) (চব্বিশ ২১, ২৩ নদীয়া ৩ পুরুলি ৬ বর্ধমা ৫, ১৪ মেদিনী ৫)

আল্[৫] **al** বি ছোট কাঠের টুকরো [কুমারের চাকটিকে নীচের পাথরের সঙ্গে এই ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে আটকানো হয়। এরই উপর চাক ঘোরে] a wooden pivot of potter's wheel (চব্বিশ ১ বর্ধমা ৬ মেদিনী ২৯ হুগলি ৫)

আল্[৬] **al** বি তাঁতের লাটাই নামক সুতো গোটানোর সরঞ্জামের



আল্[৯]

অংশ বিশেষ a part of a bobin (মেদিনী ৩৩)

আল্[৭] **al** বি গরুর জিভের ঘা a kind of cattle disease (বাঁকুড়া ১৯)

আল্[৮] **al** বি অছিলা a pretext কি আলে ওঠে যাও—কি ছুতোয় ওখানে যাও (জলপা ৩)

আল্[৯] **al** বি উপখুর [গরু ও মহিষের পায়ের তলার খুরেরঠিক উপরের অংশে পিছন দিকে আঙুলের ডগের মতো একটা খুর থাকে। এটিকেই আল্ বলে] an upper hoof of cattle (বাঁকুড়া ১১)

আল্[১০] **al** বি নাল a horse-shoe (পুরুলি ১৫)

আল্[১১] **al** বি দেওয়ালের গায়ে দরজা-জানালা লাগানোর জন্য উপর নীচে দুদিকে যে গর্ত রাখা হয় a kind of hole inside the wall to set up door or window (চব্বিশ ১৪)

আল্[১২] **al** বি গরুর গাড়ির চাকার স্পোকের দুদিকের সুঁচালো অংশ দ্র আল্[৪] (মেদিনী ১৪)

আলকট্ বাহানা করা **alkɔṭ bahana kɔra** ক্রি মটকা মেরে পড়ে থাকা to pretend to be sleeping আল্কট্ বাহানা করে—মটকা মেরে পড়ে থাকে (মালদা ৪)

আল্কা[১] **alka** বিণ আল্গা loose (মেদিনী ১৭)

আল্কা[২] **alka** বিণ অনাবৃত bare open আল্কা গা—অনাবৃত দেহ (মেদিনী ৩৪ হাওড়া ১০) <আলগা

আলকা কুটি বসা **alka kuṭi bɔsa** ক্রি উবু হয়ে বসা দ্র অলোক্-টিক্রা বসা (দার্জিলি ১)

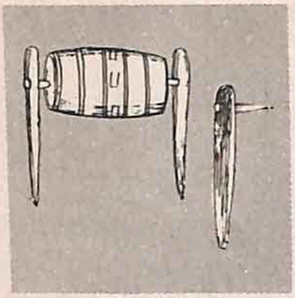
আল্ কাঠ **al kaṭ^{h}** বি দ্র আল (পুরুলি ১৬)

আল্কাতেড়া **alkateṛa** বি আল্কাতরা tar (জলপা ৭)

আলকাদা **alkada** বি মাটির দেওয়াল তৈরির যে কাদা উপযুক্ত আঠালো হয় নি loosely gelled mud for building mud-wall (বাঁকুড়া ৭)

আল্কানো **alkano** ক্রি ভেংচি কাটা to grimace আমাকে আল্কাবি না—আমাকে ভেংচাবি না (বর্ধমা ১৩, ১৮)

আল্কাপ্[১] **alkap** বি মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনাট্য [আলকাপে সাধারণত সমসাময়িক গ্রামীণ ঘটনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নক্সাচিত্র এবং কখনো কখনো পৌরাণিক কাহিনী গান, ছড়া ও সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সঙ্গে থাকে হারমোনিয়ম, তবলা ইত্যাদি। অভিনেতারা প্রধানত মুসলমান তবে হিন্দুও অংশগ্রহণ করে। দু'জন মূল



আল্খুঁটা

শিল্পী—'কপ্যা' ও 'ছোক্‌রা' থাকে। পুরুষরাই নারীবেশ ধারণ করে। আলকাপে লক্ষণীয় পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা। অভিনয় চলাকালে অভিনেতারা কিছু কিছু তাৎক্ষণিক ছড়া ও সংলাপ ইত্যাদি রচনা করে থাকে] a kind of folk-drama (মুর্শিদা ৬, ৭, ১১, ১২)

আল্কাপ্[2] **alkap** বি হাসিঠাট্টা fun (মালদা ৫)

আল্কাপিয়া **alkapia** বিণ আমুদে witty চ্যাংড়াটা খুব্ আল্কাপিয়া—ছেলেটা খুব আমুদে (মালদা ৫)

আল্কা লোক্ **alka lok** বি বহিরাগত ব্যক্তি an outsider (মেদিনী ৩৪)

আল্কুচি **alkuci** ক্রিবিণ আল্‌গোছে avoiding contact, not touching whilst eating or drinking আল্কুচি খাওয়া—আল্‌গোছে খাওয়া (চব্বিশ ১৫, ৩১)

আল্কুচি গাচ্ **alkuci gac** বি স্বর্ণলতা দ্র অলকপুই (চব্বিশ ১৫)

আল্কুট্‌ন্যা **alkuʈnæ** বিণ ঝগড়াটে querulous (বাঁকুড়া ১৩)

আল্কুম্‌ড়া **alkumʈa** ক্রিবিণ দ্র আল্কুচি আল্কুম্‌ড়া নেওয়া—আল্‌গোছে নেওয়া (পুরুলি ৩)

আল্কুসি **alkusi** বি আল্কুশি (গাছ) [এর পাতা গায়ে লাগলে খুব জ্বালা করে এবং এই গাছে তেঁতুলের মতো ফল হয়] cowage (হুগলি ৫)

আল্কোটি বসা **alkoʈi bɔsa** ক্রি দ্র আল্কা কুটি বসা (দার্জিলি ৩)

আল্কোনা **alkona** বি আলপনা দ্র আইল্‌পোন্ (বর্ধমা ১৪)

আল্কোলা **alkola** বিণ পাঁজাকোলা দ্র আঁচল্[2] (চব্বিশ ১০)

আল্কোলানি দেওয়া **alkolani dega** ক্রি কাদা লেপে দেওয়া [ধানক্ষেতের আলের ঘাস ছেঁটে পা দিয়ে কাদা লেপে দেওয়ার পদ্ধতি] the process by which grass of the balk in a muddy field pruned and levelled with mud এখন আল্কোলানি দেওয়া হোচ্চে—এখন আলের ঘাস ছেঁটে কাদা লেপে দেওয়া হচ্ছে (চব্বিশ ১৪)

আল্খুইটোমো করা **alkʰuiʈomo kɔra** ক্রি গায়ে পড়ে ঝগড়া করা to pick a quarrel without any cause ওই ছেইলেটা মোর্ সনে সব্ সময় আল্খুইটোমো করে—ওই ছেলেটা সব সময় আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে (মুর্শিদা ৯)

আল্খুঁটা **alkʰũʈa** বি ছুতার মিস্ত্রির সরঞ্জাম [এর সাহায্যে গরুর গাড়ির চাকার মাঝখানের ঢোলকাকৃতি অংশকে ঝোলান হয় ও ঘুরিয়ে দাগ কাটা হয়] a tool of carpenter which holds the hub of the cart wheel (মালদা ১)

আল্খুনিয়া **alkʰunia** বিণ অলক্ষণে inauspicious (মালদা ৫)

আল্খোকা **alkʰoka** বি কচি ছেলে [যে শিশুর অন্নপ্রাশন হয় নি] a kid, not grown enough to taste ritual rice (বাঁকুড়া ৬)

আল্খ্যাপ্‌ড়া **alkʰæpʈa** বিণ অগোছালো, আলুথালু shabby কাপড়্‌টা আল্খ্যাপ্‌ড়া কোরে পর্‌চিস্ ক্যানে বাগিয়ে পর্—কাপড়টা অগোছালো করে পরেছিস কেন, গুছিয়ে পর (বাঁকুড়া ১১)

আল্গনি **algɔni** বি বাঁশের আলনা [বাঁশের দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে এই আলনা তৈরি হয় এবং ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা হয়] dress-horse made of rope tied to a bamboo (চব্বিশ ৪) <সং অলগ্ন তু হি অল্‌গনি

☆আল্গা[1] **alga** ক্রি উপড়ান to uproot গাছ্‌টা আল্গাই দে—গাছটা উপড়ে দে (মালদা ১১)

☆আলগা[2] **alga** ক্রি তোলা to pick জিনিসটা আল্গাই দে—জিনিসটা তুলে দে (বাঁকুড়া ১৫)

আল্গা[3] **alga** বিণ অচেনা unknown আল্গা লোক্—অপরিচিত লোক (মালদা ২, ১১) আল্গা মানুশ্—অচেনা মানুষ (পদিনা ১০)

আল্গা[4] **alga** বিণ আলাদা different (কোচবি ৩)



আল্গনি

আল্গা[5] **alga** বিণ অপটু (গরু) দ্র অবোট্ গোরু (মালদা ১০)

আল্গাঁই **algãi** ক্রিবিণ দ্র আল্কুচি (পুরুলি ৩)

আল্গা কোরি বসা **alga kori bɔsa** ক্রি দ্র আল্কা কুটি বসা (দার্জিলি ৪)

আল্গাচি **algaci** বি স্বাধীন কৃষিমজুর [গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিমজুর পাওয়া যায়। এক : যারা জমির মালিকের কাছ থেকে ধান ও অর্থ উভয়ই অগ্রিম নেয় এই মর্মে যে, সারা বছর মালিকের বাঁধা মজুর খাটবে। মজুরি হিসাবে ঐ অগ্রিম নেওয়া ধান ও অর্থ পরিশোধ হয়। দুই : যারা মালিকের কাছ থেকে কিছু ধান বা অর্থ অগ্রিম নেয় এই মর্মে যে, কেবল চাষের মরশুমে ঐ

অর্থ পরিশোধ পর্যন্ত মালিকের কাজ করবে। তিন : যারা যে-কোনো মালিকের কাছে দৈনিক কৃষিমজুর হিসাবে কাজ করে] a free agricultural labourer (বর্ধমা ৭)

আল্গা ঠেঙি alga ṭʰeŋi বিণ যে স্ত্রীলোক পায়ের পাতার উপর সম্পূর্ণ ভর না দিয়ে সামনের আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলে she who walks tiptoe আল্গা ঠেঙি বেটি চ্যাংড়িক বিহা নি কোরুম্—যে মেয়ে সামনের আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলে তাকে বিয়ে করব না (মালদা ১১) তু আলক্‌ঠেঙা

আল্গাতারা algatara বি আলকাতরা tar (মেদিনী ২৬) (পর্তু)

আল্গাতেরা algatera বি দ্র আল্গাতারা (পদিনা ৬)

আল্গা ধরা alga dʰɔra বি ভূতে ধরা to be possessed by an unforeseen force টকাটাকে আল্গা ধোরিছ্যে না কি ক ত—ছেলেটাকে ভূতে ধরেছে না কি বল তো ? (মেদিনী ১৯)

আল্গা পুট্‌কি বসানিয়া alga puṭki bɔsania̯ ক্রি উবু হয়ে বসা to sit on one's toes (পদিনা ১১) দ্র আল্কা কুটি বসা

আল্গা পেটি alga peṭi বিণ যে কথা গোপন রাখতে পারে না one who cannot keep secrecy (মুর্শিদা ১০)

আল্গা বসা alga bɔsa ক্রি ১ ভূমিতে হাঁটু রেখে কোমর সোজা করে বসা to sit kneel down (পুরুলি ১৪) ২ উবু হয়ে বসা to sit on one's toes (পদিনা ১১)

আল্গা মুলিয়া alga mulia বি দিনমজুর a daily labourer (মেদিনী ১০)



আল্গা বসা[১]

আল্গাল্ করা algal kɔra ক্রি গা বমি বমি করা to feel nausea গা আল্গাল্ কোরচে—গা বমি বমি করছে (বীরভূ ৯)

আল্গা লতি alga lɔti বি স্বর্ণলতা দ্র অলক্‌পুই (মালদা ১১)

আল্গি algi বি লাঙলের লৌহনির্মিত ফাল iron blade of a plough (পদিনা ৩)

আল্গিদ্ algid বি দ্র আল্খুঁটা (বীরভূ ৪)

আল্গিদ্‌রিয়া algidria বি কচি বাচ্চা (মেয়ে) a baby (girl) (মালদা ৬) <আল+গিদ্‌রা (সাঁও)

আল্গিদর algidɔrɔ বি কচি বাচ্চা (ছেলে) a baby (boy) (মালদা ৬) দ্র আল্গিদ্‌রিয়া



আল্গা ঠেঙি—আল্ছিলো

আল্গি

আল্গিন্ algin বি দ্র আল্গনি (মুর্শিদা ১৭, ২৪)

আল্গিয়্যাছ algiæcʰɔ বিণ আলগা untied, loose (পদিনা ৩)

আল্গুচি alguci ক্রিবিণ আল্গোছে avoiding contact (হুগলি ১৬)

আল্গুছি algucʰi ক্রিবিণ দ্র আল্গুচি আল্গুছি দিয়ে খাওয়া—আল্গোছে (জল) খাওয়া (চব্বিশ ৩১)

আল্গুড় alguṛ বি চিটেগুড় a kind of sticky molasses (নদীয়া ১)

আল্গুনি alguni বি দ্র আল্গনি (বাঁকুড়া ৯ মুর্শিদা ২ হাওড়া ১০ হুগলি ১৮)

আল্গে alge অসক্রি ছিটিয়ে scattering আল্গে ফেলে দিল—ছিটিয়ে ফেলে দিল (মালদা ১০)

আল্গে দেয়া alge dea ক্রি আস্কারা দেওয়া to give indulgence উ আল্গে দিছে—সে আস্কারা দিচ্ছে (বীরভূ ১০) <আল্গা

আল্গো algo বিণ আল্গা loose (জলপা ১)

আল্গোইচ্চা algoicca বিণ উবু to sit on one toes আল্গোইচ্চা বোইসা আছি—উবু হয়ে বসে আছি (বর্ধমা ১৩) তু আবা আলগোছে

আল্গোছা algocʰa ক্রিবিণ দ্র আলগুচি (মেদিনী ৭)

আল্গোনি algoni বি দ্র আল্গনি (হাওড়া ১০)

আল্চুটানো alcuṭano ক্রি ধানজমির আলের ধারের ঘাস কোদাল দিয়ে ছেঁটে ফেলা to mow grass grown on the balk in a field by spade (বর্ধমা ২)

আল্ছা[১] alcʰa ক্রিবিণ আব্ছা hazy, obscure চিকাশ্ আল্ছা আল্ছা দেখা যাচ্ছে—সূর্যটা আব্ছা আব্ছা দেখা যাচ্ছে (মালদা ৫)

আল্ছা[২] alcʰa বি (মাছের) আঁশ scales (as of fish) (জলপা ৪) দ্র আইল্শা[২]

আল্ছাঁটা alcʰãṭa ক্রি দ্র আল্চুটানো (চব্বিশ ১৪ মালদা ৩)

আল্ছান্ alcʰan বি ছলনা, ছল deception আল্ছান্ কোরি কানিছ্যে—ছল করে কাঁদছে (মালদা ১১)

আল্ছামা alcʰama বি আলোছায়া light and shade (চব্বিশ ২১)

আল্ছিলো alcʰilo ক্রি এসেছিল came (বীরভূ ১১)



আল্‌তা বাসুর্‌

আল্‌ছে alc^{h}e ক্রি এসেছে have come (বীরভূ ৯, ১১ মালদা ১১ মুর্শিদা ১৭) এ্যাক্‌টা লোক্‌ আমাদের্‌ গাঁয়ে আল্‌ছে—একটা লোক আমাদের গ্রামে এসেছে (মুর্শিদা ১৭) কুন্‌ছি আল্‌ছে ? —কোথা থেকে এসেছে ? (মালদা ১১) দ্র আল্‌ছিলো

আল্‌ছে আল্‌ছে alc^{h}e alc^{h}e বিণ ফিস্‌ফিস্‌ করে (talk) by whisper আল্‌ছে আল্‌ছে কথা বুইল্‌ছে—ফিস ফিস করে কথা বলছে (মুর্শিদা ২) তু আল্‌ছা[১]

আল্‌জিবি aljibi বি আল্‌জিহ্বা epiglottis (চব্বিশ ৩৬)

আল্‌ঝোরা alj^{h}ora ক্রি দ্র আল্‌চুটানো (বর্ধমা ২২)

আল্‌টা alʈa বি খড়ের তৈরি বিড়া (হাঁড়ি কলসি রাখার জন্য বা মাথায় দিয়ে ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়) hay band for placing pitchers on, or for carrying load (চব্বিশ ৭, ১৭, ২০, ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৭) <আ+লুটি

আল্‌টাক্‌ড়া alʈakɽa বি ১ আলজিভ সংলগ্ন মুখগহ্বর palate ২ আলজিভ সংলগ্ন গলার ভিতরের অংশ inner-mouth after epiglottis (চব্বিশ ২১, ৩৭) ~র্‌ জিব্‌ দ্র আল্‌জিবি (চব্বিশ ২১)

আলটাক্‌রা alʈakra বি দ্র আল্‌জিবি (নদীয়া ১৩)

আল্‌টাগড়া[১] alʈagɽa বি দ্র আল্‌টাক্‌ড়া (চব্বিশ ৩৩)

আল্‌টাগড়া[২] alʈagɽa বি দ্র আলজিবি (চব্বিশ ২১ হাওড়া ৩)

আল্‌টে আল্‌টে alʈe alʈe ক্রিবিণ হাতড়ে হাতড়ে groping আল্‌টে আল্‌টে মাচ্‌ ধরা—হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরা (হাওড়া ১০)

আল্‌টে মাটি alʈe maʈi বি কুম্ভকারের ব্যবহৃত মৃত্তিকা [মাঠে হাঁটু পরিমাণ গর্ত খুঁড়ে তার তলার অংশ থেকে এই মাটি সংগৃহীত হয়] clay used by potter (চব্বিশ ১৫)

আল্‌টে জাওয়া alʈe jao̯a ক্রি ভেঙে যাওয়া [কোদাল ভেঙে আংটাটা আলাদা হয়ে যাওয়া] to be broken and detached (as a spade detached from its ring) (হাওড়া ১০)

আল্‌ঠা alʈ^{h}a বিণ তোতলা one suffering from stammer (মুর্শিদা ১৪)

আল্‌ঠে জাওয়া alʈ^{h}e jao̯a ক্রি (ভাত) এলিয়ে যাওয়া [জল না দেওয়া শুক্‌নো ভাত এভাবে এলিয়ে যায়] staling (of rice) (মালদা ৬)

আল্‌তাগড়া altágɽa বি দ্র আল্‌টাক্‌ড়া (চব্বিশ ২৭)

আল্‌তা দুদ্‌ alta dud বিণ গাঁজলা দুধ [সদ্য প্রসূতা গাভীর এই দুধ মানুষে খায় না, কেবল সদ্যোজাত বাছুরে খায়] new milk of a cow after delivery (কোচবি ৪)

আল্‌তা পাটি শিম্‌ alta paʈi ʃim বি একধারে লাল্‌চে রেখা আছে এমন সাদাটে অথবা সবুজ শিম দ্র অল্‌তাপাটি শিম্‌ (মেদিনী ৯, ১০)

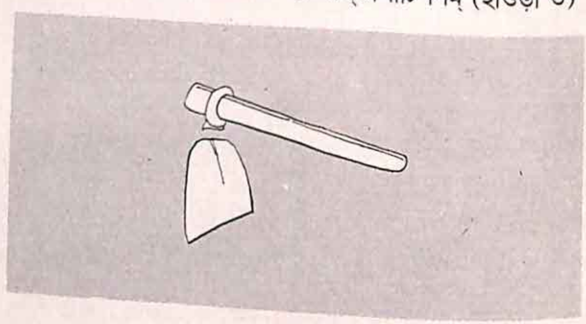
আল্‌তা পেরিয়া কাপড়্‌ alta peria kapɔɽ বি লালপাড় শাড়ি a *śari* with red borders (মেদিনী ১৪)

আল্‌তা বাসুর্‌ alta basur বিণ সদ্য নবজাত- বাছুর a new born calf (কোচবি ৪)

আল্‌তা বোড়্‌ alta boɽ বি রাঙা আলু red yam (মুর্শিদা ২৩)

আল্‌তা মঙ্গলা alta mɔŋgɔla বি বিবাহ অথবা উপনয়নে মেয়েদের আলতা পরানোর অনুষ্ঠান [প্রথমে নাপিতানি বিজোড় সংখ্যক এয়োস্ত্রীকে (সাধারণত পাঁচ, সাত বা নয় জন) আলতা পরিয়ে দেন। এর পর যার বিবাহ বা উপনয়ন হবে তার মাথায় সাতবার অথবা নয়বার 'পেচে' (একপ্রকার বাঁশ বা বেতের তৈরি ঝাঁপির মতোপাত্র) স্পর্শ করানো হয়। পেচে-তে নরুণ, আলতা পরানোর ছোট বাটি, ঝামা, ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি থাকে। এই অনুষ্ঠানে বর বা কনের মা ঐ সকল এয়োস্ত্রীকে পান-সুপারি দিয়ে বরণ করেন] women's ritual to paint lac-dye in the marriage or taking the sacred-thread ceremony (বর্ধমা ৪)

আল্‌তা শিম্‌ alta ʃim বি দ্র আল্‌তাপাটি শিম্‌ (হাওড়া ৩)



আল্‌টে জাওয়া

আল্‌তি[১] alti বি কচু an esculant edible root আল্‌তি পড়া—কচু পোড়া (পুরুলি ২, ৯, ১৭ বাঁকুড়া ৩, ৮, ১৩ মেদিনী ২, ৩, ৫, ৬, ১৩, ২৪, ৩২, ৩৩)

আল্‌তি[২] alti বি আঁচিল a mole (মেদিনী ৮, ১২)

আল্‌তি[৩] alti বি (শরীরের) তিল goose-pimples (মেদিনী ২০)

আল্‌তু-ফাল্‌তু altu-p^{h}altu বিণ আবোল তাবোল nonsense, absurd, meaningless (বর্ধমা ১৫)

আল্‌তোলা altola ক্রি দ্র আল্‌কোলানি (বর্ধমা ১৬ বীরভূ ১১ মেদিনী ৩৪)

আল্‌থাল্‌ alt^{h}al বিণ ১ অগোছালো disorderly ঘর্‌টা

আল্থাল্ কোরে রাখ্যেছিস্ জে—ঘরটা অগোছালো করে রেখেছিস যে (পুরুলি ৩) ২ এলোমেলো (চুল) unkempt (বাঁকুড়া ১৩)

আল্থালু alt^{h}alu বিণ দ্র আল্থাল্ (মেদিনী ১২)

আল্থোয়া alt^{h}oa বিণ ক্ষণভঙ্গুর brittle (জলপা ৭)

আল্দা alda বিণ আলাদা different, taken apart (জলপা ৭ মেদিনী ২, ১০, ১৩, ২৮)

আল্দাত্ aldat বি গজদন্ত a prominent side tooth (পদিনা ৪)

আল্দায় বসা aldae̯ bɔsa ক্রি দ্র আল্কা কুটি বসা (কোচবি ৩ জলপা ১)

আল্দোন্ aldon বি আলাপ-আলোচনা parley (পুরুলি ৮)

আল্ধরা ald^{h}ɔra ক্রি (শরীরের কোনো অঙ্গে) ঝিনঝিন ধরা to feel dizzy (বাঁকুড়া ১৭)

আল্ধা ald^{h}a বিণ দ্র আল্দা (কোচবি ১ জলপা ১, ৭ দার্জিলি ৩)

আল্না[১] alna বিণ আলুনি দ্র অন্না[২] (পদিনা ৩)

আল্না[২] alna বি দ্র আল্গনি (নদীয়া ১০ বর্ধমা ২৩ হুগলি ১২)

আল্নাচা alnaca দ্র আল্কোলানি (বীরভূ ১২)

আল্নি alni দ্র আল্না[১] (চব্বিশ ১৪)

আল্পাকা ছাট্ alpaka c^{h}aṭ বি চুল ছাঁটার বিশেষ ধরন [যাতে পিছন থেকে সামনে পর্যন্ত গোল করে ছাঁটা হয়। সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদের চুলই এভাবে ছাঁটা হয়] a



আল্লা[১] ২

type of hairstyle, cropping hair short and uniform all over the head (কোচবি ৭)

আল্পিনা alpina বি আলপনা দ্র আইল্পোন্ (কোচবি ৭)

আল্পুন্ alpun বি দ্র আল্পিনা (মুর্শিদা ১৭)

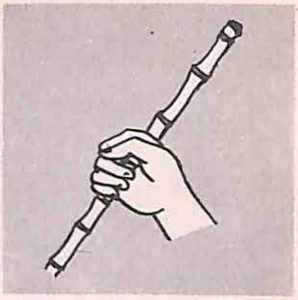
আল্পুনি alpuni বি দ্র আল্পিনা (বীরভূ ৯)

আল্পেনা alpena বি দ্র আল্পিনা (হাওড়া ৬)

আল্পৈনা alpoi̯na বি দ্র আল্পিনা (মেদিনী ২৫)

আল্পোন্ alpon বি দ্র আল্পিনা (পদিনা ১৪ মালদা ৪ মুর্শিদা ১০)

আল্ ফাব্ড়া al p^{h}abṛa বি ঠ্যাঙাড়ের লাঠি [দৈর্ঘ্যে তিন



আল্ ফাবড়া

চার হাত পরিমাণ ছোট লাঠি। অন্যত্র (মেদিনীপুর, লোধাশুলি) একে 'পাবড়' বলে] a baton of about three or four cubit long used by thugs (হুগলি ১) <সং পর্ব

আল্ফাল্ alp^{h}al বিণ আলতু ফালতু, আবোল তাবোল incoherent, irrelevant আল্ফাল্ বোলিস্ না—আবোল তাবোল কথা বলিস না (মুর্শিদা ১০)

আল্ফুস্ফুসিয়া alp^{h}usp^{h}usia ক্রিবিণ আলতোভাবে loosely আল্ফুসফুসিয়া ধরলি ?—আলতোভাবে ধরলি ? (বাঁকুড়া ১৫)

আল্বান্হা albanha ক্রি দ্র আল্কোলানি (মালদা ৩) আড়>আল+ বান্ধা>বান্হা

আল্বারা albara ক্রি দ্র আল্কোলানি (বর্ধমা ১৫)

আল্বাল্ করা albal kɔra ক্রি গা বমি বমি করা nauseate (বীরভূ ৭) তু আবা আকুল-ব্যাকুল

আল্ব্যালা albæla বি বেলা থাকতে থাকতে (সূর্যাস্তের পূর্বেই) within evening, before sunset আল্ব্যালা কাজ্ সেরে চলে এসো—বেলা থাকতে থাকতে কাজ সেরে চলে এস (বর্ধমা ৮) <আল (<আড়্)+বেলা

আল্বোট্ alboṭ বি (চুলের) টেরি a hair-do for males named after Albert আল্বোট্ কাটা—চুলে টেরি কাটা (হাওড়া ৮)

আল্মাইলা almai̯la বিণ এলোমেলো অগোছালো incoherent কথাটা আল্মাইলা করে বলছু ক্যান্ ?—কথাটা অগোছালো করে বলছিস কেন ? (বাঁকুড়া ১)

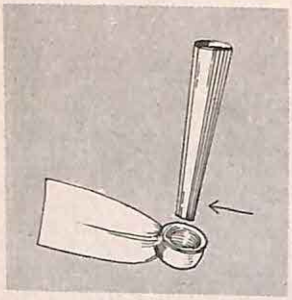
আল্মাল্[১] almal বিণ ম্যাজম্যাজ to feel physically indisposed গা-টা আল্মাল্ কোচ্চে—শরীর ম্যাজম্যাজ করছে (বর্ধমা ১৯) তু আবা এলোমেলো

আল্মাল্[২] almal বিণ এলোমেলো incoherent (পুরুলি ৩ মেদিনী ১৯)

আল্লা[১] alla বি ১ আল্না দ্র আল্গনি (কোচবি ৩ চব্বিশ ২০ বর্ধমা ৪, ১৫ বীরভূ ৫ মুর্শিদা ৫) ২ দুটি খুঁটির উপর আড়াআড়ি রাখা বাঁশ, যেটি ধরে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া হয় the horizontal post, used as a support while operating a husking pedal (হুগলি ১)

আল্লা[২] alla বিণ আলুনি দ্র অন্না[২] (পুরুলি ১৫ বাঁকুড়া ১৩ মালদা ১১)

আঁল্লা ãlla বিণ দ্র আল্লা[২] (মেদিনী ৫)



আল্লে[২]

আল্লা খেপা **alla k^{h}epa** বিণ আধপাগল eccentric (বর্ধমা ১৬)

আল্লা জিব্ **alla jib** বি দ্র আল্জিবি (চব্বিশ ৮)

আল্লা জিবা **alla jiba** দ্র আল্জিবি (পদিনা ১২)

আল্লা জিবায় **alla jibae̯** বি দ্র আল্জিবি (পদিনা ১২)

আল্লা জিভা **alla $jib^{h}a$** বি দ্র আল্জিবি (পদিনা ৭, ১০ মালদা ৪)

আল্লাদ্ **allad** বি কেউটে সাপ the cobra (মুর্শিদা ১৭)

আল্লাদ্ করা **allad kɔra** ক্রি আদর করা to caress, to fondle (মেদিনী ৬)

আল্লাপ্ **allap** বি আলাপ acquaintance (কোচবি ১ জলপা ৭)

আল্লি **alli** বিণ আলুনি দ্র অন্না[২] (চব্বিশ ২১)

আল্লে[১] **alle** বি দ্র আল্গনি (হুগলি ১৮)

আল্লে[২] **alle** বি কর্মকারের সরঞ্জাম বিশেষ দ্র আটিল্[২] (বর্ধমা ৪)

আল্ল্যে **allɛ** বিণ আলুনি দ্র আল্লা (পদিনা ১০)

আল্লো **allo** বিণ দ্র আল্লা (বীরভূ ১১ হাওড়া ১০) তরকারিটা আল্লো হইছে—তরকারিটা আলুনি হয়েছে (বীরভূ ১০)

আল্ল্যা **allæ** বিণ দ্র আল্লা (কোচবি ২)

আল্শা[১] **alʃa** বিণ অলস lazy (মেদিনী ১৯, ২৮, ৩৪, ৩৫)

আল্শা[২] **alʃa** বি মাছের আঁশ দ্র আলছা[১] (কোচবি ৪)

*আল্শানো **alʃano** বিণ এলানো (ভাত) semi-stale rice (চব্বিশ ১৯ হাওড়া ৮) তু আল্ঠে জাওয়া

আল্শাল্ **alʃal** বিণ আলতু-ফালতু দ্র আল্ফাল্ তোক্ এনহা আল্শাল্ কথা কহাবানি হব্যো—তোকে এখানে আলতু-ফালতু কথা বলতে হবে না (মালদা ১১)

আল্শিয়ামি **alʃiami** বি গড়িমসি dilly dallying (জলপা ৭) তু আবা আল্সেমি

আল্শিয়্যা **alʃiæ** বিণ ফাঁকিবাজ, অলস lazy-bone (মেদিনী ২৫) তু আবা আল্সে

আল্শিল্ **alʃil** বি কুমারের চাকের কেন্দ্রীয় দণ্ডটি যে পাথরের উপর বসানো হয় the stone of the potter's wheel (হাওড়া ১০) <আল্+শিল

আল্শে[১] **alʃe** বি আখের শুকনো পাতা dry leaves of sugarcane (বর্ধমা ৭ বীরভূ ৮, ১২)

আল্শে[২] **alʃe** বি ধানের তুষ husk of paddy (চব্বিশ ৩৯)

আল্শে[৩] **alʃe** বি মাটির বাড়ির দেওয়ালের দু হাত চওড়া তাক a sort of shelf (about two cubit wide) inside a mud-hut (চব্বিশ ১৪)

আল্শে[৪] **alʃe** বি কর্মকারের সরঞ্জাম দ্র আটিল্[২] (বাঁকুড়া ৪)

আল্শে[৫] **alʃe** বিণ দ্র আল্শানো (চব্বিশ ১৯ হাওড়া ৮)

আল্শে বাঁধা **alʃe $b\tilde{a}d^{h}a$** ক্রি চুলে জট পড়া (hair) to get matted (চবিবশ ২৩)

আল্শে ভাঙা **alʃe $b^{h}a\eta a$** ক্রি ঋতুস্রাব হওয়া to menstruate (হুগলি ১১) <সং আলস্য

আল্শেয়া **alʃea** বি আলস্য idleness (কোচবি ৬)

আল্শ্যা **alʃæ** বি ধানসহ পোয়াল খড় [ধান ঝাড়ার সময় ধানসহ কিছু খড় হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যায়। এই খড় থেকে ধান আলাদা করে নিলে তাকে পোয়াল খড় বলা হয়] straw of a disorderly kind with paddy (মালদা ১০)

আল্সা **alsa** বি বাড়ির সরু রোয়াক terrace (মালদা ৮)

আল্সা-আল্সা **alsa-alsa** বি (গা) ম্যাজ-ম্যাজ malaise গতর্টা খুব্ আল্সা-আল্সা কর্যাছে—শরীরটা খুব ম্যাজ ম্যাজ করছে (মালদা ১১)

আল্সাট্টে **alsaʈʈe** বিণ আজগুবী incredible তুই আল্সাট্টে গলপ কোউর্ঠু কেনি ?—তুই আজগুবী গল্প করছিস কেন ? (মেদিনী ১৯) দ্র অজ্গোবি[১]



আল্শ্যা

আল্সাট্যা **alsaʈæ** বিণ দ্র আল্সাট্টে (মেদিনী ২২, ২৬)

আল্সাল্ **alsal** বিণ আলতু ফালতু incoherent তোক্ এনহা আল্সাল্ কথা কহবানি হব্যো—তোকে এখানে আলতু ফালতু কথা বলতে হবে না (মালদা ১১) তু আন্সান্

আল্সি[১] **alsi** অসক্রি এলিয়ে (যাওয়া) to become stale তোরকিটা আল্সি যাইছে—তরকারিটা এলিয়ে গেছে [নষ্ট হয়ে গেছে] (মেদিনী ২৬)

আল্সি[২] **alsi** বিণ অলস idle (কোচবি ৪ জলপা ৭)

আল্সি[৩] **alsi** বিণ ঢিলে loose (পদিনা ২)

আল্সিয়া[১] **alsia** বিণ দ্র আল্সি[২] (কোচবি ৩, ৪ জলপা ৭ দার্জিলি ১ পদিনা ১, ৪ মেদিনী ২২, ২৬) তুই খুব

আল্সিয়া—তুই খুব অলস (মেদিনী ২৬) <সং আলস্য

আল্সিয়া[২] alsia বি দ্র আল্শ্যা (পদিনা ১)

আল্সিয়ানি alsiani বিণ অলস মেয়ে lazy girl (জলপা ১ পদিনা ৪, ৬, ৭) তু আলসিয়া

আল্সিয়ামি alsiami বি কুঁড়েমি laziness (পদিনা ১)

আল্সে[১] alse বি (মাটি বা ইঁটের তৈরি) নীচু থাম [আল্সে বা থাব্না (হাওড়া ১১) পিল্পে (হাওড়া ১) বিট্ (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬)-এর উপর বাঁশ বা কাঠ পেতে তার উপর খড়সমূহ গাদা করে রাখা হয়] earthen or low brick pillars (বর্ধমা ৬)

আল্সে[২] alse বি আমগাছের শুকনো পাতা dry leaf of mango tree (নদীয়া ৯ বীরভূ ৮) তু আল্শে[১]

আল্সে[৩] alse বি মাটির পাঁচিল [মাটির বাড়ির বারান্দা বিভাজক হিসেবে এই পাঁচিল দেওয়া হয়ে থাকে] an earthen wall used as divider in a veranda (চব্বিশ ১২, ১৮) তু আল্শে[৩]

আল্স্যা alsæ বি ফেন ঝরাবার জন্য ভাতের হাঁড়ি রাখার অল্প উঁচু জায়গা a raised place for straining gruel from rice pot (চব্বিশ ২৪)

আল্হাই alhai সর্ব এখন দ্র অত্বা মুই আল্হাই ওনু—আমি এখন এলাম (পদিনা ৯) <এলা

আল্হা-উল্হু alha-ulhu বিণ বোকা এবং গোবেচারা idiot and simpleton (পুরুলি ১৩)

আল্হায় alhae̯ বিণ এখুনি just now, instantly (পদিনা ২) তু আল্হাই

আল alɔ ক্রি এল come উ নিয়ে আল—সে নিয়ে এল (মেদিনী ৫)

আলক্ ঠেঙা alak ṭʰeŋa বি যে মানুষ পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটে he who walks on tip-toe (মালদা ১১) তু আল্গা ঠেঙি

আলকাদা alɔkada বি দেওয়াল তৈরির উপযুক্ত না হয়ে ওঠা কাদা clay not properly done for being used in building mudhut (বাঁকুড়া ৮)

আলগ্জিব্ alɔgjib বি আলজিহ্বা দ্র আগ্জিব্ (বীরভূ ১১) <সং অলগ্ন

আলগ্পুই alɔgpui̯ বি স্বর্ণলতা দ্র অলক্পুই (পুরুলি ১৬)

আলগ্পুঁই alɔgpũi̯ বি পরগাছা parasite (বাঁকুড়া ৮) তু অলক্পুই

আলগ্ পুঁটি হোয়ে বসা alɔg pũṭi hɔe bɔsa ক্রি উবু হয়ে বসা দ্র আল্কাকুটি বসা (বীরভূ ১০)

আলগ্লতা alɔglɔta বি স্বর্ণলতা দ্র অলক্পুই (মেদিনী ১৪)

আলগ্ হয়ে বসা alɔg hɔe bɔsa ক্রি উবু হয়ে বসা দ্র আল্কাকুটি বসা (মালদা ৩)

আলঙ্ alɔŋ বি একলা alone (জলপা ৬)

আল চাল্ alɔ cal বি আতপ্চাল দ্র আওয়া[২] (পুরুলি ১৩)

আলন্দ alɔndɔ বি আনন্দ joy (জলপা ৩, ৭)



আলা[৪]

আলম্তালা alɔmtala বি (মুসলমান সম্প্রদায়ের) বরের আইবুড়ো ভাত খাওয়ার জায়গা the spot where a groom takes his ceremonial meal before marriage (a muslim custom) (মুর্শিদা ৩)

আলা[১] ala বিণ ১ ক্লান্ত দ্র আক্লান্ত (বর্ধমা ৯, ২৩ বাঁকুড়া ৫, ১০, ১৪, ১৬ মুর্শিদা ২১ মেদিনী ৭ হুগলি ১১) উ আলা হোই গ্যাচে—ও ক্লান্ত হয়ে গেছে (হুগলি ১১) আলিয়ে গেছি—ক্লান্ত হয়ে গেছি (বাঁকুড়া ৫) ~ **জানানো** ক্রি ক্লান্ত হওয়া শরীরটা আলা জানাচ্ছে—শরীরটা ক্লান্ত হয়েছে (বাঁকুড়া ১৬) ~ **মারা** বিণ ক্লান্ত খুঁজে খুঁজে আলামারা হয়ে গেলাম্—খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে গেলাম (বাঁকুড়া ১০) ~ **হওয়া** ক্রি জীর্ণ হওয়া কাপড়টা আলা হোইগ্যাল্ আর বোইবে নি—কাপড়টা জীর্ণ হয়ে গেল আর বেশিদিন টিকবে না (বাঁকুড়া ১২, ১৯) <এলো ~ ২ বিণ একঘেয়েমি লাগা sick চারাপোনা খেয়ে খেয়ে আমরা আলা হয়ে গেচি বা এলে গেচি—(একনাগাড়ে চারাপোনা খেয়ে আমরা (একঘেয়েমির জন্য) বিরক্ত হয়ে গেছি (হাওড়া ১, ৮)

আলা[২] ala সর্ব এখন now (পদিনা ২, ৩, ৮, ৯) আলা খুব ঠাণ্ডা—এখন খুব শীত (পদিনা ৯) আলা মি কহোয়া নি পারুম্—এখন আমি বলতে পারব না (পদিনা ২)

আলা[৩] ala বি আলো light আলাটা বুজি গ্যাল—আলোটা নিভে গেল (পদিনা ১১ বর্ধমা ২২)

আলা[৪] ala বিণ হালা বা মুঠা [এক হাতের মুঠিতে ধরে এমন নির্দিষ্ট পরিমাণ খড় বা ঘাস। দুই হালা বা মুঠাতে এক আঁটি।] a handful (of straw or grass) (পুরুলি ১৫) তু হালাঙ্ (সাঁও) হালা (বন্দ্যো)

আলা[৫] ala বিণ অক্ষত uninjured (মেদিনী ৭) আলা—অস্পৃষ্ট (দাস)

আলা[৬] ala বিণ আড়ষ্ট uneasy, stiff আলা হয়ে যাওয়া—আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া (মেদিনী ৭)

আলা[৭] ala ক্রি গণ্য করা to take into account, to consider (কোচবি ৩)

আলাআলি করা alaali kɔra ক্রি ব্যস্ত করা to make one busy (বর্ধমা ৯)

আলাই বালাই alai balai বিণ অযথা unnecessary (কোচবি ৮)

আলাও alao সর্ব এখনো দ্র অত্পহর্বি আলাও তো নি আসে খোরাক্—এখনো খাবার আসেনি। কাম্খান্ আলাও নি



আলাট

শেষ হয়—কাজটা এখনও শেষ হয় নি (পদিনা ৩) তু আঁলা[2]

আলাক্জিভা **alak jib^{h}a** বি আলজিহ্বা দ্র আগ্‌জিব্ (মালদা ২) <আল-জিব (+ক)

আলাকুটি হোয়ে বসা **alakuṭi hoe̯ bɔsa** ক্রি উবু হয়ে বসা দ্র আল্‌কাকুটি বসা (দার্জিলি ৩)

আলাগা গোরু **alaga goru** বি যে গরু চাষের কাজ শেখেনি দ্র অবোট্ গোরু (মালদা ১০)

আলাঙ্ গুঁজি **alaŋ guji** বি (গরুর গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত) লোহার গোঁজ বা খিল the peg which holds the cart-wheel in the axial rod (বীরভূ ১) <সং অলগ্ন

আলাঙ্ ছালাঙ্ **alaŋ c^{h}alaŋ** সর্ব এদিক্ ওদিক, এখানে ওখানে (পদিনা ৪)

আলাচাল্ **alacal** বি আতপ চাল দ্র আওয়া[2] (পদিনা ১৩)

আলাচালা[1] **alacala** বি আইঢাই দ্র আক্‌পাক্[3] গরমে আলাচালা কোর্‌চে—গরমে আইঢাই করছে (বর্ধমা ২)

আলাচালা[2] **alacala** বিণ ফালতু বা এলোমেলো nonsensical আলাচালা কথা বোলিস্ না—এলোমেলো কথা বলিস না (মুর্শিদা ১৬) তু আংফাং

আলাচোন্ **alacon** বি আলোচনা discussion (পদিনা ১১)

আলাজ্ **alaj** বি এলাচ cardamom (মেদিনী ২০)

আলাজিব্ **alajib** বি আলজিব দ্র আগ্‌জিব্ (চব্বিশ ২১ বর্ধমা ৫ হুগলি ১১)

আল্‌জিবা **aljiba** বি দ্র আগ্‌জিব্ (কোচবি ৬ জলপা ৬) ~ নাচি ওঠা ক্রি জিভে জল আসা to make one's mouth water (পদিনা ১০)

আলাজিবি **alajibi** বি দ্র আগ্‌জিব্ (নদীয়া ১)

আলাজিভা **alajib^{h}a** বি দ্র আগ্‌জিব্ (বীরভূ ৯ মালদা ১৩)

আলাজিভ্যা **alajib^{h}æ** বি দ্র আগ্‌জিব্ (মুর্শিদা ২০)

আলাট্ **alaṭ** বি ক্ষুর শান দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত চামড়া a piece of leather used to whet razor (বীরভূ ১০)

আলাত্[1] **alat** বি দ্র আলাট্ (পুরুলি ১৪ বাঁকুড়া ১৪, ১৮)

আলাত্[2] **alat** বি জলবোড়া সাপ water-viper (জলপা ৭)

আলাতন্ **alatɔn** বিণ ক্লান্ত দ্র অচেঠা খুব আলাতন্ হোয়ে গ্যাছে—খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে (বাঁকুড়া ১১) তু আলা[1]

আলাতা **alata** বি কম সিদ্ধ ধান থেকে তৈরি চাল [এই চালের মাঝখানের অংশ সাদা হয়] rice prepared from half-boiled paddy (চব্বিশ ৩৭)

আলাতে চাল্ **alate cal** বি দ্র আলাতা (বর্ধমা ১২)

আলাতোন্ **alaton** বিণ আজগুবী incredible তোর্ এ্যাক্ আলাতোনের কথা—তোর এক আজগুবী কথা (হাওড়া ১১)

আলাতোনি লাগা **alatoni laga** ক্রিবিণ ক্লান্ত লাগা to feel tired (মুর্শিদা ৩) তু আলা[1]

আলাদ্ সাপ্ **alad sap** বি কাল কেউটে সাপ cobra (পদিনা ১০) তু আলাত্[2]

আলান্[1] **alan** বি রান্নার বাসনের তলার কালি [কাঠের উনান হলে প্রভূত পরিমাণে জমে] grime accumulated under a cooking utensil due to heat and oil (মালদা ১১) তু অড়াঁধু

আলান্[2] **alan** বি জোয়ালের মাঝখানের গোলাকৃতি দড়ি যাতে লাঙলের ঈষ লাগান হয় দ্র অঁন্দ্ (বীরভূ ১)

আলান্[3] **alan** বি চামড়ার পাকানো দড়ি leather cord (বর্ধমা ১৫)

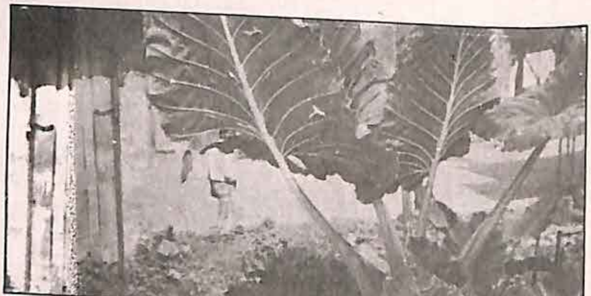
আলান্[4] **alan** বি (গরুর গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত) লোহার গোঁজ বা খিল দ্র আলাঙ্ গুঁজি (বর্ধমা ৮)

আলান্[5] **alan** বিণ আলুলায়িত dishevelled (কোচবি ১)

আলান্‌খিল্ **alank^{h}il** বি দ্র আলান্[4] (বাঁকুড়া ৫)

আলান্‌গুঁজি **alangũji** বি দ্র আলান্[4] (বর্ধমা ১৫)

আলানি **alani** বি জয়ধ্বনি hurrah (বর্ধমা ১) তু হি এলান (ঘোষণা করা)



আলান্দি

আলান্ত **alantɔ** বিণ ক্লান্ত দ্র আকালোন্‌তো (বর্ধমা ২০ বীরভূ ৫ মুর্শিদা ২) শরীল্‌টা আলান্ত হোয়ে পড়েচে—শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে (বীরভূ ৫) আলান্ত হোই গেল্‌ছি—খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি (মুর্শিদা ২)

আলান্তো **alanto** বি দ্র আলান্ত (বাঁকুড়া ১১)

আলান্দ্[1] **aland** বি দ্র আলাঙগুঁজি (বাঁকুড়া ১)

আলান্দ্[2] **aland** বি দ্র আলান[2] (বর্ধমা ৮)

আলান্দ্ খিল্ **aland k^{h}il** বি দ্র আলাঙ্ গুঁজি (বাঁকুড়া ৭)

আলান্দি **alandi** বি এক জাতীয় মানকচু গাছ a type of arum plant (জলপা ৭)

আলান্দু **alandu** বি ঝুল দ্র অড়াঁধু (কোচবি ২, ৩, ৪ পদিনা ৫)

আলাপাতা **alapata** বি খৈনিপাতা tobacco leaf (পদিনা ১০, ১৪)

আলাপালা কোরে **alapala kore** ক্রিবিণ পালা করে, পর্যায়ক্রমে by turn পুলিশ্‌লা আলাপালা কোরে পাহারা দিচ্ছে—পুলিশ্‌রা পালা করে পাহারা দিচ্ছে (পদিনা ৯)

আলাপালি[১] **alapali** বি পারস্পরিক আলোচনা mutual discussion (বর্ধমা ১৫)

আলাপালি[২] **alapali** বিণ ১ অদল বদল by rotation তরা আলাপালি কেরিকে এহে কাজ্‌টা ক্যার্‌বেহ্যে—তোরা অদল বদল করে এই কাজটা করবি (পুরুলি ৩) ২ পাল্টাপাল্টি by exchange এহে কলম্‌টি আলাপালি কেরিকে লেখ্‌বেহে—(এই কলমটা) পাল্টাপাল্টি করে লিখবে (পুরুলি ৫) তু আলাপালা

আলাপালি[৩] **alapali** বিণ দ্র আলাপালা (পুরুলি ৩, ৫) দুটুয়া কুকুরে শুয়ারটাকে আলাপালি কইরে মাল্লো—দুটো কুকুর শুয়োরটাকে পালা করে মারলো (পুরুলি ৩)

আলাবাছা **alabacʰa** বি ঝড়্‌তি পড়্‌তি scraps, left-over (বাঁকুড়া ৬) <আলগা+বাছা

আলাবিবি **alabibi** বি ওলাইচণ্ডী, ওলাইবিবি দ্র অলাবিবি (মেদিনী ২৮)

আলাম্‌[১] **alam** বি যে বাঁশের মাথায় গাজন উৎসবের পতাকা ঝুলানো থাকে a bamboo used as the flag post in the *Gājan* festival (মেদিনী ১৬) <আলান—খুঁটি (চলন্তিকা)

আলাম্‌[২] **alam** ক্রি এলাম have come (চব্বিশ ২৩) <আইলাম্‌

আলাম্‌ খিল্‌ **alam kʰil** বি দ্র আলাঙ্‌ গুঁজি (বাঁকুড়া ১৪) তু আলান্‌খিল্‌

আলাম্‌ সামি **alam sami** বি গাজনের সময় যে ['ভক্ত্যা' বা 'সন্ন্যাসী'] 'আলাম্‌' বহন করে bearer of the flag post in the *Gājan* festival (মেদিনী ১৬) তু আলাম্‌[১]

আলামরা **alamɔra** বিণ ক্লান্ত দ্র আকালোন্‌তো আলামারা হোয়ে গেইচি—ক্লান্ত হয়ে গেছি (বর্ধমা ৪) এলানো+মরা

আলামারা **alamara** বিণ দ্র আলামরা (বর্ধমা ২, ১৯ বীরভূ ৮ হাওড়া ১ হুগলি ৫) কাজ কোরে আমি আলামারা হোয়ে গেলুম্‌—কাজ করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম (হাওড়া ১)

আলামালা[১] **alamala** বিণ এলোমেলো (আবহাওয়া) [যেদিন কখনো মেঘ কখনো রোদ দেখা যায়] unpredictable weather alternating with sun and cloud দিন্‌টা আলামালা কোর্‌ছে—দিনটা কখনো মেঘে ঢাকা কখনো রোদ ঝলমলে হয়ে আছে (মুর্শিদা ১২) <এলোমেলো

আলামালা[২] **alamala** বিণ আইঢাই দ্র আক্‌পাক্‌[৩] (চব্বিশ ৬)

আলামোড়া **alamoṛa** বিণ দ্র আলামরা (বর্ধমা ৪)

আলায়[১] **alae̯** বি, ক্রিবিণ এখন, এতক্ষণ now, by this time কাম্‌খান্‌ আলায় নি শেস্‌ হয়—কাজটা এখনও শেষ হয় নি (পদিনা ৩) <এবেলায় তু অত্‌বা, অত্‌লা[২]



আলি[২]

আলায়[২] **alae̯** ক্রিবিণ সবেমাত্র just now আলায় তো শুরু হোল্‌—সবেমাত্র শুরু হল (পদিনা ৩)

আলায় জাওয়া **alae jao̯a** ক্রি (চুল) খুলে যাওয়া বা আল্‌গা হয়ে যাওয়া to become dishevelled (পদিনা ৪) <সং অলগ্ন

আলায়েঁ দিয়া **alaẽ̯ dia** ক্রি বিরক্ত করা to pester ছেলিয়াটা আমাকে আলায়েঁ দিল—ছেলেটা আমাকে বিরক্ত করে দিল (পুরুলি ৪)

আলাল্‌ **alal** বিণ বিত্তশালী wealthy, rich (জলপা ৭) তু 'আলালের ঘরের দুলাল'

আলালি **alali** বি জয়ধ্বনি দ্র আলানি halleluiah আলালি কোর্‌ছে—জয়ধ্বনি দিচ্ছে (বর্ধমা ১)

আলাহ্‌ **alah** অ হায়! alas আলাহ্‌ মোর্‌ কি হোইল্‌—হায়রে! আমার কি হোল (কোচবি ২)

আলা হওয়া **ala hɔo̯a** ক্রি ফেঁসে যাওয়া দ্র আইলায় যাওয়া কাপড়্‌টা আলা হয়িং গেছে—কাপড়টা ফেঁসে গেছে (বাঁকুড়া ১৮) তু আলা[১]

আলি[১] **ali** বি আল (জমির) balk (জলপা ১০ দার্জিলি ২, ৩ পদিনা ২)

আলি[২] **ali** বি মার্বেল (গুলি) marble (used by boys in play) তুই আলি খেলবু?—তুই গুলি খেলবি? (মেদিনী ১৭)

আলি[৩] **ali** বি কুড়াল তৈরির সময় পাতের গোড়ায় ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম [এটির ওজন ৩০০ গ্রাম] a tool for boring (হাওড়া ১)

আলি জাওয়া[১] **ali jao̯a** ক্রি (ভাত) এলিয়ে যাওয়া to become stale ভাত্‌টা আলি গেছে—ভাতটা এলিয়ে গেছে (নষ্ট হয়ে গেছে, টকে গেছে) (মুর্শিদা ২৪) তু আল্‌সি[১]

আলি জাওয়া[২] **ali jao̯a** ক্রি ক্লান্ত হয়ে পড়া to become tired উ খুব আলি গেছে কাজ্‌ কইত্তে পাচ্ছে নায়—ও খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে কাজ করতে পারছে না (বাঁকুড়া ৭) তু আলা[১]

আলিংগা করা **aliŋga kɔra** ক্রি ইয়ার্কি করা to indulge in pleasantries (মেদিনী ১৩)

আলিক্‌পিন্‌ডি **alikpinḍi** বি শ্রাদ্ধের পরের দিনের অনুষ্ঠান [একজন বৈষ্ণব দুধ ও দই একসঙ্গে মিশিয়ে একটা ভাঁড়ে করে নিয়ে গোটা উঠানে ছড়িয়ে দেয়। মৃতের পুত্রকন্যারা তাতে গড়াগড়ি দেয়] a ritual performed on the next day



আলি দোয়া

after *śrāddha* ceremony (বাঁকুড়া ১৬)

আলিগুতে **aligute** বিণ পর্যায়ক্রমে, পরপর one after another (জলপা ৭) <আ+লগ্‌তে

আলি দোয়া **ali doa** ক্রি ঢেঁকির গড়ে ধান বা চাল নেড়ে দেওয়া দ্র আইল্যা দেওয়া (পদিনা ১১)

আলিপন্ **alipɔn** বি আলপনা দ্র আইল্‌পোন্ (পদিনা ১)

আলিপুন্ **alipun** বি দ্র আলিপন্ (পদিনা ১)

আলিপোন্[১] **alipon** বি কুমড়োর ডালনা [অল্প জলে সিদ্ধ কুমড়োর টুকরোকে তেলে ভেজে আলাদা করে রাখতে হয়। জল মেশানো আতপ চালের গুঁড়ো কড়াইতে ভাজার সময় কুমড়োর টুকরোগুলিকে আবার কড়াইতে দিয়ে ভেজে নিতে হয়। তারপর নুন, হলুদ, জিরে, লঙ্কা, পেঁয়াজ, গোল মরিচের সঙ্গে সাঁতলে নিতে হয়] a gravy preparation of pumpkin (কোচবি ১)

আলিপোন্[২] **alipon** বি দ্র আলিপন্ (কোচবি ৬)

আলিবানা[১] **alibana** বি ১ এক ধরনের মোটা, লম্বা ও দুপ্রান্ত পিতলে মোড়া লাঠি a heavy stick with mouldings at either end ২ এক ধরনের লাঠি খেলা [ঐ লাঠি (আলিবানা) দ্রুত ঘুরিয়ে ছোঁড়া তীরের আঘাতও এড়ানো যায়। এই লাঠির উপর ভর দিয়ে অনেকটা দূর লাফ দেওয়া যায়] (মেদিনী ২৯)

আলিম্ **alim** বি গাজনের পতাকা flag (মেদিনী ৮) তু আলাম্[১]

আলিমালি **alimali** ক্রিবিণ আইঢাই দ্র আক্‌পাক্[৩] (বাঁকুড়া ১)

আলিয়ে দেওয়া **alie deoa** ক্রি ব্যথায় অবশ করে দেওয়া benumbed with pain ঠ্যাংটা খুচ্চে মুচ্চে আলিয়ে দিলোবা—পাটা (খুঁচিয়ে) মাড়িয়ে ব্যথায় একেবারে যেন অবশ করে দিল (মালদা ৬)

আলিয়ে জাওয়া[১] **alie jaoa** ক্রি এলানো (নষ্ট হওয়া) দ্র আলি জাওয়া[১] টক্ আলায় না—টক নষ্ট হয় না। রাতে এঁদেছিলো আলিয়ে গ্যাছে—রাতে রান্না করেছিল নষ্ট হয়ে গেছে (মুর্শিদা ২৪)

আলিয়ে জাওয়া[২] **alie jaoa** ক্রি হয়রান হওয়া to be harassed (বাঁকুড়া ১২)

আলিশ্ **aliʃ** বি দ্র আলশেয়া (পুরুলি ১, ৩)

আলিশ্ পিনডি **aliʃ pinɖi** বি শ্রাদ্ধের পরের দিনের অনুষ্ঠান [এদিন মৃতের প্রতি পিণ্ডদান করে মাথায় তেল মাখা হয় অর্থাৎ নিয়ম ভঙ্গ হয়] ritual performed on the day following the *śrāddha* (হাওড়া ৩ হুগলি ৫) তু আলিক্‌পিনডি

আলিশ্‌সে ছাড়া **aliʃse cʰaɽa** ক্রি দ্র অচর্ মচর্ করা (চব্বিশ ২৩)

আলিস্[১] **alis** বি দ্র আল্‌শেয়া (মেদিনী ২৮)

আলিস্[২] **alis** বিণ অলস lazy (পুরুলি ১৩) তু আল্‌শেয়া

আলিস্[৩] **alis** ক্রি এলি come তুই আমার্ ঘরে আলিস্ নাই ক্যান্যে ?—তুই আমার বাড়িতে এলি না কেন ? (মেদিনী ৯, ২৯)

আলিস্ জানানো **alis janano** ক্রি ঘুম পাওয়া to feel sleepy আলিস্ জানাচ্ছে—(আমার) ঘুম পাচ্ছে (মেদিনী ৩৩) <সং আলস্য

আলিস্ পিন্‌ডো **alis pinɖo** বি দ্র আলিশ্‌পিন্‌ডি (মেদিনী ৩৪ হুগলি ৯)

আলিস্ ভাঙা **alis bʰaŋa** ক্রি আড়ামোড়া ভাঙা দ্র অচর্-মচর্ করা (মেদিনী ১১, ২০, ২৫)

আলিস্ মোড়া **alis moɽa** ক্রি আড়ামোড়া ভাঙা দ্র অচর্-মচর্ করা আলিস্ মুড়্‌ছি—আড়ামোড়া ভাঙছি (বাঁকুড়া ৯)

আলিস্‌সি **alissi** বি দ্র আল্‌শেয়া (চব্বিশ ৯, ১৪, ৩৩ নদীয়া ৪ বর্ধমা ৬, ২৩ হাওড়া ৬ হুগলি ১২, ১৬) ~**ভাঙা** আড়ামোড়া ভাঙা দ্র অচর্-মচর্ করা আলিস্‌সি ভাইংতেস্—আড়ামোড়া ভাঙছে (চব্বিশ ৩৩)

আলিসা **alisa** বিণ দ্র আলিস্[২] (মেদিনী ৮, ২৮)

আলু[১] **alu** বি আতপচাল দ্র আওয়া[২] (মেদিনী ৫) <এলো

আলু[২] **alu** ক্রি এলি দ্র আইলু তরা কথাল্‌লু আলু রে ?—তোরা কোথা থেকে এলি রে ? (মেদিনী ৯) তুই তো আলুনি, সেই কহ্যে মুই গেনু—তুই তো এলি না, সেজন্য আমিই গেলাম (মালদা ৫)

আলুই **alui** বি দ্র আলা[৪] (নদীয়া ২, ৯ বর্ধমা ২ বীরভূ ৮, ১১ মুর্শিদা ৬) ~ **বাঁধা** ক্রি খড়, ঘাস বা ধানের আঁটি বাঁধা (নদীয়া ২)

আলুইনা **aluina** বিণ আলুনি দ্র অন্‌না[২] (বর্ধমা ৮)

আলুইন্যা **aluinæ** বিণ দ্র অন্‌না[২] (বর্ধমা ১৩)

আলুক্ জিভ্যা **aluk jibʰæ** বি আলজিহ্বা দ্র আগ্‌জিব্ (মুর্শিদা ১১)

আলু তেঁটুল্ **alu tẽʈul** বি ডাঁশা তেঁতুল green tamarind (just before ripening) (পুরুলি ৯)

আলুন্ **alun** বি (গরুর গাড়ির চাকায় ব্যবহৃত) লোহার গোঁজ বা খিল দ্র আলাঙ্‌গুঁজি (বর্ধমা ৮) <আল—পেরেক

আলুন্‌তি **alunti** বিণ ক্লান্ত দ্র অচেঠা (বর্ধমা ৪)

আলুনা **aluna** বিণ দ্র অন্‌না[২] (পুরুলি ১২)

আলুনো **aluno** বিণ দ্র অন্‌না[২] (হাওড়া ১০)

আলুপিঠা **alu piʈʰa** বি একপ্রকার পিঠা [আলুসিদ্ধ, ডিম ও চালের গুঁড়ি গরম জল দিয়ে মেখে, ছোট ছোট লেচি কেটে হাতে চ্যাপ্টা করে ঘিয়ে বা তেলে ভেজে এই পিঠা তৈরি হয়] a kind of chop made of boiled potato, egg and

ground rice fried in oil or ghee (পুরুলি ১২)

আলুবেচা **alubeca** বি আলু বিক্রেতা a potato-seller (মালদা ৩)

আলুবেচি **alubeci** বি আলুবিক্রেত্রী, আলুবিক্রেতার স্ত্রী a female potato-seller, the wife of a potato-seller (মালদা ৩)

আলুভর্তা **alub^{h}ɔrta** বি আলুভাতে potato boiled in rice (পদিনা ৬)

আলুভোইত্তা **alub^{h}oitta** বি দ্র আলুভর্তা (পুরুলি ৭)

আলু-মুসুরি **alu musuri** বি আলু, মসুরি ডাল ও মসলা সহযোগে একপ্রকার রান্না a preparation of potato with lentil (বর্ধমা ২)

আলুমোলা **alumola** বি আলুসিদ্ধ boiled potato (চব্বিশ ১৯) <সং মর্দ

আলুয়া **alua** বি আতপ (চাল) দ্র আওয়া২ আলুয়া চাউল্—আতপ চাল (পদিনা ২, ৯) আলুয়া চাউ—আতপ চাল (দার্জিলি ৩) ~ **খোওয়া** বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (দার্জিলি ৩)

আলুয়া শাক্ **alua ʃak** বি আলু potato (জলপা ৭)

আলুর্ ডাইল্ **alur ɖail** বি আলু দিয়ে তৈরি এক ধরনের রান্না [আলুকে চাকা চাকা করে কেটে কড়াইতে তেল দিয়ে ভাজা হয়। যদি মাছ থাকে তবে মাছগুলো আগে আধ ভাজা করে নিতে হয়। আলু ভাজা হয়ে গেলে পিঁয়াজ, লংকা, হলুদ, লবণ, জিরে প্রভৃতি মশলা দিয়ে সাঁতলিয়ে বেশ কিছু পরিমাণে জল দিতে হয়। যখন ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় তখন ডালের কাঁটা দিয়ে ভাল করে ঘেঁটে নামান হয়] potato soup (কোচবি ১)

আলুর্ দম্ **alur dɔm** বি আলু দিয়ে তৈরি এক ধরনের রান্না [আলুকে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। সিঙি, মাগুর বা অন্য যে কোনো মাছ থাকলে প্রথমে তা ভেজে নিতে হয়। তার পর আলু, পিঁয়াজ, লংকা, লবণ, হলুদ প্রভৃতি তেলে কষে নিয়ে অল্পজলে সিদ্ধ করে নিতে হয়। এই সময় মাছগুলো দিয়ে দিতে হয়। মাখা-মাখা তরকারি হবে] potato-curry (কোচবি ১)

আলুর্ মালুর্ **alur malur** বি এলোমেলো দ্র আউল্-ঝাউল্ চুল্টা আলুর্ মালুর্ কোরে দিলি ?—চুলটা এলোমেলো করে দিলি ? (বাঁকুড়া ১৫)

আলে১ **ale** ক্রি এলে on one's arrival লোক্জন্ আলে—লোকজন এলে (মেদিনী ৩৩)

আলে২ **ale** ক্রি এল has come যাই আলে তাক্ কহ—যে এল তাকে বল (মালদা ১১)

আলেই **alei** ক্রিবিণ সবেমাত্র, এইমাত্র দ্র আলায়২ আলেই তো সুরু হোল্—সবেমাত্র তো শুরু হল (পদিনা ৩)

আলেক্জিভা **alekjib^{h}a** বি আলজিভ দ্র আলগ্জিব্ (মালদা ৭)

আলেকালে **alekale** বিণ কখনো কখনো sparingly আলেকালে জিনিস বিক্রি হয়—কখনো কখনো জিনিস বিক্রি হয় (বর্ধমা ৯) আলে (ধ্বন্যাত্মক)+কালে

আলেছালে **alec^{h}ale** বিণ ছলে বলে, নানা ছুতায় by subterfuge নানান কথা আলেছালে কয়—নানা কথা ছলেবলে বলে (জলপা ৩)



আলোই১

আলেনা **alena** বি আল্না দ্র আল্গনি (জলপা ৩)

আলের্ গোড়া **aler goɽa** বি ছাঁচতলা দ্র অগুর্ (হুগলি ৮) তু উলিতলা

আলের্ ছ্যাঁ **aler c^{h}æ̃** বি কৃষিক্ষেত্রের আলের জল নির্গমনের পথ [এই পথে জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া হয়] an outlet on the balk to drain surplus water (বীরভূ ৪)

আলেহলে **alehɔle** ক্রি এসেছিলি (you) have come তাঁয় কাল্ আলেহলে কাহে—তুই কাল এসেছিলি কেন (পুরুলি ৯)

আলেহি **alehi** ক্রি এসেছি (I) have come হামি এইকহ্যে আলেহি—আমি এইজন্য এসেছি (মালদা ১১)

আলো১ **alo** অ ওহে, ওরে বা ওগো (সম্বোধনার্থে) hallo, an interjection used to hail a person (মেদিনী ২৭)

আলো২ **alo** বিণ শুধু only আলো খোই—শুধুমাত্র খই (বীরভূ ৩)

আলো৩ **alo** বিণ আতপ বা অ-সিদ্ধ, সিদ্ধ করা হয় নি এমন দ্র আলুয়া আলো চাল্—আতপ চাল (চব্বিশ ২০ পদিনা ৬, ১৪ পুরুলি ৫ মুর্শিদা ১৭ মেদিনী ৭ হুগলি ১০, ১৫, ১৬) আলো ধান্—সিদ্ধ করা হয়নি এমন ধান (বাঁকুড়া ৭)

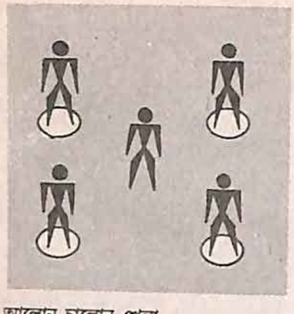
আলোই১ **aloi** ১ বি পাঁজা (সমষ্টি অর্থে) heap এ্যাক্ আলোই খ্যাড়্—এক পাঁজা খড় (মুর্শিদা ২৪) ২ এক মুঠি পরিমাণ [পাকা ধানগাছ কাটার সময় এক মুঠি পরিমাণকে বলে 'আলোই'। ধান চারা জমি থেকে তোলার সময় এক মুঠি চারাকে বলে 'গদ'] a handful (বীরভূ ১৪)

আলোই২ **aloi** বি দ্র আলা৫ (বীরভূ ১৪)

আলো উস্না **alo usna** বিণ ঈষৎ উষ্ণ tepid (বর্ধমা ১৮) ~ **ভাত্** বি অর্ধসিদ্ধ ভাত half-done rice (বীরভূ ১১)

আলোক১ **alok** ১ ক্রিবিণ আলগোছে দ্র আগ্লা২ (মুর্শিদা ৩) আলোক্ কোরে চাক্টা থামাতে হয়—আলগোছে হাত দিয়ে ধরে চাক থামাতে হয় (হুগলি ১২) আলোক্ কোরে খাওয়া—আল্গোছে খাওয়া (চব্বিশ ১৪) ২ ক্রিবিণ আলগা, আলতোভাবে loosely (হুগলি ১৯) আলোক্ কোরে ধরা—আলতোভাবে ধরা (চব্বিশ ৯) <সং অলগ্ন

আলোক২ **alok** বিণ আলাদা separate আলোক্ ঘর—আলাদা ঘর (হুগলি ৮)



আলোন্ চালোন্ খেলা

আলোক্কি (মেয়ে) **αlokki (mee)** বিণ অলক্ষ্মী মেয়ে inauspicious girl (বর্ধমা ৫)

আলোক্জিব্ **αlokjib** বি আলজিভ দ্র আলগ্জিব (চব্বিশ ১৯)

আলোক্ জিব্বা **αlok jibbα** বি দ্র আলোক্জিব্ (মুর্শিদা ১১)

আলোক্ জিভে **αlok jib^{h}e** বি দ্র আলোক্জিব্ (বীরভূ ১১)

আলোক্ ধুড়্যা **αlok d^{h}uɽæ** বি নেংটি ইঁদুর mouse (মুর্শিদা ১১)

আলোক্ পুঁই **αlok pũi̯** বি স্বর্ণলতা দ্র অলক্পুই (চব্বিশ ৩৭ পুরুলি ১৬ মুর্শিদা ১৭)

আলোক্লতা **αloklɔtα** বি দ্র অলোক্পুই (চব্বিশ ৩৭)

আলোকে **αloke** ক্রিবিণ দ্র আলোক্[1] আলোকে খাওয়া —আল্গোছে খাওয়া (চব্বিশ ১৮ হুগলি ৬)

আলোখোটিয়া বসা **αlok^{h}oʈiα bɔsα** ক্রি উবু হয়ে বসা দ্র অলোক-টিক্রা বসা (দার্জিলি ৪)

আলোগ **αlog** ক্রিবিণ দ্র আলোক্[1] (পদিনা ১৪ বর্ধমা ৬)

আলোগ্ জিভা **αlog jib^{h}α** বি দ্র আলগ্ জিব্ (মালদা ২)

আলোগ্ জিভ্যা **αlog jib^{h}æ** বি দ্র আল্গ জিব্ (মুর্শিদা ৩)

আলোগ্ লতা **αlog lɔtα** বি দ্র অলক্পুই (মুর্শিদা ১৭)

আলো চালি **αlo cαli** বি মাটির ঘরের বারান্দা verandah of a mud-hut (মালদা ৮)

আলো ডিডি **αlo ɖiɖi** বিণ দ্র আলোক্[1] (পুরুলি ১৩)

আলোড়া **αloɽα** বিণ হাবাগোবা simpleton ম্যায়াটা আলোড়া আছে—মেয়েটা হাবাগোবা আছে (বাঁকুড়া ১৪)

আলোতি **αloti** বি আরতি (পূজার) waving a sacred lamp to deities (জলপা ৭)

আলোন্ গুজি **αlon guji** বি (গরুর গাড়ির চাকাকে আটকিয়ে রাখার) লোহার খিল an iron peg (বর্ধমা ২৬)

আলোন্ চালোন্ খেলা **αlon cαlon k^{h}ælα** বি একপ্রকার গ্রামীণ খেলা [প্রশস্ত আঙিনায় এক হাত ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারটি বৃত্ত আঁকা হয়। এগুলিকে বলে 'ঘর'। পাঁচজন খেলোয়াড় থাকে। চার জন চারটি ঘরে থাকে, একজন বাইরে থাকে। যে ঘর পায় না তাকে বলে 'মুচি', অন্যদের কাছে গিয়ে সে এই বলে ঘর চায় "আলোন্ চালোন্ দাও না গো"। উত্তরে অন্যরা বলে "ঐ বাড়িতে যাও না গো"। 'মুচি' অন্য কারুর কাছে গেলে সেই অবসরে দুজন খেলোয়াড় পরস্পর ঘর পরিবর্তন করে। এইসময় যদি 'মুচি' কোনো ফাঁকা ঘর দখল করে ফেলতে পারে তবে যে খেলোয়াড় কোনো ঘর পেল না সেই পরবর্তী 'মুচি' হবে] a rural outdoor game (নদীয়া ৯)

আলোন্ত **αlontɔ** বিণ ক্লান্ত দ্র আকালোন্তো (বর্ধমা ১)

আলোন্দো **αlondo** বি আনন্দ happiness, joy (কোচবি ৪)

আলোনা **αlonα** বিণ আলুনি free from saline taste (মেদিনী ৭ হাওড়া ২ হুগলি ১৫) দ্র অন্না[2]

আলোনে **αlone** বিণ দ্র আলোনা (হাওড়া ২)

আলোনো **αlono** বি দ্র আলোনা (বাঁকুড়া ৮, ১৮ হাওড়া ৬)

আলোবেলি **αlobeli** ক্রিবিণ বেলাবেলি বা দিন থাকতে থাকতে when it is still day-light (বর্ধমা ১৮)

আলোব্যালা **αlobælα** বিণ দ্র আলোবেলি (বর্ধমা ১৮)

আলোয়া **αloa̯** বি আতপ (চাল) sun dried rice (জলপা ৭ মালদা ৯) দ্র আওয়া[2]

আলোয়া **αloα** বি ১ খৈনি chewing tobacco (কোচবি ৩) ২ তামাক পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে জল দিয়ে গুলি করা milled tobacco dough (কোচবি ৬)

আলোলে **αlole** তা না হলে if it is not so আলোলে আমি আস্বো না—তা না হলে আমি আসবো না (বীরভূ ১১) <আর না হলে

আলোস্ **αlos** ক্রি ঝিমুনি (ঘুমের ভাব) drowsiness নিনের আলোস্ আস্ছে—ঘুমের ঝিমুনি আসছে (মালদা ১১) <আলস্য

আশ্ **αʃ** বিণ আমিষ non-vegetarian food like fish meat, egg etc. (মুর্শিদা ১৬) তু আবা আমিষ

আঁশ[1] **ãʃ** বি ছানি (চোখের) cataract চোকে আঁশ পোরেচে—চোখে ছানি পড়েছে (বর্ধমা ২০, ২২ বাঁকুড়া ৮)

আঁশ[2] **ãʃ** বিণ দ্র আশ্ আঁশ আন্না—আমিষ রান্না (চব্বিশ ১৫ হুগলি ৮, ১৬)

আঁশ্কলাই **ãʃkɔlai̯** বি আঁকশলী দ্র আঁক্শলোই (বর্ধমা ৯, ২০ বাঁকুড়া ৯)

আশ্কাতুরে **αʃkαture** বিণ অল্পেই কাতর এমন (ব্যক্তি) one who is easily affected in trifle matters (বর্ধমা ১৬)

আঁশ্কি **ãʃki** বি আঁকশি a pole with a hook at one end (হুগলি ১০)

আশ্কিল্ **αʃkil** বি আঁকশলী দ্র আঁক্শলোই (নদীয়া ৫)

আঁশ্কুলে **ãʃkule** বি দ্র আঁশকলাই (নদীয়া ৯)

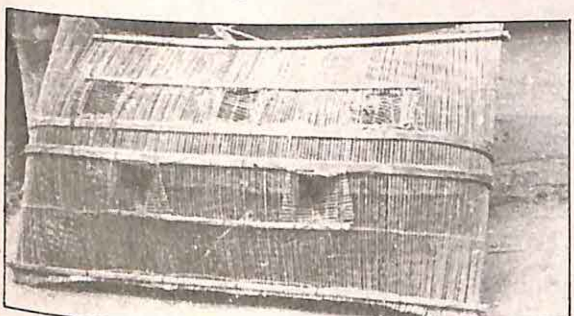
আশ্টানি **αʃʈani** বি একপ্রকার শাক [এই শাক সর্দি হলে সিদ্ধ করে খায়] a plant (taken in boiled form as medicine for common-cold) (জলপা ৭)

আঁশ্টানি **ãʃʈani** বিণ আঁশ্টে (গন্ধ) smelling fish (পুরুলি ৬ বর্ধমা ২৩)

আশ্টি **αʃʈi** বি বোতাম button (পদিনা ১০)

আঁশ্টে **ãʃʈe** বি (গোরুর দাঁতের পাশে হয় এমন) একপ্রকার ঘা tooth sore of cattle (নদীয়া ১১)

আঁশ্টেনি ā ʃ ʈeni বিণ দ্র আঁশ্টানি (বীরভূ ৮)
আঁশ্টোল্ ā ʃ ʈ ol বি প্রস্রাবাগার urinal (মালদা ১)
আঁশ্ডালি ā ʃ ɖ ali বি মাছ ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত ছোট আকারের বাঁশের ঝুড়ি small bamboo basket for washing fish (বাঁকুড়া ১৬)
আঁশ্ড়া ā ʃ ɽ a বি আরশোলা দ্র অঁস্লা (মালদা ১১)
আশ্তাজ্জো a ʃ tajjo বিণ আশ্চর্যজনক astonishing (চব্বিশ ৩৭)
আশ্ধান a ʃ d^han বি আউস ধান autumnal paddy (মেদিনী ১৩)
আশ্না a ʃ na বি এক জাতের টক আম a varietyof sour mango (মালদা ১)
আঁশ্নি ā ʃ ni বি ঘুনি থেকে মাছ বের করার ফাঁক [মাছ ধরার সরঞ্জাম—ঘুনি থেকে মাছ বের করার জন্য ঘুনির উপরের প্রান্তে লম্বালম্বিভাবে অল্প ফাঁক রাখা হয় বা বাঁধন আলগা করা থাকে] slot of a creel for bringing trapped fish out (চব্বিশ ২১) দ্র অটল্
আঁশ্নিঁ মারা ā ʃ ni mara ক্রি তরকারি কষা to singe vegetables with edible oil and spices (চব্বিশ ১২)
আশ্পড়্দা a ʃ pɔ ɽ da বি আস্কারা indulgence আশপড়্দা দেওয়া—আসকারা দেওয়া (মেদিনী ৬, ১৯, ২৮, ৩৫) তু আবা স্পর্ধা
আঁশ্পর্ণা ā ʃ pɔrna বি শ্রাদ্ধের অশৌচের পর নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠান a ritual performence to break the



আঁশ্নি

formalities related to a period after death of close relatives (চব্বিশ ১৮) <আমিষ+
আশ্-পাকাল্ a ʃ -pakal বি একপ্রকার ধানের নাম a kind of paddy (হাওড়া ১০) তু আশু পাকুই
আঁশ্ পান্না ā ʃ panna বি দ্র আঁশ্পর্ণা (চব্বিশ ৩১ হুগলি ১৫)
আঁশ্ পাল্না ā ʃ palna বি দ্র আঁশপর্ণা [অনেকে এই অনুষ্ঠানকে 'গ্যাইতি ভোজন' অর্থাৎ জ্ঞাতিভোজন বলে] (চব্বিশ ১)
আশ্পাশ্ খ্যালা a ʃ pa ʃ k^hæla বি গ্রামীণ কিশোর



আঁশ্ডালি

কিশোরীদের একপ্রকার খেলা [খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৩ থেকে ১০ জন হয়। প্রথমে সকলে গোল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে একজন ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০—করে প্রত্যেককে গুনবে। যে ১০০ সংখ্যায় চিহ্নিত হল সে 'উঠা' হল। সে সরে দাঁড়াবে। বাকিদের পুনরায় গণনা করা হবে এবং প্রতিবারে একজন করে 'উঠা' হবে। গণনার শেষে যে অবশিষ্ট থাকবে সে 'চোর' হবে। চোর একটু দূরের একটি স্থান স্পর্শ করেই ছুটে আসবে 'উঠা'-দেরধরতে। ইতিমধ্যে 'উঠা'রা বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে পড়ে। 'চোর' প্রথমে যাকে খুঁজে পাবে তার নাম ধরে বলবে 'অমুক আশ্পাশ্'। এখন এই খেলোয়াড় চোর হবে। তবে চোরের দায়িত্ব সকলকে খুঁজে 'আশপাশ' করতে হবে। যদি কোনো খেলোয়াড়কে খুঁজে পাওয়ার আগেই সে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে চোরের অজান্তে চোরকে ছোঁয়, তবে এই চোরই পুনরায় চোর হবে। এখানে 'বুড়ি' কোনো খেলোয়াড় হয় না। একটা নির্দিষ্ট রক, মন্দির বা গাছ থাকে বুড়ি হিসাবে—সেটাকে ছুঁতে হয়] দ্র আইস্পাইস্ খ্যালা a variety of rural outdoor games (জলপা ৮)
আশ্ পুজো a ʃ pujo বি বাউনি বাঁধা [পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন এই অনুষ্ঠান করা হয়। কুনকেতে ধান ভরে তার উপরে 'আমসরা' অর্থাৎ আম্র পল্লব বসাতে হয়। কুনকের গায়ে সিঁদুর দিতে হয়এবং চারপাশে আলপনা দেওয়াহয়] a variety of folk festival and ritual performed after harvesting (চব্বিশ ৩১)
আঁশ পেতে ā ʃ pete বি মাছ ধোওয়ার ঝুড়ি small bamboo-busket for washing fish (বর্ধমা ৬) তু আঁইশডালি
আঁশপোড়্শি ā ʃ poɽ ʃ i বি প্রতিবেশী neighbour (পুরুলি ৪) তু আঁশপর্শি (বন্দ্যো)
আঁশপোড়োশি ā ʃ po ɽ o ʃ i দ্র আঁশপোড়্শি (জলপা ৩)
আশভাব a ʃ b^hab বি আবহাওয়া weather (বর্ধমা ৫)
আশ্মান a ʃ man বি আকাশ the sky (পদিনা ৭)
আঁশ-মুক্তি দিন ā ʃ mukti din বি দ্র আঁশপর্ণা (নদীয়া ১০)
আশ্রাল্ a ʃ ral বি আরশোলা দ্র অঁস্লা (পদিনা ১)
আঁশরাল্ ā ʃ ral বি দ্র আশ্রাল্ (মুর্শিদা ১১, ২১)
আশরুল্ a ʃ rul বি দ্র আশ্রাল্ (পদিনা ১)
আশরোল্ a ʃ rol বি দ্র আশ্রাল (পদিনা ৫)
আশর্যাল্ a ʃ ræl বি দ্র আশ্রাল (পদিনা ১২)



আশির্বাদি ডালো

আশ্‌লাই ɑʃlɑi বি আঁকশলি দ্র আঁক্‌শলোই (মুর্শিদা ১৪)

আশ্‌লি ɑʃli বি আঁচিল দ্র আইচ্‌ল্যা (কোচবি ৬)

আশ্‌শা পিঠা ɑʃʃɑ pitʰɑ বি একপ্রকার পিঠা [চালগুঁড়ি ও গুড় একত্রে মেখে ঘিয়ে ভেজে এই পিঠা তৈরি করা হয়] a kind of cake prepared from rice and molasses (মেদিনী ২১) তু আইর্‌সা পিঠা

আশ্‌শাস্‌ ɑʃʃɑs বি দ্র আশ্‌পড়্‌দা আশ্‌শাস্‌ দ্যাওয়া—আস্‌কারা দেওয়া (কোচবি ৬)

আশশি¹ ɑʃʃi বি আয়না mirror (মালদা ২) তু আবা আরশি

আশ্‌শি² ɑʃʃi বি নখ nail (কোচবি ৩) তু নখদর্পণ

আশন্‌ গুড়ি বসা ɑʃɔn guɽi bɔsɑ ক্রি আসন পিড়ি হয়ে বসা (বাবু হয়ে বসা) to squat (চব্বিশ ২৭)

আশন্‌ গেড়ে বসা ɑʃɔn geɽe bɔsɑ ক্রি দ্র আশন্‌গুড়ি বসা (চব্বিশ ৩৭)

আশন্‌ গোড়িয়ে বসা ɑʃɔn goɽie bɔsɑ ক্রি দ্র আশন্‌ গুড়ি বসা (চব্বিশ ৩৭)

আশন্‌ মাড়ি বসা ɑʃɔn mɑɽi bɔsɑ ক্রি দ্র আশন্‌ গুড়ি বসা (পদিনা ৬)

আশন্‌ মারা ɑʃɔn mɑrɑ ক্রি দ্র আশন্‌ গুড়ি বসা (দার্জিলি ৪)

আঁশা ɑ̃ʃɑ বিণ আমিষ non-vegetable food আঁশা রান্না—আমিষ রান্না (মেদিনী ৩৪)

আশাং খুয়া ɑʃɑŋ kʰuɑ বিণ অদ্ভুত strange (জলপা ৭)

আশান্‌¹ ɑʃɑn বিণ কিঞ্চিৎ সুস্থ to rally a bit একটু আশান্‌ হোল্‌ছে—একটু সুস্থ হয়েছে (মুর্শিদা ১৭)

আশান্‌² ɑʃɑn বিণ আরামদায়ক comfortable (হুগলি ১)

আশান্‌ পেড়ে বসা ɑʃɑn peɽe bɔsɑ ক্রি দ্র আশন্‌ মাড়ি বসা (মেদিনী ৭)

আশানো ɑɔɑno ক্রি সাঁতলানো দ্র আঁশ্‌নি মারা (চব্বিশ ২১)

আশাপতি ɑʃɑpɔti বি অন্তঃসত্ত্বা in the family way (পুরুলি ২)

আশাপতি আহি ɑʃɑpɔti ɑhi বি দ্র আশাপতি (পুরুলি ৫)

আশাপা ɑʃɑpɑ বি একপ্রকার গিরগিটি a variety of chameleon (চব্বিশ ১৫) <অসর্প

আশাপোকা ɑʃɑpokɑ বি আরশোলা দ্র আশ্‌রাল্‌ (জলপা ১০)

আশাম্‌ ɑʃɑm বি ভাতের ফেন দ্র অগ্‌রা² আশাম্‌ পশানো—ভাতের ফেন ঝরানো (হুগলি ১) ~ ভাত্‌ বি ফেনা ভাত (হাওড়া ৩ হুগলি ১, ১১)

আশার্‌ ɑʃɑr বিণ অসার (কাঠ) [কাঠের যে অংশ আসবাব তৈরির পক্ষে অনুপযুক্ত] sap part of wood (বাঁকুড়া ৯)

আশার্‌ মাটি ɑʃɑr mɑʈi বি কুম্ভকারের কাজে ব্যবহৃত মাটি [এই মাটিতে বালির ভাগ বেশি। জমিতে কোমর সমান মাটি সরিয়ে গর্ত করে এই মাটি সংগ্রহ করা হয়] sandy clay used by potters (হাওড়া ২)

আশারা¹ ɑʃɑrɑ বি বারান্দা veranda (মেদিনী ১৪) তু সাঁও ওসার

আশারা² ɑʃɑrɑ ক্রি (তরকারি একপাত্র থেকে অন্য পাত্রে) ঢালা to put from one pot to another তর্‌কারি আশাইরে রাখলাম—তরকারি ঢেলে রাখলাম (বাঁকুড়া ১৮) তু আজ্‌ড়া (মেদিনী)

আশি ɑʃi বি বড় জলজ পানা large water wort (মুর্শিদা ১৮)

আঁশি ɑ̃ʃi বি দ্র আশ্‌শি¹ (মুর্শিদা ১৭)

আশিক্‌ ɑʃik বি প্রেমিক lover (পদিনা ২)

আশিন্‌ ɑʃin বি আশ্বিন মাস the sixth month of the Bengali calendar (জলপা ২, ৪ বর্ধমা ১ মেদিনী ৫)

আশিব্বাদি ɑʃibbɑdi বি বিবাহের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান the blessing ceremony related to the Hindu marrige (চব্বিশ ৩৭ মেদিনী ১৩)

আশিব্বেদ ɑʃibbed বি আশীর্বাদ blessings (নদীয়া ৬)

আশিয়া ɑʃiɑ বি মাছের আঁশ scale of fish (দার্জিলি ৩)

আশিয়ে নেওয়া ɑʃie neoɑ ক্রি বাড়িয়ে নেওয়া to augment জলটাকে আশিয়ে নিলাম্‌—জলটাকে বাড়িয়ে নিলাম (নদীয়া ১১)

আশির্বাদি ডালো ɑʃirbɑdi ɖɑlo বি বরণডালা a cane-made tray containing materials to welcome a person ceremoniously (মালদা ১১)

আশিলল্‌ ɑʃillɔ ক্রি এলেন (has) come উয়ায় কি আশিল্‌ল—তিনি কি এলেন? (পদিনা ১০)

আশু¹ ɑʃu বি নখকুনি whitlow (পদিনা ৯)

আশু² ɑʃu বিণ আউস (ধান) দ্র আশ্‌ধান্‌ (মেদিনী ৩২)

আঁশু ɑ̃ʃu বি অশ্রু tear আঁশু পোড়্‌ছে—চোখের জল পড়ছে (চব্বিশ ৪)

আশুড়া ɑʃuɽɑ বি দ্র আশ্‌রাল্‌ (পদিনা ১০)

আশুড়্যাল্‌ ɑʃuɽæl বি দ্র আশুড়া (পদিনা ১০)

আশুত্‌ ɑʃut বি অশ্বত্থ (গাছ) an Indian fig-tree considered as sacred, ficus religiosa (মেদিনী ৪, ৭ হুগলি ১০) তু সাঁও হেসা

আশুথ্‌ ɑʃutʰ বি দ্র আশুত্‌ (মেদিনী ১১)

আশুদ্‌¹ ɑʃud বি দ্র আশুত্‌ (হুগলি ১)

আশুদ্‌² ɑʃud বি আশা hope আশুদ্‌ হোচ্চে না—আশ্‌ মিটছে না (চব্বিশ ৩৭)

আশু পাকুই ɑʃu pɑkui̯ বি একপ্রকার ধানের নাম দ্র

আশ্পাকাল্ (হাওড়া ১০)

আশুবাদি aʃubadi বি দ্র আশিব্বাদি (পদিনা ১১)

আশুরবাদ্ aʃurbad বি দ্র আশিব্বাদি (কোচবি ৬)

আশুরাই aʃurai̯ বি দ্র আশুড়া (পদিনা ১)

আশুরাল্ aʃural বি দ্র আশুড়া (পদিনা ১০)

আঁশুরাল্ ãʃural বি দ্র আশুড়া (মালদা ৪)

আশুর্যাল্ ãʃuræl বি দ্র আশুড়া (মুর্শিদা ১৭)

আশুলা aʃula বি দ্র আশুড়া (পদিনা ৬)

আশেঠে aʃeṭʰe ক্রি আসছে (কাছাকাছি এসে গেছে এমন অবস্থা) near-arrival (মেদিনী ১৭)

আশেতেপনা ãʃetepɔna বি হ্যাংলামি hankering (হুগলি ৮)

আশৈ aʃoi̯ বি আশা দ্র আশুদ্২ আশৈ করিনিকো—আশা করি নি (মেদিনী ১৯)

আশোজ্ aʃoj বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মুর্শিদা ১৭)

আশোট্টি aʃoṭṭi সর্ব আটষট্টি sixtyeight (কোচবি ২)

আশোড়্ aʃoṛ বি রান্নাঘরের নোংরা জল বা আঁচানোর জল ইত্যাদি ফেলার স্থান a place for depositing dirty water/ mouth-rinsing water (পুরুলি ১৭)

আশোন্ aʃon বি অর্জুন গাছ termilalia arjuna (পুরুলি ৫) সাঁও আসান

আশোন্ পাট্টা বশা aʃon paṭṭa bɔʃa ক্রি দ্র আশন্ গুড়ি বসা (পদিনা ১১)

আশোমাড়ি বসা aʃomaṛi bɔsa ক্রি দ্র আশোন পাট্টা বশা (দার্জিলি ১)



আশ্রম

আশোরবাদি aʃorbadi বি দ্র আশিব্বেদ (পদিনা ৬)

আশোল্ aʃol মুখ্য prime আশোলে—মুখ্যত (জলপা ৭)

আশোল্ পেড়ে বসা aʃol peṛe bɔsa ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা দ্র আগড়ুম্ মেরে বসা (মুর্শিদা ২)

আশোল্ মাচ্ aʃol mac বি রুই মাছ Indian carp (চব্বিশ ১৯) <ফা আসল

আঁশোলা ãʃola বি আরশুলা দ্র অর্শুল্ (হাওড়া ১)

আশ্রম্ aʃrɔm বি তুলসী গাছের বাঁধানো বেদী a brick built alter of holy tree 'Basil' (দার্জিলি ৪)

আশাড়ে পোকা aʃaṛe poka বি একধরনের পোকা [এগুলি সাধারণত লাল রঙের হয় এবং আষাঢ় মাসে মাঠে দেখা যায়] a red beetle seen only in the rainy season (বর্ধমা ১৮)



আশোন্

আস্১ as বি আসকারা indulgence এ্যাত আস্ দিং ছেলিয়্যাটার্ মাথা খাস্ন্যো—এত আসকারা দিয়ে ছেলেটার মাথা খাস না (মুর্শিদা ১৭) দ্র আস্পদ্দা

আস্২ as বি শির a costa নেমুকা আস্—লেবুর শির (মালদা ৯)

আস্৩ as আসা ক্রিয়াপদের মূল ধাতু (root of verb) to come হাম্ড়া আসিলি—আমরা এলাম (জলপা ৭) ~**তেচে** আসছে (হাওড়া ৩) ~ **ত্যাসে** আসছে জিভে জল্ আস্ত্যাসে—জিভে জল আসছে (কোচবি ৩) ~ **থিলি** আসছিলাম আমি ছুটিয়্যাস্থিলি—আমি ছুটে আসছিলাম (মেদিনী ৩৪) ~ **নু** ছিলাম তখন্ মুই ওঠে না আস্নু—তখন আমি ওখানে ছিলাম না (কোচবি ১) ~ **পা** আসবে আবার আস্পা—আবার এসো (চব্বিশ ২১) ~ **বা** আস্বে তুমি কখন আস্বা ?—তুমি কখন আসবে ? (মুর্শিদা ২) ~ **বা** আসতে তোক্ হ্যাটান্ আসবা কোহিস্নু—তোকে এখানে আসতে বলেছিলাম (পদিনা ৩) ~**বু** আসবি ব্যালাভাটি হামার্ বাড়িৎ আস্বু তো ?—বিকেলে আমার বাড়িতে আসবি তো ? (কোচবি ৪) ~ **বেক্য** আসবে কোইনি কোই আস্বেক্য—কেউ না কেউ আসবে (মালদা ৫) ~ **লা** এল (পদিনা ৪) ~ **লানি** এলি না তুই তো আস্লানি সেই তানে মোক্ যাবা হোইল্—তুই তো এলি না, অগত্যা আমাকে যেতে হল (পদিনা ২) ~ **লু** এলেন তোম্রা কোঠে থেকে আস্লু ?—আপনারা কোথা থেকে এলেন ? (কোচবি ১) ~ **স** এসেছ তুমি কুন্ বালানু আস্স ?—তুমি কোন সময় থেকে এসেছ ? (মেদিনী ৩৪) ~ **সল** এসেছিল আস্সল হয়তো কাই—এসেছিল হয়তো কোথাও (মেদিনী ৩৫) ~ **স্যো** এসেছে সে ঘর্কে আস্স্যো—সে বাড়ি এসেছে (মেদিনী ২৬)

আস্৪ as বি রাস (উৎসব) a Hindu festival related to Lord Krishna (জলপা ৭)

আস্৫ as বি আভাস a hint (কোচবি ৬)

আস্৬ as বি আঁশ দ্র আঁইস্ (কোচবি ১ জলপা ৬, ৭)

আস্৭ as বি তাপ, উত্তাপ heat (কোচবি ১, ৩) তু আঁচ

আঁস্১ ãs বিণ আমিষ দ্র আইশ্৩ (বর্ধমা ২১ মেদিনী ৭ হুগলি ১১)

 আঁস্[২]—আস্লি[১]

আস্তর

আঁস্[২] ās বি ছানি (চোখের) cataract চোকে আঁস্ পোড়েচে—চোখে ছানি পড়েছে (বর্ধমা ২, ৯)
আঁস্[৩] ās বি দ্র আস্[৭] (কোচবি ৮)
আস্কলাই askɔlai বি আঁক্শলী দ্র আঁক্শলোই (বাঁকুড়া ৯)
আস্কাতিয়া askatia বিণ অলস দ্র আইল্শা[১] (পদিনা ২)
আস্কারা দেয়া askara dea ক্রি নজর দেওয়া to cast an evil eye উ আস্কারাল কেনে মোর্ খাবারে ?—ও আমার খাবারে নজর দিল কেন ? (বাঁকুড়া ১৩)
আসকিল্ askil বি আঁচিল দ্র আঁইচ্ল্যা (বর্ধমা ১৪)
আস্কিল্যা askilæ বি দ্র আশ্কলাই (বীরভূ ৯)
আস্কোইত্ askoit বি আলসেমি laziness হামার্ আজ্ আস্কোইত্ চেপেছে—আমার আজ আলসেমি লাগছে (মুর্শিদা ২২) তু আইল্শা[১]
আস্কোইতা askoita বিণ অলস দ্র আইল্শা[১] (মুর্শিদা ২২)
আস্কোত্[১] askot বি আলস্য দ্র আইল্শা[১] (মুর্শিদা ১৭, ১৯) ঘুম থেকি উঠি এ্যাখন্ তোর্ আসকোত্ ভাঙছে ন্যে ?—ঘুম থেকে উঠে এখনো তোর আলস্য ভাঙছে না ? (মুর্শিদা ১৭)
আস্কোত্[২] askot বিণ পরিশ্রান্ত দ্র আকালোন্তো (মুর্শিদা ২২)
আস্কোতিয়া askotia বিণ ঢিলে loose (পদিনা ২)
আস্কোদ্ askod বি ক্লান্তি tiredness আস্কোদটা ছাড়ি গেল—ক্লান্তিটা কেটে গেল (বীরভূ ৯) তু আকালোন্তো
আসখিল্যা askʰilæ বি দ্র আশ্কলাই (বীরভূ ৯)
আসটানি asṭani বি আঁশটে (গন্ধ) দ্র আঁইশ্টান্ (পদিনা ৭)
আসটেনো asṭeno বি দ্র আঁইশ্টান্ (হাওড়া ৬)
আসট্যা asṭæ বি আঁশটে গন্ধ দ্র আঁইস্টা গন্ধ (পদিনা ১০)
আস্ড়াড়্ asɽaɽ বি আরশুলা দ্র অর্শুল্ (মেদিনী ১২)
আস্ত astɔ বি অশ্বথ গাছ দ্র আশুত্ (মেদিনী ৬)
আস্তর্ astɔr বি উত্তরবঙ্গে ব্যবহৃত পোশাক [সেলাই না করা লুঙ্গির মতো। সাধারণত একরঙের হয়। বয়স নির্বিশেষে ছেলে মেয়ে সকলে পরিধান করে। বয়স্ক মেয়েরা বুকের উপরে বেঁধে নেয়] a common dress used in North Bengal (পদিনা ৩)
আস্তরকারি astɔrkari বি মাছের তরকারি [আমিষ জাতীয় তরকারি] curry with fish (হুগলি ১৬) <আঁশ+ তু আইসা

আস্তা asta বি রাস্তা road (চব্বিশ ৮)
আস্তার্ পিট্ astar piṭ বি নালা drain মগস্সোলি ভাষায় ইয়াক্ আস্তার্ পিট্ কয়—মফস্বলের ভাষায় একে নালা (আস্তার্পিট্) বলে (কোচবি ১)
আসতেচে astece ক্রি আসছে দ্র আস্[৩] (হাওড়া ৩)
আস্ত্যাসে astæse ক্রি আসছে দ্র আস্[৩] (কোচবি ৩)
আসথিলি astʰili ক্রি আসছিলাম দ্র আস্[৩] (মেদিনী ৩৪)
আঁস্না (আম্) āsna (am) বি অসময়ের (আম) off-season mango (মালদা ২)
আস্নু asnu ক্রি ছিলাম দ্র আস্[৩] (কোচবি ১)
আস্পদ্দা aspɔdda বি আস্পর্ধা, সাহস impudence (জলপা ৭ মেদিনী ১৬, ২০) ~দেয়া—আস্কারা দেওয়া (মেদিনী ১৬) দ্র আস্[১]
আস্পা aspa ক্রি আসবে দ্র আস্[৩] (চব্বিশ ২১)
আঁস্পেথা āspetʰa বি (মাছ ধোয়ার) ঝুড়ি বা চুপড়ি a small basket for washing fish (বাঁকুড়া ৩)
আস্বা asba ক্রি ১ আসবে দ্র আস্[৩] (মুর্শিদা ২) ২ আসতে দ্র আস্[৩] (পদিনা ৩)
আস্বু asbu ক্রি আসবি দ্র আস্[৩] (কোচবি ৪)
আস্বেক্য asbekɛ ক্রি আসবে (মালদা ৫) আস্[৩]
আস্মান্ asman বি আকাশ sky (পদিনা ২)
আস্মানি asmani বিণ আজব, আশ্চর্য strange আস্মানি আস্মানি ঘটনা—আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা (নদীয়া ১০)
আস্মানে asmane ক্রিবিণ আলগোছে not touching, avoiding contact আস্মানে ঢেলে খাওয়া—আলগোছে (জল) খাওয়া (বাঁকুড়া ১৩) ~যাওয়া আলগোছে যাওয়া [কোনো কিছু অবলম্বন না করে যাওয়া] to walk at ease (পুরুলি ৩)
আস্মোড়া বসা asmoɽa bɔsa ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা দ্র আগ্ডুম্ মেরে বসা (মুর্শিদা ১৯)
আঁস্র্যাল্ āsræl বি আরশুলা দ্র অর্শুল্ (মুর্শিদা ২)
আস্লা[১] asla ক্রি এল দ্র আস্[৩] (পদিনা ৪)
আস্লা[২] asla বি আঁচল দ্র আঁচল্[১] (কোচবি ৩)
আস্লা[৩] asla বি দ্র অর্শুল্ (মেদিনী ৫, ১৫, ৩৪)
আঁস্লা[১] āsla বি দ্র অর্শুল্ (মেদিনী ৬, ১৬, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ৩৪ হাওড়া ৮)
আঁস্লা[২] āsla বি দ্র আস্লা[২] (চব্বিশ ২১)
আস্লাই[১] aslai বি আঁচিল দ্র আঁইচ্ল্যা (কোচবি ২)
আস্লাই[২] aslai বি আঁক্শলী দ্র আঁক্শলোই (মুর্শিদা ২)
আঁস্লাই āslai বি দ্র আস্লাই[২] (মুর্শিদা ১৪)
আস্লাই যাওয়া aslai jaoa ক্রি এলিয়ে যাওয়া [জল না দিয়ে বহুক্ষণ ভাত রেখে দিলে যে অবস্থা হয়] to get suggy. (মালদা ৯) তু আইল্ঠ্যা জাওয়া
আস্লানি aslani ক্রি এলিনা দ্র আস্[৩] (পদিনা ২)
আঁস্লালা āslala বি (জল নিকাশি) নর্দমা water outlet (মেদিনী ১১)
আস্লি[১] asli বি দ্র আঁস্লা (পদিনা ১৪)

আস্‌লি[২] asli বি আঁচিল দ্র আঁইচ্‌ল্যা (পুরুলি ৫)
আস্‌লু aslu ক্রি এলেন দ্র আস্‌[৩] (কোচবি ১)
আস্‌লু aslu ক্রিবিণ আসলে in fact তমাকে ত কদ্দিন নু জুতার কথা কৈঠি, তুমি ত আস্‌লু গায় করনি (কাঁচ)—তোমাকে কতদিন ধরে জুতার কথা বলছি, তুমি তো আসলে গ্রাহ্য করনি (মেদিনী ১৯)
আস্‌স assɔ ক্রি এসেছ দ্র আস্‌[৩] (মেদিনী ৩৪, ৩৫)
আস্‌সল assɔ lɔ ক্রি এসেছিল দ্র আস্‌[৩] (মেদিনী ৩৫)
আস্‌সাদ্‌ assad বিণ বিবাদ taste (বর্ধমা ১৪)
আস্‌সালা assala বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্‌ (মেদিনী ২৯)
আস্‌সাস্‌ assās বি আস্কারা দ্র আস্‌[১] (বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ৩৪) ও ছেলেকে আস্‌সাস্‌ দেয়, দব্‌ করে না—ও ছেলেকে আস্কারা দেয়, শাসন করে না (বাঁকুড়া ১৬)
আস্‌সি assi বি নখের কাটা অংশ a bit of nail (কোচবি ৩)
আস্‌সে asse ক্রি এসেছে দ্র আস্‌[৩] (মেদিনী ২৬, ৩৫) সে ঘর্‌কে আস্‌স্যে—সে বাড়ি ফিরেছে (মেদিনী ২৬)
আস্‌সোলা assola বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্‌ (মেদিনী ৮)
আসত্‌ asɔt বি অশ্বত্থ (গাছ) দ্র আস্‌ত (মেদিনী ৬)
আসদ্‌ asɔd দ্র আস্‌ত (মেদিনী ৩৪)
আসন্‌ asɔn বি পিঁড়ি a low wooden seat to sit upon in a squatting fashion (মেদিনী ৩৪)
আসন্‌ গেড়ে বসা asɔn geɽe bɔsa ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (চব্বিশ ৩৭, ৩৯)
আসন্‌ ঘিরে বসা asɔn g^hire bɔsa ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (মুর্শিদা ২, ১৪)
আসন্‌ ফিরি বসা asɔn p^hiri bɔsa ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (মুর্শিদা ১৭)
আসন্‌ ভিড়ি (বসা) asɔn b^hī̃ɽi (bɔsa) ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (মুর্শিদা ১৭)
আসন্‌ মারি বসা asɔn mari bɔsa ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (দার্জিলি ৩)
আসন্‌ লওয়া asɔn lɔoa বি এক জাতীয় আমন ধান [এটি সাদা রঙের এবং মোটা হয়। গভীর জলে এই ধানের ফলন ভাল হয়। কোথাও কোথাও এই ধান সীতাশাল ধান নামে পরিচিত] a kind of autumnal white paddy which grows better in profuse water (পুরুলি ১২)
আসন্‌লা asɔnla বি দ্র আসন্‌ লওয়া (পুরুলি ১৩)
আসন লিয়া asɔn lia বি দ্র আসন্‌ লওয়া (বাঁকুড়া ৭)
আঁসন্‌ল্যা ā̃sɔnlæ বি দ্র আসন্‌ লওয়া (পুরুলি ৩)
আসম্‌কা asɔmka ক্রিবিণ আচম্‌কা, অকস্মাৎ suddenly চ্যাংড়াটা আসম্‌কা পোড়ি গেল্‌—ছেলেটা আচম্‌কা পড়ে গেল (কোচবি ২)
আসম্‌ গুঁড়িয়ে বসা asɔm gū̃ɽie bɔsa ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (চব্বিশ ২৭)
আসম্‌বিত্‌ asɔmbit বিণ ১ উদ্ভট fantastic (জলপা ৭) ২ ক্রিবিণ আচমকা suddenly (জলপা ৭)


আসলি[২]—আসাম
আসন্‌

আসর্‌[১] asɔr বি চুলকানি itch (মুর্শিদা ১৫)
আসর্‌[২] asɔr বি বর বসার স্থান a ceremoniously decorated sitting place of the bridegroom (হুগলি ১৫)
আসর্‌ মিলিয়া asɔr milia বিণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে rambling আসর্‌ মিলিয়া বুসিসিনা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসিস না (মেদিনী ৬)
আসরের্‌ নামাজ asɔrer namaj বি বিকেলের নামাজ দ্র আচের্‌ (বাঁকুড়া ৯)
আসল্ল asɔllɔ ক্রি এসেছিল came (মেদিনী ১৯) তু আস্‌[৩]
আসা asa বি মাছের আঁশ দ্র আঁইস্‌ (পদিনা ৩)
আসাউড়ি asauɽi বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্‌ (জলপা ৬)
আসাং asaŋ বিণ অবাক amazed (জলপা ৭)
আসাড়্‌[১] asaɽ বি আছাড় fall আসাড়্‌ পইড়্‌লাম্‌—আছাড় খেলাম (কোচবি ২)
আসাড়্‌[২] asaɽ বি বাঁট (কোদালের) handle (of a spade) (চব্বিশ ২১)
আসাঁতুলা (তরকারি) asā̃tula (tɔrkari) বি তেল হলুদ বিহীন সিদ্ধ তরকারি boiled vegetables (without fat or turmeric) (বাঁকুড়া ১৯)
আসান্‌ asan বি প্রশ্রয় দ্র আস্‌[১] ছেলেটা আসান্‌টা তইলে গ্যাল, মা অকে কিছু বললে না—(মায়ের) প্রশ্রয়টা ছেলেটা বুঝে ফেলল, ওর মা ওকে কিছু বলল না (বাঁকুড়া ৪)
আসান্‌ ঘিরে বসা asan g^hire bɔsa ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্‌ মেরে বসা (মুর্শিদা ২, ১৪)
আসাপা[১] asapa বি সর্পাহত (গরু) a snake-bitten (cow) (বাঁকুড়া ৮)
আসাপা[২] asapa বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্‌ (মেদিনী ৩৪)
আসাবাসা asabasa ক্রি আসা-যাওয়া (মেলামেশা) mutual communication অদের সঙ্গে আমাদের আসাবাসা নাই—ওদের সঙ্গে আমাদের আসা যাওয়া নেই (বাঁকুড়া ১৩)
আসাভুলো asab^hulo বি ভুলো লোক [যে লোক কিছু মনে রাখতে পারে না] absent minded (বর্ধমা ২২)
আসাম্‌ asam বি (ভাতের) ফেন gruel আসাম্‌ ঝরানো—ভাতের ফেন ঝরানো (বর্ধমা ২, ৫, ২৫ বাঁকুড়া ৯ হাওড়া ৩ হুগলি ৮) ~ ভাত ফেনাভাত (বাঁকুড়া ৯)



আসুয়াই

আসাম্-আউশ্ **asam auʃ** বি এক জাতীয় ধান [এই ধান সাদা ও বেঁটে] a kind of paddy (বর্ধমা ২)

আসাম্ ঘিরি বসা **asam g^hiri bɔsa** ক্রি দ্র আগ্‌ড়ুম্ মেরে বসা (নদীয়া ৯)

আসার[১] **asar** বি আচার custom, rituals (কোচবি ৪ জলপা ৭)

আসার[২] **asar** বিণ চওড়া width (পদিনা ১০) ~ **দামাল্**—চওড়া পথ (পদিনা ১০)

আসাল্লো **asallo** ক্রি এসেছিল, আসিল দ্র আসল্ল (মেদিনী ১৯)

আসালা[১] **asala** বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্ (মেদিনী ৩৩)

আসালা[২] **asala** বি কোঁচড় a fob-like arrangement in the dress of men or women (জলপা ৮)

আসি[১] **asi** বি আয়না mirror (পদিনা ১০ মালদা ৪ মুর্শিদা ২২ মেদিনী ২০)

আসি[২] **asi** 'আসা' ক্রিয়াপদের একটি রূপ a form of the verb 'to come' ~ **চু** এসেছি উয়াক্ মুই ঠারো কর‍্যো রাখিয়্যে আসিচু—ওকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি (পদিনা ৩) ~ **নছিলো** এসেছিল (মেদিনী ৫) ~ **নু** ছিলাম আসিনু মুই নিন্দের্ ঘোরে—আমি নিদ্রার ঘোরে ছিলাম (জলপা ৭) ~ **য়াই** এসেছিস ক্যান্যে আসিয়াই—কেন এসেছিস ? (পদিনা ১০) ~ **য়াউ** এসেছি উয়াক্ বোসিয়াই থুয়্যে আসিয়াউ—ওকে বসিয়ে রেখে এসেছি (পদিনা ১০) ~ **র্** ১ আসতে ক্যানে আসির্ না দিল্—কেন আসতে দিল না ? (কোচবি ৪) ২ আসার ইস্কুল থাকি আসির্ সময় তোক্ মুই বাড়িৎ থুইয়া জাম্—স্কুল থেকে আসার (ফেরার) সময় তোকে আমি বাড়িতে রেখে আসব (কোচবি ৪) ~ **ল্**[১] আসিল (এলো) কে আসিল্ রে ?—কে এল রে ? উয়ায় ক্যানে আসিল্ না—ও কেন এল না (কোচবি ৪) ~ **ল**[২] এলে কুল্‌ট্যে আসিল্—কোথা থেকে এলে (পদিনা ১০) ~ **লুং** এলাম মুই তো এ্যালায় এঠে আসিলুং—আমি এইমাত্র এখানে এলাম (জলপা ২) ~ **লে** এলে তুই আসিলে জিওতে কবর্ দিম্—তুই এলে জ্যান্ত কবর দেব (জলপা ১০)

আসিচু **asicu** ক্রি এসেছি দ্র আসি[২] (পদিনা ৩)

আসিজা **asija** বিণ দরকচা (ফসল) refusing to be throughly softened by boiling, stiffness caused by hail or bruise (মুর্শিদা ২২)

আসিদ্দো (ভাত্) **asiddo (b^hat)** বিণ অর্ধেক সিদ্ধ (ভাত) [ভাত রান্নার সময় সর্বত্র সমান উত্তাপ না লাগলে যে চাল পুরোপুরি সিদ্ধ হয় না] unevenly boiled rice owing to variation of heat in the oven (মুর্শিদা ১৪)

আসিন্‌ছিলো **asinc^hilo** ক্রি এসেছিল দ্র আসি[২] (মেদিনী ৫)

আসিন্‌মারা **asinmara** ক্রি তরকারি তেলে কষা to singe vegetables in oil (চব্বিশ ২৭)

আসিনু **asinu** ক্রি ছিলাম দ্র আসি[২] (জলপা ৭)

আসিয়া **asia** বি মাছের আঁশ দ্র আঁইস্ (পদিনা ৩)

আসিয়াই **asiai̯** ক্রি এসেছিস দ্র আসি[২] (পদিনা ১০)

আসিয়াউ **asiau̯** ক্রি এসেছি দ্র আসি[২] (পদিনা ১০)

আসিয়্যা **asiæ** বি নখ nail (কোচবি ৩)

আসির্ **asir** ক্রি ১ আসতে দ্র আসি[২] ২ আসার দ্র আসি[২] (কোচবি ৪)

আসিল্[১] **asil** ক্রি আসিল (এল) দ্র আসি[২] (কোচবি ৪)

আসিল্[২] **asil** ক্রি এলে দ্র আসি[২] (পদিনা ১০)

আসিলুং **asiluŋ** ক্রি এলাম দ্র আসি (জলপা ২)

আসিলে **asile** ক্রি এলে দ্র আসি (জলপা ১০)

আসিলো **asilo** ক্রি ছিল was মোর্ কলেজ্ যাবার্ কথা আসিলো—আমার কলেজ যাবার কথা ছিল. (জলপা ৭)

আসু[১] **asu** বি অশ্রু (চোখের জল) tear (হুগলি ১)

আসু[২] **asu** বি আউস (ধান) rice [which ripens at the rainy season] (মেদিনী ২০)

আসু[৩] **asu** ক্রি ১ এসেছি দ্র আসি[২] এমনি আসু মুই—আমি এমনি এসেছি (পদিনা ১০) ২ আসি দ্র আসি[২] মুই আসুনি—আমি আসি নি (পদিনা ১০)

আঁসু **ãsu** বি দ্র আসু[১] (কোচবি ৩)

আসুড়া **asuɽa** বি আঁচড় scratch (জলপা ৭)

আসুড়াল্ **asuɽal** বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্ (বীরভূ ৯)

আসুত্ **asut** বি দ্র আশুত্ (মেদিনী ৭)

আসুদ্[১] **asud** বি দ্র আশুত্ (বর্ধমা ৯ মেদিনী ১১, ৩৩)

আসুদ্[২] **asud** বি অশৌচ দ্র অশুচ্ (মুর্শিদা ১৪)

আসুদ্ ঘর্ **asud g^hɔr** বি আঁতুড় ঘর lying-in-room (মুর্শিদা ২)

আসুয়াই **asuai̯** বি গরুর কাঁধের ঘা দ্র আউস্ (মালদা ৫)

আঁসুয়া ঘা **ãsua g^ha** বি দ্র আউস্ (কোচবি ১)

আসুর্ **asur** বি অপরাহ্ণ afternoon (হুগলি ১৮)

আসুরা **asura** বি আরশুলা দ্র অর্‌শুল্ (পদিনা ৪)

আঁসুরাল্ **ãsural** বি দ্র অর্‌শুল্ (বীরভূ ৯)

আসুল্ **asul** বি আঁচিল দ্র আঁইচ্‌ল্যা (কোচবি ১, ৪)

আসুলি **asuli** বি দ্র আঁইচ্‌ল্যা (জলপা ১, ৭)

আসেক্‌শেক্ **asekʃek** বি নিরুৎসাহ discouragement (কোচবি ১)

আস্যোকুন্ **asɛkun** অসক্রি এসে, আসিয়া coming চোরুয়াগুলা আস্যোকুন্ জিনিস্ টিনিস্‌গুলা যেন্‌হ সেন্‌হ ফ্যালাই গ্যাল্যোহে—চোরগুলো এসে জিনিসপত্রগুলো যেখানে সেখানে



আহির্[১]

ছড়িয়ে গেছে (তছনছ করে গেছে) (মালদা ১১)

আসোইড়্ **asoiɽ** বিণ অতিরিক্ত কদর্মময় overspill of mud (পুরুলি ১৭)

আসোদ্[১] **asod** বি দ্র আশুত্ (বাঁকুড়া ১২)

আসোদ্[২] **asod** বি দ্র আশুত্ (মালদা ২)

আসোন্ **ason** বি আষাঢ় third month of the Bengali calendar (পদিনা ১০)

আসোন্ খোলা হোয়ে বসা **ason k^hola hoe bɔsa** ক্রি আসন পিঁড়ি হয়ে বসা দ্র আগড়ুম্ মেরে বসা (চব্বিশ ৯)

আসোন্ ভিড়ে বসা **ason b^hiɽe bɔsa** ক্রি দ্র আগড়ুম্ মেরে বসা (মুর্শিদা ১৯)

আসোয়ারি **asoari** বি (মুসলমান বিবাহের) অষ্টমঙ্গলা দ্র অশ্‌টাহার্ (জলপা ৭)

আসোর্ **asor** বি বিকালের নামাজ দ্র আচের্ (বর্ধমা ২, মুর্শিদা ২, হুগলি ৮)

আসোরা **asora** বি বারান্দা verandah (মালদা ৯)

আসোল্ **asol** বি আঁচল দ্র আঁচল্[১] (কোচবি ২)

আসোলুনিয়া **asolunia** ক্রি এলে না (you) have not come এ্যালায় আসোলুনিয়া কিয়া—এখনও এলে না কেন? (কোচবি ৬) তু আসি[২]

আস্যাকা **asæ̃ka** বি, বিণ যা আগুনে সেঁকা নয় unbaked (মেদিনী ৩)

আস্যান্ **asæn** বি আসন anything used for sitting upon (মালদা ৯)

আহড়্ **ahɔɽ** বি ১ আড়াল cover টেঁটোই পাইখ্ ম্যাঘটাকে আহড়্ দেয়—টেঁটোই পাখি মেঘটাকে আড়াল করে দেয় (পুরুলি ১৩) তু আওড়ান্ ২ আড়াল hiding আহড়ে কথা শুনচে—আড়ালে কথা শুনছে (বাঁকুড়া ১৬ মেদিনী ২৫) তু আড়্[৪]

আঁহত্ **ãhat** বি দ্র আহড়্ গাছের আঁহতে খায় হোয়্যা থাক্—গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক (মুর্শিদা ২৩)

আহল্দা **ahɔlda** বিণ হলুদবিহীন (তরকারি) without turmeric (বাঁকুড়া ১৯)

আহাঁ **ahã** অ উহুঁ [নিষেধ অর্থে] an interjection signifying prevention আঁহা, ওতি না যাস্—উঁহু, ওদিকে যাস না (জলপা ৭)

আহাটাং দেয়া **ahaʈaŋ dea̯** ক্রি গলার জোরে অন্যকে দাবিয়ে দেওয়া to suppress one by shouting (পুরুলি ৭)

আহাটে **ahaʈe** অ সঙ্গে সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ at once উয়াকে আহাটে খ্যাদাইন্ দিল—ওকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দিল (পুরুলি ১৬)

আহাড়্ **ahaɽ** বি বাঁধ an embankment (বাঁকুড়া ১৬)

আহাড়্ কালাই **ahaɽ kalai̯** বি অড়হড় a variety of pigeon-pea (পদিনা ১০)

আহাবাহা **aha baha** বি সঙ্গীসাথী, লোকজন companions যাদের আহাবাহা নেই তারা মাটি দ্যায় আর যাদের পয়সা আছে তারা পোড়ায়—যাদের লোকজন নেই তারা (শবদেহ) পুঁতে দেয় আর যাদের পয়সা আছে তারা পোড়ায় (কোচবি ৪)

আহাম্ মোরি করা **aham mori kɔra** ক্রি আস্ফালন করা to brag (মেদিনী ১৭)

আহামোক্ **ahamok** বিণ আহাম্মক idiot (চব্বিশ ১৫)

আহার্ **ahar** বি জলা জায়গা marshy land (মেদিনী ৩২)

আহালা **ahala** বি কিরণ, উত্তাপ rays, heat রোদের আহালা সামাবে নায়—রোদের কিরণ ঢুকবে না। আহালা লাগছে—উত্তাপ লাগছে (পুরুলি ১৫, ১১)

আহি[১] **ahi** আছে (we) are present ওম্‌রাও আহি—ওরাও আছে (মালদা ৪) চাকাটা গোল আহি—চাকাটা গোল আছে (পুরুলি ৫)

আহি[২] **ahi** বি ডালের কাঁটা a kitchen tool to stir lentil soup (পদিনা ৬)

আহি[৩] **ahi** বি হাই yawn আহি পাড়া—হাই তোলা লোকটা আহি পাড়্ছে—লোকটা হাই তুলছে (পুরুলি ৯)

আহিড়্ **ahiɽ** বি গাভীর পালান udder (মালদা ৫, ১১)

আহিড়্ ডাল্ **ahiɽ ɖal** বি অড়হর ডাল দ্র আহাড়্ কালাই (পুরুলি ৬)

আঁহিড়ে **ãhiɽe** বি অজীর্ণ রোগাক্রান্ত শিশু দ্র আঁইড়িয়া ছেলে (মুর্শিদা ১৯) ~ **লাগা** ক্রি শিশুর অজীর্ণ রোগ হওয়া আঁহিড়্যে লেগ্যে গ্যাছে তোক্যে রে—এঁড়ে লেগে গেছে রে তোর (মুর্শিদা ২৩)

আহিঢাই করা **ahi $ɖ^h$ai kɔra** ক্রি আইঢাই করা দ্র আক্‌পাক[৩] (বীরভূ ৯)

আহিনায় জাওয়া **ahinae̯ jãoa̯** ক্রি (তরকারি) এলিয়ে যাওয়া বা বাসি ও নষ্ট হওয়া দ্র আইল্‌ঠ্যা জাওয়া (পুরুলি ৩)

আহির্[১] **ahir** বি (কুমোরের পণের) জ্বালামুখ [এই জ্বালামুখের দুই পার্শ্বে ইটের গাঁথুনি থাকে এবং মাঝের অংশে পণের গহ্বরটি বড় বড় হাঁড়ি, কলসি বা জালার মুখ দিয়ে তৈরি হয়। এখান দিয়েই পণের মধ্যে আগুন দেওয়া হয়] (পুরুলি ৩, ৮, ১৩ বাঁকুড়া ৮) ~ **মাথা** বি জ্বালামুখ (পুরুলি ৬)

আহির্[২] **ahir** বি দ্র আহিড়্ কালাই (বর্ধমা ১৮ মুর্শিদা ১৭)



ইখান[৩]

আহিল্ ডাহিল্ **ahil ɖahil** ক্রিবিণ তাড়াহুড়ো, ব্যস্ততা দ্র আক্পাক[১] (মেদিনী ১৩)

আঁহুক্ দেওয়া **ãhuk deo̯a** ক্রি (ধুলো ওড়ানোর জন্য) ধানে কুলোর বাতাস দেওয়া to fan paddy with a winnowing fan for freeing it from dust ধানে আঁহুক্ দিচ্ছে গো—ধানে কুলোর বাতাস দিচ্ছে (বীরভূ ৯)

আহুঙ **ahuŋ** ক্রি আছি (I) am মুই তো আহুঙ্—আমি তো আছি (মালদা ৪)

আহুটি **ahuʈi** ক্রি দৌড়ঝাঁপ to romp, act of romping (মুর্শিদা ২৩) তু হুটোপাটি

আহুড়ানো **ahuɽano** ক্রি আঘাত লেগে ফুলে যাওয়া swelling after hurt পা-টা আহুড়েছে—পা-টা আঘাত লেগে ফুলে গেছে (বাঁকুড়া ১)

আহুত্ **ahut** বি (গাছের) আওতা shadow area (of a tree) (মুর্শিদা ৩) <সং আবৃত

আঁহুত্ **ãhut** বি আড়াল দ্র আহড়্ (মুর্শিদা ১৯) ~ **খান্** বি বাড়ির পিছন দিক [যে দিকটি আড়ালে থাকে] (মুর্শিদা ১৯)

আহুল্ **ahul** বি তাপ দ্র আচ্[২] আখার্ কাছে যাস্ না আহুল্ লাগ্বে—উনানের কাছে যাস্ না তাপ লাগবে (মালদা ৪)

আহেক্ **ahek** ক্রি আছে is (কুমোরের) চাক্টা গোল্ আহেক্—(কুমোরের) চাক্টা গোল আছে (পুরুলি ৫)

আহেগ্ **aheg** ক্রি দ্র আহেক্ (পুরুলি ২)

আহেড়্ **aheɽ** বি দ্র আহিড়্ (মালদা ৩)

আহেড়ি **aheɽi** বি দ্র আহির্[২] (পদিনা ১০)

আহেলা **ahela** বি ছোট মাছ বিশেষ a kind of small fish (জলপা ৭)

আহোড়্[১] **ahoɽ** বি আড়াল দ্র আহড়্ আহোড়্ দিগে—আড়ালের দিকে (মেদিনী ১২)

আহোড়্[২] **ahoɽ** বি অড়হর ডাল দ্র আহাড়্ কালাই (পদিনা ১১)

আহোত্ **ahot** বি দ্র আহুত্ (মুর্শিদা ২৪)

আহোর্ **ahor** বি আহত, জখম wound (জলপা ৭)

আঁহোলা **ãhola** বি (কুমারশালে) অর্ধদগ্ধ মৃৎপাত্র half-baked earthen pot (মালদা ১)

ই **i** সর্ব এই this (চব্বিশ ১৫ বর্ধমা ২৩) ই ভাত্ ন্যাকোট্ হোয়ে গ্যাচে—এই ভাত গলে গেছে (বর্ধমা ২৩)<সং এষঃ

ইউরিং **iuriŋ** বি এক প্রকার কানের দুল one kind of earring (জলপা ৭) <ইং ear-ring

ইংকায় **iŋkae̯** ক্রিবিণ এখানে, এইখানে here ইংকায় ইগ্‌লা লিখ্‌লেটে—এখানে এগুলো লিখছে (মালদা ৪)

ইংগে **iŋge** সর্ব এঁকে, ইহাকে this person (কোচবি ১)

ইং-সরশে **iŋ-sɔrʃe** বি একপ্রকার সরষে [সাধারণত এই সরষে বনে জঙ্গলে হয়। এগুলি বেটে কপালে লাগালে মাথাধরা সেরে যায়] wild mustard seed, its paste good for headache (বীরভূ ১১)

ইক্‌ড়ে **ikɽe** বি বড় (ধেড়ে) ইঁদুর the rat (চব্বিশ ৩৭) তু ইকড়া (দাস)

ইক্‌নে **ikne** ক্রিবিণ এখানে, এইখানে দ্র ইংকায় (মেদিনী ২৬) ~ র্ এখানের, এইখানের (মেদিনী ২৬)

ইক্‌সুল্ **iksul** বি বিদ্যালয় school (কোচবি ১) <ইং school

ইক্‌হানে **ikhane** ক্রিবিণ দ্র ইংকায় তোমাকে ইক্‌হানে আইস্‌তে বোলেসিলাম্—তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম (মেদিনী ২৫)

ইকরে **ikɔre** ক্রিবিণ ১ দ্র ইংকায় (মুর্শিদা ১৫) ২ এদিকে, এইদিকে in this direction ইকরে আয়—এদিকে আয় (মুর্শিদা ১৫)

ইকা **ika** বিণ একা unaccompanied রাত্-বিরেতে ইকা যেতে ডর্ লাগে—রাতভিতে একা যেতে ভয় লাগে (মেদিনী ১৩)

ইকিসম্ **ikisɔm** ক্রিবিণ এরকম, এইরকম of this nature ছাওয়াটার্ ইকিসম্ কানুয়ার্ কোই পাত্‌নি ছ্যে—ছেলেটার এরকম কাঁদবার কোনো কারণ নেই (পদিনা ২)

ইকুন্[১] **ikun** বি উকুন the louse (চব্বিশ ১২ নদীয়া ৯ বর্ধমা ২২, ২৩ হুগলি ১০, ১২, ১৬) <সং উৎকুণ (বন্দ্যো)

ইকুন্[২] **ikun** বি এঁটুলি (গরুর) দ্র আইটিয়াল্ (পুরুলি ৯) <সং উৎকুণ (বন্দ্যো)

ইখ্‌নি **ikʰni** সর্ব এরা, ইহারা these persons ইখ্‌নি দুয়োলোকে দোশি—এরা উভয়েই দোষী (পুরুলি ৯)

ইখান্[১] **ikʰan** বি এখান, এইখান this place ইখান্ থাক্‌ট্যো যা—এখান থেকে যা (বাঁকুড়া ১৪)

ইখান্[২] **ikʰan** সর্ব এই this তুই ইখান্ কাম্ করেক্ নি—তুই এই কাজটা কর না (পদিনা ৮)

ইখান্[৩] **ikʰan** বি পয়লা মাঘে (মকর সংক্রান্তির পরের দিন) অনুষ্ঠিত পূজা [এই দিন সন্ধ্যায় উঠানের তুলসীতলায় আল্‌পনা দিয়ে লাঙল, ঢেঁকি, কুলো, মরাই, মই, চালুনি ইত্যাদির রেখাচিত্র এঁকে লক্ষ্মীপূজা করা হয়] a folk festival celebrated on the first day of *Māgha* (বাঁকুড়া ৮)

ইখান্‌কার্ **ikʰankar** ক্রিবিণ দ্র ইক্‌নের্ ইখান্‌কার ইয়েই ঢং—এখানকার এটাই নিয়ম (পদিনা ৩)

ইখানে ikʰane ক্রিবিণ এখানে দ্র ইংকায় (মেদিনী ৯)
ইখিনকে ikʰinke ক্রিবিণ এখানে দ্র ইংকায় (মেদিনী ৯)
ইখিন্-উখিন্ ikʰin-ukʰin ক্রিবিণ এখানে-ওখানে here and there ইখিন্-উখিন্ ঘুরে বুল্সি ক্যানে ?—এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ? (বাঁকুড়া ১৭)
ইখিনে ikʰine ক্রিবিণ এখানে দ্র ইংকায় ইখিনে কি কোত্তেছিলি ?—এখানে কি করছিলি ? (মেদিনী ৯)
ইখুদি ikʰudi বিণ অল্প একটু just a little ইখুদি থাম্যেক্—অল্প একটু থাম (পদিনা ২)
ইগা iga সর্ব এগুলো, এইগুলো these ইগা কাদ্যের জিনিস ?—এগুলো কাদের জিনিস ? (মেদিনী ৩৪)
ইগ্ড়া igɽa বি বড় (ধেড়ে) ইঁদুর দ্র ইক্ড়ে (মেদিনী ৩৫)
ইগ্না igna বি আঙিনা, উঠান দ্র আইগ্না (দার্জিলি ২, ৪)
ইগ্রা[১] igra বি দ্র ইক্ড়ে (মেদিনী ১৬, ১৮)
ইগ্রা[২] igra বি ভোঁদড় the otter (মেদিনী ২৯)
ইগ্লা igla সর্ব এগুলো, এইগুলো দ্র ইগা ইগ্লা কার্ বঠ্যে র‍্যো—এগুলো কার (মেদিনী ৯)
ইগাই igai̯ ক্রিবিণ এদিকে, এইদিকে দ্র ইকরে (মেদিনী ১৩)
ইগিনা igina বি আঙিনা, উঠান দ্র আইগ্না (দার্জিলি ৩)
ইগিলা igila সর্ব দ্র ইগ্লা ইগিলা খুক্ড়া—এগুলি মুরগি (মেদিনী ৫)
ইঘিনা igʰina বি দ্র আইগ্না (দার্জিলি ৩)
ইঁচড়া ĩcɽa বি এঁচড় green jack fruit (মেদিনী ১৮)
ইচ্তিয়া ictia বি জ্যোৎস্না the moon light (পুরুলি ৫)
ইঁচ্তিয়া রাত্ ĩctia rat বি চাঁদনি রাত a moonlit night (পুরুলি ৫) তু ইচ্তিয়া
ইচ্পিচ্ icpic বি দৈহিক অস্বস্তি অনুভব, বমি-বমি ভাব দ্র অকোল্-পাকোল্ (বাঁকুড়া ১৪ মেদিনী ১৩, ২০) গা ইচ্পিচ্ করেঠে— গা বমি বমি করছে (মেদিনী ২০) গা-টা ইচ্পিচ্ কোচ্চিএ—শরীরটা অস্বস্তি করছে (বাঁকুড়া ১৪)
ইঁচরানো ĩcrano ক্রি (জ্বলন্ত উনান) খোঁচানো to poke চুলাট্ ইঁচরিয়ে দাও—উনানটা খুঁচিয়ে দাও (বাঁকুড়া ১৭)
ইচ্লা icla বি চিংড়ি shrimp (পুরুলি ৯ বাঁকুড়া ১৩) <সং ইঞ্চাক (বন্দ্যো)
ইঁচ্লা (মাচ্) ĩcla (mac) বি চিংড়ি (মাছ) দ্র ইচ্লা (বাঁকুড়া ১)
ইচ্লি icli বি চিংড়ি দ্র ইচ্লা (পুরুলি ১৩)
ইঁচ্ল্যা (মাচ্) ĩclæ (mac) বি দ্র ইচ্লা (বাঁকুড়া ৮)
ইচন্ বিচন্ খ্যালা icɔn bicɔn kʰæla বি একপ্রকার গ্রামীণ খেলা [ছোট বালক-বালিকারা উঠানে এই খেলা খেলে। সকলে দু-হাত সামনে উপুড় করে রেখে বসে, একজন প্রধান খেলোয়াড় একহাত দিয়ে প্রত্যেকের হাতে একবার করে মারে ও ছড়া বলে। ছড়ার এক একটি শব্দ বলার সঙ্গে একটি হাতে একবার করে মারে। ছড়ার শেষ শব্দটি বলার সঙ্গে যার হাতে মারা হল সে সেই হাতটি তুলে নিয়ে কপালে রাখবে এবং অপর হাতটি পেটের কাছে রাখবে। এইভাবে সব শেষে যার একটিমাত্র হাত অবশিষ্ট থাকবে সেই হাতে সবাই মারবে। ছড়াটি এইরূপ ঃ

ইচন্ বিচন্ ধাপুরি বিচন্
তাতে আছে মোগল্কাটা।
মোগল্কাটা নড়ে চড়ে
আয় কুমুরি ডাক্ পাড়ে।
এলেরে বেলেরে
ফুল্ তুলিবার্ গেলেরে।
ফুলের মান্জালা পাত্
শ্রী আংটি হাত কাট্।]

a kind of rural games (জলপা ৭)


ইচন্ বিচন্ খ্যালা

ইচা (মাচ্) ica (mac) বি চিংড়ি (মাছ) দ্র ইচ্লা (পদিনা ১২)
ইচারে দেওয়া icare deo̯a ক্রি আঁচড়ে দেওয়া to scratch (বর্ধমা ১৩)
ইচিচিম্টি icicimʈi বি, বিণ নাছোড়বান্দা pertinacious তুই অত্তা ইচিচিম্টি ক্যানি—তুই এতো নাছোড়বান্দা কেন ? (মুর্শিদা ২)
ইচিড়িং iciɽiŋ বি উচ্চিংড়ে a kind of insect akin to the cricket (বাঁকুড়া ১)
ইচিপিচি icipici বি বমি-বমি ভাব দ্র অকোল্-পাকোল্ গা-টা ইচিপিচি করেঠে—গাটা বমি বমি করছে (মেদিনী ২০)
ইচি (মাচ্) ici (mac) বি চিংড়ি (মাছ) দ্র ইচ্লা (মুর্শিদা ৫)
ইচিরা icira ক্রি ছিটানো to scatter (কোচবি ৮)
ইচিলা (মাচ্) icila (mac) চিংড়ি (মাছ) দ্র ইচ্লা (কোচবি ৮ জলপা ৪, ৭, ৯)
ইচিলা চট্কা কথা icila cɔʈka kɔtʰa বি বড় বড় কথা tall-talks (জলপা ৩)
ইচে (মাচ্) ice (mac) বি দ্র ইচ্লা (মুর্শিদা ২৪)
ইচ্ছে রান্না iccʰe ranna বি অরন্ধন [সাধারণত ভাদ্রমাসের প্রথম ১৫ দিনের পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ নেই তাই যে-কোনো দিন ইচ্ছা করলেই অনেকে এর অনুষ্ঠান করে থাকে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন যে অরন্ধন হয় তার নাম বুড়ো রান্না] দ্র অরন্ন (হাওড়া ১, ৩, ৮)
ইছাই icʰai̯ বিণ আচ্ছা (বেদম প্রহার অর্থে) a good deal (of) ইছাই মার্ মেরেছে—আচ্ছা মার মেরেছে (মুর্শিদা ৯)
ইছাতি icʰati বি মাছির ডিম the egg (of fly) (বাঁকুড়া ১৯)
ইছিলা icʰila বি দ্র ইচ্লা (জলপা ১)



ইটে ট্যাংরা

ইজ্‌তিয়া রাত্ **ĩjtia rat** বি চাঁদনি রাত দ্র ইঁচ্‌তিয়া রাত্ (পুরুলি ৫)

ইজ্‌রো **ijro** বি, বিণ পরিষ্কার clean ইজ্‌রো জাইগা—পরিষ্কার জায়গা (পুরুলি ২) <সং উজ্জ্বল

ইজ্‌লো **ijlo** বি, বিণ দ্র ইজ্‌রো (পুরুলি ১৪) ~ **রাখা** পরিষ্কার রাখা কাপড়টা এ্যাকটুকু ইজ্‌লো রাইখ্‌তে হয়—কাপড়টা একটু পরিষ্কার রাখতে হয় (পুরুলি ১৪)

ইজত **ij ɔtɔ** অব এইতো here it is (মেদিনী ১৯, ২২, ২৬, ৩৪) ইজত ইমা গাইমছ্যাটা পড়িয়াছ্যে—এইতো এদিকে গামছাটা পড়ে আছে (মেদিনী ২৬)

ইজর্ **ijɔr** বি, বিণ পরিষ্কার দ্র ইজ্‌রো (পুরুলি ৫)

ইজরিয়া রাত্ **ijɔria rat** বি জ্যোৎস্না রাত দ্র ইঁচ্‌তিয়া রাত্ (মালদা ৭)

ইঁজুট্ **ĩjuṭ** বি হোঁচট a stumble কোশে ছুটে যাচ্ছিল ইঁজুট্ খ্যায়েচে—খুব জোরে ছুটে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়েছে (বাঁকুড়া ৮)

ইজোড়িয়া **ijoṛia** বি জ্যোৎস্না দ্র ইচ্‌তিয়া (মালদা ১)

ইজোর্ পিজোঁই **ĩjor pijõi̯** বি গ্রামীণ পার্বণ [কালীপূজার রাত্রিতে আঁটি বাঁধা পাটকাঠির মাথায় আগুন লাগিয়ে (মশাল তৈরি করে) এই পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়] a rural festival (পুরুলি ৬)

ইঁঝট্ **ĩjʰɔṭ** বি হোঁচট দ্র ইজুট্ (মুর্শিদা ১৭)

ইঞ্চিগজ্ **incigɔj** বি (ছুতারের কাজে ব্যবহৃত) কাঠের মাপকাঠি [ইঞ্চি ও গজ একক সংবলিত বলে এই নাম] a measuring rod (বাঁকুড়া ৬)

ইট্‌কপালি **iṭ kɔpali** বি উঁচু কপাল যে নারীর [লোকবিশ্বাস যে, এরূপ উঁচু কপাল যদি পুরুষের হয় তবে তা সৌভাগ্যের দ্যোতক, কিন্তু স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের সূচক] (a woman) with protruded forehead (বর্ধমা ১২, ২৫ হুগলি ১২)

ইট্‌কে পিট্‌কে দেখা **iṭ ke piṭ ke dekʰa** ক্রি হাঁটকানো to rummage (বাঁকুড়া ৩)

ইঁট্‌ক্যাল্ **ĩṭ kæl** বি বড় আকারের সাধারণ ইট a large brick of common variety (মালদা ১) তু ইট পাটকেল

ইঁট্‌খাঁড়া **ĩṭ kʰãṛa** বি ইটের টুকরো brickbat (পুরুলি ১২) <সং ইষ্টকখণ্ড

ইট্‌লি **iṭli** বি ইড্‌লি [দক্ষিণ ভারতীয় খাবার, চালগুঁড়ি ও বিউলির ডাল বাটা দিয়ে তৈরি একপ্রকার মোটা গোলাকৃতি (৩ ইঞ্চি বা ৪ ইঞ্চি ব্যাসের) পিঠে] a kind of pan-cake prepared with ground rice and pulse (বাঁকুড়া ১৬)

ইটা[১] **iṭa** **সর্ব** এটা, এইটা this (পদিনা ২, ৩ বীরভূ ১ মেদিনী ৩, ২৯) ইটা কি বট্যে—এইটা কি ? (বীরভূ ১) তুম্‌হি ইটা কাম্ কর—তুমি এই কাজটা কর (পদিনা ২) মোক্ ইটা বাত্ এগ্যে কোহিস্ নি ক্যানে—আমাকে এই কথাটা আগে বলিস নি কেন ? (পদিনা ৩)

ইটা[২] **iṭa** বি বড় মাটির ঢেলা a clod of earth (কোচবি ১)

ইটা[৩] **iṭa** বি ইট brick (চব্বিশ ১৭ জলপা ১০ দার্জিলি ৪ পদিনা ২ বর্ধমা ১৮) <সং ইষ্টক (দাস)

ইঁটা **ĩṭa** বি ইটা[৩] (পুরুলি ৩ বর্ধমা ১৮) আধ্‌লা ইঁটা—আধভাঙা ইট (পুরুলি ৩)

ইটাল্ **iṭal** বি দ্র ইটা[৩] (পদিনা ৭)

ইঁটি **ĩṭi** বি কুমোরের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম [মাটির হাঁড়ির বাইরে পেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয় (একে 'বোলি' ও বলে)] a potter's instrument (নদীয়া ১১)

ইটিয়াল্ **iṭial** বিণ শক্ত খটখটে ইটের মতো (মাটি) very hard (like a brick) ইটিয়াল্ মাটি—শক্ত খটখটে মাটি (কোচবি ৪) <আ বা ইট

ইটু **iṭu** বিণ একটু, অল্প a wee bit ইটু ছিলো—একটু ছিল (মুর্শিদা ১৫) তু এইটুক্

ইটুলি **iṭuli** বি এঁটুলি দ্র আইটিয়াল্ (মুর্শিদা ১৪)

ইঁটে **ĩṭe** বি এক ধরনের মাছ [শক্ত ও মোটা মাথা বিশিষ্ট, আঁশহীন, ছাইরঙের, ৫-৭ কিলোগ্রাম ওজনের বড় মাছ, দেখতে ট্যাংরার মতো] a kind of scaleless fish (নদীয়া ৩) তু ইটা (দাস)

ইটে ট্যাংরা **ĩṭe ṭæŋra** বি মোটা মাথা বিশিষ্ট ট্যাংরা মাছ a kind of small scaleless silvery river fish (হাওড়া ১০) তু ইটে

ইট্যা **iṭæ** বি ইট দ্র ইটা[৩] (মালদা ৯)

ইঠা[১] **iṭʰa** সর্ব এই this (জলপা ২) ~ **টা** এইটা (জলপা ২) <এ (এই)-টা (দাস)

ইঠা[২] **iṭʰa** ক্রিবিণ এখানে, এইখানে দ্র ইংকায় ইঠা ক্যানে তুমি ?—এখানে কেন তুমি ? (মুর্শিদা ২৩)

ইঠালি **iṭʰali** বি এঁটুলি দ্র আইটিয়াল্ (বর্ধমা ৮)

ইঠিং-উঠিং **iṭʰiŋ-uṭʰiŋ** ক্রিবিণ এদিকে ওদিক here and there ইঠিং উঠিং যাস্ ন্যো—এদিক ওদিক যাস না (মুর্শিদা ১৭)

ইঠিকার্ **iṭʰikar** বিণ এখানকার of this place (পদিনা ১৩ মেদিনী ৩৪) <ইথে (সেন)

ইঠিকে **iṭʰike** ক্রিবিণ এখানে, এইখানে দ্র ইংকায় তমাকে ইঠিকে আস্‌তে কোইথিলি—তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম (মেদিনী ২২)

ইড্ **iḍ** বি এটা এইটা দ্র ইটা[১] ইড্ কার্—এটা কার (পদিনা ১৩)

ইঁড্ **ĩḍ** বি ইট দ্র ইটা[৩] (মেদিনী ২৯)

ইডা **iḍa** সর্ব এটা, এইটা দ্র ইটা[১] (পদিনা ১৩)

ইডিমেড্ iḍimed বিণ তৈরি (জিনিস) readymade (জলপা ১০) <ইং readymade

☆ইড়কা iṛka ক্রি (গরু বা বাছুরের) ইতস্তত বা বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি করা to romp বাছুরটা ইড়কেঁ দিলে—বাছুরটা হঠাৎ দৌড়তে লাগল (পুরুলি ৯, ১৭)

ইড়কা iṛka ক্রি দ্র ইড়কা (পুরুলি ১৩)

ইড়কিনো ĩṛkino ক্রি দৌড়ানো to run (পুরুলি ১১) গোরুটা দমে ইড়কিছে—গরুটা খুব দৌড়চ্ছে (পুরুলি ১১) তু ইড়কা

ইঁড়্ড়াই ĩṛṛai বিণ কটমট (করে তাকানো) (to look) angrily (পুরুলি ৭, ১২ মেদিনী ৬, ৩২) ইদ্‌গে ইঁড়্ড়ায়ে ভাল্‌ছিস্ ক্যানে—এদিকে রেগে তাকাচ্ছিস কেন ? (পুরুলি ৭) ইঁড়্ড়ায়েঁ ভাইল্‌ছিস্ ত আমার্ কি কর্‌বি—রেগে তাকাচ্ছিস তো আমার কি করবি ? (পুরুলি ১১)

ইড়্র্যা iṛræ বিণ দ্র ইড়্ড়াই (পুরুলি ১২)

ইড়ু iṛu বি ১ নালা a drain (পুরুলি ৫) ২ গর্ত a pit (পুরুলি ৫)

ইত্‌তি[১] itti সর্ব এটা, এইটা দ্র ইটা[১] ইত্‌তি নলবাড়ি—এইটা (এই জায়গাটা) নলবাড়ি (কোচবি ১ জলপা ৯)

ইত্‌তি[২] itti ক্রিবিণ এখানে, এইখানে দ্র ইংকায় (কোচবি ১ জলপা ৯)

ইত্‌তিংনা ittiŋna বিণ একটু, এতটুকু, অল্প দ্র ইটু (পদিনা ১)

ইত্‌তিকিনা ittikina বিণ একচিমটে a pinch ইত্‌তিকিনা নুন্—এক চিমটে নুন (মালদা ৪) তু আবা এতটুকুন

ইত্‌তুকুনা ittukuna বিণ একটু, অল্প দ্র ইটু ইত্‌তুকুনা দি—অল্প একটু দিই (পদিনা ১০)

ইত্‌তুগ্‌গা ittugga বিণ একচিমটে দ্র ইত্‌তিকিনা (পদিনা ১১)

ইত্‌তুগুনা ittuguna বিণ দ্র ইত্‌তিকিনা (মালদা ৬)

ইত্‌তুঙ্ ইত্‌তুঙ্ ittuŋ ittuŋ বিণ ছোট ছোট wee-bits ইত্‌তুঙ্ ইত্‌তুঙ্ গছ্—ছোট ছোট গাছ (মালদা ১১)

ইত্‌মিনান্ হইয়ে বসা itminan hoi̯e bɔsa ক্রি সুস্থ (স্থির) হয়ে বসা to sit at rest অত ছট্‌পট্ কোইচ্ছো ক্যানে ইত্‌মিনান্ হইয়ে বোসো—এত ছট্‌ফট্ করছো কেন স্থির হয়ে বস (মুর্শিদা ৩)

ইত্‌রানি itrani বি, বিণ অহঙ্কারী proud (পদিনা ২)

ইত্‌পিলেন্ জর্ it pilen jɔr বি ইনফ্লুয়েঞ্জা influenza (চব্বিশ ২৭) <ইং influenza

ইঁতাই রাখা ĩtai̯ rakʰa ক্রি গুছিয়ে রাখা to put in proper order ইতাই রাখ্‌বে—গুছিয়ে রাখবে (বাঁকুড়া ৮)

ইতি[১] iti ক্রিবিণ এদিকে, এই দিকে দ্র ইকরে (দার্জিলি ৩)

ইতি[২] iti সর্ব ইহাতে, এতে in this (চব্বিশ ৩৭)

•ইতি[৩] iti বি ইতুপূজা বাঙালী হিন্দু রমণীর সূর্যপূজানুষ্ঠান ও একটি ব্রত a folk-ritual observed by Bengali Hindu women intending good crop [অন্যতম কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মোট ছয়দিন শস্যকামনায় এই ব্রত পালন করা হয়—অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার এবং কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। ব্রতকথায় সূর্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় যদিও ইতু মাতৃকাদেবীরূপেই পূজিতা হন। সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই এই ব্রত পালন করেন। ব্রতের প্রথম দিন সকালে স্নানান্তে একটি নতুন মাটির সরায় পুকুরের পাঁকমাটি ভরে তাতে ধান, গম, যব, সরষে, কলাই—এই পঞ্চশস্য দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সরাটি পূজা করেন। তবে ব্রতীও পূজা করতে পারেন। পূজা না হওয়া পর্যন্ত ব্রতী উপবাসী থাকেন এবং পূজার দিন তিনি আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ ব্যঞ্জন খান। অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবার ইতুকে গাঁদাফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপদীপ সহযোগে জল ঢালা হয়। ১লা পৌষ ভোরে সরাটিকে পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অঞ্চল বিশেষে এই ব্রতের নামভেদ হয়ে থাকে। যেমন ইউতি ব্রত (বীরভূম), ইতোকুমারের ব্রত (নদীয়া), এঁতেল ঠাকুরের ব্রত (হাওড়া), (বাঁকুড়া ১)


ইতি৩

ইতি-উতি iti-uti বিণ এদিক-ওদিক, এইদিক-ওইদিক here and there (কোচবি ৬) ইতি-উতি প লান্ ধোরিচে—এদিকে-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে (দার্জিলি ৪) <ইত (ইতঃ)-উৎ>তি (ই সপ্তম্যর্থে) (বন্দ্যো, দাস)

ইতিংনা itiŋna বিণ অল্প একটু দ্র ইখুদি ইতিংনা দে—অল্প একটু দে (পদিনা ১০)

ইতিকিনি itikini বিণ ১ এক চিমটে দ্র ইত্‌তিকিনা (পদিনা ১৩) ২ অল্প একটু দ্র ইখুনি (পদিনা ১৩)

ইতু itu বি ঋতু seasons (জলপা ৭)

ইতুক্‌না itukna বিণ অল্প একটু দ্র ইখুদি (পদিনা ১০)

ইতুপূজা itupuja বি দ্র ইতি[৩] (বর্ধমা ১১)

ইতো ito ক্রিবিণ এত so much তোকে কি সোনি গোড়িয়াছে ইতো বড় বড় কাবুল্ দেউঠ্‌ঠ ?—তোকে কি শনি ধরেছে এত বড় বড় গ্রাস তুলছিস ? (মেদিনী ২৯)

ইদ্‌কে idke ক্রিবিণ এদিকে, এইদিকে দ্র ইকরে ইদ্‌কে আয়—এদিকে আয় (বাঁকুড়া ৬)

ইদ্‌খুর্ ĩdkʰur বি গরু বা মহিষের পায়ের পেছন দিকের ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষুর দুটি hind-leg hoofs of cows and buffellows (পুরুলি ১৫)

ইদ্‌গে idge ক্রিবিণ এদিকে, এইদিকে দ্র ইকরে (পুরুলি ৩, ১২ বাঁকুড়া ৫) ইদ্‌গে আয়—এদিকে আয় (বাঁকুড়া ৫)

ইদা ida সর্ব এই, ইহা দ্র ইত্‌তি (দার্জিলি ৩)



ইদারা—ইন্দি বিন্দি সিন্দি খেলা

ইদুরকানি পানা

ইদারা idara বি কুয়া a draw-well, a deep well (মালদা ৭)

ইদি idi ক্রিবিণ ১ এদিকে, এইদিকে দ্র ইকরে (জলপা ৭) ২ এখানে, এইখানে দ্র ইংকায় (জলপা ৭)

ইদি-উদি idi-udi বিণ এদিক-ওদিক দ্র ইতি উতি (পদিনা ২)

ইদিক্ idik ক্রিবিণ এদিক, এইদিকে this way তুমি ইদিকে ভাল—তুমি এদিকে তাকাও (মেদিনী ৩৩) তু ইকরে

ইদিক্-উদিক্ idik-udik বি এদিক-ওদিক দ্র ইতি-উতি (চব্বিশ ৯ মুর্শিদা ১০)

ইদিক্পানে idikpane ক্রিবিণ দ্র ইকরে (হাওড়া ৩)

ইদিরি idiri সর্ব এদেরই ইদিরি লোক্ আইচ্যা—এদেরই লোক এসেছে (বাঁকুড়া ১১)

ইদুটে iduṭe বিণ ঘুটঘুটে (অন্ধকার) deep darkness এ্যাত ইদুটে ওখানে যেতে পেছি না—এত ঘুটঘুটে অন্ধকার ওখানে যেতে পারছি না (মুর্শিদা ১৬)

ইঁদুরকানি পানা ĩdurkani pana বি ইঁদুরের কানের মতো দেখতে একপ্রকার গুঁড়িপানা an water plant (salvinia cucullata) (হাওড়া ৩ হুগলি ৪, ১০)

ইঁদুর্ কোনি ĩdur koni বি একপ্রকার মাছ [ট্যাংরা মাছের **মতো** দেখতে, রং ইঁদুরের মতো এবং তিনটি কাঁটা আছে] a kind of fish like mystus tengra (হাওড়া ১০)

ইদো ido সর্ব এই this ইদো আম্ তোক্ খাবাই হব্যে—এই আমটা তোকে খেতেই হবে (পদিনা ৪)

ইধ্রি-উধ্রি id^{h}ri-ud^{h}ri বি এদিক ওদিক, এইদিক ওইদিক দ্র ইতি-উতি ইধ্রি-উধ্রি কাঁহে যাহা—এদিকে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ? (মালদা ৯) **আবা** এধার-ওধার

ইধার্ id^{h}ar বি এদিক, এইদিক দ্র ইদিক্ ইধার্যো আয়—এদিকে আয় (বাঁকুড়া ৬)

ইধার্-উধার্ id^{h}ar-ud^{h}ar বি দ্র ইধ্রি উধ্রি ইধার্-উধার্ করুস্ নু—এদিকে-ওদিক করিস না (বাঁকুড়া ১৪)

ইধারে id^{h}are বি দ্র ইকরে (মেদিনী ২৫)

ইন্কা inka বি এখন now খুম্ মেঘ্ নাগিসে ইন্কা জল্ পড়্বে—খুব মেঘ করছে এখন বৃষ্টি হবে (মালদা ৪) ~ **য়** বিণ এখনি ইন্কায় খোরাক্ খাবে ফের্ ইন্কায় খোরাক্ খাবারছে—এখনি খাবার খেল আবার এখনি খেতে চাইছে (পদিনা ১)

ইনক্যে inkɛ সর্ব এইরকম such (পদিনা ৪)

ইন্খুরি ink^{h}uri বি গরু বা মহিষের পায়ের পেছন দিকের ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষুর দুটি , উপখুর দ্র ইদ্খুর্ (পুরুলি ২)

ইন্গ্রেপ্বুলি ingrepbuli বি স্বর্ণকারের সরঞ্জাম [অলংকারে সরু নক্সা কাটা বা ক্ষুদ্রাকৃতি নাম খোদাইয়ের কাজে ব্যবহৃত ছেনি জাতীয় সরঞ্জাম। এটি ৫″ বা ৫½″ ইঞ্চি লম্বা] a kind of chisel used by the goldsmith (মালদা ১)

ইন্ঝালা inj^{h}ala বি অন্ধকার darknesss ইন্ঝালামা কুন্ জিনিস্ ঢুর্ হ্যায়—অন্ধকারে কোন জিনিস খুঁজছ ? (মালদা ৯)

ইন্টি বিন্টি খ্যালা inṭi binṭi k^{h}æla বি গ্রামীণ খেলা [সাধারণত দশ বৎসরের কম বয়সের বালক-বালিকারা এই খেলা খেলে থাকে। খেলোয়াড়রা একত্রে গোল হয়ে বসে সামনের দিকে মাটিতে আঙুল ছড়িয়ে হাত উপুড় করে পাতে। এরপর একজন খেলোয়াড় একটি ছড়া বলতে বলতে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি আঙুলে টোকা দেয়। ছড়াই এইরকম :

ইন্টি বিন্টি তিন্টি ছ্যাম্।
আবুল্ হোসেন্ হচ্ছে গ্যাম্॥

ছড়ার শেষ শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যার যে আঙুলে টোকা দেওয়া হয়, খেলোয়াড় সেই আঙুলটি মুড়ে দেয়। এইভাবে যে খেলোয়াড়ের সব আঙুল প্রথমে মুড়ে যায় সেই খেলায় জয়ী হয়] a kind of country games (নদীয়া ৯) তু ইচন্ বিচন্ খ্যালা

ইন্তাজারি intajari বিণ পরাধীন dependant (মুর্শিদা ২৪)

ইন্তিয়া intia বি জ্যোৎস্না moonlight (পুরুলি ৫)

ইন্তেজাম্ intejam বি ব্যবস্থা arrangement উয়ার্ বেহাত্ আচ্ছা ইন্তেজাম্ হয়েসে—ওর বিয়েতে খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছে (পদিনা ৮)

ইন্তেজার্ intejar বি অপেক্ষা act of waiting (পদিনা ২) তোর ইন্তেজার্ কোরে কাম্ নি—তোর অপেক্ষা করে কাজ নেই (পদিনা ৮)

ইন্দারা indara বি ইঁদারা a deep well, a draw-well (বাঁকুড়া ১২) <সং ইন্দ্রাগার

ইন্দিজলা indijɔla বি অপুষ্ট তিক্ত নারকেল [ডাব অবস্থায় ইঁদুর ভিতরের জল খেয়ে ফেলায় জলের অভাবে নারকেল অপুষ্ট ও তিক্ত হয়] on undeveloped bitter coconut (হাওড়া ১০)

ইন্দি বিন্দি সিন্দি খেলা indi bindi sindi k^{h}æla বি গ্রাম্য বালিকাদের খেলা [কয়েকজন খেলোয়াড় বৃত্তাকারে বসে এই খেলা খেলে। একজন 'চোর' হয়। একটি রুমাল কোনো একজন খেলোয়াড়ের কোলে লুকিয়ে রাখা হয়। এরপর 'চোর'কে ডাকা হয়। 'চোর' যদি বলতে পারে কার কাছে রুমালটি আছে তাহলে যার কাছে রুমালটি ছিল সে 'চোর' হয় এবং পূর্বের 'চোর' তার স্থানে বসে। 'চোর' যখন অপর খেলোয়াড়দের কাছে এসে কার কাছে রুমালটি আছে তা অনুমান করার চেষ্টা করে তখন তাকে

বিভ্রান্ত করতে খেলোয়াড়রা একটি ছড়া বলে। ছড়াটি এইরকম ঃ

ইন্দি বিন্দি সিন্দি
উঁকি মারে গাছের আড়ালে
একজন নাকি সুরে গেয়েছিল গান
ইন্দি বিন্দির উড়ে গেল প্রাণ।
ইন্দির খিদে পেল
গাছ থেকে নেমে এল
মা এসে ধোঁকা দিল
তাই সে খাওয়া দাওয়া ভুলে গেল।

a kind of rural game played by girls (বর্ধমা ১৮)

ইন্দিড়া **indiɽɑ** বি দ্র ইন্দারা (জলপা ৭)

ইন্দিরা **indira** বি দ্র ইন্দারা (পদিনা ৫ মুর্শিদা ২৩)

ইন্দুর্ **indur** বি ইঁদুর the rat (বীরভূ ১৪ মেদিনী ১৪, ১৬)

ইন্দোরাজা ঠাকুর্ **indoraja t^hakur** বি গ্রামীণ উপাস্য দেবতা [নামান্তরে ভাঁজো ঠাকুর। ভাদ্র মাসের ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথিতে এই দেবতার পূজা হয়। দেববিগ্রহ কাঠের তৈরি, বাহন হাতি। তবে বিশ্বকর্মা নয়। সাধারণ ৯/১০ বছরের মেয়েরা ব্রতী হয়। একটি মাটির সরায় অল্প মাটি রেখে তাতে বিউলি, কলাই, শণ বীজ, সরষে ও ঘরের ইঁদুর মাটি দিতে হয়। সকালবেলা কাচা কাপড় পরে, আউস ধান যে জমিতে হয় সেই জমির জল সরাতে দেওয়া হয়। সারাদিন এই সরা ছুঁতে নেই, এই পূজায় উপবাস করার প্রয়োজন হয় না। সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে এই সরাটি নিয়ে গিয়ে পূজা করতে হয়। পূজার সময় কিছু ছড়া বলা হয়। যেমন ঃ

ডালিম্ তলাতে খেলুম্ সাতে
আর কতদিন থাকবে অমুক্ [কারো নাম উল্লেখ] বরের্ আশাতে।
উড়ে গেল প্রজাপতি পড়ে গেল ফাঁদে
লোগ্মানের পা দুটি অমুকের্ [কারো নাম] কাঁধে।

এই প্রকার ছড়া ব্যতীত ব্রতী মেয়েরা বাজনা সহযোগে ঠাকুর ঘরে নাচে] a rural deity (বর্ধমা ১৯)

ইন্দ্র জব্ **indrɔ jɔb** বি কুরচি গাছের বীজ [কুরচি ফুল সাদা, বৎসরান্তে পাতা ঝরে যায়, পার্বত্য এলাকায় বহুল পরিমাণে জন্মায়। সমতল ভূমিতেও দেখা যায়] seed of holarrhena antidysenterica (বাঁকুড়া ১৯) তু হি ইন্দ্রযৌ

ইনদ্রা **indra** বি দ্র ইনদারা (চব্বিশ ২৩ জলপা ৬)

ইন্না **inna** ১ সর্ব এমন like this ইন্না বোলিন্ নি—এমন বলবেন না (মালদা ৭) ২ ক্রিবিণ এদিকে this way আয় বো ইন্না—এদিকে আসুন (মালদা ৪)

ইন্সাব্ **insab** বি আলোচনা discussion (পদিনা ৯)

ইন্হার্ **inhar** ক্রিবিণ এদিকে this way ইন্হার আ—এদিকে আয় (মালদা ৭) দ্র ইন্না

ইনা **ina** ক্রিবিণ এখানে here তুই ইনা থাক্—তুই এখানে থাক। ক্যান্তে কোরি আসিলেন্ ইনা—কি করে এখানে এলেন (মালদা ৪)

ইনারা **inara** বি দ্র ইন্দারা (মালদা ২, ৯)

ইনি (সাপ) **ini (sap)** বি একপ্রকার নির্বিষ সাপ [এই সাপের রঙ খয়েরি ও রূপালি মিশ্রিত] a non-venomous snake (মুর্শিদা ১৭)

ইন্দিড়া—ইসান্দি উমান্দি



ইন্দি বিন্দি সিন্দি খ্যালা

ইনুর্ **inur** বি (বড়) ইঁদুর rat (পদিনা ২)

ইনুর্ কানি পাতা **inur kani pata** একপ্রকার ছোট পানা [এই জলজ উদ্ভিদের পাতা ইঁদুরের কানের মতো] a kind of water-wort (মেদিনী ২৪)

ইপহর্ **ipɔhɔr** বি দুপুর [সাধারণত আড়াইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময়সীমাকে বোঝায়] noon (from 2-30 to 5 p.m.) (পদিনা ৩) <সং দ্বিপ্রহর

ইপিতি **ipiti** ক্রিবিণ দ্র ইন্হার্ ইপিতি ঔস্—এদিকে আয় (পদিনা ২)

ইপু **ipu** বি রিফু darning (চব্বিশ ২০)

ইফ্তারি **ip^htari** বি জলখাবার tiffin (হুগলি ৮)

ইব্দি উব্দি **ibdi ubdi** ক্রিবিণ এদিক ওদিক hiether and thither ইব্দি উব্দি কোরিস্ না, থির্ হোইয়া থাক্—এদিক ওদিক করিস না স্থির হয়ে থাক (মালদা ৫)

ইবাগে **ibage** ক্রিবিণ দ্র ইপিতি (বাঁকুড়া ১৭)

ইব্যালা উব্যালা **ibæla ubæla** ক্রিবিণ এবেলা ওবেলা morning and evening (বর্ধমা ২)

ইমৃটি **imʈi** বি খেলার সময় চুরি করে এমন ছেলে a boy who cheats in games (নদীয়া ৯)

ইম্ড়া **imɽɑ** সর্ব ইনি this person (honorific) (কোচবি ১)

ইম্ড়েলা **imɽela** সর্ব ইহারা these persons (honorific) (কোচবি ১)

ইম্নি **imni** ক্রিবিণ এমনি without a specific cause (চব্বিশ ২৭)

ইম্রালা **imrala** সর্ব দ্র ইমড়েলা (কোচবি ২)

ইমতনে **imɔtɔne** ক্রিবিণ এই রকমে in such a way (জলপা ৯)

ইমা **ima** ক্রিবিণ দ্র ইপিতি ইমা আইসিসিনা—এদিকে আসিস্ না (মেদিনী ৬) তু অউমুআ

ইমান্দার্ **imandar** বিণ সৎ (ব্যক্তি) honest (man) (মালদা ১১)

ইমান্দি উমান্দি **imandi umandi** বিণ উল্টোপাল্টা, অসঙ্গত improper সব্সময় ইমান্দি উমান্দি বাত্ ক্যানে বোলেই—সবসময় উল্টো পাল্টা কথা কেন বলিস (পদিনা ২)



ইশ্

ইমান্দির্ imandir ক্রিবিণ এইরকম such (পদিনা ২)

ইমার্ imar সর্ব এঁর his (honorific) মুই ব্যাড়েবার্ আচচু ইমার্ বারিত্—আমি এঁর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি (জলপা ৯)

ইমাসিমা ima s ima ক্রিবিণ ১ আশপাশ surroundings ইমাসিমা ঘুরুঠু কেনি—আশপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ? (মেদিনী ২৬) ২ এদিক সেদিক this side and that side ইমাসিমা কেনি চকর্ বকর্ কর্ছু—এদিকে সেদিক কেন উঁকি ঝুঁকি মারছিস্ (মেদিনী ২৬)

ইয়া ia সর্ব ইহা this ইয়া হকাটা জলি গ্যাল—এই হুঁকাটা জ্বলে গেল (মালদা ৪)

ইয়াই iai সর্ব এ this person ইয়াই ওখুনকা খালে—এ এইমাত্র খেলো (মালদা ১১)

ইয়াক্ iak সর্ব একে to this person (জলপা ৭) ইয়াক্ কহেক্—একে বল (মালদা ৪)

ইয়াকে iake সর্ব দ্র ইয়াক্ (পুরুলি ৯) ইয়াকে জা সুঁড়া সুঁড়ি দিলি না—একে যা মেরেছি না (পুরুলি ১৪)

ইয়াড়্ iaṛ সর্ব এর, ইহার his or her (জলপা ৯)

ইয়াড়ি iaṛi বি গোড়ালি heel (জলপা ৯ পদিনা ২)

ইয়াদ্ iad বি স্মরণ remembrance ইয়াদ্ নি আছে—স্মরণে নেই (পদিনা ২) হামারা মন্‌মে ইয়াদ্ হো গিয়া—আমার স্মরণে এসেছে (মালদা ৯)

ইয়াদের্ iader সর্ব ইহাদের their (বাঁকুড়া ১২)

ইয়ার্ iar সর্ব ইহার, এর his, her, this ইয়ার্ কোলাত্ উয়ায়—এর কোলে (অর্থাৎ অনুজ) ও (জলপা ৭) ইয়ার্ গাটা রুখুয়া—এর শরীরটা রুক্ষ। ইয়ার্ হাতির্ ল্যাহেন্ গাটা ল্যাগে ছে—এর শরীরটা দেখতে হাতির মতো লাগছে (পুরুলি ১৪) ইয়ার্ মন্ খুব্ সচ্চল্—এর মন খুব উদার (বর্ধমা ১৩) ~ **বাদ্** ইয়া ক্রিবিণ এর পরও one after another (পদিনী ৯)

ইয়ার্কি দেড়ে iarki deṛe বিণ পরিহাস পটু witty (বর্ধমা ১১) <ইয়ার্কি+দক্ষ

ইয়ার্কি ভেল্‌কি iarki bʰelki বি ইয়ারকি ফাজলামি waggery (বর্ধমা ৯)

ইয়ারবাজ্ iarbaj বিণ ফাজিল flippant (চব্বিশ ১২)

ইয়ার্ মোদ্ধে iar moddʰe ক্রিবিণ ইতোমধ্যে in the meantime (জলপা ৭)

ইয়ারা iara সর্ব ইহারা, এরা these person (বর্ধমা ১৮)

ইয়ারাকে iarake সর্ব এদের দ্র ইয়াদের্ ইয়ারাকে রাত্‌তক্‌ক রোইত্যে হব্যাক্—এদের রাত পর্যন্ত থাকতে হবে (বাঁকুড়া ৬)

ইয়ারিং বালি iariŋ bali বি কানে পরার গহনা [আকৃতিতে চুড়ির মতো বড় ও গোলাকার] a large earring (হুগলি ৮)

ইর্[1] ir বি (গাছের পাতার) শির costa, vein of a leaf (পদিনা ১০) তু আবা শির্

ইর্[2] ir সর্ব এর দ্র ইয়ার্ ইর্ গতর্ নাই—এর পরিশ্রমের ক্ষমতা নেই (বর্ধমা ৪)

ইল্‌কা ilka বি এক্তিয়ার, অধিকার jurisdiction, right (কোচবি ৮) <আ ইলাকা

ইর্‌কি irki বি ইয়ার্‌কি দ্র ইয়ার্‌কি ভেল্‌কি (কোচবি ২ চব্বিশ ৩৬) <ফা ইয়ারি

ইর্‌র্যা irræ বিণ ক্রিবিণ কটমট to look goggling ইর্‌র্যা তাকাচ্‌ছ্যে—কটমট করে তাকাচ্ছে (পুরুলি ১২)

ইরকম্ irɔkɔm ক্রিবিণ এইরকম like this (মেদিনী ৩৩)

ইল্‌বিল্ ইল্‌বিল্ (করা) ilbil ilbil (kɔra) ক্রিবিণ খুসখুস (করা) to itch গলাটা ইল্‌বিল্ ইল্‌বিল্ কোর্‌চে—গলাটা খুসখুস করছে (বর্ধমা ২২)

ইল্‌মিলা (করা) ilmila kɔra ক্রিবিণ আদিখ্যেতা (করা) to be fussy (পদিনা ২)

ইল্‌লা illa সর্ব এইগুলো these (কোচবি ১)

ইল্‌শা ilʃa বি ইলিশ (মাছ) hilsa (জলপা ৭ মেদিনী ৩০) <সং ইলীশ

ইলা ila সর্ব এগুলো these (পদিনা ৩) ইলা তুই কুন্‌ঠিয়া পালো—এগুলো তুই কোথায় পেলি (পদিনা ২) ইলা কেদুর্ পালো—এগুলো কোথায় পেলি (পদিনা ১৩)

☆**ইলাইন্ জাওয়া ilain jaoa** ক্রিবিণ এলিয়ে যাওয়া to be soggy ভাত্ এলাইন্ গেইন্‌ছে—ভাত (সারারাত্রি থাকার ফলে) এলিয়ে গেছে (বর্ধমা ১৮)

ইলাক্ ilak সর্ব এইগুলোকে these (জলপা ৬)

ইলিম্ ilim বি যাদু magic (কোচবি ১) <আ ইলম্

ইলিমিলি ilimili ক্রিবিণ বমি বমি ভাব দ্র অকোল্ পাকোল্ গাটা ইলিমিলি ক রেঠে—গাটা বমি বমি করছে (মেদিনী ২০)

ইলিশা iliʃa বি দ্র ইল্‌শা (জলপা ৭)

ইলুনি iluni বি আলপনা দ্র আইল্‌পোন্ (বর্ধমা ১৪)

ইলুয়া ilua বি কাশ, উলু জাতীয় তৃণ a tall species of grass (saccharum spontaneum) (দার্জিলি ২ পদিনা ২, ৪, ৯ মালদা ৪) ইলুয়ার্ ভুঁই—কাশের মাঠ (মালদা ৫)

ইলোত্[1] ilot বিণ নোংরা dirt (মালদা ৯) <আ ইল্লত

ইলোত্[2] ilot বি আড়াল umbrage ইধ্‌রি ইলোত্ হ্যায়—এদিকে আড়াল রয়েছে (মালদা ৯)

ইশ্ iʃ বি লাঙলের অংশ [লাঙলের যে দণ্ডটি জোয়ালের সঙ্গে বাঁধা হয়] lynchpin (চব্বিশ ১৪, ২৩, ৩৭ জলপা ৭ বর্ধমা ৬, ২০, ২৫ বাঁকুড়া ৬, ১৫ মেদিনী ৫, ১৩)

ইশ্‌কিয়া iʃkia বি রিকশা rickshaw (কোচবি ২)

ইশ্‌টি পিন্ iʃṭipin বি সেফটি পিন safetypin (দার্জিলি

৩) <ইং sefetypin

ইশ্টুকিং **iʃʈukiŋ** বি মোজা stocking (কোচবি ৬) <ইং stocking

ইশ্টো কুটুম্ **iʃʈo kuʈum** বি আত্মীয়স্বজন kinsmen (জলপা ৭)

ইশ্টোদেব্ **iʃʈodeb** বি ইষ্টদেবতা a sought-for-deity (জলপা ৭)

ইশ্তাদি **iʃt̪ɑdi** বি তামাসা বা টিটকারি joke, taunt (কোচবি ৪ জলপা ৩)

ইশ্পিশ্ **iʃpiʃ** বি স্কোয়াস (আনাজ বিশেষ) squash (দার্জিলি ৪)

ইশান্ **iʃɑn** বি রান্না ঘরে ভাতের হাঁড়ি রাখার উঁচু স্থান a platform in a kitchen for placing utensils (মেদিনী ৮)

ইশালা **iʃɑlɑ** বিণ ঝগড়াটে quarrelsome তুই ইশালা মেইছ্যানার সনে কোতা কোইতে গেচু—তুই ঝগড়াটে মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেছিস (হাওড়া ১০)

ইশিট্ গাচ্ **iʃiʈ gɑc** বি একজাতীয় কাঁটা ঝোপ a kind of thorny bush (বর্ধমা ২)

ইশিরা **iʃirɑ** বি ইশারা beckoning (জলপা ৩)

ইশির‍্যা **iʃiræ** বি দ্র ইশিরা (কোচবি ৪)

ইশিলা **iʃilɑ** বিণ ব্যঙ্গাত্মক (মন্তব্য) retort ইশিলা চট্‌কা কাথা কোয়ে সোরির্ গরম্ হোয়ে জায়—ফোড়ন কেটে (ব্যঙ্গাত্মক ভাবে) কথা বললে (আমার) মেজাজ গরম হয়ে যায় (জলপা ৭)

ইশেন্ মুল্ **iʃen mul** বি একপ্রকার ওষধি লতা [এর পাতা সূচালো ও সবুজ রঙের। শিকড় সর্পাঘাতের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়] a kind of medicinal herb (হাওড়া ৩) <ঈশর্ মূল

ইশের্ নঙুল্ **iʃer nɔŋul** বি তর্জনী index finger (কোচবি ৩) তু বিষ্ আঙুল (মেদিনী ২, ২৭)

ইস্[1] **is** বি দ্র ইশ্ (চব্বিশ ৭ হাওড়া ১, ৮ হুগলি ১৬)

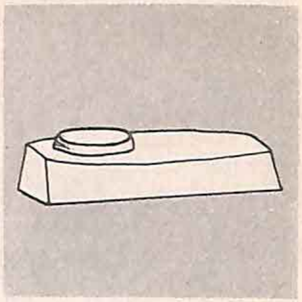
ইস্[2] **is** বি দ্র ইশ্টো কুটুম্ (পদিনা ১)

ইসকা **iskɑ** বি দ্র ইশ্‌কিয়া (হুগলি ১০)

ইস্কিমিলো খেলা **iskimilo kʰelɑ** বি গ্রামীণ কিশোর ছেলেদের এক প্রকার আঙিনার খেলা [অংশগ্রহণকারী ৫/৭ জন খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন ফোড়্ (চোর) হয়। একটি প্রায় দশ হাত ব্যাসের গোলাকার ঘর থাকে। সব খেলোয়াড় ঐ ঘরের মধ্যে থাকে, কেবলমাত্র ফোড়্ খেলোয়াড় ঘরের বাইরে থাকে। এখন তার সঙ্গে ঘরের খেলোয়াড়দের মধ্যে কারো একজনের কথোপকথন হয় এইভাবে—

ফোড়্—ইস্কিমিলো
অন্য—ডালিম্‌ডিলো।
ফোড়—মার্ মার্।
অন্য—কাকে মার?
ফোড়—অমুককে (কোনোএক জনের নাম বলে) মার।

ফোড় যার নাম বলে সেই খেলোয়াড়কে তৎক্ষণাৎ বাইরে যেতে হবে। নইলে ঘরের অন্য খেলোয়াড়রা তাকে কিল-চড় মারতে থাকে। এই মারের ভয়ে ফোড়্ যার নাম বলেছে সেই খেলোয়াড় ঘরের বাইরে চলে যায়। এবার দুইজন খেলোয়াড় ঘরের যে কোনো খেলোয়াড়কে বলপূর্বক ঘরের বাইরে আনার চেষ্টা করে। ঘরের মধ্যেকার খেলোয়াড়রা তা প্রতিরোধ করে। পরন্তু ঘরের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করে বাইরে থাকা কোনো খেলোয়াড়কে বলপূর্বক ঘরে টেনে আনতে। যদি আনতে পারে তবে তাকে ঘরের মধ্যে এনে কিল-চড় মারতে থাকে। যতক্ষণ কোনো ক্রমে ঘরের বাইরেরখেলোয়াড় বাইরে চলে না যায় ততক্ষণ সে মার খেতে থাকবে। অপরদিকে ঘরের বাইরের খেলোয়াড়রা যদি বলপূর্বক ঘরের কোনো খেলোয়াড়কে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে পারে তবে ঐ খেলোয়াড় ফোড়্ খেলোয়াড়ের দলভুক্ত হয়। এমনই করে, ঘরের খেলোয়াড় একে একে ঘরের বাইরে চলে যেতে যখন বাধ্য হবে তখনই খেলা শেষ হবে] a kind of outdoor country game for boys (বীরভূ ৫)



ইশান্

ইস্কুটুম্ **iskuʈum** বি দ্র ইশ্টোকুটুম্ (পদিনা ১৫)

ইস্কুরুপ্ **iskurup** বি স্ক্রু screw (হাওড়া ১, ১০)

ইস্ত্মাল্ **istmɑl** বি অভ্যাস habit (মেদিনী ৩৬)

ইস্তক্ **istɔk** বিণ পর্যন্ত till some point of time (জলপা ১০)

ইস্তারি **istɑri** বি ইস্ত্রি pressing iron (কোচবি ৪)

ইস্তিরি[1] **istiri** বি সধবা স্ত্রী (কোচবি ২ চব্বিশ ৩৭ মেদিনী ১৮)

ইস্তিরি[2] **istiri** বি পরচুলা তৈরির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র [এর দ্বারা পরচুলা সাজানো হয়] a tool used for making wig (হাওড়া ৩)

ইস্তিস্ **istis** বিণ হাবিজাবি, অপ্রয়োজনীয় নানা জিনিস junk (বাঁকুড়া ৫ মেদিনী ১২)

ইস্তোজা **istojɑ** বি নিমন্ত্রণ invitation (মেদিনী ৩৫)

ইস্তোমা **istomɑ** বি অভ্যাস habit (মেদিনী ২৮)

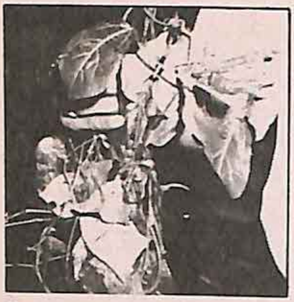
ইস্থাইনি **istʰɑini** ক্রিবিণ থৈ bottom, limit (মুর্শিদা ১৯)

ইস্পাত্ **ispɑt** বি শান (দেওয়া) to sharpen ইস্পাত্ দে লাসা হোইসে—শান দিয়ে আনা হয়েছে (চব্বিশ ৩৭)

ইস্নো চাল্ **isno cɑl** বি সিদ্ধ চাল pre-boiled rice (বর্ধমা ৮)

ইস্পিকিং **ispikiŋ** বি স্কিপিং skipping (জলপা ৩)

ইস্পিস্ **ispis** বি উসখুস দ্র ইল্‌বিল্ ইল্‌বিল্ (করা) (নদীয়া ৯)


ইসড় মুল

ইস্‌পোক্‌ **ispok** বি (সাইকেলের) স্পোক spoke (পদিনা ৬)

ইস্‌ল্যা **islɛ** বি চিংড়ি (মাছ) দ্র ইচ্‌লা (কোচবি ২ জলপা ৬)

ইস্‌সা **issɑ** বি ইচ্ছা wish (জলপা ৭)

ইসড়্‌ মুল্‌ **isɔṭ mul** বি দ্র ইশেন্‌ মুল্‌ (হুগলি ১)

ইসিম্‌ **isim** বি জেদ doggedness মেয়েটার্‌ খুব্‌ ইসিম্‌ আছে—মেয়েটার খুব জেদ আছে (বাঁকুড়া ৩)

ইসিমা **isimɑ** বিণ জেদী insistent (বাঁকুড়া ৩)

ইসিয়া **isiɑ** অসক্রি বিছাইয়া spreading (জলপা ৯)

ইসিৎ বিসিৎ **isit bisit** বিণ হরেক রকম variegated (কোচবি ১)

ইসেন্‌ **isen** সর্ব একে দ্র ইয়াক্‌ ইসেন্‌ দিয়া কোন্‌ কাম্‌ নাহি—একে দিয়ে কোন কাজ হবে না (মালদা ৯)

ইসেনি **iseni** সর্ব এরা দ্র ইম্‌ড়েলা ইসেনি কাঁহা জায়ছে—এরা কোথায় যাচ্ছে। ইসেনি কে—এরা কারা ? (মালদা ৯)

ইসেরা **iserɑ** বি ইঙ্গিত beckoning (বর্ধমা ১৫)

ইহা ব **ihɑ bɔ** অ ওহে, ও hallo ইহা ব রাইতে গাইটা পিয়াই ডিয়েছে—ওহে গাইটা রাত্রে (দুধ) খাইয়ে দিয়েছে (পুরুলি ১১)

ইহাটা **ihɑṭɑ** সর্ব ওটা that ইহাটা লি আয় ত রে—ওটা নিয়ে আয় তো রে (নদীয়া ১১)

ইহাঁর্‌ **ihɑ̃r** সর্ব এর দ্র ইমার্‌ his ইহাঁর বেজায় টুটি—এর খুব জোর (হেঁড়ে) গলা আছে (মেদিনী ১৪)

ইয়া **iɑ** সর্ব ইহা, এটা this তুমি আবার্‌ ইয়া কবে থেইকে কইলে—তুমি আবার্‌ এটা কবে থেকে বললে (বীরভূ ৫)

কোচবিহার

অজন্তা বর্মণ, অনাথ বর্মণ, অনিল রায়, অবনীকান্ত বর্মণ, অমলা বিশ্বাস, অরুণবালা বর্মণ, আজাহার মিঞা, আদুল সুবান, আবুল বাসাম ব্যাপারী, আসুদ্দিন মিঞা, ইন্দ্রনারায়ণ রায় সরকার, উমাময়ী কার্জি, ওলিন্দ্র বর্মণ, কনক বর্মণি, কাউসানি বর্মণি, কাজলরাণী রায়, কাননবালা বর্মণ, কান্দু বর্মণ, কালীকান্ত বর্মণ, কাসেম আলী, কিরণ বর্মণ, কুঞ্জবালা দেবী, কুমুদিনী বর্মণ, কৃষ্ণকান্ত মাঝি, কৃষ্ণকান্ত রায়, কেষ্ট মহিন্তা, কোকিলাবালা বর্মণ, ক্ষিতীশ বর্মণ ক্ষীরোদা রায়, খগেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, খিরূপা পাল, খুকিবালা বর্মণি, খুকি বিশ্বাস, খুচু বর্মণ, খোকা বর্মণ, গজেন্দ্র বর্মণ, গদাধর বর্মণ, গন্ধেশ্বরী সরকার, গোলজান বিবি, চন্দন বর্মণি, চন্দ্রেশ্বর বর্মণ, চারু রায়, চিন্তাবালা বর্মণি, চিন্তামণি রায়, জগদীশচন্দ্র রায়মণি, জয়কান্ত বর্মণ, জয়নাথ বর্মণ, জয়মণি বিশ্বাস, জয়মোল বিবি, জয়া রায়, জরিনা খাতুন, জরিমুদ্দিন, জিতেন বর্মণ, জিতেন্দ্র নারায়ণ রায় সরকার, জৈনা খাতুন, জ্যোৎস্নাময়ী বর্মণ, জ্যোতিষ অধিকারী, টুরোঃ বিবি, টেপগানি বর্মণ, টোনেরা বর্মণ, ঢাকেশ্বরী বর্মণি, তড়িপন বিবি, তসলিমা খাতুন, তিলেশ্বরী বর্মণ, দক্ষিণামোহন কার্জি, দীঘিরা রায়, দীনেশ্বর বর্মণ, দুদেশ্বরী দুলেলি, দুলাই বর্মণ, দুলারী রায় সরকার, দেবীশ্বরী বর্মণ, দেবেন্দ্র বর্মণ, ধনেশ্বর বর্মণ, নগেন রায়, নজর মিঞা, নরেন্দ্র বর্মণ, নারায়ণ রায়, নির্মল চন্দ্র বর্মণ, নির্মল চন্দ্র সরকার, নিরুদা বর্মণি, নিয়াসা বর্মণ, নীরোদাবালা কার্জি, নীহার রায় বর্মণ, নুরিন বর্মণ, নৃপেন্দ্রনাথ বর্মণ, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, পঞ্চানন বর্মণ, পাগালু বর্মণ, পুরুনেশ্বরী পাল, পুষ্পকান্ত বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ, প্রহ্লাদ চন্দ্র রায়, প্রেমানন্দ বর্মণ, ফটিক বর্মণ, ফণীন্দ্র বর্মণ, ফতেমা খাতুন, ফুলকান্ত বর্মণ, ফুলেশ্বর অধিকারী, ফুলেশ্বরী রায়, বসন্ত কুমার রায়, বসিরুম বেগম, বাণচন্দ্র পাল, বাণেশ্বর, বাতাসু বর্মণ, বাসন্তী রায়, বিকাশবরণ বর্মণ, বিজন রায়, বিন্দেশ্বরী বর্মণি, বিনোদিনী বর্মণ, বিমল বিশ্বাস, বিমলা বর্মণ, বিমলা বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ রায়, বীরেশ বোস্‌নিয়া, বীরেশ সরকার, বুলি বিশ্বাস, বেগমোন্নিসা, বোনো বিশ্বাস, ব্রজবালা বর্মণ, ব্রজবালা বেবি, ভারতী বর্মণ, ভুদো বর্মণ, ভূপেন সরকার, মনীন্দ্র অধিকারী, মধু বিশ্বাস, মনভোলা বর্মণ, মনোমোহিনী রায়, মনোরঞ্জন ব্রজবাসী, মমতা চক্রবর্ত্তী, মলিনা বর্মণ, মহম্মদ আইনুল হক, মহম্মদ মনসুর আলি, মহম্মদ সিরাজুল হক, মহম্মদ হাবিবুর রহমান, মহানন্দ বর্মণ, মহেশচন্দ্র বর্মা, মাণিকরানী রায়, মাদুরা মিঞা, মালতী বর্মণ, মালেকা বেগম, মিন্নো বর্মণ, মুজিবর শেখ, মেকছন বর্মণি, মেনকা সরকার, মোংলু বর্মণ, মোসাম্মাদ শহীদুল, মোহিনী বর্মণ, যজ্ঞেশ্বর রায়, যোগেন্দ্রনাথ বর্মণ, রঙেশ্বরী বর্মণি, রজনী রায়, রঞ্জিত কুমার নাথ, রতন সরকার, রথীন ভৌমিক, রবি সেন, রবীন্দ্র বর্মণ, রবেনাৎ বর্মণ, রমাকান্ত রায়, রমেন রায়, রাখী সরকার, রাজকুমার রায় সরকার, রাজুবালা বর্মণ, রামমোহন বর্মণ, রামসুন্দর বর্মণ, রূপেন রায়, লক্ষ্মীকান্ত বর্মণ, শঙ্করী রায়, শচীন্দ্রনাথ বর্মণ, শতেশ্বরী বর্মণ, শতেশ্বরী রায়, শম্ভু বর্মণ, শরৎচন্দ্র বর্মণ, শান্তিবালা রায়, শিবচরণ বর্মণ, শুকবালা বর্মণি, শুক বর্মণ, শুভিবালা বর্মণ, সঙ্গবালা বর্মণি, সতীশ বর্মণ, সন্তিবালা বর্মণ, সন্তোষ রায়, সমবালা বর্মণি, সমর চন্দ্র রায়, সমারী বর্মণ, সরস্বতী রায়, সরোজিনী বর্মণ, সরোবালা বর্মণি, সামারীবালা পাল, সুকধন রায়, সুখবালা বর্মণি, সুধীরচন্দ্র রায়, সুন্দরী বর্মণ, সুবাস বর্মাণি, সুরবালা বর্মণ, সুরেনচন্দ্র বর্মণ, সুরেন্দ্র বর্মণ, সুরো রায়, সুশীলা বর্মণি, সুশীলাবালা কার্জি, সূর্য বিবি, সূর্যমণি বর্মণি, সোখিন্যা বেগম।

চব্বিশ পরগনা

অজামিল হালদার, অজিত কুমার মাইতি, অজিত দাস, অজিত পাল, অজেত আলি মণ্ডল, অঞ্জলি মাঝি, অনন্ত কুমার প্রামাণিক, অনিল কুমার বিশ্বাস, অনিলা নস্কর, অবন্তী কুমার মাইতি, অবিরুণ বিবি, অমিয়া হালদার, অরুণ কুমার মণ্ডল, অরুণ হালদার, অশোক কুমার সর্দার, অশোক মণ্ডল, অহেদ আলি, আইজাদ্দিন গাজী, আঙ্গুরা খাতুন, আনুসুর রহমান, আব্দুস সামাদ, আবদুল, আবদুল আজিজ, আবদুল ওহায়িদ, আবদুল রজ্জাত, আবু শেখ, আভা বিশ্বাস, আমিনা খাতুন, আমিনুর হক, আরতি দাস, আরতি দিন্দা, আলি আজগর খান, আশরায় আলি, আশালতা বিশ্বাস, আসিয়া বিবি, আসিরণ বিবি, আহ্লাদী বিশ্বাস, ইচোমতে বিবি, ইয়াচিন মণ্ডল, ইলা ভাবুক, উজ্জ্বলা, উত্তম কুমার বৈরাগী, উত্তরা সর্দার, ঊষা পাড়ু, একাদশী দাস, এসারুণ বিবি, ওমর আলি মণ্ডল, কমল কুমার সাহা, কমলাকান্ত রায়, কমলাবালা হালদার, কল্পনা মণ্ডল, কল্যাণ মাইতি, কাকলি পুরকায়েত, কাজল নায়েক, কানাইলাল ঘোরোই, কানাইলাল জানা, কান্তলাল পাত্র, কাবিল মণ্ডল, কার্তিক বিশ্বাস, কার্তিক মোণ্ডারী, কালিপদ ঘোষ, কালিপদ মজুমদার, কালিপদ সর্দার, কালিদাসী তরফদার, কাশীনাথ হালদার, কুলচাপ বিবি, কুলোবালা পাল, কুসুমবালা বেরা, কেশব চন্দ্র দাস, খবিলা খাতুন, খাতুন বিবি, খায়রণ বিবি, গণেশ চন্দ্র প্রামাণিক, গীতা বিশ্বাস, গুরুদাসী মণ্ডল, গোপাল নস্কর, গোলক বিহারী সেন, গোলাম মওলা খাঁ, গোলাম মামুদ, গোলাম মোস্তফা, গোলাম সাত্তার, গোষ্ঠপদ মোদক, গৌরপদ মিত্র, গৌরপদ শীল, গৌরাঙ্গ পাল, গৌরী হালদার, চটিরাম কয়াল, চায়না মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন বেরা, চিন্ময় হালদার, ছায়রা বিবি, জয়দেব প্রামাণিক, জয়ন্ত দাস, জয়ন্তী দাস, জামালুদ্দিন, জামির কয়াল, জাহানারা বিবি, ঝর্ণা মন্ডল, ঝর্ণা হালদার, তবারক আলি, তসলিমা বিবি, তারাপদ বসু, তারাপদ সরকার, তারিণীচরণ কর্মকার, তুলসী বালা মিত্র, তুলসী মণ্ডল, তুলসী মিত্র, দাসী মণ্ডল, দাসীবালা মণ্ডল, দিলীপ

চট্টোপাধ্যায়, দীনু মণ্ডল, দীপালি দাস, দুর্গারানী ঘোষ, দুলাল চন্দ্র দাস, দুলাল চন্দ্র পাল, দেবব্রত পাণ্ডা, নগেন সর্দার, নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ননী সরকার, নন্দরানী রায়, নরেন্দ্র নাথ দাস, নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র সরকার, নিতাইচন্দ্র দলুই, নিতাই বিশ্বাস, নিদান আলি মণ্ডল, নিমাই সরকার, নিলয় কুমার বড়াল, নিশা দাস প্রামাণিক, নীচুবালা সরকার, নীলমণি কর্মকার, নুরুদ্দিন আলি পেয়াদা, নূরজাহান মণ্ডল, পঞ্চানন কর্মকার, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন রায়, পদ্মরানী বিশ্বাস, পরিমল পাড়িয়া, পাঁচি পাড়ুই, পাঁচুগোপাল সরকার, পারুল চন্দ্র বাগ, পুষ্পরানী সরকার, পুষ্পাঞ্জলি দাস, পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক, পূর্ণ দাসী, প্রতাপ চন্দ্র পাল, প্রতিমা হালদার, প্রভাকর নাইয়া, প্রভাস মণ্ডল, ফকির আহমদ, ফতিমা বিবি, ফতেমা খাতুন, ফতেমান বিবি, ফেকো হালদার, বলাইচাঁদ ঘোড়ুই, বসনমোতি বৈরাগী, বাণেশ্বর মণ্ডল, বাদল চন্দ্র পাল, বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, বাদল মণ্ডল, বাসুদেব বিশ্বাস, বাহার বিবি, বাহারজান বিবি, বিভূতি মণ্ডল, বিমলা নস্কর, বেণুকুমার দাস, ব্রজেন মণ্ডল, ভবনাথ মণ্ডল, ভারতচন্দ্র জানা, ভোলানাথ সরকার, মঞ্জু খাতুন, মণিরুল ইসলাম, মধুমালতী কর, মনুপদ সিংহ, মনোয়ারা খাতুন, মনোরঞ্জন রায়, মর্জিনা বিবি, মহম্মদ আবদুল, বারী, মহম্মদ ইশাক, মহম্মদ এরাদ আলি শেখ, মহম্মদ ওসমান গণি, মহম্মদ কাসেম আলি মণ্ডল, মহম্মদ গোলাম লিল্লাই বেদ্য, মহম্মদ নজরুল ইসলাম, মহম্মদ বাদশা গাজী, মহম্মদ রফিকউল্লা, মহম্মদ রফিকুল ইসলাম, মহম্মদ রবিউল ইসলাম, মহম্মদ সোরমৎ মণ্ডল, মহারাজ দলপতি, মানিক মণ্ডল, মায়া মণ্ডল, মায়ারানী ঘোষ, মুজাম্মদ রাহিমা খাতুন, মুঙ্গা সোফিনা বিবি, মেহেরুন্নিসা বিবি, মোক্‌শেদ আলি, মোয়াজেদ আলি টেংরা, মোসলেম আলি মণ্ডল, মোসাম্বদ আজরা খাতুন, মোহন হালদার, যামিনীকান্ত নস্কর, যুগল কিশোর মাইতি, রঞ্জনকুমার কর্মকার, রণজিৎ হালদার, রবিন আলি মণ্ডল, রবীন প্রামাণিক, রবীন্দ্র নাথ, রহিমা বিবি, রহিলা খাতুন, রাখালচন্দ্র দাস, রাজবালা বাগ, রাজেন পাড়ুই, রামগোপাল দাম, রামেশ্বর মণ্ডল, রেখা মণ্ডল, রেণুকাবালা বিশ্বাস, রেবা বিশ্বাস, লক্ষ্মীরানী পাল, শকুন্তলা নস্কর, শক্তিপদ গিরি, শক্তিপদ সাপুই, শঙ্করী পাল, শঙ্করী হালদার, শত্রুঘ্ন জানা, শান্ত মুন্ডারী, শান্তি কুমার সাহা, শান্তি মণ্ডল, শিবনাথ পাল, শিবপদ পাল, শিবানী ঘোরোই, শিবু দলপতি, শুকুর আলী, শেখ আকবর আলী, শেখ আনোয়ার হোসেন, শেখ কালু মণ্ডল, শেফালী মণ্ডল, শ্যামা মিদ্যে, ষষ্ঠীকুমারী মণ্ডল, সইদা খাতুন, সঞ্জীব কুমার মণ্ডল, সতীশ চন্দ্র রায়, সতীশ বিশ্বাস, সন্ধ্যা নস্কর, সন্ন্যাসী সরকার, সমসের আলী মণ্ডল, সর্বেশ্বর জানা, সরযূ মণ্ডল, সরলা দলপতি, সরলা পাল, সরলা হালদার, সরস্বতী সর্দার, সাবির আলি মণ্ডল, সামাদ আলি গাজী, সায়েরা বানু, সাহাদোত আলি মণ্ডল, সিরাজ মল্লিক, সিরাজুল হক, সুকুর আলি তরফদার, সুধীর চন্দ্র নস্কর, সুধীর ছাটুই, সুনীল কুমার বিশ্বাস, সুনীল রায়, সুন্দর চন্দ্র নাইয়া, সুন্দর মণ্ডল, সুন্দরী দাস, সুবালা দাসী, সুভদ্রা মণ্ডল, সুভাষ মণ্ডল, সুমিতা দেবনাথ, সুশীল চন্দ্র হালদার, সেকেন্দার আলি পেয়াদা, সৈয়দ আলি মণ্ডল, সোফিউন্নিন গাজী, সৌদামিনী মণ্ডল, হরিপদ বাকুলী, হরিপদ সাহা, হরেন্দ্র নাথ মজুমদার, হাকিম আলি নস্কর, হানিফ গাজী, হালিমা খাতুন, হাসিন বানু।

জলপাইগুড়ি

অকেশ্বরী রায়, অগনছড়ি রায়, অঞ্জন রায়, অনথে রায়, অনিলা রায়, অন্নবালা রায়, অবিনীকান্ত বর্মণ, অরুণবালা বর্মণ, আরতি দাস, আলন ছড়ি, আসিরেন্নসা, আসুদ্দিন মিয়া, উপেন্দ্রনাথ রায়, উমারানী রায়, ঊষা রায়, ওণ্ডালু রায়, কাঞ্চন বর্মণ, কালাচাঁদ রায়, কালিনাথ রায়, কালিপদ হাজরা, কুঞ্জবিহারী রায়, কুলকুলি রায়, কুসুম রায়, কোরিমা খাতুন, কোহির উন্নিসা, ক্ষুদিরাম দাস, খগেশ্বরী রায়, খলকচরণ দাস, খলিফোন্নেসা, ক্ষিণেশ্বরী বর্মণ, খিরূপা পাল, খোকা বর্মণ, গঙ্গাবালা বর্মণ, গণেশ অধিকারী, গণেশ বালা, গণেশ রায়, গন্ধেশ্বরী সরকার, গিরিবালা রায়, গীতা বর্মণ, গীতাঞ্জলি রায়, গৌড় রায়, চন্দ্রেশ্বর বর্মণ, চিন্তাবালা বর্মণি, চিন্তামনি রায়, জগদীশ রায়, জগবন্ধু অধিকারী, জটু রায়, জয়কান্ত মোদক, জয়ন্তী রায়, জয়া রায়, জীতেন্দ্র নারায়ণ রায় সরকার, ঝলমলি বর্মণ, ডুলেশ্বরী বর্মণ, তসলিমা খাতুন, তিওয়ারি মহম্মদ, তোদুবালা বর্মণ, দমাসুর রায়, দরবারা অধিকারী, দিগেন্দ্রনাথ রায়, দীনবন্ধু রায়, দীনেন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র রায়, দীপবালা রায়, দুলারী রায় সরকার, দুলেশ্বরী বর্মণ, দেবীশ্বরী বর্মণ, দ্রৌপদী রায়, ধনেশ্বর বর্মণ, ধৈর্যমোহন রায়, নগেন রায়, নজর মিঞা, নতেশ্বরী রায়, ননীবালা রায়, নরেন বর্মণ, নুরেন্দ্র বর্মণ, নলেশ্বরী বর্মণ, নাগমণি বর্মণি, নারায়ণ রায়, নিখিলেশ রায়, নিমাই মোদক, নিয়েশো বর্মণ, নির্মলা রায়, নিরাপদ বর্মণ, নিরোধ রায়, নূরজাহান বেগম, নীহার রায় বর্মণ, পঞ্চমী বর্মণ, পতনেশ্বরী রায়, পাতিলিবালা রায়, পুণ্যেশ্বরী দাস, প্রণব মজুমদার, প্রতিমা রায়, প্রমীলা গোস্বামী, প্রসন্ন দেব রায়, ফণি রায়, ফতেমা খাতুন, ফলিন রায়, বসন্তরঞ্জন রায়, বাদল রায়, বিমলা রায়, বিশ্বনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ রায়, বুধারু বর্মণ, বুধারু রায়, বুধেশ্বরী বর্মণ, বুলবুলি বেগম, বেনামী রায়, ভট্‌ভটি রায়, ভানু রায়, ভানুসরী রায়, ভারতী রায়, ভূপাল চন্দ্র রায়বীর, ভূপেন রায়, ভূপেনচন্দ্র রায়, ভূষণ কুমার দাস, মণীন্দ্রনাথ রায়, মদনমোহন রায়, (শ্রীমতী) মধু বিশ্বাস, মধুসূদন রায় মনোয়ারা বেগম, মলিনা রায়, মহম্মদ মকবুল হোসেন, মহম্মদ সুখেন আলি, মহিনা খাতুন, মানিক রায়, মিনিকা রায়, মীনারানী রায়, বুজিদা খাতুন, মুনমুন দেব, রণজিৎ কুমার রায়, রমেন বর্মণ, রমেশ রায়, রাজুবালা রায়, রাধাকান্ত বর্মণ, রাধিকা দাস, রূপকান্ত রায়, রেণুকা রায়, রোহিনীবালা বর্মণ, ললিতা বর্মণ, লালমনি বর্মণ, শশীমোহন রায়, শুকমতি বর্মণ, সনকা বালা, সন্ধ্যারাণী বর্মন, সমীর অধিকারী, সাবিত্রী রায়, সুবল চন্দ্র রায়, সুরেন বর্মণ, সোপিয়ার রহমান, স্বর্ণবালা রায়, হরগোবিন্দ রায়, হরিদাস দাস, হরেন্দ্রনাথ রায়, হাজরা খাতুন, হাতাসি দাস, হাসিনা খাতুন, হিতেন্দ্র রায়, হেলাসরী রায়।

দার্জিলিং

অতীন কুমার রায়, আনারুদ্দিন, আলোকসুরি রায়, ইচ্ছামোহন বর্মণ, কচু সিং, কন্নরানী রায়, কাঙলু সিং, কামেশ্বরী রায়, কালীপ্রসাদ রায়, খগেন্দ্রনাথ সিংহ, গমেশ্বরী সিংহ, গোগোলচন্দ্র দাস, চালাশ্বরী সিং, চুয়াল সিংহ, জগন্নাথ সিংহ, জিতেন্দ্র কুমার রায়, টুলটুলি রায়, ঢাইচু সিংহ, তপন রায়, তাপস চন্দ্র রায় সরকার, তৃষিকান্ত সিংহ, দুন্দিয়া সিং, দেবেশ্বর সিংহ, ধীরেন সিংহ,

নগেন্দ্রনাথ সিংহ, নমিতা রায়, নরেন্দ্র নাথ সিংহ, নিধিরাম রায়, পবন সিং, পানিয়া সিংহ, পূর্ণবালা রায়, প্রকৃতিশ বড়ুয়া, প্রবলাল সিংহ, প্রভাত চন্দ্র সিংহ, প্রিয়নাথ রায়, বাড় সিং, বিনো রায়, বিনোদিনী রায়, বিমলাসরি রায়, বিল্‌খু সিং, বুধারু বর্মণ, ভুটারি সিং, ভোগনারায়ণ সিংহ, মোহন সিং, যতীন রায়, যামিনী রায়, রঙ্গলাল সিংহ, রণজিৎ কুমার রায়, রমণীকান্ত সিং, রামানন্দ সিং, রেণুকা রায়, হরেন্দ্র নাথ সিংহ, হালিমসরী সিং।

নদীয়া

অঞ্জলি ঘোষ, অঞ্জলি দাস, অনিল কুমার ঘোষ, অপর্ণা বৈরাগী, অবিনাশ চন্দ্র দাস, অরুণোদয় বিশ্বাস, আকবর খান, আজাদ বিবি, আজিজুল হক, আঞ্জু বিবি, আতর বিবি, আনন্দ কুমার বিশ্বাস, আনেরা খাতুন, আবদুর সাইম, আবদুস সাইম, আমিনা খাতুন, আরতিবালা দাসী, আসিয়া খাতুন, ইমার আলি, ইসলাম দফাদার, ঈশা হক, উদয়শংকর বিশ্বাস, উসমান আলি, উষা ঘোষ, এজিয়া বিবি, ওস্তার সেখ, কবেরা বিবি, কল্পনা ঘোষ, কাওসার মোল্লা, কার্তিক দাস, কালীদাসী দাস, কিরীটি মণ্ডল, ক্ষেপী দাসী, খড়কেবালা দাস, গঙ্গাবালা ঘোষ, গান্ধারী মণ্ডল, গিরীন্দ্র ঘোষ, গোপাল চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, জিতেন্দ্রনাথ রায়, তরুলতা ঘোষ, তারক রায়, তারাপদ দাস, দিদার বক্স মণ্ডল, দুলাল ঘোষ, দুলাল চন্দ্র মণ্ডল, দেবীদাস দাস, নন্দরানী ঘোষ, নবানী দাস, নমিতা রাই, নাজেরা খাতুন, নারায়ণ চন্দ্র নায়েক, নিচারোন বিবি, নিতাই হালদার, নিমাই কর্মকার, নীহারণ বিবি, নূরজান বিবি, পশুপতি নায়েক, পূর্ণেন্দু সাঁতরা, প্রতুল কুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল কর্মকার, ফতেমা বিবি, ফুলমণি সাঁতরা, বলরাম হাজরা, বলাই চন্দ্র ঘোষ, বলাই দাস, বাদল দুলে, বাদল রায়, বাসুদেব নায়েক, বাসুদেব পাল, বিজয় কুমার মিস্ত্রি, বিমলা ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, বিশ্বনাথ বিশ্বাস, বুলু হাজরা, ভারতী ঘোষ, মঙ্গল দাস, মতিলাল সরকার, মদনমোহন মণ্ডল, মধুমঙ্গল দাস, মধুসূদন বিশ্বাস, মহঃ আফজুদ্দিন, মহঃ আবদুলহক মল্লিক, মহঃ আবদুল হাই, মহঃ জামিরুদ্দিন সেখ, মহঃ লিয়াকৎ আলি, মহঃ সামসুল হক, মহাদেব চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বাস, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাধবচন্দ্র পাল, মানিক বিশ্বাস, মিনতি ঘোষ, মীনা নায়েক, মুরারীমোহন ঘোষ, মেঠেজান বিবি, মেনকাবালা ঘোষ, মোজাম্মেল হক, যূথিকা ঘোষ, রজবালি সেখ, রঞ্জন রায়, রবিশঙ্কর মিস্ত্রি, রবীন পাল, রবীন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, রাজকুমার ঘোষ, রাম রায়, রাসমণি বিশ্বাস, রাহিদা খাতুন, রেখা ঘোষ, রেণুকা ঘোষ, লক্ষ্মী বিশ্বাস, লতিকা দাস, শুভ্রারানী ঘোষ, শ্যামল মণ্ডল, সখিবালা দাসী, সত্যচরণ ঘোষ, সনকা দলুই, সনকাবালা দাস, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সন্ধা ঘোষ, সন্ন্যাসী রায়, সবিতা সরকার, সাদেকা বেগম, সান্ত্বনা বিশ্বাস, সাবিত্রী পাত্র, সাবিত্রী বিশ্বাস, সুনীল বিশ্বাস, সুবল বিশ্বাস, সুমিত্রা কর্মকার, সুমিত্রা বিশ্বাস, সুশীল কুমার ঘোষ, সোনাভানু বিবি, সোনেরা বিবি, হরিপদ প্রামাণিক, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হাজি হাজরা, হাসেম সেখ, হেকমত শেখ, হেনা বিবি।

পশ্চিম দিনাজপুর

অজয় সিংহ, অঞ্জলি বসাক, অঞ্জলি রায়, অতুল চন্দ্র দেবশর্মা, অনিল কুমার সরকার, অনিল কুমার সিংহ, অভয়চরণ মালী, অমল সরকার, অরুণ কুমার সিন্‌হা, অরুণ রায়, অরুণা বর্মণ, অশোক কুমার সিংহ, আকবর হোসেন, আজিমুদ্দিন, আবদুল মান্নান, আবদুল হাফিজ, আলিমন বেগম, আলোমণি রায়, আশারানী শর্মা, আসিরুদ্দিন আহমদ, ইনামুল হক, ইন্দ্রমোহন রুইদাস, ইসমাইল শেখ, ইসলাম সরকার, উপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা, উমেশচন্দ্র সিং, উম্মেতুন্নেসা, কমলারানী সরকার, কল্যাণী দাস, কল্যাণী দেবশর্মা, কাইজার ইমাম, কাইমার রাহী, কার্তিক চন্দ্র দাস, কার্তিক লাল সিং, কুঞ্জলাল সরকার, কৌশল্যা রানী সরকার, খট্টেশ্বর বর্মণ, খায়াত আলী, খুকুমণি দাস, খোস মহম্মদ, গঙ্গাধর রায়, গজেন্দ্র বর্মণ, গজেন্দ্র নাথ দেবশর্মা, গোপাল চন্দ্র মণ্ডল, গোবিন্দ দেবনাথ, গোবিন্দ নাথ দাস, গৌরচন্দ্র সরকার, চারুবালা দাস, ছবি শর্মা, জগেন্দ্র রায়, জয়হরি দেবশর্মা, জানকী কর্মকার, জীতু সিং, ঝড়িবালা সরকার, তরণীচন্দ্র রায়, তেজেম্মুল, দীনবন্ধু রায়, দীপচরণ সরকার, দুর্গেশ বসাক, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসাক, ধন বর্মণ, ধনলাল সিন্‌হা, ধনীশ্বর প্রসাদ সিং, ধীরেন পাল, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ, ধীরেন্দ্রলাল সিংহ, ধুনো দেবশর্মা, ননীবালা রায়, নন্দকিশোর সিং, নবকুমার বসাক, নমিতা শেঠ, নরেশচন্দ্র দাস, নাজিমুদ্দিন শেখ, নাজিমুদ্দিন সরকার, নাড়ু গোপাল বসাক, নারায়ণ চন্দ্র বর্মণ, নারায়ণ চন্দ্র রায়, নারায়ণ চন্দ্র সরকার, নিভামতী রানী সরকার, নিমাই কর্মকার, নিয়তি পাল, নির্মলা সরকার, নূরজাহান বেগম, পঙ্কজ দাস, পবন রায়, পরিমল মজুমদার, পাথর সিং, পাদু রায়, পারুলবালা সরকার, প্রতিমা বসাক, প্রতিমা মণ্ডল, প্রদীপ পাল, প্রবীর দেবশর্মা, ফনীন্দ্র নাথ সরকার, ফণীন্দ্র নাথ সর্দার, ফণীরাম সিং, ফতেমা সরকার, ফারুক আজম, ফুলমণি দাস, ফুলমণি বর্মণি, ফেলো বর্মণি, বসুমতী রায়, বাচামন বিবি, বাণাশ্বরী সিংহ, বিজন রায়, বিজয় কুমার সিংহ, বিজেন্দ্র হাজরা, বিনয় কুমার শর্মা, বিনয়কৃষ্ণ সরকার, বিমল দেবশর্মা, বিমল রায়, বীরেশ্বর কুমার বসাক, বেণীমাধব সিংহ, বোসি বেগম, ভগীরথ বর্মণ, ভজন নারায়ণ সিং, ভদ্রলাল সিং, ভবতোষ মাহাতো, ভবন সিং, ভবরঞ্জন রায়, ভবানীচরণ বর্মণ, ভবেন্দ্রনাথ দেবশর্মা, ভবেশচন্দ্র রায়, ভবেশচন্দ্র সরকার, ভালনবালা দেবী, ভুবনলাল কর্মকার, ভুলু সিং, ভূপাল বর্মণ, ভোলানাথ হাজরা, মথন দেবশর্মা, মনোমোহিনী সরকার, মনোহর দাস, মমতাজ আলম, মহম্মদ আতাউর রহমান, মহম্মদ আনোয়ার উল্লা, মহম্মদ ইদ্রিশ, মহম্মদ ইসমাইল, মহম্মদ ওয়ার্কাস, মহম্মদ জামালউদ্দিন, মহম্মদ মফিনউদ্দিন, মহম্মদ মুনাব্বর, মহম্মদ লোতিফুল, মহম্মদ সালিম, মহম্মদ হালিম, মহেন্দ্র সিংহ, মহেশ লাল কর্মকার, মাখনচন্দ্র বসাক, মাধব বর্মণ, মুইনুদ্দিন শেখ, মুরারীমোহন দাস, মেনকা দেবশর্মা, মোশাম্মদ মোফিজা বিবি, মোশাম্মদ রেজিয়া বিবি, মোহনলাল সিংহ, মোহাবুর আলম, মোহিনী চন্দ্র সরকার, যতীন হাজরা, যতীন্দ্র নাথ সরকার, যোগেন্দ্র সিং, যোগেশ সিং, রজনীকান্ত সিং, রঞ্জিত সরকার, রতন কুমার

সরকার, রবীন চন্দ্র মালী, রবীন্দ্র নাথ সিংহ, রমণ চন্দ্র ভুঁইমালী, রাজেন্দ্র নাথ বর্মণ, রাতিমোহন চন্দ্র বর্মণ, রীতা মণ্ডল, রেণু দাস, লক্ষ্মণ মণ্ডল, লক্ষ্মীবালা সরকার, ললিতমোহন প্রধান, লিপিকা মণ্ডল, শচীন্দ্র নাথ মণ্ডল, শরৎ চন্দ্র সরকার, শাহীদুর রহমান, শান্তি রানী সরকার, শান্তি রায়, শান্তি শর্মা, শান্তি সিং, শাবানু চন্দ্র রায়, শালিয়া বেগম, শিবপদ সরকার, শীতেশ চন্দ্র বর্মণ, শুভঙ্কর নন্দী, শুভেন্দ্র সিংহ, শেখ ইসমাইল, শেখ মক্সুদ আলম, শেখ মোতিবুল হক, শেখ রাজিমুদ্দিন, শের মহম্মদ, সমীরুদ্দিন সরকার, সাইতানি বালা রায়, সাতানন্দ দেবশর্মা, সাবিত্রী বর্মণ, সাবিত্রী রায়, সিমাদুর রহমান, সুকুল দেবশর্মা, সুখরঞ্জন দেবশর্মা, সুধা দেবী সিং, সুধীর দেবশর্মা, সুধুশ্বরী, সুনীতি রানী সরকার, সুনীল রায়, সুবোধ কুমার মহান্ত, সুভাষ দাস, সুভাষ রায়, সুরেশ রায়, সুশীল কুমার রায়, সুশীল রঞ্জন সরকার, সেঞ্জিদা, হরেন্দ্রনাথ কর্মকার, হরেন্দ্রনাথ বর্মণ, হরেন্দ্রনাথ সরকার, হায়দার আলী, হারাণ কর্মকার, হিরন্ময় দাস, হৃদয়রঞ্জন বসাক (কবিরাজ), হেমাঙ্গিনী বসাক, হেমেন্দ্র নাথ রায়।

পুরুলিয়া

অক্ষয় কুমার মাহাতো, অচ্যুত কুমার গুরু, অজিত কুমার মাহাতো, অজিত নাথ, অটল চন্দ্র মাহাতো, অতুল মাহাতো, অদ্বৈত মাহাতো, অধর চন্দ্র মাহাতো, অনিল গোঁসাই, অমর সিং মাহাতো, অমূল্য রতন মাহাতো, অর্জুন কর্মকার, অরুণ দাস, অরুণ মাহাতো, অলোক কুমার মোদক, অশোক বাউরি, অশ্বিনী কুইরি, অশ্বিনীকুমার রায়, অশ্বিনী মাহাতো, অসিত মাজী, আকুল মাহাতো, আদরি মাহাতো, আনন্দচন্দ্র নন্দী, আনন্দ প্রামাণিক, আশীশ্বর মাহাতো, আশুতোষ গড়াই, উৎপল মাজী, উপেন্দ্র নাথ গোপ, কাজল মাহাতো, কালিচরণ মাহাতো, কালিপদ চৌধুরী, কৃষ্ণ মাহাতো, কেনারাম মাহাতো, কেষ্ট গোপ, কৈলাস মাহাতো, খগেন্দ্রনাথ সিংহ মাহাতো, গঙ্গাধর মাহাতো, গয়ারাম মাঝি, গরীব মাহাতো, গিরিজাকান্ত মাহাতো, গোবর্ধন মাহাতো, গৌরাঙ্গ মাজী, ঘণ্টু মাহাতো, চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, চতুর্ভুজ মাজী, চরণ মাহাতো, চারুবালা মাহাতো, চৈনা মাহাতো, ছায়াপতি মিশ্র, ছুটু মাহাতো, জগদ্বন্ধু দত্ত, জ্যোতিলাল প্রামাণিক, ঝাবু মাহাতো, ডোমন কর্মকার, দীনবন্ধু কুমার, দুখাই মাহাতো, দুর্যোধন মাহাতো, দেব কুমার মাহাতো, দ্বিজপদ টিকাইত, দ্বিজেন্দ্রনাথ মাহাতো, ধন্দা মাহাতো, ধর্মদাস বাউরি, ধরণী কুমার, ধরণী কালিন্দী, ধরণীধর বাউরি, ধরণীধর ভগৎ, ধীরেন কৈবর্ত, ধীরেন বাউরি, ধীরেন মাজী, ধীরেন মাহাতো, নন্দকিশোর মাহাতো, নবকিশোর মাহাতো, নিত্যানন্দ কুমার, নিবারণ চন্দ্র মাহাতো, নিবারণ সিং মাহাতো, নিমাইচন্দ্র গড়াই, নিরঞ্জন মাহাতো, নৃপেন মাজী, নৃপেন্দ্রনাথ মাহাতো, নেপালচন্দ্র আচার্য, নেপাল মুদী, পবন গড়াই, পূর্ণচন্দ্র মাহাতো, পূর্ণ বাউরি, প্যালারাম রায়, প্রবোধ কুমার বাউরি, প্রহ্লাদচন্দ্র মাহাতো, ফণিভূষণ দাস, ফণী গড়াই, ফণী বাউরি, ফণী রাজুয়াড়, বংশী মাহাতো, বাবুলাল কর্মকার, বাবুলাল পাল, বামাপদ মাঝি, বাসুদেব পাল, বিনোদ মাহাতো, বিভূতি মাহাতো, বিমল দত্ত, বিরিঞ্চি মোহন দে, বুধলাল মাহাতো, বৃন্দাবন মাহাতো, বৈদ্যনাথ মাহাতো, ভরত রাজুয়াড়, ভীম কুমার, ভীম চন্দ্র প্রামাণিক, ভীমচরণ গোপ, ভীষ্মদেব মাহাতো, ভুবন মাহাতো, ভৈরব বাউরি, ভোলানাথ কুমার, ভোলানাথ নাথ, মড়িরাম মাঝি, মতিলাল মাহাতো, মদন মণ্ডল, মধু রজক, মনোমোহন সিং দেও, মহম্মদ হবিবুর রহমান, মহাদেব মুদি, মাগারাম মাহাতো, মাণিক কাঁদু, মাধব বাউরি, মিহির চন্দ্র মাহাতো, মুক্তেশ্বর মাহাতো, মুসল চন্দ্র কুম্ভকার, যুধিষ্ঠির গড়াই, যোগীন্দ্র বাউরি, যোগীন্দ্র মাহাতো, রঞ্জিত মাজী, রঞ্জিত সিং মাহাতো, রতিকৃষ্ণ মাহাতো, রাজমোহন মাহাতো, রাজেন্দ্র প্রামাণিক, রাজেন্দ্র মাহাতো, রাধাকান্ত কুইরি, রাধানাথ মাহাতো, রামজীবন মাহাতো, রামপ্রসাদ মাজী, রাসু কৈবর্ত, রীতবরণ মাহাতো, রেণুকা মাহাতো, লক্ষ্মণ মাহাতো, লক্ষ্মীকান্ত মাহাতো, লম্বু কর্মকার, শঙ্কর চন্দ্র কুমার, শঙ্কর চন্দ্র মাহাতো, শত্রুঘ্ন মাহাতো, শশাঙ্ক শেখর মাহাতো, শিবরাম মাহাতো, শেখ দাউদ, শ্যামল কুম্ভকার, ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়, সকলাইন মহম্মদ, সদানন্দ গড়াই, সনাতন কর্মকার, সন্তোষ গড়াই, সহন সিং সর্দার, সীতারাম মাহাতো, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুদর্শন মাহাতো, সুদেব মুদি, সুধন্ব দড়িপা, সুধাংশু শেখর পান্ডে, সুনীল কুমার মুদি, সুভদ্র মাজী, সুমিত মাহাতো, সূর্য মাহাতো, সূর্যমুখ মাহাতো, সোমনাথ মাহাতো, সোলেমান আনসারি, স্বপন দত্ত, স্বপন মাজী, স্বপন মাহাতো, হরিশঙ্কর পাল, হরিহর কুইরি, হরেন সিং মাহাতো, হরেন্দ্র বাউরি, হরেরাম মাজী, হাবু প্রামাণিক, হামিদ আন্সারি, হারাধন বাউরি, হীরেন্দ্র নাথ মাহাতো।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ বান্দোয়ান।

বান্দোয়ান ডাঃ এ· এন· ঝা হাইস্কুল,

বর্ধমান

অজন্তা দে, অজিত বাউড়ি, অজিত মালি, অঞ্জনা মণ্ডল, অনিলকৃষ্ণ মাথুর, অনিলা চক্রবর্ত্তী, অনুকূল পাল, অন্নপূর্ণা পাল, অন্নপূর্ণা রায়, অন্নপূর্ণা সাঁতরা, অবোরণী বাউড়ি, অমূল্যরতন মণ্ডল, অরবিন্দ কর্মকার, অরুণ ধাড়া, অর্চনা দত্ত, অলকা রানী আঁকুড়ে, অশোক বাউড়ি, অসীম বৈরাগ্য, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, আগলিমা বিবি, আজমিসা খাতুন, আদিত্য কুমার মালিক, আদ্যনাথ পাল, আনন্দ আকুড়ে, আনন্দ ঘোষ, আনন্দ মেটে, আন্না মাঝি, আবদুল ছামিদ মণ্ডল, আভা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ, আরতি পাল, আরতি বাউড়ি, আরতি বাগ্দি, আলতা বাউড়ি, আলোক হাজরা, আশালতা পাল, আশিস কুমার মণ্ডল, আসহারা বেগম, উত্তম হালদার, উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র বেদ, ওড়োম্বা বাগ্দি, কনক বাউড়ি, কবিতা দাস, কমল ধীবর, কমলা দাসী, কমলিনী ধীবর, করবী বক্সী, করুণা পাল, করুণাময় রায়, করুণাসিন্ধু কর্মকার, কল্পনা মল্লিক, কল্পনা মাঝি, কল্পনা রানী মালিক, কল্পনা রায়, কল্পনা হাজরা, কল্যাণী মণ্ডল, কাজল বাউড়ি, কাজী বদরুজ্জমান, কাজী সামসুর জামান, কানন মল্লিক, কানন বালা লাহা, কানাইলাল মন্ডল, কার্তিক আকুড়ে, কার্তিক চন্দ্র খাঁ, কার্তিক চন্দ্র রাণা, কালিদাসী ঘোষ, কালিদাসী বাউড়ি, কালিপদ সেন, কালীকৃষ্ণ বাউড়ি, কালো বাদ্যকর, কালো শেখ, কুবির

মালি, কুমারীশচন্দ্র বৈরাগ্য, কৃষ্ণা পাল, কৃষ্ণা মন্ডল, কেনারাম মাঝি, কৈলাসচন্দ্র হালদার, খাদেম আলি শেখ, গঙ্গাধর মালিক, গড়ু আঁকুড়ে, গণেশ চন্দ্র পাল, গায়ত্রী বারুই, গোপাল চন্দ্র মালিক, গোপালচন্দ্র হাজরা, গোপাল বাউড়ি, গোপাল বাগ্‌দি, গোবিন্দচন্দ্র হাজরা, গোবিন্দ বাউড়ি, গোরাচাঁদ মণ্ডল, গৌতম চট্টরাজ, চন্ডীচরণ পণ্ডিত, চণ্ডীচরণ বীরবংশী, চন্দনা মণ্ডল, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চম্পা মণ্ডল, চরণ মাজি, চৌধুরী আবদুল আলি, ছবি বাউড়ি, জগৎ বাউড়ি, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগা বাগ্‌দি, জফাল বাউড়ি, জবা মাঝি, জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ, জ্যোৎস্না দাসী, জ্যোৎস্না মালি, জ্যোতিষচন্দ্র পাত্র, ঝড়ু কুমার বাউড়ি, টুকলাল বাউড়ি, তনীবালা দাসী, তহমিনা বেগম, তারাচরণ রায়, তারাপদ কর্মকার, তারাপদ মণ্ডল, তারা মাঝি, তালাদ মহম্মদ মির্জা, তিলোকা দাস, তুষ্টিমালা ঘোষ, তুষ্টু মালিক, দিবাকর ঘোষ, দিলীপ বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডল, দিলীপ মাজি, দীপালি গঙ্গোপাধ্যায়, দীপালি চক্রবর্ত্তী, দীপালি মজুমদার, দীপ্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দুলাল আঁকুড়ে, দুঃখহরণ ধাড়া, দেবী বাউড়ি, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দেবু গড়াই, দেবু দাস, ধরণীধর মালিক, ধ্বজাধারী ঘোষ, ননীবালা গড়াই, নন্দরানী রায়, নন্দরানী সাহা, নন্দলাল গড়াই, নন্দলাল ঘোষ, নবকুমার মণ্ডল, নমিতা চক্রবর্ত্তী, নমিতাবালা দাসী, নরেন বাগ্‌দি, নলিনচন্দ্র ঘোষ, নান্টু চট্টরাজ, নারায়ণ চন্দ্র গড়াই, নিখিলচন্দ্র মণ্ডল, নিচুবালা ঘোষ, নিত্যানন্দ কৈবর্ত, নিভা মাঝি, নিমাইচন্দ্র গড়াই, নিমাই মণ্ডল, নিমাই মেটে, নির্মলা সাঁতরা, নীরেন মণ্ডল, নীলু মালিক, নীহারবালা সাহা, নুনী বাউড়ি, পদ্ম ঘোষ, পদ্মা রানী মালিক, পবিত্র কর্মকার, পশুপতি মাজি, পাঁচকড়ি বাউড়ি, পাঁচু নন্দী, পাতু বাউড়ি, পানু ঘোষ, পীরুনাথ মালিক, পুতুল চক্রবর্ত্তী, পূর্ণচন্দ্র পণ্ডিত, পূর্ণিমা পাল, পূর্ণিমা সাহা, প্রণতি রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা ধাড়া, প্রভাত আচার্য, প্রমীলা বাউড়ি, ফাল্গুনী বাউড়ি, ফুচু বাউড়ি, ফুলটুসি দাসী, বদরুন্নিসা বিবি, বনবিহারী মাঝি, বনমালী ঘোষ, বরাই দাসী, বলরাম হালদার, বলাই মাঝি, বসন্ত কুমার আঁকুড়ে, বাদল কর্মকার, বাদল বাউড়ি, বাদলবালা দাসী, বাদল মালিক, বারু ক্ষেত্রপাল, বালিকাবালা সিং, বাসন্তী আইচ, বাসন্তী সেন, বাসু খাতুন, বাসুদেব মণ্ডল, বাসুদেব মালিক, বিউটি পাল, বিজয় চন্দ্র মালিক, বিজয়চন্দ্র রায়, বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিন্দু বাউড়ি, বিপদতারণ দত্ত, বিপদ ভঞ্জন হালদার, বিমলকৃষ্ণ খাঁ, বিমলা বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বাগ, বীণাপাণি দাস, বীণাপাণি হাজরা, বীণা সাঁতরা, বুদ্ধদেব কোঁয়ার, বুধনি কর্মকার, বৃন্দাবন কর্মকার, বৈদ্যনাথ নন্দী, বৈদ্যনাথ পাল, বোধন কর্মকার, ভক্তরাম দাস, ভগীরথ গড়াই, ভজহরি ঘোষ, ভয়া মুখোপাধ্যায়, ভয়ারানী কর্মকার, ভাদু মণ্ডল, ভানুমতী মণ্ডল, ভারতীবালা আইচ, ভুজঙ্গ খাঁ, ভুলু বাউড়ি, ভূতনাথ ঘোষ, ভূতনাথ রায়, ভৈরবচন্দ্র আঁকুড়ে, মঞ্জিরা বেগম, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন সরকার, মদনমোহন হালদার, মণিসুধা মণ্ডল, মন্টু সেন, মধুমঙ্গল ঘোষ, মধুসূদন দাস, মধুসূদন বাউড়ি, মধুসূদন হালদার, মনসা আকুড়ে, মনুজমোহন ঘোষ, মনোহর বাউড়ি, মলিন ধাড়া, মহম্মদ ঈশা হক, মহম্মদ ইসমাইল মির্জা, মহানন্দ দাস, মহামায়া মণ্ডল, মহেশচন্দ্র নন্দী, মাগারাম মণ্ডল, মাগারাম রায়, মাধব পরামানিক, মায়াদাসী মেটে, মায়ারানী আইচ, মায়া রায়, মালতি সাহা, মিতা পাল, মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির চন্দ্র মালিক, মীরা মণ্ডল, মীরা রায়, মুক্তরানী দাস, মুক্তি মণ্ডল, মুসাম্মদ জাহানারা খাতুন, মুসাম্মদ ফিরোজা বেগম, মুসাম্মদ রহিমা বেগম, মুসুরি ভূমিজ, মৃত্যুঞ্জয় কারক, মেনকা হাটি, মোরে বাউড়ি, মোহনচন্দ্র ঘোষ, মোহনচন্দ্র পাল, মোহন বাউড়ি, যমুনাবালা সাধু, যশোদা মালিক, যুবা আকুড়া, যূথিকা শ্যাম, রণজিৎ ভট্টাচার্য, রতন মাজি, রবি ধীবর, রবিপদ গোস্বামী, রবি রায় (মিস্ত্রী), রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, রমা দাসী হাজরা, রমা বাউড়ি, রমা মালিক, রসুলা খাতুন, রানীবালা রায়, রাধানাথ দাস, রাধারানী দাস, রাধারানী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী হালদার, রামপ্রসাদ ঘোষ, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা মাঝি, রেণু বাউড়ি, রেণুবালা কর্মকার, রেবা মাঝি, রেবি বাউড়ি, লক্ষ্মণ গড়াই, লক্ষ্মণ বাউড়ি, লক্ষ্মী নন্দী, লক্ষ্মী নারায়ণ কর্মকার, লক্ষ্মী নারায়ণ রায়, লক্ষ্মী হাজরা, লতিকা দাসী, লীলাবালা আইচ, শওকত আলি মল্লিক, শক্তিপদ সাঁতরা, শঙ্কর দাস, শঙ্করী বাউড়ি, শঙ্করী মাঝি, শম্ভুচরণ ঘোষ, শম্ভুনাথ দাস, শরৎচন্দ্র রায়, শর্বরী মঙ্গল, শহীদুল সা, শান্তিনাথ নন্দী, শান্তিরাম মাঝি, শান্তিরাম হাজরা, শান্তিলতা দাস, শিখা গঙ্গোপাধ্যায়, শিখা শ্যাম, শিবদাস কর্মকার, শিবদাসী বাগ্‌দি, শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, শিবরিয়া শেখ, শিবহরি ঘোষ, শিবি বাউড়ি, শিবু বাগ্‌দি, শীতলচন্দ্র ঘোষ, শীতলবালা দাসী, শুভা মুখোপাধ্যায়, শেখ এহেশান আলি, শেখ খোশনবী, শেখ ফজলুল কেরিম, শেখ বেল্লাল, শেফালী আইচ, শেফালী চক্রবর্ত্তী, শেফালী রায়, শ্বেতবরণী কর্মকার, শৈবা মাজি, শৈলবালা মালিক, শ্যামাপদ দাস, শ্রীধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধর নায়ক, ষষ্ঠী গড়াই, সখীবালা দাসী, সন্ধ্যা ঘোষ, সন্ধ্যা বাগদি, সন্ধ্যা মণ্ডল, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ কর্মকার, সত্যনারায়ণ দাস, সদানন্দ কর্মকার, সনৎ ঘোষ, সন্তোষ গড়াই, সবিতা মাজি, সবিতা সাঁতরা, সবিনা খাতুন, সরমা দাস, সরলা পোড়েল, সর্বেশ্বর মেটে, স্বপন মালি, সাবিত্রী মাঝি, সাবিত্রী সেন, সারথি কর্মকার, সাহিদা খাতুন, সুকুমার মালিক, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদেব চট্টোপাধ্যায়, সুধা গড়াই, সুধাংশুশেখর মাথুর, সুধীরচন্দ্র বাউড়ি, সুবীর ভাণ্ডারী, সুব্রত ঘোষ, সুভাষ চন্দ্র বাউড়ি, সুমিত্রা আকুঁড়ে, সুমিত্রা বাগদি, সুরধুনী গড়াই, সুশীল চক্রবর্ত্তী, সুষমা চট্টোপাধ্যায়, সুষমা পাল, সূদন সাহা, সূর্য পাল, সৃষ্টিধর মালিক, সেবা দাসী, সোনালিকা চট্টোপাধ্যায়, সোহাগীবালা শেখ, হবিবা বেগম, হলধর গড়াই, হলধর হাজরা, হাজেরা বেগম, হারাধন বাগদি, হারাধন বাদ্যকর, হারাধন মণ্ডল, হারাধন মাঝি, হাঁসুরাম দাস।

বিদ্যালয়ের নাম — দোমোহানি কেলেজোড়া গার্লস্ জুনিয়র হাইস্কুল, সুদপুর হাইস্কুল

বাঁকুড়া

অজিত বাউরি, অঞ্জন কুমার দাস, অঞ্জুলা পাঠক, অতুল গড়াই, অনিল কুমার ভঞ্জ, অনিল ক্যাওড়া, অনিলবরণ মাহাতো, অনিল মণ্ডল, অপর্ণা মণ্ডল, অভিরাম বাউরি, অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী, অমূল্যরতন সর্দার, অমূল্য রুইদাস, অম্বিকা ঘোষ, অলকা পাল, অশোককুমার দাস, অশ্বিনীকুমার বাউল, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল,

অসিতবরণ মহান্তি, আদিত্য বাউরি, আদিনাথ ঘোষ, আদুরী ঘোষ, আন্নারানী দে, আবদুল হোসেন, আমরি দুলে, আরতি ঘোষ, আবদুল হক মল্লিক, আবদুল হাই, আরতি বীর, আরতি ভঞ্জ, আরতি হালদার, আশা ভঞ্জ, উজ্জ্বল ভঞ্জ, উত্তরা ভুঁইয়া, উমা দাস, উপাপদ কর্মকার, উমা ভুঁই, উর্মিলা দে, উর্মিলা বাউরি, উষাপতি মিত্র, কণ্ঠীরাম ভুঁইয়া, কমলা বাউরি, করালী গুলিমাঝি, কল্যাণী সিংহ মহাপাত্র, কাঙ্গাল ঘোষ, কাঁদন বাউরি, কার্তিক বাদ্যকর, কালিপদ কুম্ভকর, কালিপদ রায়, কিঙ্কর চন্দ্র পাল, কিরীটি চন্দ্র লায়েক, কৃষ্ণকান্ত পাল, কৃষ্ণা লায়েক, খাতুনা বিবি, খুকিবালা পাল, গঙ্গা হালদার, গন্ধেশ্বরী মণ্ডল, গান্ধারীচরণ মণ্ডল, গাভু দাস, গায়ত্রী দে, গীতা মণ্ডল, গীতাঞ্জলী মণ্ডল, গীতা লায়েক, গীতা হালদার, গুঁইরাম বাদ্যকর, গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, গোপালচন্দ্র থান্দার, গোপালচন্দ্র মাহাতো, গোবর্ধন মণ্ডল, গোবিন্দ পরমাণিক, গোলোক বাদ্যকর, গৌরাঙ্গ মাহাতো, চক্রধর সর্দার, চপলা কর্মকার, চপলা দাস, চাঁপারানী লায়েক, চাঁপা রুইদাসী, চায়না বাউরি, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, ছবিবালা মোদক, ছায়া পাঠক, জয়ন্তী ঘোষ, জীবন সিংহ মহাপাত্র, জ্যোৎস্না ঘোষ, জ্যোৎস্না দে, টুনারানী ঘোষ, টুসু মাহাতো, তরণী বাউরি, তাপসী মণ্ডল, তারাপদ দাস, তারাপদ নায়ক, ত্রিজলাবালা দাসী, দক্ষিণেশ্বর থান্দার, দামিনী সিং, দিলীপ ক্যাওড়া, দীপালি চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি মণ্ডল, দুখাই মণ্ডল, দুখুরাম লোহার, ননিগোপাল শী, নবকুমার বসাক, নমিতা সেনাপতি, নলিনী কুম্ভকার, নন্দকিশোর দে, নন্দলাল পাত্র, নাড়ুগোপাল চক্রবর্ত্তী, নাবিক চন্দ্র হালদার, নারায়ণ ভুঁইয়া, নিতাইচরণ দত্ত, নিধুবালা পাল, নিবারণ দে, নিবাস বাউরি, নিরঞ্জন ক্যাওড়া, নিরঞ্জন দাস, নির্মল দাস, নীলিমা কর্মকার, পচু দুলে, পঞ্চানন পণ্ডিত, পদ্মাবালা দাস, পবন মণ্ডল, পরিতোষ ঘোষ, পরেশনাথ ঘোষ, পশুপতি সিংহমহাপাত্র, পার্বতী মোদক, পারুল গড়াই, পারুল ঘোষ, পারুলবালা মণ্ডল, পাঁচকড়ি মণ্ডল, পাঁচুবালা ভঞ্জ, পুষ্প কর্মকার, পুষ্প গড়াই, পুষ্প মুখোপাধ্যায়, পুষ্পরানী চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পরানী কুণ্ডু, প্রতিমা মণ্ডল, প্রভাস প্রামাণিক, প্রমথ ভুঁইয়া, প্রহ্লাদ লায়েক, ফটিক দে, ফটিক বাউরি, ফণী বাউরি, ফুলকুমারী মহাপাত্র, ফুলকুমারী রায়, ফুলমণি রায়, বংশী কুম্ভকার, বংশীধর মোদক, বলদেব গড়াই, বসনবালা ঘোষ, বসন্ত কুমার ঘোষ, বাউল ঘোষ, বাদল দুলে, বাসিনী ঘোষ, বাসুদেব কর্মকার, বাসু বাউরি, বিজয় চন্দ্র দে, বিজয়বসন্ত ঘোষ, বিনোদ দাস, বিমল কুম্ভকার, বিমলারানী পাঠক, বিশ্বনাথ ঘোষ, বিষ্ণুচরণ সিংহ মহাপাত্র, বিষ্ণুপদ পাল, বেলারাণী ঘোষ, বৈদ্যনাথ দে, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তি সিংহ মহাপাত্র, ভানুমতী রুইদাস, ভূপালচন্দ্র মল্লিক, ভৃগুরাম কুণ্ডু, ভেন্দুবালা পাল, ভোলানাথ গোস্বামী, মঙ্গলা রায়, মঞ্জুধরী পাল, মঞ্জু মোহান্তি, মদন চন্দ্র দাস, মদন মাল, মধুসূদন ভুঁইয়া, মনুবালা ঘোড়ুই, ময়না ভঞ্জ, মসা ভুঁইয়া, মাণিক ভঞ্জ, মাণিক লাল ঢাং, মাধুরী ভুঁই, মালতী ভুঁইয়া, মিঠু ভঞ্জ, মিথিলা ঘোষ, মিথিলা দেশমুখ, মিন্‌রানা খাতুন, মিনতি রানী সাঁতরা, মিন্নমোহিনী সিংহ মহাপাত্র, মিহির কুমার চক্রবর্ত্তী, মুক্তারাণী চক্রবর্ত্তী, মেনকা বাদ্যকর, মেনকা রুইদাস, মোমিনা বিবি, মোহন সর্দার, মৌসুমী মণ্ডল, যমুনা বাদ্যকর, রতন রুইদাস, রবি পাল, রবি বাদ্যকর, রবীন্দ্রনাথ মারিক, রসনা ঘোষ, রসনা দুলে, রসনা বাউরি, রসিক ভুঁইয়া, রাখহরি নোলে, রাণু মোদক, রামকৃষ্ণ ভঞ্জ, রাসু বাউরি, রীণা পাল, রীতা সিংহ মহাপাত্র, রূপচাঁদ চৌধুরী, রূপী বাউরি, রূপু লায়েক, রেখা লায়েক, রোহিত রায়, লক্ষ্মী চার, লক্ষ্মী পাত্র, লক্ষ্মী মল্লিক, লক্ষ্মীকান্ত দানা, লক্ষ্মীপ্রিয়া হালদার, লক্ষ্মীবালা নায়েক, লতা দুলে, লেভো থান্দার, শক্তিপদ মাজি, শঙ্কর পাল, শশধর মাহাতো, শশাঙ্ক শেখর চরণ, শশী মাহাতো, শানু বাউরি, শান্ত ভুঁইয়া, শান্তবালা ভুঁই, শান্তি ভদ্র, শান্ত পাল, শান্ত মোদক, শিখা মুখোপাধ্যায়, শিবরাম নন্দী, শিবশঙ্কর মান, শিবানী লায়েক, শিবু বাদ্যকর, শিবু রুইদাস, শেখ তাহের আলি, শেখ নাসির আলি, শেখ শামসুরজ্জোহা, শোভা ঘোষ, শোভারাণী চক্রবর্ত্তী, শ্যামসুন্দর মণ্ডল, শ্রীমতীবালা দাস, শ্রীহরি কালিন্দী, সন্তোষ কুণ্ডু, সন্তোষ বাউরি, সন্ধ্যা মোদক, সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, সরমা দাস, সরস্বতী ভুঁইয়া, সাধন লায়েক, সাবিত্রী দাস, সাবিত্রী বাদ্যকর, সাবিত্রী মল্লিক, সায়রা খাতুন, সারদাপ্রসাদ গুলিমাজী, সীমা সেনাপতি, সুখময় বাউরি, সুখময় সিং, সুজয় কুমার মণ্ডল, সুজয় ঘোষ, সুদর্শন পাঠক, সুধাময় মণ্ডল, সুধাংশু ঘোষ, সুধাংশুশেখর মণ্ডল, সুধীর ঘোষ, সুধীর চন্দ্র গড়াই, সুধীর বাউরি, সুধীর ভঞ্জ, সুধীর মণ্ডল, সুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী, সুনীল পাত্র, সুভাষ ঘোষ, সুভাষ চন্দ্র থান্দার, সুমিতা মণ্ডল, সুলোচনা দেশমুখ, সুশীলা বালা সর্দার, সুষমা সিংহ মহাপাত্র, সৃষ্টিধর মণ্ডল, সেঁতুবালা দাসী (সিং), সোনা কুণ্ডু, স্বপন শী, হংস বাউরি, হরিপ্রসাদ কুণ্ডু, হরিরাম মাহাতো, হরিসাধন দত্ত, হাবু দাস, হাবু পাল, হাসু বাউরি, হিমাংশুশেখর সিংহ মহাপাত্র।

এছাড়া সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, ছান্দার, খাতড়া, রায়পুরের একাধিক বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

বীরভূম

অন্নপূর্ণা সাহা, অভয়াচরণ ভট্টাচার্য, অমর মণ্ডল, অমিতাভ সান্যাল, আতা দাসী, আরতি বাগ্‌দি, আশালতা কর, উষাঙ্গিনী দত্ত, কনকলতা সিংহ, কল্যাণী দত্ত, কল্যাণী সিংহ, কাঙাল গোঁসাই, কৃষ্ণগোপাল রায়, কৃষ্ণচরণ দাস, ক্ষ্যান্ত বাউরি, গণপতি পাল, চরণ দাসী, চণ্ডীচরণ ঘোষ, চণ্ডীচরণ সিংহ, চেনবানু বিবি, জগন্নাথ মণ্ডল, জবু দাসী, জাকির উন্নিসা, তমাল দাসী হাজরা, তরুলতা হালদার, তুলসীরানী সাহা, দীপ্তিরানী মণ্ডল, দুলালী আদিত্য, দুলু আদিত্য, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল মণ্ডল, নমিতা সিংহ, নিয়াত্‌ হোসেন, নীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, নুন্নেহার বিবি, পঞ্চানন মাল্যকার, পঞ্চুরানী মণ্ডল, পদ্মাবতী ভাণ্ডারী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মজুমদার, প্রমীলা রানী সরকার, প্রিয়রঞ্জন ভট্টাচার্য, বাঁকাশ্যাম দাস বাউল, বারিনী দাসী, বিমান পাল, বিলাসী মণ্ডল, বিশ্বনাথ কাহার, বিশ্বনাথ দাস, বৃন্দাবন মণ্ডল, ভাদু আকুড়ি, ভিক্ষকর বাউরি, মুক্তিপদ সেন, রতিনাথ রায়, রূপা গড়াই, রোহিত কুমার সিংহ, লক্ষ্মীরাণী মণ্ডল, লক্ষ্মীরাণী সিংহ, শিবরাম

সিংহ, শিবশঙ্কর ভাণ্ডারী, শোভারাণী রুদ্র, শ্যামাপদ ঘোষ, ষষ্ঠীপদ পাল, ষষ্ঠীরাণী দে, সত্যবালা দাসী, সনাতন দাস বাউল, সরসী বালা পাল, সরিফা বেগম, সাগর মণ্ডল, সীতারাম কনুই, সুতপা মজুমদার, সুবল ক্ষ্যাপা, সুভদ্রা দাসী, সুভাষ প্রামাণিক, সুশীলা গোঁসাই, সূদন বাউরি, সৈয়দ সাম্‌সুজ্জোহা, সোনালী সাহা, স্নেহলতা সাধু, হরিপদ মণ্ডল, হারাধান মির্ধা, হিতেন মণ্ডল।

মালদহ

অঞ্জনাথ সরকার, অনিল মণ্ডল, অনিল শীল, অরূপ ঘোষ, অলকা দাস, আঞ্জু বেওয়া, আন্‌সারুল ইসলাম, আনন্দ রায়, আয়েসা বিবি, আবদুল কাইয়ম, আবদুল খালেদ, আবদুল রেজাক, আবদুল হাকিম, ইলিয়াস সেখ, ইসাক হোসেন, উনা হালদার, কাজল দেশী, কাজল শীল, কাজল সরকার, কাঞ্চন ঘোষ, কালিপদ ঋষি, কালিপদ হালদার, কুঞ্জ দেশী, কুমকুম ঝা, খিলো দেশী, গয়েশ্বর মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, চন্দ্রকান্ত থোকদার, চপলা হালদার, চালু মণ্ডল, জরতুনা আলি রেজা, জাহিরুল হক, তুষারকান্তি ঝা, তৈমুর আলি, তোফাজ্জুল হক, দীপক দাস, দীপঙ্কর মণ্ডল, দুখা দাস, দুলাল চন্দ্র ঘোষ, দুলাল চন্দ্র চৌধুরী, দেবাশিস ঝা, ধীরেন মণ্ডল, নগেন মণ্ডল, নয়ন কুমার ঠাকুর, নরোত্তম মণ্ডল, নেজামুদ্দিন, নেপাল দাস, পুরোন রবিদাস, প্রেমকুমার সাহা, ফণিভূষণ মণ্ডল, বঙ্কু চন্দ্র দাস, বাবুল হোসেন, বিকাশ চন্দ্র দাস, বিনয় কুমার মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, বেলা সাহা, ভবেশ চন্দ্র সাহা, ভূপেন রাজবংশী, মনতাজ খাঁ, মনোরঞ্জন দাস, মর্তুজা আলি রেজ্জাক, মহম্মদ আসলাম, মহঃ রবিউল ইসলাম, মহঃ সহরাব সরকার, মহিনুদ্দিন আহমদ, মৈনুর শেখ, মোশাম্মদ হাসনাহেনা খাতুন, রবীন্দ্র নাথ সরকার, রসিদ মুন্সী, রাজেন রায়, রাজেন সাহা রাজেন্দ্র নাথ মাহাতো, রাম চন্দ্র মণ্ডল, রেখা ঝা, শঙ্কর দাস, শান্তিরঞ্জন খাঁ, শামসুল হক, সঞ্জয় কর্মকার, সত্যেন্দ্রকুমার বর্মণ, সনাতন মণ্ডল, সাহাবুদ্দিন আহমেদ, সুকুমার দাস, সুখু মণ্ডল, সুচিত্রা ঝা, সুজাতা সাহা, সুদর্শন দাস, সুধীর মাহাতো, সুনীল কুমার সরকার, সুবল দাস, সুভাষ মণ্ডল, সুমনা সাহা, সেখ নুরুদ্দিন, সেখ সৈয়ব, সোলেমা বিবি, স্বপন কুমার সরকার, স্বপন কুমার সাহা, হাফিজ উদ্দিন।

বিদ্যালয়ের নাম

কালিন্দী হাইস্কুল, শোভানগর জুনিয়র হাইস্কুল।

মুর্শিদাবাদ

অজিত শেখ, অধীর সরকার, অনাদি প্রসাদ সরকার, অনিমা মণ্ডল, অনিল কুমার ঘোষ, অন্নবালা ঘোষ, অমরেন্দ্র নাথ সরকার, অমল সরকার, অলকনাথ সরকার, অষ্টমী শর্মা, অসিতবরণ দাস, আকবর, আকলু শেখ, আক্রাম শেখ, আখতার উদ্দিন, আখের আলি খাঁ, আজিবুর শেখ, আনসারুল মালিতা, আনন্দগোপাল মণ্ডল, আনন্দগোপাল সরকার, আবদুল মজিদ, আবদুল রেজ্জাক, আবদুল শেখ, আবুল হোসেন মল্লিক, আমজাদ হোসেন, আমিনা বেওয়া, আমিনুদ্দিন শেখ, আলি আনসার মণ্ডল, আলি আসগার মণ্ডল, আলিমুদ্দিন মণ্ডল, আশুতোষ মণ্ডল, ইসরাইল হোসেন, করমান আলি, কানুপ্রিয় সরকার, কামনা ঘোষ, কাশিম মণ্ডল, কুতুবুদ্দিন শেখ, কৃষ্ণপদ ঘোষ, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, খোকন মণ্ডল, গণপতি ভৌমিক, গাজু মণ্ডল, গিয়াসউদ্দিন বিশ্বাস, গোপাল পাল, গোপেন ঘোষ, গোলাম কিবরিয়া, চণ্ডীচরণ ঘোষ, চাঁদকুমারী মণ্ডল, জসিমউদ্দিন শেখ, জহবোনা খাতুন, জানমান মোমিন, জাব্দুল শেখ, জাহানুর খাতুন, তেজ নারায়ণ দাস, দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, দিলীপ কুমার হালদার, ধনঞ্জয় ঘোষ, ধীরেন ঘোষ, নজরুল ইসলাম, নফন শেখ, নিরঞ্জন বড়াল, নিশিথ হালদার, নুরকুল বিবি, পঞ্চানন দাস, প্রবীর ঘোষ, ফইসুদ্দিন মুন্সী, বজলে রহমান, বলরাম দাস, বাণী চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব রায়, বিজয় কুমার ঘোষ, বিশ্বনাথ দাস, বিশ্বনাথ পাল, বিশ্বনাথ সিং, ভরত মণ্ডল, ভূষণ মণ্ডল, মইদুল হোসেন, মইনুল ইসলাম, মজিবুর রহমান, মদন মোহন ঘোষ, মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, মন্মথ কুমার রায়, মহম্মদ আলারুল হক, মহম্মদ আলো রাজা, মহম্মদ ইক্রামুল হক, মহম্মদ তাহির আলি শেখ, মহম্মদ নাদের মোল্লা, মহম্মদ সেতারউদ্দিন, মহম্মদ হাবিবুর রহমান, মহম্মদ হাসান, মানসী মুখোপাধ্যায়, মাহাবুবা আলম, মাহাবোল হোসেন, মুজাঃফর আলি, মুজিবুর ইসলাম, মেহের আলি খান, মোতলেব শেখ, রঘুনাথ দাস, রঞ্জিত কুমার সিং, রতন কুমার মণ্ডল, রবি দাস, রাজকুমার দাস, রাম ঘোষ, রেণুকা শর্মা, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, লিয়াকৎ হোসেন, শম্ভুনাথ দাস, শহীদ আলি, শাহাবুদ্দিন, শুভা মাঝি, শেফালী খাতুন, শ্যামল সরকার, শ্রীদাম দাস, ষষ্ঠী মাঝি, সমর কুমার কর্মকার, সাগর পাল, সাধনা মাঝি, সামজেদ আলি, সামসুল হক, সিদ্দিক আলি, সুকুমার মণ্ডল, সুখেন পাল, সুচিত্রা মাঝি, সুদর্শন ঘোষ, সুবল ঘোষ, সুবোধ সরকার, সুশান্ত সরকার, সেখ নূরউদ্দিন, সেখ রহমত, হাফিজুল ইসলাম, হারিজউদ্দিন বিশ্বাস, হাসানুজ্জাম সেখ, হাসিবুর রহমান।

মেদিনীপুর

অজিত জানা, অজিত বেরা, অঞ্জলি দে, অঞ্জলি জানা, অঞ্জলি মাইতি, অতুলচন্দ্র মান্না, অদ্বৈত দাস, অনন্ত কুমার মাহাতো, অনাদিচরণ সামন্ত, অনিমা মহাপাত্র, অনিমা সামন্ত, অনিমারাণী সাহা, অনিমেষ পাল, অনিল কুমার সাঁতরা, অনিল ঘোষ, অনুপ গিরি, অনুপম পাণ্ডা, অনুসূয়া কর, অপর্ণা দাস, অপর্ণা কর, অবনী সিংহ, অমরচন্দ্র বেরা, অমলেশ জানা, অমিয়প্রভা মিশ্র, অমূল্য সাঁতরা, অভিজিৎ নন্দী, অলকা খাঁড়া, অলকা মাইতি, অলকারানী সাহা, অশোক খাঁড়া, অশোক কুমার নায়েক, অশোক চৌধুরী, অশ্বিনী দত্ত, অশ্বিনী মাল, অশ্বিনী কুমার সাউটিয়া, অসিত রাজ, অসিতবরণ ঘোষ, অসিত কুমার পাল, অসীম মণ্ডল, অসীমা ঘোষ, আজিজ খান, আনন্দময়ী সাউ, আম্বারীরানী মান্না, আবদুল রহমন খান, আবদুল মতলেব, আরতিরানী কর, আরতি ঘোষাল, আরতি বেরা আরতি মান্না, আলো কর, আলেয়া সুলতানা, আশালতা মান্না, আশালতা সিং (লায়েক) আশিস কুমার কর, আসুরা ব্যোম, ইদ্রিস আলি খান, ইনুস, ইন্দুমতী বেরা, ইরা রাজ, ঈশানী পাহাড়ী, উত্তম দাস, উত্তম দাস, উত্তম সামন্ত, উপেন্দ্র

মাহাতো, উমা দে, উর্মিলা ঈশ্বর, উর্মিলা খামরুই,উর্মিলা ধীবর, উর্মিলা সাহা, উষারানী সেনাপতি, কর্পূরা ঘোষ, কবিতা দাস, কমল কুমার জান, কমল নাথ কর, কমলা বালা নায়েক, কমলা মাইতি, কমলা মাল, কমলা রাউত, কমলা সহিত, কমলাকান্ত বোয়াল, কমলেশ জানা, কল্যানী মণ্ডল, কল্পনা বারিক, কল্পনা রায়, কাজল পাল, কাজলবালা মাইতি, কার্তিকচন্দ্র আদক, কাদম্বিনী গাঁতাই, কানাইচন্দ্র পান, কামিনী সামন্ত, কালাচাঁদ পাত্র, কালীকৃষ্ণ পাত্র, কালীচরণ পাত্র, কালু মাহি, কাশীনাথ সামন্ত, কুঞ্জবিহারী মাহাতো, কুলদা মাহাতো, কুলো কলোন্দি, কুসমি দেহরি, কুসুম নায়েক, কৃষ্ণ প্রসাদ মাহাতো, কৃষ্ণা রাউত, কেদারময়ী পাত্র, কোকিল পাত্র, কৌশল্যা মাহাতো, খগেন পাল, খগেন্দ্রনাথ বর্মন, খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, খাতুন বিবি, ক্ষুদিরাম দাস, ক্ষুদিরাম বর্মন, গঙ্গা পাল, গঙ্গাধর মান্না, গণপতি সাউ, গয়াপ্রসাদ বারি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাহাড়ী, গিরিবালা নায়েক, গীতা পরামানিক, গীতাঞ্জলী জানা, গীতারানী মাহাতো, গীতারানী শিকারী, গুরাই সিং, গুলজার আলি খান, গোতিবালা বেরা, গোপা হোড়, গোপাল সিং, গোবর্দ্ধন পাত্র, গোবিন্দ মাহাতো, গোবিন্দ দাস, গোবিন্দ সাঁতরা, গোবিন্দ প্রসাদ রাণা, গোবিন্দ প্রসাদ রাণা, গোবিন্দ প্রসাদ দাস, গৌরচন্দ্র মণ্ডল, গৌরহারি পাখিরা, গৌরাঙ্গ মাহাতো, গৌরাঙ্গচন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরী পৌউরা, গৌরীরানী ভৌমিক, গোষ্ঠবিহারী দাস, গোষ্ঠবিহারী দে, ঘাঁসিরাম নামতা, চন্দ্রমোহন পাহান, চঞ্চলা বালদাসী, চম্পক দত্তগুপ্ত, চায়টু মির্দা, চারুবালা সৎপতি, চারুবালা গাতাইত, চিত্তরঞ্জন কর, চিত্তরঞ্জন বায়েন, চিত্রা রায়, চোনি মাহাতো, ছবি নায়েক, ছায়ারানী গাতাইত জয়দেব মণ্ডল, জয়ন্ত আচার্য, জয়ন্তী মির্দা, জয়শ্রী কারক, জাহ্নবী প্রসাদ পৌইড়্যা, জাহাজী মুন্ডা, জাহানারা, জিতরাই মান্ডি জিতেন্দ্রনাথ ঘটক, জীবন নায়েক, জীবনকৃষ্ণ নায়েক, জ্যোতিষচন্দ্র খাঁড়া, ঝড়েশ্বর দাস, ঝর্ণা সৎপতি, ঝড়েশ্বর দাস, ঝোলাকি চালক, ঠাণ্ডা মহিস, তপন সেনগুপ্ত, তপন কুমার সামন্ত, তপন কুমার মণ্ডল,, তরণী ভুঁইয়া, তরুণ কুমার সাউ, তরুবালা মাহাতো, তরুবালা পোড়িয়া, তাপসকুমার পাল, তাপসনন্দ জানা, তাপসী মাইতি, তাপসী দাস, তারিবালা দাসী, তারাপদ দোলুই, তারাসুন্দরী রাজ, তিনকোড়ি বিশোই, তিলক মুড়া, তিলকা বেরা, তুষারকান্ত গাঙ্গুলি, তৃপ্তিরানী মাইতি, দীপক কুমার মাহাতো, দীপু পানি, দীপ্তি বারিক, দুর্লভচন্দ্র খান, দুর্গাপ্রিয় পাত্র, দেবলতি মাইতি, ধরিত্রী মাহানা, ধীরেন পরামাণিক, নগেন মাহাতো, নগেন্দ্র মাজি, নন্দদুলাল সাউ, নন্দবালা মিতা, ননীবালা দাসী, ননীবালা মাহাতো, নবীন মাহাতো, নমিতা মিত্র, নমিতা মন্ডল, নমিতা জানা, নরোত্তম মাহাতো, নলিনীরঞ্জন মাহাতো, নলিনী রক্ষিত, নারায়ণ বেরা, নারায়ণচন্দ্র সিং, নিখিল দত্ত, নিখিলেশ বেরা, নিতাই প্রামানিক, নিধু মণ্ডল, নিভারানী মণ্ডল, নির্মল জানা, নির্মল চন্দ্র, নিমাই চন্দ্র জানা, নিমাই চাঁদ, নিমাই চাঁদ কোটাল, নিমাই সিং, নিলীমা বেরা, নিস্তারিনী পাত্র, নীহারিকা জানা, নূর আলি, নুরবান বিবি। নোতুবালা মাহাতো, পঞ্চানন ভুঁইয়া, পরমানন্দ মাহাতো, পরী কোটাল, পদ্মবালা কাপড়ি, পদ্মবালা মাঝি, পদ্মাবতী পাল, পদ্মাবোতী ঘোষাল, পারুলবালা সরকার, পুরঞ্জন সাউটিয়া, পষ্পরানী নায়েক, পুষ্পরানী দাস, পূর্ণেন্দু দাস, পেলারাম মাহাতো, পোচি চালক,প্রকৃতি কুমার সিংহ, প্রদীপ কুমার পাল, প্রফুল্লবালা জানা, প্রবোধ মাহাতো, প্রভাত কুমার মণ্ডল, প্রভাবতী মাল, প্রশান্ত কুমার ঘোড়ই, প্রশান্ত সাউ, প্রশান্ত মাইতি, প্রিয়ংবদা কর, প্রেমচাঁদ মাহাতো, পৃথ্বীরাজ সিংহ, পৃথ্বীনাথ সিংহ, ফজলুর রহমান, ফণী ঘোষ, ফণীভূষণ পাত্র, ফুলরানী দণ্ডপাট, ফুলু ঠাকুর, ফেলরানী দোলুই, ফ্যালারানী ঘোষ, বঁচু সিং, বঙ্কিম মাহাতো, বঙ্কিম মান্না, বঙ্কিম বিহারী দাস, বঙ্কিমবিহারী বেরা, বনমালী দাস, বনানী জানা, বলাই মাইতি, বসন্ত মান্না,বাদলচন্দ্র মুড়া, বাদলচন্দ্র জানা, বাদল দাস, বাদল কালান্দি, বাদলচন্দ্র সাউক, বাবুলাল সাউ, বারানসী দাস, বাসন্তী গাঙ্গুলি, বাসুদেব বেরা, বাসুদেব মণ্ডল, বাসুদেব পাল, বিকাশ দাস, বিজয় খাঁ, বিজয়কৃষ্ণ পাল, বিজলা হাজরা, বিনতা দাস, বিনতা মেইকাপ, বীনা ভুঁই, বীনাপানি কর, বিনোদ পাখিরা, বিপুলা ভুঁই, বিভূতিভূষণ পালধি, বিভূতিভূষণ রুদ্র, বিমলা দোলুই, বিমলা জানা, বিমলা মাহাতো, বিমলা পাল, বিমলা ভূঞ্যা, বিমলাবালা দাসী, বিমলেন্দু শিকারী, বিমলেশ জানা, বিশ্বপদ মাইতি, বিশ্বরঞ্জন মান্না, বিলাজান খান, বিলাসী পাল, বিশাখা মাহাতো, বীণাপানি কর, বুদ্ধেশ্বর মাহাতো, বেলা মাল, বোরোনী মাহাতো, বৈকুণ্ঠ জানা, ব্রজকিশোর সাউ, ভগেন্দ্রনাথ পানি, ভক্তিপদ রাণা, ভবতোষ পাত্র, ভবানী চৌধুরী, ভরত দোলই, ভানু জানা, ভানুভূষণ জানা, ভাবিরানী মাহাতো, ভীম মাহাতো, ভুবন পাত্র, ভূপতি খামরোই, ভোলানাথ দোলই; মকর মাহাতো, মঞ্জুরাজ, মঞ্জুরানী পানি, মঞ্জুরী সাউ, মঞ্জুলা ভুঁই, মঞ্জুশ্রী মাইতি, মণিদীপা চন্দ, মদন মিদ্দা, মধুমিতা জানা, মধুসূদন দাস, মনজুরা মাল, মহকুম দেশালি, মহজুবা খাঁ, মহামায়া সাউ, মহিমচন্দ্র পানি, মহেন্দ্র মাহাতো, মাখন মাইতি, মাধু পান, মানস নন্দী, মানিক কুমার দাস, মানিক মাহাতো, মানিকচন্দ্র দাস, মানিকলাল রানা, মানুষ মাহাতো, মায়ারানী গাঁতাই, মায়ারানী পৈড়া, মায়ারানী পানি, মালতি মান্না, মালিনীবালা পাল, পালেক জানা, মিহির মাহাতো, মীনাক্ষি প্রধান, মীণারানী পৈড়া, মুক্তারানী বেরা, মুক্তি দাশ, মুকুলরানী কর, মুরারীমোহন দে, মেথিলা পরামাণিক, মেনকা সাউ, মেনকারানী সাউ, মোহনলাল জানা, মোহনলাল পতি, মোহিত কুমার সিংহ, মোহিনী মোহন মাহাতো, রঙ্গলাল মাহাতো, রজনী কুইল্যা, রজনী পাত্র, রজনীকান্ত পাখিরা, রজনীবালা মান্না, রঞ্জন হাতি, রঞ্জন কুমার সাউটিয়া, রঞ্জিত বেরা, রঞ্জিত কুমার বেরা, রণজিৎ চক্রবর্তী, রণজিৎ বক্‌শি, রণজিৎ মাহাতো, রণজিৎ জানা, রতন দত্ত, রতনবালা বারিক, রবনী মাহাতো, রবি মিধ্যা, রবীন্দ্রনাথ মাইতি, রবীন্দ্রনাথ মাহাতো, রমেন্দ্র দত্তগুপ্ত, রমেশচন্দ্র মাহাতো, রমেশচন্দ্র পৈড়া, রসময় দত্ত, রাখালচন্দ্র বেরা, রাজকুমারী মান্না, রাজবালা দাস, রাজেন্দ্র পাটিয়াল, রাণী মাহাতো, রানী সর্দার, রাণীবালা সাহা, রাধাকান্ত দাশ, রাধারঞ্জন মাইতি, রাধারানী মাইতি, রাধারানী রাজ, রাধিকা প্রসাদ, রাকিয়া খাতুন, রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ পাণি, রামপদ কিসকু, রীণা গায়েণ, রীণা ভুঁই, রুক্মিনী পতি, রুক্মিনী সাউ, রুদ্রনারায়ণ মাহাতো, রুমারানী মিশ্র, রেখা ব্যানার্জী, রেখা ভুঁই, রেনুকা বেরা, রেনুকাবালা দত্ত, রেনুকারানী নেরা, রোনুমতী মির্দা, রেবতী জানা, লক্ষ্মী বেরা, লক্ষ্মী চালক, লক্ষ্মী মাইতি, লক্ষ্মীকান্ত বেরা, লক্ষ্মীপ্রিয়া পট্টনায়ক, লক্ষ্মীবালা গুছাইত, লক্ষ্মীরানী মাইতি, লক্ষ্মীরানী মাথা, লক্ষ্মীরানী চক্রবর্তী লগুরাম টুডু, লছু

চালক, লতিকা মাহাতো, লতিকা সাহা, ললিত দে, ললিতা মাহাতো, লায়লা খাঁ, লালমোহন দলুই, লালমোহন আকুলি, লিলি পাত্র, লীলা কর, লড়্কি ভুক্তা, লুলকি মাহাতো, লোছু বেরা, ল্যাথর মাহাতো, শক্তিপদ মাহাতো, শক্তিপদ চক্রবর্তী, শকুন্তলা মাহাতো, শঙ্কর গাঙ্গুলি, শঙ্কর ভোক্তা, শঙ্করী মাল, শতদল মিদ্দা, শম্ভুনাথ ভুঁইয়া, শরদিন্দু জানা, শরদিন্দু পাত্র, শরৎচন্দ্র মল্লিক, শশাঙ্ক শেখর নায়েক, শশাঙ্কশেখর বারিক, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, শাওনি পাল, শাওলতা বিশই, শান্তি বৈরাগী, শান্তিবালা দাস, শিপ্রা পাল, শিশির বেরা, শিম্প্রবালা বেরা, শীতলপ্রসাদ মাহাতো, শীলা মাইতি, শুকদেব জানা, শুভা ঘটক, শুভা দাস, শুভেন্দু ভৌমিক, শোভা সামন্ত, শোভা পাত্র, শেফালী দাস, শৈলবালা পাত্র, শ্যামল কারক, শ্যামল শতপথী, শ্যামল কুণ্ডু, শ্যামল চালক, শ্যামলী মাইতি, শ্যামসুন্দর দাস, শ্যামাকান্ত মিত্র, শ্যামাপদ কর, শামাসুন্দরী জানা, শ্রীচরণ সাঁতরা, শ্রীহরি মাইতি, সইবা খাতুন, সজনীবালা মাইতি, সতীশ মির্দা, সতীশ সিংহ, সত্যনারায়ণ কর, সত্যবালা জানা সত্যমান দোলুই। সত্যরঞ্জন পানি, সত্যরঞ্জন বারি, সত্যেশ্বর ভুঁইয়া, সনঝ মাহাতো, সনাতন দে, সন্তোষ কুমার গোপ, সন্তোষ কুমার পাত্র, সন্ধ্যারানী বেরা, সন্ধ্যারানী পাল, সন্ধ্যারানী কুইল্যা, সন্ধ্যারানী জানা, সন্ধ্যারানী মল্লিক, সরমা চৌধুরী, সরস্বতী আচার্য, সরলা মাইতি, সরলা মাহাতো, সরলা সাহা, সরু মাহাতো, সাহির গায়েন, সাধন সিং, সাধনবালা জানা, সাধনবালা মুদ্‌লি, সানখান মাহাতো, সাবিত্রী শী, সিন্ধুবালা পতি, সীতারাম সিং, সুকুমার রঙ, সুখদা মাহাতো, সুখেন্দু দণ্ডপাট, সুচন্দচরণ চন্দ, সুদর্শন মিদ্দা, সুধাংশু ঘোড়ই, সুধীরচন্দ্র কুইল্যা, সুধীরচন্দ্র সর্দার, সুধীরচন্দ্র ঘোষ, সুফলা গিরি, সুবল মাইতি, সুবল মাহাতো, সুবলচন্দ্র মণ্ডল, সুবল চন্দ্র পাল, সুবল চন্দ্র মিদ্দা, সুবোধচন্দ্র বেরা, সুবোধচন্দ্র পাত্র, সুবোধচন্দ্র মাল, সুভদ্রা পাখিরা, সুভদ্রা মণ্ডল, সুভদ্রা মাহাতো, সুভাষ চন্দ্র সাউ, সুভাষচন্দ্র পাল, সুমিত্রা মল্লিক, সুরজিৎ কুমার পতি, সুরেন্দ্রনাথ গুড়ে, সুশান্ত কুমার রাণা, সুশীলাবালা, মণ্ডল, সুশীলাবালা মাহাতো, সুষমা মাহাতো, সুখেন রাণা, সোহাগী মাহাতো, সৌদামিনী সাউ, সৌদামিনী মাঝি, সৃষ্টিধর রাণা, স্বদেশরঞ্জন জানা, স্বর্ণময়ী দাস, স্বপন কুমার দাক, ষষ্টীপদ হালদার, হরপ্রসাদ উখাসনী, হরিপদ দে, হরিপদ মাহাতো, হরিপদ দত্ত, হরিপদ মাইতি, হরিশচন্দ্র হাজরা, হরেন্দ্রনাথ মাহাতো, হানিফ মণ্ডল, হানিফ মল্লিক, হিমাংশু দে, হিমাংশু শেখর মিশ্র, হীরালাল গুড়িয়া।

হাওড়া

অণিমা সামন্ত, অনিতা ধাড়া, অনিল চন্দ্র মণ্ডল, অপর্ণা সামন্ত, অমিতাভ অধিকারী, অর্চনা বেরা, অর্চনা রানী তুং, অর্জুন বৈতানিক, অলোক কুমার খাটুয়া, অষ্টকুমার সামন্ত, অসিত কুমার মণ্ডল, অসিত কুমার মান্না, আনন্দ মোহন হাজরা, আবদুল গফ্ফর মণ্ডল, আশালতা চক্রবর্তী, আশুতোষ প্রামাণিক, করুণা দাস, করুণা হাজরা, কল্পনা দলুই, কল্পনা মণ্ডল, কল্পনারানী রাণা, কল্যাণী মণ্ডল, কাজলী বৈতালিক, কানাই পাল, কানাই বাকুলি, কানাইলাল পাল, কানাইলাল ভান্ডারী, কানাইলাল মণ্ডল, কায়ারানী ঘোড়ই, কায়ারানী দেঁড়ে, কাশী নাথ দোয়ারী, কেশব চন্দ্র মণ্ডল, গঙ্গা পড়িয়া, গণেশ চন্দ্র বোধক, গোপাল চন্দ্র দাস, গোবৰ্দ্ধন মণ্ডল, গোলাপী ধাড়া, গৌরাঙ্গ দাস, গৌরী বেরা, চপলা মণ্ডল, ছবি দাস, ছায়ারানী ভাণ্ডারী, জগদীশ আদক, জগন্নাথ সাঁতরা, জহরলাল বোধক, জীবন চন্দ্র রায়, জুলফিকর আলি মোল্লা, জ্ঞানদা হাজরা, ঝন্টু খাঁ, তন্ময় গুড়িয়া, তপতী মল্লিক, তপন বেরা, তপন হাজরা, তরীকুল আলম, তাপস জানা, তারাপদ মালিক, তিনকড়ি মিদ্দা, দীপক হাইতি, দীপালি মণ্ডল, দীপালি মাইতি, দীপিকা রানী বেরা, দীপ্তি জানা, দুলাল ধাড়া, দুলাল প্রামাণিক, দেবযানী চক্রবর্ত্তী, দেবাশিস বৈতালিক, ধনজিৎ সেন, নন্দলাল মিস্ত্রী, নিতাই চন্দ্র বিশুই, নিধন ভাণ্ডারী, নিমাই পাল, নিমাই ভাণ্ডারী, নীলকান্ত হাজরা, নুটুবিহারী কর্মকার, পঞ্চম বালা দেঁড়ে, পঞ্চি গায়েন, পতিত পাত্র, প্রতিমা মাইত, প্রদীপ নন্দী, প্রফুল্ল কুমার পাত্র, প্রফুল্ল কুমার প্রামাণিক, প্রফুল্ল কুমার মন্ডল, প্রভাস চন্দ্র বাগ, প্রহ্লাদ চন্দ্র সাঁতরা, বঙ্কিম গায়েন, বনমালী দাস, বলাই মণ্ডল, বসুমতী হাজরা, বাবলু বাগ, বামলা মণ্ডল, বাসুদেব ধাড়া, বাসুদেব পাল, বাসুদেব হাজরা, বিপাশা সিংহ, বিভূতি মাজী, বিমল কুমার জানা, বিমলা চক্রবর্ত্তী, বিশ্বনাথ জানা, বিশ্বনাথ মহিষ, বিষ্ণুপদ কয়াল, বৃন্দাবন বোধক, বেচুরাম দাস, বেলারানী কর, বেলারানী মাইতি, ব্রজমোহন কয়াল, ভবতারণ মিদ্দে, ভোলানাথ দেঁড়ে, মঙ্গলা সাঁতরা, মনোতোষ বোধক, মন্মথ রায় চৌধুরী, মহম্মদ আলী, মহম্মদ কেনায়েৎ হোসেন, মহাদেব ভান্ডারী, মহিমবর মণ্ডল, মাধুরী মাইতি, মানিকলাল মণ্ডল, মায়া ভান্ডারী, মিতা পুরকাইত, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মেথরচন্দ্র সেন, রওশন আলি, রজনীকান্ত সামন্ত, রণজিৎ কুমার জানা, রণজিৎ গাঙরা, রতন চন্দ্র বোধক, রতিকান্ত পাত্র, রবীন্দ্র নাথ জাটি, রাধানাথ সামন্ত, রাবেয়া খাতুন, রেখা মণ্ডল, রেজাউল আলি মোল্লা, লক্ষ্মী ভক্তা, লক্ষ্মীকান্ত দোলুই, শঙ্কর পাত্র, শর্মিষ্ঠা ঘোড়াই, শশধর রায় চৌধুরী, শিখারানী সরকার, শিবচরণ সামন্ত, শীতল বেরা, শীতল রায়, শুভ্রা গুড়িয়া, শুভ্রা বেরা, শেখ আমিনুদ্দিন, শেখ খয়রাত আলি, শেখ জালাল আহ্‌মেদ, শেখ নূর হোসেন, শেখ মৈনুদ্দিন, শেখ সিরাজুদ্দিন, শ্যামচাঁদ দাস, শ্যামলী সামন্ত, শ্যামাচরণ বাকুলি, শ্রীকান্ত মান্না, শ্রীধর পাল, শ্রেওশ্রী আঢ্য, সতীশ পাত্র, সত্যেন্দ্র নাথ দেশমুখ, সন্ধ্যা বাগ, সন্ন্যাসীচরণ ভৌমিক, সরযূ মণ্ডল, সহদেব মালিক, সাগরী মণ্ডল, সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, সুচেতা চৌধুরী, সুতো মণ্ডল, সুনন্দা ঘোড়ই, সুনীল চন্দ্র মান্না, সুনীল প্রামাণিক, সুপ্রভা খাঁড়া, সুফল দলুই, সুবোধ চন্দ্র ভান্ডারী, সোনা বাকুলি, হরিপদ বোধক, হরিপদ সামন্ত, হলধর ঘোষ, হারাধন পাড়ই, হারানন্দ ভাণ্ডারী, হারু চাঁদ ধাড়া, হিমাংশু শেখর জানা, হৃষিকেশ লাল, হৃষ্টেন্দু দাস, হোসেন আলম।

বিদ্যালয়ের নাম

কালীনগর হাইস্কুল, বারগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়।

হুগলি

অক্রুর মল্লিক, অজিত হালদার, অন্ন বাউল দাস, অমূল্যচরণ বাগ, অর্চনা চক্রবর্ত্তী, অর্ধেন্দু কোলে, অশোক কুমার তপস্বী, অষ্টমী পাগড়ে, অসীমা ঘোষ, আঙুরবালা কুণ্ডু, আজিজুল মল্লিক, আদিত্য কুণ্ডু, আনন্দ সাঁতরা, আবদুল কাদের মল্লিক, আবদুল মান্নান, আবুল হোসেন, আমীর আলি মল্লিক, আসিয়া খাতুন, উপেন্দ্রনাথ মালিক, একরাত আলি মণ্ডল, ওষ্টি মালিক, কমলা চালক, কাজী মহম্মদ মইনুদ্দীন, কানাই বাগ, কানাই মালিক, কানাই সাঁতরা, কার্তিক চন্দ্র গাঙ্গুলী, কার্তিক দাস বাউল, কালিপদ ঘোষ, কালিপদ পাল, কালীবালা দে, কাশীনাথ মালিক, কৃষ্ণচন্দ্র গুছাইত, কৃষ্ণপদ পাল, ক্ষুদিরাম পাল, গণেশ প্রামাণিক, গয়ারাম বাগ, গোপাল চন্দ্র সামন্ত, গোপাল দাস, গোবিন্দ রায়, গোবিন্দলাল হাজরা, গৌরচন্দ্র দাস, গৌরীবালা দাসী, চাঁপারাণী হাজরা, ছায়া দাস, ছায়ারাণী বেরা, জয়দেব মল্লিক, জয়দেব রায়, জহরলাল কামলে, তপন বাগ, তুলসী রায়, তোহুরা বিবি, দিলীপ কুমার মালিক, দুলাল পাল, দেউল মালিক, দেশবন্ধু পাল, ধনঞ্জয় মালিক, ধনী বেরা, নকুল চন্দ্র পাল, নগেন বেরা, নন্দলাল দাস, নবকুমার পাল, নমিতা বেরা, নলিনীবালা মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র আদক, নিমাই চন্দ্র দাস, নিমাই চন্দ্র মালী, নূর হোসেন মল্লিক, পঞ্চু পাগড়ে, পরিতোষ দাস, পাঁচুগোপাল দাস, পুষ্প দাস, পুষ্প পাত্র, পূর্ণিমা কর্মকার, প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী, প্রভাকর মাঝি, প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রমীলা বাগ, ফকির চন্দ্র পাল, ফেলু রাণা, বংশীবদন পাল, বলাইচন্দ্র মালিক, বাকা মালিক, বাদল মাজি, বাসনা রায়, বাসুদেব রায়, বাসুদেব চন্দ্র খাঁড়া, বাসুদেব রায়, বিজয় চন্দ্র দাস, বিজয় হাজরা, বিজলা হাজরা, বিপিনচন্দ্র দাস, বিপিন মাঝি, বিভা ঘোষ, বিভূতি দাস, বিমল দাস, বিশ্বনাথ পাল, বীণা বেরা, বৃন্দাবন দাস, বেচারাম দাস, বেচু দাস, বেচু পোড়েন, বেশিদা খাতুন, মদন মালিক, মদন মোহন নাথ, মঞ্জুরা খাতুন, মনিরা খাতুন, মনোয়ার হোসেন মীর, মনোয়ারা খাতুন, মহবুতা খাতুন, মাজেদা বিবি, মানিক চন্দ্র মালিক, মাধব সাঁতরা, মানু মালিক, মালেক জান, মিনরানা খাতুন, মিনতি দাস, মীর আবদুল রোউফ, মীর বাবর আলি, মুক্তি দাস, মুসাম্মান মজবুরা খাতুন, মুস্‌সারেফা খাতুন, মোসাম্মাৎ জাহানারা বেগম, যশোদা পাত্র, যূথিকারাণী সামন্ত, রঞ্জিত দাস, রণজিৎ কুমার মালিক, রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, রাইকিশোরী দে, রাণু বেরা, রাধানাথ হাজরা, রাধারানী দাস, রাধারানী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী লহরী, লক্ষ্মীকান্ত দাস, লক্ষ্মী পাল, লক্ষ্মী রায়, লোকনাথ মালিক, শক্তিপদ কর্মকার, শক্তিবালা হাম্বি, শঙ্কর কর্মকার, শঙ্কর চন্দ্র সামন্ত, শঙ্কর দাস বাউল, শঙ্কর মালিক, শঙ্কর রাণা, শঙ্করী দাস, শশধর খাঁ, শিবশঙ্কর ভাণ্ডারী, শিবু মালিক, শীতল রায়, শেখ আতিয়ার রহমান, শেখ আবদুল গণি মণ্ডল, শেখ আবদুল গফ্ফর, শেখ আবদুল রহিম বক্স, শেখ আবু কালাম মণ্ডল, শেখ জোহাদ আলি, শেখ নজীবর রহমান, শেখ মহম্মদ আলি মণ্ডল, শেখ রোবিয়েল হোসেন, শৈলেন বাগ, শ্রীকান্ত কর্মকার, শ্রীহরি মালিক, সতী মণ্ডল, সতীশ রুইদাস, সত্যকিঙ্কর প্রামাণিক, সত্য পোড়েল, সত্যরানী ঘোষ, সন্তোষ প্রামাণিক, সন্ধ্যা দাস, সন্ধ্যা মালিক, সমীর সাঁতরা, সরমা সাঁতরা, সরসী সাঁতরা, সরস্বতী মাইতি, সহদেব রায়, সাধন দাস, সাবেরা খাতুন, সামশের মল্লিক, সায়রা বেগম, সিন্ধুবালা ধাড়া, সীতারাম ঘোষ, সীতারাম মালিক, সুকুমার ঘোষ, সুজয় সাঁতরা, সুধীর চন্দ্র মালিক, সুধরণ দেবী, সুবল চন্দ্র সামন্ত, সুভাষ মণ্ডল, সুশীলা দাস, সুশীলাবালা সাঁতরা, হারাধন মালিক।

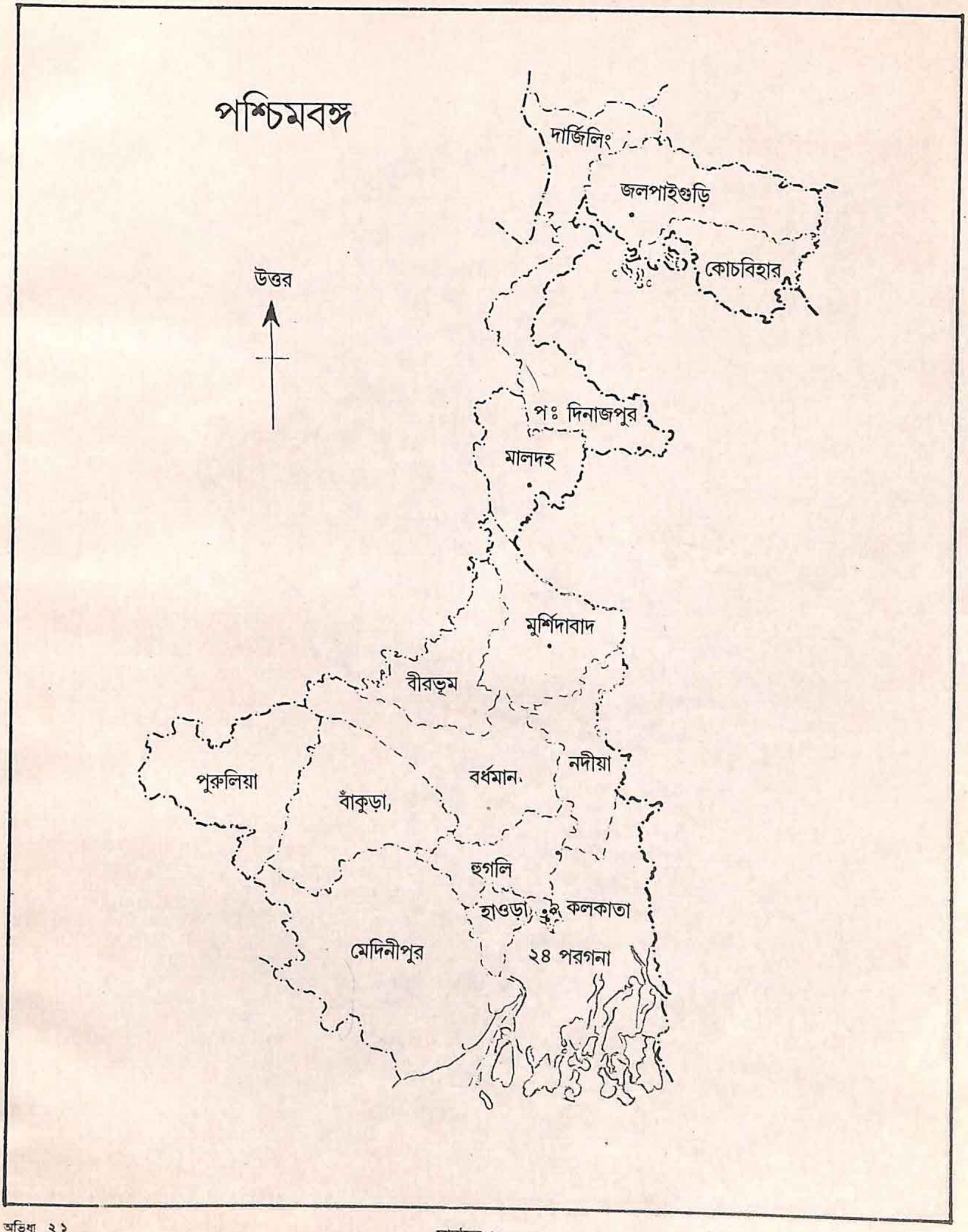
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অমরকোষ, সংস্কৃত/বাংলা অভিধান	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	১৮১৮
অমরার্থদীধিতি	মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ	১৮৫৪
ইংরাজী ও বাংলা অভিধান	জে, সাইক্‌স্ গোপীকৃষ্ণ মিত্র সংশোধিত	১৮৬৪
উদ্ভিদ অভিধান	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১৯৮১
উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ		১৯৮৪
এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান	ব্রজনাথ তর্কভূষণ	১৮৩৮
চলন্তিকা	রাজশেখর বসু	১৩৭৩ (১০ম সং)
চাকমা ভাষাতত্ত্বের পরিচয়	প্রভাতকুমার দেওয়ান	১৯৭৮ (বাংলাদেশ)
জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯—১৯৬৮)		১৯৭০
জীব অভিধান	অমলেন্দু সেন	১৯৭৩
ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা	ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	—
তাম্রলিপ্তিক উপভাষা ও জনগোষ্ঠী সংস্কৃতি (১ম)	ডঃ সুকুমার মাইতি	১৯৮৯
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্প	সত্যানন্দ মণ্ডল	১৯৮৪
দ্বিভাষার্থকাভিধান	উইলিয়ম মর্টন	১৮২৮
ধর্মবিশ্বাস ও বৃক্ষপূজা ও দেবদেবী	ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক সম্পাদিত	১৯৮৭
নূতন অভিধান	জয়নারায়ণ শর্মা মুখোপাধ্যায়	১৮৩৮
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা	সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী	১৯৮৮
পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা (১ম খণ্ড)	অশোক মিত্র সম্পাদিত	১৯৬৯
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)	বিনয় ঘোষ	১৯৭৬
ঐ (২য় খণ্ড)	ঐ	১৯৭৮
ঐ (৩য় খণ্ড)	ঐ	১৯৮০
পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা	সনৎ কুমার মিত্র	১৩৮২
পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি	মানিকলাল সিংহ	১৩৮৪
পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান	বিপ্রশ্রী মহেশ	১৮৩৯
প্রকৃতিবাদ অভিধান	রামকমল বিদ্যালঙ্কার	১৮৬৬
প্রবাদমালা	রেভারেন্ড জেমস্‌লঙ্	১৯৭৯
প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ: লোকসাহিত্য (১ম পর্ব)	ডঃ গিরিজাশংকর রায়	১৩৮৮
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা	ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক	১৯৮৫
বঙ্গভাষাভিধান	কাশীনাথ ভট্টাচার্য	১৮৫৫
বঙ্গভাষাভিধান	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	১৮১৭
বঙ্গভাষাভিধান	রামেশ্বর তর্কালংকার	১৮৩৯
বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড)	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৮
ঐ (২য় খণ্ড)	ঐ	

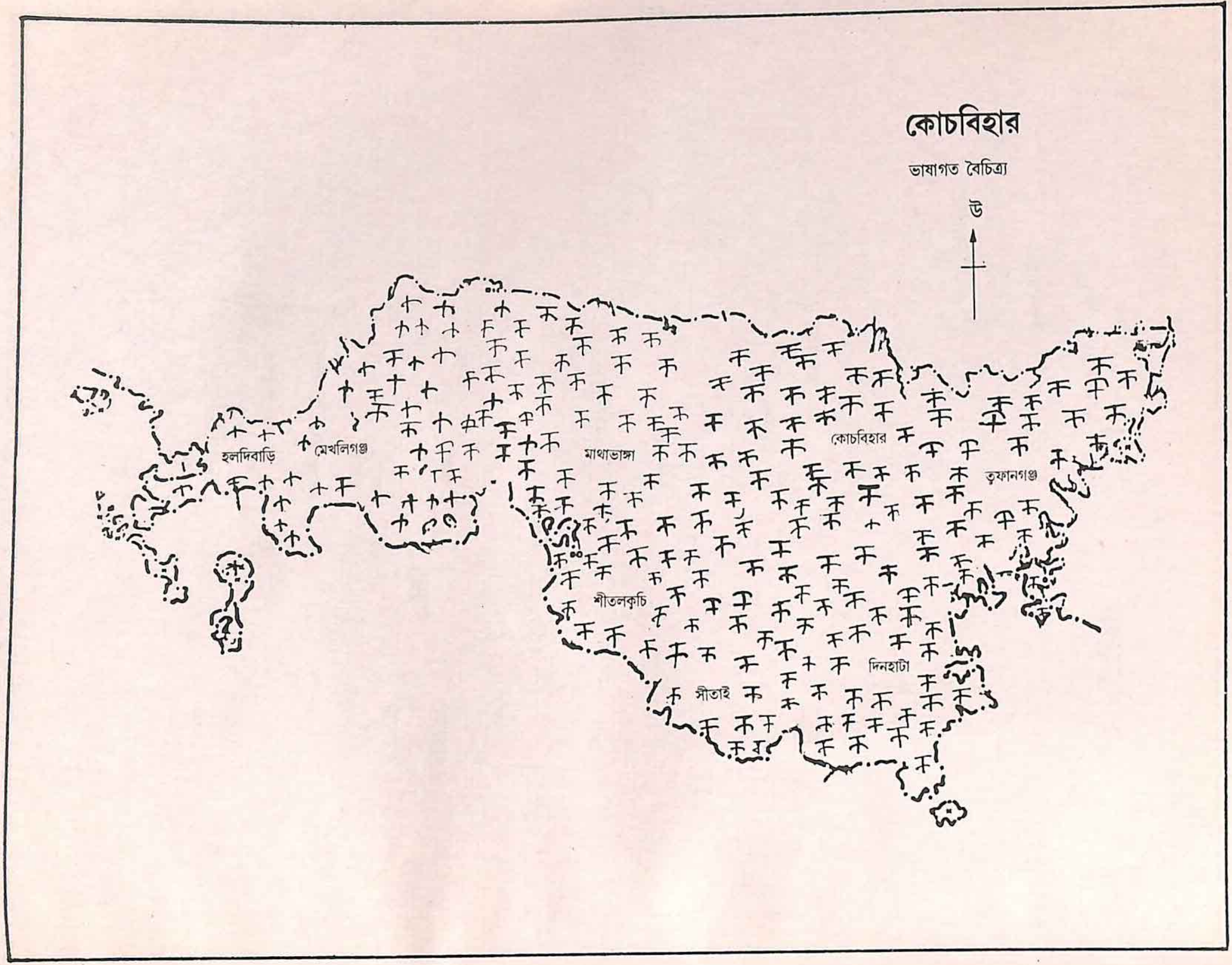
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড)	ডা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	১৯৭৩ (ঢাকা)
বাংলা ভাষা পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৮৪
বাংলা ভাষার অভিধান (১ম ও ২য়)	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	১৯৭৯
বাংলার আঞ্চলিক শব্দ	দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত	
বাংলার কীট-পতঙ্গ	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৯৭৭
বাংলার লোক-উৎসব	ডা. দুলাল চৌধুরী	১৯৮৭
বাঁকুড়াকেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা	ডা. নমিতা মণ্ডল	১৯৮৯
বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা	ডা. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত	১৯৮১
বাঁকুড়ার লোকভাষা	শৈলেন দাস ও নমিতা মণ্ডল	১৯৮৮
বাগর্থ	বিজন বিহারী ভট্টাচার্য	১৯৬৫
বিবাহের লোকাচার	দীনেন্দ্রকুমার সরকার সম্পাদিত	১৯৮২ ২য় সং
ব্যবস্থাভিধান	মার্শম্যান	১৮৫১
ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার	১৮৩৪
ব্যবহারিক শব্দকোষ	কাজী আব্দুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ	
রণড়মালা (বাংলা সাঁওতালি অভিধান)	সুহৃদ কুমার ভৌমিক সম্পাদিত	১৯৮৫
রাজবংশী অভিধান	কলীন্দ্রনাথ বর্মণ	১৩৭৭
লোকায়ত মুর্শিদাবাদ	পুলকেন্দু সিংহ	১৯৮৫
লৌকিক শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)	কামিনীকুমার রায়	১৯৭৭
শব্দকল্পতরঙ্গিণী	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক	১৮৩৮
শব্দ কল্পলতিকা	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক	১৮৬৫
শব্দদীধিতি অভিধান	শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৬
শব্দসন্দর্ভসিন্ধু (১ম ও ২য়)	মথুরানাথ তর্করত্ন	১৮৬৩
শব্দসার অভিধান	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৮৬৫
শব্দসিন্ধু	পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়	১৮১৭
শব্দসিন্ধু অভিধান	ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	১৮৬৪
শব্দাবলী	কেশবচন্দ্র রায়	১৮৬৭
শব্দাম্বুধি	মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ	১৮৬৬
শব্দার্ণব	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	১৮২৫
শব্দার্থপ্রকাশাভিধান	তারাচন্দ্র শর্ম্মা	১৮৫৫
শব্দার্থ প্রকাশাভিধান	দিগম্বর ভট্টাচার্য	১৮৫২
শব্দার্থ প্রকাশিকা	কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার	১৮৬৫ (৩য় সং)
শব্দার্থ প্রচারিকা	কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৬
শব্দার্থ মুক্তাবলী	বেণীমাধব দাস	১৮৬৬ (২য় সং)
শব্দার্থ রত্নমালা	কানাইলাল শীল	১৮৬৫
শাক-সব্জি-চাষের কথা	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	১৯৭৪
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান	সাহিত্য সংসদ	১৯৮৭ (৪র্থ সং)
সাধারণ পাখি	সালিম আলি ও লাইক লতেহ্ আলি অনু: নন্দিতা মুখার্জী	১৯৭৫

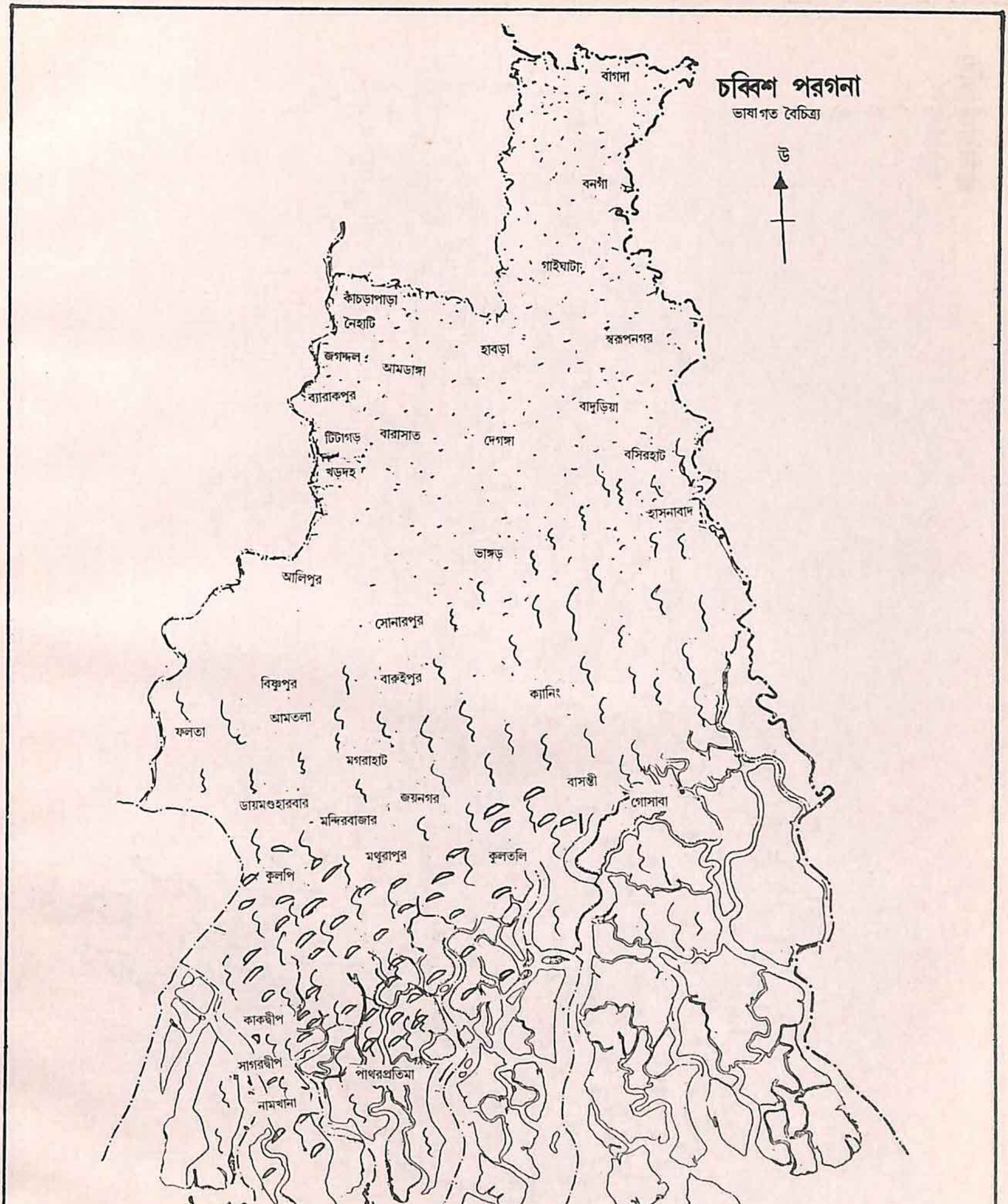
A Dictionary English and Sanskrit	Monier Williams	Delhi	1976
A Companative Dictionary of the Indo-Aryan Language (vol. I & II)	R. L. Turner	London	1973
A Grammer of the Ho-Language	L. Burrows	Delhi	1980
A Sanskrit-English Dictionary	Sir Monier Monier Williams		1981
An Etymological Dictionary of Bengali C 100-1800 (vol I & II)	Sukumar Sen		1971
Campbell's Santali-English Dictionary	3rd Edition	Bihar	1953
Campbell's English Santali Dictionary	Edited by R. M. Macphail		1984
Dictionary of Foreign words in Bengali	Gobinlal Bonnerjee		1968
The Concise oxford Dictionary	7th Edition	(Bombay)	1982
The Modern Anglo-Bengali Dictionary (vol. I, II & III)	Charuchandra Guha		1988
The Origin and Development of the Bengali Language (vol. I, II & III)	Suniti Kumar Chatterji	Rupa	1979
Samsad Bengali English Dictionary	3rd Ed.		1969

উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ	সীতানাথ দাস, অজন্তা ভৌমিক
ছত্রাক	সম্পাদক : সুবোধ বসুরায়
বীরভূমি	সম্পাদক : কৃষ্ণনাথ মল্লিক
ভারতীয় লোকযান	সম্পাদক : ড. প্রফুল্লচন্দ্র পাল
ভাষা	সম্পাদক : মৃণাল নাথ
মধুপর্ণী	সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য সুধীর করণ

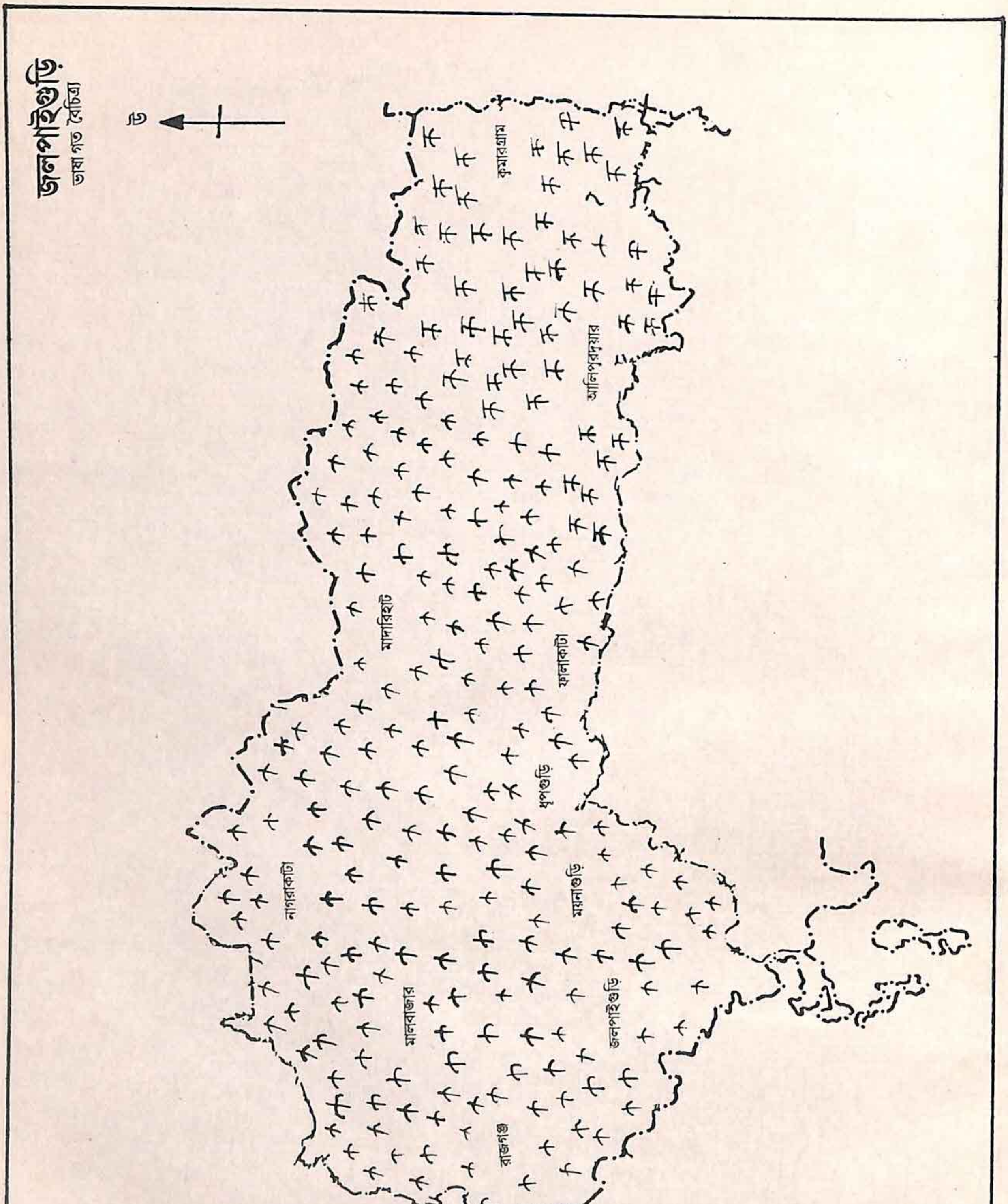

পশ্চিমবঙ্গ
উত্তর
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পঃ দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
নদীয়া
হুগলি
হাওড়া
কলকাতা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা

মানচিত্র ১

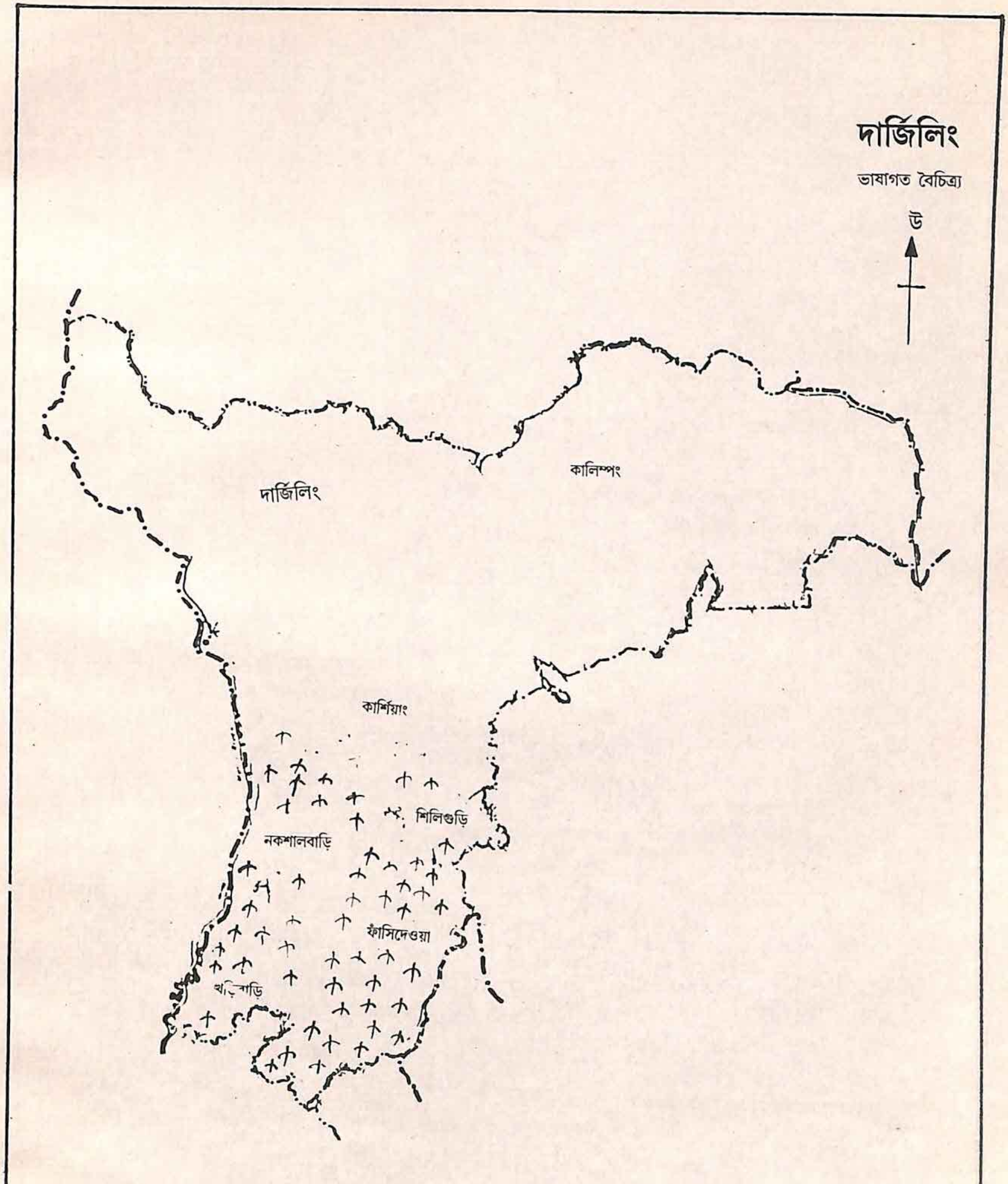

কোচবিহার
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
হলদিবাড়ি
মেখলিগঞ্জ
মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার
তুফানগঞ্জ
শীতলকুচি
সীতাই
দিনহাটা


চব্বিশ পরগনা
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
বাগদা
বনগাঁ
গাইঘাটা
কাঁচড়াপাড়া
নৈহাটি
জগদ্দল
আমডাঙ্গা
হাবড়া
স্বরূপনগর
ব্যারাকপুর
বাদুড়িয়া
টিটাগড়
বারাসাত
দেগঙ্গা
বসিরহাট
খড়দহ
হাসনাবাদ
ভাঙ্গড়
আলিপুর
সোনারপুর
বিষ্ণুপুর
বারুইপুর
ক্যানিং
আমতলা
ফলতা
মগরাহাট
বাসন্তী
জয়নগর
ডায়মণ্ডহারবার
গোসাবা
মন্দিরবাজার
মথুরাপুর
কুলতলি
কুলপি
কাকদ্বীপ
সাগরদ্বীপ
পাথরপ্রতিমা
নামখানা

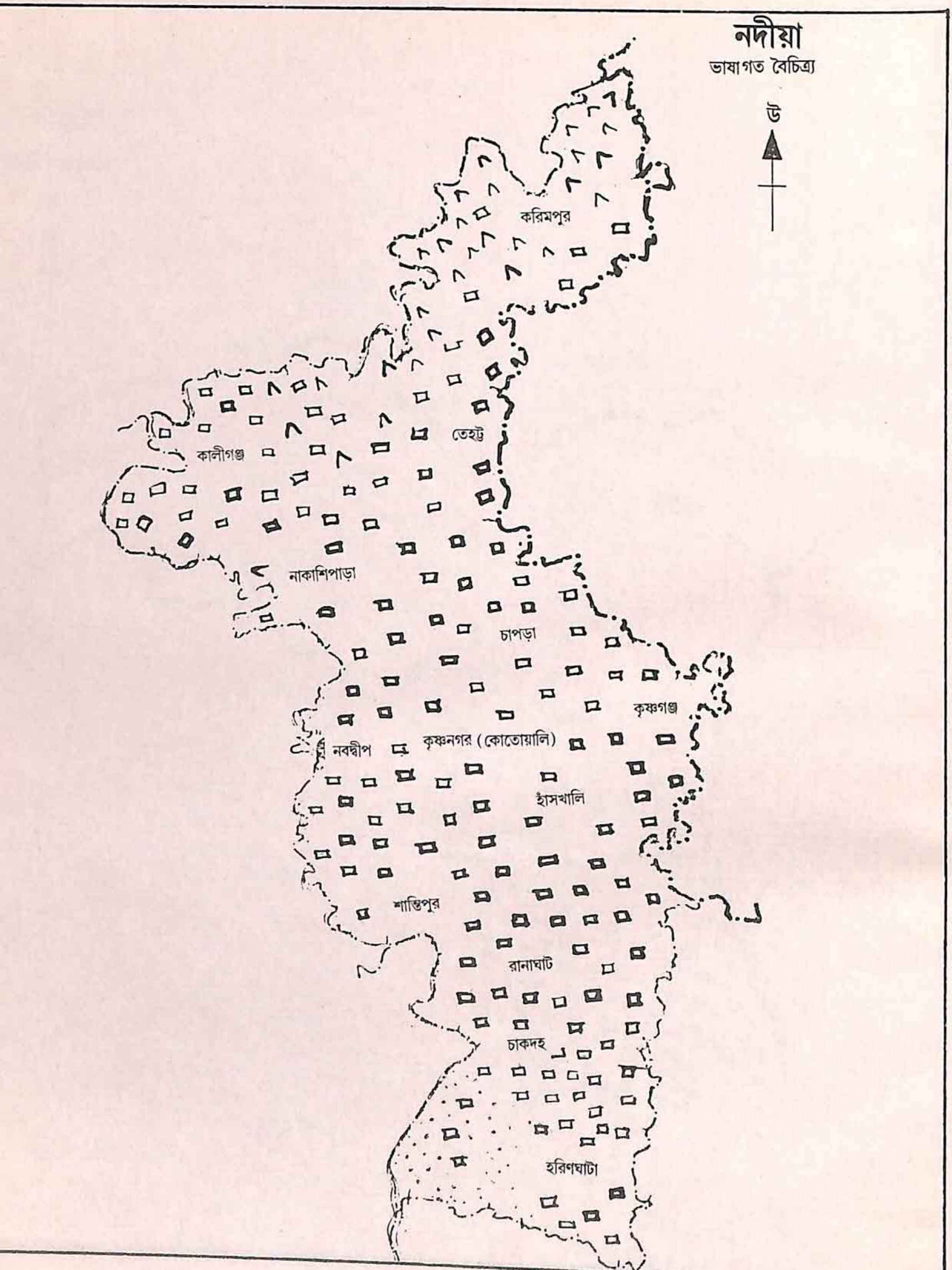
মানচিত্র ৩


জলপাইগুড়ি
ভাষা গত বৈচিত্র্য
উ
কুমারগ্রাম
আলিপুরদুয়ার
মাদারিহাট
ফালাকাটা
ধূপগুড়ি
নাগরাকাটা
ময়নাগুড়ি
মালবাজার
জলপাইগুড়ি
রাজগঞ্জ

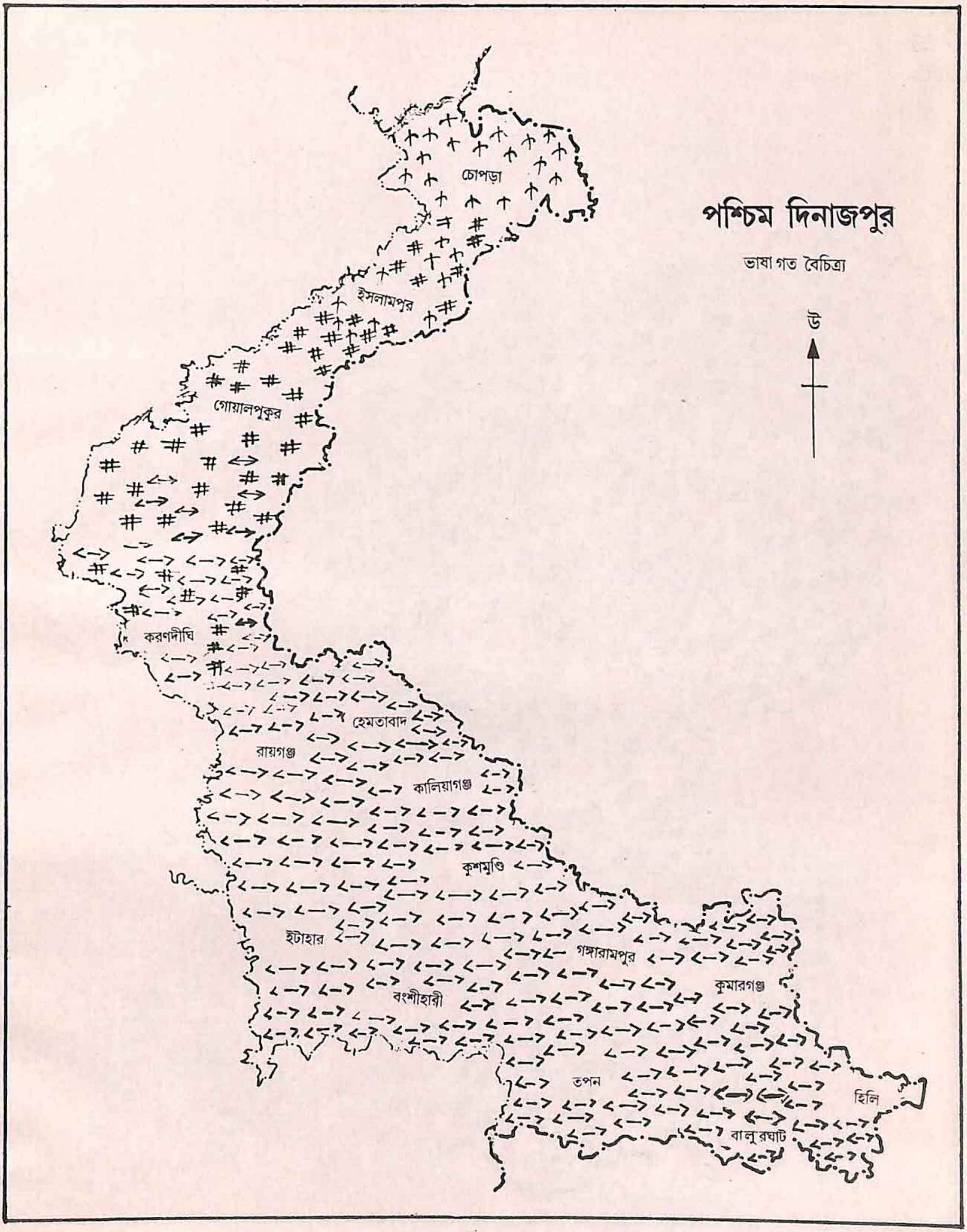
মানচিত্র ৪



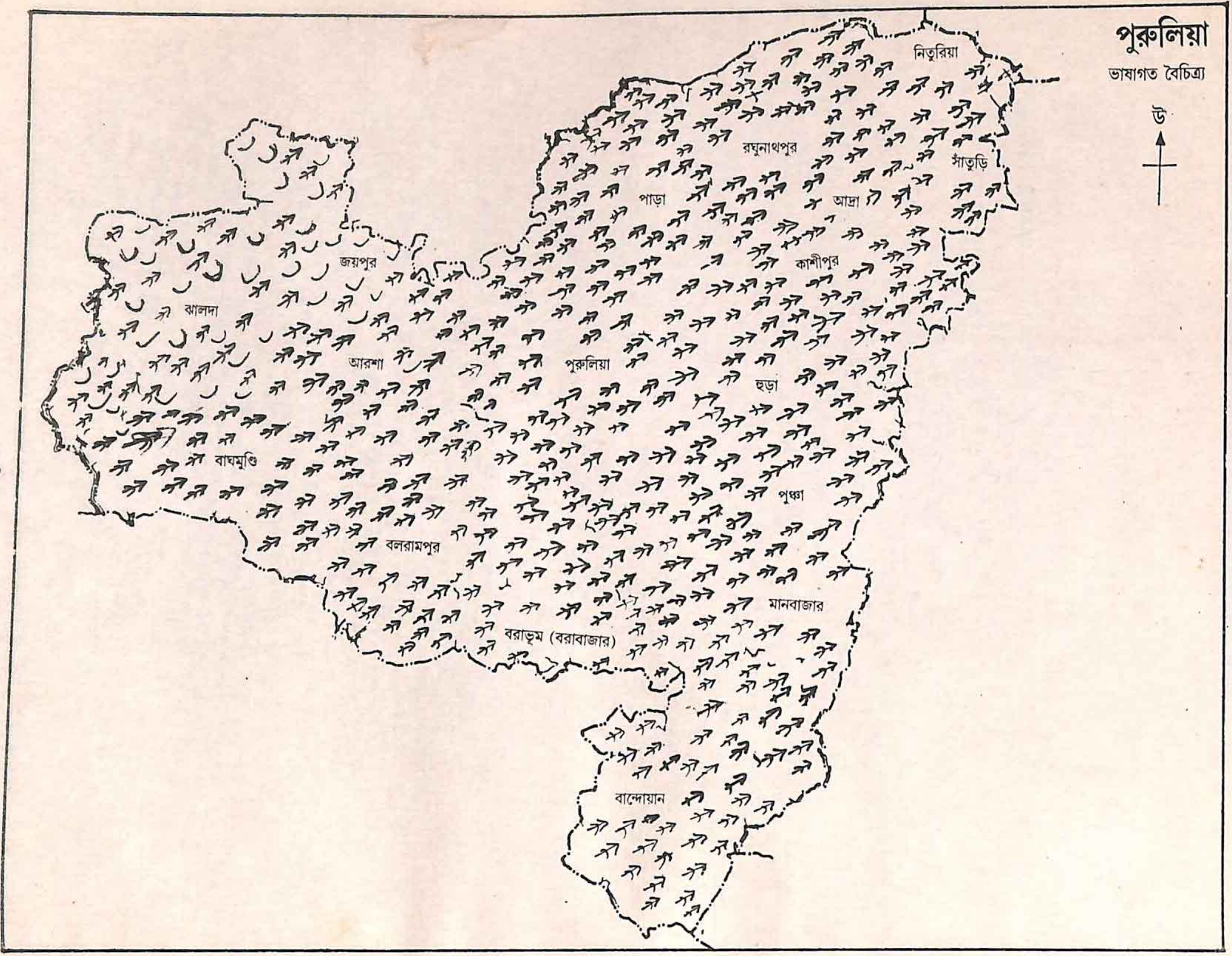
মানচিত্র ৫


নদীয়া
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
করিমপুর
তেহট্ট
কালীগঞ্জ
নাকাশিপাড়া
চাপড়া
কৃষ্ণগঞ্জ
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর (কোতোয়ালি)
হাঁসখালি
শান্তিপুর
রানাঘাট
চাকদহ
হরিণঘাটা

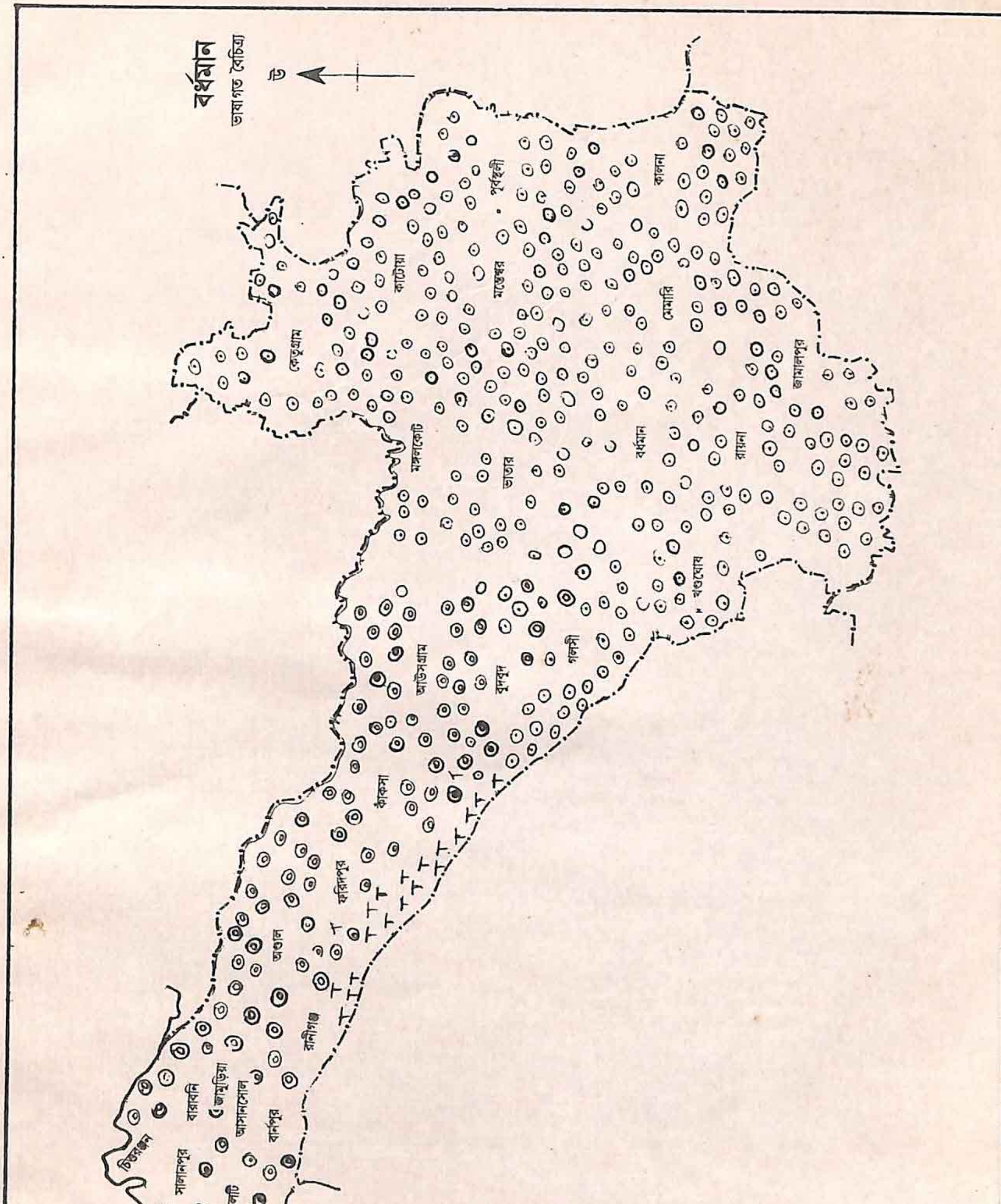
মানচিত্র ৬


পশ্চিম দিনাজপুর
ভাষা গত বৈচিত্র্য
উ
চোপড়া
ইসলামপুর
গোয়ালপুকুর
করণদীঘি
হেমতাবাদ
রায়গঞ্জ
কালিয়াগঞ্জ
কুশমুণ্ডি
ইটাহার
গঙ্গারামপুর
কুমারগঞ্জ
বংশীহারী
তপন
হিলি
বালুরঘাট

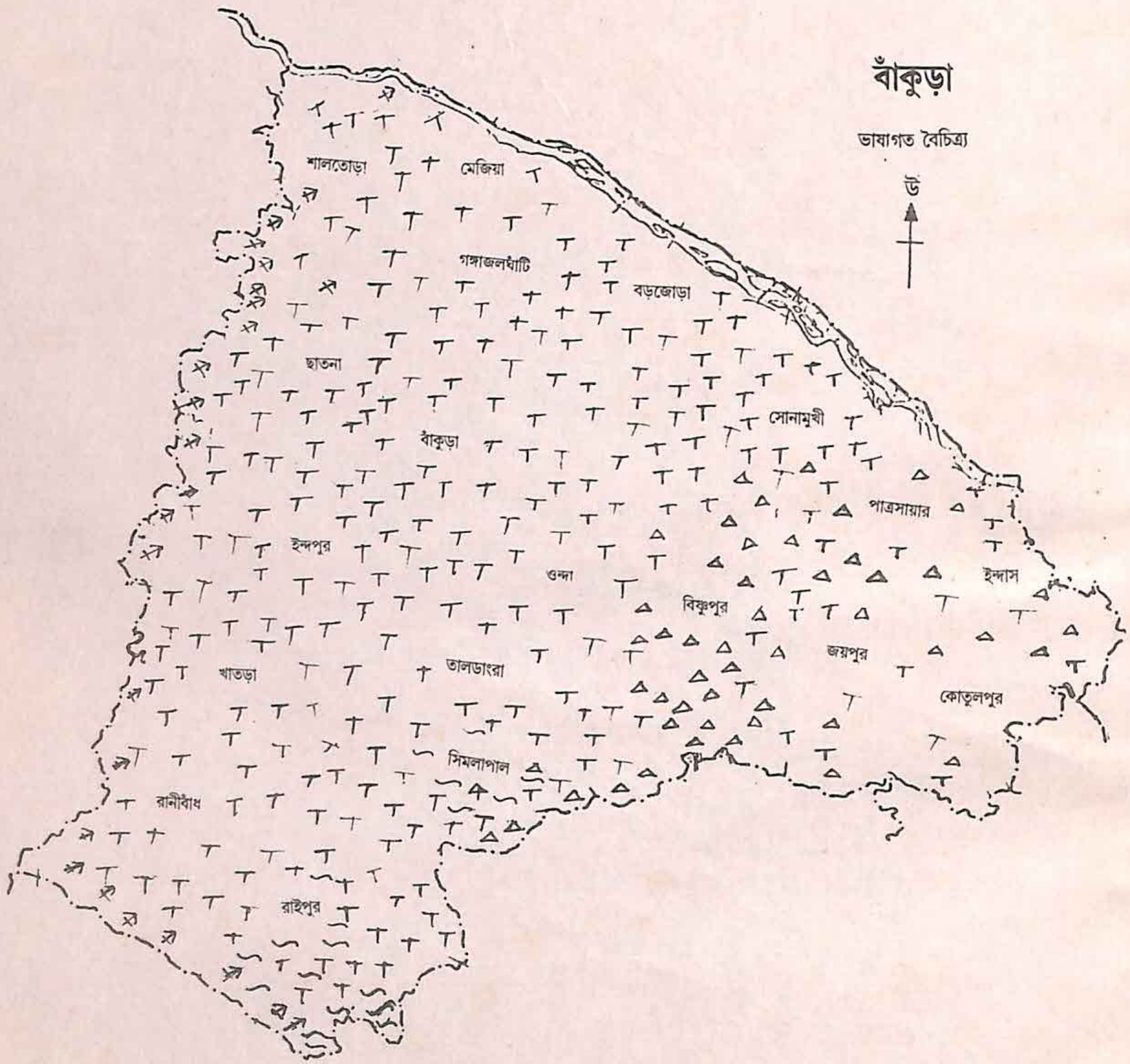
মানচিত্র ৭

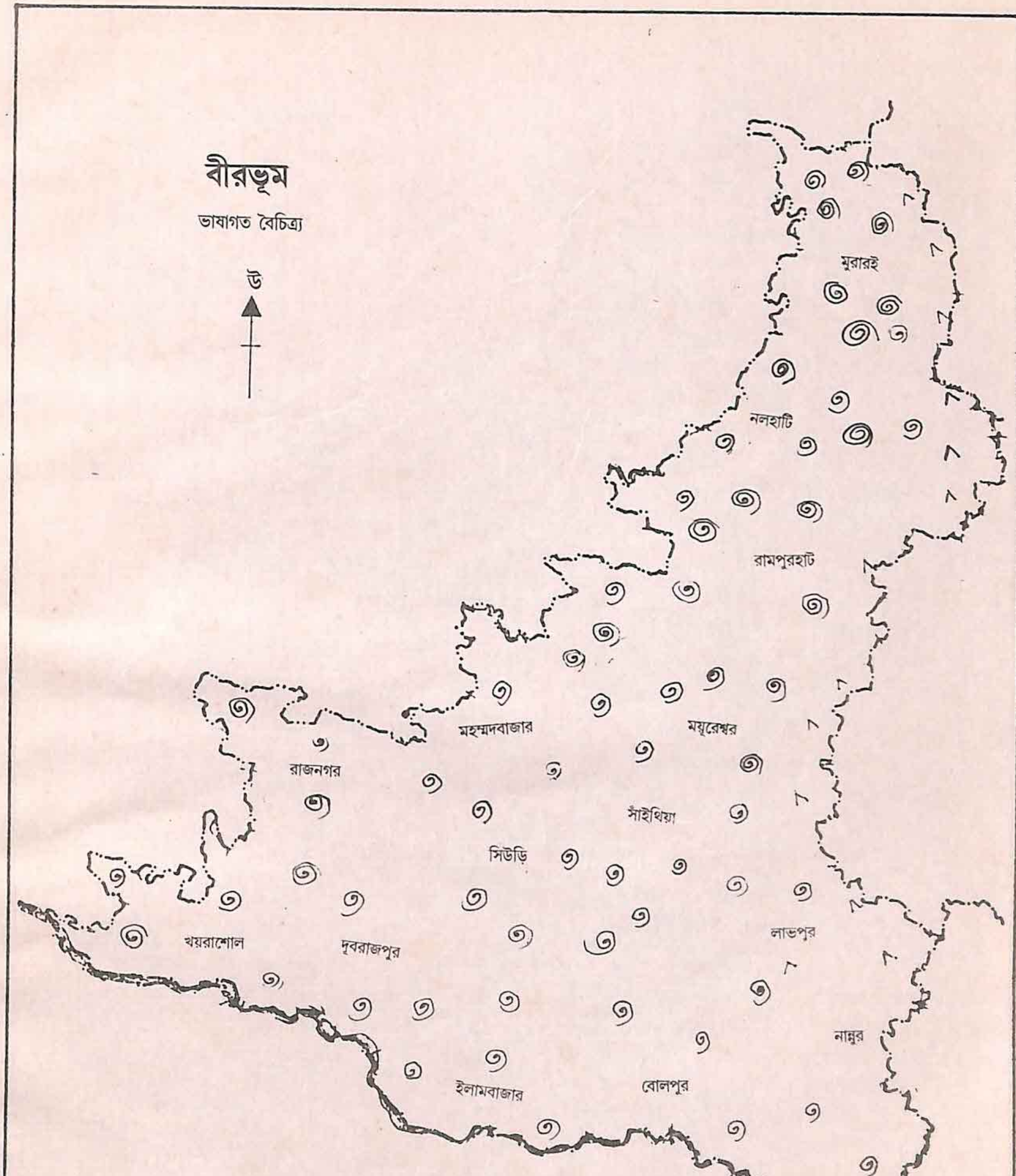

পুরুলিয়া
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
নিতুরিয়া
সাঁতুড়ি
রঘুনাথপুর
পাড়া
আদ্রা
কাশীপুর
জয়পুর
ঝালদা
আরশা
পুরুলিয়া
হুড়া
বাঘমুণ্ডি
পুঞ্চা
বলরামপুর
মানবাজার
বরাভূম (বরাবাজার)
বান্দোয়ান

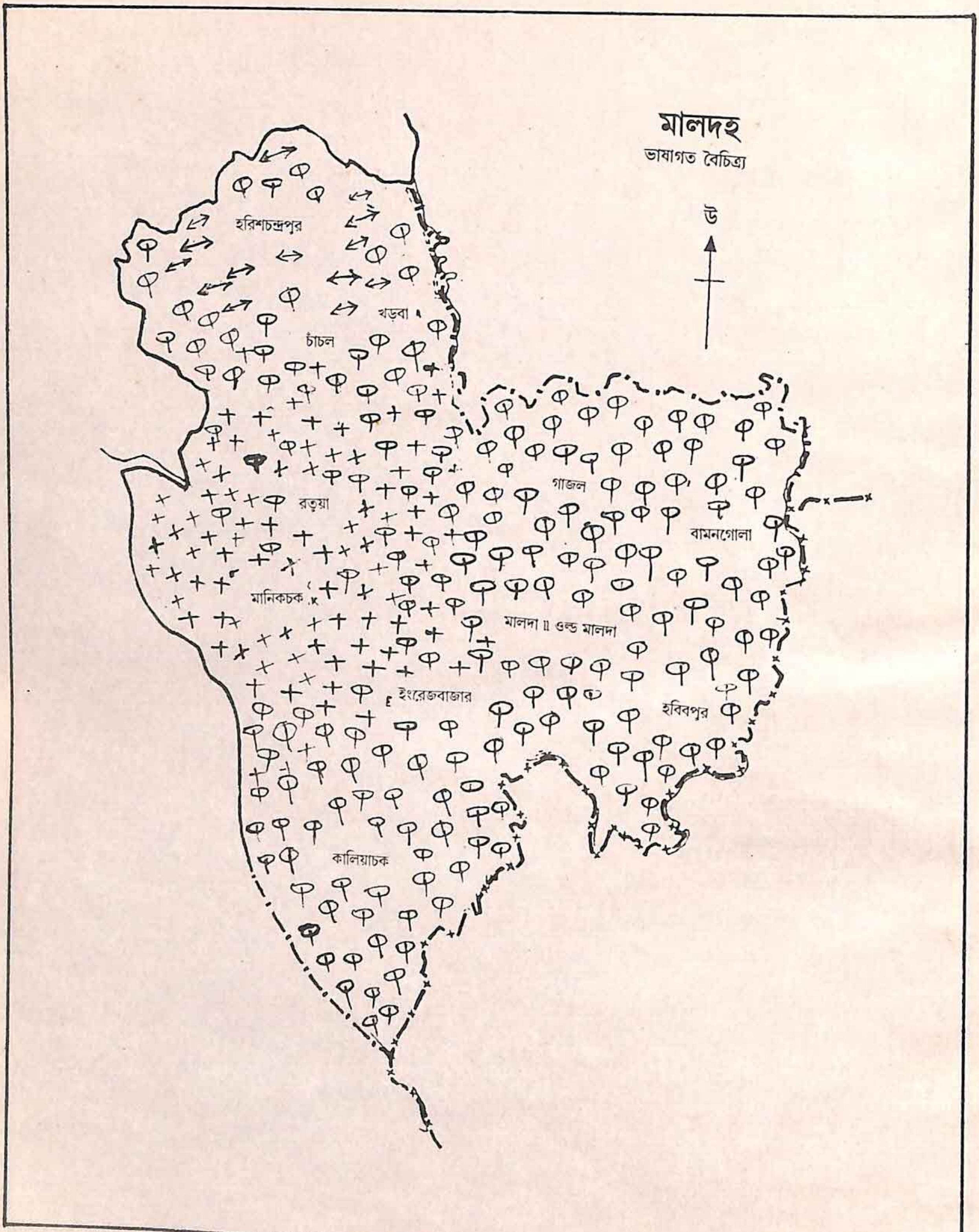
মানচিত্র ৮

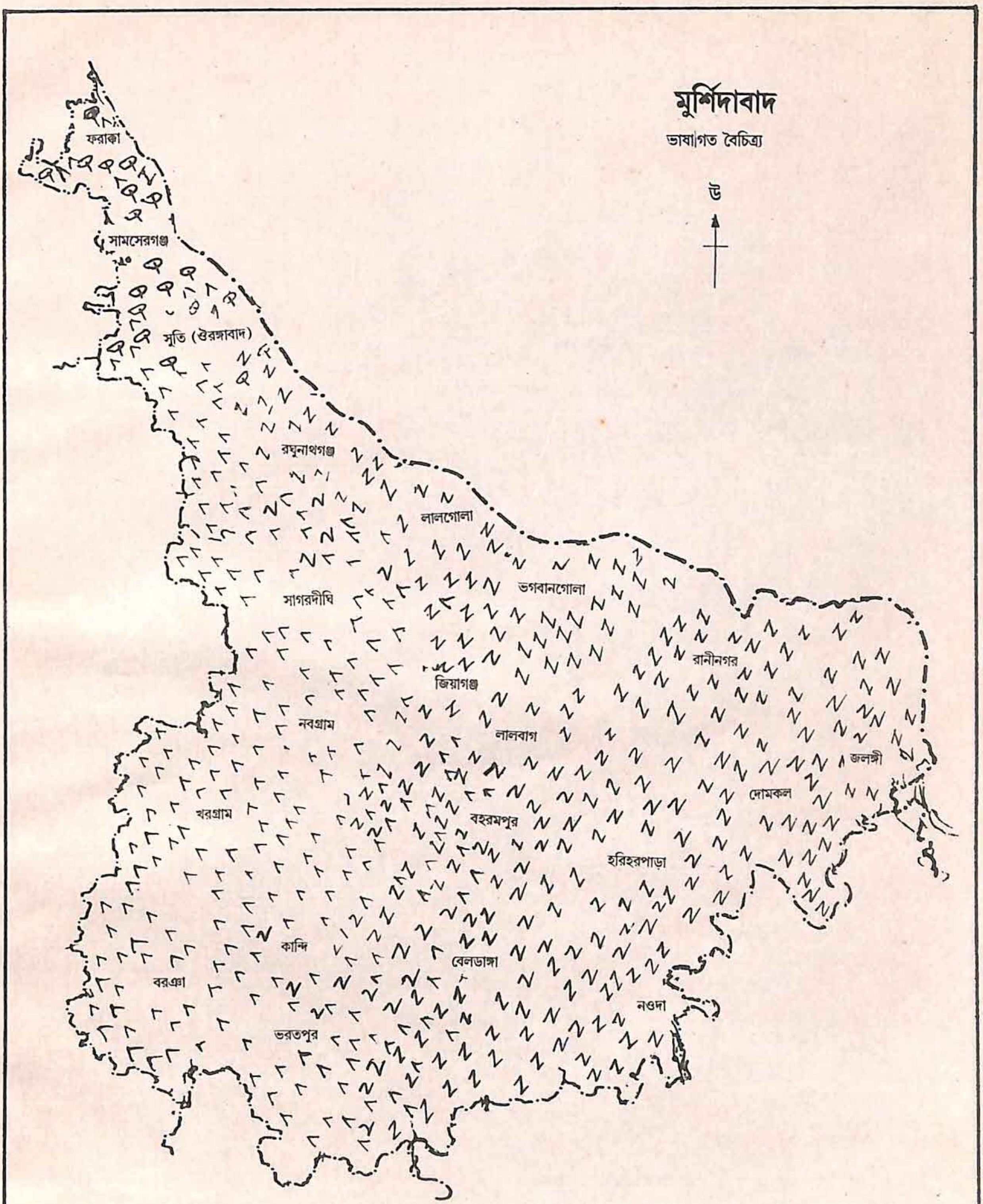

বর্ধমান
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
কালনা
পূর্বস্থলী
কাটোয়া
মন্তেশ্বর
মেমারি
কেতুগ্রাম
জামালপুর
মঙ্গলকোট
ভাতার
বর্ধমান
রায়না
খণ্ডঘোষ
গলসী
বুদবুদ
আউসগ্রাম
কাঁকসা
ফরিদপুর
অন্ডাল
রানীগঞ্জ
জামুড়িয়া
বারাবনি
আসানসোল
বার্ণপুর
চিত্তরঞ্জন
সালানপুর
কুলটি

মানচিত্র ৯

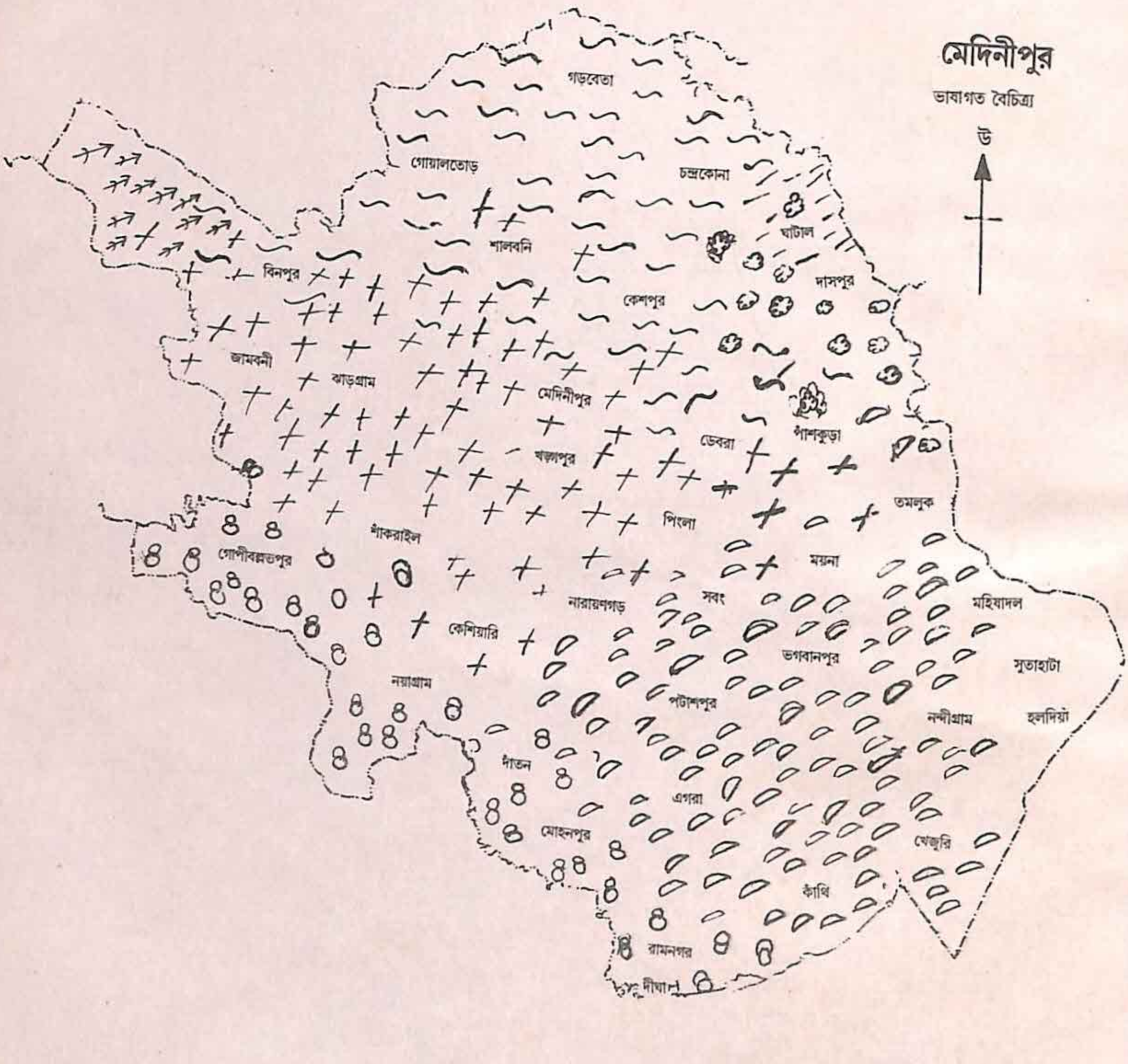

বাঁকুড়া
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
শালতোড়া
মেজিয়া
গঙ্গাজলঘাটি
বড়জোড়া
ছাতনা
সোনামুখী
বাঁকুড়া
পাত্রসায়ার
ইন্দপুর
ওন্দা
ইন্দাস
বিষ্ণুপুর
জয়পুর
খাতড়া
তালডাংরা
কোতুলপুর
সিমলাপাল
রানীবাঁধ
রাইপুর


বীরভূম
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
মুরারই
নলহাটি
রামপুরহাট
মহম্মদবাজার
ময়ূরেশ্বর
রাজনগর
সাঁইথিয়া
সিউড়ি
খয়রাশোল
দুবরাজপুর
লাভপুর
নান্নুর
ইলামবাজার
বোলপুর

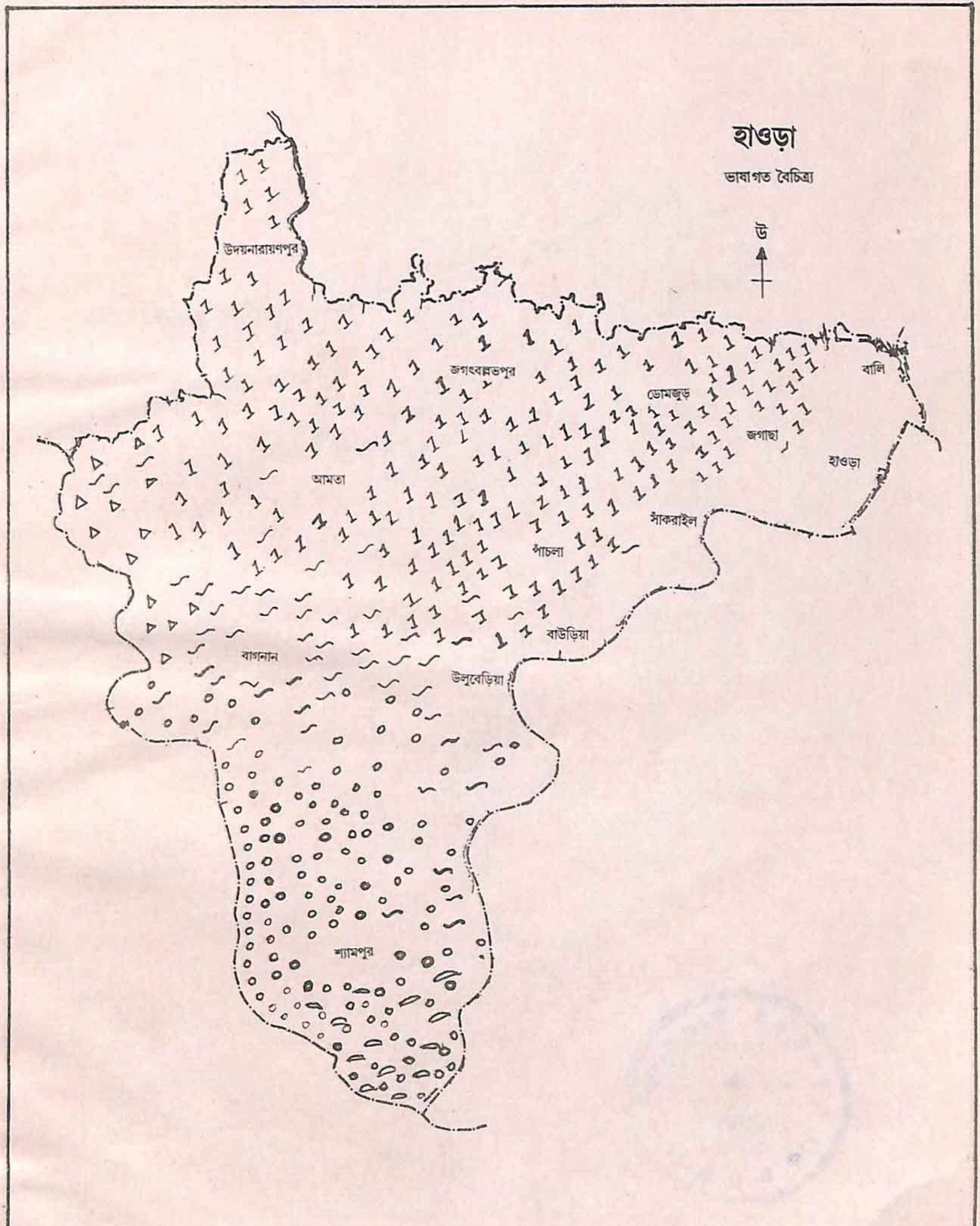

মালদহ
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
হরিশচন্দ্রপুর
খড়বা
চাঁচল
রতুয়া
গাজল
বামনগোলা
মানিকচক
মালদা ।। ওল্ড মালদা
ইংরেজবাজার
হবিবপুর
কালিয়াচক


মুর্শিদাবাদ
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
ফরাক্কা
সামসেরগঞ্জ
সুতি (ঔরঙ্গাবাদ)
রঘুনাথগঞ্জ
লালগোলা
ভগবানগোলা
সাগরদীঘি
রানীনগর
জিয়াগঞ্জ
নবগ্রাম
লালবাগ
জলঙ্গী
দোমকল
খরগ্রাম
বহরমপুর
হরিহরপাড়া
কান্দি
বেলডাঙ্গা
বরঞা
নওদা
ভরতপুর

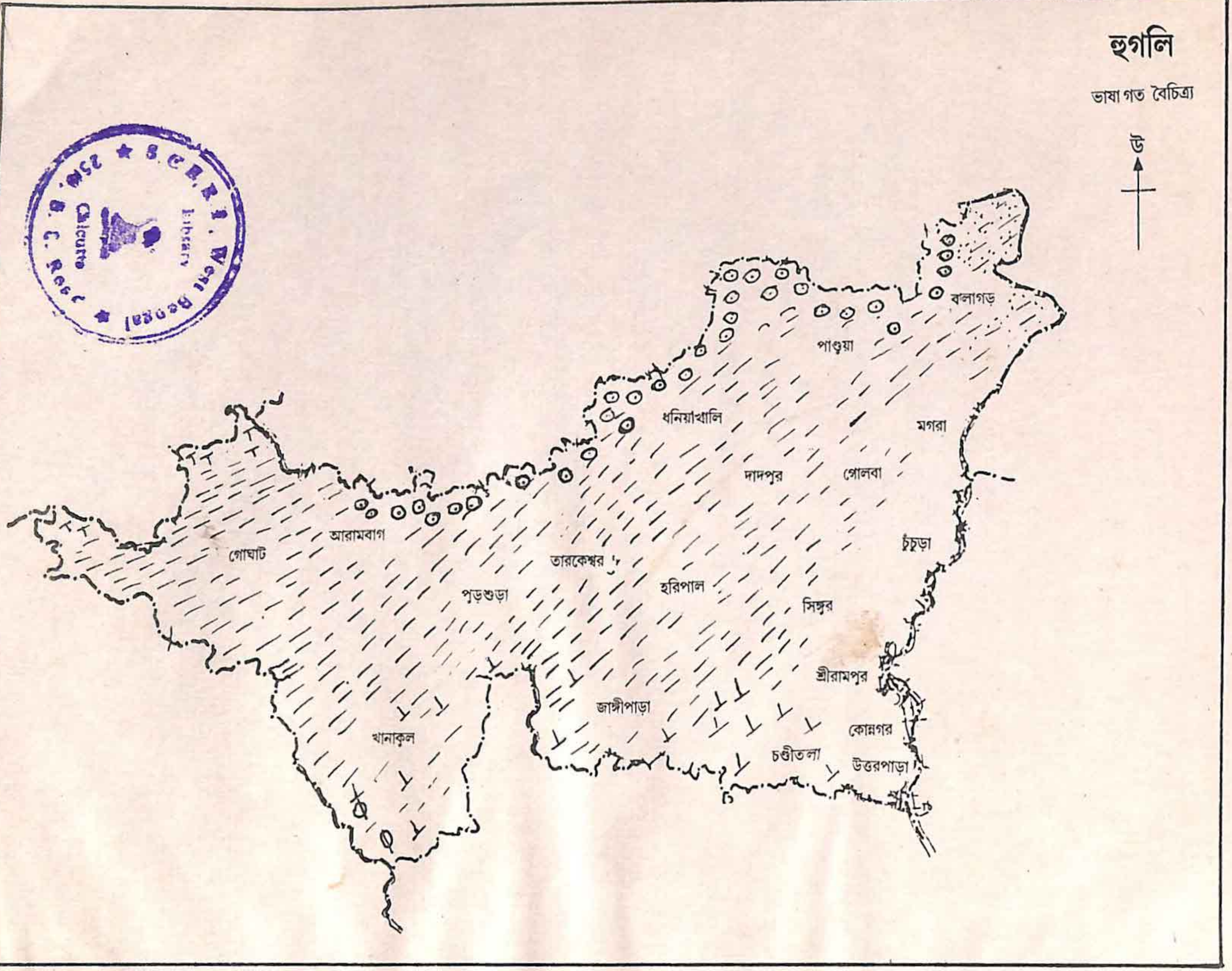
মানচিত্র ১৩


মেদিনীপুর
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
গড়বেতা
গোয়ালতোড়
চন্দ্রকোনা
ঘাটাল
শালবনি
বিনপুর
কেশপুর
দাসপুর
জামবনী
ঝাড়গ্রাম
মেদিনীপুর
ডেবরা
পাঁশকুড়া
খড়্গপুর
তমলুক
পিংলা
শাঁকরাইল
গোপীবল্লভপুর
ময়না
সবং
নারায়ণগড়
মহিষাদল
কেশিয়ারি
ভগবানপুর
সুতাহাটা
নয়াগ্রাম
পটাশপুর
নন্দীগ্রাম
হলদিয়া
দাঁতন
এগরা
মোহনপুর
খেজুরি
কাঁথি
রামনগর
দীঘা

মানচিত্র ১৪


হাওড়া
ভাষাগত বৈচিত্র্য
উ
উদয়নারায়ণপুর
জগৎবল্লভপুর
ডোমজুড়
বালি
জগাছা
হাওড়া
আমতা
সাঁকরাইল
পাঁচলা
বাউড়িয়া
বাগনান
উলুবেড়িয়া
শ্যামপুর

মানচিত্র ১৫


হুগলি
ভাষা গত বৈচিত্র্য
উ
বলাগড়
পাণ্ডুয়া
মগরা
ধনিয়াখালি
দাদপুর
গোলবা
চুঁচুড়া
আরামবাগ
গোঘাট
তারকেশ্বর
হরিপাল
পুড়শুড়া
সিঙ্গুর
শ্রীরামপুর
জাঙ্গীপাড়া
কোন্নগর
খানাকুল
চণ্ডীতলা
উত্তরপাড়া

আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে
প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে
নানা রূপান্তরের মধ্যে
নিজের ইতিহাস
প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,
তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই
ভাষারহস্য আমাদের কাছে
সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।
এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের
যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে,
এমন বোধ হয়
আর কোনো দেশে নাই।
অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশ পূর্বক
সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে
সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান
আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিবে
এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয়
বই পড়িবামাত্র কখনো
হইতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর